ওঁ
বেদঃ

# ঋগ্বেদ-সংহিতা।

## প্রথমেঽষ্টকে—অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

মূলং, পদ-বিশ্লেষণং, মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদঃ, সায়ণভাষ্যং,
ভাষ্যানুবাদঃ, বিশদার্থঃ প্রভৃতি সমেতঃ।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
সম্পাদিতঃ ব্যাখ্যাতঃ চ।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাবড়া-সহরেঽধুনা॥
'পৃথিবীরইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া-সহরস্থে "পৃথিবীর ইতিহাস" মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ

# ঋগ্বেদ-সংহিতা।

## অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শোঽনুবাকঃ। ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ॥
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ। প্রথমাদারভ্য চতুর্থপর্য্যন্তং চত্বারঃ বর্গাঃ॥

* * *

## ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তে নুতন অধ্যায় এবং নূতন পর্য্যায় আরম্ভ হইল। এই সূক্তের পরবর্ত্তী আর আটটী সূক্তে এই অধ্যায় শেষ হইবে। অধ্যায়-শেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অষ্টকটিও সম্পূর্ণ হইবে। এই সূক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া একবিংশত্যধিকশততম সূক্ত পর্যন্ত নয়টী সূক্তে মোট ১৩৫টি ঋক্ আছে। ইহার মধ্যে প্রথম সূক্তটী—উষাদেবতা-বিষয়ক। দ্বিতীয় সূক্ত—রুদ্রদেবতা-সম্বন্ধীয়। তৃতীয় সূক্ত—সূর্য্য-দেবাত্মক। তৎপরবর্ত্তী পাঁচটী সূক্তের দেবতা—অশ্বিদেবদ্বয়। শেষ সূক্তটী ইন্দ্র-দেবতার উদ্দেশে বিনিযুক্ত।

আলোচ্য প্রথম সূক্তটী—উষা-দেবতা-বিষয়ক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'উষা' শব্দে 'উষাকাল' অর্থই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদনুসারে ব্যাখ্যাসমূহে প্রধানতঃ উষাকালের প্রসঙ্গই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু বিভিন্ন ঋকের প্রচলিত অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'উষা' শব্দে 'উষাকাল' অর্থ গ্রহণ করিয়াও ব্যাখ্যাকারগণ পূর্ব্বাপর ভাব-সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই;—প্রায় সকল ঋকের ব্যাখ্যাতেই রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাহা হইলেও, প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাখ্যা-বর্ণিত 'উষা' প্রকৃতপক্ষে প্রতিনিয়ত প্রকাশশীল 'উষাকাল' নহেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই সূক্তের চতুর্থ ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যায় দেখুন,—"আমরা প্রভাসম্পন্না সুনৃত বাক্যের নেত্রী উষাকে জানি"; পঞ্চম ঋকের ব্যাখ্যায় লক্ষ্য করুন,—"যে সকল লোক বক্র হইয়া শুইয়াছিল, উষা তাহার মধ্যে কাহাকেও ভোগের জন্য, কাহাকেও যজ্ঞের জন্য এবং কাহাকেও ধনের জন্য,—সকলকেই নিজ নিজ কর্ম্মের জন্য জাগরিত করিয়াছেন"। আবার, উষা-দেবতার প্রার্থনা-মূলক প্রথম ঋকের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি করুন,—'ঐ নিত্য-যৌবনা শুভ্রবসনা আকাশ-দুহিতা অন্ধকার দূর করতঃ

দর্শন-গোচর হইয়াছেন। তিনি পার্থিব সমস্ত ধনের ঈশ্বরী। হে সুভগে! তুমি অদ্য এস্থানের অন্ধকার দূর কর।" দ্বাদশ ঋকে উষাদেবতার কার্য্য-বর্ণনায় আবার দেখুন,—"তিনি বিদ্বেষীদিগকে দূর করেন। যজ্ঞ পালন করেন, যজ্ঞার্থ প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনি সুখ প্রদান করেন, এবং সুনৃত শব্দ প্রেরণ করেন। উষা কল্যাণবতী ও দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত যজ্ঞ ধারণ করেন। হে উষা! উৎকৃষ্টরূপে অদ্য এই স্থানে আলোক প্রকাশ কর।" এই সকল ব্যাখ্যা-পাঠে, 'উষা' শব্দে নিত্য-প্রকাশশীল উষাকালের প্রতিই কি কেবল লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হয়?

বেদের 'উষা'দেবতা উপলক্ষে আমরা কিন্তু পূর্ব্বাপর 'জ্ঞানদায়িনী দেবী'. 'জ্ঞানোন্মেষিণী বৃত্তি' অথবা 'জ্ঞান-প্রকাশক কর্ম্ম' ইত্যাদি রূপ ভাব গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। উষা-প্রকরণের রূপকতত্ত্ব সম্যক্ অধিগত হইলেই, কি উদ্দেশ্যে উষা-প্রকরণ বিনিযুক্ত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। সাধারণ দৃষ্টিতে লক্ষিত হয়,—উষা-সমাগমে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ভূমণ্ডল ধীরে ধীরে আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া উঠে; উষা-সমাগমে নিদ্রালস জীবজগৎ সুপ্ত-চেতনা পুনঃ প্রাপ্ত হয়; উষা-সমাগমে জীব-হৃদয়ে কর্ম্ম-প্রবণতার পুনরভ্যুত্থান হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতিনিয়ত প্রকাশশীল এই উষার উদয় এবং তৎসঙ্গেসঙ্গে জীবহৃদয়ে কর্ম্ম-শক্তি-সঞ্চারের ব্যাপার—একটু স্থির চিত্তে অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়,—কোন্ উষার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে! প্রতিনিয়তই জীবসমুদয় দিবসের কর্ম্ম-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া রাত্রি-সমাগমে নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করে। নিদ্রিতাবস্থায় জীবের বাহ্যজ্ঞান থাকে না; তখন জীব অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় অবস্থান করে। এই জন্যই রূপকে রাত্রিকে অজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়। আবার প্রতিনিয়ত যখন রজনীর গাঢ় তমোরাশি দূরীভূত করিয়া উষাকাল আবির্ভূত হয়, তখন জীবগণ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়,—জীবের সুপ্ত অজ্ঞান অবস্থা লোপ পায়;—নবীন উষার নির্ম্মল দীপ্ত আলোকে জীব-হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে;—জীব-হৃদয়ে নব-চেতনার আবির্ভাব হয়। সেই চেতনার উন্মাদনায় মানবকে স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রাভিমুখে প্রধাবিত হইতে দেখি। গাঢ় তমিস্রার অন্তরালবর্ত্তী পূর্ণালোক-প্রকাশের পূর্ব্বাভাস প্রদান করে বলিয়াই এই উষাকে জ্ঞানদায়িনী দেবী বা জ্ঞানোন্মেষিণী বৃত্তি বা জ্ঞানপ্রদ কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আমরা সেই দৃষ্টিতেই উষাকে জ্ঞানদায়িনী দেবী বা জ্ঞানোন্মেষিণী বৃত্তি বা জ্ঞানপ্রদ কর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। যে দেবতার কৃপায় প্রজ্ঞান লাভ করা যায়, যে বৃত্তির সাহায্যে হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, যে কর্ম্ম আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানের সঞ্চার করিয়া দেয়, বেদের উষা-প্রকরণে প্রধানতঃ সেই দেবতার প্রতি বা সেই বৃত্তির প্রতি বা সেই কর্ম্মের প্রতিই লক্ষ্য আসে। 'উষা'-শব্দে উষাকাল অর্থ যে অসঙ্গত, তাহা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু, এই উষা-প্রকরণে উষা বলিতে জ্ঞানোন্মেষিণী বৃত্তি বা জ্ঞানদায়িনী দেবী বা জ্ঞানপ্রদ কর্ম্ম অর্থেই আমরা অধিকতর সঙ্গতি দেখি।

পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি - বেদ দর্পণ-স্বরূপ। দর্পণের সম্মুখে যে চিত্র স্থাপিত হয়, তদনুরূপ প্রতিকৃতিই প্রতিফলিত হয়। তাই বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের বিভিন্ন দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থে বিভিন্নপ্রকার ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। যিনি যে ভাবের ভাবুক হইয়া বেদার্থ-

নিষ্কাশনে প্রবৃত্ত হউন না কেন, বেদের সূক্ষ্ম নির্দ্দেশ কিন্তু সেই এক,—সেই দেবতার বা দেবভাবের মধ্য দিয়া ব্রহ্মে উপনীত হওয়া—ব্যষ্টির ভিতর দিয়া সমষ্টিকে প্রাপ্ত হওয়া! সেই জন্যই বিভিন্ন দেবতার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের অভ্যন্তরে অনাদি অনন্ত ব্রহ্মের প্রভা প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রত্যেক শক্তির, প্রত্যেক সদ্গুণের, প্রত্যেক সদ্ভাবের সাহচর্য্যে ভগবান্ প্রকাশমান হয়েন। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতানিচয়ের মধ্যে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের রূপ-গুণ-শক্তির মধ্যে—তাই ব্রহ্মের অধ্যাস দৃষ্ট হয়। সুতরাং এক এক দেবতায় ব্রহ্মত্বের আরোপ হইয়া থাকে। এই উষা-প্রকরণের ব্যাখ্যায় সেই ভাবের পরিস্ফুটনা লক্ষ্য করা যায়। তাই এই সূক্তের উষা-প্রসঙ্গের আলোচনায় উষা-কালের মধ্য দিয়া ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যদ্দ্বারা জ্ঞানের উন্মেষ হয়, যাহা প্রজ্ঞানের মধ্যে লইয়া যায়, জ্ঞানময়ের স্বরূপ ভিন্ন তাহা আর অন্য কিছুই নহে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ-ভেদে আধার বিভিন্ন হইলেও আলোক-প্রভা যেমন সর্ব্বত্র অভিন্ন, এখানেও সেই ভাব মনোমধ্যে পোষণ করা যায়।

কি দৃষ্টিতে এবং কি অর্থে আমরা এবম্বিধ ভাব প্রাপ্ত হই, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদমুখে প্রকাশ পাইবে আশা করি। প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার তুলনা করিয়া সুধীগণ সুষ্ঠুভাব গ্রহণ করিবেন।

## ত্রয়োদশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ ॥

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্ ॥

ইত্থং সপ্তমধ্যায়ং ব্যাখ্যায় অষ্টমাধ্যায়ো ব্যাখ্যাতুমারভ্যতে। প্রথমে মণ্ডলে ষোড়শে অনুবাকে সপ্তসূক্তানি গতানি। ইদমিতি বিংশত্যৃচমষ্টমং সূক্তং। অত্রানুক্রম্যতে। ইদং বিংশতিরুষস্যং দ্বিতীয়োঽর্দ্ধর্চো রাত্রেশ্চেতি। ঋষিশ্চান্যস্মাদিতি পরিভাষয়ানুবৃত্তেরাঙ্গিরসঃ

### ত্রয়োদশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

বেদসমূহ যাঁহার নিশ্বসিত, যিনি বেদ হইতে অখিল জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আমি সেই বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরকে বন্দনা করি।

এই প্রকারে সপ্তম অধ্যায় ব্যাখ্যা করিয়া, অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা আরম্ভ করা যাইতেছে প্রথম মণ্ডলের ষোড়শ অনুবাকে সাতটি সূক্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'ইদং' ইত্যাদি বিংশতি ঋক্-বিশিষ্ট অষ্টম সূক্ত। এ বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে:—'ইদং বিংশতিরুষস্যং দ্বিতীয়োঽর্দ্ধর্চো রাত্রেশ্চ' ইত্যাদি; অর্থাৎ, এই বিংশতি ঋক্ উষা-সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় অর্দ্ধ ঋক্ রাত্রি-বিষয়ক। 'ঋষিশ্চান্যস্মাৎ' এই পরিভাষা দ্বারা অনুবৃত্তি-হেতু

কুৎস ঋষিঃ। অনাদেশপরিভাষয়া ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। উষোদেবতা। দ্বিতীয়ার্দ্ধর্চস্য রাত্রিরপি। প্রাতরনুবাকে উষস্যে ক্রতৌ ত্রৈষ্টুভে ছন্দস্যেতৎ সূক্তং। সূত্রিতঞ্চ—ইদং শ্রেষ্ঠং পৃথূরথ ইতি সূক্তে ( আ০ ৪.১৪ ) ইতি। আশ্বিনশস্ত্রে চেদং সূক্তং প্রাতরনুবাকাতিদেশাৎ॥

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশাধিকশততমে সূক্তে প্রথমা ঋক্। ঋষিঃ কুৎসঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। উষোদেবতা। প্রাতরনুবাকে উষস্যে ক্রতৌ আশ্বিনশস্ত্রে চ বিনিয়োগঃ॥

* * *

### প্রথমা ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্। )

॥ ওঁ॥ ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাচ্চিত্রঃ
প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা।
যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায়ঁ এবা
রাত্র্যুষসে যোনিমারৈক্॥ ১॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইদম্। শ্রেষ্ঠম্। জ্যোতিষাম্। জ্যোতিঃ। আ। অগাৎ। চিত্রঃ।
প্রঽকেতঃ। অজনিষ্ট। বিঽভ্বা।
যথা। প্রঽসূতা। সবিতুঃ। সবায়। এব।
রাত্রী। উষসে। যোনিম্। অরৈক্॥ ১॥

---

আঙ্গিরস কুৎস ঋষি। অনাদেশ পরিভাষা দ্বারা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। উষা দেবতা। দ্বিতীয় অর্দ্ধ ঋকের দেবতা রাত্রি। প্রাতরনুবাকে উষা-সম্বন্ধীয় ক্রতুতে ত্রিষ্টুপ্-ছন্দের এই সূক্ত (প্রযুজ্য)। এবিষয়ে সূত্রিত আছে;—'ইদং শ্রেষ্ঠং পৃথূরথ ইতি সূক্তে' ( আ০ ৪।১৪ ) ইত্যাদি। প্রাতরনুবাকাতিদেশ-হেতু আশ্বিনশস্ত্রেও এই সূক্ত (প্রযুক্ত)।

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইদং' ( বক্ষ্যমাণং, প্রসিদ্ধং ) 'শ্রেষ্ঠং' ( প্রশস্ততমং ) 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' ( সর্ব্বেষাং জ্ঞানরশ্মীনাং মূলীভূতং প্রজ্ঞানং ইত্যর্থঃ ) 'আ' ( সর্ব্বতোভাবেন ) 'অগাৎ' ( আগচ্ছতু, অজ্ঞানান্ অস্মান্ প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ ) ; 'চিত্রঃ' ( রমণীয়ঃ ) 'প্রকেতঃ' ( অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নস্য সর্ব্বস্য বিজ্ঞাপকঃ তদীয় রশ্মিসমূহঃ ) 'বিভ্বা' ( পর্য্যাপ্তঃ সন্, সর্ব্বথা ইত্যর্থঃ ) 'অজনিষ্ট' ( অস্মাসু প্রাদুর্ভবতু ) ; প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অজ্ঞানেষু অস্মাসু জ্ঞানং আবির্ভবতু ; 'যথা' ( যস্মাৎ ) 'রাত্রী' ( অজ্ঞানতারূপা রাত্রিঃ ) 'সবিতুঃ' ( প্রজ্ঞানরূপাৎ সূর্য্যাৎ ) 'প্রসূতা' ( উৎপন্না সতী, জ্ঞানেন সহ অজ্ঞানজে কর্ম্মণি সম্বন্ধবিশিষ্টে সতি ইত্যর্থঃ ) 'উষসে' ( জ্ঞানোন্মেষিকায়ৈ বৃত্তিরূপায়ৈ ইত্যর্থঃ ) 'সবায়' ( উৎপন্নায়, প্রকাশনার্থং নিমিত্তভূতং কারণং ভবতি ইতি ভাবঃ ) ; তস্মাৎ 'রাত্রী এব' ( অজ্ঞানতারূপা রাত্রিঃ এব ) 'যোনিং' ( জ্ঞানোন্মেষিকায়াঃ উষসঃ উৎপত্তিক্ষেত্রং ) 'অরৈক' ( কথ্যতে, অভিধীয়তে ) ; অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানেন সহ যৎ কর্ম্ম সম্বন্ধযুক্তং তদেব সুফলপ্রদং ভবতি ; অতঃ অস্মাকং সর্ব্বং কর্ম্ম জ্ঞানসম্বন্ধযুক্তং ভবতু – ইতি প্রার্থনা। ( ১ম – ১১৩সূ – ১ঋ ) ॥

⁂

অথবা,

'ইদং' ( দৃশ্যমানং ) 'শ্রেষ্ঠং' ( মহত্তোমহীয়ঃ ) 'জ্যোতিষাং' ( দ্যোতনশীলানাং সূর্য্যাদিগ্রহগণানাং ) 'জ্যোতিঃ' ( স্বপ্রকাশরূপং, জগৎস্ফূরণাত্মকং অনির্ব্বচনীয়মালোকং ) যদা 'আ' ( সর্ব্বতঃ ) 'অগাৎ' ( অগমৎ—হৃদয়দহরে ইতি শেষঃ ) ; তদা 'চিত্রঃ' ( অদ্ভুততমঃ বৈচিত্র্যকারকঃ জ্ঞানালোকঃ ) 'বিভ্বা' ( ব্যাপ্তঃ সন্ ) 'প্রকেতঃ' ( অজ্ঞানধ্বান্তবিঘাতকঃ ) 'অজনিষ্ট' ( প্রাদুরভূৎ ) ; 'যথা' ( যাদৃশং ) 'সবিতুঃ' ( সূর্য্যাৎ ) 'প্রসূতা' ( উৎপন্না ) 'রাত্রিঃ' ( ধ্বান্তনিশা ) 'উষসে' ( উষাকালস্য ) 'সবায়' ( উৎপত্তয়ে ) 'যোনিং' ( কারণং ) 'অরৈক্' ( আরেচিতবতী ভবতি )। অয়ং ভাবঃ—যথা সূর্য্যাৎ সমুদ্ভূতা রাত্রিঃ উষাকালস্য উৎপত্তয়ে ভবতি, তথা পরমব্রহ্মণঃ উপরি ভাসমানা ইয়ং অজ্ঞানরাত্রিঃ জ্ঞানালোকস্য প্রভবায় ভবতি। ( ১ম—১১৩সূ · ১ঋ ) ॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

এই বক্ষ্যমাণ শ্রেষ্ঠ সকল জ্ঞানরশ্মির মূলীভূত প্রজ্ঞান, জ্ঞানহীন আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হউন ; রমণীয়, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন সকলের বিজ্ঞাপক, তাঁহার রশ্মিসমূহ, পর্য্যাপ্ত হইয়া, সর্ব্বথা আমাদিগের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হউক ; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানহীন আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হউক ) ; যেহেতু, অজ্ঞানতা-রূপ রাত্রি, প্রজ্ঞান-রূপ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইলে অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানজ কর্ম্ম সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইলে, জ্ঞানোন্মেষিকা-বৃত্তি-রূপ উষাকে প্রকাশ করিবার

নিমিত্ত, নিমিত্তভূত কারণ হয়েন; সেইহেতু, অজ্ঞানতা-রূপা রাত্রিই জ্ঞানোন্মেষিকা উষার উৎপত্তি-ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হয়েন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের সহিত যে কর্ম্ম সম্বন্ধযুক্ত, তাহাই সুফলপ্রদ হইয়া থাকে; অতএব, আমাদিগের সকল কর্ম্ম জ্ঞানসম্বন্ধযুত হউক—এই প্রার্থনা।)॥ (১ম—১১৪সূ—১ঋ)॥

* * *

অথবা,

এই দৃশ্যমান, মহৎ অপেক্ষাও মহৎ, দ্যোতনশীল সূর্য্যাদি গ্রহগণের স্বপ্রকাশক-রূপ জগৎস্ফুরণাত্মক অনির্ব্বচনীয় আলোক, যখন সর্ব্বতোভাবে হৃদয়দহরাকাশে উপস্থিত হয়; তখন, অদ্ভুততম বৈচিত্র্যকারক জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইয়া, অজ্ঞান-তিমিরের বিনাশক হইয়া থাকে;—যেমন সূর্য্য হইতে উৎপন্না অন্ধকারময়ী রাত্রিই উষাকালের উৎপত্তির কারণ হয়। (ভাব এই যে,—যেমন সূর্য্য হইতে সমুদ্ভূত রাত্রি, উষাকালের উৎপত্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমব্রহ্মের উপর ভাসমান এই অজ্ঞান-রাত্রি জ্ঞানালোকের উৎপত্তির নিমিত্ত হয়।)। (১ম—১১৩সূ—১ঋ)॥

* * *

## সায়ণ-ভাষ্যং।

জ্যোতিষাং গ্রহনক্ষত্রাদীনাং দ্যোতমানানাং মধ্যে ইদমুষ আখ্যং জ্যোতিঃ শ্রেষ্ঠং। প্রশস্ততমং। অত্র কোঽতিশয় ইতি চেৎ উচ্যতে—নক্ষত্রাদিকং জ্যোতিঃ স্বাত্মানমেব প্রকাশয়তি নান্যৎ। চন্দ্রস্তু যদ্যপ্যন্যৎ প্রকাশয়তি তথাপি অবিস্পষ্টপ্রকাশঃ। ঔষসং তু জ্যোতির্যুগপদেব সর্ব্বস্য জগতোঽন্ধকারনিরাকরণেন বিশেষেণ প্রকাশকং। অতঃ প্রশস্ততমমিত্যর্থঃ। তাদৃশং জ্যোতিরাগাৎ। পূর্ব্বস্যাং দিশ্যাগমৎ। আগতে চ তস্মিন্ চিত্রশ্চায়নীয়ঃ প্রকেতোঽন্ধকারাবৃতস্য সর্ব্বস্য পদার্থস্য প্রজ্ঞাপকস্তদীয়ো রশ্মির্ব্বিভ্বা বিভুর্ব্ব্যাপ্তঃ সন্নজনিষ্ট।

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'জ্যোতিষাং' গ্রহ-নক্ষত্রাদি দ্যোতমানগণের মধ্যে 'ইদং' উষানামক জ্যোতিঃ 'শ্রেষ্ঠং' প্রশস্ততম। উহার কি আতিশয্য? (এ বিষয়ে) উক্ত আছে,—নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ নিজেকে প্রকাশ করে, অন্যবস্তুকে নহে। চন্দ্র যদিও অন্যবস্তুকে প্রকাশ করে, তথাপি তাহা বিস্পষ্ট প্রকাশ নহে। কিন্তু উষার জ্যোতিঃ যুগপৎ সমস্ত জগতের অন্ধকার নিরাকরণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রকাশক; সেই হেতু প্রশস্ততম—ইহাই অর্থ। তাদৃশ জ্যোতিঃ 'আগাৎ' পূর্ব্বদিকে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি আসিলে পরে 'চিত্রঃ' চায়নীয় 'প্রকেতঃ' অন্ধকারাবৃত সকল পদার্থের প্রজ্ঞাপক তদীয় রশ্মি 'বিভ্বা' বিভু ব্যাপ্ত হইয়া 'অজনিষ্ট',

প্রাদুরভূৎ। কিঞ্চ যথা রাত্রী রাত্রিঃ স্বয়ং সবিতুঃ সূর্য্যসকাশাৎ প্রসূতা। উৎপন্না। সূর্য্যো হ্যস্তং গচ্ছন্ রাত্রিং জনয়তি। তস্মিন্নস্তমিতে রাত্রেরুৎপত্ত্যভাবাৎ। এবমেব রাত্রিরপ্যুষসে সবায় উষস উৎপত্তয়ে তদর্থং যোনিং স্থানং স্বকীয়াপরভাগলক্ষণমারৈক্। আরেচিতবতী। কল্পিতবতীত্যর্থঃ। যদ্বা প্রসূতা রাত্রিসকাশাদুৎপন্নোষাঃ সবিতুঃ সূর্য্যস্য সবায় প্রসবায় জন্মনি যথা ভবতি এবং রাত্রিরপ্যুষসে উষসো যজ্জন্ম তদর্থং যোনিং স্বাপরভাগলক্ষণং স্থানং কৃতবতী। অত্র নিরুক্তং। ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগমৎ চিত্রং প্রকেতনং প্রজ্ঞাততমমজনিষ্ট বিভূততমং যথা প্রসূতা সবিতুঃ প্রসবায় রাত্রিরাদিত্যস্যৈবং রাত্র্যুষসে যোনিমরিচৎ স্থানং। ( নি০ ২।১৯ ) ইতি॥

শ্রেষ্ঠং। প্রশস্যশব্দাদাতিশায়নিক ইষ্ঠন্। প্রশস্যস্য শ্র ইতি শ্রাদেশঃ। প্রকৃত্যৈকাচ্ ( পা০ ৬।৪।১৬৩ ) ইতি প্রকৃতিভাবাট্টিলোপাভাবঃ। অগাৎ। এতের্লুঙীণো গা লুঙীতি গাদেশঃ। গাতিস্থেতি সিচো লুক্। প্রকেতঃ। কিত জ্ঞানে। অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থাৎ কর্ম্মণি ঘঞ্। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। অজনিষ্ট। জনী প্রাদুর্ভাবে। লুঙি সিচ ইডাগমঃ। বিভ্বা। বিপ্রসম্ভ্যো ড্বসংজ্ঞায়ামিতি ভবতের্ডুপ্রত্যয়ঃ। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা সোরাকারাদেশঃ। ওঃ সুপীতি যণাদেশস্য ন ভূসুধিয়োরিতি প্রতিষেধে প্রাপ্তে ছন্দস্যুভয়থেতি

---

প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। আরও, ‘যথা’ যে প্রকার ‘রাত্রী’ রাত্রি স্বয়ং ‘সবিতুঃ’ সূর্য্যের নিকট হইতে ‘প্রসূতা’ উৎপন্না; সূর্য্যই অস্ত গমন করিয়া রাত্রি উৎপন্ন করেন; যেহেতু তিনি অস্তমিত না হইলে, রাত্রির উৎপত্তির অভাব। এই প্রকারেই রাত্রি ও ‘উষসে সবায়’ উষার উৎপত্তির জন্য ‘যোনিং’ স্বকীয়াপরভাগলক্ষণ স্থানকে ‘অরৈক’ আরেচিত অর্থাৎ কল্পনা করিয়াছেন; অথবা, ‘প্রসূতা’ রাত্রির সমীপ হইতে উৎপন্না উষা যেমন ‘সবিতুঃ’ সূর্য্যের ‘সবায়’ প্রসবের নিমিত্ত—জন্মে যেমন ( কারণ ) হয়েন; সেইরূপ রাত্রিও ‘উষসে’ উষার যে জন্ম তাহার নিমিত্ত হয়েন। উষার যে জন্ম, তাহার নিমিত্ত ‘যোনিং’ স্বাপরভাগলক্ষণ স্থানকে করিয়াছেন। এ বিষয়ে নিরুক্ত; যথা,—‘ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগমৎ। চিত্রং প্রকেতনং প্রজ্ঞাততমং অজনিষ্ট বিভূততমং। যথা প্রসূতা সবিতুঃ প্রসবায় রাত্রিরাদিত্যস্যৈবং রাত্র্যুষসে যোনিমরিচৎ স্থানং।’ ( নি০ ২।১৯ ) ইত্যাদি।

শ্রেষ্ঠং। প্রশস্য-শব্দের উত্তর আতিশায়নিক ইষ্ঠন্। ‘প্রশস্যস্য শ্রঃ’ ইত্যাদি সূত্রে শ্রাদেশ। ‘প্রকৃত্যৈকাচ’ ইত্যাদি সূত্রে প্রকৃতিভাব-হেতু টি-লোপের অভাব। অগাৎ। এতির ( ইন্-ধাতুর ) লুঙে ‘ইণোগালুঙ্’ ইত্যাদি সূত্রে গা-আদেশ। ‘গাতিস্থা’ ইত্যাদি সূত্রে সিচের লোপ। প্রকেতঃ। কিত-ধাতু জ্ঞানার্থক। অন্তর্ভাবিত ণিজন্তার্থ-হেতু কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ্। ‘থাথা’ ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। অজনিষ্ট। জনীধাতু প্রাদুর্ভাবার্থক। লুঙে সিচ্; ইট্ আগম। বিভ্বা। ‘বিপ্রসম্ভ্যোড্বসংজ্ঞায়াং’ ইত্যাদি সূত্রে ভাববাচ্যে ডু-প্রত্যয়। ‘সুপাং সুলুক্’ ইত্যাদি সূত্রে ‘সু’র স্থানে আকারাদেশ। ‘ওঃ সুপি’ ইত্যাদি সূত্রে যণাদেশের ‘নভূসুধিয়োঃ’ ইত্যাদি সূত্রে প্রতিষেধ প্রাপ্ত হওয়ায়, ‘ছন্দস্যুভয়থা’ ইত্যাদি সূত্রে যণাদেশ। বত্যয়ের দ্বারা আদ্যুদাত্তত্ব। অথবা, বি-পূর্ব্বক

স্বণাদেশঃ। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা বিপূর্ব্বাদ্ভবতেরৌণাদিকো ডুন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। প্রসূতা। ষূঙ্‌ প্রাণিপ্রসবে। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। সসায়। ছন্দসি জসসবৌ বক্তব্যাবিতি নিপাতনাদচ্‌। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বং। অণোঽপ্রগৃহ্যস্যানুনাসিক ইতি সংহিতায়ামকারঃ সানুনাসিকঃ। এব। নিপাতস্য চেতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। রাত্রিঃ। রাত্রেশ্চাজসাবিতি ঙীপ্‌। যস্যেতি চেতীকারলোপঃ। অরৈক্‌। রিচির্‌ বিরেচনে। লঙি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্‌। লঘূপধগুণে হল্‌ঙ্যাব্‌ভ্য ইতি তি-লোপঃ। বর্ণব্যাপত্ত্যা ব্যত্যয়েন একারস্য ঐকারঃ॥ (১ম—১১৩সূ—১ঋ)॥

# প্রথম ( ১২২২ ) ঋকের বিশদার্থ।

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি—বেদ দর্পণ স্বরূপ। দর্পণের সম্মুখে যে মূর্ত্তি স্থাপিত হয়, ঠিক তদনুরূপ প্রতিবিম্বই তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বেদ-সম্বন্ধেও তাহাই। বেদ এক নির্দ্দিষ্ট অর্থের নির্দ্দেশক নহে। বেদান্তর্গত মন্ত্রাবলীর যিনি যে দৃষ্টিতে যে অর্থ গ্রহণের চেষ্টা পাইবেন, তাঁহার চক্ষে সে অর্থ—সে ভাবই সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হইবে। ঐ টুকুই বেদের-বিশেষত্ব।

আমরা 'যদ্বা'-পর্য্যায়ে এই মন্ত্রের দুই প্রকার অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি। ঐ দুই অর্থেই আমরা সঙ্গত ভাব প্রাপ্ত হই। প্রথম ব্যাখ্যায় প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইতেছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রটী নিত্য-সত্যতত্ত্ব-জ্ঞাপক অথবা আত্মোদ্বোধনা-মূলক। মন্ত্রের প্রথম চরণের অন্তর্গত 'অগাৎ'

---

ভূ-ধাতুর উত্তর ঔণাদিক ডুন-প্রত্যয়। নিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। প্রসূতা। ষূঙ্‌ ধাতু প্রাণি-প্রসবার্থক। কর্ম্মে নিষ্ঠা। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে 'গতি'র ( গম ধাতুর ) প্রকৃতি-স্বরত্ব। সসায়। 'ছন্দসি জবসবৌ বক্তব্যৌ' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতন-হেতু অচ্‌। চিত্ত্ব-হেতু অন্তোদাত্তত্ব। 'অণোঽপ্রগৃহ্যস্যানুনাসিকে' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতায় অকার সানুনাসিক। এব। 'নিপাতস্য চ' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতায় দীর্ঘ। রাত্রী। 'রাত্রেশ্চাজসৌ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্‌। 'যস্যেতি চ' ইত্যাদি সূত্রে ইকার-লোপ। অরৈক। রিচির্‌-ধাতু বিরেচনার্থক। লঙে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। লঘূপধ গুণে 'হল্‌ঙ্যাব্‌ভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে তি-লোপ। বর্ণব্যাপত্তি দ্বারা ব্যত্যয়-হেতু এ-কার স্থানে ঐ-কার॥ ১॥

এবং দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'অজনিষ্ট'—এই দুইটী ক্রিয়াপদের প্রতিবাক্য গ্রহণ-উপলক্ষেই ভাবপার্থক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এ মন্ত্রের ঐ দুইটী পদই প্রথম আলোচ্য। প্রার্থনা-পক্ষে 'অগাৎ' পদে 'আসুক—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক' এবং 'অজনিষ্ট' পদে 'আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হউক'—এইরূপ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আবার ঐ দুইটী পদে যথাক্রমে 'আগমন করিয়াছেন' এবং 'প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল' অর্থ-গ্রহণ করিয়াও নিত্য-সত্যতত্ত্ব-জ্ঞাপক ভাব নিষ্কাশিত হইতে পারে। আমরা দুই অর্থেই সঙ্গতি দেখি।

মন্ত্রটী দুর্ভেদ্য জটিলতা-জালে সমাচ্ছন্ন। কেবলমাত্র মন্ত্রান্তর্গত পদাবলীর অর্থ-গ্রহণ করিয়া কেহই মন্ত্রের মর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। সকল ব্যাখ্যাকারই ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে কোনও না কোনও পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। অধ্যাহার-কালে ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রান্তর্গত 'ইদং' পদে 'উষাকাল' অর্থ গ্রহণ করিয়া ভাবসঙ্গত দেখাইয়াছেন। আমরা কিন্তু 'ইদং' পদের সাধারণতঃ প্রচলিত অর্থেই সঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছি। 'ইদং' পদের অর্থ—'এই' অর্থাৎ যাহা সম্মুখে দেদীপ্যমান। আমাদিগের ব্যাখ্যায় সেই দৃষ্টিতেই ঐ পদে 'বক্ষ্যমাণ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অতঃপর 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' পদদ্বয়। ব্যাখ্যাদিতে ঐ পদদ্বয়ের অর্থ এই যে,—'দ্যোতমান গ্রহ-নক্ষত্রাদির জ্যোতিঃ।' কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য্য অথবা উষার জ্যোতিঃর বিষয় প্রখ্যাত নহে। 'জ্যোতিষাং' পদই তাহা বিজ্ঞাপিত করিতেছে। ব্যাকরণানুসারে 'জ্যোতিষাং' ষষ্ঠীর বহুবচনের পদ। তদনুসারে ঐ পদের অর্থ 'জ্যোতিঃ-সমূহের।' এই দৃষ্টিতেই আমরা 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' পদদ্বয়ের 'সকল জ্ঞানরশ্মিসমূহের মূলীভূত প্রজ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এতদনুসারে সিদ্ধান্তিত হয়, মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রার্থনা এই যে,—'অজ্ঞান আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানের সঞ্চার হউক।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী উপমা-মূলক। ঐ উপমা-বাক্যের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রার্থ অধিকতর জটিল ও সমস্যাপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে দ্বিতীয় চরণের অর্থ এই যে,—'যেরূপ রাত্রি সবিতার প্রসূত অর্থাৎ, সূর্য্য অস্তমিত হইলে রাত্রির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ রাত্রির

অবসানে উষার উৎপত্তি হয় এজন্য রাত্রি উষার জন্মস্থান।' এই চরণের পদাবলী হইতে এবম্বিধ অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা হইতে কি মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি? আমাদিগের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যায় সেই মর্ম্ম উদ্ঘাটনে প্রয়াস পাইয়াছি। পরন্তু, ঐ চরণটীকে উপমার পদ স্বীকার করিলেও সুষ্ঠু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে দৃষ্টিতে কোন্ পদের কি অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহা আমাদিগের প্রথমোক্ত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই দৃষ্ট হইবে। সে ব্যাখ্যার প্রতিবাক্য,—'প্রজ্ঞান-রূপ সূর্য্য হইতে অজ্ঞানতা-রূপ রাত্রি উৎপন্ন হয়, আবার সেই অজ্ঞানরূপা রাত্রিই জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তি-রূপা উষার উৎপত্তির হেতুভূত হইয়া থাকে।' উহার তাৎপর্য্য এই যে,—'জীবের জন্মমূল—কর্ম্ম। সে কর্ম্ম—অজ্ঞানজ। কিন্তু, সেই অজ্ঞানজ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন জীব যদি অভিনব-কর্ম্ম-সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ তাহার কর্ম্ম যদি জ্ঞান-সম্বন্ধযুত, সুতরাং ভগবানে উৎসৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার উদ্ধারের উপায় আপনিই হইয়া আসে। সেই নবীন কর্ম্মের ফলে তাহার জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তির অভ্যুদয় হয়। ফলে, সে জন্মজয়ী মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে।'

ফলতঃ, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যানুসারে এই মন্ত্রটী প্রার্থনা-জ্ঞাপক এবং আত্মোদ্বোধনা-মূলক। এখানকার প্রার্থনায়ও নিত্য-সত্য-তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'যেমন দিবসের পর রাত্রির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, আবার রাত্রির পর দিবসের পুনরাবির্ভাব অনিবার্য্য, তদ্রূপ অজ্ঞানতা চিরকালই বিরাজিত থাকিবে না। একদিন না একদিন জ্ঞানের উদয় হইবেই হইবে। অতএব প্রার্থনা,—'আমরা অজ্ঞান। অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া আছি। আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হউক। অজ্ঞান-রাত্রি অপসৃত হইয়া, আমাদিগের অন্তরে সকল জ্ঞানের মূলীভূত প্রজ্ঞানের আবির্ভাব হউক।'

দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা-নির্দ্দেশ-পক্ষে, মন্ত্রান্তর্গত পদাবলীর যে যে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদেই দৃষ্ট হইবে। এ স্থলে, ঐ ব্যাখ্যা হইতে আমরা কি ভাব প্রাপ্ত হই, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিবার প্রয়াস পাইতেছি।

ভগবান্ পরমজ্যোতিঃ-স্বরূপ। উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের প্রতীক্

উপাসনা-প্রকরণে ‘ব্রহ্ম’ জ্যোতিঃ-রূপে আখ্যাত হইয়াছেন। এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ হইতে নিখিল সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ, এমন কি, সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে। এই জ্যোতিঃ যখন হৃদয়াকাশে সমুদিত হয়, তখন ঐ আকাশের গাঢ় অন্ধকার চিরান্তর্হিত হইয়া যায়। এই অন্ধকারের নাম—‘অজ্ঞান’। ইনিই জগৎ-সৃষ্টির হেতু। ইঁহার প্রভাবেই মনের মধ্যে অনন্তসৃষ্টির বিচিত্রধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই দৃশ্যমান সৃষ্টি তাহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং, এই অজ্ঞানই একমাত্র জীবের নাশ্যবস্তু। অজ্ঞান সৃষ্টি আনাইয়া দেয়। সৃষ্টি অনন্ত দুঃখের মূল। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। অতএব অজ্ঞানের হস্ত হইতে উদ্ধার না পাইলে,—“নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়”—দুঃখের হস্ত হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই!

এই অজ্ঞান-অন্ধকারকে নষ্ট করিতে হইলে, জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ পরমজ্যোতিঃ ব্রহ্মজ্যোতিঃকে লাভ করিতে হইবে। কারণ, এই অন্ধকার সামান্য নহে; ইহা অদ্ভুততম। ইহার প্রভাবও অদ্ভুত; প্রকাশও অদ্ভুত। তাই ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে,—“সূর্য্য হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে উষা।” সূর্য্য যখন অস্তমিত হয়, তখন আলোক-প্রভাব হ্রাস পায় এবং ধীরে ধীরে গাঢ় অন্ধকার সমগ্র জগৎকে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার যখন আলোক প্রভাব বিস্তার করে, তখন ঐ অন্ধকার অন্তর্হিত হইয়া পড়ে; নবীন জীবন-প্রভাতের অরুণ উষা হৃদয়-গগনকে নির্ম্মল করিয়া দেয়। কিন্তু, অন্ধকার একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। নষ্টবস্তুর পুনরভ্যুত্থান কখনই সম্ভবপর নহে। এই জন্য অন্ধকার থাকে; ঐ আলোকের মধ্যেই অন্ধকার প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। যখন সময় পায়, তখন মুর্ত্তিমান হইয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। সূর্য্য যখন উঠে, তখন উহার মধ্যেই অন্ধকার লুকাইয়া পড়ে, আবার সূর্য্য সরিয়া যাইলেই অন্ধকার ফুটিয়া উঠে—এইমাত্র। ঠিক এইরূপ—
“অজ্ঞানাত্মক সংসার ও জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মজ্যোতিঃ।”

অজ্ঞান-জন্য কামনা। কামনা সুখাশার নামান্তর। সুখাশাই কর্ম্ম-তরঙ্গের প্রবর্ত্তক। কর্ম্মতরঙ্গই লক্ষ্যহীন জীবনের নিদান। লক্ষ্যহীন জীবনই যন্ত্রণার অভিভূতি, বিষাদের দীর্ঘোচ্ছ্বাস, হাহাকারের আর্ত্তনাদ,

দারুণ অনুশোচনার হেতু। সুতরাং এই অজ্ঞান যে অদ্ভুত, তাহা নিশ্চিত। কারণ, এই অজ্ঞানই সংসারে আনাইয়াছে, দেবত্বের সিংহাসনে পশুত্বের অধিকার দিয়াছে। অতএব এই অজ্ঞান নষ্ট করিতে না পারিলে, মনুষ্যত্বের সার্থক্য সুদূর পরাভূত। কিন্তু এই অজ্ঞান নষ্ট করিতে হইলে, প্রকাশ-জগতের সূর্য্য-প্রভায় হইবে না। তাই বেদ কীর্ত্তন করিতেছেন যে,—জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ—সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থেরও প্রকাশক, যাঁহার প্রভায় জগৎ দীপ্ত—সেই দীপ্ত জ্যোতিঃর আশ্রয় লাভ কর। তাঁহাকে লাভ কর; হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার চিরান্তর্হিত হইবে। আর অন্ধকারে থাকিতে হইবে না। পরম শান্তি লাভ করিবে। ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে, কর্ম্ম অজ্ঞানজ হইয়াও, জ্ঞানের জনয়িতা সুতরাং মোক্ষপ্রাপক হয়। অতএব দুঃখ-নাশের অভিলাষী হইলে, সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে,—আমাদিগের কর্ম্ম যেন ভগবদনুসারী হয়॥ (১ম—১১৩সূ—১ঋ)॥

* * *

## দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

রুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাদারৈগু
কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ।
সমানবন্ধূ অমৃতে অনূচী দ্যাবা
বর্ণং চরত আমিনানে ॥ ২ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

রুশৎঽবৎসা। রুশতী। শ্বৈত্যা। আ। অগাৎ। অরৈক্। উম্ ইতি।

কৃষ্ণা। সদনানি। অস্যাঃ।

সমানবন্ধূ ইতি সমানঽবন্ধূ। অমৃতে ইতি। অনূচী ইতি। দ্যাবা।

বর্ণম্। চরতঃ। আমিনানে ইত্যাঽমিনানে॥ ২॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যদা 'রুশদ্বৎসা' (দীপ্তজ্ঞানরূপবৎসবিশিষ্টা) 'রুশতী' (প্রদীপ্তা) 'শ্বেত্যা' (সুনির্ম্মলা জ্ঞানদা উষা) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অগাৎ' (আগতবতী); তদা 'কৃষ্ণা' (মলিনাত্মিকা অজ্ঞানরাত্রিঃ) 'অস্যাঃ' (নির্ম্মলাত্মিকায়া জ্ঞানময্যা উষায়াঃ) 'সদনানি' (কেন্দ্রীভূতানি নিবাসস্থানানি) 'উং ইতি' (মহেশ্বরং ইতি) 'অরৈক্' (কল্পিতবতী, তং আত্মগোপনস্থানং পরিকল্প্য বিলীনা ভবতি); 'ইতি' (অস্মাদ্ধেতোঃ) এতে তমঃসত্ত্বময্যৌ অজ্ঞানজ্ঞানরূপে রাত্র্যুষে 'সমানবন্ধূ' (আশ্রয়াশ্রয়িভাবেন মিত্রতাভাবাপন্নে) 'অমৃতে' (অমরণশীলে) 'দ্যাবা' (স্বর্গীয়মার্গেণ উচ্চমার্গেণ) 'অনূচী' (অনুগচ্ছন্ত্যৌ) 'বর্ণং' (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং রূপং) 'আমিমানে' (হিংসন্ত্যৌ) 'চরতঃ' (উভে বিচরতঃ)। অয়ং ভাবঃ,—জ্ঞানরূপায়াঃ উষায়াঃ সমাগমে মলিনাত্মিকা অজ্ঞানরাত্রিঃ পরমে ব্রহ্মণি মহেশ্বরে আত্মগুপ্তিং করোতি; তদা সর্ব্বং জগৎ নামরূপে বিহায় ব্রহ্মত্বেন অবভাসতে। (১ম—১১৩সূ—২ঋ)॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

যখন দীপ্তজ্ঞানরূপ-বৎসবিশিষ্ট প্রদীপ্ত সুনির্ম্মল জ্ঞানদাত্রী উষা, সম্যক্-রূপে আসিয়া উপস্থিত হয়েন; তখন তমোময়ী অজ্ঞানরাত্রি, সত্ত্বময়ী জ্ঞানরূপা উষার কেন্দ্রীভূত স্থানস্বরূপ মহেশ্বরে বিলীন হইয়া যায়; এইজন্য তমোময়ী অজ্ঞানরাত্রি ও সত্ত্বময়ী জ্ঞানরূপা উষা, পরস্পর আশ্রয়-আশ্রয়িভাবে বন্ধুত্বভাবাপন্ন ও অমরণশীল এবং পরস্পর অনুগত ভাবে সমগ্র প্রাণিজগতের রূপ-জ্ঞান নষ্ট করিয়া, এই সৃষ্টিপথের

মধ্যে বিচরণ করিতেছে। (ভাব এই যে,—জ্ঞানরূপ উষার সমাগম হইলে মলিনাত্মিকা অজ্ঞানরাত্রি পরমব্রহ্ম মহেশ্বরে আত্মগোপন করিয়া থাকে; তখন, নিখিল জগৎ নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপে অবভাসমান হইয়া থাকে। (১ম—১১৩সূ—২ঋ) ॥

⁂

## সায়ণ-ভাষ্যং।

শ্বেত্যেত্যুষসো নামধেয়ং। রুশতী দীপ্তা শ্বেত্যা শ্বেতবর্ণোষাঃ রুশদ্বৎসা রুশদ্দীপ্তঃ সূর্য্যো বৎসো যস্যাঃ সা তথোক্তা। যথা মাতুঃ সমীপে বৎসঃ সঞ্চরতি এবমুষসঃ সমীপে সূর্য্যস্য নিত্যমবস্থানাত্তদ্বৎসত্ত্বং। অথবা যথা, বৎসো মাতুঃ স্তন্যং রসং পিবন্ হরতি। এবমুষসো অবশ্যায়াখ্যং রসং পিবন্ বৎস ইত্যুচ্যতে। তাদৃশী সত্যাগাৎ। আগতবতী। আগতায়া অস্যা উষসঃ কৃষ্ণা কৃষ্ণবর্ণা রাত্রিঃ সদনানি স্থানানি স্বকীয়ান্ত্যার্দ্ধয়ামলক্ষণান্যারৈক্। আরেচিতবতী। কল্পিতবতী দত্তবতীত্যর্থঃ। উ ইত্যেতৎ পদপূরণং। অপিচ। এতে রাত্র্যুষসৌ সমানবন্ধূ, সমানেন একেন সূর্য্যাখ্যেন বন্ধুনা সখ্যা যুক্তে। যদ্বা সূর্য্যেণ সহ সংবদ্ধে। যথোষা উদেষ্যতা সূর্য্যেণ সংবদ্ধা এবং রাত্রিরপ্যস্তং যতা সূর্য্যেণ সংবদ্ধা। অমৃতে। মরণরহিতে কালাত্মকতয়া নিত্যত্বাৎ। অনূচী। অন্বঞ্চন্ত্যৌ। প্রথমং রাত্রিঃ পশ্চাদুষা ইত্যনেন ক্রমেণ গচ্ছন্ত্যৌ। যদ্বা সূর্য্যগত্যনুসারেণ গচ্ছন্ত্যৌ। এবম্ভূতে বর্ণং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং রূপমামিনানে। জরয়ন্ত্যৌ। যদ্বা স্বকীয়ং রূপং হিংসন্ত্যৌ। উষসা

---

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'শ্বেত্যা' এই পদটী উষার নাম। 'রুশতী' দীপ্তা 'শ্বেত্যা' শ্বেতবর্ণা উষা 'রুশদ্বৎসা'। রুশৎ দীপ্ত সূর্য্য বৎস যাহার সেই রুশদ্বৎসা। যেমন মাতার নিকট বৎস সঞ্চরণ করে, সেই প্রকার উষার সমীপে সূর্য্যের নিত্য অবস্থান-হেতু তদ্বৎসত্ব! অথবা, যেমন বৎস মাতার স্তন্য পান করিয়া হরণ করে, সেই প্রকার উষারও অবশ্যায় নামক রস পান করিয়া তিনি (সূর্য্য) বৎস এইরূপ অভিহিত হয়েন। সেই প্রকার (অর্থাৎ রুশদ্বৎসা) হইয়া 'আগাৎ' আসিয়াছেন। আগতা সেই উষার 'কৃষ্ণা' কৃষ্ণবর্ণা রাত্রি 'সদনানি' আপনার অন্ত্যার্দ্ধলক্ষণ স্থান সকল 'আরৈক' আরেচিতবতী—কল্পিত করিয়াছেন অর্থাৎ দান করিয়াছেন। 'উ' শব্দটী পদ-পূরণার্থ। অপিচ, এহ রাত্রি ও উষা উভয়ে 'সমানবন্ধূ' সমান এক সূর্য্যাখ্য বন্ধু সখার সহিত যুক্তা। অথবা, সূর্য্যের সহিত সংবদ্ধ। যেমন উষা উদীয়মান সূর্য্যের সহিত সংবদ্ধা, সেই প্রকার রাত্রিও অস্তগামী সূর্য্যের সহিত সংবদ্ধা। 'অমৃতে' মরণরহিত। কালাত্মকতার দ্বারা নিত্যত্ব-হেতু। 'অনূচী' পশ্চাৎগমনশীলা। প্রথমে রাত্রি, পাশ্চাৎ উষা—এইরূপ ক্রমের দ্বারা গমন করিতেছে। অথবা, সূর্য্যের গতি অনুসারে গমনকারিণী এই প্রকার উভয়ে 'বর্ণং' সকল প্রাণীর রূপকে 'আমিনানে' জরিত (জীর্ণ) করেন; অথবা, নিজের রূপকে হিংসা করেন। উষা কর্ত্তৃক নিশার অন্ধকার

নৈশং তমো নিবর্ত্ত্যতে। প্রকাশাত্মকমুষসো রূপং রাত্র্যা এবম্বিধে সত্যৌ দ্যাবা দ্যোতমানে চরতঃ। প্রতিদিবসমাবর্ত্তেতে। যদ্বা দ্যাবা নভসান্তরিক্ষমার্গেণ চরন্তঃ। প্রতিদিবসং গচ্ছতঃ। অত্র নিরুক্তং। রুশদ্বৎসা সূর্য্যবৎসা। রুশদিতি বর্ণনাম। রোচতের্জ্বলতিকর্ম্মণঃ সূর্য্যমস্যা বৎসমাহ সাহচর্য্যাদ্রসহরণাদ্বা। রুশতী শ্বেত্যাগাৎ। শ্বেত্যা শ্বেততেররিচৎ কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ কৃষ্ণবর্ণা রাত্রিঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্যতের্নিকৃষ্টো বর্ণঃ। অথৈনং সংস্তৌতি সমানবন্ধূ সমানবন্ধনে অমৃতে অমরণধর্ম্মাণাবনূচী অনূচ্যাবিতীতরেতরমভিপ্রেত্য দ্যাবা বর্ণঃ চরতস্তে এব দ্যাবৌ দ্যোতনাদপি বা দ্যাবা চরতস্তয়া সহ চরত ইতি আদামিনানে আমিনানে অন্যোঽন্যস্যাধ্যাত্মং কুর্ব্বাণে ( নি০ ৬।১৩ ) ইতি।

শ্বেত্যা। শ্বিতা বর্ণে। অস্মাৎ ণ্যন্তাদচো যদিতি ভাবে যৎ। ণিলোপঃ। অর্শ আদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽচ্। অমৃতে। মৃতং মরণমনয়োর্নাস্তীতি বহুব্রীহৌ নঞো জরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। অনূচী। অনুপূর্ব্বাদঞ্চতের্ঋত্বিগিত্যাদিনা কিন্। অনিদিতামিতি ন-লোপঃ। অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানমিতি ঙীপ্। অচ ইত্যকারলোপে চাবিতি দীর্ঘত্বং। অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপ ইতি ঙীপ উদাত্তত্বং। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক্। আমিনানে। মীঙ্ হিংসায়াং। ক্রৈয়াদিকঃ। শানচি মীনাতের্নিগমে ইতি হ্রস্বত্বং ॥ ২ ॥

* * *

নিবর্ত্তিত হয়, প্রকাশশীল উষার রূপ রাত্রি কর্ত্তৃক নিবারিত হয়। এই প্রকার উভয়ে 'দ্যাবা' দ্যোতমান্ হইয়া 'চরতঃ' বিচরণ করিতেছেন; প্রতিদিন আবর্ত্তিত হইতেছেন। অথবা, 'দ্যাবা' নভঃ এবং অন্তরিক্ষ-মার্গে 'চরতঃ' প্রতিদিন গমন করিতেছেন। এই বিষয়ে নিরুক্ত আছে;—'রুশদ্বৎসা সূর্য্যবৎসা। রুশদিতি বর্ণনাম। রোচতের্জ্বলতিকর্ম্মণঃ সূর্য্যং অস্য বৎসমাহ সাহচর্য্যাদ্রসহরণাদ্বা। রুশতী শ্বেত্যাগাৎ। শ্বেততেররিচৎ কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ কৃষ্ণবর্ণা রাত্রিঃ কৃষ্ণং কৃষ্যতের্নিকৃষ্টো বর্ণঃ। অথৈনং সংস্তৌতি। সমানবন্ধূ, সমানবন্ধনে অমৃতে অমরণধর্ম্মাণাবনূচী অনূচ্যাবিতীতরেতরমভিপ্রেত্য দ্যাবা বর্ণং চরতস্তে এব দ্যাবৌ দ্যোতনাদপি দ্যাবা চরতস্তয়া সহ চরত ইতি আদামিনানে আমিনানে অন্যোঽন্যস্যাধ্যাত্মং কুর্ব্বাণে।' ( নি০ ৬।১৩ ) ইত্যাদি।

শ্বেত্যা। শ্বিতা-ধাতু বর্ণ-অর্থক। উহাতে ণ্যন্ত-হেতু 'অচো যৎ' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে যৎ। ণি-লোপ। অর্শ-আদিত্ব-হেতু মত্বর্থে অচ্। অমৃতে। মৃতং মরণ উভয়ের নাই—এই বাক্যে বহুব্রীহি-সমাসে 'নঞো জরমরমিত্রমৃতা' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব। অনূচী। অনুপূর্ব্ব-হেতু অঞ্চতির (অঞ্চ-ধাতুর) 'ঋত্বিক্' ইত্যাদি সূত্রে কিন্-প্রত্যয়। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি সূত্রে ন-লোপ। 'অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্। 'অচঃ' ইত্যাদি সূত্রে অকার লোপে অচ্-এর দীর্ঘত্ব। 'অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপের উদাত্তত্ব। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির লোপ। আমিনানে। মীঙ্-ধাতু হিংসার্থক। ক্র্যাদিগণীয়। শানচ্-প্রত্যয়ে 'মীনাতের্নিগমে' ইত্যাদি সূত্রে হ্রস্বত্ব। ( ১ম—১১৩সূ—২ঋ )॥

* * *

## দ্বিতীয় ( ১২২৩ ) ঋকের বিশদার্থ।

নির্ম্মল দীপ্ত উষা নিত্য জ্ঞানময়ী। সূর্য্য উষার পুত্র; যেহেতু, উষার গর্ভে সূর্য্যের উদয় হয় এবং জগৎকে প্রভাত করে। জ্ঞানও সেইরূপ উষামাতৃকার সন্তান। এই জ্ঞানময়ী উষা সুপ্ত-চেতনার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জানাইয়া দেয়। উষার আলোকে অন্ধকারজগৎ আলোকিত হয়। জগৎ নবীন চেতনায় হাসিয়া উঠে। জীবজগৎ সমগ্র দিবস অক্লান্ত দেহে কঠোর পরিশ্রমে কর্ম্মের সেবা করে এবং সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লান্ত শরীরে বিবশ-চিত্তে সুপ্তির আশ্রিত হয়। এই সুপ্তির নাম—নিত্য প্রলয়। সুপ্তির সময় জাগ্রৎ-জগতের কোনও জ্ঞান থাকে না। থাকে কেবল—বিরাট্ চৈতন্য ও জাগ্রতের সংস্কার মাত্র। বিরাট্ চৈতন্যের স্পন্দনে ও সংস্কারের সাহায্যে উষার বিমল প্রভায় জগৎ জ্ঞানের মধ্যে আসিয়া পুনঃ কর্ম্মশীল হয়। সুতরাং, এই উষা যেমন দৈনন্দিন নৈশ-প্রলয় হইতে জগৎকে মুক্ত করিয়া সৃষ্টির বিমল হাস্যে ভাসাইয়া তুলে, সেইরূপ জগৎ যখন তমোগুণাশ্রিত মহেশ্বরের মধ্যে প্র-লীন হইয়া অবস্থান করে, অথবা এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া অনাম, অব্যয় ও নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে, তখনই এই জ্ঞানময়ী চৈতন্য-রূপা উষা পুনঃসৃষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত সেই নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষ ইচ্ছ-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। ইহারই নাম—ইচ্ছাময়ী শক্তি; ইহারই নাম—সৃষ্টিময়ী উষা।

এই জন্য এই উষার নাম—জ্ঞান বা চৈতন্য। ইহাতেই জগতের প্রলয় হয়; আবার ইহা হইতেই জগৎ উদ্ভূত হয়। উষার বিকাশে যেমন অন্ধকার আত্মগোপন করে, আবার রাত্রি আসিলেই সেইরূপ আত্মপ্রকাশ করে। এই উভয় অবস্থার মধ্যেই অজ্ঞান বা অন্ধকার প্রচ্ছন্ন থাকে; একেবারে ধ্বংস পায় না। কারণ, উভয় অবস্থাই আপেক্ষিক। অন্ধকার থাকিলেই উষা; উষা থাকিলেই অন্ধকার। সৃষ্টি থাকিলেই প্রলয়; আবার প্রলয় থাকিলেই সৃষ্টি। একের প্রভাবে অপর শক্তির হ্রাস হয়—এইমাত্র; ফলতঃ, একেবারে ধ্বংস হয় না। এই জন্য তমোময়ী রাত্রি বা তমোগুণাত্মক প্রলয়, এবং সত্ত্বময়ী উষা বা সত্ত্ব-

গুণাত্মিকী সৃষ্টি পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মনিষ্ঠ হইলেও, ব্যবহারিকভাবে উহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু এবং ব্যবহারিক অমরণশীল। মূলে কিন্তু সৃষ্টিও নাই, প্রলয়ও নাই। যেখানে সৃষ্টি ও প্রলয় সেইখানেই অজ্ঞান।

এই অজ্ঞান-নাশই এই ঋকের প্রধানতম লক্ষ্য। এই অজ্ঞান-নাশকেই লক্ষ্য করিয়া, বেদ রাত্রির ও উষার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আলোকের অভ্যুপগমে যেমন অন্ধকার তিরোহিত হয়, জ্ঞানের বিকাশে অজ্ঞানও তদ্রূপ। এই উভয় অবস্থাতেই রূপ-জ্ঞান থাকে না। অজ্ঞানে বা অন্ধকারে চক্ষুর শক্তি ব্যাহত হয়; বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। আবার, জ্ঞানের বিকাশেও রূপ-রসাদি বস্তুর জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। এই ঋক্ হইতে আমরা তাই বুঝিতে পারি,—'অজ্ঞান ও জ্ঞান, রাত্রি ও উষা, প্রলয় ও সৃষ্টি, কৃষ্ণ ও শুক্লা নামে অভিহিত হইতে পারে।' গীতায়ও দেখা যায়—'শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে'—ইত্যাদি। সুতরাং, এই কৃষ্ণ ও শুক্ল, যাহা তমোগুণ ও সত্ত্বগুণ, যাহা রাত্রি ও আলোক, যাহা প্রলয় ও সৃষ্টি, যাহা অজ্ঞান ও জ্ঞান,—তাহাকে লক্ষ্য করাই এই ঋকের উদ্দেশ্য।

ঋগ্বেদ সৃষ্টির প্রভাত। এই প্রভাত-কালে ব্রাহ্মণ শিয়রে ঋগ্বেদ-হস্তা ব্রহ্ম-রূপা হংসবাহনা কুশহস্তা কুমারী সরস্বতী সমাসীন থাকিয়া, ব্রাহ্মণগণকে সুপ্ত-চেতনা হইতে প্রবুদ্ধ করেন। ইহাই সুপ্ত-জগতের জাগ্রৎ-সৃষ্টি; অথবা নিত্যপ্রলয়ের নবীন সৃষ্টি-প্রভাত। মধ্যাহ্নে আবার কর্ম্মময়ী যুবতী জড় জগতের কর্ম্মোদ্দীপনা জানাইয়া যৌবন চাঞ্চল্যের পরিচয় প্রদান করেন। সন্ধ্যায় পুনরায় বৃদ্ধা ভৈরবী শিবরূপা পরাশক্তি বার্দ্ধক্যের অবসন্ন জীবনে জগৎকে স্থবির বা আলস্যপূর্ণ করিয়া প্রলয়ের মহাসুপ্তিতে নিমগ্ন করিয়া দেয়। সুতরাং, এই সৃষ্টি ও প্রলয়, অথবা অজ্ঞান ও জ্ঞান যে কত গভীরতা-পূর্ণ, তাহারই পরিজ্ঞাপন করা এ ঋকের উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত, সাধারণ রাত্রি ও উষার বর্ণনা করিতে এত বড় ঋগ্বেদের কোনও আবশ্যকতা নাই বলিয়া বিবেচিত হয়। আমরা মনে করি, মন্ত্রে যে উষার নির্দ্দেশ দেখিতে পাই, সে উষা নিত্য প্রকাশশীলা সাধারণ উষা নহে। উষা-পদ-উপলক্ষে এস্থলে রূপকে সৃষ্টিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ পাইতেছে। এ উষা, প্রলয়ের পরে সৃষ্টির পূর্ব্বাভাস প্রদান

করেন; গাঢ় তমিস্রার অন্তরালবর্ত্তী আলোকরশ্মি বিকশিত করেন; অজ্ঞান-অন্ধকার-নিমজ্জিত চিত্তকে বিমল ভাস্বর জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলেন॥ (১ম—১১৩সূ—২ঋ)॥

* * *

## তৃতীয়া ঋক্—

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

সমানো অধ্বা স্বস্রোরনন্তস্তমন্যান্যা

চরতো দেবশিষ্টে।

ন মেথেতে ন তস্থতুঃ সুমেকে নক্তোষাসা

সমনসা বিরূপে ॥ ৩ ॥

⁂

### অথ পদ-বিশ্লেষণং।

সমানঃ। অধ্বা। স্বস্রোঃ। অনন্তঃ। তম্। অন্যাঽঅন্যা।

চরতঃ। দেবশিষ্টে ইতি দেবঽশিষ্টে।

ন। মেথেতে ইতি। ন। তস্থতুঃ। সুমেকে ইতি সুঽমেকে। নক্তোষসা।

সঽমনসা। বিরূপে ইতি বিঽরূপে ॥ ৩ ॥

⁂

## মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বস্রোঃ' ( ভগ্নীতুল্যয়োঃ অজ্ঞানজ্ঞানরূপয়োঃ রাত্র্যুষসোঃ ) 'অধ্বা' ( পন্থাঃ ) 'সমানঃ' ( এক এব ) তথা 'অনন্তঃ' ( অবসানরহিতঃ ), 'দেবশিষ্টে' ( দেবেন দ্যোতমানেন জ্যোতিঃ-স্বভাবেন পরমাত্মনা অনুশিষ্টে অনুগতে অজ্ঞানজ্ঞানরূপে রাত্র্যুষে ইতি শেষঃ ); 'অন্যান্যা' ( পরস্পরেণ, আপেক্ষিকেন ) 'তং' ( বিশালং পন্থানং ) 'চরতঃ' ( নিত্যং প্রতিতিষ্ঠতঃ ); 'সুমেকে' ( শোভনজননে, তুল্যজননশীলে ) 'বিরূপে' ( তমঃপ্রকাশাত্মক বিরুদ্ধস্বভাবে ) 'সমনসা' ( সমানমনস্কে ) 'নক্তোষাসা' ( অজ্ঞানজ্ঞানরূপে রাত্র্যুষে ) 'ন মেথেতে' ( পরস্পরং ন হিংস্তঃ ) তথা 'ন তস্থতুঃ' ( ন তিষ্ঠতঃ )। অয়ং ভাবঃ,—যথা বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্নে রাত্র্যুষে একতঃ সমুৎপন্নে অপি ন পরস্পরং হিংস্তঃ তথা চিরং ন তিষ্ঠতঃ তথা অজ্ঞানজ্ঞানে অপি ইতি ॥ ( ১ম—১১৩সূ—৩ঋ ) ॥

∴

## বঙ্গানুবাদ।

সহোদরার মত অজ্ঞান ও জ্ঞানরূপিণী রাত্রির এবং উষার পথ এক ও অবসান-রহিত। দ্যোতনশীল জ্যোতিঃ-স্বভাব পরমাত্মাতে অনুগত হইয়া, অজ্ঞান ও জ্ঞানরূপা রাত্রি এবং উষা আপেক্ষিকভাবে সেই বিশাল পথে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; তুল্য-উৎপাদনশীল ও তমঃ-প্রকাশাত্মক বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন, সমানমনা অজ্ঞান ও জ্ঞানরূপা রাত্রি এবং উষা পরস্পর কেহ কাহাকে হিংসা করে না এবং চিরকালও থাকে না। ( ভাব এই যে,—যেমন বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন রাত্রি এবং উষা এক স্থান হইতে সমুৎপন্ন হইয়াও পরস্পর কেহ কাহাকে হিংসা করে না এবং চিরদিনও থাকিতে পারে না, অজ্ঞান এবং জ্ঞানও ঠিক সেইরূপ। ) ॥ ( ১ম—১১৩সূ—৩ঋ ) ॥

∴

## সায়ণ-ভাষ্যং।

স্বস্রোর্ভগিন্যো রাত্র্যুষসোরধ্বা সঞ্চরণসাধনভূতো মার্গঃ সমানঃ। এক এব। যেনাকাশ-মার্গেণোষা নির্গচ্ছতি তেনৈব রাত্রিরপি। স চ মার্গোঽনন্তঃ। অবসানরহিতঃ। তং মার্গং

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'স্বস্রোঃ' ভগিনীদ্বয়ের—রাত্রি ও উষার 'অধ্বা' সঞ্চরণ-সাধনভূত মার্গ 'সমানঃ' একই। যে আকাশ-মার্গে উষা নির্গমন করেন, সেই পথেই রাত্রিও গমন করেন। এবং সেই পথ 'অনন্তঃ' অবসান-রহিত। সেই মার্গকে 'দেবশিষ্টে' দেবেন—দ্যোতমান সূর্য্য কর্ত্তৃক

দেবশিষ্টে দেবেন দ্যোতমানেন সূর্য্যেণানুশিষ্টে শিক্ষিতে সত্যাবন্যান্যা একৈকা চরতঃ। ক্রমেণ গচ্ছতঃ। অপিচ। সুমেকে শোভনমেহনে সর্ব্বেষামুৎপাদকত্বাৎ শোভনপ্রজননে নক্তোষসা রাত্রিরুষাশ্চ বিরূপে তমঃপ্রকাশলক্ষণাভ্যাং বিরুদ্ধরূপাভ্যাং যুক্তে অপি সমনসা সমানমনস্কে ঐকমত্যং প্রাপ্তে সত্যৌ ন মেথেতে। পরস্পরং ন হিংস্তঃ। তথা ন তস্থতুঃ। ক্বচিদপি ন তিষ্ঠতঃ। সর্ব্বদা লোকানুগ্রহার্থং গচ্ছত ইত্যর্থঃ॥

অন্যান্যা। কর্ম্মব্যতিহারে সর্ব্বনাম্নো দ্বে ভবত ইতি বক্তব্যাৎ সমাসবচ্চ বহুলমিত্যন্যাশব্দস্য দ্বির্ভাবঃ। তস্য পরমাম্রেড়িতমিত্যাম্রেড়িতসংজ্ঞায়ামনুদাত্তং চেত্যাম্রেড়িতানুদাত্তত্বং। দেবশিষ্টে। শাসু অনুশিষ্টৌ। অস্মাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠা যস্য বিভাষেতীট্‌প্রতিষেধঃ। শাস ইদঙ্‌হলোঃ। পা০ ৬৩৪। ইত্যুপধায়া ইত্বং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। মেথেতে। মেথৃ মেধৃ মেধাহিংসনয়োঃ। ভৌবাদিকঃ। অনুদাত্তেৎ। সুমেকে। মিহ সেচনে। ভাবে ঘঞ্‌। শোভনো মেহো যয়োস্তে। ব্যত্যয়েন ককারঃ। উত্তরপদস্য ঞিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বাৎ আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্‌ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। নক্তোষসা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সংহিতায়ামুপধাদীর্ঘঃ॥ (১ম—১১৩সূ—৩ঋ)॥

* * *

---

অনুশিষ্ট শিক্ষিত হইলে পরস্পর একা বিচরণ করেন। ক্রমে আগমন করেন। আরও 'সুমেকে' শোভন মেহন—সকলের উৎপাদক-হেতু শোভন প্রজননে 'নক্তোষসা' রাত্রি এবং উষা 'বিরূপে' অন্ধকার ও প্রকাশ-লক্ষণের দ্বারা বিরুদ্ধরূপ যুক্ত হইলেও 'সমনসা' সমানমনস্কা—ঐকমত্যসম্পন্না হইয়া 'ন মেথেতে' পরস্পরকে হিংসা করে না। সেইপ্রকার 'ন তস্থতুঃ' কুত্রাপি অবস্থানও করেন না। অর্থাৎ সর্ব্বদা লোকানুগ্রহার্থ গমন করিতেছেন।

অন্যান্যা। 'কর্ম্মব্যতিহারে' ও 'সর্ব্বনাম্নো' ইত্যাদি সূত্রে 'দ্বে ভবতঃ' এই বক্তব্যে এবং 'সমাসবচ্চ বহুলং' ইত্যাদি নিয়মে অন্য-শব্দের দ্বিত্ব। 'তস্য পরমাম্রেড়িতং' ইত্যাদি সূত্রে আম্রেড়িত-সঞ্জ্ঞায় 'অনুদাত্তং চ' ইত্যাদি সূত্রে আম্রেড়িতের অনুদাত্তত্ব। দেবশিষ্টে। শাসু-ধাতু অনুশিষ্ট অর্থক। উহাতে কর্ম্মণিবাচ্যে নিষ্ঠা। 'যস্য বিভাষা' ইত্যাদি সূত্রে ইটের প্রতিষেধ। 'শাস ইদঙ্‌হলোঃ' ইত্যাদি সূত্রে উপধার ইত্ব। 'শাসিবসিঘসীনাং চ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। 'তৃতীয়া কর্ম্মণি' ইত্যাদি সূত্রে প্রকৃতিস্বরত্ব। মেথেতে। মেথৃ ও মেধৃ-ধাতু মেধা ও হিংসার্থক। ভ্বাদি-গণীয়। অনুদাত্ত-হেতু ইৎ। সুমেকে। মিহ-ধাতু সেচনার্থক। ভাববাচ্যে ঘঞ্‌। শোভন মেহ যে দুই জনের—এই বাক্যে ব্যত্যয়ের দ্বারা ক-কার। উত্তরপদের ঞিৎস্বরের দ্বারা আদ্যুদাত্তত্ব-হেতু আদ্যুদাত্ত। 'দ্ব্যচ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব। নক্তোষাসা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির স্থানে আকার। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতায় উপধার দীর্ঘ॥ ৩॥

* * *

# তৃতীয় ( ১২২৪ ) ঋকের বিশদার্থ।

এক নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরমব্রহ্ম বা পরাপ্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি বা চিৎশক্তি হইতে সমুদ্ভূত হয় বলিয়া, এই অজ্ঞানরূপিণী রাত্রি ও জ্ঞানরূপিণী উষা ইহারা পরস্পরে সহোদর ভগ্নীর মত। ইহাদের উৎপত্তি-স্থান এক। এক বস্তুতেই এই পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্ট দুই বস্তু আপনিই প্রতিভাত হইয়া রহিয়াছে। বিরুদ্ধ বা বিষমা সৃষ্টির প্রতি নির্গুণ ব্রহ্মের কোনও কারণতা নাই। নির্গুণ ব্রহ্ম জলে পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত অবস্থায় থাকেন। সংস্কারের বশে সংসার তাহাতে বিভক্ত অবস্থায় ভাসিয়া উঠে। সমুদ্র নিত্যই স্থির। তাহার গম্ভীর্য্য স্বতঃই প্রশান্ত ও অব্যাহত। বায়ুর গতি যে পর্য্যন্ত, সমুদ্র সেই পর্য্যন্ত তরঙ্গায়িত মাত্র। অতরঙ্গ সমুদ্রের সহিত সতরঙ্গ সমুদ্রের কোনও পার্থক্য নাই। তরঙ্গগত নামের পার্থক্যই কেবল দেখিতে পাওয়া যায়। এই তরঙ্গায়িত সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিত দৃশ্যমান্ সৃজ্যবস্তুরও সেই সম্বন্ধ। সমুদ্রও জল, তরঙ্গও জল! বিশ্ব ও ব্রহ্ম, সৃজ্যবস্তু ও ব্রহ্ম, মূলে কিন্তু অভিন্ন। নির্গুণ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন সত্ত্বাই নাই। কেবল দৃশ্যতঃ নামমাত্র প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাই অজ্ঞান বা রাত্রি। এই জন্য ইহা ব্যবহারিক; ইহা পারমার্থিক নহে। আলোক বা জ্ঞান পারমার্থিক। তাহা স্বতঃপ্রকাশমান্। এইজন্য রচনার ক্ষেত্রে বা দৃষ্টান্তের চক্ষে এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বা বিষমা ভাব প্রতীয়মান হইতেছে। অন্ধকার ও আলোক, অজ্ঞান ও জ্ঞান, পাপ ও পুণ্য প্রভৃতি বিবিধ বিরুদ্ধ বস্তু পরিলক্ষিত হইলেও, এক চৈতন্যের পূর্ণ সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কোনও সত্ত্বাই এখানে নাই। কেবল বস্তুতে অবস্তুর অধ্যাস হইয়াছে বলিয়া বিবিধ বস্তু নামে অভিব্যক্ত হইয়াছে—এইমাত্র। এই অধ্যাস অজ্ঞান-প্রসূত। এই অজ্ঞানের মধ্যে মানবীয় কর্ম্মজীবনের সংস্কার অন্তর্নিহিত থাকে বলিয়াই, নির্গুণ অসীম অব্যক্ত ব্রহ্মের উপর দৃশ্যপ্রপঞ্চ ভাসিয়া বা অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। যেমন সুষুপ্তিতে বিশুদ্ধ চৈতন্যের উপর জাগ্রৎ জীবনের সংস্কার অন্তর্লীন থাকে এবং বিশুদ্ধ চৈতন্যের পরিস্পন্দনে ঐ সংস্কার উদ্বুদ্ধ

হইয়া আবার যেমন জাগ্রৎজীবনের সম্পাদন করে; এখানেও ঠিক তাহাই। রাত্রি সৃষ্টির প্রলয়কাল; উষা তাহার প্রথম প্রভাত।

এইজন্য এই রাত্রি ও উষার পথ এক; অর্থাৎ, এক নির্গুণ পরম ব্রহ্মের উপর ভাসমান্ এই সৃষ্টির ধারা একটি। যেমন মৃত্তিকা, ঘট ও কুম্ভকার। মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, কুম্ভকার তাহা প্রস্তুত করে। ঘট হইলেই ভাঙে, আবার ভাঙিলেই প্রস্তুত হয়। যেহেতু কুম্ভকার ও কুম্ভকারের মনে ঘট-প্রস্তুত-প্রণালীর সংস্কার অক্ষুণ্ণ থাকে। সেইরূপ জগৎ নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন হয়, আবার সংস্কার ও মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বক্ষে তরঙ্গমালার মত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হইয়া উঠে। সুতরাং সৃষ্টির পর প্রলয় ও প্রলয়ের পর সৃষ্টি, রাত্রির পর উষা ও উষার পর রাত্রি। এই ধারাটি চিরন্তনী। ইহা অসীমও বটে। যেহেতু ইহা অনাদি। এই ব্যবহারিক সৃষ্টি ও ব্যবহারিক প্রলয় আপেক্ষিকভাবে অনাদি কাল-পরম্পরায় ব্রহ্মের উপর অধ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। সৃষ্টির পর প্রলয় ও প্রলয়ের পর সৃষ্টি---এইরূপ ভাবই অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। নতুবা এই বৈষম্য হইত না; অথবা ব্রহ্মের নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ভাবও থাকিত না। হয় সাম্য থাকিত, অথবা ব্রহ্ম সগুণ সক্রিয় বা সামান্য সংসারীর ন্যায় একজন ঘৃণ্য পুরুষ হইতেন। এই জন্য, এই অভ্যুত্থানের ও লয়ের অথবা উষারও রাত্রির আপেক্ষিক ভাবটি অসীম। অর্থাৎ ইহার আদিও নাই, আর অন্তও নাই। অবশ্য ইহা ব্যবহারিক। যেখানে দ্বৈতভাব, সেখানের জন্যই এই বিচার-পদ্ধতি। ব্রহ্মসত্ত্বা ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় সত্ত্বা নাই। ব্রহ্মসত্ত্বাই জগৎসত্ত্বা। তাই অন্ধকার ও আলোকের মত বিরুদ্ধ-স্বভাব-সম্পন্ন হইলেও একটী বস্তুতে ইহারা অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের বৃত্তিও এক। কারণ উৎপত্তি ও বিলয় ইহাদের স্বভাব। সেইজন্য ইহারা পরস্পর মিত্রতা-সম্পন্ন। কেহ কাহারও কোন ক্ষতি করে না। যদি ক্ষতি করিত, তাহা হইলে ব্যবহারিক সত্ত্বার অস্তিত্ব থাকিত না। অজ্ঞানই মনের মধ্যে প্রশান্তসাগরের বক্ষে বায়ুক্ষুব্ধ অসংখ্য লহরিকার মত সৃষ্টির ধারা প্রবাহিত করে। অজ্ঞানই এ বিচিত্র বৈষম্যের কারণ। কিন্তু যখন আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়, তখন এই জগৎ 'ছায়াসম' আভাসে

অনুস্যূত হইয়া থাকে। জগতের অস্তিত্ব আমার নিকট প্রতিভাত না হইলেও, অপরের নিকট নাম-রূপে প্রতিভাত হয়। এই ঋকের নির্দ্দেশ এই যে, পারমার্থিক জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞান থাকিবেই। যে মুহূর্ত্তে স্ব-স্বরূপানুভূতি আসিবে, সেই মুহূর্ত্তেই জগৎ নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপে বিলীন হইয়া যাইবে।

এইরূপে বুঝা যায়, এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়—ইহারা উষা ও রাত্রি। ইহারা একরাত্ত এবং অসীম হইলেও ব্যবহারিক। ইহাদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা বা শক্তি নাই। ইহারা অনাদি কাল-পরম্পরায় জগৎরূপে প্রতিভাসমান্ থাকিলেও, ব্রহ্ম-বিজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, নামরূপে আখ্যাত থাকে। আত্মার অপরোক্ষানুভূতি হইলেই ইহাদের আর স্বতন্ত্র সত্ত্ব থাকে না, অথবা উপলব্ধ হয় না। তখন একমাত্র ব্রহ্ম-সত্ত্বাই বিরাজমান থাকে। সুতরাং, জ্ঞানের বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্তই এই অজ্ঞান। অজ্ঞান নামমাত্র। জ্ঞানই চিরন্তন। জ্ঞানই জগদাকারে পরিণত। বেদ সেই সমাচার দিবার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছেন। (১ম—১১৩সূ—৩ঋ)॥

## চতুর্থী ঋক্—

( প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্। )

ভাস্বতী নেত্রী সূনৃতানামচেতি চিত্রা

বি দুরো ন আবঃ।

প্রার্প্যা জগদ্ব্যু নো রায়ো অখ্যদুষা

অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৪ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

ভাস্বতী। নেত্রী। সূনৃতানাম্। অচেতি। চিত্রা।
বি। দুরঃ। নঃ। আবরিত্যাবঃ।
প্রঽঅর্প্য। জগৎ। বি। উম্ ইতি। নঃ। রায়ঃ। অখ্যৎ। উষাঃ।
অজীগঃ। ভুবনানি। বিশ্বা। ৪ ॥

• . •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভাস্বতী' ( স্বপ্রকাশরূপা ) 'সূনৃতানাং' ( সত্যানাং ) 'নেত্রী' ( প্রাপয়িত্রী—উষা ইতি ভাবঃ ) যদা 'অচেতি' ( অস্মাভিরজ্ঞায়ি ) তদা 'চিত্রা' ( বিচিত্ররূপা, উজ্জ্বলস্বভাবা ) সা 'নঃ' ( অস্মাকং ) 'দুরঃ' ( দ্বারাণি তমোদ্বারাণি ) 'ব্যাবঃ' ( ব্যবৃণোৎ, তমোদ্বারং নিরুধ্য স্বপ্রকাশতে ইত্যর্থঃ ); 'জগৎ' ( অন্তর্জগৎ, হৃদয়কন্দরং ) 'প্রার্প্য' ( প্রকাশং গময়িত্বা ) 'নঃ' ( অস্মভ্যং ) 'উং' ( মায়িনং, মহেশ্বরং ) 'ইতি' ( এবং রূপং ) 'রায়ঃ' ( ধনং, পরমরত্নং ) 'ব্যখ্যৎ' ( উপদিদেশ, দত্তবতী ); 'উষাঃ' ( জ্ঞানজ্যোতীরূপাঃ ) 'বিশ্বা ভুবনানি' ( প্রলয়মগ্নাবস্থায়াং অবিদ্যমানকল্পানি সর্ব্বাণি জগন্তি ) 'অজীগঃ' ( উদ্গিরতি, প্রলয়ান্ধকারাৎ উন্মোচ্য জগদ্রূপেণ প্রতিভাসয়তি ইত্যর্থঃ )। অয়ং ভাবঃ—ইয়মেব জ্ঞানরূপা উষা অস্মাকং হৃদয়ং অজ্ঞানান্ধকারাৎ উন্মোচ্য সাধানায়াঃ ধনং পরমরত্নং প্রদদাতি; তথা চ বিশ্বভুবনমপি প্রলয়ান্ধকারাৎ উন্মোচ্য জগদাকারেণ প্রতিভাসয়তি ॥ ৪ ॥

• . •

### বঙ্গানুবাদ।

স্বপ্রকাশরূপা সত্য-সমূহের প্রাপয়িত্রী উষা যখন আমাদিগের দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়েন, তখন বিচিত্র উজ্জ্বলস্বভাব তিনি আমাদিগের তমোদ্বারকে আবৃত করিয়া রাখেন অর্থাৎ তমোদ্বার নিরুদ্ধ করিয়া স্ব-প্রকাশ করেন;—অন্তর্জ্জগৎ বা হৃদয়কন্দরকে প্রকাশিত করিয়া আমাদিগকে মায়ামহেশ্বর-রূপ পরমরত্ন প্রদান করিয়া থাকেন। জ্ঞানজ্যোতীরূপা উষা প্রলয়মগ্ন অবস্থাতে অবিদ্যমানকল্প সমগ্র জগৎকে উন্মুক্ত করেন, অর্থাৎ প্রলয়-অন্ধকার হইতে উন্মুক্ত করিয়া জগৎ-রূপে প্রতিভাসমান করিয়া দেন। ( ইহার ভাব এই যে,—এই জ্ঞানরূপা উষা আমাদিগের হৃদয়কে

অজ্ঞান-অন্ধকার হইঁতে উন্মুক্ত করিয়া, আমাদিগকে সাধনার ধন মহাধন প্রদান করিয়া থাকেন ; এইরূপ বিশ্বভুবনকেও প্রলয়-অন্ধকার হইতে উন্মুক্ত করিয়া জগদাকারে ভাসাইয়া তুলেন । ) ॥ (১ম—১১৩সু—৪ঋ) ॥

## সায়ণ-ভাষ্যং ।

ভাস্বতী বিশিষ্টপ্রকাশনযুক্তা । সূনৃতেতি বাঙ্নাম । সূনৃতানাং বাচাং নেত্র্যুৎপাদয়িত্রী । উষসঃ প্রাদুর্ভাবানন্তরং হি পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ সর্ব্বে শব্দং কুর্ব্বন্তি । এবম্ভূতোষা অচেতি । অস্মাভির্জ্ঞায়ি । চিত্রা চায়নীয়া জ্ঞাতাসৌ নোঽস্মাকং দুরো দ্বারাণি তমসা তিরোহিতানি ব্যাবঃ । ব্যবৃণোৎ । যথাস্মাভির্দৃশ্যতে তথা তমো নিবার্য্য প্রকাশয়তীত্যর্থঃ । অপিচ জগৎ সর্ব্বং ভুবনং প্রার্প্য প্রকাশং গময়িত্বা নোঽস্মাকং রায়ো ধনানি ব্যখ্যৎ । বিশিষ্ট-প্রকাশনযুক্তান্যকরোৎ । উ ইত্যেতৎ পদপূরণং । সৈষোষা বিশ্বা ভুবনানি সর্ব্বাণি ভুবনানি তমসা তিরোহিতত্বেনাবিদ্যমানকল্পান্যজীগঃ । উদ্গিরতি । স্বমুখান্নির্গময়তি । স্বকীয়েন প্রকাশেন তমো নিঃসার্য্য পুনরুৎপন্নানীব করোতীত্যর্থঃ ॥

নেত্রী । ণীঞ্ প্রাপণে । তৃচ্ । ঋন্নেভ্যো ঙীপ্ । উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাদিতি ঙীপ উদাত্তত্বং । অচেতি । চিতী সংজ্ঞানে । দুরঃ । দ্বারশব্দস্য রয়ের্ম্মতৌ বহুলমিতি বহুল-বচনাৎ সম্প্রসারণং । আবঃ । বৃঞ্ বরণে । লুঙি মন্ত্রে ঘসেতি চ্লের্লুক্ । গুণঃ ।

---

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

'ভাস্বতী' বিশিষ্টরূপে প্রকাশনযুক্তা । সূনৃতা—এইটী বাক্যের নাম । 'সূনৃতানাং' বাক্যসমূহের 'নেত্রী' উৎপাদিকা । যেহেতু, উষার প্রাদুর্ভাবের পর পশু-পক্ষি-মৃগ-প্রভৃতি সকলে শব্দ করে । এই প্রকার উষা 'অচেতি' আমাদিগের কর্ত্তৃক জ্ঞাত । 'চিত্রা' চয়নযোগ্যা পরিচিতা সেই উষা 'নঃ' আমাদিগের 'দুরঃ' দ্বার সকল অন্ধকাররহিত পূর্ব্বক 'ব্যাবঃ' বিশিষ্টরূপে রক্ষা করুন । অর্থাৎ, যে প্রকারে আমাদিগের কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতেছেন, সেই প্রকারে তমঃ নিবারণ করিয়া প্রকাশ করেন । আরও, 'জগৎ' সমস্ত ভুবনকে 'প্রার্প্য' প্রকাশ করিয়া 'নঃ' আমাদিগের 'রায়ঃ' ধনসকলকে 'ব্যখ্যৎ' বিশিষ্ট প্রকাশন-যুক্ত করিয়াছেন । 'উ' এই শব্দটী পাদ-পূরণার্থ । এইরূপ উষা 'বিশ্বা ভুবনানি' সকল ভুবনকে তমঃ তিরোহিতের দ্বারা অবিদ্যমানকল্প 'অজীগঃ' উদ্গিরন করেন ; স্বমুখ হইতে নির্গত করান । অর্থাৎ নিজের প্রকাশের দ্বারা তমঃ নিবারণ করিয়া পুনরায় যেন উৎপন্নই করেন ।

নেত্রী । ণীঞ্-ধাতু প্রাপণার্থক । তৃচ্-প্রত্যয় । 'ঋন্নেভ্যঃ' ইত্যাদি সূক্তে ঙীপ । 'উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাৎ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপের উদাত্তত্ব । অচেতি । চিতী-ধাতু সংজ্ঞান অর্থক । দুরঃ । দ্বারশব্দের 'রয়ের্ম্মতৌ বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে বহুবচন-হেতু সম্প্রসারণ । আবঃ । বৃঞ্-ধাতু বরণার্থ । লুঙে 'মন্ত্রে ঘস' ইত্যাদি সূত্রে 'চ্লি'র লোপ । 'হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ' ইত্যাদি

হল্ঙ্যাব্‌ভ্য ইতি তিলোপঃ। ছন্দস্যপি দৃশ্যত ইত্যাডাগমঃ। প্রার্প্য। ঋগতৌ। ণাবর্ত্তি-স্ত্রীত্যাদিনা যুক্। সমাসেঽনঞ্‌পূর্ব্বেক্তো ল্যপ্‌। অখ্যৎ। খ্যা প্রকথনে। লুঙি অস্যতিবক্তীত্যাদিনা চ্লেরঙাদেশঃ। অজীগঃ। গৃ নিগরণে। লঙি তিপি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। দ্বির্ব্বচনোরদত্বহলাদি শেষাঃ। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ বহুলং ছন্দসীত্য-ভ্যাসস্যেত্বং। ছান্দস ঈকারঃ। যদ্বা অস্মাৎ ণ্যন্তাল্লুঙি চঙি দ্বির্ভাবসন্বদ্ভাবেত্বদীর্ঘাঃ। ছান্দসশ্চঙো লোপঃ॥ (১ম—১১৩সূ—৪ঋ)॥

## চতুর্থ ( ১২২৫ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রে উষার যে পরিচয় আছে, তাহাতেই বুঝা যায়,—এ উষা সামান্যা উষা নহে; এই উষা—'ভাস্বতী'—স্বপ্রকাশরূপা। শুধু তাহাই নহে; এই উষা—সত্যপ্রদানকারিণী। এই জন্যই উষাকে নির্ম্মলা বুদ্ধি অথবা জ্ঞান বলা যায়। জ্ঞান ব্যতীত কখনই মুক্তি হয় না; বুদ্ধি নির্ম্মল না হইলে মুক্তির কথা সুদূরপরাহত। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"নির্ম্মলী-ভূতায়াং বুদ্ধৌ ব্রহ্মদর্শনং স্যাৎ।' অর্থাৎ, বুদ্ধি নির্ম্মল হইলেই ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। আচার্য্যগুরু শঙ্করও বলিয়াছেন,—"জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমতেন মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন।" অর্থাৎ,—জ্ঞানলাভ না হইলে, শতজন্মেও মুক্তি হইবে না। এখানে সেই জ্ঞানময়ী নির্ম্মলবুদ্ধিরূপা উষারই উপদেশ অনুভূত হয়। এখানে উষা—"সূনৃতানাং নেত্রী।" প্রভাত-গগনে উষা ভাস্বতী হইতে পারে; কারণ, উষার আগমনে প্রভাত-গগন দীপ্ত হইয়া উঠে। সে পক্ষে 'ভাস্বতী' পদের সার্থকতা দেখা যায়। কিন্তু তিনি যে

---

সূত্রে 'ত'র লোপ। 'ছন্দস্যপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে ইডাগম। প্রার্প্য। ঋ-ধাতু গত্যর্থ। 'ণাবর্ত্ত স্ত্রী' ইত্যাদি সূত্রে যুক্। সমাসে অনঞ্‌ পূর্ব্বে ক্তা লোপ। অখ্যৎ। খ্যা-ধাতু কথনার্থ। লুঙে 'অস্যতি বক্তি' ইত্যাদি সূত্রে চ্লেরঙাদেশ। অজীগঃ। গৃ ধাতু নিগরণার্থ। লঙে তিপে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের শ্লু। 'অদত্বহলাদিশেষঃ' ইত্যাদি সূত্রে দ্বিত্ব। 'অর্ত্তি পিপর্ত্ত্যোশ্চ বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের ইত্ব। ছন্দে ঈকার। অথবা ইহাতে ণ্যন্ত-হেতু লুঙে চঙের দ্বির্ভাব। সন্বদ্ভাবে ইত্বের দীর্ঘ। ছন্দে চঙের লোপ॥ (১ম—১৩সূ—৪ঋ)॥

* * *

"সূনৃতানাং নেত্রী"—'বাচাং উৎপাদয়িত্রী' অর্থাৎ 'বাক্যের উৎপাদনকারিণী'.—এবম্বিধ অর্থের দ্বারা উষা-নামের সার্থকতা কেমন করিয়া সুরক্ষিত হইতে পারে? শুধু তাহাই নহে, আবার দেখুন—সে উষা কেমন? "দূরঃ নঃ বি আবঃ"—'তমোদ্বারং অস্মাকং ব্যবৃণোৎ' অর্থাৎ আমাদিগের তমোদ্বারকে আবৃত করিয়া রাখেন। ইহাই বা কি? ইহা কি হৃদয়ের অন্ধকার আবৃত করা নহে? তমোদ্বার অবরুদ্ধ হইলেই আমরা আমাদিগের স্বরূপবোধ করিতে পারি। এই ভাবই কি এখানে পরিব্যক্ত হয় নাই? অন্ধকারের এরূপ প্রভাব নাই যে, আমার স্বরূপকে রোধ করিতে পারে? যদিও, "ঘনাচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনাচ্ছন্নমর্কং যথা দৃশ্যতে বাতিমূঢ়ঃ"—মেঘের দ্বারা দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন হইলেই আমরা বলিয়া থাকি,—'সূর্য্য মেঘে আবৃত হইয়াছে।' প্রত্যুতঃ, মেঘের কি সাধ্য দীপ্ত সূর্য্যকে আবৃত করে? সেইরূপ পরমব্রহ্ম বা আত্মস্বরূপকে এই যে তামস-রাত্রি বা অজ্ঞান-অন্ধকার বা অবিদ্যা যবনিকা আবরণ করিয়াছে বলিয়া তাহার প্রতিভাস হইতেছে;—ইহা কি মিথ্যা বা অজ্ঞানসম্ভূত নহে? সুতরাং এই মিথ্যা বা অজ্ঞানসম্ভূত প্রতিভাসকেই 'তমোদ্বার' বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নির্ম্মলাত্মিকা বুদ্ধি বা জ্ঞানময়ী উষাই এই অজ্ঞান-রাত্রির বা অবিদ্যা-যবনিকার উন্মোচন করিয়া থাকেন।

আরও দেখুন,—উষার বিশেষণ—'জগদ্যুনো রায়ঃ।' এস্থলে 'জগৎ বি+উ+নঃ রায়ঃ' এতদন্তর্গত উ-কারটীকে ভাষ্যকার পাদ পূরণার্থে ব্যবহৃত করিয়াছেন। তাহাতে অর্থ গৃহীত হইয়াছে,—'জগৎ প্রকাশিত করিয়া এই উষা আমাদিগকে ধন দান করিয়া থাকেন।' কিন্তু, উষা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কেমন করিয়া ধন দান করিতে পারেন? প্রভাত হইলে, দিবসে মানব কর্ম্মজীবন লাভ করিয়া শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থার্জ্জন করিতে পারে—এই মাত্র। কিন্তু এইরূপ কষ্টকল্পনা অপেক্ষা, নির্ম্মলাত্মিকা বুদ্ধি বা জ্ঞানময়ী উষা আমাদিগকে পরমধন-রূপ পরমেশ্বরকে প্রদান করেন,—এইরূপ অর্থই অভীপ্সিত ও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। ইহাতে উ-কারের পাদপূরণার্থও স্বীকার করিতে হইল না। "উকারস্তু মহেশ্বরঃ"—ইহা ত শ্রুতিই বলিয়াছেন। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরং"—উপনিষদে মায়া মহেশ্বরের যথেষ্ট সঙ্কীর্ত্তন সংলক্ষিত হয়।

পরম ব্রহ্ম বা আত্মস্বরূপ যে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় মহাদেব 'প্রকৃতি-পুরুষের অভেদ অবস্থায় শিব, আর দ্বৈত অবস্থায় শবরূপ মহাদেব এবং তাহার বক্ষে তাথৈনৃত্যে নৃত্যকারিণী লোলরসনা কালীর সৃষ্টির অভিব্যঞ্জনা' এই যে শব-শিবা ভাব বা দ্বৈতাদ্বৈতের পূর্ণ-প্রকটন ; ইহাই কি—এখানে অনুসূ্যত হয় না ? প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্বতঃই বোধগম্য হইবে,—এই মন্ত্র এই গভীর ও জ্ঞানগর্ভ অর্থেরই সংবেদক।

নির্ম্মলা বুদ্ধি বা জ্ঞানময়ী উষা আমাদিগকে সত্য বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি নিজে স্বপ্রকাশময়ী ; সুতরাং অপরকেও প্রকাশিত করিতে পারেন। তিনি অন্তর্জ্জগৎকে উদ্ভাসিত করেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে পরমরত্ন প্রদান করেন,—মানব জীবনের নিতান্ত প্রাপ্য পরমসত্য, পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে বা মহেশ্বরকে প্রাপ্ত করাইয়া দেন। আমরা আলোকপ্রভায় হারান জিনিষ পাইবার মত পরম রত্ন প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হই। এইজন্য এই উষার নাম—জ্ঞানজ্যোতীরূপা ও স্বপ্রকাশময়ী। জগৎ যখন প্রলয়ে মগ্ন থাকে, তখন রাত্রির অবসানে জাগরণের মত, ইনিই জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া দেন। উষা জ্ঞানরূপা ; আর রাত্রি অজ্ঞানরূপা। ইহাই মর্ম্মার্থ॥ ( ১ম—১১৩সূ—৪ঋ )॥

* * *

পঞ্চমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্। )

জিহ্মশ্যে৩ চরিতবে মঘোন্যাভোগয় ইষ্টয়ে
রায় উ ত্বম্।
দভ্রং পশ্যদ্ভ্য উর্ব্বিয়া বিচক্ষ উষা
অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৫ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

জিহ্মঽশ্যে। চরিতবে। মঘোনী। আঽভোগয়ে। ইষ্টয়ে।

রায়ে। উম্ ইতি। ত্বম্।

দভ্রম্। পশ্যৎঽভ্যঃ। উর্ব্বিয়া। বিঽচক্ষে। উষাঃ।

অজীগঃ। ভুবনানি। বিশ্বা॥ ৫॥

⁂

### মর্ম্মানু-সারিণী-ব্যাখ্যা।

'মঘোনী' ( পরমরত্ন, পরমার্থতত্ত্বদায়িনী উষা ) 'জিহ্মশ্যে' ( বক্রভাবেন শয়নায় অসরলায় পুরুষায় ) 'চরিতবে' ( শয়নাদুত্থায় স্বকর্ম্ম অধিগন্তুং ) 'বিচক্ষে' ( উপদিদেশ, কথিতবতী ); হে পুরুষ! 'ত্বং' ( সুপ্তোত্থিতঃ ) 'আভোগয়ে' ( শব্দাদি বিষয়ভোগার্থং ) তথা 'ইষ্টয়ে' ( যাগাদিকর্ম্মার্থং ) তথা 'রায়ে' ( পরমধনার্থং ) 'অজীগঃ' ( উদ্বুদ্ধো ভব, জাগ্রৎ তিষ্ঠ )। 'উর্ব্বিয়া' ( উর্ব্বী, মহতী ) 'উষা' ( জ্ঞানচৈতন্যরূপা ) 'ভুবনানিবিশ্বা' ( সর্ব্বানি ভূতজাতানি ) উদ্বোধ্য ইতি শেষঃ; 'দভ্রং' ( অল্পং ) 'পশ্যদ্ভ্যঃ' ( অজ্ঞানান্ধকারাবৃতত্বেনেষদ্দ্রষ্টৃভ্যঃ ) 'উং' ( মহেশ্বরং, পরমাত্মানং ) 'ইতি' ( এবং তত্ত্বং ) 'বিচক্ষে' ( ব্যপদিদেশ, সংকথিতবতী )। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানচৈতন্যরূপা উষা সুপ্তজীবং এবং নিত্যং উদ্বোধয়তি, তথা চ অজ্ঞানান্ধকারাৎ উন্মোচ্য পরমাত্মতত্ত্বং উপদিশতি; অতঃ ইয়ং নির্ম্মলাত্মিকা কল্যাণকামা জননী। ( ১ম—১১৩সূ—৫ঋ )॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

পরমরত্ন, পরমার্থতত্ত্ব-প্রদায়িনী জ্ঞানরূপা উষা কুটিলভাবে অধিশয়ান অসরল পুরুষকে শয্যা হইতে সমুত্থিত করিয়া, স্বকর্ম্মশীল করাইবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন; হে পুরুষ! তুমি সুপ্তোত্থিত হইয়া শব্দাদি বিষয় ভোগের নিমিত্ত, যাগাদি কর্ম্মের নিমিত্ত এবং পরমধনের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ হও, জাগরিত হইয়া থাক। মহতী জ্ঞানচৈতন্যরূপা উষা জীব-সকলকে উদ্বোধিত করিয়া, অজ্ঞান-অন্ধকারের আবৃতির জন্য অল্পদর্শনশীল মানবগণকে এই মহেশ্বর-রূপ পরমাত্ম-তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিয়া

থাকেন। ( ইহার ভাব এই যে,—জ্ঞানচৈতন্য-রূপা উষা সুপ্তজীবকে এইরূপভাবেই নিত্য উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন এবং অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে উন্মুক্ত করিয়া পরমাত্ম-তত্ত্বের উপদেশ দেন; এইজন্য ইনি নির্ম্মলস্বরূপা কল্যাণকামা জননী। ) ॥ ( ১ম—১১৩সূ—৫ঋ ) ॥

* * *

## সায়ণ-ভাষ্যং।

মঘোনীত্যুষসো নামধেয়ং। মঘোনী ধনবত্যুষাঃ জিহ্মশ্যে। জিহ্মং বক্রং শয়নায় পুরুষায় চরিতবে চরিতুং শয়নাদুত্থায় স্বাপেক্ষিতং প্রতিগন্তুং ব্যুচ্ছন্তী ভবতি। ত্বং। অয়মেকশব্দপর্য্যায়ঃ সর্ব্বনামশব্দঃ। যদাহ—ত্ব ইতি বিনিগ্রহার্থীয়ং সর্ব্বনামানুদাত্তং ( নি০ ১.৭ ) ইতি। ত্বমেকং প্রত্যাভোগয়ে আভোগ্যায় শব্দাদিবিষয়ার্থং। তথাপরং প্রতীষ্টয়ে যাগার্থং। তথান্যং প্রতি রায়ে ধনার্থং চ ব্যুচ্ছন্তীতি শেষঃ। উশব্দশ্চার্থে। অপিচ দভ্রমল্পং পশ্যদ্ভ্যঃ অন্ধকারাবৃতত্বেন ঈষদ্দ্রষ্টৃভ্যো মনুষ্যেভ্যো বিচক্ষে বিশিষ্টপ্রকাশায় ব্যুচ্ছন্ত্যুর্ব্বিয়া উর্ব্বীবিস্তীর্ণা উষাঃ সর্ব্বাণি ভূতজাতানি তমসা তিরোহিতানি প্রকাশদানেনোদ্গীর্ণানীব করোতি ॥

জিহ্মশ্যে। শীঙ্ স্বপ্নে। জিহ্মং শেতে ইতি জিহ্মশীঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। এরনেকাচ ইতি যণ্। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি বিভক্তেঃ স্বরিতত্বং। আভোগয়ে। আভোগশব্দাচ্চতুর্থ্যেকবচনে যকারোপজনঃ। যদ্বা। আঙ্

---

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'মঘোনী'—এই পদটী উষার নাম। 'মঘোনী' ধনবতী উষা 'জিহ্মশ্যে' জিহ্মং—বক্র শয়নকারী পুরুষকে 'চরিতবে' বিচরণ অর্থাৎ শয়ন হইতে উঠিয়া স্বাপেক্ষিত বিষয়ে প্রতিগমনার্থ বর্জ্জনকারিণী হইতেছেন। 'ত্বং' এইটী এক-শব্দের পর্য্যায়ভুক্ত সর্ব্বনাম শব্দ। এ বিষয়ে উক্ত আছে,—'ত্ব ইতি বিনিগ্রহার্থীয়ং সর্ব্বমানুদাত্তং' ( নি০ ১।৭ ) ইত্যাদি। 'ত্বং' আপনি একের প্রতি 'আভোগয়ে' আভোগ্যের জন্য—শব্দাদি বিষয়ের জন্য এবং অপরের প্রতি 'ইষ্টয়ে' যাগের জন্য এবং অন্যের প্রতি 'রায়ে' ধনের নিমিত্ত বর্জ্জন প্রকাশ করিতেছেন। উ-শব্দটী অর্থ-অর্থক। অপিচ, 'দভ্রং' অল্প অবলোকনকারী অন্ধকারাবৃতত্ব-হেতু ঈষদ্দ্রষ্টা মনুষ্যগণকে 'বিচক্ষে' বিশিষ্টরূপে প্রকাশের নিমিত্ত বর্জ্জন করিতেছেন। 'উর্ব্বিয়া' ( উর্ব্বী ) বিস্তীর্ণ উষা, সকল প্রাণিজাত সমূহকে তমোরহিত করতঃ প্রকাশ দ্বারা যেন উদ্গিরণ করিতেছেন।

জিহ্মশ্যে। শীঙ্ ধাতু স্বপ্নার্থক। জিহ্মা ( বক্র ) ভাবে শয়ন করে এই বাক্যে জিহ্মাশী পদ হয়। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। 'এরনেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে যণ্। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির স্বরিতত্ব। আভোগয়ে। আভোগ শব্দের চতুর্থীর একবচনে য-কারের উপজন। অথবা, আঙ্পূর্ব্ব ভুজ-ধাতুর বহুল-

পূর্ব্বাত্তুর্ব্বের্ব্বহুলবচনাদৌণাদিকঃ ক্বিপ্রত্যয়ঃ কুত্বং চ। উর্ব্বিয়া। ইযাডিযাজীকারাণামুপসংখ্যানমিত্যুর্ব্বীশব্দাদুত্তরস্য সোর্ডিযাজাদেশঃ। বিচক্ষে। চক্ষিঙ্ ব্যক্তায়াং বাচি। বিপূর্ব্বাদস্মাৎ সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্॥ (১ম—১১৩সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে প্রথমো বর্গঃ॥ ১।৮।১॥

* * *

## পঞ্চম (১২২৬) ঋকের বিশদার্থ।

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে এবং প্রচলিত অর্থে এই ঋকে বিভিন্ন ভাব দৃষ্ট হইবে। প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—রাত্রিতে যাহারা বক্র হইয়া শুইয়া ছিল, প্রভাত হইলে, উষাকালে জাগ্রৎ হইয়া তাহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়,—যজ্ঞের জন্য বা ধনের জন্য চেষ্টা পায়।

আমাদিগের দৃষ্টিতে, এ ঋকে উষা-তত্ত্ব যেন অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা উষাকে জ্ঞান ও চৈতন্য দিয়া অভিবোধ করি। এই দৃষ্টিতে উষা—জ্ঞানরূপা বা নির্ম্মলাত্মিকা বুদ্ধি। এই উষা হইতে আমরা পরমার্থ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারি। এইজন্য এই উষা আমাদের সুপ্ত-জীবনের মহা সহায়।

এই উষা, আমাদিগের নিত্যসুপ্তির অবসানে নবচেতনার মত, মহাসুপ্তির অবসানে মহাপ্রাণতা বা মহীয়সী চেতনার উদ্বোধন করিয়া থাকেন। কল্যাণকামা জননীর মত, অজ্ঞান-শিশু এই সুপ্ত মানবের শিয়রে দাঁড়াইয়া, এই উষাই বলিয়া থাকেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—'হে আমার সন্তানগণ। তোমরা উঠ, জাগরিত হও, শ্রেষ্ঠ বস্তুকে লাভ কর।'

---

বচন-হেতু ঔণাদিক্ কি-প্রত্যয় এবং কুত্ব। উর্ব্বিয়া। 'ইযাডিযাজীকারাণামুপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে উর্ব্বী-শব্দের উত্তর সু-স্থানে ডিয়াজাদেশ। বিচক্ষে। চক্ষিঙ্-ধাতু বক্তা ও বাক্য অর্থক। বি-পূর্ব্ব-হেতু ইহাতে সম্পদাদি-লক্ষণে ভাববাচ্যে ক্বিপ্॥ ৫॥

প্রথম অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে প্রথম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৮।১॥

* * *

অলস শয্যা হইতে সমুত্থিত করিয়া মানবকে কর্ম্মশীল করিবার জন্য নিত্য যেমন প্রভাত-গগনে নির্ম্মল উষার দীপ্তপ্রভা সমুদ্ভাসিত হয়; সেইরূপ, প্রলয়-রূপ মহা তমিস্রার তিরোধানে অজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া, অথবা অবিদ্যা বা অজ্ঞানের কেন্দ্রে স্মৃতি বা সংস্কারের মহা সহায়ে, জ্ঞানময়ী মহাচেতনরূপা নির্ম্মলা উষার পবিত্র প্রভা, চৈতন্যের অভিব্যক্তি এই দৃশ্যপ্রপঞ্চকে জগৎ-রূপে অভিব্যক্ত করিবার জন্য, সৃষ্টিপ্রারম্ভে সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকেন।

উষার সমাগমে জগৎ বা পুরুষ আর কুটিল বা অসরল থাকিতে পারে না; তখন পুরুষ তাহার বক্রভাব ও অসরল গতি পরিত্যাগ করিয়া, বিশাল ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞানপথে প্রধাবিত হইতে থাকে। জ্ঞানময়ী উষা তাহাকে সুপ্তোত্থিত বা প্রলয়োত্থিত করিয়া প্রথমেই ঐ উপদেশ-বাণী প্রদান করেন। তাহার পর, হয় তো সেই পুরুষ (জীবাত্মা), ক্রমপর্য্যায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ উপদেশপরম্পরায় কর্ম্মব্রহ্মের সেবা করিতে পারায়, বিকর্ম্মের অনতিক্রমণীয় ভীষণ আবর্ত্তনে পতিত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়; আত্মহারা হইয়া বিবিধ উত্থান-পতনের মধ্যে পতিত হইতে থাকে, এবং নিজেকে জন্মজন্মান্তরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া সুখ-দুঃখের ভাগী করিয়া ফেলে।

সুপ্তির অবসানে প্রতিনিয়তই উষার উদ্বোধন-বাণী চলিয়াছে। তিনি প্রথমেই শব্দাদি-বিষয়-ভোগের জন্য বহুবিধ সামগ্রীসম্ভার থরে থরে সাজাইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন; এবং দেখেন,—আমরা সেই ভোগের সামগ্রী হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারি কিনা? কারণ, ভোগ্যবস্তু থাকিতে ভোগ না করাই ত্যাগীর লক্ষণ। যেখানে ভোগের বস্তু নাই, সেখানে আর ত্যাগ হইবে কাহার? সুতরাং প্রথমেই তিনি এই ভোগ-পরীক্ষায় আমাদিগকে পরীক্ষিত করিয়া লয়েন। তাহার পর, দ্বিতীয় স্তরে পুণ্যকর্ম্ম যাগ-যজ্ঞাদি নিখিলস্বর্গপ্রাপক বিধি-নিয়ম প্রতিপালনের দ্বারা, আচারপূত ও অন্তঃপূত করিয়া কর্ম্মবীর সৃষ্টি করিবার জন্য উদ্যুক্ত করেন। তাহার পরেই তিনি, পরম ধন সেই পরমার্থতত্ত্ব-লাভের অধিকারী হইবার জন্য শান্তিনিকেতনের পথিক করিয়া নিষ্কামব্রতের অনুশীলন করাইতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

মহাসুপ্তির অবসানে জাগ্রৎপ্রায় জীবজগতের শিয়রে প্রথমেই ঐ তিনটী বাণী বিঘোষিত হইয়া থাকে।

বর্ষার আসার-সম্পাত। শস্যক্ষেত্র আর উষর-ক্ষেত্র—এ বিবেচনা কখনই সে করিতে পারে না। তাহার জলধারা সর্ব্বত্রই তুল্যরূপে নিপতিত হইয়া থাকে। ফলে, কোথাও শস্যসমৃদ্ধি, আর কোথায়ও বেণাগাছের বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশ্বজননী পুঞ্জীভূতজ্ঞানরূপা নির্ম্মলা উষা সেইরূপ প্রথমেই আমাদের সম্মুখে সদ্বস্তু ধরিয়া দেন বটে। কিন্তু আমরা স্বভাবের বশে আপাত-মধুর পরিণাম-গরল ও আপাত-বিষ পরিণাম-রমণীয় বস্তুর আকর্ষণে ও বিকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া বিভ্রান্ত হইয়া থাকি। কখনও যন্ত্রণা পাই, কখনও শান্তি পাই, কখনও বক্ষঃ স্ফীত করিয়া যাই, কখনও কটিতে হস্তপ্রদান করিয়া হাহাকারের আর্ত্তনাদে নিজেকে ধিক্কৃত করিতে থাকি।

পরিশেষে কিন্তু এক। মহাশান্তির বিমল ছায়া আছেই আছে। সন্তানের হস্তে খেলনার দ্রব্য ও খাদ্যের ডালা প্রদান করিয়া মাতা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সন্তান কাঁদিতে আরম্ভ করিলেই মাতা ছুটিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া লন।

মাতা বিশ্বজননী জ্ঞানরূপা উষা যেমন প্রভাতগগনে দীপ্তপ্রভায় উদ্ভাত হইয়া মানবকে কর্ম্মপটু করিয়া তুলেন, সৃষ্টিপ্রারম্ভেও তাই। তিনি যেমন অন্ধকারের ঘন আবরণ হইতে জীবজগৎকে উন্মুক্ত করিয়া দিবালোকে আলোকিত করেন, তেমনই অজ্ঞান অন্ধকারের বিচিত্র যবনিকা উদ্ঘাটিত করিয়া পরমার্থতত্ত্ব প্রদান করিয়া থাকেন।

মানবজীবনে চারিটী পুরুষার্থ,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। তন্মধ্যে মোক্ষ পরমার্থতত্ত্ব বা পরম পুরুষার্থ। এই পরমপুরুষার্থতত্ত্বই মহেশ্বর বা পরমব্রহ্ম বা পরম শিব। উপনিষদের বহুত্র এই পরম শিবের সংকীর্ত্তন সংলক্ষিত হয়। এই উপনিষদ্‌বাচ্য পরম শিবের সংজ্ঞান বা উপলব্ধি করানই এ ঋকের উদ্দেশ্য। উষা জ্ঞান-জননী; সেই পরমশিবের প্রাপ্তিসাধিকা। ইনিই শবশরীরে পরিস্পন্দন আনাইয়া দেন। ইঁহার আশ্রয়েই চিত্ত শুদ্ধ হয়। ইনিই সেই শান্তিরূপা—মহাশান্তির নিয়মরূপা। ( ১ম—১১৩সূ—৫ঋ )।

## ষষ্ঠী ঋক্ ।

( প্রথমং মণ্ডলং । ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং । অষ্টমী ঋক্ । )

ক্ষত্রায় ত্বং শ্রবসে ত্বং মহীয়া ইষ্টয়ে

ত্বমর্থমিব ত্বমিত্যৈ ।

বিসদৃশা জীবিতাভিপ্রচক্ষ উষা

অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৬ ॥

• • •

### পদ-বিশ্লেষণং ।

ক্ষত্রায় । ত্বং । শ্রবসে । ত্বং । মহীয়ৈ । ইষ্টয়ে ।

ত্বং । অর্থং২ইব । ত্বং ।

বি২সদৃশা । জীবিতা । অভি২প্রচক্ষে । উষাঃ ।

অজীগঃ । ভুবনানি । বিশ্বা ॥ ৬ ॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে মনঃ ! 'ত্বং' ( সুপ্তোত্থিতঃ সন্ ইতি শেষঃ ) 'ক্ষত্রায়' ( শরীরায় ) তথা 'শ্রবসে' ( চিত্তশুদ্ধিরূপায় মঙ্গলায় ) তথা 'মহীয়ৈ' ( মহতে ) 'ইষ্টয়ে' ( ভগবদ্প্রাপ্তিরূপায় ইচ্ছালাভায় ) তথা চ 'অর্থং' ( পরমার্থরূপং মোক্ষং ) 'ইব' ( এব ) 'ইত্যৈ' ( গত্যৈ—লাভায় ইতি শেষঃ ) 'অজীগঃ' ( উদ্বুদ্ধঃ ভব ) ; 'বিসদৃশা' ( সাদৃশ্যহীনা ) 'জীবিতা' ( নিত্যারূপা ) 'উষাঃ' ( জ্ঞানদায়িনী দেবী ) 'বিশ্বা ভুবনানি' ( সমগ্রাণি জগন্তি ব্যাপ্য ইতি শেষঃ ) 'অভিপ্রচক্ষে' ( এবং উপদিদেশ ) । মন্ত্র আত্মোদ্বোধকঃ । অয়ং ভাবঃ—হে মনঃ ! জ্ঞানদায়িনী উষাদেবী ত্বাং উদ্বোধয়তি ; ত্বং উদ্বুদ্ধঃ সন্ প্রাক্ শরীরং, ততঃ কর্ম্মণা চিত্তশুদ্ধিরূপং মঙ্গলং, ততঃ মুমুক্ষুত্বং, ততঃ মুক্তিং চ লভস্ব । ( ১ম—১১৩সূ—৬ঋ ) ॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

হে মন! সুপ্তোত্থিত হইয়া, শরীরের নিমিত্ত, চিত্তশুদ্ধিরূপ মঙ্গলের নিমিত্ত, মহান্ ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপ ইচ্ছালাভের নিমিত্ত এবং পরমার্থ-রূপ মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ হও; তুলনাবিহীন নিত্যরূপা জ্ঞানদায়িনী দেবী সমগ্র জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন। (মন্ত্র আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে—হে মন। জ্ঞানদায়িনী ঊষাদেবী তোমাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন; তুমি উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রথমে শরীর, তাহার পর কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ মঙ্গল, তাহার পর মুমুক্ষত্ব, এবং তাহার পর মুক্তি লাভ কর।)॥ (১ম—১১৩সূ—৬ঋ)॥

∴

### সায়ণ-ভাষ্যং।

ক্ষত্রায়। ধননামৈতৎ। ধনার্থং ত্বমেকং প্রত্যুষা ব্যুচ্ছন্তীতি শেষঃ। তথা শ্রবসেঽন্নার্থং ত্বমেকং প্রতি বুচ্ছন্তী। তথা ত্বমেকং প্রতি মহীয়ৈ মহত্যৈ ইষ্টয়েঽগ্নিষ্টোমাদি মহাযজ্ঞার্থং ত্বমেকং প্রতিব্যুচ্ছন্তী। তথার্থমিব অপেক্ষিতমর্থং প্রতি ইতৈ্য গমনার্থং বুচ্ছন্তী। অপিচ বিসদৃশা বিলক্ষণানি নানারূপাণি জীবিতা জীবিতানি জীবনোপায়ভূতানি কৃষিবাণিজ্যাদীন্যভিপ্রচক্ষে। আভিমুখ্যেন প্রকাশয়িতুং ব্যুচ্ছত্যুষাঃ সর্ব্বাণি ভূতজাতানি তমসা নিগীর্ণান্যজীগঃ। প্রকাশেনোদগীর্ণানীবাকরোৎ॥

ত্বং। ত্বত্বসমসিমেত্যানুচ্চানি। ফি০ ৪।১০। ইতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। মহীয়ৈ। মহৈ। মহেরিন্ সর্ব্বধাতুভ্য ইতীন্প্রত্যয়ঃ। কৃদিকারাদক্তিন ইতি ঙীষ্। উদাত্তযণ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ছান্দস ঈকারোপজনঃ। যদ্বা মহীশব্দাদুত্তরস্য চতুর্থ্যেকবচনস্য যাডাপ ইতি ব্যত্যয়েন যাডাগমঃ। ছান্দসমন্তোদাত্তত্বং। বিসদৃশা। ত্যদাদিষু দৃশোঽ-

---

### সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ক্ষত্রায়' (এই পদ ধননামবাচক) ধনার্থ 'ত্বং' আপনি একের প্রতি, অর্থাৎ ঊষা প্রকটিতা; এবং 'শ্রবসে' অন্নার্থ 'ত্বং' আপনি একের প্রতি প্রকটিতা; এবং 'ত্বং' আপনি একের প্রতি 'মহীয়ৈ ইষ্টয়ে' অগ্নিষ্টোমাগ্নি মহাযজ্ঞার্থ আপনি একের প্রতি প্রকটিতা; 'অর্থমিব' অপেক্ষিত অর্থের প্রতি 'ইতৈ্য' গমনার্থ প্রকটিতা; আরও, 'বিসদৃশা' বিলক্ষণ নানারূপ 'জীবিতা' জীবনোপায়ভূত কৃষিবাণিজ্যাদি 'অভিপ্রচক্ষে' আভিমুখ্যে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত প্রকটিতা ঊষা, তমঃ দ্বারা নিগীর্ণ সমস্ত ভূতগণকে 'অজীগঃ' প্রকাশের দ্বারা উদগীর্ণের ন্যায় করিয়াছিলেন।

ত্বং। 'ত্বত্বসমসিমেত্যানুচ্চানি' ইত্যাদি সূত্রে (ফি০ ৪।১০) সকলের অনুদাত্তত্ব। মহীয়ৈ। 'মহেরিন্ সর্ব্বধাতুভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইতীন্প্রত্যয়। 'কৃদিকারাদক্তিনঃ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীষ্। 'উদাত্তযণঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। ছান্দসে ঈকারের উপজন। অথবা মহী শব্দের উত্তর 'চতুর্থ্যেকবচনস্য যাডাপঃ' ইত্যাদি সূত্রে ব্যত্যয়ে যাডাগম। ছন্দে অন্তোদাত্তত্ব।

নালোচনে কঞ্চেত্যত্র সমানান্যয়োশ্চেতি বচনাৎ দৃশেঃ কঞ্। সমানস্য ছন্দসীতি সভাবঃ। বিগতসাদৃশ্যানি। বিসদৃশানি। সেশ্ছসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। অভিপ্রচক্ষে। চক্ষেস্তুমর্থে সেসেনিতি সেসেন্প্রত্যয়ঃ। স্কোঃ সংযোগাদ্যোরিতি কলোপঃ। কত্ব ষত্বে॥ (১ম—১১৩সূ—৬ঋ।)

∴

## ষষ্ঠ ( ১২২৭ ) ঋকের বিশদার্থ।

—:× ○ ×:—

এ ঋক্ সুপ্ত মনের উদ্বোধক। মনকে উদ্বুদ্ধ করাই—সাধন, ভজন, জপ, ধ্যান, স্তোত্রপাঠ, সদ্গ্রন্থপাঠ প্রভৃতি সকল সৎকর্ম্মেরই উদ্দেশ্য। নিদ্রা—জীবের অজ্ঞান অবস্থা। নিদ্রার সময় জীবের জাগতিক কোনও জ্ঞান থাকে না। এই নিদ্রার কাল—রাত্রি। সুতরাং অজ্ঞানরূপিণী নিদ্রারও হেতু রাত্রি।

এই অজ্ঞানরূপিণী নৈশনিদ্রা তখনই অপসৃত হইয়া যায়,—যখন উষার আলোক বিশ্বজগৎকে আলোকিত করে। অন্ধকারের নাম—অজ্ঞান, জ্ঞানের নাম—আলোক। আলোক, অন্ধকার নষ্ট করে; জ্ঞান, অজ্ঞানকে নষ্ট করে। এই অন্ধকার-রূপ অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া, জ্ঞান-রূপ আলোক প্রদান করিতে উষা সমর্থ হন বলিয়া, এই উষার নাম—জ্ঞানদায়িনী, অথবা জ্ঞানমাতৃকা, অথবা জ্ঞানোন্মেষিণী বৃত্তি।

যখন প্রভাত হয়, নৈশ অন্ধকার অস্তমিত হইয়া যায়, যখন আলোক-প্রভায় পূর্ব্বকাশ বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে; তখন, এই প্রাকৃতিক উষা যেমন নিদ্রালস বিশ্ব-মানবকের প্রবুদ্ধ করে;—সেইরূপ অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া, জ্ঞানালোকের উদ্ভাসনের দ্বারা, অপ্রাকৃত জ্ঞানময়ী উষা অথবা জ্ঞানদায়িনী বৃত্তি বিশ্বমানবের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন।

এ ঋক্ তাহারই বিদ্যোতক। সুপ্তপ্রাণের নবচেতনা সম্পাদন করিতে হইলে, উদ্বোধনার দ্বারা সুপ্তিভঙ্গ করাইতে হয়। নতুবা, সুপ্তি

---

বিসদৃশা। 'ত্যদাদিষু দৃশোঽনালোচনে কঞ্চ' ইত্যাদি সূত্রে এখানে 'সমানান্যয়োশ্চ' ইত্যাদি বচন-হেতু দৃশ-ধাতুর উত্তর কঞ্। 'সমানস্য ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সভাব। বিগতসাদৃশ্য—এই বাক্যে বিসদৃশানি। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে শির লোপ। বহুব্রীহিতে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। অভিপ্রচক্ষে। চক্ষ ধাতুর উত্তর 'তুমর্থে সেসেন্' ইত্যাদি সূত্রে সেসেন প্রত্যয়। 'স্কোঃ সংযোগাদ্যোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ক-লোপ। কত্ব-হেতু ষত্ব। (১ম—১১৩সূ—৬ঋ।)

সুপ্তিই থাকিয়া যায়, অজ্ঞান অজ্ঞানই থাকিয়া যায়। এইজন্য, প্রতি নিশার অবসানের মত মানব-জীবনে প্রতি শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়া সম্মুখীন হইয়া থাকে। কোনও ভাগ্যবান্ পুরুষ হয় তো সে শুভমুহূর্ত্তের অনুসন্ধান পাইয়া তাহার আশ্রয় লাভ করিতে পারেন; আর কেহ বা আমরণ তাহার অনুসন্ধান লাভ করিতে না পারিয়া হাহাকারে জীবন অতিপাত করিতে থাকে।

জ্ঞানদায়িনী উষা প্রতিনিয়তই উপদেশ দিয়া থাকেন। সেই উপদেশ চতুর্ব্বিধ। প্রথম উপদেশ—তুমি শরীর লাভ কর। শরীর অর্থে—স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যলাভ না হইলে, কোন কর্ম্মই ফলবান্ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" বলহীন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যহীন মানব আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। আরও দেখা যায়, শ্রুতি বলিয়াছেন;—"দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী সমিৎপাণিঃ গুরুং উপগচ্ছেৎ।" দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী শিষ্য কুশহস্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত গুরুর নিকট উপগত হইবে। এতএব, সকল সাধনার, সকল অভ্যাস-যোগের মূলে—স্বাস্থ্য। এই স্বাস্থ্যকে লাভ করিবার জন্য জ্ঞানদায়িনী উষা প্রথমেই উপদেশ দিতেছেন যে,—'হে মন! তুমি প্রথমে স্বাস্থ্যকে লাভ কর।' কেন-না, স্বাস্থ্যলাভ করিলেই কর্ম্মে শক্তি আসিবে, কর্ম্মে শক্তি লাভ হইলেই কর্ম্মের সেবায় চিত্তশুদ্ধি করিতে পারিবে। এইজন্য স্বাস্থ্যলাভ-রূপ প্রথম উপদেশ দিয়াই তিনি চিত্তশুদ্ধির হেতুভূত মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান-রূপ দ্বিতীয় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছা বলবতী হইবে। সেই ইচ্ছা বলবতী হউক—ইহাই তৃতীয় উপদেশ। ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছা বা মুক্তির ইচ্ছা, অথবা মুমুক্ষুত্ব লাভ হইলেই মুক্তি করায়ত্ত হইয়া থাকে। সেই মুক্তিলাভের উপদেশই—চতুর্থ উপদেশ। এপক্ষে আমার আত্মোদ্বোধনাই জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর উপদেশ,—'হে মন! তুমি নিদ্রালস্য পরিত্যাগ করিয়া উদ্বুদ্ধ হও। প্রবুদ্ধ হইয়া তুমি মহাবাণীর অনুসরণ কর। তাহাতে স্বাস্থ্য হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবে।'

এ ঋকের ইহাই প্রকৃষ্টার্থ। কিন্তু প্রচলিত অর্থে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'অভিপ্রচক্ষে' এই সমাপিকা ক্রিয়াকে

অসমাপিকা ক্রিয়াতে লক্ষণা করিয়া ভাষ্যকার আরও অর্থকৌটিল্য প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। ফলতঃ, ভাষ্যানুমোদিত অর্থ ও আমাদিগের ঈপ্সিত অর্থ, এই উভয় অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, স্বতঃই বোধগম্য হইবে যে,—আমাদিগের এই অর্থই অবিসম্বাদী এবং সাধকের সাধনানুমোদিত। ইহাতে ব্যাকরণগত দোষ ও পদগত বৈষম্য থাকে না। সুধীগণ বিচার করিবেন। ( ১ম—১১৩সূ—৬ঋ )॥

## সপ্তমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি বুচ্ছন্তী
যুবতিঃ শুক্রবাসাঃ।
বিশ্বস্যেশানা পার্থিবস্য বস্ব উষো অদ্যেহ
সুভগে ব্যুচ্ছ॥ ৭॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

এষা। দিবঃ। দুহিতা। প্রতি। অদর্শি। বিঽউচ্ছন্তী।
যুবতিঃ। শুক্রঽবাসাঃ।
বিশ্বস্য। ঈশানা। পার্থিবস্য। বস্বঃ। উষঃ। অদ্য।
ইহ। সুঽভগে। বি। উচ্ছ॥ ৭॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুভগে' ( শুভফলদায়িনি ) 'উষঃ' ( জ্ঞানপ্রদে হে দেবি ) 'অদ্য' ( ইদানীং, নিত্যকালং ইতি ভাবঃ ) 'ইহ' ( অস্মিন্ হৃদয়াকাশে ) 'ব্যুচ্ছ' ( সমুদিতা ভব ); যদা বয়ং ইত্যেবং সব্যাকুলং প্রার্থয়ামহে, তদা 'দিবঃ' ( দ্যোতনশীলাৎ পরমাত্মনঃ ) 'দুহিতা' ( দুহিত্রীস্বরূপা প্রকাশময়ী ) 'শুক্রবাসাঃ' ( নির্ম্মলদীপ্তিঃ ) 'যুবতিঃ' ( পূর্ণশক্তিরূপা ) 'বিশ্বস্য' ( সমগ্রস্য ) 'অপার্থিবস্য' ( পরমার্থভূতস্য ) 'বস্বঃ' ( মুক্তিরূপস্য ধনস্য ) 'ঈশানা' ( প্রদানকর্ত্রী ) 'এষা' ( ইয়মেব জ্ঞানদায়িনী উষাদেবী ) 'ব্যুচ্ছন্তী' ( অজ্ঞানান্ধকারং দূরীকুর্ব্বন্তী ) 'প্রত্যদর্শি' ( পরিদৃষ্টা ভবতি )। অয়ং ভাবঃ—ইমাং জ্ঞানদায়িনীং উষাং যদা বয়ং যাচিতবন্তঃ—'হে দেবি! ত্বং সমাগত্য অস্মাকং অজ্ঞানান্ধকারং দূরীকুরু, অস্মান্ মুক্তিরাজ্যং প্রাপয়', তদা সা দেবী স্নেহময়ী জননী ইব কল্যাণকামা সতী অস্মাকং অজ্ঞানান্ধকারং বিনাশ্য অস্মভ্যং মুক্তিরূপং ধনং প্রদদাতি খলু। ( ১ম—১১৩সূ—৭ঋ )॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

শুভফলদায়িনি জ্ঞানপ্রদে হে দেবি! অধুনা ( নিত্যকাল ) এই হৃদয়াকাশে সমুদিতা হও; যখন আমরা এইরূপ সব্যাকুল প্রার্থনা করি, তখন দ্যোতনশীল পরমাত্মা হইতে দুহিত্রীস্বরূপ প্রকাশময়ী নির্ম্মলদীপ্তি পূর্ণশক্তিরূপা নিখিল পরমার্থভূত মুক্তিরূপ ধনের প্রদানকর্ত্রী এই জ্ঞানদায়িনী উষা-দেবী অজ্ঞান-অন্ধকারকে দূরীভূত করিয়া পরিদৃষ্টা হইয়া থাকেন। ( ভাব এই যে,—এই জ্ঞানদায়িনী উষাকে যখন আমরা প্রার্থনা করি—'হে দেবি! তুমি সমাগত হইয়া আমাদিগের অজ্ঞান-অন্ধকারকে দূরীভূত কর, আমাদিগকে মুক্তিরাজ্যে লইয়া চল'; তখন, সেই দেবী স্নেহময়ী জননীর মত কল্যাণকামা হইয়া আমাদিগের অজ্ঞান-অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া আমাদিগকে মুক্তিরূপ ধন প্রদান করিয়া থাকেন। )॥ ( ১ম—১১৩সূ—৭ঋ )॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

দিবো দুহিতা ব্যোম্নো দুহিতৃস্থানীয়া। তস্য হি পূর্ব্বার্দ্ধে উষা উৎপদ্যতে। সৈষা ব্যুচ্ছন্তী তমো বর্জয়ন্তী প্রত্যদর্শি। সর্ব্বৈঃ প্রাণিভির্দৃষ্টাভূৎ। কীদৃশী সা। যুবতিঃ। যাবয়িত্রী

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দিবো দুহিতা' ব্যোমের কন্যাস্থানীয়া। যেহেতু তাহার ( ব্যোমের ) পূর্ব্বার্দ্ধে উষা উৎপাদিত হয়। সেই উষা 'ব্যুচ্ছন্তী' তমঃ বর্জ্জন করতঃ 'প্রত্যদর্শি' সকল প্রাণিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্টা হয়েন। সেই উষা কি প্রকার? 'যুবতিঃ' যাবয়িত্রী—ফলসমূহকে পুরুষদিগের দ্বারা

কর্ম্মণাং পুরুষৈঃ প্রাপয়িত্রী। নিত্যযৌবনোপেতা বা। শুক্রবাসাঃ। শ্বেতবসনা নির্ম্মলদীপ্তির্বা। তথা বিশ্বস্য সর্ব্বস্য পার্থিবস্য পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিনো বস্বো ধনস্যেশানা। ঈশ্বরী। হে সুভগে শোভনধন উষঃ। তাদৃশী ত্বমদ্যাস্মিন্‌কালে ইহাস্মিন্ দেবযজনদেশে ব্যুচ্ছ। তমাংসি বিবাসয় বর্জ্জয়েত্যর্থঃ।

দিবঃ। উডিদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ব্যুচ্ছন্তী। উচ্ছী বিবাসে। বিবাসো বর্জনং। তৌদাদিকঃ। যুবতিঃ। যূনস্তিঃ। পা০ ৪।১।৭৭। শুক্রবাসাঃ। বস আচ্ছাদনে। বস্তে সর্ব্বমাচ্ছাদয়তীতি প্রকাশো বাসঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ঈশানা। ঈশ ঐশ্বর্য্যে। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। অনুদাত্তেত্বাল্লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। পার্থিবস্য। পৃথিব্যা ঞাঞাবিতি প্রাগ্দীব্যতীয়োঽঞ্ প্রত্যয়ঃ। বস্বঃ। লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। ঘের্ঙিতীতি গুণস্য জসাদিষু ছন্দসি বা বচনমিতি বিকল্পিতত্বাদভাবে যণাদেশঃ॥ (১ম—১১৩সূ—৭ঋ)॥

* * *

## সপ্তম (১২২৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ প্রার্থনার ফল বিজ্ঞাপিত করিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে ঊষার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে; এ ঋকে সেই উষার কার্য্য নির্ণীত হইতেছে। উষাকে আহ্বান করিলে, তাঁহাকে ব্যাকুলভাবে হৃদয়ের আবেগ উচ্ছ্বাস জানাইলে অর্থাৎ একান্তে জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তির বা কার্য্যের অনুসরণ করিলে, উষা জীবের হৃদয়াকাশে সমুদিতা হয়েন; তখন সেই জ্ঞানদায়িনী

---

প্রাপ্তকারিণী। অথবা নিত্যযৌবনযুক্তা। 'শুক্রবাসাঃ' শ্বেতবসনা অথবা নির্ম্মলদীপ্তিসম্পন্না। সেই প্রকার 'বিশ্বস্য' সমস্ত 'পার্থিবস্য' পৃথিবীসম্বন্ধীয় 'বস্বঃ' ধনের 'ঈশানা' ঈশ্বরী। হে 'সুভগে' সুন্দরধনবতী উষা! সেই প্রকার তুমি 'অদ্য' এই সময়ে 'ইহ' এই দেবযজনস্থানে 'ব্যুচ্ছ' তমঃসমূহ নষ্ট কর অর্থাৎ বর্জ্জন কর।

দিবঃ। 'উড়িদং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। ব্যুচ্ছন্তী। উচ্ছী ধাতু বিবাসার্থ। বিবাস অর্থাৎ বর্জ্জন। তুদাদীগণীয়। যুবতিঃ। 'যুনস্তি' ইত্যাদি সূত্র। পা০ ৪।১।৭৭। শুক্রবাসা। বস ধাতু আচ্ছাদনার্থ। বস্তে—সকলকে আচ্ছাদিত করে এই অর্থে প্রকাশ—বাস। বহুব্রীহিসমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। ঈশানা। ঈশ ধাতু: ঐশ্বর্য্যার্থ। অদাদিত্ব-হেতু শপের লুক্। অনুদাত্ত-হেতু লসার্ব্বধাতুকের অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বর। পার্থিবস্য। পৃথিবী শব্দের উত্তর 'ঞাঞৌ' ইত্যাদি সূত্রে প্রাগ্দীব্যতীয় অঞ্ প্রত্যয়। বস্বঃ। লিঙ্গব্যত্যয়। 'ঘের্ঙিতি' ইত্যাদি সূত্রে গুণের জসাদিতে 'ছন্দসি বা' ইত্যাদি সূত্রে বিকল্পের অভাবে যণাদেশ হইয়াছে॥ (১ম—১১৩সূ—৭ঋ)॥

* * *

উষা, হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া, জ্ঞানালোকের পূর্ণ উদ্ভাসনে, মুক্তিরাজ্যের অতি সরল পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

ডাকিবার মত ডাকিতে হইবে, ক্রন্দনের মত ক্রন্দন করিতে হইবে—যে ডাকায় সাগর উথলিয়া উঠে, যে কাঁদায় পাষাণ গলিয়া যায়। এ ঋক্ সেই ভাবেই সব্যাকুল আহ্বান করিতে বলিতেছে যে,—'হে মন! তুমি ব্যাকুলহৃদয়ে জ্ঞানদায়িনী উষা-দেবীকে আহ্বান কর! তিনি দ্যোতনশীল পরমাত্মা হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। তিনি পূর্ণরূপা ও পূর্ণশক্তি-স্বরূপা। তিনি সমগ্র অপ্রাকৃত বা পরমার্থ-রূপ মুক্তিধনের প্রদানকর্ত্রী। তিনি তোমাকে অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে পরিমুক্ত করিবেন। তোমার হস্ত ধারণ করিয়া তোমাকে তোমার গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবেন।

প্রচলিত অর্থে প্রোক্ত ভাবের আভাসও পরিদৃষ্ট হয়না; অথচ, ঋকের পূর্ব্বাপর পদগুলির অর্থের দিকে অনুধাবনা করিলে ইহাই স্বতঃ উপলব্ধ হওয়া যায় যে,—ইহাই এ ঋকের প্রকৃষ্ট অর্থ। ফলতঃ, প্রার্থনার দ্বারা, অনুসরণের দ্বারা, জ্ঞানদায়িনী উষাকে হৃদয়াকাশে আবির্ভূত করানই এ ঋকের প্রধানতম লক্ষ্য। (১ম—১১৩সূ—৭ঋ)॥

—— ০ ——

### অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

পরায়তীনামন্বেতি পাথ আয়তীনাং

প্রথমা শশ্বতীনাং।

ব্যুচ্ছন্তী জীবমুদীরয়ন্ত্যুষা মৃতং

কঞ্চন বোধয়ন্তী॥ ৮॥

° ° °

### পদ-বিশ্লেষণং।

পরাঽয়তীনাং। অনু। এতি। পাথঃ। আঽয়তীনাং।

প্রথমা। শশ্বতীনাং।

বিঽউচ্ছন্তী। জীবং। উৎঽঈরয়ন্তী। উষাঃ। মৃতং।

কং। চন। বোধয়ন্তী ॥ ৮ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

ইয়ং জ্ঞানদায়িনী শক্তিরূপা উষা 'পরায়তীনাং ( পূর্ব্বগতানাং অতীতানাং ) 'শশ্বতীনাং' ( নিত্যচিদ্রূপানাং জ্ঞানময়ীনাং উষাণাং ) 'পাথঃ' ( গমনপথঃ ) 'অন্বেতি' ( অনুগচ্ছতি ), তথা 'আয়তীনাং' ( আগামিনীনাং তদ্রূপানাং উষাণাং ) অনুগমিষ্যতীতি শেষঃ ; যা জ্ঞানদায়িনী শক্তিঃ অস্মাসু ক্রীড়তি সৈব পূর্ব্বাপরং জগৎ প্রকাশয়তি—ইতি ভাবঃ ; অতঃ ইয়ং 'প্রথমা' ( সৃষ্টেরাদিভূতা নিত্যা চ ) 'ব্যুচ্ছন্তী' ( অজ্ঞানজং তমোঽপসার্য্য ) 'জীবং' ( জীবাত্মানং ) 'উদীরয়ন্তী' ( উত্তিষ্ঠেতি বাক্যং সংকীর্ত্তয়ন্তী চ ) 'উষাঃ' ( ইয়মেব চৈতন্যরূপিণী উষা ) 'মৃতং' ( সুষুপ্তিসময়ে মৃতবৎস্থিতমিব প্রলয়মগ্নং ) 'কঞ্চন' ( সংস্কারাত্মকং অনির্দ্দিষ্টং বস্তু ) 'বোধয়ন্তী' ( সুপ্তোত্থিতমিব প্রলয়োত্থিতং কুর্ব্বন্তী নিত্যং প্রতিভাসয়তি )। অয়ং ভাবঃ,—এষা জ্ঞানদায়িনী শক্তিঃ যথা পূর্ব্বস্মিন্ যুগে আসীৎ, তথাগামিনি যুগেঽপি স্থাস্যতি। ইয়ং খলু সৃষ্টেঃ প্রাক্ চৈতন্যস্য অভিব্যক্তয়ে সুপ্তোত্থিতমিব প্রলয়োত্থিতং কুর্ব্বন্তী, জগদাকারেণ বিবর্ত্তয়তি, ইয়মপি চ অজ্ঞানজং তমো দূরীকৃত্য ব্রহ্মজ্ঞানং সম্পাদয়তি। অত ইয়ং নিত্যা। ( ১ম—১১৩সূ—৮ঋ ) ॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

এই জ্ঞানদায়িনী শক্তিরূপা উষা পূর্ব্বগত অতীত নিত্যচৈতন্যরূপ জ্ঞানময় উষা-সমূহের গমনপথ-সকলকে অনুগমন করিতেছে এবং আগামী তদ্রূপ উষা-সকলের গমনপথ অনুগমন করিবে; ( ভাব এই যে,—যে জ্ঞানদায়িনী শক্তি আমাদিগের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন, সেই শক্তিই পূর্ব্বাপর জগৎকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন ); এইজন্য এই উষা সৃষ্টির আদিভূতা ও নিত্যা; অজ্ঞানসম্ভূত অন্ধকার অপসারিত করিয়া, ও জীবাত্মাকে 'উত্তিষ্ঠ' এই বাক্য বলিয়া, এই চৈতন্যরূপিণী উষাই সুষুপ্তি-

সময়ে মৃতবৎস্থিতের ন্যায় প্রলয়মগ্ন কোনও সংস্কারাত্মক বা অনির্দ্দিষ্ট বস্তুকে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় প্রলয়োত্থিত করিয়া নিত্য প্রতিভাসিত করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—এই জ্ঞানপ্রদায়িনী শক্তি যেমন পূর্ব্ব-যুগে ছিলেন, সেইরূপ আগামী যুগেও থাকিবেন। এই উষাই সৃষ্টির পূর্ব্বে চৈতন্যের অভিব্যক্তির নিমিত্ত সুপ্তোত্থিতের মত প্রলয়োত্থিত করিয়া জগদাকারে বিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, আবার ইনিই অজ্ঞান-সম্ভূত অন্ধকার দূরীকৃত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান সম্পাদিত করেন। এই জন্য ইনি নিত্যা।)॥ (১ম—১১৩সূ—৮ঋ)॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

পরায়তীনাং পরাগচ্ছন্তীনামতীতানামুষসাং সম্বন্ধি পাথোঽন্তরিক্ষৈকদেশলক্ষণং স্থানং। পথোঽন্তরিক্ষং পথা ব্যাখ্যাতং। নি০ ৬।৭। ইতি যাস্কঃ। অন্যতম্যুষা অন্বেতি। অনুগচ্ছতি। অতীতা উষসো যথা ব্যুষ্টা এবমেবৈষাপি ব্যুচ্ছতীত্যর্থঃ। তথায়তীনামাগচ্ছন্তীনাং শশ্বতীনাং বহ্বীনামুষসাং আদ্যা প্রথমা ভবতি। এষা যথা বর্ত্তত এবমেবাগামিন্যোঽপ্যুষস ইত্যর্থঃ। তাদৃশী ব্যুচ্ছন্তী তমো বর্জ্জয়ন্তী জীবং প্রাণিনাং জীবাত্মানমুদীরয়ন্তী শয়নাদূর্দ্ধ্বং প্রেরয়ন্ত্যুষা মৃতং স্বাপসময়ে প্রলীনেন্দ্রিয়ত্বান্মৃতমিব সন্তং কঞ্চন কমপি পুরুষং বোধয়ন্তী পুনরিন্দ্রিয়প্রবেশেন চেতনং কুর্ব্বন্তী প্রবর্ত্তস্ব ইতি শেষঃ॥

পরায়তীনাং। ইণ্ গতৌ। লটঃ শতৃ। ইণো যণ্। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। ঙ্যাশ্ছন্দসি বহুলমিতিনাম উদাত্তত্বং॥ (১ম—১১৩সূ—৮ঋ)॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'পরায়তীনাং' পরাগমনকারিণী অতীতা উষাদিগের সম্বন্ধীয় 'পাথঃ' অন্তরিক্ষের আকাশের একদেশ লক্ষণ-স্থান-বিশেষ। 'পাথোঽন্তরিক্ষং পথা ব্যাখ্যাতং' (নি০ ৬৭) ইতি যাস্ক। অন্যতনী উষা 'অন্বেতি' অনুগমন করিতেছেন। অতীতা উষাগণ যেরূপ প্রকাশ হইয়াছিলেন, এই উষাও সেইরূপ প্রকাশ হইতেছেন। সেই প্রকার 'আয়তীনাং' আগমনকারিণী 'শাশ্বতীনাং' বহু উষাদিগের 'প্রথমা' আদ্যা হইতেছেন। অর্থাৎ, যেরূপ এই উষা বর্ত্তমান আছেন, আগামিনী উষাগণও সেইরূপ (থাকিবেন)। সেই প্রকার 'ব্যুচ্ছন্তী' তমোবর্জ্জনকারিণী 'জীবং' প্রাণিদিগের জীবাত্মাকে 'উদীরয়ন্তী' শয়ন হইতে উর্দ্ধে প্রেরণকারিণী উষা 'মৃতং' স্বাপ-সময়ে ইন্দ্রিয়গণ প্রলীন হওয়ায় মৃতের ন্যায় 'কঞ্চন' কোনও একজন পুরুষকে, 'বোধয়ন্তী' বোধদায়িকা হইয়া পুনরায় ইন্দ্রিয় প্রকাশ দ্বারা চেতন করেন।

পরায়তীনাং। ইণ্ গাতু গত্যর্থ। লটে শতৃ। 'ইণো যণ্' ইত্যাদি সূত্রে ইণ্ ধাতুতে যণ্ প্রত্যয়। 'উগিতশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্। 'ঙ্যাশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে নামের উদাত্তত্ব। (১ম—১১৩সূ—৮ঋ)॥

## অষ্টম ( ১২২৯ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে সমস্ত ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে প্রসিদ্ধ একটী ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে,—'উষা অনাদি কাল হইতেই অন্তরিক্ষ-পথে আসিতেছেন এবং যাইতেছেন; বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতেও উষা সেই অন্তরিক্ষ-পথেই আসিবেন ও যাইবেন। উষা অন্ধকার দূর করেন এবং জীব-হৃদয়ে চৈতন্যের সঞ্চার করেন।' বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের বিভিন্ন দৃষ্টিতে মন্ত্রটী বিভিন্ন প্রকার ভাবের প্রকাশক হইয়াছে।

আমরা কিন্তু মনে করি,—এই ঋক্‌টি সৃষ্টিরহস্যের মীমাংসক। জগতে বৈষম্যসৃষ্টি কেন হইল;—জাতিগত পার্থক্য, রুচিগত পার্থক্য, ধর্ম্মগত ও সমাজগত পার্থক্য কেন হইল;—এই লইয়া একটা বিবদিষার ভীষণ সমালোচনা দৃষ্ট হয়। উপনিষদ্-প্রমাণ বেদান্ত-শাস্ত্র ইহারই মীমাংসা করিয়াছেন।

ব্রহ্ম—নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত ও উদাসীন। এই সংসার তাঁহার বিবর্ত্ত। তিনি এ রচনার উপাদান-কারণও বটেন, নিমিত্ত-কারণও বটেন, কিন্তু ইহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। দায়ী—জগতের কর্ম্মফল বা সংস্কার। যেমন জাগ্রৎ জীবনের সংস্কার—স্বপ্ন-সৃষ্টির নিদান। স্বপ্ন সৃষ্টি করে—মন; আর, সেই মনেতে থাকে—জাগ্রতের কৃতকর্ম্মের সংস্কার। এখানেও ঠিক তাহাই। সমুদ্র স্বভাবতঃ প্রশান্ত। বায়ু আসিয়া স্থানে স্থানে ক্ষুব্ধ করে, তাই উদ্বেল পরিদৃষ্ট হয়, তাই সঙ্ঘাত আসে। তরঙ্গ-সঙ্ঘাতেই তরঙ্গের সৃষ্টি। ব্রহ্মও তাই।

আত্মাতে কোনদিনও সঙ্ঘাত নাই। তিনি স্বতঃই স্থির ও প্রশান্ত। সুষুপ্তির অবসানে যখন আত্মার স্পন্দন হয়, তখনই জাগ্রৎ জীবন ফিরিয়া পাওয়া যায়। এইরূপ যখন প্রলয়ের অবসানকাল আসে, সৃষ্টির সময় আসিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের সৃষ্টি-ইচ্ছা আনাইয়া দেয়; তখনই ব্রহ্মের স্পন্দন হয় ও পরাশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি সমুদ্ভূত হইয়া সংস্কারের সাহায্যে প্রশান্ত-ব্রহ্মের উপরে এই সৃষ্টি-লহরিকা ভাসাইয়া তুলে। এইজন্য জগৎসৃষ্টির মূলে অজ্ঞান ও মানবীয় কর্ম্মফল বা

তজ্জন্য সংস্কার। ব্রহ্ম চিরদিনই নির্লিপ্ত। ইহা না হইলে, ব্রহ্ম সগুণ, সক্রিয়া, লিপ্ত ও ঘৃণ্য মানবের মত একজন মানব হইয়া যান; তিনি আর অতি-মানুষ থাকিতে পারেন না। মহর্ষি বাদরায়ণ-সূত্র ইহার প্রমাণ দিয়াছেন,—"নৈঘৃণ্যবৈষম্যোপপত্তেঃ।" অর্থাৎ, মানবীয় কর্ম্মফলই এই সৃষ্টির হেতু--ইহা না বলিলে ব্রহ্ম সগুণ, ঘৃণ্য ও বিষম হইয়া পড়িবে। অতএব, এই সংসার অনাদি; যাহা কিছু বিকাশমান্, সকলই তাঁহার শান্ত-সমুদ্র-বক্ষে তরঙ্গ-বুদ্বুদ্।

সৃষ্টিরহস্যের মীমাংসা বা পরিপুষ্টি, মহর্ষি বাদরায়ণ এই ঋক্ হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন—আমরা মনে করিতে পারি। বেদান্ত—বৈদিক গ্রন্থ; বেদই তাহার জনক। এই ঋক্ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রভাত-সৃষ্টির কারণ চৈতন্যরূপিণী উষা যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে সৃষ্টি-সম্পাদন করিয়াছেন, নবসৃষ্টিরূপিণী চৈতন্যময়ী উষাও তাহাই করিতেছেন। তাহার কোনও ব্যত্যয় করেন নাই বা ব্যত্যয় হয় নাই। আবার যখন প্রলয় হইবে ও সৃষ্টির প্রথম-প্রভাত জগদাকাশে সমুদিত হইবে, তখন এই উষাই পরম সহায় হইবেন। অতএব, এই উষাই অনাদিকাল-পরম্পরায় সৃষ্টি-রহস্যের মূলে অবস্থিত আছেন এবং থাকিবেন।

ভাষ্যেও নিত্যপ্রলয় সুষুপ্তিকে এবং নিত্যসৃষ্টি প্রভাতকে লক্ষ্য দেখি। কিন্তু, একটু প্রণিধান করিলেই অনুভূত হয়,—দূরে বা অন্তর্লীন রহিয়াছে, এই মহা সৃষ্টিরহস্যের গভীর মীমাংসাটি। আমরা তাহাই ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"মৃতং প্রলয়েন্দ্রিয়ত্বাৎ মৃতমিব অবস্থিতং।" এ মৃত কি মহামৃত নহে? এ প্রলয় কি প্রাকৃত প্রলয় নহে? অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান সম্পাদন করেন; জীবাত্মাকে প্রবুদ্ধ করেন;—সুতরাং এই উষাই নিত্যজ্ঞানময়ী ও চৈতন্যরূপিণী। এ উষাই চৈতন্যকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য জগৎকে সুপ্তোত্থিত করেন, প্রলয়োত্থিত করেন; আবার অজ্ঞান-যবনিকা সরাইয়া মানবীয় রঙ্গমঞ্চে সুসজ্জিত অবস্থায় সমাসীন পরমাত্মাকে দেখাইয়া দিয়া, মানবজীবনের সাফল্য সম্পাদন করেন। এই ঋক্ সেই সংবাদই দিতেছেন। ( ১ম—১১৩সু—৮ঋ ॥

### নবমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং। নবমী ঋক্। )

উষো যদগ্নিং সমিধে চকর্থ বি
যদাবশ্চক্ষসা সূর্য্যস্য।
যন্মানুষান্যক্ষমাণাঁ অজীগস্তদ্দেবেষু
চকৃষে ভদ্রমপ্নঃ ॥ ৯ ॥

∴

### পদ-বিশ্লেষণং।

উষঃ। যৎ। অগ্নিং। সংঽইধে। চকর্থ। বি।
যৎ। আবঃ। চক্ষসা। সূর্য্যস্য।
যৎ। মানুষান্। যক্ষ্যমাণান্। অজীগরিতি। তৎ। দেবেষু।
চকৃষে। ভদ্রং। অপ্নঃ ॥ ৯ ॥

∴

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' ( হে জ্ঞানদায়িনি উষে ) 'যৎ' (যদা) ত্বং 'সমিধেঃ' ( প্রজ্বলনায়, অজ্ঞানতাদূরীকরণায় ইত্যর্থঃ ) 'অগ্নিং' ( জ্ঞানাগ্নিং ) 'চকর্থ' ( হৃদি উৎপাদয়সি ইত্যর্থঃ ), হে জ্ঞানদায়িনি দেবি ! যদা ত্বং কর্ম্মরাশিং ভস্মীকর্ত্তুং জ্ঞানাগ্নিং প্রজ্বলিতং করোষি ইত্যর্থঃ ; অপিচ 'সূর্য্যস্য' ( অজ্ঞানান্ধকারবিনাশকস্য আত্মজ্ঞানস্য পরাজ্ঞানস্য ) 'চক্ষসা' ( প্রকাশেন ) 'যৎ' ( যদা ) 'ব্যাবঃ' ( ব্যবৃণোঃ, হৃদি পরিব্যাপ্তঃ ভবসি ) ; হৃদয়দহরং অজ্ঞানহীনং করোষি ইত্যর্থঃ ; 'যক্ষ্যমাণান্' ( আত্মোদ্বোধকারিনঃ ) 'মানুষান্' ( মানবান্ ) 'যৎ' ( যদা ) 'অজীগঃ' ( উদ্বোধয়সি )

ত্বমিতিশেষঃ; 'তৎ' (তদা) 'দেবেষু' (দ্যোতনস্বভাবেষু, সত্বভাবেষু, হৃদি সত্ত্বসঞ্চারোদ্দেশ্যে ইত্যর্থঃ) 'ভদ্রং' (ভজনীয়ং মঙ্গলময়ং) 'অপ্নঃ' (কর্ম্ম) 'চকৃষে' (সম্পাদয়সি); সত্বভাবানাং লব্ধব্যং যদেব কর্ম্ম তদেব ত্বং প্রাপয়সি ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—হে জ্ঞানদায়িনি উষে! অজ্ঞানকর্ম্মরাশিং ভস্মীকর্ত্তুং জ্ঞানাগ্নিং প্রজ্বাল্য হৃদয়দহরং অজ্ঞানহীনং কর্ত্তুং জ্ঞানসূর্য্যং উদ্ভাস্য, তথা চ আত্মোদ্বোধকামান্ মানবান্ অজ্ঞাননিদ্রায়াঃ উত্থাপ্য সত্বভাবৈঃ প্রাপ্যং ব্রহ্মজ্ঞানরূপং পরমং বস্তু ত্বমেব দদাসি। (১ম—১১৩সূ—৯ঋ)॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদায়িনি উষে! যখন তুমি অজ্ঞানতা-দূরীকরণের জন্য জ্ঞানাগ্নিকে হৃদয়ে উৎপন্ন কর; অর্থাৎ, হে জ্ঞানদায়িনি দেবি! যখন তুমি কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করিতে জ্ঞানাগ্নিকে প্রজ্বালিত কর; অপিচ, যখন অজ্ঞানান্ধকারবিনাশকারী আত্মজ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হও; অর্থাৎ, হৃদয়-দহরকে অজ্ঞানহীন কর; আর, যখন আত্মোদ্বোধকামী উপাসনা-পরায়ণ মানবগণকে উপাসনার জন্য উদ্বুদ্ধ কর; তখন, সত্ত্বভাব-সমূহে (হৃদয়ে সত্ত্বসঞ্চার-উদ্দেশে) ভজনীয় মঙ্গলময় কর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া থাক; অর্থাৎ, দেবস্বভাব সত্ত্বভাবসকলের লব্ধব্য যে কর্ম্ম, তাহা তুমিই প্রাপ্ত করাও। (ভাব এই যে,—হে জ্ঞানদায়িনি উষে। অজ্ঞান-কর্ম্ম-রাশিকে ভস্মীভূত করিবার নিমিত্ত জ্ঞানাগ্নিকে প্রজ্বালিত করিয়া, হৃদয়-দহরকে অজ্ঞানহীন করিবার নিমিত্ত জ্ঞান-সূর্য্যকে উদ্ভাসিত করিয়া, এবং আত্মোদ্বোধকামী মানবগণকে অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে উত্থাপিত করিয়া, সত্ত্বভাব সকলের দ্বারা প্রাপ্য ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ পরম বস্তুকে তুমিই প্রদান করিয়া থাক।)॥ (১ম—১১৩সূ—৯ঋ)॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষস্ত্বমগ্নিং গার্হপত্যাদিরূপং সমিধে সমিন্ধনায় প্রজ্বলনার্থং যচ্চকর্থ কৃতবতী। উষঃকালে হ্যগ্নয়ো হোমার্থমুপসমিধ্যন্তে। অপিচ তমসাতিরোহিতং জগৎ সূর্যস্য চক্ষসা প্রকাশেন

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'উষঃ' উষা! আপনি 'অগ্নিং' গার্হপত্যাদিরূপ অগ্নিকে 'সমিধে' সমিন্ধনের জন্য প্রজ্বলনার্থ 'যৎ' যাহা 'চকর্থ' করিয়াছেন। উষা যথাকালে অগ্নিতে হোমার্থ সমিদ্ধিত করেন। অপিচ, তমোরহিত জগৎকে 'সূর্য্যস্য' সূর্য্যের 'চক্ষসা' প্রকাশের দ্বারা যে 'ব্যাবঃ' ব্যাপ্ত তমঃ

অব্যাবঃ। ব্যবৃণোঃ। তমসা বিশ্লিষ্টমকরোঃ। তথা মানুষান্মনোঃ পুত্রান্মনুষ্যান্যক্ষ্যমাণান্যাগং করিষ্যতস্ত্বং যদজীগঃ। পূর্ব্বং তমসাগ্রস্তান্ প্রকাশেনোদ্গীর্ণানিবাকরোঃ। হে উষো দেবেষু মধ্যে ত্বমেব ভদ্রং ভজনীয়ং তদেতত্ত্রিবিধমপ্নঃ কর্ম্ম চকৃষে। কৃতবতী।

আবঃ। বৃঞ্ বরণে। লুঙি মন্ত্রে ঘসেতি চ্লের্লুক্। গুণে হলঙ্যাব্ভ্য ইতি সিলোপঃ। ছন্দস্যপি দৃশ্যত ইত্যাডাগমঃ। মানুষান্। মনোর্জাতাবঞ্যতৌ ষুক্ চেত্যঞ্ ষুগাগমশ্চ ॥ (১ম—১১৩সূ—৯ঋ)॥

* * *

## নবম (১২৩০) ঋকের বিশদার্থ।

এই উষা জ্ঞানদায়িনী বা জ্ঞানোন্মেষকারিণী। যখন রাত্রি ও দিবার মধ্যে উষা অবস্থান করে, রাত্রির অন্ধকার বিনাশ ও দিবালোকের প্রকাশ করাই উষার কার্য্য; জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যরূপা উষাও তাহাই। এই উষাই অজ্ঞান-অন্ধকার অপসারিত করিয়া জ্ঞানালোকের বিকাশ করিয়া দেয়। এই জন্য ইহার নাম—জ্ঞানময়ী বা জ্ঞানদায়িনী। ঋকে এই অর্থেরই দ্যোতনা দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—উষার কার্য্য 'যজ্ঞাগ্নির সমুজ্জ্বল, সূর্য্যপ্রকাশের দ্বারা অন্ধকার-বিনাশন, যজ্ঞশীল উপাসকদিগকে অন্ধকারের হস্ত হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া দেবগণের অভীষ্ট-সম্পাদন করা।' এই দৃষ্টিতে কিন্তু উষা জড়পদার্থ, অচেতন-রূপ কালবিশেষ; রাত্রির অবসানে ও দিবসের পূর্ব্বে অবস্থান করে। সেই কাল-বিশেষ-রূপ উষার যজ্ঞাগ্নির প্রজ্বলন না হয় হইতে পারে; কারণ, প্রভাতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, এবং যজ্ঞের জন্য অগ্নির প্রজ্বলন

---

হইতে বিশ্লিষ্ট করেন। এবং 'মানুষান্' মনুর পুত্র মনুষ্যগণকে 'যক্ষ্যমাণান্' যাগকারী করিয়া 'যৎ' যেহেতু আপনি 'অজীগঃ' পূর্ব্বে তমোগ্রস্তদিগকে প্রকাশের দ্বারা উদ্গীর্ণ করেন। 'উষো' হে উষা! 'দেবেষু' দেবগণের মধ্যে আপনিই 'ভদ্রং' ভজনের যোগ্য, সেই হেতু এই তিন প্রকার 'অপ্নঃ' কর্ম্ম 'চকৃষে' করিয়া থাকেন।

আবঃ। বৃঞ্ ধাতু বরণার্থ। লুঙে 'মন্ত্রে ঘস' ইত্যাদি সূত্রে চ্লির লুক্। গুণে 'হলঙ্যাব্ভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে সির লোপ। 'ছন্দস্যপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে আডাগম। মানুষান্। মনু হইতে জাত। 'অবঞ্যতৌ ষুক্ চ' ইত্যাদি সূত্রে অঞ্ ও ষুগাগম। (১ম—১১৩সূ—৯ঋ)॥

* * *

হইয়া থাকে। ফলতঃ উষা স্বয়ং কিছুই করিতে পারে না। সূর্য্যের প্রকাশ ও যজ্ঞশীল উপাসকদিগকে অন্ধকার হইতে মুক্তিপ্রদান—এ উষা কেমন করিয়া করিবে? সূর্য্যের প্রকাশ ও যজ্ঞশীল উপাসকদিগকে অন্ধকার হইতে পরিত্রাণ করিবার শক্তি কি উষার আছে? সুতরাং এইরূপ বিসদৃশ অর্থ কখনই সন্তোষজনক হইতে পারে না। আমাদিগের দৃষ্টিতে, উষা-প্রকরণের এই উষা—জ্ঞানদায়িনী ও চৈতন্যরূপা। চেতনের শক্তি আছে—সূর্য্যকে প্রকাশ করা। চেতনের শক্তি আছে—উপাসককে অন্ধকারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করা। এ ঋকের প্রথমে যে অগ্নির উল্লেখ আছে, তাহা জ্ঞানাগ্নি। জ্ঞানাগ্নির নিকাশে সকল কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যায়। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুনঃ।" তাহার পর উহার কার্য্য—সূর্য্যের প্রকাশের দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করা। অজ্ঞান মানুষের স্বরূপ দেখিতে দেয় না। জ্ঞানসূর্য্যকে সমুদিত করিতে না পারিলে, ঐ অজ্ঞান তিরোহিত হইবে না। চৈতন্যরূপা উষা সেই সূর্য্যকেই হৃদয়গগনে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা আত্মজ্ঞান কামনা করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে মোহনিদ্রা বা অজ্ঞান-ঘুমঘোর হইতে জাগাইয়া দিয়া এই উষাই উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন।

এতদনুসারে এই ঋকের মর্ম্ম দাঁড়ায় এই যে,—উপাসনা তিন শ্রেণীর; প্রথম—সঞ্চিত পাপপুণ্য-রূপ ইন্ধন জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি-দান করিয়া ভস্মসাৎ করা; দ্বিতীয়--জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশ করিয়া অজ্ঞান-অন্ধকারের বিনাশ করা; তৃতীয়—নিত্য-জাগ্রৎ থাকিবার জন্য মোহনিদ্রা হইতে উদ্বুদ্ধ করা। এই ত্রিবিধ ভাবই এই ঋকের মহান্ লক্ষ্য। এই ত্রিবিধ ভাবকে পরিপুষ্ট বা স্থায়িভাবে রক্ষা করিতে হইলে সত্ত্ব-সঞ্চারের আবশ্যক হয়। সত্ত্বভাবের উদয় না হইলে, রজস্তমঃ নষ্ট হইতে পারে না। রজঃ ও তমঃ নষ্ট না হইলে, অজ্ঞান-অন্ধকার ও মোহনিদ্রার ভঙ্গও হইতে পারে না। এই সত্ত্বভাবের সুরক্ষা করিবার জন্য, এই ঋক্ এই ত্রিবিধ ভাবের উল্লেখ করিয়া, দেবস্বভাব সত্ত্বভাবের সমুল্লেখ করিয়াছেন। মানবের প্রকৃত মঙ্গল বা নিতান্ত প্রাপ্য অথবা জীবনের প্রধান লক্ষ্যস্থল আত্মবোধ বা ব্রহ্মজ্ঞান। এ ঋক্ এই মহাভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে। ফলতঃ এ উষা—ব্রহ্মজ্ঞানসাধিকা বা জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যরূপা। ইহা

সামান্য প্রাকৃতিক উষা নহে ; এবং এ ঋক্ সামান্য উষার দ্যোতনা করিবার জন্যও ভগবদ্বাণী-রূপে প্রখ্যাত হয় নাই । (১ম—১১৩সূ—৯ঋ) ।

* * *

### দশমী ঋক্ ।

( প্রথমং মণ্ডলং । ত্রয়োদশাধিকশততমং-সূক্তং । অষ্টমী ঋক্ । )

কিয়াত্যা যৎ সময়া ভবাতি যা ব্যূষুর্যাশ্চ
নূনং ব্যুচ্ছান্ ।
অনু পূর্ব্বাঃ কৃপতে বাবশানা প্রদীধ্যানা
জোষমন্যাভিরেতি ॥ ১০ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং ।

কিয়তি । আ । যৎ । সময়া । ভবাতি । যাঃ । বিঽউষুঃ । যাঃ । চ ।
নূনং । বিঽউচ্ছান্ ।
অনু । পূর্ব্বাঃ । কৃপতে । বাবশানা । প্রঽদীধ্যানা ।
জোষং । অন্যাভিঃ । এতি ॥ ১০ ॥

⁂

## মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষা' (জ্ঞানদায়িনী) 'কিয়তি' (কস্মিন্ কালে) 'আ' (সম্যগ্‌রূপেণ) 'সময়া' (সমীপস্থা) 'ভবতি' (তিষ্ঠতি); তৎ কিয়ান্ কাল ইতি প্রশ্নঃ। তদুত্তরমাহ—'যাঃ' (জ্ঞানদায়িন্যঃ উষাঃ) 'ব্যূষুঃ' (পূর্ব্বং প্রাগতাঃ, জগৎপ্রলয়াৎ পরং সত্ত্বারূপেণ অবস্থিতা আসন্ ইত্যর্থঃ) 'যাঃ চ' (এবং যা জ্ঞানদায়িন্যঃ উষাঃ) 'নূনং' (নিশ্চয়ং) 'ব্যুচ্ছান্' (সমাগতা ভবিষ্যন্তি, জগৎসৃষ্টেঃ মূলীভূতা যাঃ জ্ঞানদায়িন্যঃ চৈতন্যরূপাঃ অতীতাঃ অনাগতাঃ উষা চিরং কারণরূপেণ অবস্থিতাঃ স্থাস্যন্তি ইত্যর্থঃ), সা 'পূর্ব্বাঃ' (জগদাদিভূতা, জ্ঞানদায়িনী উষা) 'বাবশানা' (অস্মাভিঃ প্রার্থয়মানা অনুসৃতা সতী ইত্যর্থঃ) 'অনুকৃপতে' (অস্মান্ অনুকম্পতে); তথা সা 'প্রদীধ্যানা' (হৃদি দীপ্যমানা সতী) 'অন্যাভিঃ' (চিত্তবৃত্তিভিঃ সহ) 'জোষং' (তুষ্ণীং, নীরবতাং) 'এতি' (প্রাপ্নোতি, বিরুদ্ধাঃ চিত্তবৃত্তিঃ বিমর্দ্দতি ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—যা জ্ঞানদায়িনী উষা জগৎসৃষ্টেঃ মূলীভূতা অনাদিকালপরম্পরয়া কারণরূপেণ অবস্থিতা নিত্যা চ, সা চ অস্মাকং কাময়মানা সতী দয়তে; তথা চ মৈত্রী-মুদিতা-করুণা-উপেক্ষাভিঃ চিত্তবৃত্তিভিঃ সহ নীরবতাং লভতে; মনঃ সৃষ্টিতরঙ্গায়িতং ন করোতি ইত্যর্থঃ; অতঃ অস্মাকং ব্যাকুলপ্রার্থনাসময়ং এব উষাগমনকালঃ ইতি। (১ম—১১৩সূ—১০ঋ)॥

∴

## বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদায়িনী উষা কোন্ সময়ে সম্যক্-রূপে সমীপস্থা হইয়া থাকেন? সে কোন্ কাল ইহাই প্রশ্ন। তাহার উত্তর কথিত হইতেছে;—যে সকল জ্ঞানদায়িনী উষা পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন অর্থাৎ জগতের প্রলয়ের পর সত্ত্বারূপে অবস্থিতা ছিলেন, এবং যে সকল জ্ঞানদায়িনী উষা নিশ্চয় সমাগতা হইবেন অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির মূলীভূত যে সকল জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যরূপা অতীত ও অনাগত উষা চিরকাল কারণ-রূপে অবস্থিতা থাকিবেন; জগতের আদিভূতা জ্ঞানদায়িনী সেই উষা, আমাদিগের দ্বারা প্রার্থিতা বা অনুসৃতা হইলে, আমাদিগকে অনুকম্পা করেন; এবং তিনি হৃদয়ে দীপ্যমানা হইয়া, অপরাপর চিত্তবৃত্তির সহিত তুষ্ণীম্ভাব বা নীরবতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ বিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তিকে দমিত করেন। (ভাব এই যে,—যে জ্ঞানদায়িনী উষা জগৎসৃষ্টির মূলীভূতা, অনাদিকাল-পরম্পরায় কারণ-রূপে অবস্থিতা এবং নিত্যা, সেই উষা আমাদিগের দ্বারা প্রার্থিতা হইয়া আমাদিগকে দয়া করিয়া থাকেন; এবং মৈত্রী, মুদিতা, করুণা ও উপেক্ষা—এই চতুর্ব্বিধ চিত্তবৃত্তির সহিত নীরবতা অবলম্বন করেন, অর্থাৎ মনকে আর সৃষ্টিচাঞ্চল্যে চঞ্চল করেন

না; অতএব, আমাদিগের ব্যাকুল প্রার্থনা-সময়ই উষার আগমন-কাল। )॥ ( ১ম—১১৩সূ—১০ঋ )॥

### সায়ণ-ভাষ্যং।

সময়েত্যব্যয়ং সমীপবচনং। উষাঃ সময়া ভবাতি সমীপস্থা ভবতীতি যদেতৎ তৎ কিয়তি কালে প্রবৃত্তং পরিসমাপ্তং চেত্যাকারঃ প্রশ্নার্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। উষা যেন কালেন সংযুক্তা স কালঃ কিয়ান্। তস্য কালস্য কিং পরিমাণমিতি। অনেনোষসোঽনন্তত্বমুক্তং। তদেব স্পষ্টীকরোতি। পুরা যা উষসো ব্যূষুঃ ব্যুষ্টাঃ সঞ্জাতাঃ। নূনমবশ্যমিতঃপরং যাশ্চোষসো ব্যুচ্ছান্ ব্যুচ্ছন্তি ব্যুষ্টা ভবিষ্যন্তি। তত্র পূর্ব্বাঃ ব্যুষ্টা অতীতা উষসো বাবশানা কাময়মানেদানীং বর্ত্তমানোষা অনুকৃপতে। অনুকল্পতে। সমর্থা ভবতি। অতীতা উষসো যথা প্রকাশমকুর্ব্বন্ তদ্বদেষাপি প্রকাশং করোতীত্যর্থঃ। তথা প্রদীধ্যানা প্রকর্ষেণ দীপ্যমানোষা অন্যাভিরাগামিনীভিরুষোভির্জোষং সহেতি সংগচ্ছতে। আগামিন্যোঽপ্যেতদীয়ং প্রকাশমনুকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ॥

কিয়তি। কিং পরিমানস্য। কিমিদম্ভ্যাং বো ঘঃ। পা০ ৫।২।৪০। ইতি ঘত্ববিধান-সামর্থ্যাৎ কিম্‌শব্দাদপি পরিমাণার্থে বতুপ্ বকারস্য ঘত্বং। ইদং কিমোরিশ্‌কীতি কিমঃ কী আদেশঃ ঘস্যেয়াদেশে যস্যেতি লোপঃ। প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। ছান্দসঃ সাংহিতিকো দীর্ঘঃ। ভবাতি। লেটাডাগমঃ। ব্যূষুঃ। বিপূর্ব্বো বসতির্ব্যুচ্ছনে বর্ত্ততে। লিট্যুসি কিত্ত্বে যজাদিত্বাৎ সম্প্রসারণং দ্বির্ব্বচনাদি। ব্যুচ্ছান। উচ্ছী বিবাসে। বিবাসো বর্জনং।

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সময়া। ইহা অব্যয় সমীপবচন। উষা 'সময়া ভবাতি' সমীপস্থা হইতেছেন ইত্যাদি যাহা, তাহা 'কিয়তি' কত কালে প্রবৃত্ত এবং পরিসমাপ্ত হইবে—এই প্রকার প্রশ্নার্থ। ইহা উক্ত হয়—উষা যেই কালের দ্বারা সংযুক্তা, সেই কাল কি প্রকার; সেই কালের পরিমাণ কি—ইত্যাদি। ইহা দ্বারা উষার অনন্তত্ব উক্ত হয়, তাহাই স্পষ্ট করা হইতেছে। পূর্ব্বকালে 'যা' যেই উষার 'ব্যূষুঃ' ( ব্যুষ্ট ) সঞ্জাত হইয়াছিল, 'নূনং চ' অবশ্য ইহার পরে যাহারা 'ব্যুচ্ছান্' ( ব্যুচ্ছন্তি ) ব্যুষ্টা হইবে। এখানে 'পূর্ব্বাঃ' ব্যুষ্টা অতীত উষার 'বাবশানা' কাময়মান্, বর্ত্তমান উষা 'অনু কৃপতে' অনুকল্পনা করে, সমর্থ হয়। অতীত উষার যেমন প্রকাশ করিয়াছিল সেইরূপ ইহারও প্রকাশ করিতেছে—ইহাই অর্থ। আর 'প্রদীধ্যানা' প্রকর্ষের সহিত দীপ্যমান্ উষা 'অন্যাভিঃ' আগামী উষা সকলের 'জোষং' সহিত 'এতি' সম্যক্‌রূপে যায়। আগামীও ইহার প্রকাশ অনুকরণ করে—ইহাই অর্থ।

কিয়তি। ইহার পরিমাণ কি? 'কিমিদম্ভ্যাং বো ঘঃ' ইত্যাদি সূত্রে ঘত্ব-বিধান। সামর্থ্য-হেতু কিম্ শব্দ হইতেও পরিমাণ-অর্থে বতুপ্। বকারের ঘত্ব। 'ইদং কিমোরিশ্‌কী' ইত্যাদি সূত্রে কিমের কী-আদেশ। ঘ-স্থানে ইয়-আদেশে 'ঘস্য' ইত্যাদি সূত্রে লোপ। প্রত্যয়ে আদ্যুদাত্তত্ব। ছান্দসে সাংহিতিক দীর্ঘ। ভবাতি। লেটে আট্ আগম। ব্যূষুঃ। বি-পূর্ব্বে 'বসতি' ( বস ধাতু ) ব্যুচ্ছন অর্থে লিটে উস্। কিত্ত্বে যজাদিত্ব-হেতু সম্প্রসারণ। দ্বির্ব্বচনাদি। ব্যুচ্ছান্। উচ্ছী ধাতু বিবাসার্থক। বিবাস অর্থাৎ বর্জ্জন। লেটে আট্

লেট্যাডাগমঃ। সংযোগান্তস্য লোপঃ। কৃপতে। কৃপূ সামর্থ্যে। ব্যত্যয়েন শঃ। বাবশানা। বশ কান্তৌ। অস্মাদ্‌যঙলুগন্তাত্তাচ্ছীলিকশ্চানশ্‌। প্রদীধ্যানা। দীধীঙ্‌ দীপ্তিদেবনয়োঃ। লটঃ শানচ্‌। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্‌। জক্ষিত্যাদয়ঃ ষট্‌ ইত্যভ্যস্তসংজ্ঞায়ামভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। গতিসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ( ১ম—১১৩সূ—১০ঋ ) ॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে দ্বিতীয়ো বর্গঃ ॥ ১৮৷২ ॥

* * *

# দশম ( ১২৩১ ) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রথমেই 'উষার আগমন কাল' জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। উষা যে আমাদিগের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন—সে কোন্ কালে ? প্রশ্নটী বড়ই কঠিন এবং ইহার উত্তরও গভীর গবেষণাপূর্ণ। ভাষ্যে ঋকের প্রকৃষ্টার্থ স্থানে স্থানে পরিস্ফুট হইয়াছে বটে; কিন্তু মূলতঃ ঋকের প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিকভাবে প্রকাশিত হয় নাই। প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—'উষা অনাদিকাল হইতে আবির্ভূত হইতেছেন, এবং কত কাল পর্য্যন্ত আবির্ভূত হইবেন। বর্ত্তমান উষা পূর্ব্বতন উষার অনুসরণ করিতেছে, ভবিষ্যতের উষা বর্ত্তমান উষার পথ অনুসরণ করিবে।' অর্থাৎ, রাত্রির পর উষা ও উষার পর দিন, আবার দিনের পর রাত্রি, আবার রাত্রির পর উষা—এই ধারারাহিক-ক্রমে উষা অনাদিকাল হইতে অবির্ভূত হইয়া আসিতেছেন; ইত্যাদি।

কিন্তু প্রথম প্রশ্ন হইয়াছে,—"উষা আমাদিগের নিকটে আসেন কোন্ সময় ?" তাহার উত্তর বা মীমাংসা কিছুই হইল না; পরন্তু বিপরীত অর্থ

---

আগম। সংযোগান্তের লোপ। কৃপতে। কৃপূ-ধাতু সামর্থ্যার্থে। ব্যত্যয়ের দ্বারা শ। বাবশানা। বশ-ধাতু কান্তি-অর্থক। ইহাতে যঙ্‌লুগান্ত-হেতু তাচ্ছীলিক চানশ্‌। প্রদীধ্যানা। দীধীঙ্‌-ধাতু দীপ্তি এবং দেবনার্থক। লটে শানচ্‌। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। 'জক্ষিত্যাদয়ঃ ষট্‌' এই অভ্যস্ত-সংজ্ঞায় 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। গতি-সমাসে কৃদুত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব ॥ ( ১ম—১১৩সূ—১০ঋ ) ॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ে দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত। ১৷৮৷২ ॥

* * *

প্রকাশ পাইল। ভাষ্যার্থ আলোচনা করিলে এবং প্রচলিত অন্যান্য ব্যাখ্যা দেখিলে, এই বৈসাদৃশ্য সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

ভাষ্যের প্রথম আলোচ্য—"অনেন উষসো অনন্তত্বং উক্তং।" ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—'উষা অনন্ত।' কিন্তু উষা কালবাচক শব্দ। কাল অনন্ত হইলেও, বিভক্ত কাল অর্থাৎ রাত্রি উষা দিবস—এ সকল খণ্ড। খণ্ড কাল অনন্ত হইতে পারে না বা অনাদি-নামেও ব্যবহৃত হইতে পারে না। অনাদি বা অনন্ত—নিত্যবাচক শব্দ; নিত্যবস্তু ব্যতীত অনাদি অনন্ত শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং যে উষা নিত্যা, সে উষা কে? ইহাই প্রথম সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ মূলে আছে "বাবশানা পূর্ব্বা অনুকৃপতে" বাক্যাংশ। ভাষ্যানুসারে তাহার অর্থ,—পূর্ব্বা আদিভূতা উষা আমাদিগের দ্বারা প্রার্থিত হইলে অনুকম্পা করেন। আমাদিগের সব্যাকুল প্রার্থনায় উষা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে কৃপা করেন ও আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু এ কৃপা কি? আর তাঁহার দর্শনদানই বা কি? তৃতীয়তঃ—"প্রদীধ্যানা জোষং অন্যাভিঃ এতি" বাক্যাংশ। এই বাক্যাংশের ভাষ্যানুগত অর্থ,—'উষা যখন দীপ্তমূর্ত্তিতে আমাদিগের প্রার্থনায় অনুগ্রহ করিয়া হৃদয়ে আসিয়া আবির্ভূত হন, তখন অপরাপরের সহিত জোষ প্রাপ্ত হন।' ভাষ্যে মূলের 'জোষং' পদের প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হয় নাই। 'জোষং' পদের অর্থ—'চুপ করা' অর্থাৎ নীরবে অবস্থান করা। আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া উষা নীরব হন; একা নহেন—অপরাপরের সহিত। এখানে, এই অপরাপরই কে এবং কেমন করিয়াই বা নীরবতা অবলম্বন করেন? এ সকল বাস্তবিকই সন্দেহজনক ও মীমাংসার বিষয়ীভূত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এ সকল চিন্তায় স্থান আদৌ পরিলক্ষিত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থলে একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। যথা,—

(১) "কত কাল হইতে উষা উৎপন্ন হইতেছেন, কত কাল পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইবেন? বর্ত্তমান উষা পূর্ব্ব উষাকে অনুকরণ করিতেছেন, আবার আগামী উষা-সমূহ এই দীপ্তিমান্ উষাকে অনুকরণ করিবে।"

(2) "How long a time, and they shall be together,—Dawns that have shone and Dawns to shine hereafter?"

> She yearns for former Dawns with eager longing,
> and goes forth gladly shining with the others." *

প্রথম জিজ্ঞাসা হইয়াছে—'উষা কখন্ আমাদের নিকটে আসেন?' এখানে বুঝিতে হইবে—উষা কে? আমরা সিদ্ধান্ত করি,—উষা জ্ঞানদায়িনী মহাশক্তি চৈতন্যরূপা। রাত্রি—অজ্ঞান-অন্ধকার; আর দিবস—আত্মার স্বপ্রকাশ অবস্থা। অজ্ঞান-অন্ধকার ও আত্মার স্বরূপ-প্রকাশ বা আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান, এতদুভয়ের মধ্যে উষা অবস্থান করেন। উষার কার্য্য—অজ্ঞান-অন্ধকারকে বিনাশ করা ও জ্ঞানালোকের উদ্ভাস করা। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যিনি এই ঘনতমিস্রাকে আলোকের কোলে লুকায়িত করিয়া আলোকদীপ্তিতে সমগ্র জগতের আলোকন করাইতে পারেন, তিনি কে? তিনি কি জ্ঞানোন্মেষিণী বা জ্ঞানদায়িনী দেবী নহেন? আর, যিনি অনাদিকালপরম্পরায় অজ্ঞান-তমিস্রার অপসারণ ও জ্ঞানালোকের উদ্ভাসন করিয়া আসিতেছেন, তিনি কি নিত্যা চৈতন্যরূপা নহেন? আর, এই নিত্যা চৈতন্যরূপা জ্ঞানদায়িনী উষা যখন আমাদিগের দ্বারা ব্যাকুলভাবে প্রার্থিত—অনুসৃত হয়েন, তখনই কি তিনি আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হন না? সুতরাং ইহাই ধ্রুবসত্য ও ইহাই প্রশ্নোত্তর যে, এই সংসারের জ্বালামালার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যখন ব্যাকুলভাবে আমরা তাঁহাকে আহ্বান করি—তাঁহার অনুসরণ করি; তখনই সেই জ্ঞানদায়িনী উষা আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া আবির্ভূত হয়েন এবং তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন। এই কৃপার নাম—আত্মার স্বরূপ-দর্শন। প্রাকৃতিক উষা যেমন

---

* বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে উষা-সম্বন্ধে কোনও স্পষ্টালোক প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদক গ্রিফিথস্ সাহেব তাঁহার ব্যাখ্যার পাদ-টীকায় উষা-সম্বন্ধে একটু আলোকাভাস প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এস্থলে আবশ্যক-বোধে তাঁহার সেই পাদ-টীকাটিও উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

The meaning appears to be: How long have we to live? When will all our future Dawns be with those that have passd away? Wilson, following Sayana, translates:—'For how long a period is it that the dawns have risen? For how long a period will they rise?'

She yearns: The Dawn that now shines as the first of Dawns to come is already eager is join those that have past.

ধীরে ধীরে দিবালোককে ফুটাইয়া তোলেন, তদ্রূপ এই জ্ঞানদায়িনী বৃত্তিও ধীরে ধীরে ব্রহ্মজ্যোতির নিকট পৌঁছাইয়া দেন। তাঁহার এ কৃপা—অপূর্ব্ব ও মানবের একমাত্র লক্ষ্য।

সমাধি লাভ হইলে, জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও হ্লাদিনীশক্তি—ইহাদিগের কেন্দ্রীভূতস্থল পরমাত্মায় বা বিরাট্ চৈতন্যে বিলীন হইয়া যায়। অর্থাৎ, সমস্ত শক্তির আধার যে শক্তিমান্ পুরুষ, যে পুরুষ অব্যক্তের উপরে অবস্থিত, সেই পুরুষে মিশিয়া যাইয়া নীরবতা প্রাপ্ত হয়। এই শক্তিনিচয় যখন বিরাট্ চৈতন্যে সম্মিলিত হয়, তখন মানবের যাবতীয় চিত্তবৃত্তিসমূহও সেই বিরাট্ চৈতন্য-সান্নিধ্যে নীত হয়। তখন আর তথায় কর্ম্ম-কোলাহল থাকে না। এমন কি, জগৎ-স্মৃতি পর্য্যন্ত তখন বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেই দৃষ্টিতেই আমরা 'অস্মাভিঃ' পদে 'চিত্তবৃত্তিভিঃ' এইরূপ ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছি। চিত্তবৃত্তি চারি প্রকার,—মৈত্রী, মুদিতা, করুণা ও উপেক্ষা। মিত্র-সমাগমে বা বন্ধুর সহিত সদ্ব্যবহারে যে বৃত্তির উন্মেষ হয়, তাহার নাম—মৈত্রী; সাধু-সন্দর্শনে যে বৃত্তির উন্মেষ হয়, তাহার নাম—'মুদিতা'। দুঃখদৈন্যব্যাধিগ্রস্ত মানবকে দেখিলে যে বৃত্তি সমুদিত হয়, তাহার নাম—'করুণা'। পাপীর চিত্র সম্মুখে আসিলে যে বৃত্তির অভ্যুদয় হয়, তাহার নাম—'উপেক্ষা'।

জ্ঞানদায়িনী উষা যখন পরম পুরুষে বা আত্মজ্যোতিতে বা বিরাট্ চৈতন্যে বিলীনা হন, তখন চিত্ত, চিত্তবৃত্তি, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুই থাকে না। এ ঋক্ তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। যখন আমরা এই জালাজটিল সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারি, যখন ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ব্যাকুলহৃদয়ে সজলনয়নে এই জ্ঞানদায়িনী মাতার নিকট প্রার্থনা করি; তখনই, করুণা-পরবশ হইয়া জ্ঞানদায়িনী জননী আমাদিগকে কৃপা করিয়া থাকেন, এবং এই দুশ্ছেদ্য সংসার-বন্ধনের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেন। তখনই আমরা দেখিতে পাই,—সকল অশান্তি ছুটিয়া গিয়াছে, শান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সর্ব্বত্র অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় শান্তিপূর্ণ নীরবতা বিরাজমান্ রহিয়াছে॥ (১ম—১১৩সূ—১০ঋ)॥

## একাদশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং। একাদশী ঋক্। )

ঈয়ুষ্টে যে পূর্ব্বতরামপশ্যন্

ব্যুচ্ছন্তীমুষসং মর্ত্ত্যাসঃ।

অস্মাভিরূ নু প্রতিচক্ষ্যাভূদো

তে যন্তি যে অপরীষু পশ্যান্॥ ১১॥

∴

### পদ-বিশ্লেষণং।

ঈয়ুঃ। তে। যে। পূর্ব্বঽতরাং। অপশ্যন্।

বিঽউচ্ছন্তীং। উষসং। মর্ত্ত্যাসঃ।

অস্মাভিঃ। উং ইতি। নু। প্রতিঽচক্ষ্যা। অভূৎ। ও ইতি।

তে। যন্তি। যে। অপরীষু। পশ্যান্॥ ১১॥

∴

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' ( প্রসিদ্ধাঃ, সমাধিমগ্নাঃ ইত্যর্থঃ ) 'মর্ত্ত্যাসঃ' ( মনুষ্যাঃ, মনীষিণঃ ইত্যর্থঃ ) 'ব্যুচ্ছন্তীং' ( অজ্ঞাননাশিনীং জ্যোতিঃস্বভাবাং ) 'পূর্ব্বতরাং' ( আদিভূতাং ) 'উষসং' ( জ্ঞানদায়িনীং উষাদেবীং ) 'অপশ্যন্' ( পশ্যন্তি ), 'তে' ( মহাপুরুষাঃ ) 'উং' ( মহেশ্বরং, পরমাত্মানং ) 'ঈয়ুঃ' ( লভন্তে ); 'ইতি' ( এবং প্রকারেণ, তেষাং অনুসরণেন ইত্যর্থঃ ) 'অস্মাভিঃ' ( ব্রহ্মচর্য্যশীলৈঃ সদ্ভিঃ ) 'নু' ( নিশ্চয়মেব ) সঃ 'প্রতিচক্ষ্যা' ( পরিদৃষ্টঃ ) 'অভূৎ' ( ভবতি ); মহাপুরুষাণাং পন্থানং অনুসৃত্য অস্মাভিরপি ভগবান্ দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ; অপিচ 'ইতি' ( এবং

রীতিং অনুসৃত্য ) 'যে' ( সংযতপুরুষাঃ ) 'অপরীষু' ( পরবর্ত্তিনীষু সংসৃতিষু—কর্ম্মাণি ইতি যাবৎ ) 'পশ্যান্' ( দ্রক্ষ্যন্তি ); কর্ম্মক্ষেত্রেষু বিচরন্তি ইত্যর্থঃ, 'তে' ( মুমুক্ষবঃ ) 'ও' ( ওঁ, প্রণবরূপিণং ভগবন্তং ) 'যন্তি' ( প্রাপ্নুবন্তি )। অয়ং ভাবঃ—যয়া রীত্যা পূর্ব্বমনীষিণঃ ভগবন্তং লব্ধবন্তঃ, তয়া রীত্যা সংযমনশীলাঃ সন্তঃ বয়মপি তং লব্ধুং শক্নুমঃ। ( ১ম—১১৩সূ—১১ঋ ) ॥

## বঙ্গানুবাদ।

যে সকল প্রসিদ্ধ ( সমাধিমগ্ন ) মনুষ্যগণ ( মনীষিগণ ) অজ্ঞাননাশিনী, জ্যোতিঃস্বভাবা, আদিভূতা, জ্ঞানদায়িনী উষা-দেবীকে দর্শন করিয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষগণ মহেশ্বর পরমাত্মাকে লাভ করিয়াছেন ; এইরূপভাবে, তাঁহাদিগের অনুসরণের দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইলে আমাদিগ কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই তিনি পরিদৃষ্ট হয়েন ; অর্থাৎ, মহাপুরুষদিগের পথ অনুসরণ করিলে আমাদিগের দ্বারাও ভগবান্ দৃষ্ট হয়েন ; অপিচ, এই রীতির অনুসরণ করিয়া, যে সকল সংযতপুরুষ পরবর্ত্তী সংসারসমূহে কর্ম্ম সকল দর্শন করিবেন ; অর্থাৎ, কর্ম্মক্ষেত্রসমূহে বিচরণ করিবেন ; সেই সকল মুমুক্ষুগণ প্রণবরূপী ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবেন। ( ভাব এই যে,—যে রীতির দ্বারা পূর্ব্বমনীষিগণ ভগবানকে লাভ করিয়াছেন, সেই রীতিতে সংযমশীল হইলে, আমরাও তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হই। ) ॥ ( ১ম—১১৩সূ—১১ঋ ) ॥

## সায়ণ-ভাষ্যং।

যে মর্ত্ত্যাসো মরণধর্ম্মাণো মনুষ্যা ব্যুচ্ছন্তীং বিবাসয়ন্তীং পূর্ব্বতরামতিশয়েন পূর্ব্বাং বিপ্রকৃষ্টামুষসমপশ্যন্। দৃষ্টবন্তঃ। তে মনুষ্যা ঈয়ুঃ। গতাঃ। তথাস্মাভিরপি নু ইদানীং প্রতিচক্ষ্যা প্রকর্ষেণ দ্রষ্টব্যাভূৎ। জাতা। তথাপরীষু ভাবিনীষু রাত্রিষু যে মনুষ্যা এনামুষসং পশ্যান্ পশ্যন্তি তে। আ উ ইতি নিপাতদ্বয়সমুদায়ঃ। তত্র উ ইত্যেতদবধারণে। এব যন্তি। আগচ্ছন্ত্যেব। কালত্রয়েঽপ্যেষা ব্যাপ্য বর্ত্তত ইত্যর্থঃ।

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যে মর্ত্ত্যাসঃ' যে সকল মরণধর্ম্মযুক্ত মনুষ্যসমূহ 'ব্যুচ্ছন্তীং' বিবাস-বর্জ্জনকারিণী 'পূর্ব্বতরাং' সাতিশয়পূর্ব্বা বিপ্রকৃষ্টা উষাকে 'অপশ্যন্' দর্শন করিয়াছেন ; 'তে' সেই সকল মনুষ্যগণ 'ঈয়ুঃ' গত হইয়াছেন। আর, 'অস্মাভিঃ' আমাদিগের দ্বারাও 'নু' ইদানীং 'প্রতিচক্ষ্যা' প্রকৃষ্টরূপে দর্শনীয় 'অভূৎ' হইয়াছেন। সেই প্রকার 'অপরীষু' ভবিষ্যৎ রাত্রিসমূহে 'যে' যে সকল মনুষ্যগণ এই 'উষসং' উষাকে 'পশ্যান্' দর্শন করিতেছেন ; 'তে' সেই সকল ( 'আ-উ' এই নিপাতনদ্বয় সমুদয়, এখানে 'উ' এইটী অবধারণবাচক ) 'এব যন্তি' অবশ্য আগমন করুন। অর্থাৎ, উষা কালত্রয়ে ব্যাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

ঈয়ুঃ। ইণ্ গতৌ। লিট্যুসীণো যণিতি যণাদেশঃ। দ্বির্বচনেঽচীতি তস্য স্থানিবদ্ভাবাদ্দ্বির্ভাবে দীর্ঘঃ ইণঃ কিতীত্যভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। তে। যুষ্মত্তত্ক্ষুঃষ্বন্তঃপাদমিতি সকারস্য ষত্বং ষ্টুত্বং চ। মর্ত্যাসঃ। আজ্জসেরসুক্। (১ম—১১৩সূ—১১ঋ)।

## একাদশ (১২৩২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে দশমী ঋকের অর্থ পরিপুষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানদায়িনী উষা হৃদয়ে আসিলে মুমুক্ষুর যে অবস্থা হয়; অর্থাৎ, চিত্তবৃত্তির বিলয় বা সমাধিলাভের পরে জীবের যাহা থাকে;—এ ঋক্ তাহারই দ্যোতনা করিতেছে। এই জন্য ঋকের 'উং', ও 'ও' এই পদদ্বয় বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে উ-কারকে ও ও-কারকে পাদপূরণার্থে ব্যবহৃত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। বেদের মধ্যে কোনও শব্দের পাদপূরণার্থে ব্যবহার হওয়া উচিত নয়। লৌকিক কবি বা কষ্টকবি শ্লোকরচনা করিবার সময় ছন্দঃরক্ষার নিমিত্ত নিরর্থকাত্মক পদের পাদপূরণার্থ ব্যবহার করিতে পারেন। বৈদিক কবি বা আদি কবি ব্রহ্মার তো আর তাহা নহে। এ রচনা তাঁহার (ব্রহ্মার) চিন্তা-প্রসূত নহে; ইহা তাঁহার নিসর্গ নির্গত। আর, এছন্দও তাঁহার রচনার পাদপূরণের হেতু নহে; রচনাই তাঁহার ছন্দের হেতু। ছন্দঃসৃষ্টির নামই জগৎসৃষ্টি। বেদ তাহার প্রমাণ। বেদ তাহার নিদান। বেদে পাদপূরণার্থে পদ ব্যবহৃত হইলে, বেদের নিরর্থকতা হইয়া পড়ে। সুতরাং এই অবিসংবাদী অভিমতের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া বলা যাইতে পারে যে,—'উ' অর্থে মহেশ্বর, আর 'ও' অর্থে প্রণব-রূপী ভগবান্ বা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার অতীত পুরুষ।

---

ঈয়ুঃ। ইণ-ধাতু গত্যর্থক। লিটের উসে 'ইণো যন্' ইত্যাদি সূত্রে যণাদেশ। 'দ্বির্বচনেঽচি' ইত্যাদি সূত্রে তাহার স্থানিবদ্ভাব-হেতু দ্বির্ভাব ও দীর্ঘ। 'ইণঃ কিতি' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের দীর্ঘত্ব। তে। 'যুষ্মত্তত্ক্ষুঃষন্তঃপাদং' ইত্যাদি সূত্রে সকারের ষত্ব এবং ষ্টুত্ব। মর্ত্যাসঃ। 'আজ্জসেরসুক্' ইত্যাদি সূত্রে জসের স্থানে অসুক্-প্রত্যয়। (১ম—১১৩সূ—১১ঋ)।

সমাধিমগ্ন মনীষিগণ অজ্ঞাননাশিনী জ্যোতিঃস্বভাবা আদিভূতা জ্ঞানদায়িনী উষাকে দর্শন করেন। অজ্ঞান নষ্ট হইলেই, জ্যোতির বিকাশ; জ্যোতির বিকাশ হইলেই জগৎকারণ—জ্ঞানদায়িনী উষার বিমল হাস্য। এই হাস্য যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন, তাঁহারাই উ-কার বা পরম শিবকে লাভ করিতে সমর্থ হন। এই যে ভগবৎ-দর্শন বা আত্মস্বরূপ-বোধ ইহার মূলে—জ্ঞান। জ্ঞানই জগতের মূলে আছে ও থাকিবে। এই জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন বা আত্মানুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ রাজ্যের বা এ সৃষ্টির রীতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। অজ্ঞান ও জ্ঞান, রাত্রি ও দিবস—এই চিরন্তনী রীতির অনুবর্ত্তন এখানে চিরদিন।

এই ঋকের মর্ম্ম এই যে,—যে রীতিতে, যে জ্ঞানদায়িনী উষার পথের পথিক হইয়া, যে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া, মহাপুরুষগণ মুক্ত হইয়া গিয়াছেন; আমরাও তাহাকেই অবলম্বন করিয়া মুক্ত হইতে চলিয়াছি, এবং ভবিষ্যতেও জীবগণ সেই পথ অবলম্বন করিয়াই পরিমুক্ত হইবেন।

এখানে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। ক্রমমুক্তির কথা, জগতের ক্রমবিকাশের কথা, উষা-শক্তির বা মায়ার বা পরাপ্রকৃতির কথা, জ্ঞানের অখণ্ডত্বের কথা ইত্যাদি নানা কথাই উত্থাপন করা যায়। কিন্তু মূল কথা এই যে, ব্রহ্মচর্য্যশীল দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী হইয়া, পূর্ব্ব মহাপুরুষগণের অনুসরণীয় পথ অবলম্বন করা ও জ্ঞানদায়িনী উষার উপাসনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করা আবশ্যক। তাহাতেই পরম ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জগৎস্মৃতির পরপারে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ অবস্থায় অবস্থান করা ও পূর্ণশান্তির বিমল ছায়ায় জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত তাপরাশিকে শীতল করা যায়। এক অখণ্ড জ্ঞানপথ জগতের অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে অবস্থিত। ফলতঃ, জ্ঞানের ত্রৈকালিক পূর্ণসত্তার অনুভূতি করানই এ ঋকের পূর্ণলক্ষ্যস্থল। ইহা উষার ত্রৈকালিক সত্তার জ্ঞাপক নহে। ইহা জ্ঞান-দায়িনী চৈতন্যময়ীর ত্রৈকালিক সত্তা—যাহা জীবের নিতান্ত লক্ষ্য। ( ১ম—১১·সূ—১১ঋ )।

### দ্বাদশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং-সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্। )

যাবয়দ্দ্বেষা ঋতপা ঋতেজাঃ সুম্নাবরী
সূনৃতা ঈরয়ন্তী।
সুমঙ্গলীর্বিভ্রতী দেববীতিমিহাদ্যোষঃ
শ্রেষ্ঠতমা ব্যুচ্ছ॥ ১২॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

যবয়ৎঽদ্বেষাঃ। ঋতঽপাঃ। ঋতেঽজাঃ। সুম্নঽবরী।
সূনৃতাঃ। ঈরয়ন্তী।
সুঽমঙ্গলীঃ। বিভ্রতী। দেবঽবীতিং। ইহ। অদ্য। উষঃ।
শ্রেষ্ঠঽতমা। বি। উচ্ছ॥ ১২॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' ( হে জ্ঞানদায়িনি উষে! ) 'যাবয়দ্দ্বেষা' ( নিরস্তীকৃতকামাদিরিপুগণা ) 'ঋতপাঃ' ( সত্যদায়িনী ) 'ঋতেজাঃ' ( সত্যসম্ভূতা ) 'সুম্নাবরী' ( সুখস্বরূপা ) 'সূনৃতাঃ' ( সত্যবাক্যানি ) 'ঈরয়ন্তী' ( উৎপাদয়ন্তী ) 'সুমঙ্গলীঃ' ( অত্যন্তমঙ্গলময়ী ) 'শ্রেষ্ঠতমা' ( বিশ্ববরেণ্যা ) ত্বং 'দেববীতিং' ( দেবৈঃ অপি কাময়মানাং মুক্তিং ) 'বিভ্রতী' ( হস্তে ধারয়ন্তী ) 'ইহ' ( অস্মিন্ হৃদয়ে ) 'অদ্য' ( ইদানীং ) 'ব্যুচ্ছ' ( এহি )। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে জ্ঞানদায়িনি উষে! ত্বং দেবানাং বাঞ্ছিতাং মুক্তিং হস্তে ধৃতা মম হৃদয়মন্দিরে আগচ্ছ। ( ১ম—১১৩সূ—১২ঋ )॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদায়িনি উষে! কামাদি রিপুগণের নিরস্তকারিণী, সত্যদায়িনী, সত্যসম্ভূতা, সুখস্বরূপা, সত্যবাক্য-জনয়িত্রী, অত্যন্তমঙ্গলময়ী, বিশ্ববরেণ্যা তুমি, দেবগণের বাঞ্ছিত মুক্তিকে হস্তে ধারণ করিয়া এই হৃদয়ে এখনই আইস। ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে জ্ঞানদায়িনি উষে! তুমি দেবগণের বাঞ্ছিত মুক্তিকে হস্তে ধারণ করিয়া আমার হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হও। )॥ ( ১ম—১১৩সূ—১২ঋ )॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

যাবয়দ্দ্বেষাঃ। যাবয়ন্তি অস্মত্তঃ পৃথক্কৃতানি দ্বেষাংসি দ্বেষ্টৄণি রাক্ষসাদীনি যয়া সা তথোক্তা। ন হ্যুষসি জাতায়াং রাক্ষসাদয়োঽবতিষ্ঠন্তে। যতস্তে নিশাচরাঃ। ঋতপা ঋতস্য সত্যস্য যজ্ঞস্য বা পালয়িত্রী। ঋতেজা যজ্ঞার্থং প্রাদুর্ভূতা। সত্যামুষস্যহনি যাগাদীনি অনুষ্ঠীয়ন্তে। অতো যজ্ঞার্থং জাতেত্যুচ্যতে। সুম্নাবরী। সুম্নমিতি সুখনাম। তদ্বতী। সূনৃতাঃ। বাঙ্নামৈতৎ। পশুপক্ষিমৃগাদীনাং বচাংসীরয়ন্তী প্রেরয়ন্ত্যুৎপাদয়ন্তী সুমঙ্গলীঃ সৌমঙ্গল্যোপেতা। পত্যা কদাচিদপি ন বিযুক্তেত্যর্থঃ। দেববীতিং দেবৈঃ কাম্যমানং যজ্ঞং বিভ্রতী ধারয়ন্তী হে উষঃ শ্রেষ্ঠতমোক্তেন প্রকারেণাতিপ্রশস্তা ত্বমিহাস্মিন্দেবযজনদেশেঽদ্যাস্মিন্যাগসময়ে ব্যুচ্ছ। বিবাসয়ঃ॥

যাবয়দ্দ্বেষাঃ। যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ। অস্মাণ্ণ্যন্তাল্লটঃ শতৃ। তস্য ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বাদদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বাভাবাৎ প্রত্যয়স্বর এব শিষ্যতে। পুনর্ব্বহুব্রীহৌ স এব

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যাবয়দ্দ্বেষাঃ' যাবয়ৎ—আমাদিগের হইতে পৃথক্ করে দ্বেষ-দ্বেষ্টৃগণকে ( রাক্ষসাদিকে ) যৎকর্ত্তৃক, তিনি সেইরূপা। উৎপন্ন উষাতে রাক্ষসগণ অবস্থান করে না, যেহেতু তাহারা নিশাচর। 'ঋতপাঃ' ঋতের সত্যের অথবা যজ্ঞের পালয়িত্রী। 'ঋতেজাঃ' যজ্ঞের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূতা। উষা আসিলে দিবসে যাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই হেতু যজ্ঞার্থ জাত—এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে। 'সুম্নাবরী' সুম্ন এইটী সুখের নাম তদ্যুক্তা। 'সূনৃতাঃ' এইটী বাক্যের নাম, পশুপক্ষীমৃগাদির বাক্য ঈরণ-প্রেরণ উৎপাদনকারিণী, 'সুমঙ্গলীঃ' শোভনমঙ্গলসম্পন্না অর্থাৎ পতিকর্ত্তৃক সর্ব্বদা অবিযুক্তা, 'দেববীতিং' দেবগণ কর্ত্তৃক কাম্যমান যজ্ঞকে 'বিভ্রতী' ধারণশীলা, হে 'উষঃ' উষা, 'শ্রেষ্ঠতমা' উক্ত প্রকারে অতিপ্রশস্তা আপনি 'ইহ' এই দেবযজন-স্থানে 'অদ্য' এই যাগকালে 'ব্যুচ্ছ' বিবাসন প্রকাশ হউন।

যাবয়দ্দ্বেষাঃ। যু-ধাতু মিশ্রণ ও অমিশ্রণার্থ। ণিজন্ত-হেতু এই ধাতুতে লটের স্থানে শতৃ। তাহাতে 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু অদুপদেশে লসার্ব্বধাতুকের অনুদাত্তত্বের অভাবে প্রত্যয়স্বরই অবশিষ্ট। পুনরায় বহুব্রীহি-সমাসে সেই স্বর। 'ছান্দসঃ পদকালীনঃ' ইতি

স্বরঃ। ছান্দসঃ পদকালীনো হ্রস্বঃ। ঋতপাঃ। ঋতং পাতি রক্ষতীত্যৃতপাঃ। পা রক্ষণে। বিচ্। ঋতেজাঃ। ঋতে নিমিত্তভূতে জায়ত ইত্যৃতেজাঃ। জনী প্রাদুর্ভাবে। জনসনখনক্রমগমো বিট্। বিড্বনোরনুনাসিকস্যাদিত্যাত্বং। তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিতি সপ্তম্যালুক্। সুম্নাবরী। ছন্দসীবনিপাবিতি মত্বর্থীয়ো বনিপ্। বনোরচেতি ঙীপ্ নকারস্য রেফাদেশশ্চ। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘঃ। ব্যত্যয়েন প্রত্যয়স্যাদ্যুদাত্তত্বং। সুমঙ্গলীঃ। সুমঙ্গলাৎ সংজ্ঞায়ামিতি গৌরাদিষু পাঠাৎ ঙীষ্। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি হল্ঙ্যাব্ভ্য ইতি সুলোপস্য বিকল্পিতত্বাদভাবে রুত্ববিসর্গৌ। দেববীতিং। বী গতিব্যাপ্তিপ্রজননকান্ত্যসনখাদনেষু। দেবৈর্ব্বীয়তে কাম্যত ইতি দেববীতির্যজ্ঞঃ। কর্ম্মণি ক্তিন্। দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—১৩৩সূ—১২ঋ)॥

## দ্বাদশ (১২৩৩) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে যে,—'যাঁহারা জ্ঞানদায়িনী উষাকে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারা মহেশ্বর পরমাত্মাকে লাভ করেন, এবং জ্বালা-জটিল সংসারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন।'

জ্ঞানদায়িনী উষাকে লাভ করিতে হইলে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে হইবে,—একান্তে তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে। তাঁহার দর্শন না পাইলে, জীবন্মুক্তি নির্ব্বাণ-কৈবল্য লাভের আশা নাই। কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হয়, কি বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হয়। তাহাই এ ঋক্ বলিয়া দিতেছে।

---

সূত্রে হ্রস্ব। ঋতপাঃ। ঋতকে রক্ষা করেন—এই বাক্যে ঋতপাঃ। পা-ধাতু রক্ষণার্থ। বিচ্-প্রত্যয়। ঋতেজাঃ। ঋতের নিমিত্তভূত জন্মায়—ইত্যাদি বাক্যে ঋতেজাঃ। জনী-ধাতু প্রাদুর্ভাবার্থ। 'জনসনখনক্রমগমো বিট্' ইত্যাদি সূত্রে বিট্। 'বিড্বনোরনুনাসিকস্যাৎ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। 'তৎপুরুষে কৃতিবহুলং' ইত্যাদি সূত্রে অলুক্। সুম্নাবরী। 'ছন্দসীবনিপৌ' ইত্যাদি সূত্রে মত্বর্থে বনিপ্। 'বনোরচ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্ এবং নকারের স্থানে রেফাদেশ। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘ। ব্যত্যয় দ্বারা প্রত্যয়ের উদাত্তত্ব। সুমঙ্গলীঃ। 'সুমঙ্গলাৎ সংজ্ঞায়াং' ইত্যাদি সূত্রে গৌরাদি মধ্যে পাঠ-হেতু ঙীষ্। 'সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে 'হল্ঙ্যাব্ভ্য' ইত্যাদি সূত্রে সুলোপের বিকল্পিতত্ব-হেতু অভাবে রুত্ব এবং বিসর্গ। দেববীতিং। বী-ধাতু গতি-প্রজনন-কান্তি-অসন-খাদনার্থ। দেবগণ কর্ত্তৃক কাময়মানা এই বাক্যে দেববীতি—যজ্ঞ। কর্ম্মে ক্তিন্ প্রত্যয়। দাসীভারাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। (১ম—১১৩সূ—১২ঋ)॥

প্রত্যেক পদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, সহজেই অনুমেয় হইবে,—কি সুন্দর প্রার্থনার ধারা! তন্মধ্যে প্রথম উল্লেখ্য—'যাবয়দ্দেষা।' সায়ণের ভাষ্যে ঐ পদের 'যাবয়ন্তী দূরীকুর্ব্বন্তী দ্বিষঃ শত্রূন্' ইত্যাদি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। প্রচলিত অর্থে, ঐ পদ-উপলক্ষে নিশাচর প্রভৃতির দূরীকরণের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। প্রভাত হইলেই রাক্ষস প্রভৃতি পলাইয়া যায়; যেহেতু, তাহারা নিশাচর, রাত্রিতে বিচরণ করে, প্রভাত-সময় তাহাদের অধিকারভুক্ত নহে। এ ভাব অবশ্য মন্দ নহে; কিন্তু তৎপরক্ষণেই কি দেখা উচিত নয় যে, কেমন করিয়া 'ঋতপা' 'ঋতেজা' পদদ্বয় উষার বিশেষণ হইবে? "ঋতং সত্যং পাতি রক্ষতি ইতি ঋতপা"; অর্থাৎ, সত্যরক্ষয়িত্রী বা সত্যদাত্রী। এইরূপ 'ঋতেজা' পদের বিশ্লেষণে "ঋতে সত্যে পরমে ব্রহ্মণি জাতা যা সা"; অর্থাৎ, সত্যসম্ভূতা বা ব্রহ্মসম্ভূতা। এবম্প্রকার বিশেষণ-বিশিষ্ট কে হইতে পারেন? বিরাট্ চৈতন্য শক্তি-ব্রহ্মেই থাকেন; স্পন্দনের সঙ্গে ব্রহ্মশক্তি সমুদ্ভূত হয়েন,—ইহাই ত উপনিষদের অভিমত! তবে কেমন করিয়া বলি,—এ উষা সামান্যা? শুধু তাহাই নহে; আবার দেখুন,—'দেববীতিং বিভ্রতী', পদদ্বয়। এই পদদ্বয়ের অর্থ,—'দেবগণ যে মুক্তিদান কামনা করিয়া সর্ব্বসুখাকর স্বর্গভবন পরিত্যাগ করিয়া এই মরণধর্ম্মশীল মর্ত্ত্যভবনে আসিয়া উপস্থিত হন, চৈতন্যময়ী জ্ঞানদায়িনী উষা, জ্ঞানের বিমল হাস্যে হৃদয়-গগনকে উদ্ভাসিত করিয়া, আমাদিগকে সেই মুক্তি প্রদান করিতেই আসিয়া থাকেন। সুতরাং, এ উষা জ্ঞানোন্মেষকারিণী চৈতন্যময়ী ব্রহ্মশক্তি। আর, ঐ শত্রুগণ, যাহারা জ্ঞানদায়িনী দেবী উষার আবির্ভাবে বিধ্বস্ত হইয়া পলায়ন করে, তাহারা সামান্য নিশাচর নহে; উহারাই ধর্ম্মপথের ও বৈরাগ্যপথের অন্তরায় কামাদি মহাশত্রু!

তাই আমরা মনে করি, এ ঋকের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে চৈতন্যময়ি উষে! আমাদিগের জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি ও বৈরাগ্যের অন্তরায় কামাদি রিপুকে তুমি নষ্ট কর। তুমি মঙ্গলময়ী, তুমি সত্যস্বরূপা! তুমি হৃদয়ে আসিয়া জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত কর। তুমি স্বপ্রকাশ-রূপে আমাদিগের হৃদয়কে আলোকিত কর। (১ম—১১৩সূ—১২ঋ)॥

—— • ——

### ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

শশ্বৎ পুরোষা ব্যুবাস দেব্যথো অদ্যেদং

ব্যাবো মঘোনী।

অথো ব্যুচ্ছাদুত্তরাঁ অনু দ্যূনজরামৃতা

চরতি স্বধাভিঃ ॥ ১৩ ॥

∴

পদ-বিশ্লেষণং।

শশ্বৎ। পুরা। উষাঃ। বি। উবাস। দেবী। অথো ইতি। অদ্য। ইদং ॥

বি। আবঃ। মঘোনী।

অথো ইতি। বি। উচ্ছাৎ। উৎ-তরান্। অনু। দ্যূন্। অজরা। অমৃতা ॥

চরতি। স্বধাভিঃ ॥ ১৩ ॥

∴

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবী' (দ্যোতনশীলা স্পন্দনময়ী) 'উষাঃ' (জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যরূপা উষা) 'পুরা' (পূর্ব্বস্মিন্ কালে, সৃষ্টেঃ প্রাক্, জ্ঞানোন্মেষাৎ প্রাক্ ইত্যর্থঃ) 'শশ্বৎ' (নিত্যরূপেণ) 'ব্যুবাস' (আসীৎ); 'অথ' (ইদানীমপি) 'ইতি' (এবং প্রকারেণ) 'মঘোনী' (পরমার্থদায়িনী) 'অদ্য' (অদ্যতনী উষা ইতি শেষঃ) 'ইদং' (জগৎ ব্যাপ্য) 'ব্যাবঃ' (অবতিষ্ঠতে); 'অথ' (অনন্তরং চ) 'ইতি' (এবং এবপ্রকারেণ) 'উত্তরান্' (ভাবিনঃ) 'দ্যূন্' (সৃষ্টিসময়ান্, জ্ঞানোন্মেষসময়ান্ বা) 'অনু' (অনুব্যাপ্য) 'ব্যুচ্ছাৎ' (অবস্থাস্যতে); 'স্বধাভিঃ' (স্বতেজোভিঃ) 'অজরা' (জরারহিতা) 'অমৃতা' (মরণধর্ম্মহীনা, অমৃতরূপিণী উষা ইতি শেষঃ) 'চরতি'

( নিত্যং বিচরতি, জ্ঞানদায়িনী দেবী জ্ঞানচৈতন্যরূপেণ নিত্যং বিরাজতে ইত্যর্থঃ )। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যরূপা জরামরণহীনা ত্রৈকালিকী নিত্যা উষা নিত্যমেব জগদন্তরালে বিরাজতে; সা উপাসনীয়া অনুসরণীয়া চ॥ (১ম—১১৩সূ—১৩ঋ)॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতনশীলা স্পন্দনময়ী জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যরূপা উষা পূর্ব্বকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে বা জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বে, নিত্যরূপে অবস্থিত ছিলেন; এখনও এই প্রকারে পরমার্থদায়িনী অন্তর্ভনী উষা এই জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন; অনন্তরও এই প্রকারে ভাবী সৃষ্টিসময়-সকলকে বা জ্ঞানোন্মেষ-সময়-সকলকে অনুব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত থাকিবেন; স্বকীয় তেজঃপ্রভাসকলের সহিত জরারহিতা মরণধর্ম্মহীনা অমৃতরূপিণী উষা নিত্য বিচরণ করিতেছেন; অর্থাৎ, জ্ঞানদায়িনী দেবী জ্ঞানচৈতন্যরূপে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যরূপা জন্মমরণহীনা ত্রৈকালিক নিত্যা উষা নিত্যই জগতের অন্তরালে বিরাজমান রহিয়াছেন; তিনি উপাসনীয় ও অনুসরণীয়॥ (১ম—১১৩সূ—১৩ঋ)।

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

দেবী দেবনশীলোষাঃ পুরা পূর্ব্বস্মিন্ কালে শশ্বৎ নিত্যং সততং ব্যুবাস। ব্যৌচ্ছৎ। অথো অনন্তরমদ্যাস্মিন্‌কালে মঘোনী ধনবত্যুষাস্তমসাভিরোহিতমিদং সর্ব্বং জগদ্ব্যাবঃ। বিবাসিতং প্রকাশনেন তমসা বিযুক্তমকরোৎ। অথো অনন্তরমুত্তরানূর্দ্ধতরান্ভাবিনো দ্যূন্ দিবসাননুলক্ষ্যাগামিষ্বপি দিবসেষু ব্যুচ্ছাৎ। ব্যুচ্ছেতি বিবাসতি। অতঃ কালত্রয়ব্যাপিনী সোষা অজরা জরারহিতা সর্ব্বদৈকরূপামৃতা মরণরহিতা চ সতী স্বধাভিরাত্মীয়ৈস্তেজোভিঃ সহ চরতি। বর্ত্ততে॥

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দেবী' দেবনশীলা 'উষাঃ' উষা 'পুরা' পূর্ব্বকালে 'শশ্বৎ' নিত্য সতত ( সর্ব্বদা ) 'ব্যুবাস' ব্যুচ্ছনশীলা ( প্রকাশিতা ) ছিলেন। 'অথো' অনন্তর 'অদ্য' এই কালে 'মঘোনী' ধনবতী উষা তমোরহিত 'ইদং' সমস্ত জগৎকে 'ব্যাবঃ' বিবাসিত অর্থাৎ প্রকাশের দ্বারা তমোবিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'অথো' অনন্তর 'উত্তরান্' ঊর্দ্ধতর-আগামী 'দ্যূন্' দিবসসকলকে 'অনু' লক্ষ্য-আগামী দিনসকলেও 'ব্যুচ্ছাৎ' ব্যুচ্ছিত বিবাসিত করিতেছেন। এই হেতু কালত্রয়ব্যাপিনী সেই উষা 'অজরা' জরারহিতা সর্ব্বদা একরূপা 'অমৃতা' মরণরহিতা হইয়া 'স্বধাভিঃ' স্বকীয় তেজঃসমূহের সহিত 'চরতি' বর্ত্তমান আছেন।

উবাস। বস নিবাসে। লিট্যভ্যাসস্যোভয়েষামিত্যভ্যাসস্য সংপ্রসারণং আবঃ॥ তস্মাদেব ধাতোর্লঙি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। হল্ঙ্যাবভ্য ইতি তিলোপঃ। ছন্দস্যপি দৃশ্যতে ইত্যাডাগমঃ। উচ্ছাৎ। লেট্যাডাগমঃ। উত্তরান। দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি নকারস্য রুত্বং। অতোঽটি নিত্যমিতি সানুনাসিক আকারঃ। অনু। অনুর্লক্ষণ ইত্যনোঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বং। অজরা অমৃতা। নঞো বহুব্রীহৌ নঞো জরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—১১৩সূ—১৩ঋ)॥

°.°

# ত্রয়োদশ (১২৩৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:×∘×:—

এ ঋকে উষার স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে। উষা-দেবী, নিত্যা ও পরমার্থদায়িনী। দেবী অর্থে—দিব্যতি ক্রীড়তি যা সা।' অর্থাৎ,—দ্যোতনশীলা স্পন্দনময়ী। সৃষ্টির সময় ব্রহ্মে স্পন্দন হয়। সেই স্পন্দনই দ্যোতনশীলা দেবী উষা বা চৈতন্যরূপিণী ব্রহ্মশক্তি।

এই দেবী উষা জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে থাকেন; অর্থাৎ, যে সময় জগৎ প্রলয়মগ্ন ছিল, তখন এই উষা কারণরূপে নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন ছিলেন। যখনই ব্রহ্মের সৃষ্টি-ইচ্ছা হইল, তখনই অপূর্ব্বছন্দে বিরাট্ ব্রহ্মের উপর জগৎকে নাচাইয়া তুলিলেন। আবার জগতের বিকাশ অবস্থা ফিরিয়া আসিল। আবার প্রলয় হইল। আবার সৃষ্টি হইল। মূলে কিন্তু এক চৈতন্য শক্তি।

যেমন তিলের মধ্যে তৈল, যেমন দধির মধ্যে সর্পি, যেমন পুষ্পমাল্যের মধ্যে সূত্র, তেমনি বিরাট্ চৈতন্যশক্তি এ জগতের অভ্যন্তরে ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত। শতবার জগতের পতন-উত্থান হউক,

---

উবাস। বস-ধাতু নিবাসার্থ। লিটে 'অভ্যাসস্যোভয়েষাং' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের সম্প্রসারণ। আবঃ। সেই ধাতুর লঙে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লুক্। 'হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে তি-লোপ। 'ছন্দস্যপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে আডাগম। উচ্ছাৎ। লেটে আডাগম। উত্তরান্। 'দর্ঘাদটিসমানপাদে' ইত্যাদ সূত্রে নকারের রুত্ব। 'আতোঽটি নিত্যং' ইত্যাদি সূত্রে সানুনাসিক আকার। অনু। 'অনুর্লক্ষণে' ইত্যাদি সূত্রে অনুর কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্ব। অজরা অমৃতা। 'নঞো বহুব্রীহৌ' ইত্যাদি সূত্রে নঞ্। 'জরামরমিত্রমৃতা' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—১১৩সূ—১৩ঋ)॥

°.°

সহস্রবার জগতের প্রলয়-সৃষ্টি হউক; চৈতন্যশক্তি অব্যাহত সত্তায় বিরাজমান্। ত্রৈকালিক অবস্থার মধ্যে ইঁহার কোন বিপরিণাম নাই। জগতের ষড়্ভাব থাকিলেও ইঁহাতে কোনও ভাবান্তর থাকিতেই পারে না। যাস্কের মতে—জগতের বা শরীরের ভাব ছয়টী,—'অস্তি, জায়তে, বর্দ্ধতে, বিপরীণমতে, অপক্ষীয়তে, পশ্যতি।' অর্থাৎ,—আছে, জন্মায়, বর্দ্ধিত হয়, ক্ষীণ হয় ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এ নিয়মটী—প্রাকৃত বা পার্থিব পদার্থের;—চৈতন্য-শক্তির নহে। চৈতন্য-শক্তি নিত্যা। তাহাকে জরা-মরণ স্পর্শ করিতে পারে না। ঋকে তাহাই লক্ষিত হইয়াছে। 'অজরা' ও 'অমৃতা' এই দুই পদই তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে। জরামরণরহিত ও অমৃতরূপিণী উষা যে নিত্যা, ইহা ত নিশ্চয়ই। যদি নিত্যা না হইবেন, তাহা হইলে পরমার্থ প্রদান করিবেন কিরূপে? ঋক্ বলিয়াছেন—'মঘোনী' পরমার্থদায়িনী।

এ ঋকের আর একটী বিশেষ আলোচ্য পদ—'স্বধাভিঃ'। উহার অর্থ—'আত্মীয়ৈঃ তেজোভিঃ' অর্থাৎ স্বকীয় তেজঃসকলের দ্বারা। যখন ত্রৈকালিক নিত্যা জ্ঞানদায়িনী উষা জগতের প্রলয় অবস্থায়, সৃষ্টি অবস্থায় ও প্রলয় সৃষ্টির মধ্য অবস্থায় বিচরণ করেন; তখন তাঁহার সঙ্গে থাকে—'তাঁহার স্বকীয় তেজঃসকল।' এই তেজঃসকল—অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের মত। অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বহু হইলেও অগ্নির দাহিকা-শক্তি এক। জ্ঞানদায়িনী উষা-শক্তিও তাহাই। প্রথমতঃ—"অজামেকং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" অর্থাৎ, অজা চৈতন্যশক্তি এক হইলেও রজঃ তমঃ ও সত্ত্ব গুণ-ভেদে ত্রিবিধ। দ্বিতীয়তঃ—"পরাহস্য শক্তির্ব্বহুধৈব দৃশ্যতে।" অর্থাৎ, এই নির্গুণ ব্রহ্মের পরাশক্তি বহু। উপনিষৎ দর্শনে বিবেচিত হয় যে, জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যময়ী এক হইলেও, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মধ্যে তিনি বহুরূপে প্রতীয়মান হন। নতুবা, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইত না, জগৎ সাম্যাবস্থায় থাকিত। যেখানে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় নাই, মনের চাঞ্চল্য নাই, তথায় শক্তির সাম্যবাদ ও সামঞ্জস্য। এ ঋক্ এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি। উপনিষৎ বেদের এই স্থানের এই গভীর ভাবই দ্যোতনা করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হয়। (১ম—১১৩সূ—১৩ঋ)॥

—:—

## চতুর্দ্দশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং-সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্। )

ব্য১ঞ্জিভির্দিব আতাস্বদ্যৌদপ কৃষ্ণাং
নির্ণিজং দেব্যাবঃ।
প্রবোধয়ন্ত্যরুণেভিরশ্বৈরোষা যাতি
সুযুজা রথেন॥ ১৪ ॥

• • •

### পদ-বিশ্লেষণং।

বি। অঞ্জিঽভিঃ। দিবঃ। আতাসু। অদ্যৌৎ। অপ। কৃষ্ণাং।
নিঃঽনিজং। দেবী। আবরিত্যাবঃ।
প্রঽবোধয়ন্তী। অরুণেভিঃ। অশ্বৈঃ। আ। উষাঃ। যাতি।
সুঽযুজা। রথেন॥ ১৪ ॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষা' ( জ্ঞানদায়িনী দেবী ) 'আতাসু' ( বিস্তৃতাসু অজ্ঞানাত্মিকাসু প্রলয়রাত্রিষু ) 'দিবঃ' ( দ্যোতনশীলাৎ পরব্রহ্মণঃ ) 'অঞ্জিভিঃ' ( প্রকাশকৈঃ তেজোভিঃ ) 'ব্যদ্যৌৎ' ( বিদ্যোতত্তে, স্বপ্রভাভিঃ অজ্ঞানাত্মক প্রলয়রাত্রিং দূরীকৃত্য প্রকাশতে ইত্যর্থঃ ); 'দেবী' ( দেবনশীলা স্পন্দনময়ী ) উষা 'নির্ণিজং' ( তমোগুণাত্মিকাং ) 'কৃষ্ণাং' ( প্রলয়রাত্রিং ) 'অপাবঃ'

( অপাবৃণোৎ ) ; তথা 'অরুণেভিঃ' ( লোহিতবর্ণৈঃ রজোগুণাত্মকৈঃ ) 'অশ্বৈঃ' ( ব্যাপনশীলৈঃ স্বকীয়ৈঃ কিরণৈঃ ) 'সুযুজা' ( সম্যক্ যুক্তেন ) 'রথেন' ( কর্ম্মণা ) 'প্রবোধয়ন্তী' ( সুপ্তপ্রাণান্ বোধয়ন্তী ) 'আ যাতি' ( আগচ্ছতি )। অয়ং ভাবঃ—ইয়ং জ্ঞানচৈতন্যময়ী উষা রজোগুণাত্মককিরণমালাভিঃ তমোগুণাত্মিকাং প্রলয়রাত্রিং অপসার্য্য কর্ম্মণা সুপ্তপ্রাণান্ উদ্বোধ্য নিত্যং প্রতিতিষ্ঠতি। ( ১ম—১১৩সূ—১৪ঋ ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদায়িনী দেবী বিস্তৃত অজ্ঞানাত্মক প্রলয়রাত্রি-সমূহে দ্যোতনশীল পরমব্রহ্ম হইতে প্রকাশক তেজঃ-সকলের দ্বারা, বিদ্যোত হইয়া থাকেন; অর্থাৎ, স্বপ্রভার দ্বারা অজ্ঞানাত্মক প্রলয়-নিশাকে দূরীকৃত করিয়া প্রকাশিত হয়েন; দেবনশীলা স্পন্দনময়ী উষা, তমোগুণাত্মিকা প্রলয়রাত্রিকে আবৃত করিয়া রাখেন, এবং লোহিতবর্ণ রজোগুণাত্মক ব্যাপনশীল স্বকীয় দীপ্তিসমূহে সম্যক্-যুক্ত কর্ম্মের দ্বারা সুস্থপ্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আগমন করেন। (ভাব এই যে,—এই জ্ঞানচৈতন্যময়ী উষা রজোগুণাত্মক দীপ্তিসমূহের দ্বারা তমোগুণাত্মিকা প্রলয়রাত্রিকে অপসারিত করিয়া ও কর্ম্মের দ্বারা সুপ্তপ্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েন।) ॥ (১ম—১১৩সূ—১৪ঋ) ॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

দিবঃ নভসঃ সম্বন্ধিনীষাতাসু। দিঙ্নামৈতৎ। আততাসু বিস্তীর্ণাসু দিক্ষূষা অঞ্জিভির্ব্যঞ্জকৈঃ। প্রকাশকৈস্তেজোভির্ব্যদ্যৌৎ। বিদ্যোততে প্রকাশতে। সোষা দেবী দেবনশীলা কৃষ্ণাং নির্ণিজং। নির্ণিগিতি রূপনাম। রাত্রিকৃতং কৃষ্ণং রূপমপাবঃ। অপাবৃণোৎ। প্রকাশেন তিরস্কৃতবতী। অপিচ। অরুণেভিররুণৈর্লোহিতবর্ণৈরশ্বৈর্ব্যাপনশীলৈঃ স্বকীয়ৈঃ কিরণৈস্তুরগৈর্বা সুযুজা সম্যক্ যুক্তেন রথেনোষা আয়াতি। আগচ্ছতি। কিং কুর্ব্বতী। প্রবোধয়ন্তী। সুপ্তান্ প্রাণিনঃ প্রবুদ্ধান্ কুর্ব্বতী ॥

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দিবঃ' নভঃসম্বন্ধিনী আতা-সকলে। আতা—এইটী দিকের নাম। আততা বিস্তীর্ণা দিক্সমূহে উষা 'অঞ্জিভিঃ' ব্যঞ্জক প্রকাশক তেজঃসমূহের দ্বারা 'ব্যদ্যৌৎ' বিদ্যোতিত প্রকাশিত হইতেছেন। সেই উষা 'দেবী' দেবনশীলা 'কৃষ্ণাং নির্ণিজং'। নির্ণিক্—এইটী রূপের নাম। রাত্রিকৃত কৃষ্ণরূপকে 'অপাবঃ' অপাবৃত-প্রকাশের দ্বারা তিরস্কার করিতেছেন। অপিচ, 'অরুণেভি' অরুণ লোহিতবর্ণযুক্ত 'অশ্বৈঃ' ব্যাপনশীল স্বকীয় কিরণ দ্বারা, অথবা তুরগ ঘোটক দ্বারা 'সুযুজা' সম্যক্প্রকারে যুক্ত রথ দ্বারা উষা 'আয়াতি' আগমন করিতেছেন। কি করিয়া? 'প্রবোধয়ন্তী' সুপ্ত প্রাণিসমূহকে প্রবুদ্ধ করিয়া।

অদ্যোৎ। দ্যুত দীপ্তৌ। লুঙ্। দ্যুদ্ভ্যো লুঙীতি পরস্মৈপদং। ব্যত্যয়েন চ্লের্লুক্। গুণে প্রাপ্তে বৃদ্ধিশ্ছান্দসী। যদ্বা দ্যু অভিগমনে। আদাদিকঃ। উতো বৃদ্ধির্লুকি হলি। পা০ ৭।৩।৮৯। ইতি বৃদ্ধিঃ॥ (১ম—১১৩সূ—১৪ঋ)॥

## চতুর্দ্দশ (১২৩৪) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অনেক বিষয় পূর্ব্বপূর্ব্ব ঋকে আলোচিত হইয়াছে। অজ্ঞান—জীবের প্রলয়-রাত্রি। অজ্ঞানের ভিত্তি—তমোগুণ। তমোগুণের কার্য্য—অজ্ঞান। সেই অজ্ঞান-অবস্থাই জীবের সুপ্তি। আর, সেই সুপ্তির মত আর এক সুপ্তি আছে; যাহার নাম মহাসুপ্তি বা প্রলয় বলা যাইতে পারে। প্রলয় অবস্থায় বা সুষুপ্তিতে জাগ্রৎ জগতের বা জাগ্রৎ জীবনের কোনও জ্ঞান থাকে না। এই যে জ্ঞানের অভাব বা অজ্ঞান—ইহার মূলেও কিন্তু জ্ঞান থাকে। সেই জ্ঞান অখণ্ড ও বিরাট্ চৈতন্যময়ী। এই জ্ঞানের উপরেই অজ্ঞানের খেলা,—যাহাকে আমরা সৃষ্টি, স্থিতি বা প্রলয় নামে অভিহিত করিতে পারি। এই ত্রিবিধ কার্য্যের মধ্যে ত্রিবিধ গুণের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। রজোগুণে—সৃষ্টি, সত্ত্ব-গুণে—স্থিতি, আর তমোগুণে—নাশ। ক্ষুদ্র জীবন হইতে সুবিশাল দৃশ্য-প্রপঞ্চের সর্ব্বত্র এই রীতি প্রকট। জীবের যখন রজোগুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন মনে বাসনার উন্মাদনী শক্তি সমুদ্ভূত হইয়া সৃষ্টিতরঙ্গ ভাসাইয়া তুলে। যখন সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়, তখন জীবন দীর্ঘায়ুঃ হয়। যখন তমোগুণের আধিক্য হয়, তখনই মৃত্যু হয়। এই অবস্থাত্রয়-বিশিষ্ট গুণত্রয়ের আশ্রয়-স্থানও তিন জন। ব্রহ্মার নাম—হিরণ্যগর্ভ, আর ঐ হিরণ্যগর্ভের নাম—মন। মন—রজোগুণের আশ্রয়স্থান। ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ বা মন, রজোগুণের প্রভাবে সৃষ্টি করে। ঐ ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ বা মনকে প্রবুদ্ধ করেন—বিরাট্ চৈতন্যময়ী জ্ঞানদায়িনী ঊষা। ঊষা—সৃষ্টির প্রথম প্রভাত। ঊষা রজোগুণরূপ কিরণদীপ্তিতে শরীর-রূপ রথের সহিত প্রাণকে প্রবুদ্ধ করিয়া, জাগ্রৎ জীবনের ধন্যতা আনাইয়া দেন;

---

অদ্যোৎ। দ্যুত-ধাতু দীপ্তি-অর্থক। লুঙ্। 'দ্যুদ্ভ্যো লুঙ্' ইত্যাদি সূত্রে পরস্মৈপদ। ব্যত্যয়ের দ্বারা চ্লির লোপ। গুণের প্রাপ্তিতে ছন্দে বৃদ্ধি। অথবা দ্যু-ধাতু অভিগমনার্থ। অদাদিগণীয়। 'উতো বৃদ্ধির্লুকি হলি' (পা০ ৭।৩।৮৯) ইত্যাদি সূত্রে বৃদ্ধি॥ (১ম—১১৩সূ—১৪ঋ)॥

অথবা, প্রলয় হইতে সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, জাগ্রৎ জগতে নবজীবন দান করেন। এই প্রলয় হইতে সৃষ্টি এবং সুপ্তি হইতে জাগরণের মধ্যে শরীর ও প্রাণের কোনটীকে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। উভয়েরই যুগপৎ দরকার। রজোগুণে যেমন সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে তেমন স্থিতি। বিষ্ণু বা বাসুদেব বা বুদ্ধি—এই সত্ত্বগুণের আশ্রয়-স্থান। এই বুদ্ধির প্রসাদ-গুণে জীবন-ধারণ হইয়া থাকে। যতক্ষণ বুদ্ধি স্থির থাকে, ততক্ষণ জীবের ধ্বংস নাই। অবিচলিত ভাবের বা ধৈর্য্যগুণের অভাব হইলেই জীবনের পতন। "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"—ভগবানও গীতায় এ কথা বলিয়াছেন। সত্ত্বগুণের অভাবে বুদ্ধি চঞ্চল হয়। যতক্ষণ সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকে, ততক্ষণ জগতের প্রলয় হয় না। তমোগুণের প্রাবল্য হইলেই শরীর নাশ হয় বা জগতের প্রলয় হয়। মহাদেব বা সঙ্কর্ষণ বা অহঙ্কার এই তমোগুণের আশ্রয়। অহঙ্কারই পতনের মূল, অহঙ্কারই শরীর-নাশের হেতু, অহঙ্কারই জগৎপ্রলয়ের নিদান। ইহা মহাদেবের কার্য্য। সৃষ্টিতে—ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ বা মন; স্থিতিতে—বিষ্ণু, বাসুদেব বা বুদ্ধি; প্রলয়ে—মহাদেব, সঙ্কর্ষণ বা অহঙ্কার। এই অবস্থাত্রয় ও মূর্ত্তিত্রয়ের অতীত—'ওঁ'। এই ওঁ-কারই অউম-এর সমষ্টি, আর নাদবিন্দু—'বিরাট্ চৈতন্যময়ী জ্ঞানদায়িনী উষা'। এই ওঁ-কারে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ধাক্কা নাই। এইস্থান সর্ব্বদা স্থির ও প্রশান্ত। যেখানে সৃষ্টি, সেখানেই স্থিতি, আর সেখানেই প্রলয়। এ তিনটী আপেক্ষিক। ইহারই মূলে চৈতন্যময়ী জ্ঞানদায়িনী উষা। জ্ঞানদায়িনী উষাই প্রলয়রাত্রি বা অজ্ঞান-নিশাকে অপসারিত করিয়া শান্ত ভূমার বক্ষে জ্ঞানের উন্মেষ করাইয়া দেন। এই মহা ভাবটীকে লক্ষ্য করাই এ ঋকের পূর্ণদৃষ্টি। ইহাই এখনকার প্রকৃষ্ট লক্ষ্য। * (১ম—১১৩সূ—১৪ঋ)॥

---

* কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এবম্বিধ মহৎ ভাবব্যঞ্জক ঋক্‌টীর কি অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত একটী ইংরাজী অনুবাদে তাহা লক্ষ্য করুন। ব্যাখ্যাটী,—

"In the sky's borders hath she shone in splendour: the Godess hath thrown off the veil of darkness.

Awakening the world with purple horses, on her well-harnessed chariot Dawn approaches."

## মন্ত্র-ভাষ্যানুক্রমণিকা।

দেবীনাং হবিঃষাবহন্তীত্যেষোষসো যাজ্যা। সূত্রিতং চ—আস্থাং ভনোষি রশ্মিভিরাবহন্তী পোষ্যা বার্য্যাণি ন তা অর্ব্বা রেণুক কাটো অশ্নুতে। আ০ ৬।১৪। ইতি॥

* * *

## পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

আবহন্তী পোষ্যা বার্য্যাণি চিত্রং কেতুং
কৃণুতে চেকিতানা।
ঈয়ুষীণামুপমা শশ্বতীনাং বিভাতীনাং
প্রথমোষা ব্যশ্বৈৎ॥ ১৫॥

* * *

### পদ-বিশ্লেষণং।

আঽবহন্তী। পোষ্যা। বার্য্যাণি। চিত্রং। কেতুং।
কৃণুতে। চেকিতানা।
ঈয়ুষীণাং উপঽমা। শশ্বতীনাং। বিঽভাতীনাং।
প্রথমা। উষাঃ। বি। অশ্বৈৎ॥ ১৫॥

---

### মন্ত্র ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

দেবতাদিগের হবিঃসমূহকে আবহন করিতেছেন এই হেতু এই উষা যাজ্যা; এবং "আস্থাং ভনোষি রশ্মিভিরাবহন্তী পোষ্যা ন তা অর্ব্বা রেণুক কাটো অশ্নুতে" (আ০ ৬।১৪।) ইত্যাদি (সূক্ত) সূত্রিত (আছে)।

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পোষ্যা' (পোষকাণি, পরিত্রাণসাধকাণি ইত্যর্থঃ) 'বার্য্যাণি' (বরণীয়ানি ধনানি—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি ইতি যাবৎ) 'আবহন্তি' (আনয়ন্তি, আনয়নকারিণী ইত্যর্থঃ) 'উষাঃ' (জ্ঞানদায়িনী দেবী) 'চেকিতানা' (অস্মাকং প্রজ্ঞানেত্রং উন্মীলয়িতুং) 'চিত্রং' (অত্যদ্ভুতং) 'কেতুং' (জ্ঞানরশ্মিং) 'কৃণুতে' (প্রকাশতে); অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানোন্মেষিণ্যাঃ দেব্যাঃ কৃপয়া জ্ঞানোন্মেষিকায়াঃ বৃত্তেঃ অনুশীলনে ইত্যর্থঃ হৃদি প্রজ্ঞানস্য উদয়ং ভবতি; 'ঈয়ুষীণাং' (গমনশীলানাং—সর্ব্বেষাং হৃদি ইতি যাবৎ) 'শশ্বতীনাং' (বহ্বীনাং, বহুবিধানাং) 'বিভাতীনাং' (জ্ঞানদীপ্তীনাং) 'উপমা' (উপমানভূতা) 'প্রথমা' (আদ্যা, কারণরূপা) 'ব্যশ্বৈৎ' (বিশেষেণ জ্ঞানকিরণং বিস্তারয়তি)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী জ্ঞানোন্মেষকং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ সর্ব্বেষাং হৃদি জ্ঞানস্য পরিবৃদ্ধিং করোতি। (১ম—১১৩সূ—১৫ঋ)॥

⁂

অথবা,

'উষাঃ' (জ্ঞানদায়িনী দেবী) 'পোষ্যা' (পোষণসমর্থা, জ্ঞানপুষ্টিকারিণী বা ইত্যর্থঃ) 'বার্য্যাণি' (অমূল্যধনানি—ভগবৎপ্রাপ্তিরূপাণি) 'আবহন্তী' (আনয়ন্তী) 'চেকিতানা' (অস্মাকং প্রজ্ঞানেত্রং উন্মীলয়িতুং) 'চিত্রং' (অত্যদ্ভুতং) 'কেতুং' (জ্ঞানরশ্মিং) 'কৃণুতে' (প্রকাশতে); 'ঈয়ুষীণাং' (গমনশীলানাং) 'শশ্বতীনাং' (বহ্বীনাং) 'বিভাতীনাং' (প্রকাশমানানাং দীপ্তীনাং) 'উপমা' (নির্ম্মাণকর্ত্রী) 'প্রথমা' (কারণীভূতা—উষা ইতি শেষঃ) 'ব্যশ্বৈৎ' (তেজোবৃদ্ধা আস্তে, পুঞ্জীভূততেজোরূপা তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—ইয়মেব উষা ভগবদ্দর্শনার্থং অস্মাকং জ্ঞানচক্ষুঃ সমুন্মীল্য জ্ঞানরশ্মিং বিতনুতে, তথা চ সর্ব্বাণি তেজাংসি প্রদীপ্য মূলীভূতা সতী আস্তে। (১ম—১১৩সূ—১৫ঋ)॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

পোষক অর্থাৎ পরিত্রাণ-সাধক ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ-রূপ বরণীয় ধন-সমূহ আনয়নকারিণী জ্ঞানদায়িনী দেবী, আমাদিগের প্রজ্ঞা-নেত্র উন্মীলিত করিবার জন্য অত্যদ্ভুত জ্ঞানরশ্মিকে প্রকাশ করেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর কৃপায় অর্থাৎ জ্ঞানোষিকা বৃত্তির অনুশীলনে হৃদয়ে প্রজ্ঞানের উদয় হয়); সকলের হৃদয়ে গমনশীল, বহু প্রকারে প্রকাশমান, জ্ঞানদীপ্তি-সমূহের উপমানভূতা আদ্যা উষা বিশেষপ্রকারে জ্ঞানকিরণ বিস্তার করেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী অর্থাৎ জ্ঞানোন্মেষক কর্ম্ম, সকলের হৃদয়ে জ্ঞানের পরিবৃদ্ধি করেন।)॥ (১ম—১১৩সূ—১৫)॥

⁂

অথবা,

জ্ঞানদায়িনী পোষণসমর্থা বা জ্ঞানপুষ্টিকারিণী উষা, ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ অমূল্য ধন আনয়ন করিয়া, আমাদের প্রজ্ঞা-নেত্র উন্মীলিত করিবার নিমিত্ত, অতি অদ্ভুত জ্ঞানরশ্মিকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। গমনশীল বহু প্রকাশমান দীপ্তিসকলের নির্ম্মাণকর্ত্রী কারণরূপা উষা, তেজোবৃদ্ধা হইয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ পুঞ্জীভূত তেজঃ-স্বরূপা হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। ( ভাব এই যে,—এই উষা ভগবদ্দর্শনের নিমিত্ত আমাদের জ্ঞানচক্ষুঃ সমুন্মীলিত করিয়া জ্ঞানরশ্মিকে বিস্তৃত করিতেছেন এবং নিখিল তেজকে প্রদীপ্ত করিয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া রহিয়াছেন। )॥ ( ১অ—১১৩সূ—১৫ঋ )॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

পোষ্যা যাবজ্জীবপোষণসমর্থানি বার্য্যাণি বরণীয়ানি ধনান্যাবহন্ত্যভ্যানয়ন্তী চেকিতানা সর্ব্বং জনং প্রজ্ঞাপয়ন্ত্যুষাশ্চিত্রং বিচিত্রমাশ্চর্য্যভূতং চায়নীয়ং বা কেতুং প্রজ্ঞাপকং রশ্মিং কৃৎস্নং জগৎপ্রকাশনসমর্থং কৃণুতে। আত্মনঃ প্রকাশাৎ কুরুতে। সৈয়েয়ুষীণাং গমনবতীনাং পূর্ব্বনিষ্পন্নানাং শশ্বতীনাং বহ্বীনামুষসামুপমা উপ সমীপে নির্ম্মিতোপমানভূতা বা বিভাতীনাং বিশেষেণ প্রকাশমানানামাগামিনীনামুষসাং প্রথমাদ্যা। এবম্ভূতোষা ব্যশ্বৈৎ। তেজসা প্রবৃদ্ধাসীৎ॥

পোষ্যা। পুষ পুষ্টৌ। পোষণং পোষঃ। ভাবে ঘঞ্। তত্র ভবানি। ভবে ছন্দসীতি যৎ। যতোহনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। বার্য্যাণি। বৃঙ্ সম্ভক্তৌ। ঋহলোর্ণ্যৎ। ঈড়বন্দবৃশংসদুহাং ণ্যত ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। চেকিতানা। কিত

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'পোষ্যা' যাবজ্জীবপোষণসমর্থ 'বার্য্যাণি' বরণীয় ধন-সকল 'আবহন্তী' আমাদিগের জন্য আনয়নকারিণী 'চেকিতানা' সকল জনকে প্রজ্ঞাপনকারিণী উষা 'চিত্রং' বিচিত্র আশ্চর্য্যভূত অথবা চায়নীয় 'কেতুং' প্রজ্ঞাপক রশ্মিকে সমস্ত জগৎপ্রকাশসমর্থ 'কৃণুতে' আত্মপ্রকাশ হইতে করিতেছেন। সেই উষা 'ঈয়ুষীণাং' গমনবতী পূর্ব্বনিষ্পন্ন 'শাশ্বতীনাং' বহু উষার 'উপমা' সমীপে নির্ম্মিতা অথবা উপমানভূতা 'বিভাতীনাং' বিশেষ-রূপে প্রকাশমানা আগমনকারিণী উষাগণের মধ্যে 'প্রথমা' আদ্যা। এবম্ভূতা 'উষাঃ' উষা 'ব্যশ্বৈৎ' তেজের দ্বারা প্রবৃদ্ধা হইয়াছেন।

পোষ্যা। পুষ-ধাতু পুষ্ট্যর্থক। পোষণ—এই অর্থে পোষ। ভাবে ঘঞ্। তত্র ভবানি। 'ভবে ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। 'যতোহনাব' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে শি-র লোপ। বার্য্যাণি। বৃঙ্-ধাতু সম্ভক্তি অর্থক। 'ঋহলোর্ণ্যৎ' ইত্যাদি সূত্রে ণ্যৎ প্রত্যয়। 'ঈড়বন্দবৃশংসদুহাং ণ্যত' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। চেকিতানা। কিত-

জ্ঞানে। অস্মাদ্যঙন্তাল্লটঃ। শানচ্। ছন্দস্যুভয়থেতি তস্যার্দ্ধধাতুকত্বাদতো লোপ যলোপৌ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ঈয়ুষীণাং। ইণ্ গতৌ। লিটঃ ক্বসুঃ। দ্বির্ভাবাদি। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। বসোঃ সম্প্রসারণং। ইণো যণিতি যণাদেশঃ। দীর্ঘ ইণঃ কিতীত্যভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। ঙীপ্ সুপৌ পিত্বাদনুদাত্তৌ। বিভাতীনাং। ভা দীপ্তৌ। অস্মাচ্ছত্রন্তাৎপূর্ব্ববৎ ঙীপ্। ঙাশ্ছন্দসি বহুলমিতি নাম উদাত্তত্বং। অশ্বৈৎ। টুওশ্বিগতিবৃদ্ধ্যোঃ। লঙি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। গুণে কৃতে ব্যত্যয়েনাত্বং ॥ ১৫ ॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে তৃতীয়ো বর্গঃ ॥ ১।৮।৩ ॥

## পঞ্চদশ ( ১২৩৫ ) ঋকের বিশদার্থ।

দুই প্রকার অন্বয়ে মন্ত্রটীর দুই প্রকার ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রথম প্রকারের ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা বোধগম্য হইবে।

এ ঋকের কয়েকটী পদ—কৌতুকপ্রদ ও বিশেষ আলোচ্য। তন্মধ্যে প্রথম—'পোষ্যা'। ভাষ্যকার-মতে 'পোষ্যা' এই পদ 'বার্য্যাণি' পদের বিশেষণের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষণ করিলে লিঙ্গ ও বিভক্তির ব্যত্যয় হয়। 'পোষ্যা'—এইপদ স্ত্রীলিঙ্গে পোষ্য-শব্দের একবচনে এবং বহুবচনেও হইতে পারে। 'বার্য্যাণি' পদ ক্লীবলিঙ্গের বহুবচনে। মীমাংসক-মতে প্রত্যেক বাক্যে উদ্দেশ্য-বিধেয় ভাব থাকিবার নিয়ম। "অনুবাদ্যমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ"—উদ্দেশ্য না বলিয়া বিধেয় বলিবে না। এই উদ্দেশ্য-বিধেয়ের

---

ধাতু জ্ঞানার্থ। ইহাতে যঙন্ত-হেতু লটে শানচ্। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে তাহার অর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু অতের ও য-এর লোপ। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। ঈয়ুষীণাং। ইণ্-ধাতু গত্যর্থক। লিটে ক্বসু। দ্বির্ভাবাদি। 'উগিতশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্। "বসোঃ সম্প্রসারণং" ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। 'ইণো যণ্' ইত্যাদি সূত্রে যণাদেশ। দীর্ঘ। 'ইণঃ কিতি' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের দীর্ঘত্ব। 'শাসিবসিঘসীনাং চ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। ঙীপ্ ও সুপের প-ইৎ হেতু অনুদাত্তত্ব। বিভাতীনাং। ভা-ধাতু দীপ্তি-অর্থক। ইহাতে শতৃ-অন্ত-হেতু পূর্ব্ববৎ ঙীপ্। 'ঙাশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে নামের উদাত্তত্ব। অশ্বৈৎ। টু এবং ওশ্বি-ধাতু গতি ও বৃদ্ধি অর্থক। লঙে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লুক্। গুণ করিলে ব্যত্যয় দ্বারা আত্ব। (১ম—১১৩সূ—১৫ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।৮।৩ ॥

প্রাধান্য হইলে, লিঙ্গ বা বিভক্তিব্যত্যয় দূষণীয় হয় না। এস্থলে তাহার কিছুই হয় নাই। এই নিরর্থক লিঙ্গ ও বিভক্তিব্যত্যয় অলঙ্কার-মতে দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

ঐ পোষ্যা পদ উষার বিশেষণ। 'আবহন্তী' ও 'চেকিতানা'— এই উভয় পদের সাহায্যবশতঃ 'পোষ্যা' পদ উষারই বিশেষণ। পোষ্যা অর্থে পোষণ-সমর্থা—যিনি আমাদিগকে পরিপুষ্ট করেন। এই পরিপোষণ লৌকিক জগতের ধন দিয়া হইতে পারে না। যিনি জ্ঞানদায়িনী, চৈতন্যময়ী; তিনি কি আর লৌকিক জগতের ধন দিয়া আমাদিগকে পরিপুষ্ট করেন? এখানকার লক্ষ্য—পারমার্থিক জগতের ধন নিশ্চয়ই। সে ধন জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য—যাহার দ্বারা ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে। মূলের 'বার্য্যাণি' 'আবহন্তী' এই দুই পদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই এই ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভগবদ্দর্শন ও সেই দর্শনের সহায়—জ্ঞান, প্রেম ও বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে, চক্ষুর দর্শন-শক্তি চাই। অন্তর্দ্দৃষ্টি না হইলে, কখনই ভ্রান্ত অমূলক ও বিপদের হেতুভূত এই বাহ্যদৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। মূলের 'চেকিতানা' পদ তাহারই দ্যোতক। 'চেকিতানা' পদের অর্থ—'অন্তর্দৃষ্টিং প্রদদানা' অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করিতে। অতএব, যিনি জ্ঞান প্রেম এবং বৈরাগ্যের দ্বারা আমাদের অন্তঃকরণকে পরিপুষ্ট করেন, যিনি হৃদয়মন্দিরে নিত্য বিরাজিত ভগবানকে দেখাইবার জন্য জ্ঞানরশ্মির দীপ্ত আঘাতে অন্তর্দ্দৃষ্টির কঠিন আবরণ উন্মুক্ত করেন; সেই করুণাময়ী জ্ঞানদায়িনী উষাই এ ঋকের প্রতিধ্বনি। তিনিই এ ঋকের প্রকৃষ্ট লক্ষ্য। তিনি এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের প্রকাশরূপ ও গমনশীল। অর্থাৎ, যাহা নিত্য বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে, রাত্রের ঘন তমিস্রা যাহাকে আবৃতপ্রায় করিতে পারে, যাহা জগতের সহিত বিলয়প্রাপ্ত হয়; তিনি, সেই নিত্যগমনশীল বা পরিবর্ত্তনশীল এই সূর্য্য-দীপ্তি বা অন্যান্য তেজঃপদার্থের নির্ম্মাণকর্ত্রী বা আধাররূপা। উপ-পূর্ব্বক সা-ধাতুর অর্থ এখানে নি-পূর্ব্বক সা-ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, যিনি নিখিল তেজঃপদার্থের উৎপাদয়িত্রী, যাঁহা হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির প্রকাশমান ধর্ম্ম-সমূহ অনিরত উৎপন্ন হইতেছে; তিনিই এই সর্ব্বাধারা সর্ব্বতেজোনিয়ন্ত্রী সর্ব্বমূলা

জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যময়ী উষা। তিনিই জীবজগতের সৃষ্টির কারণ; আবার, তিনিই জীবজগতের মুক্তির নিদান। ( ১ম—১১৩সূ—১৫ঋ ) ॥

### ষোড়শী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

উদীর্ধ্বং জীবো অসুর্ন আগাদপ
প্রাগাত্তম আ জ্যোতিরেতি।
আরৈক্ পন্থাং যাতবে সূর্য্যায়াগন্ম
যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ ॥ ১৬ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। ঈর্ধ্বং। জীবঃ। অসুঃ। নঃ। আ। অগাৎ। অপ।
প্র। অগাৎ। তমঃ। আ। জ্যোতিঃ। এতি।
অরৈক্। পন্থাং। যাতবে। সূর্য্যায়। অগন্ম।
যত্র। প্রঽতিরন্তে। আয়ুঃ ॥ ১৬ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'উদীর্ধ্বং' ( আলস্যং পরিত্যজ্য উদ্গচ্ছত ); পশ্যত—'নঃ' ( অস্মাকং ) 'জীবঃ' ( জীবাত্মা ) 'অসুঃ' ( প্রাণান ) 'আগাৎ' ( প্রাপ্তবান্, চেতনাং লব্ধবান্ ইত্যর্থঃ ), 'তমঃ' ( অজ্ঞানান্ধকারং ) 'প্রাগাৎ' ( অপক্রান্তং, দূরীভূতং ), 'জ্যোতিঃ' ( পরমাত্ম-জ্যোতিঃ ) 'এতি' ( আগচ্ছতি ), 'সূর্য্যায়' ( জ্ঞানসূর্য্যপ্রকাশায় ) 'পন্থাং' ( মার্গং ) 'অরৈক্'

(উন্মুক্তং উদ্ঘাটিতং); অতঃ—'যাতবে' (নিতান্তগন্তব্যে তস্মিন্ দেশে) 'অগন্ম' (গচ্ছামঃ); 'যত্র' (যস্মিন্, সমাধিলব্ধে স্থানে) 'আয়ুঃ' (অস্মাকং জীবনধারণরূপং আয়ুঃকালং) 'প্রতিরন্তে' (বর্দ্ধিতং ভবতি, ন ক্ষীণং ভবতি)। উদ্বোধনায়াঃ ভাবঃ—চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং জাগৃত, জ্ঞানপথস্য পথিকাঃ ভবত, মুক্তিঃ স্বয়মেব অধিগমিষ্যতি। (১ম—১১৩সূ—১৬ঋ)॥

⁂

## বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া উঠ; দেখ,—জীবাত্মা আমাদের প্রাণ পাইয়াছেন, অথবা চৈতন্যলাভ করিয়াছেন, অজ্ঞান-অন্ধকার অপক্রান্ত বা দূরীভূত হইয়াছে, পরমাত্ম-জ্যোতিঃ সমাগত হইয়াছে, জ্ঞান-সূর্য্যের প্রকাশের নিমিত্ত পথ উন্মুক্ত বা উদ্ঘাটিত হইয়াছে; চল নিতান্তগন্তব্য সেই দেশে আমরা গমন করি,—সমাধিলব্ধ যে স্থানে যাইলে আমাদিগের জীবনধারণরূপ আয়ুঃকাল বর্দ্ধিত হইবে; আর ক্ষীণ হইবে না। (উদ্বোধনার ভাব এই যে,—চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা জাগ্রৎ হও, জ্ঞান-পথের পথিক হও, মুক্তি আপনিই অধিগত হইবে।)॥ (১ম—১১৩সূ—১৬ঋ)

⁂

## সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মনুষ্যাঃ উদীর্ধ্বং শয়নং পরিত্যজ্যোদ্গচ্ছত। নোঽস্মাকমসুঃ শরীরস্য প্রেরয়িতা জীবা জীবাত্মাগাৎ আগতবান্। তমোঽপপ্রাগাৎ। অপক্রান্তং। উষসঃ প্রকাশে সতি সর্ব্বজীবব্যাপারযোগঃ পাঠান্তরে সর্ব্বজনীনব্যাপারযোগঃ তস্মাৎ পরমাত্মরূপতয়া স চ জীবস্তদেব জ্যোতিরেতি। আগচ্ছতি। সূর্য্যায় সূর্য্যস্য পন্থাং মার্গমারৈক্। বিবিক্তি করোতি। যাতবে গমনায়। তস্মিন্দেশেঽগন্ম গচ্ছামঃ অত্র যস্মিন্ দেশে আয়ুঃ। অন্ননামৈতৎ। অন্নং প্রতিরন্তে। প্রপূর্ব্বস্তিরতির্ব্বর্দ্ধনার্থঃ। উদারা-দানেন প্রবর্দ্ধয়ন্ত।

---

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মনুষ্যগণ! 'উদীর্ধ্বং' শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হও। 'নঃ' আমাদিগের 'অসুঃ' শরীরের প্রেরয়িতা 'জীবঃ' জীবাত্মা 'আগাৎ' আসিয়াছিলেন। 'তমঃ' অন্ধকার 'অপপ্রাগাৎ' অপক্রান্ত। উষার প্রকাশে (সর্ব্বজীবব্যাপারযোগ সর্ব্বজনীন ব্যাপারের যোগ)। সেই হেতু পরমাত্মারূপতার দ্বারা সেই 'জীবঃ' জীব এবং সেই-ই 'জ্যোতিঃ' জ্যোতিঃ 'এতি' আসিতেছে। 'সূর্য্যায়' সূর্য্যের 'পন্থাং' মার্গকে 'আরৈক্' বিবৃত করিতেছে। 'যাতবে' গমনের জন্য। সেই দেশে 'অগন্ম' আমরা যাই। 'যত্র' যে দেশে 'আয়ুঃ'। ইহা অন্নের নাম। অন্নকে 'প্রতিরন্তে'। প্র-পূর্ব্বক তির-ধাতু বর্দ্ধনার্থক। দানের দ্বারা প্রবর্দ্ধন করেন।

ঈর্ত্বং। ঈর গতৌ। আদাদিকোঽনুদাত্তেৎ। আইরেক্। রিচির্ বিরেচনে। লঙি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। গুণে ব্যত্যয়েনৈত্বং। পন্থাং। দ্বিতীয়ায়ামপিপথিমথ্যৃভুক্ষামাদিতি ব্যত্যয়েনাত্বং। আগন্ম। গমের্লঙি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। ম্বোশ্চেতি মকারস্য নকারঃ॥ (১ম—১১৩সূ—১৬ঋ)॥

• • •

## ষোড়শ (১২৩৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই উষা-প্রকরণে বলা হইয়াছে যে,—'উষা জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যময়ী পরাশক্তি।' ইনি কল্যাণকামা বিশ্বজননী। যেমন বেদ ত্রিবিধ; 'ত্রয়ী-বেদাঃ'—ঋক্, যজুঃ ও সাম; সেইরূপ এই জ্ঞানদায়িনী উষাও ত্রিবিধ। বেদ ইঁহাকে ত্রিমূর্ত্তি বলিয়াছেন। ব্রহ্ম-রূপা, বিষ্ণু-রূপা ও শিবরূপা। বেদ অখণ্ড, অনন্ত ও এক হইলেও, যেমন কর্ম্মজগতের জন্য বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন; সেইরূপ চিন্ময়ী জ্ঞানদায়িনী উষা এক ও অনন্ত হইলেও কার্য্যভেদে ভিন্নমূর্ত্তিতে প্রতীয়মান্ হইয়া থাকেন। বেদ-বিভাগের প্রথম সৃষ্টি—ঋগ্বেদ; দ্বিতীয়—যজুঃ; তৃতীয়—সাম। ঋগ্বেদ সৃষ্টি-জগতের প্রথম প্রভাত। এই ঋগ্বেদকে হস্তে লইয়া, অজ্ঞান-অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যরূপা উষা প্রভাতে সুপ্ত-জগতের শিয়রে দাঁড়াইয়া বলেন যে,—'উঠ, আমার প্রিয় সন্তানগণ! অজ্ঞান-নিশা চলিয়া গিয়াছে। ঐ দেখ! জ্ঞানের দীপ্ত আলোকের পবিত্র প্রভায় জগৎ উচ্ছুরিত, শয্যাত্যাগ কর; অলসনিদ্রা পরিহার করিয়া কর্ম্মজীবন লাভ কর।' এই উষার নাম—ব্রহ্ম-রূপা গায়ত্রী। 'প্রাতর্গায়ত্রীং কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়ে। হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং।' জ্ঞানদায়িনী উষা প্রাতঃকালে যে মূর্ত্তিতে সুপ্ত ব্রাহ্মণগণের শিয়রে দাঁড়াইয়া বলেন, তাঁহার নাম—ব্রহ্ম-রূপা গায়ত্রী। ইনি সৃষ্টির পূর্ব্বে অথবা দিবালোকের পূর্ব্বে কর্ম্মজগতের পূর্ব্ব

---

ঈর্ত্বং। ঈর্-ধাতু গত্যর্থক। অদাদিগণীয়। অনুদাত্ত। ইৎ-প্রত্যয়। আইরেক্। রিচির্-ধাতু বিরেচনার্থক। লঙে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। গুণবিষয়ে ব্যত্যয়হেতু ঐত্ব। পন্থাং। দ্বিতীয়াতেও 'পথিমথ্যৃভুক্ষামাৎ' ইত্যাদি সূত্রে ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্ব। অগন্ম। গম-ধাতু লঙে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লুক্। 'ম্বোশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ম-কারের স্থানে ন-কার হইয়াছে। (১ম—১১৩সূ—১৬ঋ)॥

অবস্থায় থাকেন বলিয়াই ইনি কুমারী; অর্থাৎ, এ মূর্ত্তিতে কর্ম্মচাঞ্চল্যের উন্মাদনা থাকে না বলিয়াই ইনি প্রশান্ত কুমারী-মূর্ত্তি। ইঁহার হাতে এই ঋগ্বেদ। এই ঋক্ তাহার সাক্ষ্য। তিনি ব্রহ্মরূপা। তিনি 'হংস'—এই অজপা জপের পূর্ণ অবস্থা 'সোঽহং তত্ত্বমসি'কে বাহন করেন; অর্থাৎ হংসের বিপরীত 'সোঽহং' তাঁহার আশ্রয়-স্থল। তিনি 'সোঽহং'এর উপর অবস্থিতা। তিনি কুশহস্তা। হৃদয়গগনের গাঢ় অজ্ঞান-অন্ধকারকে অপসারিত করিবার জন্যই কুশহস্তে প্রভাতের সময় আসিয়া উপস্থিত হন; এবং তিনি জ্ঞান-সূর্য্য-মণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞান-সূর্য্যের পবিত্র প্রভায় হৃদয়-গগনকে আলোকিত করেন। এ ঋক্ সেই মূর্ত্তির আহ্বানের কথাই বলিতেছেন। তিনি প্রবুদ্ধ করিয়া বলিতেছেন—তোমরা গন্তব্যের পূর্ণ লক্ষ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হও! অন্ধকারে আবৃত পথ আমি মুক্ত করিয়া দিতেছি। তোমরা আসিয়া আমাকে লাভ কর! তোমরা অমৃতের পুত্র! অজ্ঞান-অন্ধকারের জন্য তাহা দেখিতে পাও না! এইবার দেখ! 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—এই বাণী তোমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে,—'তোমরা অমৃতের পুত্র, অমৃত হও!' এই ঋকের আত্মোদ্বোধনাই উষার আহ্বান—জ্ঞানদায়িনী দেবতাই যেন চিত্তবৃত্তিসমূহকে জাগ্রৎ করিতেছেন॥ (১ম—১১সূ—১১৬ঋ)॥

---

## সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তদশী ঋক্।)

স্যূমনা বাচ উদিয়র্ত্তি বহ্নি স্তবানো রেভ

উষসো বিভাতীঃ।

অদ্যা তদুচ্ছ গৃণতে মঘোন্যস্মে আয়ুর্নি

দিদীহি প্রজাবৎ॥ ১৭॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

সুমনা। বাচঃ। উৎ। ইয়র্ত্তি। বহ্নিঃ। স্তবানঃ। রেভঃ।

উষসঃ। বিভাতীঃ।

অদ্য। তৎ। উচ্ছ। গৃণতে। মঘোনি। অস্মে ইতি। আয়ুঃ। নি।

দিদীহি প্রজাঽবৎ ॥ ১৭ ॥

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রেভঃ' (নির্ম্মলচিত্তঃ) 'বহ্নিঃ' (সন্মার্গে মোক্ষপথে বা সংবাহকঃ, উপাসনাশীল অগ্নিপ্রতিম ব্রহ্মচারী) 'বিভাতীঃ' (জ্ঞানপ্রদায়িনীঃ) 'উষসঃ' (চৈতন্যরূপা উষাঃ, জ্ঞানদায়িনীঃ বৃত্তীন্) 'স্তবানঃ' (স্তোতুং, অনুসরণনিমিত্তং ইত্যর্থঃ) 'সুমনা' (সুমঙ্গলং) 'বাচঃ' (বাক্যং) 'উদিয়র্ত্তি' (কীর্ত্তয়তি); 'মঘোনি!' (হে পরমার্থদায়িনি দেবি) 'অদ্য' (ইদানীং, নিত্যং) 'গৃণতে' (প্রার্থনাং অনুসরণং বা কুর্ব্বতে) 'অস্মৈ' (মাদৃশায়) 'তদুচ্ছ' (অজ্ঞানান্ধকারনিরাসায় সমাগচ্ছ) 'প্রজাবৎ' (অমৃতবৎ) চ 'আয়ুঃ' (জীবনকালং) 'নিদিদীহি' (দেহি)। অয়ং ভাবঃ—হে পরমার্থদায়িনি উষে! অজ্ঞানং নিরাকৃত্য জীবনং অমৃতময়ং কুরু। (১ম—১১৩সূ—১৭ঋ)॥

### বঙ্গানুবাদ।

নির্ম্মলচিত্ত, সন্মার্গে বা মোক্ষপথে সংবাহক অর্থাৎ উপাসনাপরায়ণ অগ্নিতুল্য তেজস্বী ব্রহ্মচারী, জ্ঞানপ্রদায়িনী চৈতন্যরূপা উষাসকলকে স্তব করিবার জন্য—জ্ঞানদায়িনী বৃত্তিসমূহের অনুসরণ-জন্য,—সুমঙ্গল বাক্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; হে পরমার্থদায়িনি দেবি! প্রার্থনাকারী অনুসরণকারী এই আমার অজ্ঞান-অন্ধকার নিরস্ত করিবার জন্য, নিত্যকাল উপস্থিত হউন এবং অমৃতবৎ জীবন প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—হে পরমার্থদায়িনি উষে! অজ্ঞান নিরাকৃত করিয়া জীবনকে অমৃতময় করুন।) ॥ (১ম—১১৩সূ—১৭ঋ)॥

* * *

## সায়ণভাষ্যং।

বহ্নিঃ স্তোত্রাণাং বোঢ়া রেভঃ। স্তোতৃনামৈতৎ। স্তোতোষসো বিভাতীস্তমসোঽপনোদনেন প্রকাশমানা উষো দেবতা স্তবানঃ স্তবন্ বাচো বেদরূপায়াঃ সম্বন্ধীনি স্যূমনা স্যূমান্যনুস্যূতানি সন্ততান্যুক্থান্যুদিয়র্ত্তি। উদ্গময়তি। উচ্চারয়তি। অতো হে মঘোনি মঘবত্যুষঃ। অদ্যাস্মিন্ সময়ে গৃণতে স্তুবতে তস্মৈ পুরুষায় তদুচ্ছ। বৃষ্টিনিরোধকতয়া প্রসিদ্ধং নৈশং তমো বিবাসয়। বর্জ্জয়। অস্মে অস্মভ্যং চ প্রজাবৎ প্রজাভিঃ পুত্রপৌত্রাদিভির্যুক্তমায়ুরন্নং নিদিদীহি। নিতরাং প্রকাশয়। দীদেতীশ্ছান্দসো: দীপ্তিকর্ম্মা। প্রযচ্ছেত্যর্থঃ।

স্যূমনা। ষিবু তন্তুসন্তানে। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি দৃশিগ্রহণস্য সর্ব্বোপাধিব্যভিচারার্থত্বাৎ কর্ম্মণি মনিন্। চ্ছ্বোঃ শূতিতূট্। আঙ্যাজয়ারাঞ্চোপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরাঙাদেশঃ। যদ্বা ঔণাদিকো ভাবে মক্। পামাদিলক্ষণো মত্বর্থীয়ো নঃ। বন্ধনযুক্তানীত্যর্থঃ। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। বাচঃ। সাবেকাচ ইতি ভস উদাত্তত্বং। ইয়র্ত্তি। ঋ গতৌ। জৌহোত্যাদিকঃ। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চেত্যভ্যাসস্যেত্বং। স্তবানঃ। ষ্টুঞ্ স্তুতৌ। শানচ্যাদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। তস্য ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বেন ঙিত্বাভাবাৎ গুণাবাদেশৌ। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। বিভাতীঃ। শতুরনুমো নদ্যজাদী ইতি ঙীপ

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বহ্নিঃ' স্তোত্র-সমূহের বোঢ়া 'রেভঃ'। ইহা স্তোতার নাম। স্তোতা 'উষসঃ বিভাতীঃ' অন্ধকার অপনোদনের দ্বারা প্রকাশমান উষাদেবতাগণকে 'স্তবানঃ' স্তব করিতে করিতে, 'বাচঃ' বেদরূপের সম্বন্ধিনী 'স্যূমনা' (স্যূমানি) অনুস্যূত ও সন্তত উক্থসমূহকে 'উদিয়র্ত্তি' উদ্গত অর্থাৎ উচ্চারিত করিতেছেন। অতএব হে 'মঘোনি' মঘবতি উষা। 'অদ্য' এই সময়ে 'গৃণতে' স্তবকারী সেই পুরুষের জন্য 'তদুচ্ছ' বৃষ্টিনিরোধকতা-হেতু প্রসিদ্ধ নৈশ অন্ধকারকে বিবাসন করুন। বর্জ্জন করুন। 'অস্মে' এবং আমাদিগের জন্য 'প্রজাবৎ' প্রজাসমূহের দ্বারা—পুত্রপৌত্রাদির দ্বারা যুক্ত 'আয়ুঃ' অন্নকে 'নিদিদীহি' নিরন্তর প্রকাশ করুন। দীদেতিঃ—এই পদ ছান্দস, দীপ্তিকর্ম্ম অর্থ প্রকাশ করে। দান করুন—ইহাই অর্থ॥

স্যূমনা। ষিবু-ধাতু তন্তু সন্তানার্থক। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে দৃশি-গ্রহণের সর্ব্বোপাধিব্যভিচারার্থ হেতু কর্ম্মবাচ্যে মনিন্-প্রত্যয়। 'ছ্বো স্মাট্' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উঠ্-প্রত্যয়। আঙে 'অয়ারাঞ্চোপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির স্থানে আঙ্ আদেশ অথবা, ঔণাদিক ভাবে মক্-প্রত্যয়। পামাদিলক্ষণ। মত্বর্থীয় ন-প্রত্যয়। বন্ধনযুক্ত ইতার্থক। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে শি-প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে। ব্যত্যয়ের দ্বারা আদ্যুদাত্তত্ব। বাচঃ। 'সবেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে ভস্-প্রত্যয় ও উদাত্তত্ব। ইয়র্ত্তি। ঋ-ধাতু গতার্থক। জুহোত্যাদিগণীয়। 'ঋর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের স্থানে ইত্ব হইয়াছে। স্তবানঃ। ষ্টুঞ্-ধাতু স্তুতার্থক। শানচে অদাদিত্ব-হেতু শপের লুক্। তাহার 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু ঙিত্ত্বের অভাব হওয়ায়, গুণবয়ের আদেশ হইয়াছে। ব্যত্যয়ের দ্বারা আদ্যুদাত্তত্ব। বিভাতীঃ। 'শতুরনুমো নদ্যজাদী' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্-প্রত্যয় ও উদাত্তত্ব।

উদাত্তত্বং। গৃণতে। গৄ শব্দে। ক্রৈয্যাদিকঃ। প্বাদীনাং হ্রস্বঃ। পূর্ব্বোক্তেন সূত্রেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অশ্মৈ। সুপাং সুলুগিতি চতুর্থ্যাঃ শে আদেশঃ। (১ম—১১৩সূ—১৭ঋ)॥

## সপ্তদশ (১২৩৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থে—'স্তোত্রবাহক স্তবকারী জ্যোতির্ম্ময়ী উষার স্তব করিয়া বেদবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন'—ইত্যাদি ভাব পরিদৃষ্ট হয়। ঋকে অগ্নি শব্দের—'স্তোত্রবাহক স্তবকারী' অর্থ গ্রহণ করা অপেক্ষা 'অগ্নিতুল্য ব্রহ্মচর্য্যশীল উপাসক'—এবম্বিধ ভাবেই অর্থের গৌরব রক্ষা হয় বলিয়া বিবেচিত হয়। অগ্নি আর কেমন করিয়া স্তব করিবে? অগ্নিই বা স্তব করিবে কেন? অগ্নি—সাক্ষাৎ জ্ঞান! এই জ্ঞান-অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে সাধকের কামনা-বাসনা ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নির যেমন তেজঃ ও কার্য্য, সাধক যদি অগ্নির মত তেজস্বী হইয়া কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকটে জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যরূপা উষা সমাগত হন। সুতরাং, অগ্নি অর্থে সামান্য বহ্নি বা স্তবকারী বলিলে অর্থ-প্রতীতি হইতেই পারে না; পরন্তু মর্য্যাদাহানি হইয়া পড়ে। অগ্নির বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে—'রেভঃ' অর্থাৎ 'অতি নির্ম্মল।' এই অতি নির্ম্মল অর্থে শব্দের সার্থকতা রক্ষা হওয়াও সুকঠিন হইয়া যায়। এই জন্য এখানে 'নির্ম্মলচিত্ত উপাসনাশীল ব্রহ্মচর্য্যপর সাধক' অর্থ সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। এরূপ সাধক হইলে আর পরমার্থ-লাভে বিলম্ব থাকে না। জ্ঞানদায়িনী কল্যাণকামা উষা সত্বর আসিয়া তাঁহাকে অমৃতের অধিকারী করিয়া দেন। ইহার মর্ম্ম এই যে,—নির্ম্মলচিত্ত অগ্নিতুল্য তেজস্বী সাধক এই পবিত্র ঋগ্বেদীয় গাথার দ্বারা যখন চৈতন্যময়ী জ্ঞানদায়িনী উষাকে আহ্বান করেন, তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হওয়ায় ও বাসনা-কামনা ভস্মীভূত হওয়ায়, তখনই তাঁহার সেই বৈরাগ্যপূত হৃদয়ে আসিয়া চৈতন্যময়ী জ্ঞানদায়িনী উষা

---

গৃণতে। গৄ-ধাতু শব্দার্থক। ক্র্যাদিগণীয়। 'প্বাদীনাং হ্রস্ব' এই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব। অশ্মৈ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে চতুর্থীর স্থানে শে আদেশ হইয়াছে। (১ম—১১৩সূ—১৭ঋ)॥

আবির্ভূত হয়েন, এবং সেই সাধককে অমৃতের অধিকারী করেন। চিত্তশুদ্ধি করিয়া কায়মনঃপ্রাণে জ্ঞানদায়িনী দেবীর আরাধনা করিতে পারিলেই, তিনি উপাসনাকারীর হৃদয়ে নির্ম্মল দীপ্ত জ্ঞানালোকের সঞ্চার করেন। জ্ঞানপ্রদায়িনী দেবীর এবম্বিধ মাহাত্ম্যবর্ণনাই এই ঋকের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া আমরা মনে করি। ( ১ম—১১৩সূ—১৭ঋ ) ॥

## অষ্টাদশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টাদশী ঋক্। )

যা গোমতীরুষসঃ সর্ব্ববীরা ব্যুচ্ছন্তি
দাশুষে মর্ত্ত্যায়।
বায়োরিব সূনৃতানামুদর্কে তা অশ্বদা
অশ্ববৎ সোমসুত্বা ॥ ১৮ ॥

* * *

### পদ-বিশ্লেষণং।

যাঃ। গোঽমতীঃ। উষসঃ। সর্ব্বঽবীরাঃ। বিঽউচ্ছন্তি।
দাশুষে মর্ত্ত্যায়।
বায়োঃঽইব। সূনৃতানাং। উৎঽঅর্কে। তাঃ অশ্বঽদাঃ।
অশ্বঽবৎ। সোমঽসুত্বা ॥ ১৮ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সর্ব্ববীরাঃ' ( বীরসাধকজনুসেবিতাঃ ) 'যাঃ' ( জ্ঞানদায়িন্যঃ ) 'উষসঃ' ( চৈতন্যরূপাঃ উষাঃ, সদ্বৃত্তয়ঃ ইতি ভাবঃ ) 'দাশুষে' ( ত্যাগশীলসন্ন্যাসিনে ) 'মর্ত্ত্যায়' ( মনুষ্যায় ) 'গোমতীঃ' ( ব্রহ্মজ্ঞানরূপা বিদ্যাঃ ) 'ব্যুচ্ছন্তি' ( প্রদদতি ), 'তাঃ' ( জ্ঞানচৈতন্যরূপাঃ ) 'অশ্বদাঃ' ( জ্ঞানকিরণদায়িনী দেবীন্ ) 'সূনৃতানাং' ( সত্যানাং ) 'উদর্কে' ( পারসমাপ্তৌ, সাধনায় ) 'সোমসুত্বা' ( অমৃতাস্বাদকারী সাধক ইতি শেষঃ ) 'বায়োরিব' ( বায়ুবৎ শীঘ্রং ) 'অশ্নবৎ' ( পরিপ্রাপ্নোতি )। অয়ং ভাবঃ—যা উষসঃ ত্যাগশীলায় সন্ন্যাসিনে ব্রহ্মবিদ্যাং প্রদদতি, তা এব উষসঃ অমৃতাস্বাদকারী পুরুষঃ সত্বরং প্রাপ্নোতি। ( ১ম - ১১৩সূ—১৮ঋ )॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

বীরসাধকগণের দ্বারা সুসেবিত যে সকল জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যরূপা উষা ( সদ্বৃত্তিসমূহ ) ত্যাগশীল সন্ন্যাসী মনুষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বিদ্যা প্রদান করেন, সেই জ্ঞানচৈতন্যরূপা জ্ঞানকিরণদায়িনী দেবীগণকে সত্যসমূহের সাধনের নিমিত্ত অমৃতাস্বাদকারী সাধক বায়ুবৎ শীঘ্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ( ভাব এই যে,—যে সকল উষা ত্যাগশীল সন্ন্যাসীকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন, সেই সকল উষাকেই অমৃতাস্বাদকারী পুরুষ সত্বর পাইয়া থাকেন। )॥ ( ১ম—১১৩সূ—১৮ঋ )॥

• • •

### সায়ণ-ভাষ্যং।

দাশুষে হবীংষি দত্তবতে মর্ত্ত্যায় মনুষ্যায় যজমানায় গোমতীর্গোমত্যো বহুভির্গোভির্যুক্তাঃ সর্ব্ববীরাঃ সর্ব্বৈঃ শরণসমর্থৈঃ বীরৈঃ শূরৈর্যুক্তা যা উষসো ব্যুচ্ছন্তি। তমো বর্জ্জয়ন্তী। বায়োরিব বায়ুবচ্ছীঘ্রং বর্ত্তমানানাং সূনৃতানাং স্তুতিরূপাণাং বাচামুদর্কে সমাপ্তৌ। অশ্বদা অশ্বানাং দাত্রীস্তা উষসঃ সোমসুত্বা সোমানামভিষোতা যজমানোঽশ্নবৎ। ব্যাপ্নোতু।

দাশুষে। দাশৃ দানে।. দাশ্বান্ সাহ্বানিতি ক্বসুপ্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। চতুর্থ্যেকবচনে

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দাশুষে' হবিঃসমূহ দানকারী 'মর্ত্ত্যায়' যজমান মনুষ্যের জন্য 'গোমতীঃ' ( গোমত্যঃ ) বহু গাভীর দ্বারা যুক্ত, 'সর্ব্ববীরাঃ' শরণসমর্থ বীর-সমূহের দ্বারা যুক্ত 'যাঃ উষসঃ ব্যুচ্ছন্তি' যে উষাগণ তমঃ বর্জ্জন করেন; 'বায়োরিব' বায়ুবৎ শীঘ্র বর্ত্তমান 'সূনৃতানাং' স্তুতিরূপ বাক্য-সমূহের 'উদর্কে' সমাপ্তি হইলে, অশ্বদাঃ' অশ্ব-সমূহের দাত্রী 'তাঃ' সেই উষাগণকে 'সোমসুত্বা' সোমসমূহের অভিষোতা যজমান 'অশ্নবং' ব্যাপ্ত করুন।

দাশুষে। দাশৃ-ধাতু দানার্থক। 'দাশ্বান্ সাহ্বান্' ইত্যাদি সূত্রে ক্বসু-প্রত্যয়ান্ত, নিপাতনে সিদ্ধ। চতুর্থীর একবচনে 'বসোঃ সম্প্রসারণং' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। 'শাসিবসিঘসীনাং

বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং। শাসীবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। অশ্নবৎ। অশূ ব্যাপ্তৌ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। লেটোঽডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। সোমসুত্বা। যুঞ্ অভিষবে। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি ক্বনিপ্। হ্রস্বস্য পিতীতি তুক্। (১ম—১১৩সূ—১৮ঋ)॥

## অষ্টাদশ (১২৩৮) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যকার-মতে 'সর্ব্ববীরাঃ' ও 'গোমতীঃ' এই দুইটী পদ উষার বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তদনুসারে ঐ দুই পদের অর্থ—'বীরত্ব ও গাভীবিশিষ্ট উষা' ইত্যাদি। উষা বীরত্ব ও গাভীবিশিষ্ট কিরূপে হইবেন? তাহার পর—'অশ্বদাঃ'। উষা কি অশ্ব দান করিতে পারেন? যদি তাহাই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও পূর্ব্বাপর ভাব-সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, এই দুই পদের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট 'সুনৃতানাং' ও 'উদর্কে' পদদ্বয় উপলক্ষে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'স্তুতিরূপ বাক্য-সকলের পরিসমাপ্তিতে। আমরাও এরূপ অর্থ পরিত্যাগ করি নাই; তবে, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ধরিতে পারিয়াছি এই মাত্র।

উষার সমাগমে নব-জাগরণে জাগরিত প্রাণিমাত্রেই কলকল করিয়া উঠে ও কর্ম্মজগতে অগ্রসর হয়; আর সেই উষা কিনা বাক্য সকলের নিবৃত্তি করিয়া দিবে? ইহা কি বিসদৃশ ও পূর্ব্বাপর অসামঞ্জস্য-মূলক অর্থ নহে? আমাদের মনে হয়,—ব্রহ্মজ্ঞান হইলে যখন পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একীভাব হয়, তখনই কর্ম্ম-কোলাহল থামিয়া যায়। সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি, মন, বুদ্ধি, চিত্ত-প্রভৃতি বিলয়-প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" যাহার পরিসীমা না পাইয়া মন বাক্য সকলেই ফিরিয়া আসে। সুতরাং, এই যে বাক্যের পরিসমাপ্তি হইলে বায়ুর গতির ন্যায় দ্রুতবেগে চৈতন্যময়ী জ্ঞানদায়িনী উষা আসিয়া বীর সাধককে অমৃতের আস্বাদ করাইয়া দেন, বাক্যের এ পরিসমাপ্তি কি ব্রহ্মজ্ঞানের পর বা নির্ব্বাণ-কৈবল্যের পর নহে? এই জন্য 'সর্ব্ববীরাঃ' ও 'অশ্বদাঃ' পদদ্বয় উষার বিশেষণ। 'সর্ব্ববীরাঃ'

---

চ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। অশ্নবৎ। অশূ-ধাতু ব্যাপ্ত্যর্থক। ব্যত্যয়-হেতু পরস্মৈপদ। লেটে অট্-আগম। 'ইতশ্চলোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইকার-লোপ। সোমসুত্বা। যুঞ্-ধাতু অভিষবার্থক। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে ক্বনিপ্-প্রত্যয়। 'হ্রস্বস্যপিতি' ইত্যাদি সূত্রে তুক্-প্রত্যয়। (১ম—১১৩সূ—১৮ঋ)।

পদে 'সর্ব্বৈঃ বীরৈঃ শরণযুক্তা' অর্থ ভাষ্যেও গৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু উহার অর্থ বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। ঐ পদের অর্থ সংস্কৃতেরই অনুরূপ হওয়া উচিত। 'সকল বীর-সাধকগণের দ্বারা শরণযুক্ত', অর্থাৎ বীর-সাধকগণের দ্বারা সুসেবিতা। স্মরণাতীত কাল হইতে বৈদিক সাধনা-প্রণালীর মধ্যে বীর-সাধকের স্থান উচ্চে। বীর-সাধক 'নেতি নেতি' করিয়া অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য ; এই বিচার করিতে করিতে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, ধ্যান-ধারণাদির দ্বারা ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করেন। আর সেই লাভের হেতু বা পথের সহায়—জ্ঞানদায়িনী উষা। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, ঐ সর্ব্ববীরাঃ পদটী উষার বিশেষণ। এতদনুসারে ভাষ্যকার 'অশ্বদা' পদেরও সার্থকতা রক্ষা হইতে পারে। এই সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋকে অশ্ব শব্দে 'ব্যাপনশীল স্বকীয় কিরণ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতেও, 'অশ্বং দদাতি' এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা 'ব্যাপনশীল স্বকীয় কিরণপ্রদায়িনী'—এইরূপ অর্থই দাঁড়ায়। আমরাও ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ভাষ্যকারের মতের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য কি করিয়া রক্ষা হইতে পারে? তাহার পর 'গোমতীঃ' পদ ভাষ্যকারের মতে 'উষসঃ' পদের বিশেষণ হইয়াছে ; কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? 'উষসঃ' পদটী প্রথমার বহুবচন ও কর্ত্তৃকারক। যদি উহার বিশেষণ হইত, তাহা হইলে 'গোমতয়ঃ' এইরূপ হইত। অতএব, 'গোমতীঃ' পদ 'উষসঃ' পদের বিশেষণ নহে। উহা দ্বিতীয়ার বহুবচনে আছে। উহার অর্থ—'ব্রহ্মরূপা মহাবিদ্যা।' উহার ব্যুৎপত্তি এই যে,—"গো' পৃথিবী যাঁহাতে আছে, তিনি গোমান্ ; তাহার স্ত্রীলিঙ্গে গোমতী।' অর্থাৎ, বিশ্বরক্ষয়িত্রী মহাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা।

বীর ত্যাগী সাধক যখন জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যময়ী উষাকে লাভ করিতে পারেন, তখন কর্ম্মকোলাহলের আপাত দৃশ্যমান এই ক্ষীণ শিখাটী নিভিয়া যায়, তিনি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হন ও অমৃতের আস্বাদ পাইয়া অমর হইয়া যান। ইহাই এ ঋক্ বুঝাইতেছেন। এই মহাভাবই এ ঋকের মধ্যে নিহিত ; এবং ইহাই মানব-জীবনের একমাত্র প্রাপ্য। (১ম—১১৩ সূ—১৮ঋ)॥

## একোনবিংশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং। একোনবিংশী ঋক্। )

মাতা দেবানামদিতেরনীকং যজ্ঞস্য
কেতুর্ব্বৃহতী বিভাহি।
প্রশস্তিকৃদ্ব্রহ্মণে নো ব্যুচ্ছা নো জনে
জনয় বিশ্ববারে॥ ১৯॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

মাতা। দেবানাম্। অদিতেঃ। অনীকং। যজ্ঞস্য।
কেতুঃ। বৃহতী। বি। ভাহি।
প্রশস্তিহকৃৎ। ব্রহ্মণে। নঃ। বি। উচ্ছ। আ। নঃ। জনে।
জনয়। বিশ্বহবারে॥ ১৯॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্ববারে' ( হে বিশ্ববরেণ্যে জ্ঞানদায়িনি উষে ইতি শেষঃ ) ত্বং 'দেবানাং' ( সত্ত্বভাবানাং ) 'মাতা' ( উৎপাদয়িত্রী জননী ) 'অদিতেঃ' ( অখণ্ডনীয়ায়াঃ চিত্তশুদ্ধেঃ ) 'অনীকং' ( কারণরূপা ) 'যজ্ঞস্য' ( সৎকর্ম্মণঃ, ব্রহ্মণঃ ) 'কেতুঃ' ( কেতয়িত্রী, জ্ঞাপয়িত্রী ); 'বৃহতী' ( মহতী, ব্যাপনশীলা সতী ) 'বিভাহি' ( বিভাতা ভব ); 'প্রশাস্তিকৃৎ' ( প্রশাস্তিদায়িনী সতী ত্বং ইতি শেষঃ ) 'নঃ' ( অস্মান্ ) 'ব্রহ্মণে' ( ব্রহ্মণঃ সমীপে ) 'ব্যুচ্ছ' ( প্রাপয়, উপস্থাপয় ), 'জনে' ( পুনর্জ্জন্মনে ) 'নো' ( নঃ ) 'আজনয়' ( প্রাদুর্ভাবয় ); যদ্বা,—'জনে' ( জীববিষয়ে, জীবহিতসাধনায় ইত্যর্থঃ ) 'নঃ' ( অস্মাকং—চিত্তবৃত্তি ইতি যাবৎ ) 'আজনয়' ( উৎপাদয়

প্রবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ )। অয়ং ভাবঃ—হে বিশ্ববরেণ্যে জ্ঞানদায়িনি উষে! ত্বং সত্ত্বভাবৈঃ চিত্তশুদ্ধিং সম্পাদ্য অস্মান্ ব্রহ্মত্বং প্রাপয়, শান্তিং প্রদেহি; অস্মাকং পুনর্জ্জন্ম মা ভূৎ, অথবা জীবহিত-সাধনায় অস্মান্ নিযোজয়। ( ১ম—১১৩সূ—১৯ঋ ) ॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানদায়িনি উষে! তুমি সত্ত্বভাবসকলের উৎপাদনকারিণী জননী, অখণ্ডনীয় চিত্তশুদ্ধির কারণরূপা, সৎকর্ম্মের—ব্রহ্মের জ্ঞাপয়িত্রী; মহতী অর্থাৎ ব্যাপনশীলা হইয়া, তুমি বিভাত হও; শান্তিদায়িনী হইয়া আমাদিগকে ব্রহ্মের নিকটে লইয়া চল; পুনর্জন্ম উৎপন্ন করিও না; অথবা,—জীব-বিষয়ে অর্থাৎ জীবহিত-সাধনের নিমিত্ত আমাদিগের চিত্ত-বৃত্তিকে উৎপন্ন প্রবুদ্ধ কর। ( ভাব এই যে,—হে বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানদায়িনি উষে! তুমি সত্ত্বভাবসকলের দ্বারা চিত্তশুদ্ধিসম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত করাও, শান্তি প্রদান কর; যেন আর পুনর্জন্ম না হয়; অথবা, জীবহিত-সাধনায় আমাদিগকে নিয়োজিত কর। ) ॥ (১ম—১১৩সূ—১৯ঋ) ॥

• • •

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষস্ত্বং দেবানাং মাতা জননী। উষসি সর্ব্বে দেবাঃ স্তুত্যা প্রবোধ্যন্তে। অতঃ সা তজ্জননবতীত্যুচ্যতে। অতএবাদিতের্দেবানাং মাতুরনীকং প্রত্যনীকং প্রতিস্পর্দ্ধিনী ভবসীত্যর্থঃ। যদ্বা দীব্যন্তীতি দেবা রশ্ময়ঃ। তেষাং নির্ম্মাত্রী। অদিতেরখণ্ডনীয়ায়া ভূমেরনীকং মুখং। যথেন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বান্মুখং প্রকাশকং। এবমুষাঃ ভূমেঃ প্রকাশয়িত্রীত্যর্থঃ। যজ্ঞস্য কেতুঃ কেতয়িত্রী জ্ঞাপয়িত্রী বৃহতী মহতী সতী বিভাহি। প্রকাশস্ব। অপিচ। প্রশস্তিকৃৎ সম্যক্ স্তুতমিতি প্রশংসনং কুর্ব্বতী নোঽস্মদীয়ায় ব্রহ্মণে মন্ত্ররূপায় স্তোত্রায় ব্যুচ্ছ। বিবাসয়।

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষা! আপনি 'দেবানাং মাতা' দেবগণের জননী। প্রাতঃকালে সমস্ত দেবগণ স্তুতির দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েন। এই হেতু, তিনি ( উষা ) তাঁহাদিগের জননবতী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। অতএব আপনি 'অদিতেঃ' দেবগণের মাতার 'অনীকং' প্রত্যনীক অর্থাৎ প্রতিস্পর্দ্ধিনী; অথবা, দীব্যন্তি—এই অর্থে দেবাঃ পদে রশ্মিসমূহকে বুঝায়; তাহাদিগের নির্ম্মাত্রী। 'অদিতেঃ' অখণ্ডনীয় ভূমির 'অনীকং' মুখ। যেরূপ ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বহেতু মুখ-প্রকাশক, সেইরূপ উষা ভূমির প্রকাশয়িত্রী—ইহাই অর্থ। 'যজ্ঞস্য কেতুঃ' যজ্ঞের কেতয়িত্রী জ্ঞাপয়িত্রী 'বৃহতী' মহতী হইয়া 'বিভাহি' প্রকাশিত হউন। অপিচ, 'প্রশস্তিকৃৎ' ( সম্যক্স্তুতং —এই অর্থে প্রশংসনং ) প্রশংসা করিতে করিতে 'নঃ' আমাদিগের নিমিত্ত 'ব্রহ্মণে' মন্ত্ররূপ স্তোত্রের জন্য 'ব্যুচ্ছ' বিবাসন ( প্রকাশ ) করুন। তদনন্তর হে 'বিশ্ববারে' সকলের বরণীয়

তদনন্তরং হে বিশ্ববারে সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়ে উষো নোঽস্মান্ জনে জনপদে আজনয়। আভিমুখ্যেন প্রাদুর্ভাবয়। অবস্থাপয়েত্যর্থঃ ॥

বৃহতী। বৃহন্মহতীরুপসংখ্যানমিতি ঙীপ উদাত্তত্বং। প্রশস্তিকৃৎ। শংস্থু স্তুতৌ। ভাবে ক্তিন্। তিতুত্রেতীট্‌প্রতিষেধঃ। অনিদিতামিতি নলোপঃ। তস্মিন্ উপপদে করোতেঃ ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। জনয়ঃ। জনী প্রাদুর্ভাবে। ণিচ্যুপধা বৃদ্ধিঃ। জনীজৄষ্ ক্নসু-রঞ্জোমন্তাশ্চেতি মিত্ত্বে মিতাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং ॥ (১ম—১১৩সূ—১৯ঋ)॥

* * *

# ঊনবিংশ (১২৩৯) ঋকের বিশদার্থ।

সত্ত্বভাবের উদয় না হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে, শান্তি লাভ হয় না। শান্তিলাভ বা নির্ব্বাণ-কৈবল্য লাভ না হইলে, জন্মান্তর হইতে নিষ্কৃতি হয় না। এ ঋকে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে ইহার আভাসও পরিদৃষ্ট হয় না। এ ঋকে পর্য্যায়ক্রমে সাধনার ধারা ও সাধনার ফল নির্ণীত হইয়া পরিশেষে ব্রহ্মত্বলাভ ও জন্মান্তরের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভই প্রার্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক পদের দিকে লক্ষ্য করিলে এই অর্থই হৃদয়ঙ্গম হইবে। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়। জীব-ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান থাকে না। এই অভেদ বা অদ্বৈত অবস্থাই জীবের মুক্তি। এখানেই পরম শান্তি, এখানেই জগতের বিরাম। এ ঋক্ ইহাই অভিব্যক্ত করিতেছে যে,—'হে বিশ্ববরেণ্যে জ্ঞানদায়িনি উষে! তুমি সত্ত্বভাব-সকলের প্রচোদয়িত্রী, তুমি চিত্তশুদ্ধির হেতু, ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপাদিকা এবং তুমি মহতী হইতেও মহতী। তুমি আসিয়া হৃদয়-গগনকে উদ্ভাসিত কর, তুমি শান্তিদান কর, তুমি আমাদিগকে ব্রহ্মত্বের অধিকারী কর;

---

উষা! 'নঃ' আমাদিগকে 'জনে' জনপদে 'আজনয়' আভিমুখ্যে প্রাদুর্ভূত করুন অর্থাৎ অবস্থাপিত করুন।

বৃহতী। 'বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্‌ উদাত্তত্ব। প্রশস্তিকৃৎ। শংস্থু-ধাতু স্তুত্যর্থক। ভাবে ক্তিন্-প্রত্যয়। 'তিতুত্র' ইত্যাদি সূত্রে ইটের প্রতিষেধ। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি সূত্রে ন-লোপ। সেই উপপদযুক্ত কৃ-ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্-প্রত্যয়। জনয়। জনী-ধাতু প্রাদুর্ভাবার্থক। ণিচ হইয়া উপধার বৃদ্ধি। 'জনীজৄষ্ক্নসুরঞ্জো-মন্তাশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে মিত্ত্ব হইয়া 'মিতাং হ্রস্ব' ইত্যাদি সূত্রে হ্রস্বত্ব। (১ম—১১৩সূ—১৯ঋ)॥

যেন আর এ জ্বালা-জটিল সংসারে আসিয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যদি আসিতেই হয়, যেন জীবন্মুক্ত অবস্থায় জীবহিতে রত থাকিতে পারি।'

মন্ত্রান্তর্গত কোন্ পদের কিরূপ অর্থ সদ্ভাব-পরিগ্রহণে সঙ্গত হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় গৃহীত প্রতিবাক্যাদিতেই তাহা উপলব্ধ হইবে। (১ম—১১৩সূ—১৯ঋ)॥

* * *

## বিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশাধিকশততমং সূক্তং। বিংশ ঋক্।)

যচ্চিত্রমপ্ন উষসো বহন্তীজানায়
শশমানায় ভদ্রং।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ
সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ২০ ॥

∴

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। চিত্রং। অপ্নঃ। উষসঃ। বহন্তি। ঈজানায়।
শশমানায়। ভদ্রং।
তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাং। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ।
পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ ॥ ২০ ॥

∴

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষসঃ' (জ্ঞানদায়িন্যঃ চৈতন্যরূপা উষাঃ) 'যৎ' (যাদৃশং) 'চিত্রং' (অপূর্ব্বতমং) 'ভদ্রং' (মঙ্গলাত্মকং) 'অপ্নঃ' (নিতান্তপ্রাপ্যং পরমার্থধনং) 'ঈজানায়' (নিষ্কামকর্ম্মরতায়) 'শশমানায়' (উপাসকায় পুরুষায়) 'বহন্তি' (দদতি); 'তৎ' (তাদৃশং উষানুকম্পয়া ইত্যর্থঃ) 'মিত্রঃ' (মিত্রস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণদেবঃ) 'অদিতিঃ' (অখণ্ডনীয়ঃ অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ) 'সিন্ধুঃ' (স্যন্দনশীলঃ স্নেহকারুণ্যরূপঃ দেবঃ) 'পৃথিবী' (আশ্রয়দাতা ভূদেবঃ) 'উত' (অপিচ) 'দ্যৌঃ' (সত্ত্বনিলয়ঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'মমহন্তাং' (রক্ষন্তু); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—উষানুকম্পয়া সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং রক্ষকাঃ ভবন্তু॥ (১ম—১১৩সূ—২০ঋ)॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যরূপা উষা-সকল, যাদৃশ অপূর্ব্বতম মঙ্গলাত্মক নিতান্তপ্রাপ্য পরমার্থধন নিষ্কামকর্ম্মরত উপাসক পুরুষকে প্রদান করেন; সেইরূপ উষার অনুকম্পায় মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অখণ্ডনীয় অনন্তস্বরূপ অদিতিদেব, স্যন্দনশীল স্নেহকারুণ্যরূপ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেব এবং সত্ত্বনিলয় দ্যুঃ-দেব আমাদিগকে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—উষার অনুকম্পায় সকল দেবগণ আমাদিগের রক্ষক হউন।)॥ (১ম—১১৩সূ—২০ঋ)॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

চিত্রং চায়নীয়মপ্নঃ আপ্তব্যং যদ্ধনমুষসো বহন্তি। আনয়ন্তি। ততঃ ঈজানায় হবির্ভিরিষ্টবতে শশমানায় স্তুতিভিঃ সম্ভজমানায় পুরুষায় ভদ্রং ভজনীয়ং তদ্ভবতীতি শেষঃ। যদনেন সূক্তেনাস্মাভিঃ প্রার্থিতং তন্মিত্রাদয়ঃ ষট্দেবতা মমহন্তাং। পূজিতং কুর্ব্বন্তু।

অপ্নঃ। আপ্লৃ ব্যাপ্তৌ। আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াং হ্রস্বো নুট্ চ বেতি বহুলগ্রহণাদকর্ম্মাখ্যায়ামপ্যসুন্। ধাতোর্হ্রস্বো নুডাগমশ্চ। ঈজানায়। যজতেশ্ছন্দসি লিট্। লিটঃ কানজ্বা

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'চিত্রং' চায়নীয় 'অপ্নঃ' আপ্তব্য 'যৎ' যে ধন 'উষসো বহন্তি' উষাগণ আনয়ন করেন; এবং 'ঈজানায়' হবিঃ-সমূহের দ্বারা ইষ্টবান্ 'শশমানায়' স্তুতিসমূহের দ্বারা সম্ভজমান্ পুরুষের জন্য 'ভদ্রং' ভজনীয় হয়। যাহা আমাদিগের কর্ত্তৃক এই সূক্তের প্রার্থিত, 'তৎ' তাহা মিত্রাদি ছয়টী দেবতা 'মমহন্তাং' পূজিত করুন।

অপ্নঃ। আপ্লৃ-ধাতু ব্যাপ্ত্যর্থক। আপঃ পদ কর্ম্মাখ্যাতে 'হ্রস্বো নুট্ চ বা' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বহুল-গ্রহণহেতু অকর্ম্মাখ্য হইলেও অসুন-প্রত্যয়; ধাতুর হ্রস্ব ও নুট্ আগম। ঈজানায়। 'যজতি'র (যজ-ধাতুর) ছান্দস লিট্; 'লিটঃ কানজ্বা' ইত্যাদি সূত্রে কানচ্-প্রত্যয়।

ঘচিস্বপীত্যাদিনা সম্প্রসারণং। দ্বির্ব্বচনাদি। শশমানায়। শশ প্লুত গতৌ। তাচ্ছীলিকশ্চানশ্। তস্য লসার্ব্বধাতুকত্বাভাবাদদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকস্বরাভাবে চিৎস্বর এব শিষ্যতে ॥ ২০ ॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে চতুর্থো বর্গঃ ॥ ১।৮।৪।

* * *

## বিংশ (১২৪০) ঋকের বিশদার্থ।

এই উষা-প্রকরণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে উষার স্বরূপ, উষার কার্য্য, উষার আগমন প্রভৃতি নির্ণীত হইয়াছে। এ ঋকে, এই জ্ঞানদায়িনী উষা যে আমাদের মুক্তি দেন, এই চরম ফলটীর দৃঢ়ভাবে কীর্ত্তন করিয়া এই জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যময়ী উষার প্রকরণ পরিসমাপ্ত হইতেছে।

উষার নাম—জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যময়ী শক্তি। যেমন রাত্রির অবসানের ও দিবস-সমাগমের মধ্যবর্ত্তী স্থান—উষার; তেমনি অপ্রাকৃত বা অপার্থিব এই জ্ঞানচৈতন্যরূপা মহা-উষারও স্থান—অজ্ঞানবিনাশের পরে ও পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানের বা নির্ব্বাণকৈবল্যের অথবা নির্ব্বিকল্প সমাধির পূর্ব্বে। হৃদয় যখন স্বার্থহীন হয়, মর্ম্ম যখন প্রেমপূর্ণ হয়, চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হয়, মন যখন ত্যাগপূত হয়, প্রাণ যখন জ্ঞানোন্মত্ত হয়, তখনই জন্মজন্মান্তের সঞ্চিত ভ্রান্তিমূলা অজ্ঞানরূপিনী ঘন তমিস্রার অপগম, ও ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মানুভূতি অথবা ভগবদ্দর্শনরূপ পূর্ণ দিবালোকের প্রথম সুপ্রভাত! কল্যাণকামা মহা উষা জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি! চৈতন্যরূপা জননী আমাদিগকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দেন। আমরা সাধনাসঞ্চিত মহাশক্তি-প্রভাবে ও জ্ঞানদায়িনী মহা উষার করুণায় অজ্ঞানের বিনাশ এবং জ্ঞানের আবির্ভাব পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি; কিন্তু তাহার পর কিছুই বুঝিতে পারি না। মন এবং বুদ্ধি যে পর্য্যন্ত যাইতে পারে, সেই পর্য্যন্তই আমাদের বোধের সীমা। তাহার পরই অব্যক্ত।

---

'বচিস্বপি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সম্প্রসারণ। দ্বিবচনাদি। শশমানায়। শশ-ধাতু প্লুত-গত্যর্থক। তাচ্ছীলিক চানশ্-প্রত্যয়। তাহার লসার্ব্বধাতুকত্বের অভাবহেতু অৎ-উপদেশের জন্য লসার্ব্বধাতুকস্বরের অভাবে চিৎ-প্রত্যয়ের স্বরই অবশিষ্ট থাকে ॥ (১ম—১১৩সূ—২০ঋ) ॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।৮।৪ ॥

* * *

তথায় "নৈব বোধ্যং ন বোদ্ধা" বোধ্যও নাই, বোদ্ধাও নাই। জ্ঞানদায়িনী উষার কার্য্যও তাহাই। তিনি পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপলাভ পর্য্যন্ত থাকেন। তাহার পর তিনি আর থাকেন না; অর্থাৎ, সেখানে আর কোনও বোধ থাকে না। স্ব-স্বরূপ লাভ হইলে, আর দ্বিতীয় সত্ত্বার বোধ থাকিতেই পারে না। ধ্যান করিতেছেন যিনি, তিনি 'চৈতন্য'; যেহেতু, চৈতন্য-সত্ত্বাই আত্মসত্ত্বা। আবার, সেই চৈতন্য ধ্যান করিতেছেন—কাহার? "তিনিও চৈতন্য।" যেমন—গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা। সুতরাং ধ্যাতা চৈতন্যের ও ধ্যেয় চৈতন্যের যে ব্যবধানটুকু আপাত সংলক্ষিত হয়, ইহার বিনাশ হইলেই স্ব-স্বরূপ লাভ। এখানেই জীবজগতের বিরাম। জ্ঞানদায়িনী উষা ইহাই করিয়া দেন। এই উষাকে আমরা ভাবিতে পারি না, জানিতে পারি না, ধ্যানে আনিতে পারি না। বেদ সেই স্বরূপ বর্ণনা করিতেছে।

এ ঋক্ বলিতেছে—নিষ্কাম কর্ম্মের অনুশীলনে হৃদয় স্বার্থহীন ও ত্যাগপূত হইলে জ্ঞানদায়িনী উষা সেই হৃদয়ে আবির্ভূত হন ও ধীরে ধীরে ব্রহ্মজ্যোতির নিকটে পৌঁছাইয়া দেন। তখন আর কিছুই থাকে না। থাকে কেবল—আত্মানুভূতি। এই অবস্থার নাম—মুক্তি। ইহাই জীবনে বাঞ্ছনীয়। ইহার জন্যই জগৎ ক্রমমুক্তির দিকে ছুটিতেছে। এই মুক্তি স্বর্গের দেবতাও কামনা করেন। স্বর্গ ভোগভূমি—ত্যাগভূমি নহে। জ্ঞানগুরু আচার্য্য শঙ্কর ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"মানবজন্ম হি ত্যাগায় ন তু ভোগায়, ভোগজন্ম তু তির্য্যক্ যোনি।" মানবের জন্ম—ত্যাগের জন্য, উহা ভোগের জন্য নহে। ভোগজন্ম—শূকর শৃগাল প্রভৃতির। ত্যাগের জন্যই মানব প্রসিদ্ধ। এখানে ত্যাগের জন্যই মুক্তি সুলভ। দেবগণ মুক্তির জন্যই এখানে আবির্ভূত হন। এ ঋক্ ইহাই ব্যক্ত করিয়া মুক্তির সংবাদ দিয়া প্রকরণ শেষ করিল। এই জ্ঞানদায়িনী উষাই মুক্তিদানকারিণী। ইনিই মুক্তিরূপা। ইনি এ ঋকের উদ্দেশ্যা। ইনিই এ ঋকের প্রণম্যা ও স্মরণ্যা।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সূক্তের শেষ-ঋকের দ্বিতীয় চরণের অনুরূপ। ঐ চরণের পদাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অনন্ত-

স্বরূপ অদিতিদেব, স্নেহকারুণ্যাধার সিন্ধুদেব, আশ্রয়প্রদাতা ভূ-দেব এবং সত্ত্বনিলয় দ্যুঃ-দেবতা ( আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ) আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।'

উষার কৃপায়—জ্ঞানদায়িনী দেবীর সাহচর্য্যে—জ্ঞানোন্মেষিণী বৃত্তির অনুশীলনে মানুষ মুক্তি-পথের পথিক হইয়া থাকে। এই উষা-প্রকরণের একুশটী ঋকে সেই তত্ত্বই বিবৃত রহিয়াছে। ঋক্-সমূহের মুখ্য লক্ষ্য—প্রধান উপদেশ এই যে,—'মানুষ! যে কার্য্যে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়, যে কার্য্যে সদ্বৃত্তির পোষণ হয়, সেইরূপ কার্য্য করিয়া যাও; জ্ঞানোন্মেষিণী বৃত্তির সাহচর্য্যেই মোক্ষ তোমার অধিগত হইবে।' কোন্ কর্ম্মে শ্রেয়ঃ আছে—কোন্ কর্ম্ম ইষ্টপ্রদ—কোন্ কর্ম্ম মুক্তিপথের সহায়, জ্ঞানই আমাদিগকে তাহা বলিয়া দেয়। আবার, বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের প্রভাবে জ্ঞানের পরিবৃদ্ধি ঘটে। সৎকর্ম্মই জ্ঞানের পরিপোষক; আবার, জ্ঞানের দ্বারাই সৎকর্ম্মের সংসাধন হয়। উষাপ্রকরণে এই দুই তত্ত্ব বিশ্লেষিত দেখি। ( ১ম—১১৩সূ—২০ঋ )।

## চতুর্দ্দশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

ইমা রুদ্রায়েত্যেকাদশর্চং নবমং সূক্তং। কুৎসস্যার্ষং। দশম্যেকাদশ্যৌ ত্রিষ্টুভৌ। শিষ্টা নব জগত্যঃ। রুদ্রো দেবতা। তথা চানুক্রান্তং। ইমা একাদশরৌদ্রং দ্বিত্রিষ্টুবন্তমিতি। শূলগবাদিষু রুদ্রদেবত্যেষু কর্ম্মসু অনেন সূক্তেন দিগুপস্থেয়া। তথা চ সূত্রিতং। কদ্রুদ্রায়েমারুদ্রায়া তে পিতরিমা রুদ্রায় স্থিরধন্বন ইতি সর্ব্বরুদ্রযজ্ঞেষু দিশামুপস্থানমিতি।

---

## চতুর্দ্দশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ইমা রুদ্রায়' ইত্যাদি একাদশ ঋক্-বিশিষ্ট নবম সূক্ত। কুৎস ঋষি। দশম ও একাদশ ঋক্ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে; অবশিষ্ট নয়টী ঋক্ জগতী ছন্দে। রুদ্র দেবতা। এ বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে;—'ইমা একাদশ রৌদ্রং দ্বিত্রিষ্টুবন্তং' ইত্যাদি। রুদ্রদেবতাসম্বন্ধীয় শূলগবাদি এই সূক্তের দ্বারা দিক উপস্থান হয়। এ বিষয়ে সূত্রিত আছে,—'কদ্রুদায়েমারুদ্রায়া তে পিতরিমা রুদ্রায় স্থিরধন্বন ইতি সর্ব্বেষু রুদ্রযজ্ঞেষু দিশামুপস্থানং' ইত্যাদি।

⁂

ওঁ

# ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দ্দশাধিকশততমং সূক্তং। ষোড়শোঽনুবাকঃ। প্রথমোঽষ্টকঃ।
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চমষষ্ঠৌ বর্গৌ।

## চতুর্দ্দশাধিকশততমং সূক্তং।

রুদ্র-দেবতাত্মক এই সূক্তে এগারটি ঋক্ আছে। ইহার শেষ ঋকের ধ্রুবা—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সূক্তের শেষ ঋকের অনুরূপ।

রুদ্র-দেব বলিতে কি ভাব উপলব্ধ হয়, পূর্ব্বে আমরা তদ্বিষয় আলোচনা করিয়াছি। সূক্তে রুদ্র-দেবতার যে সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে দেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব সহসা বোধগম্য হয় না। প্রথম ঋকেই "কপর্দ্দিনে" পদ দৃষ্ট হয়। তাহা হইতে, তিনি যে জটাধারী ছিলেন—এইরূপ অর্থ প্রচলিত দেখি। কেহ বা এই জটা উপলক্ষে অগ্নির শিখা কল্পনা করিয়া রুদ্র-দেবতা বলিতে শিখী বা অগ্নি অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, এই সূত্রেই রুদ্র-দেব বলিতে জটাধারী শিবের মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়া থাকে। সুতরাং, রুদ্র-প্রকরণের রুদ্র-দেব যে কি বস্তু, ব্যাখ্যা-সমূহ দৃষ্টে তাহা উপলব্ধ হওয়া সুকঠিন। এইরূপ নবমী ঋকে "পিতঃ মরুতাং" পদদ্বয় দৃষ্ট হয়। তাহা হইতে এই রুদ্র-দেবতাকে মরুদ্গণের পিতা-রূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। এ পক্ষে তাঁহার স্বরূপ-বিষয়ে আর এক নূতন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। তার পর, আর একটী ঋকের (দশম ঋকের) প্রচলিত অর্থে দেখিতে পাই, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—"হে বীরগণের ক্ষয়কারক! তোমার কৃত গো-হত্যা মনুষ্য-হত্যা দূরে থাকুক, আমরা যেন তোমার দত্ত সুখ পাই।" এরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়া রুদ্র-দেবতাকে গোহত্যাকারী, নরহত্যাকারী দুর্দ্দান্ত মনুষ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাই কি স্বরূপ? অন্যান্য বিশেষণে আবার দেখি, তিনি সর্ব্বাভীষ্টসাধক, তিনি সকল সুখদাতা, তিনি দ্যুলোক-ভূলোক—উভয়ের স্বামী, তাঁহার অনুগ্রহ সুখকর ও কল্যাণপ্রদ। এইরূপ দুই পরস্পর বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষিত হইবে? ভাব-সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, বুঝিতে হইবে—শব্দার্থের বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। আমাদিগের ব্যাখ্যায় আমরা সেই বৈপরীত্যের নিরসন-পক্ষেই চেষ্টা পাইয়াছি।

প্রথমে মণ্ডলে ষোড়শানুবাকে চতুর্দশাধিকশততমং সূক্তং রুদ্রদেবতাত্মকং।
সর্ব্বেষু রুদ্রযজ্ঞেষু বিনিযুক্তং।

• • •

### প্রথমা ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দশাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্। )

ইমা রুদ্রায় ভবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায়
প্র ভরামহে মতীঃ।
যথা শমসদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং
গ্রামে অস্মিন্ননাতুরং ॥ ১ ॥

• • •

### পদ-বিশ্লেষণং।

ইমাঃ। রুদ্রায়। ভবসে। কপর্দিনে। ক্ষয়ৎবীরায়।
প্র। ভরামহে। মতীঃ।
যথা। শং। অসৎ। দ্বিপদে। চতুঃপদে। বিশ্বং। পুষ্টং।
গ্রামে। অস্মিন্। অনাতুরং ॥ ১ ॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ক্ষয়দ্বীরায়' ( সদ্ভাবজনকায় ) 'কপর্দিনে' ( ত্যাগশীলায় ) 'রুদ্রায়' ( সংসারদুঃখবিনাশকায় কঠোরমূর্ত্তিধরায় দেবায় ) 'ভবসে' ( অস্মাকং রক্ষণায় ) 'ইমাঃ' ( এতাঃ ) 'মতীঃ' ( স্তুতীঃ ) 'প্রভরামহে' ( কুর্ম্মঃ — বয়ং ইতি শেষঃ ) সর্ব্বথা অনুসরণায় সঙ্কল্পবদ্ধা ভবামঃ ইত্যর্থঃ ; 'যথা

(যেন প্রকারেণ) 'দ্বিপদে' (অস্মদীয়ানাং মনুষ্যানাং) 'চতুষ্পদে' (গবাশ্বপ্রভৃতীনাং) চ 'শং' (মঙ্গলং, আধিব্যাধিরোগাণাং উপশমনং) 'অসৎ' (ভবেৎ), তথা 'অস্মিন্' (এতস্মিন্) 'গ্রামে' (সংসারচক্রে) 'বিশ্বং' (বর্ত্তমানং জীবসকলং) 'অনাতুরং' (রোগশূন্যং) 'পুষ্টং' (প্রবৃদ্ধং চ ভবেৎ ইতি শেষঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে সংসারদুঃখবিনাশিন্ দেব! তুভ্যং বয়ং স্তুতীঃ কুর্ম্মঃ, ত্বং অস্মাকং মঙ্গলং কুরু; নিখিলবিশ্বং অনাতুরং ভবতু। (১ম—১১৪সূ—১ঋ)॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

সন্তাবজনক ত্যাগশীল সংসার-দুঃখ-বিনাশের নিমিত্ত কঠোরমূর্ত্তিধর দেবতাকে আমাদিগের রক্ষণের জন্য, এই সকল স্তুতি আমরা করিতেছি,—সর্ব্বথা অনুসরণ করিবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি; যাহাতে অস্মৎসদৃশ মনুষ্যসকলের এবং গো অশ্ব প্রভৃতি প্রাণিসকলের মঙ্গল অর্থাৎ আধি-ব্যাধি-রোগ-সমূহের উপশম হয়; আর, এই সংসার-চক্রে বর্ত্তমান জীবসকল রোগশূন্য ও প্রবৃদ্ধ হয়। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে সংসার-দুঃখ-বিনাশকারী দেব! তোমাকে আমরা স্তুতি করিতেছি, তুমি আমাদিগের মঙ্গল কর;—নিখিল বিশ্ব অনাতুর হউক।)॥ (১ম—১১৪সূ—১ঋ)॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

রুদ্রায়। রোদয়তি সর্ব্বমন্তকালে ইতি রুদ্রঃ। যদ্বা রুৎ সংসারাখ্যং দুঃখং তৎ দ্রাবয়তি অপগময়তি বিনাশয়তীতি রুদ্রঃ। যদ্বা রুতঃ শব্দরূপা উপনিষদঃ। তাভির্দ্রূয়তে গম্যতে প্রতিপাদ্যতে ইতি রুদ্রঃ। যদ্বা রুৎ শব্দাত্মিকা বাণী তৎপ্রতিপাদ্যাত্মবিদ্যা বা। তামুপাসকেভ্যো রাতি দদাতীতি রুদ্রঃ। যদ্বা রুণদ্ধ্যাবৃণোতীতি রুদন্ধকারাদি। তদ্দৃণাতি বিদারয়তীতি রুদ্রঃ। যদ্বা কদাচিদ্দেবাসুরসংগ্রামেঽগ্ন্যাত্মকো রুদ্রো দেবৈর্নিক্ষিপ্তং ধনমপহৃত্য

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'রুদ্রায়'। অন্তকালে সকলকে রোদন করান—এই অর্থে রুদ্র। অথবা, রুৎ-শব্দে সংসারাখ্য দুঃখ; তাহা দ্রাবয়তি অর্থাৎ অপগমন করান বিনাশ করান—এই অর্থে রুদ্র। অথবা, রুতঃ পদে শব্দ-রূপ উপনিষৎ-সমূহ; সেই সকলের দ্বারা 'দ্রূয়তে' অর্থাৎ গমিত হয়—প্রতিপাদিত হয়—এই অর্থে রুদ্র। অথবা, রুৎ-শব্দে শব্দাত্মিকা বাণী কিম্বা সেই প্রতিপাদ্য আত্মবিদ্যা; তাহা উপাসকগণকে 'রাতি' অর্থাৎ দান করে—এই অর্থে রুদ্র। অথবা, কোনও কালে দেবাসুর-সংগ্রামে অগ্ন্যাত্মক রুদ্র দেবগণ-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ধন অপহরণ করিয়া চলিয়া

নিরগাৎ। অসুরান্ জিত্বা দেবা এনমন্বিষ্য দৃষ্ট্বা ধনমহরন্। তদানীমরুদৎ। তস্মাৎ রুদ্র ইত্যাখ্যায়তে। তথা চ তৈত্তিরীয়কং—সোঽরোদীদ্যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি ( তৈ০ সং০ ১৫।১ )। তস্মৈ রুদ্রায় মতীর্মননীয়া ইমাঃ স্তুতীঃ প্রভরামহে। প্রকর্ষেণ নিষ্পাদয়ামঃ। কীদৃশায়। তবসে। প্রবৃদ্ধায়। কপর্দ্দিনে। জটিলায়। ক্ষয়দ্বীরায়। ক্ষয়ন্তো বিনশ্যন্তো বীরা যস্মিন্ তাদৃশায়। যদ্বা ক্ষয়তিরৈশ্বর্য্যকর্ম্মা। ক্ষয়ন্তঃ প্রাপ্তৈশ্বর্য্যা বীরা মরুদ্গণাঃ পুত্রা যস্য তস্মৈ। যথা যেন প্রকারেণ শং শমনীয়ানাং রোগাণামুপশমনং দ্বিপদেঽস্মদীয়ায় মনুষ্যায় চতুষ্পদে গবাশ্বপ্রভৃতয়ে চাসৎ ভবেৎ তেন প্রকারেণ স্তুতীঃ কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ। অতোঽস্মিন্নস্মদীয়ে গ্রামে বর্ত্তমানং বিশ্বং সর্ব্বং প্রাণিজাতমনাতুরং। আতুরাঃ রুগ্নাঃ। তৈঃ রহিতং সৎ পুষ্টং প্রবৃদ্ধং ভবতু।

রুদ্রায়। রোদের্ণিলুক্ চেতি রক্। তবসে। তবতির্বৃদ্ধ্যর্থঃ। সৌত্রো ধাতুঃ। ঔণাদিকোঽসিপ্রত্যয়ঃ। ক্ষয়দ্বীরায়। ক্ষি ক্ষয়ে। লটঃ শতৃ। ছন্দস্যুভয়থেতি শতুরার্দ্ধধাতুকত্বেনাছপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বাভাবে তস্যৈব স্বরঃ শিষ্যতে। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অসৎ। অস্ ভুবি। লেট্যডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। দ্বিপদে। দ্বৌ পাদাবস্য। সংখ্যাসুপূর্ব্বস্যেতি পাদশব্দস্যান্ত্যলোপঃ সমাসান্তঃ। চতুর্থ্যেকবচনে ভসংজ্ঞায়াং পাদঃ পদিতি পদ্ভাবঃ। একদেশবিকৃতস্যানন্যত্বাৎ দ্বিত্রিভ্যাং পাদ্দন্মূর্দ্ধসু বহুব্রীহাবিত্যুত্তর-

---

গিয়াছিলেন; ( অতঃপর ) দেবগণ, অসুরগণকে জয় করিয়া, ইঁহাকে অন্বেষণ করতঃ দেখিতে পাইয়া ( সেই ) ধন হরণ করেন; তখন ( ইনি ) রোদন করিয়াছিলেন; সেই জন্য রুদ্র বলিয়া খ্যাত হয়েন। এ বিষয় তৈত্তিরীয়কে আছে;—'সোঽরোদীদ্যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বং' ইত্যাদি; অর্থাৎ, তিনি রোদন করিয়াছিলেন; যেহেতু রোদন করিয়াছিলেন, সেই জন্যই রুদ্রের রুদ্রত্ব। সেই রুদ্রের জন্য 'মতীঃ' মননীয় 'ইমাঃ' স্তুতিসমূহ 'প্রভরামহে' প্রকৃষ্টরূপে নিষ্পাদন করিতেছি। কীদৃশ ( রুদ্রের জন্য )? প্রবৃদ্ধ 'কপর্দ্দিনে' জটিল 'ক্ষয়দ্বীরায়'—ক্ষয়ন্তঃ অর্থাৎ বীর সকল যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত হয় তাদৃশ; অথবা, ক্ষয়তিঃ পদ ঐশ্বর্য্যকর্ম্মার্থক; ক্ষয়ন্তঃ অর্থাৎ প্রাপ্তৈশ্বর্য্য বীরগণ—মরুদ্গণ যাঁহার পুত্র, তাঁহার জন্য। 'যথা' যে প্রকারে শংশমনীয় রোগসমূহের উপশমন 'দ্বিপদে' অস্মদীয় মনুষ্যের জন্য 'চতুষ্পদে' এবং গবাশ্ব প্রভৃতির জন্য 'অসৎ' হয়; সেই প্রকারে স্তুতিসমূহ করি—ইহাই অর্থ। অতএব 'অস্মিন্' আমাদিগের 'গ্রামে' গ্রামে বর্ত্তমান 'বিশ্বং' সকল প্রাণিজাত 'অনাতুরং' আতুরগণ রুগ্নগণ তাহাদিগের দ্বারা রহিত হইয়া 'পুষ্টং' প্রবৃদ্ধ হউক।

রুদ্রায়। 'রোদের্ণিলুক্ চ' ইত্যাদি সূত্রে রক্-প্রত্যয়। তবসে। তবতিঃ পদ বৃদ্ধ্যর্থক। সৌত্র-ধাতু। ঔণাদিক্ অসি-প্রত্যয়। ক্ষয়দ্বীরায়। ক্ষি-ধাতু ক্ষয়ার্থক। লটের উত্তর শতৃ-প্রত্যয়। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে শতৃ-প্রত্যয়ের আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু অৎ-উপদেশের জন্য লসার্ব্বধাতুকের অনুদাত্তাভাব-বশতঃ তাহারই স্বর অবশিষ্ট। বহুব্রীহি-সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। অসৎ। অস্-ধাতু হওয়া অর্থক। লেটে অট্-আগম। 'ইতশ্চ লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইকার লোপ। দ্বিপদে। দুইটী পদ উহার এই বাক্যে এই পদ হয়। 'সংখ্যাসু পূর্ব্বস্য' ইত্যাদি সূত্রে পাদ-শব্দের অন্ত্যলোপ সমাসান্ত। চতুর্থীর একবচনে ভ সংজ্ঞাতে 'পাদঃ পৎ' ইত্যাদি সূত্রে পদ্ভাব। একদেশবিকৃতির অনন্যত্ব-হেতু 'দ্বিত্রিভ্যাং

পদাদ্যুদাত্তত্বং। চতুষ্পদে। স্বরবর্জ্জং পূর্ব্ববৎ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পূর্ব্বপদং চ ত্রঃ সংখ্যায়া ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—১১৪সূ—১ঋ)॥

⁂

## প্রথম (১২৪১) ঋকের বিশদার্থ।

এই প্রকরণ—রুদ্রের। রুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া এ ঋকৃগুলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; অর্থাৎ এ ঋকৃগুলি রুদ্রাভিমুখী। ভাষ্যকার-মতে রুদ্র-শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'যিনি অন্তকালে জীবগণকে কর্ম্মফলের দ্বারা প্রপীড়িত করেন তিনি—রুদ্র।' 'যিনি উপাসকদিগকে আত্মবিদ্যা প্রদান করেন তিনি—রুদ্র।' 'যিনি অন্ধকারকে আবৃত করিয়া রাখেন তিনি—রুদ্র' ইত্যাদি। এ সকলের মধ্যেও মহাভাব রহিয়াছে। ভাষ্যকার অতি উচ্চ চিন্তা বা মহান্ লক্ষ্য করিয়া রুদ্র-শব্দের অর্থ ও এই রুদ্র-প্রকরণের পূর্ব্বাপর অর্থসঙ্গতি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রচলিত অর্থে—"মহান্ জটাধারী বীরধ্বংসী রুদ্রদেবকে এই সুললিত স্তোত্র-মন্ত্র অর্পণ করিতেছি। তাঁহার প্রসাদে দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রাণিগণ এবং গ্রামস্থ সকলে যেন নিরাময় হয়।"—এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বস্তুতঃ, প্রতি পদের দিকে লক্ষ্য করিলে, প্রচলিত অর্থে আস্থাহীন হইতে হয়।

প্রথমতঃ 'শং' পদ। উহার অর্থ—মঙ্গল। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন,—'উপশমনীয় রোগের বিনাশ।' এখানে জীবের উপশমনীয় রোগ কি? আমরা মনে করি, সে রোগ—আধি-ব্যাধি ও ত্রিতাপ; অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। এই রোগই জীবের নাশ্য। সুতরাং, এই 'শং' পদে আধি-ব্যাধি বা ত্রিতাপ অথবা সংসার-রোগের বিনাশকে দ্যোতনা করিতেছে। তাহার পর 'বিশ্বং' পদ। বিশ্ব-শব্দের অর্থ—সমগ্র প্রাণিজগৎ। সমগ্র জগতের কল্যাণ—আত্যন্তিক

---

পাদদন্মূর্দ্ধসু বহুব্রীহৌ' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব। চতুষ্পদে। পূর্ব্বের ন্যায় স্বরবর্জ্জিত। বহুব্রীহি-সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব পূর্ব্বপদও 'ত্রঃ সংখ্যায়াঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব॥ (১ম ১১৪সূ-১ঋ)।

দুঃখনিবৃত্তি। ইহাই প্রার্থনীয়। "সর্ব্বে কুশলিনঃ সন্তু, সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ, সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, ন কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ।" 'সকলে কুশলী হউক, সকলে নিরাময় হউক, সকলে মঙ্গল লাভ করুক, কেহ দুঃখ প্রাপ্ত না হউক।' এইরূপ অসঙ্কীর্ণহৃদয়ের নিঃসঙ্কোচ প্রার্থনাই—বিশ্বের মঙ্গল প্রার্থনা। এ ঋকে তাহাই ধ্বনিত হইয়াছে। অতঃপর 'কপর্দ্দিনে' পদ। ঐ পদে ভাষ্যে 'জটিলায়' অর্থাৎ 'জটাধারিণে পুরুষায়' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু জটিল-শব্দের অর্থ—'ব্রহ্মচারী ত্যাগী সন্নাসী' হওয়াই রূঢ়ি। এইরূপ অর্থ বহুত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তদনুসারে এই ঋকের মর্ম্ম দাঁড়ায় এই যে—'রুৎ সংসারাত্মকং দুঃখং দ্রাবয়তি অপগময়তি ইতি রুদ্রঃ।' সংসারাত্মক দুঃখকে যিনি বিনষ্ট করেন তিনিই—রুদ্র। সেই সংসার-দুঃখ-বিনাশকারী দেবকে লক্ষ্য করিয়া এ ঋক্ প্রবর্ত্তিত এবং সমগ্র রুদ্রপ্রকরণও তাহারই অনুগমন করিয়াছে।

এ ঋকের প্রার্থনা,—'হে সংসার-দুঃখ-বিনাশনকারী দেব। তোমাকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল স্তোত্র-মন্ত্র প্রধাবিত হইতেছে। তুমি সমগ্র জীব-জগতের আধি-ব্যাধি ও ত্রিতাপ অপহরণ কর; সমগ্র বিশ্ব পুলকিত ও অনাতুর হইয়া পরিপুষ্ট হউক। জগৎ দুঃখনিবৃত্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করুক। (১ম—১১৪সূ—১ঋ)॥

* * *

## মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

রুদ্রদেবত্যো পশৌ বপাপুরোডাশয়োর্ম্মৃলা নো রুদ্রেত্যাদিকে দ্বে অনুবাক্যে। তথা চ সূত্রিতং। মৃলা নো রুদ্রোত নো ময়স্কৃধীতি দ্বে আতেপিতর্ম্মরুতাং সুম্নমেতু। আ০ ৩।৫। ইতি॥

---

## মন্ত্র-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

রুদ্রদেবতা-সম্বন্ধীয় পশোর্ব্বপাপুরোডাশদ্বয়ে 'মৃলা নো রুদ্র' ইত্যাদি অনুবাক্যদ্বয়। এ বিষয়ে সূত্রিত আছে,—'মৃলা নো রুদ্রোত নো ময়স্কৃধীতি দ্বে আতেপিতর্ম্মরুতাং সুম্নমেতু' (আ০ ৩।৫) ইত্যাদি। সেই দুইয়ের আদি-সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্ কথিত হইতেছে॥

## দ্বিতীয়া ঋক্ ।

( প্রথমং মণ্ডলং । চতুর্দ্দশাধিকশততমং সূক্তং । দ্বিতীয়া ঋক্ । )

মৃলা নো রুদ্রোত নো ময়স্কৃধি ক্ষয়দ্বীরায়

নমসা বিধেম তে ।

যচ্ছং চ যোশ্চ মনুরায়েজে পিতা তদশ্যাম

তব রুদ্র প্রণীতিষু ॥ ২ ॥

• • •

### পদ-বিশ্লেষণং ।

মৃল । নঃ । রুদ্র । উত । নঃ । ময়ঃ । কৃধি । ক্ষয়ৎ২বীরায় ।

নমসা । বিধেম । তে ।

যৎ । শং । চ । যোঃ । চ । মনুঃ । আ২য়েজে । পিতা । তৎ । অশ্যাম ।

তব । রুদ্র । প্র২নীতিষু ॥ ২ ॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'রুদ্র' ( সংসারদুঃখবিনাশায় কঠোরমূর্ত্তিধর হে দেব ! ) 'নঃ' ( অস্মভ্যং ) 'মৃল' ( মঙ্গলং প্রদদ ), 'উত' ( অপিচ ) 'নঃ' ( অস্মাকং ) 'ময়ঃ' ( দুঃখনিবৃত্তিং ) 'কৃধি' ( কুরু ); 'ক্ষয়দ্বীরায়' ( সদ্ভাবজনকায় ) 'তে' ( তুভ্যং ) 'নমসা' ( নমস্কারেণ, অনুসরণেন ইত্যর্থঃ ) 'বিধেম' ( পরিচরেম ) ; 'পিতা মনুঃ' ( লোকানাং উৎপাদকঃ আদিপুরুষঃ ) 'যৎ' ( যেন কারণেন ) 'শং' ( মঙ্গলং ) 'যোশ্চ' ( অভয়ং চ ) 'আয়েজে' ( প্রদদতি ) ; 'রুদ্র' ( সংসারদুঃখ-

বিনাশক হে দেব!). 'তব প্রণীতিষু' (তব মন্ত্রস্তুতিষু, অনুসরণেষু ইত্যর্থঃ) 'তৎ' (তৎকারণং) 'অশ্যাম' (প্রাপ্নুয়াম—অশ্নুয়াং ইতি যাবৎ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! যেন কারণেন দুঃখনিবৃত্তিং ভবতি তৎকারণং অস্মাসু ক্রিয়াশীলং ভবতু॥ (১ম—১১৪সূ—২ঋ)॥

∴

## বঙ্গানুবাদ।

সংসার-দুঃখ-বিনাশের জন্য কঠোরমূর্ত্তিধর হে দেব! আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন, এবং আমাদিগের দুঃখনিবৃত্তি করুন; সদ্ভাব-জনক আপনাকে নমস্কারের দ্বারা অর্থাৎ অনুসরণের দ্বারা যেন পরিচর্য্যা করি; লোক-সকলের উৎপাদক আদি-পুরুষ যে কারণে মঙ্গল এবং অভয় প্রদান করেন; সংসার-দুঃখ-বিনাশক হে দেব! আপনার মন্ত্রস্তুতিসমূহের মধ্যে অর্থাৎ অনুসরণের মধ্যে, সেই কারণ আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! যে কারণে দুঃখনিবৃত্তি হয়, সেই কারণ আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াশীল হউক।)॥ (১ম—১১৪সূ—২ঋ)॥

∴

## সায়ণ-ভাষ্যং।

হে রুদ্র নোঽস্মভ্যমস্মদর্থং মৃল। ত্বং সুখয়িতা ভব। উত অপিচ তদনন্তরং নোঽস্মাকং ময়ঃ সুখং কৃধি। কুরু। বয়ং চ ক্ষয়দ্বীরায় ক্ষয়িতসর্ব্ববীরং প্রাপ্তৈশ্বর্য্যৈর্মরুদ্ভির্যুক্তং বা তে ত্বাং নমসা হবির্লক্ষণেনান্নেন নমস্কারেণ বা বিধেম। পরিচরেম। বিধতিঃ পরিচরণকর্ম্মা। অপিচ। পিতোৎপাদকো মনুঃ স্বকীয়াভ্যঃ প্রজাভ্যঃ শং রোগাণাং শমনং যোশ্চ ভয়ানাং যাবনং চ যদেতদ্দ্বয়মায়েজে। দেবেভ্যঃ সকাশাৎ প্রাপ্য দত্তবান্। হে রুদ্র তব প্রণীতিষু প্রকৃষ্টনয়নেষু সৎসু তদ্দ্বয়মশ্যাম। ব্যাপ্নুয়াম॥

---

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'রুদ্র' রুদ্র! 'নঃ' আমাদিগের জন্য 'মৃল' (মৃড়) আপনি সুখয়িতা (সুখকারক) হউন। 'উত' অপিচ তদনন্তর 'নঃ' আমাদিগের 'ময়ঃ' সুখ 'কৃধি' করুন। এবং আমরা 'ক্ষয়দ্বীরায়' ক্ষয়িতসর্ব্ববীর অথবা প্রাপ্তৈশ্বর্য্য মরুদ্গণের দ্বারা যুক্ত 'তে' আপনাকে 'নমসা' হবির্লক্ষণ অন্নের দ্বারা অথবা নমস্কারের দ্বারা 'বিধেম' পরিচর্য্যা করি। বিধতিঃ পদ পরিচরণকর্ম্মার্থক। অপিচ 'পিতা' উৎপাদক 'মনুঃ' মনু স্বকীয় প্রজার জন্য 'শং' রোগসমূহের শমন (প্রতিকার) 'যোশ্চ' এবং ভয়সমূহের যাবন (নিরোধ) 'যৎ' এই দুই যাহা 'আয়েজে' দেবগণের সকাশ হইতে পাইয়া দান করিয়াছিলেন। হে রুদ্র! 'তব প্রণীতিষু' আপনার প্রকৃষ্ট নয়ন হইলে 'তৎ' সেই দুইটিকে 'অশ্যাম' বিশেষরূপে প্রাপ্ত হইব।

মৃল। মৃল সুখনে। তৌদাদিকঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। কৃধি। করোতের্লোটি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্ধিঃ। অতঃ কৃকমিতি ময়সো বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। ক্ষয়দ্বীরায়। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থী। বিধেম। বিধ বিধানে। তৌদাদিকঃ। আয়েজে। যজ দেবপূজাসঙ্গতিকরণদানেষু। লিটি সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ সম্প্রসারণাভাবে এত্বাভ্যাসলোপৌ। অশ্যাম। অশূ ব্যাপ্তৌ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। ২ ॥

# দ্বিতীয় ( ১২৪২ ) ঋকের বিশদার্থ।

এ জগতে যত রকমের দুঃখ আছে, তাহার মধ্যে সংসার-দুঃখই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার মত আর দ্বিতীয় দুঃখ নাই। সুখান্বেষী জীব-জগৎ অহরহঃ প্রধাবিত হইতেছে—কিসে সুখ পাইবে। কিন্তু এখানে ত আর সুখ মিলিবে না। প্রতিকর্ম্মই দুঃখমূল। অজ্ঞান জীব প্রতিমুহূর্ত্তে সুখের জন্য কর্ম্ম করিতেছে; কিন্তু পরক্ষণেই তত্তুল্য দুঃখ লাভ করিতেছে। দুঃখ এখানকার নিত্যসহচর। এই দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে 'রুদ্রের' উপাসনা করিতে হইবে। রুদ্র অর্থে—'রুৎ সংসারাখ্যং দুঃখং দ্রাবয়তি ধ্বংসী করোতি ইতি রুদ্রঃ'—যিনি সংসার-দুঃখকে সমূলে বিনষ্ট করিতে পারেন, তিনিই রুদ্র। সংসার-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে, এই রুদ্রদেবের উপাসনা করিতে হইবে। এ ঋক্ তাহাই প্রকাশ করিতেছে। ঋকের প্রার্থনা,—'হে সংসারদুঃখনিবারণকারী দেব! তুমি আমাদের মঙ্গল কর।'

---

মৃল। মৃল-ধাতু সুখনার্থক। তুদাদি-গণীয়। 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতা-সম্বন্ধীয় দীর্ঘত্ব। 'করোতি'র ( কৃ-ধাতুর ) লোটে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লুক্। 'শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে 'হি'র স্থানে ধি। তাহার পর 'কৃকমি' ইত্যাদি সূত্রে বিসর্জ্জনীয় ময়স্ শব্দের সত্ব। ক্ষয়দ্বীরায়। 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং' ইত্যাদি সূত্রে কর্ম্মের সম্প্রদানত্ব-হেতু চতুর্থী। বিধেম। বিধ-ধাতু বিধানার্থক। তুদাদিগণীয়। আয়েজে। যজ-ধাতু দেব-পূজা সঙ্গতিকরণ ও দানার্থক। লিটে সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির ( বিধ-ধাতুর ) অনিত্যত্ব-হেতু সম্প্রসারণের অভাব। এত্ব ও অভ্যাসের লোপ। অশ্যাং। অশূ-ধাতু ব্যাপ্ত্যর্থক। ব্যত্যয়-হেতু পরস্মৈপদ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লুক্॥ ২ ॥

* * *

এখানে 'মৃল' ( মৃড় ) এই পদটী মৃল-ধাতুর লোট্‌এর মধ্যম পুরুষের একবচনে আছে। এ-টী ক্রিয়াপদ। মৃল-পদ যখন বিশেষ্য বা কর্ত্তা হইয়া সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে রুদ্রকে বুঝাইবে,—তখন—'মৃলয়তি মঙ্গলং করোতি' এই বাক্যে কিপ্‌ প্রত্যয় করিয়া 'মৃল' পদ নিষ্পন্ন হইবে। এখানে উহা প্রার্থনাসূচক ক্রিয়াপদ হইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেব! তুমি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই দারুণ দুঃখ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর। তাপত্রয়ক্লিষ্ট জীবকুল বিশাল কর্ম্মপথে গমন করিতে করিতে এই দুঃখ-জরাসঙ্কুল সংসারকূপে পতিত হইয়াছে; তুমি উদ্ধার না করিলে আর কে উদ্ধার করিবে? তুমি এই নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে আমাদের পরিত্রাণ কর, এবং জীবনে শান্তি প্রদান কর। আমরা শান্তি লাভ করিয়া সকল দুঃখ হইতে, সকল দৈন্য হইতে, সকল অশান্তি হইতে, সকল আর্ত্তি হইতে, যেন নিষ্কৃতি পাই। যেন দুঃখের কবলে আর থাকিতে না হয়।' ( ১ম—১১৪সূ—২ঋ ) ॥

— ◦ —

### তৃতীয়া ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দ্দশাধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্। )

অশ্যাম তে সুমতিং দেবযজ্যয়া ক্ষয়দ্বীরস্য

তব রুদ্র মীঢ্বঃ।

সুম্নায়ন্নিদ্বিশো অস্মাকমাচরারিষ্টবীরা

জুহবাম তে হবিঃ॥ ৩॥

## পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্যাম। তে। সুঽমতিং। দেবঽযজ্যয়া। ক্ষয়ৎঽবীরস্য।

তব। রুদ্র। মীঢ্বঃ।

সুম্নঽয়ন্। ইৎ। বিশঃ। অস্মাকং। আ। চর। অরিষ্টঽবীরাঃ।

জুহবাম। তে। হবিঃ॥ ৩॥

⁂

## মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মীঢ্বঃ' (জ্ঞানবর্ষণশীল) 'রুদ্র' (সংসারদুঃখবিনাশক হে দেব!) 'ক্ষয়দ্বীরস্য' (সত্তাবজনকস্য) 'তব দেবযজ্যয়া' (ভবদীয়স্য উপাসনয়া, অনুসরণেন ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'সুমতিং' (কল্যাণময়ীং করুণাং) 'অশ্যাম' (প্রার্থয়ামঃ); যৎ 'অরিষ্টবীরাঃ' (কামাদিশত্রুভিঃ অহিংসিতাঃ বীরাঃ সন্তঃ—বয়মিতি শেষঃ) 'তে' (তব) 'হবিঃ' (আহ্বানং, পূজাং) 'জুহবাম' (সম্পাদয়াম), তৎ 'অস্মাকং' (আহ্বানকারিণাং) 'বিশঃ' (বুদ্ধীঃ) 'ইৎ' (অধিতিষ্ঠন্) 'সুম্নয়ন্' (অস্মান্ সুখীকুর্ব্বন্) ত্বং 'আচর' (আগচ্ছ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে জ্ঞানবর্ষণশীল সংসার-দুঃখবিনাশক দেব! বয়ং ত্বাং আহ্বয়ামঃ; ত্বং অস্মভ্যং করুণাং কুরু; অস্মাকং বুদ্ধীঃ অধিষ্ঠায় কল্যাণং কুরু॥ (১ম—১১৪—সূ—৩ঋ)॥

∴

## বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানবর্ষণশীল সংসার-দুঃখ-বিনাশক হে দেব! সত্তাবজনক তোমার উপাসনার দ্বারা অর্থাৎ অনুসরণের দ্বারা তোমার কল্যাণময়ী করুণাকে প্রার্থনা করিতেছি; যেন কামাদিরিপুগণের দ্বারা অহিংসিত বীর হইয়া, আমরা তোমার আহ্বান করি;—তুমি আহ্বানকারী আমাদিগের বুদ্ধিসকলে অধিষ্ঠিত হইয়া, আমাদিগকে সুখী করিতে আগমন কর। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে জ্ঞান-বর্ষণশীল সংসার-দুঃখ-বিনাশক দেব! আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদিগকে করুণা কর; আমাদিগের বুদ্ধিসকলে অধিষ্ঠিত হইয়া কল্যাণ কর।)॥ (১ম—১১৪সূ—৩ঋ)॥

⁂

## সায়ণভাষ্যং।

হে মীঢ়ুঃ সেক্তঃ কামাভিবর্ষক নিত্যতরুণ বা রুদ্র ক্ষয়দ্বীরস্য ক্ষয়িতপ্রতিপক্ষস্য মরুদ্ভির্যুক্তস্য বা তব সুমতিং শোভনাং কল্যাণীমনুগ্রহাত্মিকাং বুদ্ধিং তে ত্বৎসম্বন্ধিনো বয়ং দেবযজ্যয়া দেবযাগেন যদ্দেবত্যেন যজ্ঞেনাশ্যাম। ব্যাপ্নবাম। ত্বং চাস্মাকং বিশঃ প্রজা অভিলক্ষ্যাচর। আগচ্ছ। কিং কুর্ব্বন্। সুম্নায়ন্নিৎ। সুম্নমিতি সুখনাম। তাসাং প্রজানাং সুখমিচ্ছন্নেব। সুখপ্রদ এব ভবেত্যর্থঃ। ততো বয়মরিষ্টবীরাঃ। বীর্য্যাজ্জায়ন্ত ইতি বীরাঃ প্রজাঃ। অরিষ্টা অহিংসিতা বীরা যেষাং তথাভূতাঃ সন্তস্তে তুভ্যং হবিশ্চরুপুরোডাশাদিকং জুহবাম। চোদিতে আধারে প্রক্ষিপাম॥

সুমতিং। মতির্ম্মননং। শোভনং মননং যস্যাং বুদ্ধৌ সা সুমতিঃ। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। দেবযজ্যয়া। ছন্দসি নিষ্টর্ক্যত্যাদৌ যজের্য্যপ্রত্যয়ো নিপাত্যতে স্ত্রীলিঙ্গতা চ। মীঢ়ুঃ। মিহ সেচনে। দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ়্বানিতি ক্বসুপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। সম্বুদ্ধৌ মতুবসো রুরিতি রুত্বং। সুম্নায়ন্। সুম্নং পরেষামিচ্ছতি। ছন্দসি পরেচ্ছায়ামপীতি ক্যচ্। ন ছন্দস্যপুত্রস্যেতীত্বদীর্ঘয়োর্নিষেধঃ। দেবসুম্নয়োর্যজুষি কাঠকে। পা০ ৭।৪।৩। ইতি বিধীয়মানমাত্বং ব্যত্যয়েনাত্রাপি দ্রষ্টব্যং॥ (১ম—১১৪সূ—৩ঋ)॥

* * *

---

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'মীঢ়ুঃ' সেক্তা কামাভিবর্ষক অথবা নিত্যতরুণ রুদ্র! 'ক্ষয়দ্বীরস্য' ক্ষয়িতপ্রতিপক্ষ অথবা মরুদ্গণের দ্বারা যুক্ত 'তব' আপনার 'সুমতিং' শোভনা কল্যাণযুক্তা অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধিকে 'তে' ত্বৎসম্বন্ধী আমরা 'দেবযজ্যয়া' দেবযাগের দ্বারা ত্বদ্দেবত্য যজ্ঞের দ্বারা 'অশ্যাম' বিশেষরূপে প্রাপ্ত হই। এবং আপনি 'অস্মাকং' আমাদিগের 'বিশঃ' প্রজাগণকে অভিলক্ষ্য করিয়া 'আচর' আগমন করুন। কি করিয়া? 'সুম্নায়ন্নিৎ' ( সুম্নং—এই পদ সুখনাম-বাচক ) সেই প্রজাগণের সুখ ইচ্ছা করিয়া, অর্থাৎ সুখপ্রদ হউন। তাহাতে আমরা 'অরিষ্টবীরাঃ' বীর্য্য হইতে জন্মায়—এই অর্থে বীরাঃ পদে প্রজাগণকে বুঝায়; অরিষ্টা অহিংসিত বীরগণ যাঁহাদিগের, সেই প্রকার হইয়া 'তে' আপনাদিগকে 'হবিঃ' চরুপুরোডাশাদি 'জুহবাম' চোদিত ( প্রকাশিত ) আধারে প্রক্ষিপ্ত করি।

সুমতিং। মতি পদে মনন বুঝায়। শোভন মনন যে বুদ্ধিতে, তাহা সুমতি। 'নঞ্-সুভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। দেবযজ্যয়া। 'ছন্দসি নিষ্টর্ক্য' ইত্যাদি সূত্রে 'যজির' ( যজ-ধাতুর ) উত্তর য-প্রত্যয় নিপাতনে সিদ্ধ ও স্ত্রীলিঙ্গতা। মীঢ়ুঃ। মিহ-ধাতু সেচনার্থক। 'দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ়্বান্ ইত্যাদি সূত্রে ক্বসু-প্রত্যয়ান্ত নিপাতনে সিদ্ধ। সম্বোধনে 'মতুবসো রুঃ' ইত্যাদি সূত্রে রুত্ব। সুম্নায়ন্। সুম্নকে পরের ইচ্ছা করিতেছে—এই অর্থে, 'ছন্দসি পরেচ্ছায়ামপি' ইত্যাদি সূত্রে ক্যচ্-প্রত্যয়। 'ন ছন্দস্য পুত্রস্য' ইত্যাদি সূত্রে ইত্ব ও দীর্ঘের নিষেধ। 'দেবসুম্নয়োর্যজুষি কাঠকে' ( পা০ ৭।৪।৩৮ ) ইত্যাদি সূত্রে বিধীয়মান আত্বের ব্যত্যয়ের দ্বারা এখানেও দ্রষ্টব্য॥ ( ১ম—১১৪সূ—৩ঋ )॥

* * *

# তৃতীয় (১২৪৩) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রার্থনার প্রতি পদে গভীর ভাবব্যঞ্জক এমন এক একটী সার্থক্য অন্তর্নিহিত আছে,—যাহা বাস্তবিকই হৃদয়ে প্রেমের উন্মাদনা আনাইয়া দেয়,—যাহার অবগতি হইলে হৃদয়ের বৃত্তিনিচয়কে ভগবন্মুখী করাইয়া দেয়,—যাহার অনুভূতিতে হৃদয় জ্ঞানে প্রেমে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে।

এ ঋকের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য পদ—'মীঢ্বঃ'। এই পদ—মিহ-ধাতুর উত্তর ভৃণ্-প্রত্যয় করিয়া সম্বোধনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই 'মীঢ্বঃ' পদের অর্থ—সেচনশীল। কিন্তু, কাহার সেচন?—কোন্ বস্তুর সেচন? এই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের নিমিত্ত 'জ্ঞানের সেচন' এইরূপ ভাব গৃহীত হইয়াছে। জ্ঞানসেচন অর্থাৎ জ্ঞানবারির সেচন না হইলে, দুঃখনাশ সম্ভবপর নহে। সংসার-দুঃখ-বিনাশই জীবের মহান্ লক্ষ্য। সেই দুঃখ-নাশ জ্ঞান ব্যতীত হইতে পারে না। অতএব, যে দেবতা সংসার দুঃখ বিনাশ করিতে সমর্থ, সেই দেবতা নিশ্চয়ই জ্ঞানবর্ষণশীল। তাই রুদ্রের বিশেষণ—'মীঢ্বঃ'।

তার পর 'ক্ষয়দ্বীরস্য', 'দেবযজ্যয়া' ও 'সুমতিং' এই তিনটী পদ। প্রথম পদের অর্থ—'সদ্ভাবজনক', দ্বিতীয় পদের অর্থ—'উপাসনা', তৃতীয় পদের অর্থ—'কল্যাণময়ী করুণা'। স্বাধ্যায়, ব্রত, ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা হৃদয়বৃত্তি অনাবিল না হইলে অথবা চিত্তবিশুদ্ধি না হইলে, সত্ত্বভাবের উদ্রেক হয় না; সত্ত্বভাবের বা সদ্ভাবের উৎপত্তি না হইলে, উপাসনায় দৃঢ়তা আসে না; উপাসনায় দৃঢ়তা বা চিত্তের ধারণা-শক্তি অথবা হৃদয় লয়বিক্ষেপের হস্ত হইতে পরিমুক্ত না হইলে, করুণাময়ী শান্তি লাভ করিতে পারা যায় না,—প্রার্থনা করিবার শক্তিও আসে না। এই জন্য এই তিনটী পদ আপেক্ষিক ও সাধনা-ধারার দ্যোতক। কাহার পর কোন অবস্থা আসে, এবং কাহার পর কি করিতে হয়, ঐ পদত্রয় তাহাই দ্যোতনা করিতেছে।

অতঃপর 'অরিষ্টবীরা' ও 'হবিঃ' এই দুই পদ। প্রথম পদের অর্থ—

কামাদিরিপু দ্বারা অহিংসিত বীর; দ্বিতীয় পদের অর্থ—আহ্বান। কামাদিরিপু যাঁহাকে হিংসা করিতে পারে না, তিনিই বীর। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—'ললনালোচনবাণৈঃ যো ন বিদ্ধঃ স বীরঃ'—কামিনীর নেত্রশরে যিনি বিদ্ধ হয় না, তিনিই বীর। জগতে যত রকমের মোহনীয় বস্তু বা সাধনার শত্রু আছে, তন্মধ্যে কামিনীই প্রধানতম। কামবিজয়ী হইতে পারিলেই বিশ্ববিজয়ী হওয়া যায়। বিশ্ববিজয়ী হইতে পারিলেই তাহার আহ্বান ভগবানের নিকট পৌঁছায়। এ ঋক্ তাহাই বলিতেছে যে,—'কামাদি রিপুর দ্বারা অহিংসিত হইয়া যখন বীরগর্ব্বে বক্ষঃ স্ফীত করিয়া ভগবানকে আহ্বান করিতে পারা যায়, তখন ভগবান্ আর না আসিয়া থাকিতেই পারেন না; সুতরাং আগে কামাদি রিপুকে বশীভূত কর, তাহার পর উপযুক্ত চিত্তে উপযুক্ত বাক্যে ভগবানের প্রার্থনা কর, ভগবান্ আসিবেনই আসিবেন।'

উপসংহারে 'বিশঃ' 'ইৎ' ও 'সুম্নয়ন্' এই তিনটী পদ। প্রথম পদের অর্থ—বুদ্ধি, দ্বিতীয় পদের অর্থ—আগমন, তৃতীয় পদের অর্থ—কল্যাণ বা সুখ। বুদ্ধির গতি স্বভাবতঃই বিপথে। সেই স্বভাব-বিপথগামিনী বুদ্ধিতে ভগবানের অধিষ্ঠান হইলেই বুদ্ধি কল্যাণময়ী হয়;—আর বিপথে যাইতে পারে না এবং মলিনও থাকিতে পারে না। এইজন্য এই তিনটী পদ আপেক্ষিক। প্রথম—বুদ্ধিতে ভগবানের আগমন, তাহার পরেই কল্যাণ-লাভ। এই কল্যাণ-লাভই জীবের উদ্দেশ্য। ভগবানের কল্যাণ, করুণা ও আশীর্ব্বাদ লাভ হইলে, এ জগতে আর কিছুই অলভ্য থাকে না; তখন, সকল লভ্যেরই পরিসমাপ্তি হয়,—সকল কর্ম্মেরই অবসান হয়,—সকল অশান্তিই দূরে পলাইয়া যায়।

এ ঋকে এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হইতেছে যে,—'হে আনন্দদাতা ভগবন্! তুমি সংসার-দুঃখের অবসান কর। আমরা তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদিগকে করুণা কর। আমাদিগের বুদ্ধিসকলে অধিষ্ঠিত হও; এবং সদ্ভাবের মধ্যে আমাদিগকে প্রচোদিত কর। আমাদিগের বুদ্ধি নির্ম্মল হউক; সেই নির্ম্মল বুদ্ধিতে তোমাকে যেন দর্শন করি, তোমার করুণা লাভ করি, জীবনে মহাশান্তির অধিকারী হই। (১ম--১১৪সূ--৩ঋ)॥

### চতুর্থী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দ্দশাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ত্বেষং বয়ং রুদ্রং যজ্ঞসাধং বঙ্কুং কবিমবসে
নি হ্বয়ামহে।
আরে অস্মদ্দৈব্যং হেলো অস্যতু সুমতিমিদ্বয়মস্যা
বৃণীমহে ॥ ৪ ॥

• • •

### পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বেষং। বয়ং। রুদ্রং। যজ্ঞ২সাধং। বঙ্কুং। কবিং। অবসে।
নি। হ্বয়ামহে।
আরে। অস্মৎ। দৈব্যং। হেলঃ। অস্যতু। সু২মতিং। ইৎ। বয়ং।
অস্য। আ। বৃণীমহে ॥ ৪ ॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্বেষং' ( দ্যোতমানং ) 'যজ্ঞসাধং' ( সৎকর্ম্মসম্পাদকং জ্ঞানপ্রদং ) 'বঙ্কুং' ( অতিমেধাবিনং ) 'কবিং' ( প্রত্যক্ষদর্শিনং, সাক্ষিস্বরূপং ইত্যর্থঃ ) 'রুদ্রং' ( সংসারদুঃখবিনাশিনং দেবং ) 'অবসে' ( অস্মাকং রক্ষণায় ) 'বয়ং' ( মাদৃশাঃ অজ্ঞজনাঃ ইত্যর্থঃ ) 'হ্বয়ামহে' ( আহ্বয়ামঃ, আহ্বয়েম ইত্যর্থঃ ); স দেবঃ 'দৈব্যং' ( প্রাক্তনকর্ম্মরূপং অদৃষ্টবাদং, জন্মান্তররূপং ইতি যাবৎ ) 'হেলঃ' ( কর্ম্মফলং ) 'অস্মৎ' ( অস্মাকং সকাশাৎ ) 'আরে' ( দূরে ) 'অস্যতু' ( নিক্ষিপতু ); 'বয়ং' ( মাদৃশাঃ অজ্ঞজনাঃ ) 'অস্য' ( সংসারদুঃখবিনাশকস্য দেবস্য ) 'ইৎ'

( সকাশাৎ ) 'সুমতিং' ( কল্যাণময়ীং করুণাং ) 'আ' ( সম্যগ্‌রূপেণ ) 'বৃণীমহে' ( যাচামহে )। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব ! অস্মাকং রক্ষণায় ত্বাং আহ্বয়েম। ত্বং জন্মান্তরকারণরূপাৎ কর্ম্মফলাৎ অস্মান্ রক্ষ ; ত্বাং তাং করুণাং যাচামহে ; ( ১ম—১১৪সূ—৪ঋ ) ॥

### বঙ্গানুবাদ।

স্তোতমান্, সৎকর্ম্মসাধক জ্ঞানপ্রদ, অতি মেধাবী, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষিস্বরূপ, সংসার-দুঃখ-বিনাশকারী রুদ্র-দেবকে, আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত, আমরা যেন আহ্বান করি; সেই দেব প্রাক্তনকর্ম্মরূপ অদৃষ্টবাদকে বা অন্য স্তর-রূপ কর্ম্মফলকে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে নিক্ষেপ করুন; সংসার-দুঃখ-বিনাশী দেবের নিকট হইতে এই কল্যাণময়ী করুণা আমরা সম্যগ্‌রূপে যাচ্ঞা করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত আমরা যেন তোমাকে আহ্বান করি; তুমি জন্মান্তর-কারণ-রূপ কর্ম্মফল হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর; তোমার নিকট সেই করুণা প্রার্থনা করিতেছি।) ॥ ( ১ম—১১৪সূ—৪ঋ ) ॥

### সায়ণ-ভাষ্যং।

অবসে রক্ষণায় রুদ্রং মহাদেবং নিহ্বয়ামহে। নিতরামাহ্বয়ামঃ। কীদৃশং। ত্বেষং দীপ্তং যজ্ঞসাধং যজ্ঞস্য সাধয়িতারং। এষ হি যজ্ঞং স্বিষ্টং করোতি। তথা চ তৈত্তিরীয়কে। দেবা বৈ যজ্ঞাদ্রুদ্রমন্তরায়ন্নিত্যুপক্রম্যাম্নাতং। স্বিষ্টং বৈন ইদং ভবিষ্যতি যদিমঁ রাধয়িষ্যাম ইতি তৎ স্বিষ্টকৃতঃ স্বিষ্টকৃত্ত্বমিতি ( তৈ০ স০ ২।৬।৮ )। বঙ্কুং। কুটিলগন্তারং কবিং ক্রান্তদর্শিনং। স চ রুদ্রো দৈব্যং দেবস্য স্তোতমানস্য সম্বন্ধিনং হেলঃ ক্রোধমস্মদারেঽস্মত্তো দূরদেশেঽস্যতু। প্রেরয়তু। অস্য মহাদেবস্য সুমতিমিৎ শোভনামনুগ্রহরূপাং বুদ্ধিমেব বয়মাবৃণীমহে। আভিমুখ্যেন সম্ভজামহে ॥

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অবসে' রক্ষণের জন্য 'রুদ্রং' মহাদেবকে 'নিহ্বয়ামহে' নিরন্তর আহ্বান করিতেছি। তিনি কি প্রকার? 'ত্বেষং' দীপ্ত 'যজ্ঞসাধং' যজ্ঞের সাধয়িতা। ইনিই যজ্ঞ স্বিষ্ট করেন। এ বিষয় তৈত্তিরীয়কে 'দেবা বৈ যজ্ঞাদ্রুদ্রমন্তরায়ন' ইত্যাদি উপক্রম করিয়া আম্নাত হইয়াছে,—'স্বিষ্টং বৈন ইদং ভবিষ্যতি যদিমঁ রাধয়িষ্যাম ইতি স্বিষ্টকৃতঃ স্বিষ্টকৃত্ত্বমিতি ( তৈ০ স০ ২।৬।৮ )। 'বঙ্কুং' কুটিলগামী 'কবিং' ক্রান্তদর্শীকে। সেই রুদ্র 'দৈব্যং' স্তোতমান্ দেবতার সম্বন্ধী 'হেলঃ' ক্রোধকে 'অস্মদারে' আমাদিগের নিকট হইতে দূরদেশে 'অস্যতু' প্রেরণ করুন। 'অস্য' মহাদেবের 'সুমতিমিৎ' শোভন-অনুগ্রহ-রূপ বুদ্ধিকে 'বয়ং' আমরা 'আবৃণীমহে' আভিমুখ্যের দ্বারা সম্ভজন করি।

যজ্ঞসাধং। যজ্ঞং সাধয়তীতি যজ্ঞসাৎ। ষিধু সংরাদ্ধৌ। সিধ্যতেরপারলৌকিকে ইত্যাত্বং। যদ্বা রাধসাধ সংসিদ্ধৌ। অণ্যন্তত্বাৎ ক্বিপ্। বঙ্কুং। বকি কৌটিল্যে। ঔণাদিক উপ্রত্যয়ঃ। নিহ্বয়ামহে। নিসমুপবিভ্যো হ্ব ইত্যাত্মনেপদং। দৈব্যং। দেবাদ্যঞঞাবিতি প্রাগ্দীব্যতীয়ো যঞ্। অস্যতু। অসু ক্ষেপণে। দৈবাদিকঃ। বৃণীমহে। বৃঙ্ সম্ভক্তৌ। ক্রৈয়াদিকঃ॥ (১ম—১১৪সূ—৪ঋ)॥

# চতুর্থ (১২৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

জীবের সকল কর্ম্মই বিপদপূর্ণ। জন্মের পর মুহূর্ত্ত হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানবীয় কর্ম্মরাশি বিপদের মধ্যেই নিহিত। শুধু তাহাই নহে; মৃত্যুর পরেও ঐ কর্ম্মস্মৃতি অতি দুঃখাবহ। এই সংসার অতি জটিল ও আশ্চর্য্যময়। ইহার প্রতি নড়ন-চড়ন বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ। যাঁহারা এই সংসারের সবিশেষ অবস্থা অবগত হইয়াছেন, যাঁহারা ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহারা ইহাকে চিনিয়াছেন, যাঁহারা এই মর্ম্মের স্বরূপ অবগত হইয়াছেন; তাঁহারাই ভয়ে শিহরণে শিহরিত চমকিত হইয়া ব্যাকুলভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন। এ ঋক্ তাহারই অনুস্মরণ করাইয়া দিতেছি।

এই ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে সংসার-দুঃখত্রাতা দেব! আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি; তুমি আমাদিগের রক্ষা কর। তুমি প্রদীপ্ত, তোমার পুণ্যদীপ্তিতে আমাদিগের পাপান্ধকার দূরে পলাইয়া যায়। তুমি

---

যজ্ঞসাধং। যজ্ঞ সাধন করেন—এই অর্থে যজ্ঞসাৎ। ষিধু-ধাতু সংরাদ্ধার্থক। 'সিধ্যতে-রপারলৌকিকে' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। অথবা রাধ ও সাধ-ধাতু সংসিদ্ধি অর্থক। উহাতে ণ্যন্ত-হেতু ক্বিপ্। বঙ্কুং। বকি-ধাতু কৌটিল্যার্থক। ঔণাদিক উ-প্রত্যয়। নিহ্বয়ামহে। 'নিসমুপবিভ্যো হ্বঃ' ইত্যাদি সূত্রে আত্মনেপদ। দৈব্যং। 'দেবাদ্যঞঞৌ' ইত্যাদি সূত্রে প্রাগ্দীব্যতীয় যঞ্-প্রত্যয়। অস্যতু। অসু-ধাতু ক্ষেপণার্থক। দিবাদিগণীয়। বৃণীমহে। বৃঙ্-ধাতু সম্ভক্তি-অর্থক। ক্র্যাদিগণীয়॥ (১ম—১১৪সূ—৪ঋ)॥

⁂

জ্ঞানপ্রদ, তুমি আমাদিগকে জ্ঞান দাও। তুমি জ্ঞান-স্বরূপ, তুমি জ্ঞানময়, তোমার জ্ঞান-প্রভায় আমাদিগের অজ্ঞানরাশি অপসৃত হউক। তুমি অতি মেধাবী, তুমি বুদ্ধিরূপ ও বুদ্ধিদাতা, তোমারই বুদ্ধিপ্রভাবে জৈবজগৎ পরিচালিত হইতেছে। তুমি প্রত্যক্ষদর্শী বা সাক্ষিস্বরূপ; মানব যাহাই করুক না কেন, তাহা তোমার অগোচর নহে। তুমি সর্ব্ব অবস্থায় সকল সময়ে সাক্ষিরূপে অবস্থান কর। তুমি সুপ্ত-জগতের সাক্ষী। তুমি প্রলয়-জগতের কারণ। তুমি সকল জীবের বন্ধু। তুমি আমাদিগকে এই প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা কর। সংসারে বহু প্রলোভন, কামিনী-কাঞ্চনের তীব্র-আকর্ষণ, ভোগের বহু সামগ্রী। তুমি সে সকল হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। যে প্রলোভন আমাদিগকে সংসারে পুনঃপুনঃ আনাইয়া থাকে; যে প্রলোভনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে যাইলে, কামাদি ষড়রিপুর দারুণ আক্রমণে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতে হয়; হে দেব! তুমি সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে সেই প্রলোভন হইতে ও কামাদি-রিপুগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। আর যেন আমাদিগকে জন্মান্তরের নিদান-স্বরূপ কর্ম্মফলের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা হইতে না হয়। তুমি আমাদিগকে করুণা কর। যেন আমাদিগের আত্যন্তিক সংসার-দুঃখ নিবৃত্তি হয়।'

মানবের যাহা প্রার্থনা করা উচিত, ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট জীবজগতের যাহা গ্রহণ করা উচিত, এ ঋকে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। জন্মান্তর-তত্ত্বের আভাস, সাধনার প্রণালী, প্রার্থনার ধারা, সাধনার সিদ্ধি, তপস্যার ঋদ্ধি— একাধারে সকলভাবের সামঞ্জস্য এ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদিগের অর্থের একটু প্রভেদ সংলক্ষিত হইবে। তাহার মধ্যে 'বঙ্কুং' পদের কুটিলগতি অর্থ পরিত্যাগ করিয়া আমরা 'অতি-মেধাবিনং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। বক্র পথ মেধাবীর স্বতঃই অধিগত হয়। এখানে সেই ভাব পরিগ্রহণীয়। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে এই ঋক্ মহাভাবেরই অভিব্যঞ্জনা করিতেছে। ইহার দিকে প্রণিধান করিয়া দেখিলে, স্বতঃই বোধগম্য হইবে যে, এই ঋকে বন্ধন-ছেদের প্রার্থনার ভাবই অভিব্যক্ত রহিয়াছে। (১ম—১১৪সূ—৪ঋ)॥

### পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দ্দশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

দিবো বরাহমরুষং কপর্দ্দিনং ত্বেষং রূপং

নমসা নি হ্বয়ামহে।

হস্তে বিভ্রদ্ভেষজা বার্য্যাণি শর্ম্ম বর্ম্ম

চ্ছর্দ্দিরস্মভ্যং যংসৎ ॥ ৫ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

দিবঃ। বরাহং। অরুষং। কপর্দ্দিনং। ত্বেষং। রূপং।

নমসা। নি। হ্বয়ামহে।

হস্তে। বিভ্রৎ। ভেষজা। বার্য্যাণি। শর্ম্ম। বর্ম্ম।

ছর্দ্দিঃ। অস্মভ্যং। যংসৎ ॥ ৫ ॥

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বরাহং' (দৃঢ়ং, অবিচলিতং) 'অরুষং' (দ্যোতমানং) 'কপর্দ্দিনং' (ত্যাগশীলং, ত্যাগমূর্ত্তিং ইত্যর্থঃ) 'ত্বেষং' (প্রদীপ্তং) 'রূপং' (স্বরূপে স্থিতং, ভগবন্তং) 'নমসা' (নমস্কারেণ, অনুসরণেন ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দেবলোকাৎ) 'নিহ্বয়ামহে' (নিতরাং আহ্বয়ামঃ, নিকটে নয়নসমর্থাঃ ভবেম); 'ব্যার্য্যাণি' (শ্রেষ্ঠধনানি - ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি) তথা 'ভেষজা' (সংসাররোগশমনভূতানি ভৈষজ্যানি) 'হস্তে' (করে—বিতরণায় ইতি যাবৎ) 'বিভ্রৎ'

( ধারয়ন্—ধারণকারী স দেবঃ ইত্যর্থঃ ) 'অস্মভ্যং' ( প্রার্থনাকারিভ্যঃ ) 'শর্ম্ম' ( মঙ্গলং ) 'বর্ম্ম' ( আত্মরক্ষামূলকং কবচং—সৎকর্ম্মরূপং ইতি যাবৎ ) তথা 'ছর্দ্দিঃ' ( আশ্রয়স্থানং ) 'যংসৎ' ( প্রযচ্ছতু )। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—বয়ং তং দেবং অনুসরেম, স দেবঃ অস্মান্ পরমং-সুখস্বরূপং আশ্রয়স্থানং প্রদদতু। ( ১ম—১১৪সূ—৫ঋ ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

দৃঢ় অবিচলিত, দ্যোতমান, ত্যাগশীল অর্থাৎ ত্যাগমূর্ত্তি, প্রদীপ্ত, স্বরূপে স্থিত ভগবানকে নমস্কারের দ্বারা অর্থাৎ অনুসরণের দ্বারা, দেবলোক হইতে নিয়ত আহ্বান করি—যেন নিকটে আনিতে পারি; ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদি শ্রেষ্ঠ ধন-সমূহকে এবং সংসার-রোগ-শমনভূত ভেষজ-সকলকে বিতরণের জন্য হস্তে ধারণকারী সেই দেবতা, প্রার্থনাকারী আমা-দিগকে, মঙ্গল, আত্মরক্ষা-মূলক সৎকর্ম্ম-রূপ কবচ এবং আশ্রয়-স্থান প্রদান করুন। ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সেই দেবতার অনুসরণ করি; সেই দেবতা আমাদিগকে পরমসুখস্বরূপ আশ্রয়স্থান প্রদান করুন। ) ॥ ( ১ম—১১৪সূ—৫ঋ ) ॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

বরাহং বরাহারমুৎকৃষ্টভোজনং যদ্বা বরাহবদ্দৃঢাঙ্গং। অরুষমারোচমানং কপর্দিনং জটাভির্যুক্তং ত্বেষং তেজসা দীপ্যমানং রূপং নিরূপণীয়ং বেদান্তৈরধিগম্যং। এবম্ভূতং রুদ্রং নমসা হবির্লক্ষণেনান্নেন নমস্কারেণ বা দিবো দ্যুলোকসকাশান্নিহ্বয়ামহে। নিতরামাহ্বয়ামঃ। স আহূতো রুদ্রো হস্তে স্বকীয়ে বাহৌ বার্য্যাণি সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়ানি। ভেষজা ভৈষজ্যানি রোগশমন-হেতুভূতানি বিভ্রৎ ধারয়ন্ অস্মভ্যং স্তোতৃভ্যঃ শর্ম্মারোগ্যলক্ষণং সুখং বর্ম্মায়ুধানাং নিবারকং কবচং ছর্দ্দিঃ। গৃহনামৈতৎ। গৃহং চ যংসৎ। প্রযচ্ছতু।

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বরাহং' বরাহার উৎকৃষ্টভোজন অথবা বরাহবৎ দৃঢ়াঙ্গ 'অরুষং' আরোচমান্ 'কপর্দ্দিনং' জটাদ্বারা যুক্ত 'ত্বেষং' তেজের দ্বারা দীপ্যমান্ 'রূপং' নিরূপণীয় বেদান্তের দ্বারা অধিগম্য এবম্ভূত রুদ্রকে 'নমসা' হবির্লক্ষণ অন্নের দ্বারা অথবা নমস্কারের দ্বারা 'দিবঃ' দ্যুলোকের সকাশ হইতে 'নিহ্বয়ামহে' নিরন্তর আহ্বান করি। সেই আহূত রুদ্র 'হস্তে' নিজের বাহুতে 'বার্য্যাণি' সকলের দ্বারা বরণীয় 'ভেষজা' রোগশমনের হেতুভূত ভৈষজ্যসমূহ 'বিভ্রৎ' ধারণ করিয়া 'অস্মভ্যং' স্তোতাসমূহের জন্য 'শর্ম্ম' আরোগ্যলক্ষণ সুখ 'বর্ম্ম' আয়ুধসমূহের নিবারক কবচ 'ছর্দ্দিঃ'। ইহা গৃহের নাম; এবং গৃহকে 'যংসৎ' প্রদান করুন।

বিভ্রৎ। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। জৌহোত্যাদিকঃ। লটঃ শতৃঃ। ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। ভেষজঃ। ভিষজ্ চিকিৎসায়াং। কণ্ড্বাদিঃ। পচাদ্যচ্। অতোলোপ যলোপৌ। সুমঙ্গলভেষজাচ্চেতি নিপাতনাদ্রূপসিদ্ধিঃ। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। বার্য্যাণি। বৃঙ্ সম্ভক্তৌ। ঋহলোর্ণ্যৎ। ঈডবন্দেত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ছর্দ্দিঃ। উছৃদির্দীপ্তিদেবনয়োঃ। ছৃন্ততে দীপ্যতে সুবর্ণাদিভির্ধনৈঃ প্রকাশ্যতে ইতি ছর্দ্দির্গৃহং। অর্চ্চিশুচিহুসৃপিছাদিছর্দ্দিভ্য ইসিঃ। যংসৎ। যম উপরমে। লেট্যডাগমঃ। সিব্বহুলং লেটীতি সিপ্। ইতশ্চ লোপ ইতিকার-লোপঃ॥ (১ম - ১১৪সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে পঞ্চমো বর্গঃ ॥ ১৷৮৷৫ ॥

⁂

## পঞ্চম (১২৪৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ সংসারে যাহা দুঃখ, তাহার অন্যতম নাম রোগ। মানবের কৃতকর্ম্মের ফলই রোগাকারে প্রকাশমান হয়। অদ্যকার যাহা নীতিবহির্ভূত কর্ম্ম, পরদিনে তাহাই ব্যাধি। সেই ব্যাধি প্রথমতঃ দুই প্রকার; আধি ও ব্যাধি। আধি অর্থে মনঃপীড়া, আর ব্যাধি অর্থে শারীরিক পীড়া। এই শারীরিক পীড়া আবার তিন রকমের। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক অর্থে—আত্মাকে অধিকার যে সকল রোগ

---

বিভ্রৎ। ডুভৃঞ্-ধাতু ধারণ ও পোষণার্থক। জুহোত্যাদিগণীয়। লটের উত্তর শতৃ-প্রত্যয়। 'ভৃঞামিৎ' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের ইত্ব। ভেষজাঃ। ভিষজ্-ধাতু চিকিৎসার্থক। কণ্ড্বাদি। পচাদির উত্তর অচ্। 'অতো লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে য-লোপে এবং 'সুমঙ্গলভেষজাচ্চ' ইত্যাদি নিয়মে নিপাতন-হেতু রূপ-সিদ্ধি। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে শি-র লোপ। বার্য্যাণি। বৃঞ্-ধাতু সম্ভক্তি-অর্থক। 'ঋহলোর্ণ্যৎ' ইত্যাদি সূত্রে (ঋকারান্ত ও হলান্তধাতুর উত্তর) ণ্যৎ-প্রত্যয়। ঈডবন্দ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। ছর্দ্দিঃ। উছৃদির্-ধাতু দীপ্তি ও দেবনার্থক। ছৃন্ততে—দীপ্তি পায় সুবর্ণাদি ধনসমূহের দ্বারা প্রকাশিত হয়—এই অর্থে ছর্দ্দিঃ-পদে গৃহ বুঝায়। 'অর্চ্চিশুচিহুসৃপিছাদিছর্দ্দিভ্য ইস্' ইত্যাদি সূত্রে ইস্-প্রত্যয়। যংসৎ। যম-ধাতু উপরমার্থক লেটে অট্ আগম। 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি সূত্রে সিপ্। 'ইতশ্চ লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইকার-লোপ। (১ম—১১৪—৫ঋ)।

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত। ১৷৮৷৫।

⁂

উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ জন্ম, জরা, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু ইত্যাদি। আধিভৌতিক অর্থে—ভূতসকল বা প্রাণিসকল হইতে যে ভয় বা রোগ অথবা উৎপাত উপস্থিত হয়, অর্থাৎ সর্পদংশন, ব্যাঘ্রদংশন প্রভৃতি। আধিদৈবিক অর্থে—দৈব-নিবন্ধন যে সকল বিঘ্ন আসিয়া আক্রমণ করে, অর্থাৎ বজ্রাঘাত প্রভৃতি। এই ত্রিবিধ রোগকে ত্রিতাপও বলে। এই ত্রিতাপ বা ত্রিবিধ রোগ সংসার-শরীরের অশেষ যন্ত্রণাপ্রদ। ইহা সংসার-গতাগতিরও কারণ; যেহেতু ইহার মূলে দুর্লঙ্ঘনীয় কর্ম্মফলের দুরন্ত প্রকোপ নিয়ত বিরাজমান। এই ত্রিতাপ বা ত্রিবিধ রোগ হইতে, অথবা ইহাদের মূলীভূত কারণ কর্ম্মফলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে ঔষধের প্রয়োজন। শুধু ঔষধ হইলেই হইবে না; তাহার সুনিপুণ প্রয়োগকর্ত্তারও আবশ্যক। এ ঋক্ সেই ঔষধ ও সেই সুনিপুণ চিকিৎসকের সংবাদ প্রদান করিতেছে।

এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে দেব! তুমি সংসার-দুঃখের অপহর্ত্তা। তুমি দ্যোতনশীল দেবলোক হইতে আইস। তুমি জ্যোতিঃ-স্বভাব। তুমি প্রদীপ্ত বেদান্তবেদ্য পুরুষ। তোমাকে প্রণাম ও আহ্বান করিতেছি। তুমি এস, আমাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের সম্মুখস্থ হও। তুমি সুচিকিৎসক। তুমি ত্রিতাপ-ধ্বংসকারী, তুমি কর্ম্মফল-বিনাশকারী। এস, জ্ঞানরূপ মহৌষধ হস্তে লইয়া এস। যাহাতে সমূলে রোগ বিনষ্ট হইয়া যায়, আর পুনরাক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য বৈরাগ্য-রূপ মহাবর্ম্ম আমাদের শরীরে পরাইয়া দাও। যেন চিরদিনের জন্য এই ভীষণ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই। তুমি আমাদের মঙ্গল কর। তুমি মঙ্গলকাম সুচিকিৎসক। এ রোগের নিদান তুমিই ধরিতে পার। তাই তোমাকে সব্যাকুলে আমরা আহ্বান করিতেছি।' * (১ম—১১৪সূ—৫ঋ)॥

---

* এই ঋকের অন্তর্গত 'বরাহং' পদ উপলক্ষে নানারূপ গবেষণা দেখা যায়। কেহ দেবতাকে 'বরাহ' বলিয়াই কল্পনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ম্যাক্সমূলার ঐ পদের প্রতিবাক্য "Boar of the sky" বাক্যাংশ ব্যবহার করিয়াছেন; উইলসনের অনুবাদে প্রকাশ,—"Who has excellent food."

### ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দ্দশাধিকশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ

স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্দ্ধনং।

রাস্বা চ নো অমৃত মর্ত্তভোজনং ত্মনে তোকায়

তনয়ায় মৃল॥ ৬॥

• • •

### পদ-বিশ্লেষণং।

ইদং। পিত্রে। মরুতাং। উচ্যতে। বচঃ। স্বাদোঃ।

স্বাদীয়ঃ। রুদ্রায়। বর্দ্ধনং।

রাস্ব। চ। নঃ। অমৃত। মর্ত্ত২ভোজনং। ত্মনে। তোকায়।

তনয়ায়। মৃল॥ ৬॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইদং' (এবম্প্রকারং, প্রকৃষ্টং ইত্যর্থঃ) 'স্বাদোঃ' (সুখকরাৎ) 'স্বাদীয়ঃ' (সুখকরং) 'বর্দ্ধনং' (বর্দ্ধনকরং, শ্রেয়ঃসাধকং) 'বচঃ' (স্তুতিরূপং বাক্যং, বেদমন্ত্রং ইত্যর্থঃ) 'মরুতাং'

(বিবেকরূপাণাং দেবানাং) 'পিত্রে' (জনকায়, উৎপত্তিনিমিত্তং ইত্যর্থঃ) 'উচ্যতে' (প্রযুজ্যতে); শ্রেয়ঃসাধকং বেদমন্ত্রানুশীলনং বিবেকোৎপত্তিকারণং ইতি ভাবঃ; 'অমৃত' (হে অমর!) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'মর্ত্তভোজনং' (মনুষ্যাণাং সর্ব্বেষাং সর্ব্বথা উপভোগযোগ্যং ধনং, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপং চতুর্ব্বর্গং ফলং ইত্যর্থঃ) 'রাস্ব' (প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); 'চ' (এবং) 'তোকায় তনয়ায়' (অস্মাকং পুত্রপৌত্রাদিকং বংশং) 'ত্মনে' (আত্মনি গৃহীত্বা, সদ্ভাবান্বিতং কৃত্বা ইত্যর্থঃ)। 'মৃল' (সুখয়িতা ভব)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মাকং বংশপরম্পরাং সৎকর্ম্মপরায়ণাং তথা সুখভাগিনীং কুরু। (১ম-১১৪সূ—৬ঋ)॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

প্রকৃষ্ট, সুখকর হইতে সুখকর, বর্দ্ধনকর শ্রেয়ঃসাধক, স্তুতি-রূপ বাক্য অর্থাৎ বেদ-মন্ত্র, বিবেকরূপী দেবগণের উৎপত্তির নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়; (ভাব এই যে,—শ্রেয়ঃসাধক বেদ-মন্ত্রের অনুশীলন বিবেকোৎপত্তির কারণ); হে অমর! আপনি আমাদিগকে মনুষ্যগণের সকলের সর্ব্বথা উপভোগ-যোগ্য ধন (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গ ফল) প্রদান করুন; এবং আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদি বংশকে আপনাতে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সদ্ভাবান্বিত করিয়া সুখদাতা হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের বংশপরম্পরাকে সৎকর্ম্মপর ও সুখভাগী করুন।)॥ (১ম—১১৪সূ—৬ঋ)॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

ইদং স্তুতিলক্ষণং বচো মরুতামেকোনপঞ্চাশৎসংখ্যানাং দেববিশেষাণাং পিত্রে জনকায় রুদ্রায়েশ্বরায়োচ্যতে। উচ্চারয়তি। কীদৃশং। স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ। রসবতো মধুরত্বাদেরপি স্বাদুতরং। অতিশয়েন হর্ষজনকমিত্যর্থঃ। বর্দ্ধনং। স্তুত্যস্য প্রবর্দ্ধকং। স্তোত্রেণ হি

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইদং' স্তুতিলক্ষণ 'বচঃ' বাক্য 'মরুতাং' একোনপঞ্চাশৎসংখ্যক দেববিশেষের 'পিত্রে' জনক 'রুদ্রায়' ঈশ্বরের জন্য 'উচ্যতে' উচ্চারিত হয়। তিনি কি প্রকার? 'স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ' রসবান মধুরত্ব অপেক্ষাও স্বাদুতর অর্থাৎ অতিশয় হর্ষজনক। 'বর্দ্ধনং' স্তুতির প্রবর্দ্ধক। স্তোত্রের দ্বারা দেবতা হৃষ্ট হইয়া প্রবর্দ্ধিত হয়েন। এবং রুদ্রের মরুদ্গণের পিতৃত্ব এইরূপে

দেবতা হৃষ্টা সতী বর্দ্ধতে। রুদ্রস্য চ মরুতাং পিতৃত্বমেবমাম্নায়তে। পুরা কদাচিদিন্দ্রোঽসুরাঞ্জিগায়। তদানীং দিতিরসুরমাতেন্দ্রহননসমর্থং পুত্রং কাময়মানা তপসা ভর্ত্তুঃ সকাশাদ্গর্ভং লেভে। ইমং বৃত্তান্তমবগচ্ছন্নিন্দ্রো বজ্রহস্তঃ সন্ সূক্ষ্মরূপো ভূত্বা তস্যা উদরং প্রবিশ্য তং গর্ভং সপ্তধা বিভেদ। পুনরপ্যেকৈকং সপ্তখণ্ডমকরোৎ। তে সর্ব্বে গর্ভৈকদেশাঃ যোনের্নির্গত্যারুদন্। এতস্মিন্নবসরে লীলার্থং গচ্ছন্তৌ পার্ব্বতীপরমেশ্বরাবিমান্দদৃশতুঃ। মহেশং প্রতি পার্ব্বত্যেবমবোচৎ। ইমে মাংসখণ্ডা যথা প্রত্যেকং পুত্রাঃ সম্পদ্যন্তামেবং ত্বয়া কার্য্যং ময়ি চেৎ প্রীতিরস্তীতি। স চ মহেশ্বরস্তান্ সমানরূপান্ সমানবয়সঃ সমানালঙ্কারান্ পুত্রান্ কৃত্বা গৌর্য্যৈ প্রদদৌ। তবেমে পুত্রাঃ সন্ত্বিতি। অতঃ সর্ব্বেষু মারুতেষু সূক্তেষু মরুতো রুদ্রপুত্রা ইতি স্তূয়ন্তে। রৌদ্রেষু চ মরুতাং পিতা রুদ্র ইতি। অপি চ হে অমৃত মরণরহিত রুদ্র মর্ত্ত্যভোজনং মর্ত্ত্যানাং মনুষ্যাণাং ভোগপর্য্যাপ্তমন্নং নোঽস্মভ্যং রাস্ব। প্রযচ্ছ। তথাত্মনে। দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী। মাং তোকায় তোকং পুত্রং। তনয়ায় তনয়ং তৎপুত্রং চ মৃল। সুখয়॥

পিত্রে। উদাত্তযণ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। রাস্ব। রা দানে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। আত্মনে মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মন ইত্যত্রাঙোঽন্যত্রাপি ছন্দসি দৃশ্যত ইতি বচনাদাত্মন আকারলোপঃ॥ (১ম—১১৪সূ ৬ঋ)॥

* * *

---

আখ্যাত হয়। পূর্ব্বকালে কদাচিৎ ইন্দ্র অসুরগণকে জয় করিয়াছিলেন। তৎকালে অসুরমাতা দিতি ইন্দ্র-হনন-সমর্থ পুত্র কামনা করিয়া তপস্যা দ্বারা ভর্ত্তার সকাশ হইতে গর্ভ লাভ করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইন্দ্র বজ্রহস্ত হইয়া সূক্ষ্মরূপে তাঁহার উদরে প্রবেশ করিয়া সেই গর্ভ সপ্তধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। পুনরায় এক একটীকে সপ্ত খণ্ড করিয়াছিলেন। তাহারা সকলে গর্ভৈকদেশ যোনি হইতে নির্গত হইয়া কাঁদিয়াছিল। ইত্যবসরে লীলার্থে যাইতে যাইতে পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর ইহাদিগকে দেখিয়াছিলেন। তখন মহেশের প্রতি পার্ব্বতী এই প্রকার বলিলেন,—'যদি আমার প্রতি আপনার প্রীতি থাকে, তাহা হইলে এই মাংসখণ্ডগুলি প্রত্যেকটী যেরূপে পুত্ররূপে সম্পন্ন হয়, আপনি তাহা করুন।' মহেশ্বর তাহাদিগকে সমান-রূপ সমানবয়স সমান অলঙ্কার-ভূষিত পুত্র করিয়া, 'ইহারা তোমার পুত্র হউক' বলিয়া গৌরীকে প্রদান করিলেন। অতএব সমস্ত মারুত সূক্তে মরুদ্গণ রুদ্রপুত্র বলিয়া স্তুত হয়েন। রুদ্র-সম্বন্ধীয় সূক্তে মরুদ্গণের পিতা বলিয়া রুদ্র স্তুত হয়েন। অপিচ, হে 'অমৃত' মরণরহিত রুদ্র 'মর্ত্ত্যভোজনং' মনুষ্যগণের ভোগপর্য্যাপ্ত অন্ন 'নঃ' আমাদিগকে 'রাস্ব' প্রদান করুন; এবং 'আত্মনে' নিজের জন্য। দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী বিভক্তি। অর্থাৎ আমাকে 'তোকায়' তোককে পুত্রকে 'তনয়ায়' এবং তনয়কে অর্থাৎ তাহার পুত্রকে 'মৃল' সুখী করুন।

পিত্রে। 'উদাত্তযণঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। রাস্ব। রা ধাতু দানার্থক। ব্যত্যয়হেতু আত্মনেপদ। মন্ত্রে 'আঙ্যাদেরাত্মনঃ' ইত্যাদি সূত্রে আঙ্-প্রত্যয়। 'অন্যত্রাপি ছন্দসি দৃশ্যতে' ইত্যাদি বচন-হেতু আত্মনঃ পদের আকারের লোপ। (১ম ১১৪সূ—৬ঋ)।

* * *

## ষষ্ঠ ( ১২৪৬ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের দুই চরণে দ্বিবিধ ভাব পরিব্যক্ত। প্রথম চরণে দেখিতে পাই, বেদ-মন্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ এবং অনুশীলন করিতে পারিলে কি ফললাভ হয়, তাহাই প্রথম চরণে পরিস্ফুট রহিয়াছে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"ইদং স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ বর্দ্ধনং বচঃ মরুতাং পিত্রে উচ্যতে।" এই চরণের সমস্ত পদাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এস্থলে প্রকাশ করা অনাবশ্যক। কেবল মাত্র "মরুতাং পিত্রে" পদদ্বয়ে আমরা কিরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। ঐ 'মরুতাং পিত্রে' পদদ্বয় উপলক্ষেই পৌরাণিক উপাখ্যান-বিশেষের উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার এবং অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ এস্থলে রুদ্র-দেবের সম্বন্ধ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু মূলে 'রুদ্র' বলিয়া কোনও পদ নাই। আমরা পূর্ব্বাপর 'মরুতাং' পদে—"বিবেকরূপাণাং দেবানাং" অর্থ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রের ভাব-সঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছি। এস্থলেও তদ্রূপ অর্থেই ভাব-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। 'পিত্রে' পদে আমরা 'জনকায় উৎপাত্তনিমিত্তং ইত্যর্থঃ' এবম্বিধ প্রতিবাক্যে যৌক্তিকতা লক্ষ্য করি। তদনুসারে প্রথম চরণের ভাব হয় এই যে,—'বেদ-মন্ত্রের উচ্চারণ শ্রেয়ঃসাধক, বেদ-মন্ত্রের অনুশীলনে হৃদয়ে বিবেক-বুদ্ধির সঞ্চার হয়, বিবেকবুদ্ধির অনুপ্রেরণায় আমরা সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারি।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে বংশপরম্পরায় দেবদত্ত সুখ এবং সৎকর্ম্ম-পরায়ণতা-লাভের প্রার্থনা প্রকট দেখি। দ্বিতীয় চরণের অর্থ-গ্রহণ-পক্ষে 'মর্ত্তভোজনং' পদের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। ভাষ্যকার ঐ পদে "মনুষ্যগণের ভোগপর্য্যাপ্ত অন্ন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারও ভাষ্যকারের মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদে 'সকল মনুষ্যের উপভোগযোগ্য ধন অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গ ফল' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাব-পক্ষে সেই অর্থই সঙ্গত হয়। উপসংহারে 'অনে' পদ। ঐ পদে 'আপনার মধ্যে লইয়া সত্ত্বভাবান্বিত করিয়া' এইরূপ অর্থেই সঙ্গতি দেখি। পক্ষান্তরে ঐ পদকে 'তোমার

তনয়ায়' পদদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়াও মনে করিতে পারি। তাহার ভাব—'আমার বা আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদি বংশপরম্পরাকে।' সে পক্ষে মন্ত্রের প্রার্থনা,—'আমাদিগের বংশ যেন দেবানুগ্রহ প্রাপ্ত হয়,—যেন পরমার্থের অধিকারী হয়।' (১ম—১১৪সূ—৬ঋ)॥

—— • ——

### সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দ্দশাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন
উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতং।
মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ
প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ॥ ৭॥

• • •

### পদ-বিশ্লেষণং।

মা। নঃ। মহান্তং। উত। মা। নঃ। অর্ভকং। মা। নঃ।
উক্ষন্তং। উত। মা। নঃ। উক্ষিতং।
মা। নঃ। বধীঃ। পিতরং। মা। উত। মাতরং। মা। নঃ।
প্রিয়াঃ। তন্বঃ। রুদ্র। রিরিষঃ॥ ৭॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রুদ্র' (সংসারদুঃখবিনাশক হে দেব!) 'নঃ' (অস্মাকং মধ্যে) 'মহান্তং' (মহাপ্রাণং মানবং, যদ্বা মহদ্ভাবং, মহাপ্রাণতাং ইত্যর্থঃ) 'মা বধীঃ' (মা হিংসীঃ); 'উত' (অপিচ) 'নঃ' (অস্মাকং মধ্যে) 'উক্ষন্তং' (অভিষিক্তং মন্ত্রদীক্ষিতং বা যুবানং) 'মা' (মা বধীঃ); 'উত'

( অপিচ ) 'নঃ' ( অস্মাকং মধ্যে ) 'উক্ষিতং' ( গর্ভরূপেণ অবস্থিতং অপত্যং, অজ্ঞানাচ্ছন্নং বা ) 'মা' ( মা বধীঃ ) ; 'নঃ' ( অস্মাকং মধ্যে ) 'পিতরং' ( জনকং, সদ্ভাবজনকং হৃদয়ং বা ) 'মা রিরিষঃ' ( মা হিংসীঃ ) ; 'উত' ( অপিচ ) 'নঃ' ( অস্মাকং মধ্যে ) 'মাতরং' ( জননীং, সদ্বৃত্তিপ্রদাত্রীং বুদ্ধিং বা ) 'মা' ( মা রিরিষঃ ) ; 'নঃ' ( অস্মাকং ) 'প্রিয়াঃ' ( অতিপ্রিয়তমানি, চতুর্ব্বর্গফলসাধনভূতানি ) 'তন্বঃ' ( শরীরাণি ) 'মা' ( মা রিরিষঃ ) ; সর্ব্বান্ রক্ষ ইত্যর্থঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে সংসারদুঃখবিনাশক দেব! ত্বং হি অস্মাকং আদর্শং রক্ষ, আস্মাসু সর্ব্বেষু সদ্ভাবং সংস্থাপয়, সংসারে শান্তিপ্রদানং কুরু ; তেন বয়ং সংসারমুক্তাঃ পরিত্রাণপ্রাপ্তাঃ ভবেম ॥ ( ১ম—১১৪সূ—৭ঋ ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সংসার-দুঃখ-বিনাশক হে দেব! আমাদিগের মধ্যে মহাপ্রাণ মানবকে অথবা মহদ্ভাবকে বা মহাপ্রাণতাকে হিংসা করিও না ; এবং আমাদিগের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যশীল বালককে হিংসা করিও না ; আমাদিগের মধ্যে অভিষিক্ত বা মন্ত্রদীক্ষিত যুবককে হিংসা করিও না ; এবং আমাদিগের মধ্যে গর্ভরূপে অবস্থিত অপত্যকে অথবা অজ্ঞানাচ্ছন্নকে হিংসা করিও না ; আমাদিগের মধ্যে জনক অথবা সদ্ভাবজনক হৃদয়কে হিংসা করিও না ; এবং আমাদিগের মধ্যে জননীকে অথবা সদ্বৃত্তিপ্রদায়িনী বুদ্ধিকে হিংসা করিও না ; আমাদিগের অতি-প্রিয়তম চতুর্ব্বর্গফলের সাধনস্বরূপ শরীরসকলকে হিংসা করিও না ; অর্থাৎ, সকলকেই রক্ষা কর। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে সংসার-দুঃখ-বিনাশক দেব! তুমি আমাদিগের আদর্শকে রক্ষা কর, আমাদিগের সকলের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত কর ; সংসারে শান্তি-প্রদান কর ; তদ্দ্বারা যেন আমরা সংসারমুক্ত পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারি।) ॥ ( ১ম—১১৪সূ—৭ঋ ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে রুদ্র নোঽস্মাকং মধ্যে মহান্তং বৃদ্ধং মা বধীঃ। মা হিংসীঃ। উত অপিচ নোঽস্মাকমর্ভকং বালং মা হিংসীঃ। তথা নোঽস্মাকং মধ্য উক্ষন্তং সেক্তারং মধ্যবয়স্কং যুবানং মা বধীঃ।

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'রুদ্রঃ' হে রুদ্র! 'নঃ' আমাদিগের মধ্যে 'মহান্তং' বৃদ্ধকে 'মা' 'বধীঃ' হিংসা করিও না ; 'উত' অপিচ 'নঃ' আমাদিগের 'অর্ভকং' শিশুকে 'মা' হিংসা করিও না ; এবং 'নঃ' আমাদিগের মধ্যে 'উক্ষন্তং' সেক্তা মধ্যবয়স্ক যুবাকে 'মা' হিংসা করিও না ; 'উত' অপিচ 'নঃ'

উত অপিচ নোঽস্মাকমুক্ষিতং গর্ভরূপেণ স্ত্রীষু নিষিক্তমপত্যং মা বধীঃ। তথা নোঽস্মাকং পিতরং জনকং মা বধীঃ। উত অপিচ মাতরং জননীং মা বধীঃ। তথা নোঽস্মাকং প্রিয়াঃ স্নেহবিষয়াস্তন্বঃ শরীরাণি তনুষু ভবাঃ প্রজা বা হে রুদ্র মা রিরিষঃ। মা হিংসীঃ॥

বধীঃ। হন্তের্ম্মাঙি লুঙি চেতি বধাদেশঃ। স চাদন্তঃ। সিচ ইট্। অতো লোপস্য স্থানিবদ্ভাবাৎ বৃদ্ধ্যভাবঃ। রীরিষঃ। রিষঃ হিংসায়াং। ণ্যন্তাল্লুঙি চঙি নিলোপোপধাহ্রস্বত্বাদিনি। ছান্দসঃ পদকালীনোঽভ্যাসহ্রস্বঃ ॥ ( ১ম—১১৪সূ - ৭ঋ ) ॥

· · ·

## সপ্তম ( ১২৪৭ ) ঋকের বিশদার্থ।

—— : ০ : ——

এ ঋকের সরল প্রার্থনা,—'এ সংসার ব্যাধি-বিমুক্ত হউক, মৃত্যুর কবল হইতে সকলেই রক্ষা প্রাপ্ত হউক ; বালক বৃদ্ধ যুবক ভ্রূণ পিতা মাতা—কেহই যেন কালের কবলে নিপতিত না হয়।' প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও এই ভাবেরই আভাস আছে। রুদ্রদেব সংহারকারী ; তিনি যেন কাহারও সংহার-সাধন না করেন। এই প্রার্থনাই সাধারণ দৃষ্টিতে এখানে প্রকাশমান দেখি।

প্রার্থনাটীতে পারমার্থিক ভাব পরিস্ফুট না থাকিলেও, সংসারের ভিতর দিয়া পরমার্থতা-প্রাপ্তির আশা পরিস্ফুট রহিয়াছে। সংসার অনিত্য ও অসত্য হইলেও, সংসারকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ত্যাগ অভিলষিত হইলেও, ভোগের মধ্য দিয়াই ত্যাগ শিক্ষা করিতে হইবে। সংসার মিথ্যা ; কিন্তু অলীক নহে। যেমন আকাশ-কুসুম, বন্ধ্যার পুত্র,

---

আমাদিগের 'উক্ষিতং' গর্ভরূপে স্ত্রীসমূহে নিষিক্ত অপত্যকে 'মা' হিংসা করিও না ; এবং 'নঃ' আমাদিগের 'পিতরং' জনককে 'মা' হিংসা করিও না ; 'উত' অপিচ 'মাতরং' জননীকে 'মা' হিংসা করিও না ; এবং 'নঃ' আমাদিগের 'প্রিয়াঃ' স্নেহের বিষয় 'তন্বঃ' শরীরসমূহকে অথবা তনুসমূহে উৎপন্ন প্রজাসমূহকে, 'রুদ্র' হে রুদ্র, 'মা রিরিষঃ' হিংসা করিও না।

বধীঃ। 'হন্তের্ম্মাঙি লুঙি চ' ইত্যাদি সূত্রে বধ-আদেশ। তাহা অদন্ত। সিচের উত্তর ইট্-প্রত্যয়। অলোপের স্থানিবদ্ভাব-হেতু বৃদ্ধির অভাব। রিরিষঃ। রিষ-ধাতু হিংসার্থক। 'ণ্যন্তাল্লুঙি চঙি নিলোপোপধাহ্রস্বত্বাদীনি' ইত্যাদি সূত্রে ছান্দসে পদকালীন অভ্যাসের হ্রস্বত্ব ॥ ( ১ম—১১৪সূ—৭ঋ ) ॥

· · ·

শশকের শৃঙ্গ—সম্পূর্ণ অলীক ; এ সংসার সেরূপ নহে। ইহার মূলে মিথ্যা বটে ; অর্থাৎ, সংসার বলিয়া কোনও বস্তু নাই বটে ; সংসার বলিয়া যাহা কিছু আভাত হইতেছে, সকলই ব্রহ্মবিবর্ত্ত, সকলই ব্রহ্মময় সত্য। কিন্তু, এই ব্রহ্মানুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত, যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, তাহাই আপাত-সত্যরূপে প্রতীয়মান নামরূপাত্মক জগৎ। এই আপাত-সত্যরূপে প্রতীয়মান জগতের মধ্যে থাকিলে, কোনদিনই ইহার মিথ্যা জ্ঞান হইবে না ; মিথ্যা জ্ঞান বা ইহার অনিত্যতা জ্ঞান না হইলে, নিত্যজ্ঞান বা মুক্তি কোনদিনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই নিত্য-সহচর-প্রায় সংসার-বন্ধনের হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইতে হইলে, এই সংসারের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে, সংসারের বস্তুর বিনিময়েই ভগবানকে লাভ করিতে হইবে, সংসার-পুষ্পাঞ্জলি ভগবানের চরণে সমর্পণ করিতে হইবে, সংসারের বাক্য সংসারের ভাষা দিয়াই ভগবানকে আহ্বান করিতে হইবে। এ ঋক্ তাহারই প্রতিধ্বনি।

আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা পদাবলির যে সকল প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি, তদনুসারে এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'হে সংসার-দুঃখ-বিনাশক দেব! আমাদিগের মধ্যে মহাপ্রাণ মানবকে হিংসা করিও না। যাঁহারা মহাপ্রাণ বা মহাপুরুষ, এই সংসারের রীতিনীতি হাব-ভাব প্রভৃতি অবগত হইয়া, তাঁহারা ইহার অসারতা বা অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, এবং অপরকেও উপলব্ধ করাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। প্রার্থনা,—হে দেব, সেই আদর্শ মহাপুরুষগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। মহাপুরুষের আদর্শ বা সাধুর চিত্র সম্মুখে থাকিলে, হৃদয়ে সদ্ভাব উদ্ভূত হয়। সুতরাং হে দেব! তুমি আমাদিগের সম্মুখ হইতে সাধুর চিত্র বা মহাপুরুষের আদর্শকে সরাইয়া লইও না। তুমি আমাদিগের মধ্যে মহাপ্রাণ মানবকে রক্ষা কর। তাঁহাদের আদর্শ পাইলে, আমরা ধীরে ধীরে মানবের চরমগন্তব্যে পৌঁছাইতে পারিব।'

তার পর বলা হইয়াছে,—অর্ভককে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যশীল বালককে রক্ষা কর। যে বালক ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিপালনে দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী হইয়া, প্রাচীন আদর্শে লক্ষ্য রাখিয়া, মানবের গন্তব্যে পৌঁছাইতে

পারিবে; হে দেব! তুমি সেই মুক্তিকাম আদর্শস্থানীয় ব্রহ্মচারী বালককে রক্ষা কর,—তাহার উপর করুণা কর;—সে যেন পথভ্রষ্ট না হয়। এইরূপ, যে সকল যুবক অভিষিক্ত বা মন্ত্রদীক্ষিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহারা যেন তোমার করুণায় বঞ্চিত না হয়; তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর,—মঙ্গলের পথে অগ্রসর কর। আরও, যাহারা গর্ভরূপে অবস্থিত অর্থাৎ মাতৃগর্ভে অবস্থানের মত নিতান্ত অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন; হে দেব! তুমি সেই নিতান্ত মুগ্ধ অজ্ঞান শিশুকেও তোমার করুণা দিয়া উজ্জীবিত কর। এই শিশু, এই বালক, এই যুবক, মহান্ আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া, স্বীয় গন্তব্যে উপস্থিত হউক; তোমার মঙ্গল-মন্ত্র জয়যুক্ত হউক; আবার জগতে শান্তি ফিরিয়া আসুক। তার পর, এই আদর্শ লাভের জন্য যুবক বালক ও শিশুকে প্রস্তুত করিতে হইলে, ইহাদের উপযুক্ত পিতার আবশ্যক। উপযুক্ত পিতা না হইলে, উপযুক্ত সন্তানের আশা দুরাশা মাত্র। এই জন্য আদর্শবান্ পিতার অথবা সদ্ভাব-জনক হৃদয়ের আবশ্যক হইবে। হে দেব! তুমি সেই আদর্শবান্ পিতাকে অথবা সদ্ভাবজনক হৃদয়কে সংরক্ষিত কর। সুসন্তান লাভ করিতে হইলে, পবিত্রা জননীর আবশ্যক। জননীর নিকট হইতে পুত্র অধিক গুণ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং তুমি সেই আদর্শবতী জননীকে অথবা সদ্বৃত্তিপ্রদায়িনী বুদ্ধিকে সুরক্ষিত কর। জননী প্রস্তুত না হইলে, সন্তান প্রস্তুত হইবে না; অথবা, সদ্বৃত্তিপ্রদায়িনী বুদ্ধির উদ্বোধন না হইলে, হৃদয়ও নির্ম্মল হইবে না। অতএব, হে দেব! তুমি এই জননীকে আগেই রক্ষা কর; অথবা, এই সদ্বৃত্তিপ্রদায়িনী বুদ্ধিকে সুরক্ষিত কর।'

সকলের মূলে শরীর—"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনং।" উপসংহারে তাই বলা হইয়াছে,—'হে দেব! তুমি সেইসর্ব্বধর্ম্মসাধনের মূলীভূত অতিপ্রিয়তম এই শরীরকে সকলের পূর্ব্বে রক্ষা কর। শরীর দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইলে, আমরা মহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, এই শরীরের সাহায্যে ধ্যান-ধারণাদির দ্বারা তোমাকে লাভ করিতে পারিব,—পরিমুক্ত হইব।

এইরূপে বুঝা যায়, এই মন্ত্রের এক নিগূঢ় প্রার্থনা,—'হে সংসার-দুঃখত্রাতা ভগবন্! তুমি আমাদিগের আদর্শস্থানীয় মহাপ্রাণ প্রাচীন মহাপুরুষগণকে হিংসা করিও না; অর্থাৎ, তাঁহাদিগের আদর্শ এ জীব-

জগতের চক্ষে সুরক্ষিত হউক। ব্রহ্মচর্য্যশীল বালককে রক্ষা কর। মন্ত্রদীক্ষিত সাধনশীল যুবককে রক্ষা কর। অতি-অজ্ঞান গর্ভস্থ শিশুর মত মুগ্ধ মানবকে রক্ষা কর। সংসারে আদর্শবান্ পিতার সংস্থাপন কর; অথবা, সদ্ভাবজনক হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ কর। কল্যাণকামা আদর্শপূতা জননীর সৃষ্টি কর; অথবা, সদ্বৃত্তিপ্রদায়িনী বুদ্ধিকে নির্ম্মাণ কর। আর ইহাদের সকলের মূলে যে শরীর, সেই শরীরকে রক্ষা কর; সৎকর্ম্ম-সাধনে শক্তি দাও।' (১ম—১১৪সূ—৭ঋ)॥

---

## অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দ্দশাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আযৌ মা নো গোষু
মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ
সদমিত্বা হবামহে ॥ ৮ ॥

* * *

### পদ-বিশ্লেষণং।

মা। নঃ। তোকে। তনয়ে। মা। নঃ। আযৌ। মা। নঃ। গোষু।
মা। নঃ। অশ্বেষু। রিরিষঃ।
বীরান্। মা। নঃ। রুদ্র। ভামিতঃ। বধীঃ। হবিষ্মন্তঃ।
সদং। ইৎ। ত্বা। হবামহে ॥ ৮ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'রুদ্র' ( সংসারদুঃখবিনাশক হে দেব ! ) 'নঃ' ( অস্মাকং ) 'তোকে তনয়ে' ( পুত্রপৌত্রাদি-বিষয়ে, বংশ-সম্বন্ধে ) 'মা রিরিষঃ' ( মা হিংসীঃ ) ; 'নঃ' ( অস্মাকং ) 'আযৌ' ( মানবত্বে ) 'মা' ( মা রিরিষঃ ) ; 'নঃ' ( অস্মাকং ) 'গোষু' ( গো-ধনেষু, জ্ঞানকিরণেষু ) 'মা' ( মা রিরিষঃ ) ; 'নঃ' ( অস্মাকং ) 'অশ্বেষু' ( অশ্বধনবিষয়েষু, ব্যাপক-জ্ঞানেষু ) 'মা' ( মা রিরিষঃ ) ; 'নঃ' ( অস্মাকং ) 'ভামিতঃ' ( দীপ্তান্ ) 'বীরান্' ( বিশ্বাসবৈরাগ্যাদীন্ সদ্ভাবসমূহান্ ) 'মা বধীঃ' ( মা হিংসীঃ ) ; 'হবিষ্মন্তঃ' ( অনুসরণপরায়ণাঃ সন্তঃ বয়ং ) 'সদমিৎ' ( সর্ব্বদৈব ) 'ত্বা' ( ত্বাং ) 'হবামহে' ( আহ্বয়ামহে ) । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব ! অস্মভ্যং আত্মানুভূতিমূলং মনুষ্যত্বাদিকং প্রদেহি ; বয়ং সর্ব্বদা ত্বাং অনুসরেম ॥ ( ১ম—১১৪সূ—৮ঋ ) ॥

*

### বঙ্গানুবাদ ।

সংসার-দুঃখ-বিনাশক হে দেব ! আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদি-বিষয়ে ( বংশ-সম্বন্ধে ) হিংসা করিও না ; আমাদিগের মানবত্ব-বিষয়ে হিংসা করিও না ; আমাদিগের গোধন-বিষয়ে ( জ্ঞানকিরণসমূহে ) হিংসা করিও না ; আমাদিগের অশ্বধনবিষয়ে ( ব্যাপক জ্ঞান-বিষয়ে ) হিংসা করিও না ; আমাদিগের দীপ্ত-বিশ্বাস-বৈরাগ্যাদি-সদ্ভাবসমূহকে হিংসা করিও না ; অনুসরণ-পরায়ণ হইয়া আমরা যেন আপনাকে আহ্বান করি । ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব ! আমাদিগকে আত্মানুভূতির মূলস্বরূপ মনুষ্যত্বাদি প্রদান করুন ;—আমরা সর্ব্বদা যেন আপনাকে অনুসরণ করিতে পারি । ) ॥ ( ১ম—১১৪সূ—৮ঋ ) ॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে রুদ্র নোঽস্মাকং তোকে তোকাদিবিষয়ে মা রীরিষঃ । মা হিংসীঃ । তোকশব্দঃ পুত্রবাচী । তনয়স্তৎপুত্রঃ । আযুরিত্যন্তোদাত্তো মনুষ্যনাম । পুত্রপৌত্রব্যতিরিক্তো যোঽস্মদীয়ো মনুষ্য তস্মিন্ গোষু পশ্বাদিষ্বশ্বেষু চ মা রীরিষঃ । হিংসাং মা কৃথাঃ । তথা হে রুদ্র বীরান্

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

'রুদ্র' হে রুদ্র ! 'নঃ' আমাদিগের 'তোকে' তোকাদিবিষয়ে 'মা রীরিষঃ' হিংসা করিও না । তোক-শব্দ পুত্রবাচী । 'তনয়ঃ' তৎপুত্র । 'আযুঃ' এই পদ অন্তোদাত্ত মনুষ্যনামবাচী । পুত্রপৌত্রব্যতিরিক্ত 'নঃ' অস্মদীয় মনুষ্য—তদ্বিষয়ে 'গোষু' পশ্বাদিবিষয়ে 'অশ্বেষু' এবং অশ্ববিষয়ে 'মা রীরিষঃ' হিংসা করিও না ; এবং 'রুদ্র' হে রুদ্র ! 'বীরান্' বিক্রান্তশৌর্য্যোপেত অস্মদীয়

বিক্রান্তান্ শৌর্য্যোপেতানস্মদীয়ান্ ভামিতঃ ক্রুদ্ধঃ সন্ মা বধীঃ। মা হিংসীঃ। বয়ং চ হবিষ্মন্তো হবির্ভিযুক্তাঃ সন্তঃ সদমিৎ সর্ব্বদৈব ত্বাং হবামহে। আহ্বয়ামহে॥

আযৌ। ইণ্ গতৌ। ছন্দসীণ ইত্যুণ্ প্রত্যয়ঃ। ভামিতঃ। ভাম ক্রোধে। ক্রোধিকরণে চেতি কর্ত্তরি ক্তঃ। হবামহে। হ্বেঞোলটি বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং॥ (১ম—১১৪সূ—৮ঋ)॥

* * *

## অষ্টম ( ১২৪৮ ) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্—পূর্ব্ব ঋকের অনুবর্ত্তিনী। সংসারের মধ্য দিয়া ভগবানকে লাভ করাই জীবের ঈপ্সিত। জীব, ভোগের মধ্যে ত্যাগের প্রশস্ত পথ বা পবিত্র জ্যোতিঃ দর্শন করে। তাই এ ঋকে প্রথমতঃ সাংসারিক ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যাইলেও, প্রতি বস্তুর প্রার্থনার ভিতরে সংসারের মঙ্গলতর কামনা পরিস্ফুট রহিয়াছে।

সাধারণতঃ এই ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম গৃহীত হয়,—"হে ভগবন্! তুমি আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদি বিষয়ে হিংসা করিও না; অর্থাৎ, পুত্রপৌত্রাদিকে রক্ষা কর। হে ভগবন্! তুমি আমাদিগের মনুষ্যগণকে হিংসা করিও না; অর্থাৎ, আমাদিগের লোক-জনকে রক্ষা কর। তুমি আমাদিগের গাভী-বিষয়ে হিংসা করিও না; অর্থাৎ, গাভীসকলকে রক্ষা কর। তুমি আমাদিগের অশ্ব-বিষয়ে হিংসা করিও না; অর্থাৎ, অশ্বগুলিকে রক্ষা কর। কেন-না, আমরা হব্য লইয়া তোমার পূজা করি।' কিন্তু আমাদিগের ব্যাখ্যার মর্ম্ম একটু স্বতন্ত্র ভাব-দ্যোতক।

সাধুচিত্ত মানবের প্রতিস্পন্দনে জগতের মঙ্গল-কামনা ফুটিয়া উঠে। তিনি উপাসনার অন্তে ভগবানের নিকট সজল-নয়নে যে প্রার্থনা করেন, সেই প্রার্থনার প্রথম স্তর—পুত্রপৌত্রাদিকে রক্ষা করা। পুত্রপৌত্রাদিতে

---

গণকে 'ভামিতঃ' ক্রুদ্ধ হইয়া 'মা বধীঃ' হিংসা করিও না। আমরাও 'হবিষ্মন্তঃ' হবিঃসমূহের দ্বারা যুক্ত হইয়া 'সদমিৎ' সর্ব্বদাই তোমাকে 'হবামহে' আহ্বান করি।

আযৌ। ইণ্-ধাতু গত্যর্থক। 'ছন্দসীণঃ' ইত্যাদি সূত্রে উণ্-প্রত্যয়। ভামিতঃ। ভাম-ধাতু ক্রোধার্থক। 'ক্রোধিকরণে চ' ইত্যাদি সূত্রে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয়। হবামহে। হ্বেঞঃ-ধাতু লটে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ॥ (১ম—১১৪সূ—৮ঋ)॥

* * *

আত্মার অস্তিত্ব অধিকতর অনুভূত হয়। সেই অনুভূতিতেই সমগ্র জীবজগতের আত্মানুভূতির প্রথম বিকাশ। প্রার্থনার দ্বিতীয় স্তর,—'হে ভগবন্! তুমি আমাদিগের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ করিয়া দাও। সমগ্র জীব-জগতে যেন তোমার পূর্ণসত্ত্বার অনুভূতি করি।' ইহার পর, 'গোষু' ও 'অশ্বেষু' পদদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। সাধারণ দৃষ্টিতে এখানে গাভীসকলে ও ঘোটকসমূহেই দৃষ্টি আসে বটে; কিন্তু ঐ দুই পদের অভ্যন্তরে কতই নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়! তাহার একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক মনে করি। ঐ দুই পদের সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর যে ভাব আমরা গ্রহণ করিয়াছি, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহার আভাস আছে। পরন্তু 'গোকুল' বলিতে ভগবানের নিত্য-নিবাস-স্থল বুঝায়। গো শব্দের অর্থ বাণী, তাহার কুল অর্থাৎ বাক্যের সমষ্টি বা পুঞ্জীভূত বাক্য। যেখানে বেদবেদান্ত প্রভৃতি নিখিল শাস্ত্রবাক্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে, যেখানে বাক্যস্ফূর্ত্তিসকল নিত্যনিবৃত্ত, যেখানে বাক্যসকল স্তব্ধ হইয়া থাকে, তাহার নাম 'গোকুল'। অথবা, গো-শব্দে পৃথিবী, তাহার কুল অর্থাৎ যাহা সমগ্র বিশ্বের বা চতুর্দ্দশ ভুবনের মিলন-মন্দির, তাহার নাম —'গোকুল।' এ পক্ষে প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! তুমি তোমার সেই নিত্য-বিরাজ-স্থান বিশ্বজগতের মিলন-মন্দির গোকুলের পথ উন্মুক্ত কর।' এই গোকুলের পথে অগ্রসর হইতে হইলে, অশ্বের মঙ্গল-কামনা করিতে হইবে। অশ্বের মঙ্গল কি? অশ্ব অর্থে—ইন্দ্রিয় "ইন্দ্রিয়ানি হবানাহুর্ম্মনঃ প্রগ্রহমেবচ।" ইন্দ্রিয়সকল অশ্ব ও মন তাহার প্রগ্রহ অর্থাৎ বল্গা—ইহা শ্রুতিরই কথা। সেই ইন্দ্রিয়-রূপ অশ্বের মঙ্গল অর্থে, তাহাকে স্তব্ধ করিয়া বহির্ম্মুখ বৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখ করা। দুর্জ্জয় শত্রুকে দমিত করাই তাহার পক্ষে মঙ্গল। এই স্বভাব-বিপথগামী অশ্বসকলকে তাহাদিগের স্বভাব-গতির অবরোধ-রূপ মঙ্গলের অধিকারী করিতে হইলে, বিশ্বাস-বৈরাগ্যের নিতান্ত আবশ্যক। তাই এই প্রার্থনায় বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! তুমি আমাদিগের বিশ্বাস-বৈরাগ্যকে হিংসা করিও না; অর্থাৎ, বিশ্বাস-বৈরাগ্যকে রক্ষা কর, তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ কর।' ফল কথা, এই ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে সংসার-দুঃখ-বিনাশকারী দেব! আমরা যেন বিশ্বাস-বৈরাগ্যের সাহায্যে

ইন্দ্রিয়-জয় করিতে পারি; আর, ইন্দ্রিয়-জয়ের সাহায্যে যেন গোকুলের পথ উন্মুক্ত করিতে সমর্থ হই। গোকুলের পথ উন্মুক্ত করিয়া, যেন মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারি; এবং মনুষ্যত্বের সাহায্যে যেন সমগ্র জগতের মধ্যে তোমার পূর্ণসত্ত্বা অনুভূতি করিতে সমর্থ হই। আমরা সব্যাকুলহৃদয়ে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।' (১ম—১১৪সূ—৮ঋ)॥

* * *

## মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

দেবসুবাং হবিষ্ষু রুদ্রস্য পশুপতের্যাগ উপ তে স্তোমানিত্যাদিকে যাজ্যানুবাক্যে। সূত্রিতঞ্চ—উপ তে স্তোমান্ পশুপা ইবাকরমিতি দ্বে। আ০ ৪।১১। ইতি॥

* * *

## নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দ্দশাধিকশততমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

উপ তে স্তোমান্ পশুপা ইবাকরং রাস্বা
পিতর্মরুতাং সুম্নমস্মে।
ভদ্রা হি তে সুমতির্মৃলয়ত্তমাথা বয়মব
ইত্তে বৃণীমহে ॥ ৯ ॥

* * *

---

মন্ত্র-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'দেবসুবাং' হবিঃসমূহে রুদ্রের যাগে 'উপ তে স্তোমান্' ইত্যাদি ঋক্ যাজ্যানুবাক্যে প্রযুক্ত হয়। এ বিষয়ে সূত্রিত আছে,—'উপ তে স্তোমান্ পশুপা ইবাকরমিতি দ্বে' (আ০ ৪।১১) ইত্যাদি।

* * *

### পদ-বিশ্লেষণং।

উপ। তে। স্তোমান্। পশুপাঃঽইব। আ। অকরং। রাস্ব।

পিতঃ। মরুতাং। সুম্নং। অস্মে ইতি।

ভদ্রা। হি। তে। সুঽমতিঃ। মৃলয়ৎঽতমা। অথ। বয়ং। অবঃ।

ইৎ। তে। বৃণীমহে ॥ ৯ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রুদ্র' ( সংসার-দুঃখাপহারক হে দেব! ) 'পশুপাঃ ইব' ( পশুচারণকারিণঃ ইব বয়ং ) 'স্তোমান্' ( তব স্তুতিরূপাঃ বাণীঃ ) 'তে' ( তুভ্যং ) 'উপাকরং' ( সমর্পয়ামঃ ); পশুপালকাঃ যথা পশুস্বামিভ্যঃ গৃহীতান্ পালনীয়পশূন্ সায়ং তেভ্যঃ পুনঃ প্রযচ্ছন্তি তদ্বৎ হে দেব ত্বৎসকাশাৎ লব্ধাঃ এতাঃ স্তুতীরূপাঃ বাণীঃ তুভ্যমেব সমর্পয়ামঃ—ইতি ভাবঃ; 'মরুতাং পিতঃ' ( বিবেক-রূপাণাং দেবানাং জনক, বিবেকোৎপাদক হে দেব ইত্যর্থঃ ) 'অস্মে' ( অস্মভ্যং ) 'সুম্নং' ( চিরশান্তিং ) 'রাস্ব' ( প্রদেহি. ); 'মৃলয়ত্তমা' ( নিতরাং সুখপ্রদায়িনী, শ্রেষ্ঠসুখদায়িনী ) 'ভদ্রা' ( কল্যাণময়ী ) 'সুমতি' ( সদিচ্ছা ) 'তে হি' ( ত্বয়ি এব বিদ্যতে ); 'অথ' ( অতএব ) 'বয়ং' ( প্রার্থনাকারিণঃ ) 'তে' ( ত্বৎসকাশাৎ ) 'ইৎ' ( সম্যগ্‌রূপেণ ) 'অবঃ' ( শান্তিময়ী রক্ষাং ) 'বৃণীমহে' ( প্রার্থয়ামহে )। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! ত্বং হি মঙ্গলময়; তব ইচ্ছা অপি মঙ্গলময়ী; সংসারতাপেন দংদহ্যমানাঃ বয়ং ত্বাং মঙ্গলং যাচামহে ॥ ( ১ম—১১৪সূ—৯ঋ ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

সংসার-দুঃখাপহারক হে দেব! পশুচারণকারীর ন্যায় আমরা, আপনার স্তুতি-রূপ বাণীসকল আপনাকে সমর্পণ করিতেছি; ( ভাব এই যে,—পশুপালক যেমন পশুস্বামীর নিকট হইতে গৃহীত পালনীয় পশু-সকলকে সায়ংকালে সেই পশুস্বামীকেই আবার প্রত্যর্পণ করে, সেইরূপ হে দেব, আপনার নিকট হইতে লাভ করিয়া এই সকল স্তুতিরূপা বাণীকে আপনাকেই অর্পণ করিতেছি ); বিবেকরূপী দেবগণের জনক ( বিবেক

উৎপাদক ) হে দেব! আমাদিগকে চিরশান্তি প্রদান করুন; শ্রেষ্ঠ-সুখপ্রদায়িনী কল্যাণময়ী সদিচ্ছা আপনাতেই আছে; অতএব, প্রার্থনাকারী আমরা আপনার নিকট হইতে সম্যক্-রূপে শান্তিময়ী রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি। ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি মঙ্গলময়; আপনার ইচ্ছাও মঙ্গলময়ী; সংসার-তাপে দংদহ্যমান আমরা আপনার নিকট মঙ্গল-কামনা করিতেছি। ) ॥ ( ১ম—১১৪সু—৯ঋ ) ॥

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে রুদ্র স্তোমান্ স্তুতিরূপান্ মন্ত্রান্ তুভ্যমুপাকরং। উপাকরোমি। সমর্পয়ামি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পশুপা ইব। যথা পশূনাং পালয়িতা গোপঃ প্রাতঃকালে স্বস্মৈ সমর্পিতান্ পশূন্ সায়ংকালে স্বামিভ্যঃ প্রত্যর্পয়তি, এবং ত্বৎসকাশাল্লব্ধান্ স্তুতিরূপান্ মন্ত্রান্ স্তুতিসাধনতয়া তুভ্যং প্রত্যর্পয়ামীত্যর্থঃ। হে মরুতাং পিতঃ। মরুৎসংজ্ঞানাং দেবানামুৎপাদক রুদ্র নোঽস্মভ্যং সুম্নং সুখং রাস্ব। দেহি। অপি চ তে ত্বদীয়া সুমতিঃ কল্যাণী বুদ্ধির্মৃলয়ত্তমা। অতিশয়েন সুখয়িতৃতমা। অত এব ভদ্রা ভজনীয়া হি। যস্মাদেবং তস্মাৎ অথানন্তরং বয়ং তে ত্বদীয়মবো রক্ষণং বৃণীমহে। সম্ভজামহে ॥

অকরং। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানে লুঙ্। কৃমৃদৃরুহিভ্য ইতি চ্লেরঙাদেশঃ। ঋদৃশোঽঙি গুণঃ। পিতর্ম্মরুতাং। পরমপি ছন্দসীতি পরস্যাঃ ষষ্ঠ্যাঃ পূর্ব্বামন্ত্রিতানুপ্রবেশে সত্যামন্ত্রিতস্য চেতি পদদ্বয়মপ্যনুদাত্তং। অস্মে। সুপাং সুলুগিতি চতুর্থীবহুবচনস্য শে

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে রুদ্র! 'স্তোমান্' স্তুতিরূপমন্ত্রসমূহকে আপনাকে 'উপাকরং' উপকার করি—সমর্পণ করি। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত। 'পশুপা ইব' যেমন পশুপালক গোপ প্রাতঃকালে তাহাকে সমর্পিত ( ন্যস্ত ) পশুসমূহকে সায়ংকালে স্বামিগণকে প্রত্যর্পণ করে, সেইরূপ আপনার সকাশ হইতে লব্ধ স্তুতিরূপ মন্ত্রসমূহকে স্তুতিসাধন-হেতু আপনাকেই প্রত্যর্পণ করি—ইহাই অর্থ। হে 'মরুতাং পিতঃ' মরুৎসংজ্ঞক দেবগণের উৎপাদক রুদ্র! 'নঃ' আমাদিগকে 'সুম্নং' সুখ 'রাস্ব' দান করুন। অপিচ, 'তে' ত্বদীয় 'সুমতিঃ' কল্যাণী বুদ্ধি 'মৃলয়ত্তমা' শ্রেষ্ঠ-সুখকারক; অতএব, 'ভদ্রা' ভজনীয়। 'হি' যেহেতু এইরূপ সেইজন্য 'অথ' অনন্তর 'বয়ং' আমরা 'তে' ত্বদীয় 'অবঃ' রক্ষণ 'বৃণীমহে' সম্ভজন করি।

অকরং। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' ইত্যাদি সূত্রে বর্ত্তমানে লুঙ্। 'কৃমৃদৃরুহিভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে চ্লেরঙ্-আদেশ। 'ঋদৃশোঽঙিগুণঃ' ইত্যাদি সূত্রে গুণ। পিতর্ম্মরুতাং। 'পরমপি ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে পরস্থিত ষষ্ঠীবিভক্তির পূর্ব্বামন্ত্রিত অনুপ্রবেশ হইয়া 'আমন্ত্রিতস্য চ' ইত্যাদি সূত্রে অনুদাত্তত্ব। অস্মে। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে চতুর্থীর বহুবচনে শে-

আদেশঃ। মৃলয়ত্তমা। মৃল (মৃড়) সুখনে। অস্মাণ্ণ্যন্তাল্লটঃ শতৃ। তস্য ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বাভাবে প্রত্যয়স্বরঃ শিষ্যতে॥ ১ম—১১৪সূ—৯ঋ)॥

# নবম (১২৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

সাধনা-মার্গে পঞ্চভাবের সাধনা-রীতি সংলক্ষিত হয়;—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর। বেদ এই পঞ্চভাবের সংবাদদাতা। এই রুদ্র-প্রকরণের বহুর শান্ত বাৎসল্য ও সখ্য প্রভৃতির আভাস পাওয়া গিয়াছে। এ ঋকে পবিত্র দাস্যভাবের বিমল ছায়া পূর্ণভাবে প্রকট রহিয়াছে। দাস্যভাবে হৃদয়ে ব্যাকুলতা আসে। দাস্যভাব ভগবানের সেবার অধিকারী করিয়া দেয়।

দাস্যভাবের অধিকারী হনুমান, রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—"তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।" 'হে রাম! আমি জানি, তুমি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরাকার ও বিরাট্। তাহা হইলেও আমার ঐ শ্যামলমূর্ত্তিই ঈপ্সিত।' ভক্ত চায় না,—সচ্চিদানন্দ-সাগরের অতল তলে নিমগ্ন থাকিয়া আত্মহারা হইতে। ভক্ত চায় না,—সাধনার সিদ্ধিকে ও তপস্যার ঋদ্ধিকে লাভ করিয়া নির্ব্বাণ-কৈবল্য লাভ করিতে। ভক্ত চায়,—ভগবান্ তুমি যুগে যুগে এস, আর আমিও তোমার সহিত আসিয়া তোমার লীলাস্বাদ উপভোগ করি। এ ঋক্ এই মহাভাবের প্রতিধ্বনি।

এ দৃষ্টিতে প্রার্থনার ভাব এই যে,—'যেমন পশুপালক রাখাল, তাহার যিনি স্বামী ও পশুসকলের স্বামী, তাঁহার নিকট হইতে সারা দিনের জন্য প্রতিপালনের ভার প্রাপ্ত হইয়া, সারাদিন গোচারণ করে, এবং সায়ংকালে আবার সেই স্বামীকেই তাঁহার সেই ন্যস্ত দ্রব্যসকল প্রত্যর্পণ করে; সেইরূপ, হে ভগবন্! তুমি আমাদিগকে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিশ্বাস, বৈরাগ্য, কর্ম্ম ও স্তোত্রমন্ত্র-রূপ বাণীসকল প্রদান করিয়াছ; যখন সৃষ্টি হয়, যখন আমি সৃষ্টজগতে আসিয়া জগতের বিকাশ অবস্থা

---

আদেশ। মৃলয়ত্তমা। মৃল-ধাতু সুখনার্থক। উহাতে ণ্যন্ত-হেতু লটে শতৃ। তাহাতে 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্ব' ইত্যাদির অভাবে প্রত্যয়-স্বর অবশিষ্ট আছে॥ (১ম ১১৪সূ—৯ঋ);

বুঝিতে পারি, সেই সৃষ্ট জগতের প্রথম সময় শুভ প্রভাত-মুহূর্ত্তে আমাকে তুমি এই সকল প্রদান করিয়াছ; হে মঙ্গলময়! আমার যে অবস্থাই আসুক, সমগ্র দিবসের অবসানে অর্থাৎ কর্ম্মজীবনের অবসানে যেন এই সকল ন্যস্তসামগ্রী তোমাকেই প্রত্যর্পণ করিতে পারি।'

এখানে আর বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! তুমি "অবাঙ্‌মনসোঽগোচরম্।" তোমার নিকট বাক্য-মন যাইতে পারে না। তুমি তোমার পবিত্র রত্ন-বেদীর নিকট আমাকে লইয়া চল। তোমাকে দেখিয়া যেন আমার বাক্য স্তব্ধ হইয়া যায়। তুমি আমাকে বাক্য দিয়াছ। তুমিই আমার বাক্যময় ও বাণীর অধিপতি। হে দয়াময়! যেন তোমার প্রদত্ত দ্রব্যের প্রতিপালনের ভার ভৃত্যবৎ বহন করিতে পারি। তুমি মঙ্গল-নিদান। তুমি তোমার স্বরূপ দেখাইয়া দাও। আমি দেখিয়া যেন স্তব্ধ হই। আমার সকল আড়ম্বর যেন মিটিয়া যায়। আমার স্তোত্র-মন্ত্র-পাঠ, ঈশ্বর-প্রণিধান, জ্ঞান-ভক্তির অনুসরণ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াকলাপের ও হৃদয়বৃত্তি-সকলের যেন বিরাম লাভ হয়। তোমাকে দেখিয়া, আমার বুদ্ধি যেন নিশ্চল নিথর নিস্পন্দ স্তব্ধ হইয়া যায়। তুমি সদ্ভাবজনক দেব। তুমি মঙ্গলময়। তোমার প্রতি ইচ্ছা কল্যাণময়ী। মানবের যাহা নিরবচ্ছিন্ন সুখ, সেই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি-রূপ অবিরাম সুখপ্রবাহের তুমিই প্রদানকর্ত্তা। তুমি এই জ্বালা-জটিল সংসার-দুঃখের অবসান কর। আমরা সব্যাকুল হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে তোমার নিকট এই শান্তিরূপা রক্ষাকে ভিক্ষা করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করে, সখা যেমন সখাকে রক্ষা করে; হে দেব! এই বিঘ্নসঙ্কুল সাধনা-পথে দস্যুর হস্ত হইতে তুমি সেইরূপ আমাদিগকে রক্ষা কর। যেন নির্ব্বিঘ্নে তোমার দ্বারে আমরা পৌঁছাইতে পারি। হে কল্যাণপুরুষ! তুমি নিজেও কল্যাণময়, তোমার ইচ্ছাও কল্যাণময়ী; তাই তোমার নিকট আমরা সংসারতাপে অহরহঃ প্রপীড়িত হইয়া শুভ-মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। তোমারই সামগ্রী তোমার নিকট হইতে পাইয়া যেন তোমাকেই সমর্পণ করিতে পারি। হে দেব! এই সামর্থ্য আমাদিগকে প্রদান কর।' (১ম—১১৪সূ—৯ঋ) ॥

### দশমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দ্দশাধিকশততমং সূক্তং। দশমী ঋক্। )

আরে তে গোঘ্নমুত পুরুষঘ্নং ক্ষয়দ্বীর

সুম্নমস্মে তে অস্তু।

মৃলা চ নো অধি চ ব্রূহি দেবাধা চ

নঃ শর্ম্ম যচ্ছ দ্বিবর্হাঃ ॥ ১০ ॥

॰ ॰ ॰

### পদ-বিশ্লেষণং।

আরে। তে। গোঽঘ্নং। উত। পুরুষঽঘ্নং। ক্ষয়ৎঽবীর।

সুম্নং। অস্মে ইতি। তে। অস্তু।

মৃল। চ। নঃ। অধি। চ। ব্রূহি। দেব। অধ। চ।

নঃ। শর্ম্ম। যচ্ছ। দ্বিঽবর্হাঃ ॥ ১০ ॥

॰ ॰ ॰

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘ক্ষয়দ্বীর’ ( সন্তাবজনক দেব! ) ‘তে’ ( তব, ভবৎ কৃপয়া ইতি যাবৎ ) ‘গোঘ্নং’ ( বাক্যবিরামং, জগৎস্মৃতিবিলয়ং বা ) ‘উত’ ( অপিচ ) ‘পুরুষঘ্নং’ ( পুংস্ত্ববিনাশং, পুরুষকাররূপাহঙ্কারপ্রণাশং ইত্যর্থঃ ) ‘আরে’ ( সমীপে—অস্মাকং ইতি যাবৎ ) ‘অস্তু’ ( ভবতু ); এবং ‘অস্মে’ ( অস্মাকং উপরি ) ‘তে’ ( ভবৎসম্বন্ধিনং ) ‘সুম্নং’ ( সুখং মঙ্গলং বা ) ‘অস্তু’ ( ভবতু, আগচ্ছতু ইত্যর্থঃ )। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মভ্যং এবং মঙ্গলং দেহি, যেন জগৎস্মৃতেঃ

বিলয়েন তথা অহং পুরুষ ইত্যাদি অহংজ্ঞানস্য বিনাশেন ত্বাং লব্ধুং শক্নুমঃ। হে 'দেব' (দ্যোতমান প্রভো!) 'নঃ' (অস্মাকং উপরি) 'মৃল' (করুণা বর্ষণং কুরু), 'চ' (তথা অস্মভ্যং) 'অধি ব্রূহি' (মঙ্গলবাক্যং বদ, আশীর্ব্বাদং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ; 'অধ চ' (এবং) হে দেব! 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'দ্বিবর্হাঃ' (জ্ঞানকর্ম্মাত্মকয়োঃ উভয়োঃ মার্গয়োঃ) 'শর্ম্ম' (মঙ্গলং) 'যচ্ছ' (প্রদেহি)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মভ্যং মঙ্গলং দেহি, করুণাং কুরু চ; বয়ং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ উভয়োঃ মার্গয়োঃ শ্রেয়ঃ লভেম॥ (১ম—১১৪সূ—১০ঋ)॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

সদ্ভাবজনক হে দেব! আপনার কৃপায় বাক্যবিরাম অথবা জগৎ-স্মৃতির বিলয় এবং পুংস্ত্বিনাশ অথবা পুরুষকার-রূপ অহঙ্কার-প্রণাশ আমাদিগের নিকটস্থ হউক; এবং আমাদিগের উপর আপনার সম্বন্ধীয় সুখ বা মঙ্গল আগমন করুক; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে মঙ্গল দেন, যেন জগতের স্মৃতি বিলয়ের দ্বারা এবং 'আমি পুরুষ' এইরূপ অহংজ্ঞানের বিনাশের দ্বারা আপনাকে লাভ করিতে পারি); হে দেব! আমাদিগের উপর করুণা-বর্ষণ করুন, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, এবং আমাদিগকে জ্ঞানকর্ম্মাত্মক উভয় মার্গের মঙ্গল প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে মঙ্গল দেন, করুণা করুন; আমরা যেন জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় মার্গের শ্রেয়ঃ লাভ করিতে সমর্থ হই।)॥ (১ম—১১৪সূ—১০ঋ)॥

* * *

### সায়ণভাষ্যং।

হে ক্ষয়দ্বীর ক্ষয়িতসর্ব্বশত্রুজন রুদ্র তে ত্বদীয়ং গোঘ্নং যদ্গোহননং যদ্বা গোহননসাধন-মায়ুধং। উত অপিচ পুরুষঘ্নং পুরুষহননং তৎসাধনমায়ুধং বা। তদুভয়মারে দূরেঽস্মত্তো বিপ্রকৃষ্টদেশে ভবতু। অস্মে অস্মাসু তে ত্বদীয়ং সুম্নং সুখমস্তু। ভবতু। অপিচ নোঽস্মাকং মৃল। সুখসিদ্ধ্যর্থং। প্রসন্নো ভব। হে দেব দ্যোতমান রুদ্র নোঽস্মানধি

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ক্ষয়দ্বীর' ক্ষয়িত-সর্ব্বশত্রু-জন রুদ্র! 'তে' ত্বদীয় 'গোঘ্নং' যে গো-হনন অথবা গো-হনন-সাধন আয়ুধ 'উত' অপিচ 'পুরুষঘ্নং' পুরুষ-হনন অথবা তৎসাধন আয়ুধ এই উভয়ই 'আরে' দূরে অর্থাৎ আমাদিগের নিকট হইতে বিপ্রকৃষ্ট দেশে থাকুক। 'অস্মে' আমাদিগের বিষয়ে 'তে' ত্বদীয় 'সুম্নং' সুখ 'অস্তু' হউক। অপিচ 'নঃ' আমাদিগের 'মৃল' সুখসিদ্ধির জন্য প্রসন্ন হউন। হে 'দেব' দ্যোতমান রুদ্র! 'নঃ' আমাদিগকে 'অধিব্রূহি চ' অধিবচন বলুন।

ব্রূহি চ। অধিবচনং পক্ষপাতেন বচনং ; ব্রাহ্মণায়াধিব্রূয়াদিতি যথা। অথ চ অথানন্তরং চ দ্বিবর্হা দ্বয়োঃ স্থানয়োঃ পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ পরিবৃঢ়ঃ। যদ্বা দ্বয়োর্দ্দক্ষিণোত্তরমার্গয়োর্জ্ঞান-কর্ম্মণো বা পরিবৃঢ়ঃ স্বামী স ত্বং নোঽস্মভ্যং শর্ম্ম সুখং যচ্ছ। দেহি ॥

গোঘ্নং। হন হিংসাগত্যোঃ। অস্মাৎ ঘঞর্থে কবিধানমিতি ভাবে করণে বা কপ্রত্যয়ঃ। গমহনেত্যুপধালোপঃ। হো হন্তেরিতি ঘত্বং। দ্বিবর্হাঃ। দৃহি বৃহি বৃদ্ধৌ। দ্বয়োঃ স্থানয়োর্ব্বর্হয়তে প্রবর্দ্ধয়তে ইতি দ্বিবর্হাঃ। অসুন্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—১১৪সূ—১০ঋ)॥

## দশম (১২৫০) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

সাধকের সাধনার পরিসমাপ্তি সেইখানেই, যেখানে বাক্যের বিরাম ও জাগ্রৎ জগতের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়। সাংখ্য, যাহাকে সমাধি-বিজ্ঞান বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছে; পাতঞ্জল, যাহাকে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছে; ন্যায়, যাহাকে ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বারা দুঃখনাশ বলিয়া বিঘোষিত করিয়াছে; বৈশেষিক, যাহাকে পরমাণু-বিজ্ঞানের দ্বারা চিত্তপ্রশান্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছে; মীমাংসা, যাহাকে কর্ম্মচর্য্যের দ্বারা স্বর্গসুখ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে; বেদান্ত, যাহাকে স্বরূপজ্ঞান ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বলিয়া নিশ্চিত করিয়াছে; উপনিষৎ, যাহাকে আত্মানুভূতি ও ব্রহ্মবিজ্ঞান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে; বেদ, তাহাকেই পরম সুখ বা মানবের প্রকৃত কল্যাণ অথবা প্রকৃষ্ট শান্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। এ ঋক্ তাহারই স্মারক।

---

অধিবচন অর্থাৎ পক্ষপাতের দ্বারা বচন; যথা 'ব্রাহ্মণায়াধিব্রূয়াৎ' ইত্যাদি। 'অথ চ' অথ অর্থাৎ অনন্তর এবং 'দ্বিবর্হাঃ' পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এই দুই স্থানের অথবা দক্ষিণ ও উত্তর-মার্গের অথবা জ্ঞান ও কর্ম্মের পরিবৃঢ় স্বামী—সেই আপনি 'নঃ' আমাদিগের জন্য 'শর্ম্ম' সুখ 'যচ্ছ' দান করুন।

গোঘ্ন। হন্-ধাতু হিংসা ও গতি অর্থক। ইহার উত্তর ঘঞার্থে 'কবিধানং' ইত্যাদি সূত্রে ভাববাচ্যে অথবা করণবাচ্যে ক-প্রত্যয়। 'গমহন' ইত্যাদি সূত্রে উপধার লোপ। 'হোহন্তেঃ' ইত্যাদি সূত্রে ঘত্ব। দ্বিবর্হাঃ। বৃহিধাতু বৃদ্ধ্যর্থক। দুই স্থানকে প্রবর্দ্ধিত করে—এই অর্থে দ্বিবর্হাঃ। অসুন্-প্রত্যয়। কৃতের উত্তর-পদের প্রকৃতি-স্বরত্ব॥ (১ম-১১৪সূ—১০ঋ)॥

যখন বাক্যসকল স্তব্ধ হয়, মনের অস্তিত্ব লোপ পায়, জগৎ বলিয়া কোনও বস্তুর প্রতীতি হয় না; অথবা, নিদ্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে মনোবুদ্ধির আভাসে অস্তিত্ববোধের মত যখন সমাধি-বিজ্ঞানের দ্বারা এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ কিছু আছে বা ছিল অথবা নাই এইরূপ প্রতীয়মান হয়; যখন আমি আমার—এই অনাত্মবোধ ও অহঙ্কার-অভিমান দূরীভূত হয়; যখন বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, চিত্তবিশুদ্ধ হয়, হৃদয়ে দৃঢ়তা আসে; তখনই নির্ম্মলা শান্তি,—তখনই পরম নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ। এ ঋক্ সেই পরম সুখের প্রতিই মানুষকে আকৃষ্ট করিতেছে।

ঋকের প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'হে বীর বিনাশী! তোমার দ্বারা আমাদিগের গো-হত্যা ও মনুষ্য-হত্যা যেন না হয়। আমরা যেন তোমার প্রদত্ত সুখে সুখী হই। হে জ্যোতির্ম্ময় রুদ্র! তুমি পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের প্রভু।' ইহাতে মনে হয় যে, রুদ্রঠাকুর যেন গো-হত্যা ও মনুষ্য-হত্যা করিয়া বেড়ান; আর, তিনি যেন প্রতি নিয়তই মানবগণকে অসুখ প্রদান করেন। যাহা হউক, যে পদের যে সদর্থে যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা বোধগম্য হইবে॥ (১ম—১১৪সূ—১০ঋ)॥

### একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দ্দশাধিকশততমং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

অবোচাম নমো অস্মা অবস্যবঃ শৃণোতু
নো হবং রুদ্রো মরুত্বান্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ
পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ১১॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

অবোচাম। নমঃ। অস্মৈ। অবস্যবঃ। শৃণোতু।

নঃ। হবং। রুদ্রঃ। মরুত্বান্।

তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহস্তাং। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ।

পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ॥ ১১॥

∴

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘অবস্যবঃ’ (সংসারদুঃখবিনাশকামাঃ বয়ং) ‘অস্মৈ’ (সংসারদুঃখত্রাণকর্ত্রে রুদ্রদেবায়) ‘নমঃ অবোচামঃ’ (প্রণামং কুর্ম্মঃ, অনুসরেম ইতি ভাবঃ); ‘মরুত্বান্’ (বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ মিলিতঃ, বিবেকসহযুতঃ) ‘রুদ্রঃ’ (সংসারদুঃখবিনাশকঃ রুদ্রদেবঃ) ‘নঃ’ (অস্মাকং) ‘হবং’ (আহ্বানং) ‘শৃণোতু’ (গৃহ্ণাতু); ‘তৎ’ (তস্মাৎ) ‘মিত্রঃ’ (মিত্রস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) ‘বরুণঃ’ (অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণদেবঃ) ‘অদিতিঃ’ (অখণ্ডনীয়ঃ অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ) ‘সিন্ধুঃ’ (স্যন্দনশীলঃ স্নেহকারুণ্যরূপঃ দেবঃ) ‘পৃথিবী’ (আশ্রয়দাতা ভূদেবঃ) ‘উত’ (অপিচ) ‘দ্যৌঃ’ (সত্ত্বনিলয়ঃ দেবঃ) ‘নঃ’ (অস্মান্) ‘মমহস্তাং’ (রক্ষন্তু)। অয়ং ভাবঃ—রুদ্রদেবতায়াঃ অনুসরণেন সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং রক্ষকাঃ ভবন্তু। (১ম—১১৪সূ—১১ঋ)॥

∴

### বঙ্গানুবাদ।

সংসারদুঃখের বিনাশকামী আমরা, সংসার-দুঃখত্রাণকারী রুদ্র-দেবকে প্রণাম করিতেছি—যেন অনুসরণ করি; সংসারদুঃখ বিনাশক রুদ্রদেব আমাদিগের আহ্বান গ্রহণ করুন; তাহাতে মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অখণ্ডনীয় অনন্তস্বরূপ অদিতিদেব, স্যন্দনশীল স্নেহকারুণ্যরূপ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেব এবং সত্ত্বনিলয় দ্যুঃ-দেব আমাদিগের রক্ষক হউন। (ভাব এই যে,—রুদ্রদেবতার অনুসরণের দ্বারা সকল দেবতা আমাদিগের রক্ষক হউন।)॥ (১ম—১৪সু—১১ঋ)।

∴

### সায়ণ-ভাষ্যং।

অবস্যবোঽবোন্নং রক্ষণং বেচ্ছন্তো বয়মবোচাম। এতৎ সূক্তরূপং স্তোত্রমবাদিষ্ম। অস্মৈ রুদ্রায় নমো নমস্কারোঽস্তু। মরুত্বান্ মরুদ্ভিঃ স্বকীয়ৈঃ পুত্রৈর্যুক্তো রুদ্রশ্চ নোঽস্মাকং হবমাহ্বানং শৃণোতু। স্বীকরোতু। যদস্মাভিরুক্তং নোঽস্মদীয়ং তৎসর্ব্বং মিত্রাদয়ঃ ষট্ দেবতা মমহন্তাং। পূজয়ন্তু। উতশব্দোঽপ্যর্থঃ॥

অবোচাম। ব্রূঞ্ ব্যক্তায়াং বাচি। লুঙি ব্রুবো বচিঃ। অস্যতি বক্তিখ্যাতীত্যাদিনা চ্লেরঙাদেশঃ। বচ উমিত্যুমাগমঃ। অবস্যবঃ। অব রক্ষণে। ভাবেঽসুন্। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। হবং। ভাবেঽনুপসর্গস্যেত্যপ্ সম্প্রসারণং চ। মরুত্বান্। ঝয় ইতি মতুপো বত্বং। তসৌ মত্বর্থে ইতি ভত্বেন পদত্বাভাবাৎ জশ্ত্বাভাবঃ॥ ( ১ম—১১৪সূ—১১ঋ )॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে ষষ্ঠো বর্গঃ॥ ১।৮।৬॥

## একাদশ ( ১২৫১ ) ঋকের বিশদার্থ।

এটী রুদ্র প্রকরণের শেষ ঋক্। রুদ্র অর্থে—সংসার-দুঃখের বিনাশকারী দেব। রুদ্র-প্রকরণের প্রথম ঋকের ব্যাখ্যায় রুদ্র-শব্দের অর্থ বিবৃত হইয়াছে। রুৎ অর্থে সংসার, আর সেই সংসারকে যিনি নাশ করেন তিনি রুদ্র; অর্থাৎ, যাঁহাকে উপাসনার দ্বারা লাভ করিলে, এই জ্বালা-

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অবস্যবঃ' অব-শব্দে অন্ন বা রক্ষণ বুঝায়। তাহা ইচ্ছা করিয়া আমরা 'অবোচাম' এই সূক্তরূপ স্তোত্র বলিয়াছি। 'অস্মৈ' রুদ্রকে 'নমঃ' নমস্কার। 'মরুত্বান্' মরুদ্গণের দ্বারা অর্থাৎ স্বকীয় পুত্রসমূহের দ্বারা যুক্ত 'রুদ্র' রুদ্র 'নঃ' আমাদিগের 'হবং' আহ্বানকে 'শৃণোতু' স্বীকার করুন। যাহা আমাদিগের দ্বারা উক্ত 'নঃ' অস্মদীয় 'তৎ' সেই সকল মিত্রাদি ছয়টী দেবতা 'মমহন্তাং' পূজা করুন। উত-শব্দে অপি অর্থ বুঝায়।

অবোচাম। ব্রূঞ্-ধাতু বক্তাতে বাক্যার্থক। লুঙে ব্রূ-ধাতুর স্থানে বচ্ হয়। 'অস্যতি বক্তি' ইত্যাদি সূত্রের চ্লির অঙ্ আদেশ। 'বচ উম্' ইত্যাদি সূত্রে উম্-আগম। অবস্যবঃ। অব-ধাতু রক্ষণার্থক। ভাববাচ্যে অসুন্-প্রত্যয়। 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' ইত্যাদি সূত্রে ক্যচ্-প্রত্যয়। 'ক্যাচ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উ-প্রত্যয়। হবং। 'ভাবে অনুপসর্গস্য' ইত্যাদি সূত্রে অপ্-প্রত্যয় ও সম্প্রসারণ। মরুত্বান। 'ঝয়ঃ' ইত্যাদি সূত্রে মতুপ্-প্রত্যয়ের ম-স্থানে বত্ব। 'তসৌ মত্বর্থে' ইত্যাদি সূত্রে ভত্ব-হেতু পদত্বের অভাবে জশ্ত্বের অভাব॥ ( ১ম—১১৪সূ - ১১ঋ )॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের অষ্টম অধ্যায়ে ষষ্ঠ বর্গ॥ ১।৮।৬॥

জটিল সংসারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাঁহাকেই বেদ 'রুদ্র' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। দৈনিক সন্ধ্যা-বন্দনার মধ্যে রুদ্রের উপাসনার ব্যবস্থা আছে। সন্ধ্যা-বন্দনার ঐ অংশ—'রুদ্রপোস্থান।' সে মন্ত্র,—

> "ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং।
> ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ।"

এই রুদ্রোপস্থানের দ্বারা শরীরের পাপক্ষয় হয়, বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, জ্ঞানের অভ্যুদয় হয়, ব্রহ্মানুভূতি হয়। তাই নিত্য-বন্দনার মধ্যে সত্যস্বরূপ বিশ্বরূপ রুদ্রের উপাসনার ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে।

এই রুদ্র-প্রকরণ, সেই সত্যস্বরূপ বিশ্বমূর্ত্তি রুদ্রের উপাসনা-রূপ আহ্বান-পদ্ধতির শৃঙ্খলা প্রদর্শন করিতেছে। সমগ্র প্রকরণে সেই সংসার-দুঃখ-বিনিবারক রুদ্রদেবের উপাসনার ধারা, স্তোত্র-পদ্ধতি ও সখ্যাকুল প্রার্থনার বিষয় পরিবর্ণিত আছে। পরিশেষে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রকরণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

রুদ্রদেবতার এই যে বিরাট্ ভাব, এই যে উপাসনা-পদ্ধতি, এই যে সকল স্তোত্র-মন্ত্র;—এ সকল কেবল জ্ঞান, প্রেম, চিত্তশুদ্ধি, ভক্তি, তিতিক্ষা ও নির্ম্মলা বুদ্ধিই বুঝিতে পারে। জ্ঞান, প্রেম, চিত্তশুদ্ধি, ভক্তি, তিতিক্ষা ও নির্ম্মলা বুদ্ধিই দেবতাকে খুঁজিয়া দেয়। তার পর, রুদ্র-দেবতাকে পাইলেই, সকল দেবতা আসিয়া শান্তিদান করেন।

কেবল রুদ্র-দেবতা বলিয়া নহে; সকল দেবতা-সম্বন্ধেই এই ভাব উপলব্ধ করিতে হইবে। যে কোনও দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে অর্থাৎ যে কোনও দেবভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে, অন্য সকল দেবতাকে—অন্য সকল দেবভাবকে—স্বতঃই আকর্ষণ করিয়া আনে। তাই দেখিতে পাই, বেদে যখনই যে দেবতার মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত হইয়াছে, তখনই সেই দেবতার শ্রেষ্ঠ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেবতা কেহই উচ্চনীচ নহেন; দেবভাব সর্ব্বত্রই সমান ক্রিয়াশীল। কিবা রুদ্র-প্রকরণে কিবা সূর্য্য-প্রকরণে কিবা অন্যান্য দেবতা-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানে সর্ব্বত্র এই অভিন্ন ভাব পরিগ্রহণীয়। তদ্দ্বারাই সকল দেবতার কৃপালাভ সম্ভবপর।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সূক্তের শেষ-ঋকের দ্বিতীয় চরণের

অনুরূপ। ঐ চরণের পদাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'দেবতার অনুসরণের ফলে, রুদ্র-দেবতার কৃপায়, সেই মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্দ্ধক বরুণদেব, অনন্ত-স্বরূপ অদিতিদেব, স্নেহকারুণ্যাধার সিন্ধুদেব, আশ্রয়প্রদাতা ভূ-দেব, এবং সত্ত্বনিলয় দ্যুঃ-দেবতা আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।' (১ম—১১৪সূ—১১ঋ)॥

—•—

## পঞ্চদশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

চিত্রমিতি ষড়ৃচং দশমং সূক্তং কুৎসস্যার্ষং ত্রৈষ্টুভং সূর্য্যদেবতাকং। তথা চানুক্রান্তং। চিত্রং ষট্ সৌর্য্যমিতি॥ আশ্বিন শস্ত্রে সূর্য্যোদয়াৎ ঊর্দ্ধ সৌর্য্যাণি সূক্তানি শংসনীয়ানি। তত্রেদং সূক্তং শংসনীয়ং। সূত্রিতং চ। চিত্রং দেবানাং নমো মিত্রস্যেতি॥ আদিতস্তিস্র ঋচঃ সৌর্য্যস্য পশোর্ব্বপাপুরোডাশহবিষাং ক্রমেণানুবাক্যাঃ। ততো দ্বে বপাপুরোডাশয়োর্যাজ্যে। তথা চ সূত্রিতং। চিত্রং দেবানামুদগাদনীকমিতি পঞ্চ শং নো ভব চক্ষসা শং নো অহ্ন। আ০ ৩।৬। ইতি॥ অতিমূর্ত্তিনাম্ন্যেকাহে শুনাসীর্য্যে পর্ব্বণি চ সূর্য্যস্য হবিষশ্চিত্রং দেবানামিত্যেষা যাজ্যা। সূত্রিতং চ। তরণির্ব্বিশ্বদর্শতশ্চিত্রং দেবানামুদগাদনীকমিতি যাজ্যানুবাক্যাঃ। আ০ ৫।৬। ইতি॥

• . •

## পঞ্চদশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'চিত্রং' প্রভৃতি ছয়টী ঋক্-বিশিষ্ট (এই সূক্ত)। এই সূক্তের ঋষি—কুৎস, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, এবং দেবতা—সূর্য্য। 'চিত্রং ষট্ সৌর্য্যং' ইত্যাদি অনুক্রান্ত হইয়াছে। আশ্বিনশস্ত্রে সূর্য্যোদয়ের ঊর্দ্ধে সৌর্য্যসূক্তসমূহ শংসনীয়। সেই সময়ে এই সূক্ত যে শংসনীয়, এ বিষয়ে সূত্রিত হইয়াছে 'চিত্রং দেবানাং নমো মিত্রস্য' ইত্যাদি। প্রথম হইতে তিনটী ঋক্ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের, পশুর বপা পুরোডাশ ও হবিঃসমূহের অনুবাক্য। তাহার পর দুইটী বপা ও পুরোডাশ-সম্বন্ধে যাজ্য। এ বিষয়ে সূত্রিত হইয়াছে 'চিত্রং দেবানামুদগাদনীকমিতি পঞ্চ শং নো ভব চক্ষসা শং নো অহ্না। আ০ ৩।৬। ইত্যাদি। অতিমূর্ত্তি নাম্নী একাহে শুনাসীর্য্য পর্ব্বে সূর্য্যের হবিঃসমূহে 'চিত্রং দেবানাং' ইত্যাদি ঋক্ যাজ্য। এ বিষয়ে সূত্রিত হইয়াছে—'তরণির্ব্বিশ্বদর্শতশ্চিত্রং দেবানামুদগাদনীকমিতি যাজ্যানুবাক্যাঃ'। আ০ ৫।৬। ইতি॥

• . •

ওঁ

# ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চদশাধিকশততমং সূক্তং। ষোড়শোঽনুবাকঃ।
প্রথমোঽষ্টকঃ। অষ্টমোঽধ্যায়। সপ্তমঃ বর্গঃ॥

⁂

## পঞ্চদশাধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তটি সূর্য্যদেবতার উপাসনা-মূলক। ইহার প্রথম ঋকটী ব্রাহ্মণের নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনায় সূর্য্যোপস্থানে প্রযুক্ত হয়।

এই সূক্তে ছয়টী ঋক্ আছে। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে বিভিন্ন ঋকের অর্থ বিভিন্ন পথে প্রধাবিত দেখি। দ্বিতীয় ঋকের যে অর্থ প্রচলিত, তাহাতে মনে হয়, দিবাকর সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয় ঋকের প্রচলিত অর্থে তাঁহাকে মনুষ্য-প্রকৃতি-সম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। 'তাঁহার হরিত নামক অশ্বগণ এই পথ দিয়া গমন করে',—এরূপ অর্থে, তাঁহাকে মনুষ্য ভিন্ন অন্য আর কি বলা যাইতে পারে? চতুর্থ ও পঞ্চম ঋকের প্রচলিত অর্থে, কখনও তাঁহাকে মানুষ বলিয়া মনে হয়; কখনও বা রূপকে দিবাকর সূর্য্যের বিষয় বলা হইয়াছে বুঝিতে পারি।

কিন্তু, একটু বিচার করিয়া দেখিলে, মন্ত্রগুলির অভ্যন্তরে একটু প্রবেশ করিলে, তখন আর ঐ সকল পরস্পর-বিপরীত ভাবের ব্যঞ্জনা দেখা যায় না। তখন বেশ বুঝিতে পারা যায়,—এখানে সূর্য্য নামে পরমাত্মার উপাসনা করা হইয়াছে। প্রথম ঋকের ব্যাখ্যাতেই এই ভাব উপলব্ধ হইবে।

ঋকের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা হইতে এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় যে,—'তিনি মিত্র বরুণ ও অগ্নির চক্ষুর স্বরূপ; তিনি দ্যুলোক ভূলোক ও অন্তরিক্ষ লোক ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন; তিনি স্থাবর ও জঙ্গম সকলেরই প্রাণ-স্বরূপ।' এবম্বিধ যিনি, তিনি কি সাধারণ সূর্য্য? তিনি যে সূর্য্যেরও সূর্য্য! তিনি যে জ্যোতির জ্যোতি! তিনি যে জ্ঞানের জ্ঞান! এই ভাবেই, এই দৃষ্টিতেই সূর্য্য-প্রকরণ অনুশীলন করার আবশ্যক।

প্রথমে মণ্ডলে পঞ্চদশাধিকশততমে সূক্তে প্রথমা ঋক্। অতিমূর্ত্তিনাম্নোকাহে শুনাসীর্যে পর্ব্বণি চ সূর্য্যস্য হবিষশ্চিত্রং দেবানামিত্যেষা যাজ্যা।

∴

### প্রথমা ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চদশাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্। )

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য
বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য
আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ১ ॥

∴

### পদ-বিশ্লেষণং।

চিত্রং। দেবানাং। উৎ। অগাৎ। অনীকং। চক্ষুঃ। মিত্রস্য
বরুণস্য। অগ্নেঃ।
আ। অপ্রাঃ। দ্যাবাপৃথিবী ইতি। অন্তরিক্ষং। সূর্য্যঃ।
আত্মা। জগতঃ। তস্থুষঃ। চ ॥ ১ ॥

∴

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবানাং' ( দেবগণানাং, দীপ্তিদানাদিগুণানাং ) 'চিত্রং' ( বিচিত্রং, রমণীয়ং ) যৎ 'অনীকং' ( তেজঃ ) তথা 'মিত্রস্য' ( মিত্রস্থানীয়স্য মিত্রদেবস্য ) তথা 'বরুণস্য' ( বর্ষণশীলস্য বরুণদেবস্য ) তথা 'অগ্নেঃ' ( জ্ঞানদেবস্য ) 'চক্ষুঃ' ( প্রকাশকঃ—যৎ অনীকং ইতি শেষঃ )

'উদগাৎ' (ঊর্দ্ধে দেবলোকে বিস্তৃতে ইত্যর্থঃ); 'চ' (তেনৈব তেজসা) 'আত্মা সূর্য্যঃ' (পরমাত্মরূপঃ সূর্য্যদেবঃ) 'দ্যাবাপৃথিবী' (স্বর্গমর্ত্ত্যং) 'অন্তরিক্ষং' (গগনমণ্ডলং) 'তস্থুষঃ' (স্থাবরান্) তথা 'জগতঃ' (জঙ্গমান্ গতিশীলান্, সমগ্রজগন্তি বা) 'আপ্রাঃ' (সমন্তাৎ অপূরয়ৎ)। অয়ং ভাবঃ—সর্ব্বেষু দেবেষু তথা সূর্য্যে বরুণে অগ্নৌ চ খণ্ডশঃ যৎ তেজঃ পরিলক্ষিতং ভবতি, তৎ পরমাত্মনঃ এব; ইদং তেজঃ খণ্ডভাবং পরিহৃত্য পুঞ্জীভূতং সৎ পরমাত্মা এব॥ (১ম—১১৫সূ ১ঋ)॥

### বঙ্গানুবাদ।

দেবগণের (দীপ্তিদানাদিগুণসমূহের) বিচিত্র যে তেজঃ,—মিত্রদেবতার, বরুণদেবতার, অগ্নিদেবতার প্রকাশক যে তেজঃ,—ঊর্দ্ধে দেবলোকে বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই তেজের দ্বারাই পরমাত্মা-রূপ সূর্য্যদেব স্বর্গমর্ত্ত্যকে গগনমণ্ডলকে স্থাবরসমূহকে জঙ্গমসমূহকে অথবা গতিশীল সমগ্র জগৎকে সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। (ভাব এই যে,—দেবসমূহে,—সূর্য্য, বরুণে ও অগ্নিতে,—খণ্ড খণ্ড ভাবে যে তেজঃ পরিলক্ষিত হইতেছে, সে তেজঃ পরমাত্মারই; এই তেজঃ, খণ্ডভাব পরিত্যাগ করিয়া পুঞ্জীভূত হইলেই পরমাত্মা।)॥ (১ম—১১৫সূ—১ঋ)॥

### সায়ণ-ভাষ্যং।

দেবানাং। দীব্যন্তীতি দেবা রশ্ময়ঃ। তেষাং দেবজনানামেব বানীকং তেজঃসমূহরূপং চিত্রমাশ্চর্য্যকরং সূর্য্যস্য মণ্ডলমুদগাৎ। উদয়াচলং প্রাপ্তমাসীৎ। কীদৃশং। মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেশ্চ। উপলক্ষণমেতৎ। এতদুপলক্ষিতানাং জগতাং চক্ষুঃ প্রকাশকং। চক্ষুরিন্দ্রিয়স্থানীয়ং বা। উদয়ং প্রাপ্য চ দ্যাবাপৃথিবী দিবং পৃথিবীমন্তরীক্ষং চাপ্রাঃ। স্বকীয়েন তেজসা আ সমন্তাদপূরয়ৎ। ঈদৃগ্‌ভূতমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী সূর্য্যোঽন্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরকঃ পরমাত্মা

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দেবানাং' দীপ্তি পায় এই অর্থে দেবাঃ পদে রশ্মিসমূহকে বুঝায়। তাহাদিগের অথবা দেবজনসমূহের 'অনীকং' তেজসমুহ-রূপ 'চিত্রং' আশ্চর্য্যকর সূর্য্যমণ্ডল 'উদগাৎ' উদয়াচলকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। কীদৃশ? 'মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ' এবং মিত্রের বরুণের ও অগ্নির (তেজঃ)। ইহা উপলক্ষণে। এতদুপলক্ষিত জগতের 'চক্ষুঃ' প্রকাশক। অথবা চক্ষু ইন্দ্রিয়স্থানীয়। উদয়কে প্রাপ্ত হইয়া এবং 'দ্যাবাপৃথিবী' দ্যুলোককে পৃথিবীকে 'অন্তরিক্ষং' এবং অন্তরিক্ষকে 'আপ্রাঃ' আপনার তেজের দ্বারা 'আ' সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিয়াছিল। ঈদৃগ্‌ভূত মণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী 'সূর্য্যঃ' সূর্য্য অন্তর্য্যামিতার দ্বারা সকলের প্রেরক পরমাত্মা 'জগতঃ' জঙ্গমের 'তস্থুষঃ চ' এবং স্থাবরের

জগতো জঙ্গমস্য তস্থুষঃ স্থাবরস্য চ আত্মাস্বরূপভূতঃ। স হি সর্ব্বস্য স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য কার্য্যবর্গস্য কারণং। কারণাচ্চ কার্য্যং নাতিরিচ্যতে। তথা চ পারমর্ষং সূত্রং—তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্য ইতি। যদ্বা স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য জীবাত্মা। উদিতে হি সূর্য্যে মৃতপ্রায়ং সর্ব্বং জগৎ পুনশ্চেতনযুক্তং সদুপলভ্যতে। তথা চ শ্রূয়তে - যোঽসৌ তপন্নুদেতি স সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রাণানাদায়োদেতীতি।

আপ্রাঃ। প্রা পূরণে। লঙি পুরুষব্যত্যয়ঃ। অদাদিত্বাচ্ছপোলুক্। জগতঃ। গমেদ্বে চেতি ক্বিপ্। দ্বির্ব্বচনং। গমঃ ক্বাবিত্যনুনাসিকলোপঃ। তস্থুষঃ। তিষ্ঠতের্লিটঃ ক্বসুঃ। দ্বির্ব্বচনেশপূর্ব্বা খয়ঃ। ষষ্ঠ্যেক বচনে বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং। আতোলোপ ইটি চেত্যাকার লোপঃ। শাসিবাসিঘসীনাং চেতি ষত্বম্॥ ( ১ম—১১৫সূ—১ঋ )॥

## প্রথম ( ১২৫২ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই দৃশ্যমান চরাচরের মধ্যে যে সকল তেজ পরিদৃষ্ট হইতেছে, ( যেমন, অগ্নি, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতির ) এ সকল তেজের মূলে এক অনির্ব্বচনীয় অখণ্ড তেজ বিদ্যমান আছে। তেজের কেন্দ্র একটী। সেই কেন্দ্রীভূত তেজ হইতেই পরিব্যক্ত হইয়া এই দৃশ্যমান তেজঃসকল বিবিধভাবে জীবজগতে পরিলক্ষিত হইতেছে। যেমন এক জল, বহু প্রণালীর মধ্যে নানা বর্ণে বিচিত্র করিয়া লওয়া যাইতে পারে; যেমন এক অগ্নিজ্বালা, বিবিধ আধারের মধ্য দিয়া বিভিন্ন আকারে পরিদৃষ্ট হইতে পারে; সেইরূপ এক পরমাত্মজ্যোতিঃ বহুভাবে জগতের উপর জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছেন। ইহাকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি

---

'আত্মা' স্বরূপভূত। তিনই সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মকের কার্য্যবর্গের কারণ। 'কারণাচ্চ কার্য্যং নাতিরিচ্যতে' ( এইরূপ উক্ত আছে )। এ বিষয়ে পারমর্ষ সূত্র,—'তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ' ইতি। অথবা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল প্রাণী জগতের জীবাত্মা। সূর্য্য উদিত হইলে মৃতপ্রায় সকল জগৎ পুনরায় চেতনাযুক্ত হইয়া উপলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে শ্রুতি আছে,—'যোঽসৌ তপন্নুদেতি স সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রাণানাদায়োদেতি' ইত্যাদি।

আপ্রাঃ। প্রা-ধাতু পূরণার্থক। লঙে পুরুষ-ব্যত্যয়। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। জগতঃ। গম-ধাতুতে 'দ্বে চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। দ্বিবচন। 'গমঃ ক্বৌ' ইত্যাদি সূত্রে অনুনাসিক-লোপ। তস্থুষঃ। তিষ্ঠতির ( স্থা-ধাতুর ) লিটে ক্বসুঃ-প্রত্যয়। দ্বিবচনে 'শপূর্ব্বাঃ খয়ঃ'। ষষ্ঠীর একবচনে 'বসোঃ সম্প্রাসারণং' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। 'আতো-লোপ ইটি চ' ইত্যাদি সূত্রে আকার লোপ। 'শাসিবসিঘসীনাং চ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব॥ ১॥

বলা যাইতে পারে। খণ্ড খণ্ড তেজকে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভূত তেজকে সমষ্টি বলে। তাহাও কিন্তু পারমার্থিক জগতের নহে; ব্যবহারিক জগতেরই জন্য। পারমার্থিক জগতে—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি শ্রুতিঃ"—বহুত্বের অবভাস নাই। যাহা কিছু বহুত্ব, তাহা ব্যবহারিক জগতের। সুতরাং এই ব্যবহারিক জগতের যাহা কিছু দৃশ্যমান তেজ বহুরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে, পারমার্থিক জগতে তাহা কিন্তু এক—অখণ্ড, অসীম ও নিত্য। তথায় বহুত্বের লেশ নাই। কেবল একত্ব ও নিত্য চির-বিরাজমান।

বহুত্বের মধ্য দিয়া একত্বকে লক্ষ্য করিয়াই এই ঋক্ প্রবর্ত্তিত। এ ঋক্ দেখাইতেছে যে,—'এখানে তেজ একটী; তবে যে ভিন্ন ভাবে বহুরূপে প্রতিভাত হয়, ইহা সেই অখণ্ড পুঞ্জীভূত তেজেরই অবভাস।' সুতরাং সেই একই ব্রহ্মজ্যোতিঃ বহুজ্যোতিষ্মান্ পদার্থকে প্রকাশিত করিয়া জ্যোতির্ধারায় বা জ্যোতিঃকেন্দ্ররূপে এই জগতের অন্তরালে নিয়ত বিরাজমান। এই মহাভাবকে অভিব্যক্ত করাই এ ঋকের প্রধানতম লক্ষ্য। সামান্য সূর্য্যকে বা সামান্য তেজকে লক্ষ্য করিতে এ ঋক্ প্রবর্ত্তিত নহে।

এই ঋক্ ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে সূর্য্যোপস্থানের জন্য স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সে কোন্ সূর্য্য? দৃশ্যমান্ ঐ সূর্য্যের উপস্থানের জন্য অর্থাৎ সূর্য্যকে উদগত করিবার জন্য অথবা সূর্য্যকে আহ্বান করিবার জন্য—যদি এ মন্ত্রের প্রয়োগ হইত, তাহা হইলে কেবল প্রাতঃকালে এই মন্ত্রের ব্যবহার হইলেই চলিত। ত্রিসন্ধ্যায় ইহা পাঠের আবশ্যকতা কেন? ফলতঃ, এই মন্ত্র এই সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত নহে। ইহা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল খণ্ড খণ্ড তেজের আধার সেই জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ড অনির্ব্বচনীয় তেজের—পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে—পুনঃপুনঃ মনন করিতে—পুনঃপুনঃ নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিতে—এ মন্ত্রটী সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে ত্রিসন্ধ্যায় পঠিত হইয়া থাকে। যদি পুনঃপুনঃ স্মরণ করিতে করিতে মহাভাবটী ফুটিয়া উঠে, ইহাই বৈদিক মন্ত্রের সাফল্য।

প্রচলিত অর্থে—'মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ তেজোময় সূর্য্য উদিত হইয়া দ্যুলোককে পৃথিবীকে অন্তরিক্ষকে স্বীয় কিরণে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। তিনি স্থাবর জঙ্গম পদার্থের প্রাণতুল্য।'—এইরূপ ভাব

প্রকাশ পাইয়াছে। দৃশ্যমান্ সূর্য্য—স্থাবর-জঙ্গমের না হয় প্রাণতুল্য হইতে পারেন; কারণ, সূর্য্য-প্রকাশে সকল প্রাণীই প্রাণলাভ করে; কিন্তু মিত্র বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতির চক্ষুস্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক—ইহার তাৎপর্য্য কি? সূর্য্যের প্রকাশক সূর্য্য—তাহাই বা কি প্রকার? এ সূর্য্যই বা কে? আর, ইহার প্রকাশক সূর্য্যই বা কে? সুতরাং ইহা চিন্তা করা কি উচিত নহে যে,—সূর্য্যের প্রকাশক যে সূর্য্য, অগ্নির প্রকাশক যে সূর্য্য—সে সূর্য্য পরমাত্মা। ঋকে তো তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে! "সূর্য্যঃ আত্মা"—ইহাতে কি সূর্য্যকে পরমাত্মা বলা হইল না?

অতএব, যে সূর্য্য নিখিল রশ্মিসমূহের বিদ্যোতক, যে সূর্য্য সূর্য্যের প্রকাশক, যে সূর্য্য বরুণের প্রকাশক, যে সূর্য্য অগ্নির প্রকাশক, যে সূর্য্য স্বর্গ মর্ত্ত্য গগন স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকল বস্তুর উদ্ভাসক, সে সূর্য্য—পরমাত্মা, সে তেজঃ—পরমাত্মারই। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া এই সূর্য্য-প্রকরণ প্রবর্ত্তিত। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় সন্ধ্যাবন্দনা। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণগণের ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যের অর্থাৎ পরমাত্মার উপাসনা। (১ম—১১৫সূ—১ঋ)॥

## দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চদশাধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্য্যো ন

যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।

যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে

প্রতি ভদ্রায় ভদ্রং ॥ ২ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

সূর্য্যঃ। দেবীং। উষসং। রোচমানাং। মর্য্যঃ। ন।
যোষাং। অভি। এতি। পশ্চাৎ।
যত্র। নরঃ। দেবয়ন্তঃ। যুগানি। বিতন্বতে।
প্রতি। ভদ্রায়। ভদ্রং ॥ ২ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্যঃ' ( জ্ঞানালোকপ্রদঃ পরমাত্মা ) 'মর্য্যঃ ন যোষাং' ( মনুষ্যঃ যথা সহধর্ম্মিণীং অনুসরতি রক্ষতি চ তদ্বৎ ) 'দেবীং' ( দীপ্তিদানাদিগুণান্বিতাং ) 'রোচমানাং' ( দীপ্যমানাং, প্রকাশরূপাং ) 'উষসং' ( জ্ঞানোন্মেষিকাং দেবীং, জ্ঞানোন্মেষণীং বৃত্তিং বা ) 'অভ্যেতি' ( অনুসরতি, পরিরক্ষতি ইত্যর্থঃ ) ; জ্ঞানোন্মেষণীং বৃত্তিঃ জ্ঞানোন্মেষকং কর্ম্ম বা পরমাত্মনং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ ; 'দেবয়ন্তঃ' ( দেবানুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ, দেবত্বাভিলাষিণঃ ইত্যর্থঃ ) 'নরঃ' ( নেতারঃ, নেতৃস্থানীয়াঃ সাধকাঃ ) 'ভদ্রায়' ( মঙ্গলায়, দুঃখনিবৃত্তিকামনায়ৈ—আত্মনঃ অপরেষাং বা ) 'যুগানি' ( বহুকালং ব্যাপ্য ) 'যত্র প্রতি' ( যস্যাং জ্ঞানদায়িন্যাং উষসি জ্ঞানোন্মেষিকায়াং বৃত্তেঃ কর্ম্মণি বা—সেবাপরায়ণাঃ অনুসরণতৎপরাঃ ভবন্তি, তস্যা উষসঃ প্রভাবেণ কৃপয়া এব বা ইতি শেষঃ ) 'ভদ্রং' ( পরমং মঙ্গলং ) 'বিতন্বতে' ( লভন্তে, জগতি বিস্তারয়ন্তি ইত্যর্থঃ ) ; সাধুভিঃ জ্ঞানোন্মেষিকায়াঃ দেব্যাং বৃত্তেঃ বা অনুসরণেন জগতঃ অশেষং হিতং সুসাধিতং ভবতি—ইতি ভাবঃ ॥ ( ১ম—১১৫সূ—২ঋ ) ॥

* * *

### অথবা,

'সূর্য্যঃ' ( জ্ঞানালোকপ্রদঃ পরমাত্মা ) 'দেবীং' ( সত্ত্বস্বভাবাং ) 'রোচমানাং' ( দীপ্যমানাং ) 'উষসং' ( জ্ঞানদায়িনীং দেবীং ) 'পশ্চাৎ' ( পশ্চাৎ ব্যাপ্য ) 'অভ্যেতি' ( অনুগচ্ছতি ) ; জ্ঞানোন্মেষিণ্যাঃ বৃত্তেঃ প্রকাশানন্তরং আত্মানুভূতিঃ সঞ্জায়তে ইত্যর্থঃ ; যথা 'মর্য্যঃ' ( মরণশীলঃ মানবঃ ) 'যোষাং' ( যুবতিং স্ত্রিয়ং—পশ্চাৎ অভ্যেতি ইতি শেষঃ ) 'ন' ( নহি কিন্তু তদ্বৎ অনুগমনমিদং ইত্যর্থঃ ) ; 'যত্র' ( যস্যাং জ্ঞানদায়িন্যাং উষসি ) 'নরঃ' ( সাধনশীলাঃ মানবাঃ ) 'ভদ্রায়' ( আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিরূপমঙ্গলায় ) 'যুগানি' ( বহুযুগং ব্যাপ্য ) 'দেবয়ন্তঃ' ( ভগবল্লব্ধুকামাঃ ভবন্তি ), তে চ 'প্রতি' ( তৎসাধনাপ্রভাবেণ ) 'ভদ্রং' ( মঙ্গলং ) 'বিতন্বতে' ( প্রাপ্নুবন্তি )। অয়ং ভাবঃ যুবতিং অনুগচ্ছন্তঃ যুবানঃ যথা ম্রিয়ন্তে, তথা সত্ত্বস্বভাবায়াঃ জ্ঞানদায়িন্যাঃ বৃত্তেঃ

পশ্চাৎ ধাবমানাঃ সাধকাঃ ন ম্রিয়ন্তে ; পরন্তু অমরাঃ ভবন্তি। যতো হি উষানামজ্ঞানালোকদায়িন্যাঃ চিত্তবৃত্তেঃ স্ফুরণাৎ পরং সাধকাঃ তজ্জ্ঞানশক্তিপ্রভাবেণ যুগযুগান্তোচিতাং তপস্যায়াঃ ঋদ্ধিরূপাং আত্মানুভূতিং উপলভ্য চিরমঙ্গলং অধিকুর্ব্বন্তি ॥ ( ১ম—১১৫সূ—২ঋ ) ॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানালোকপ্রদ পরমাত্মা, মনুষ্য যেরূপে আপনার সহধর্ম্মিণীকে অনুসরণ করেন—রক্ষা করেন—সেইরূপভাবে, দীপ্তিদানাদিগুণান্বিতা দীপ্যমানা প্রকাশরূপা জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীকে বা জ্ঞানোন্মেষিণী বৃত্তিকে অনুসরণ করেন—পরিরক্ষণ করেন ; ( ভাব এই যে,—জ্ঞানোন্মেষিণী বৃত্তি বা জ্ঞানোন্মেষক কর্ম্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় ) ; দেবত্বাভিলাষী নেতৃস্থানীয় সাধকগণ, আপনাদিগের এবং অপর সকলের মঙ্গলের জন্য—দুঃখনিবৃত্তির জন্য, বহুকাল ব্যাপিয়া, যে জ্ঞানদায়িনী উষাতে ( অর্থাৎ জ্ঞানোন্মেষিণী বৃত্তিতে বা কর্ম্মে ) সেবাপরায়ণ হয়েন, সেই উষার প্রভাবে বা কৃপাতেই পরম মঙ্গল লাভ করেন—জগতে মঙ্গল বিস্তার করেন ; ( ভাব এই যে,—সাধুগণ কর্তৃক জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর বা বৃত্তির অনুসরণে জগতের অশেষ হিত সাধিত হয়। ) ॥ ( ১ম—১১৫—২ঋ )।

• . •

অথবা,

জ্ঞানালোকপ্রদ পরমাত্মা, সত্ত্বস্বভাব দীপ্তিশীল জ্ঞানদায়িনী দেবীকে পশ্চাৎ অনুগমন করেন ; অর্থাৎ, জ্ঞানোন্মেষিণী বৃত্তির প্রকাশের পর আত্মানুভূতি হইয়া থাকে। যেমন মরণশীল মানব যুবতি স্ত্রীকে অনুগমন করে, এ অনুগমন কিন্তু সেরূপ নহে। যে জ্ঞানদায়িনী উষাতে যে সকল সাধনশীল মানব আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি-রূপ মঙ্গলের নিমিত্ত বহু যুগ ধরিয়া ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ইচ্ছুক হন, তাঁহারা সেই সাধনা-প্রভাবে মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ( ইহার ভাব এই যে,—যুবতিকে অনুগমন করিয়া যুবকগণ যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সত্ত্বস্বভাব জ্ঞানদায়িনী বৃত্তির পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সাধকগণ সেরূপ মৃত হন না ; পরন্তু, অমর হইয়া থাকেন। যেহেতু উষানামক জ্ঞানালোকদায়িনী চিত্তবৃত্তির স্ফুরণের পর সাধকগণ সেই জ্ঞানশক্তি-প্রভাবের দ্বারা যুগ-

যুগান্তোচিত তপস্যার ঋদ্ধি-রূপ আত্মানুভূতি লাভ করিয়া চিরমঙ্গলের অধিকারী হইতে পারেন।)॥ (১ম—১১৫সূ—২ঋ)॥

### সায়ণ-ভাষ্যং।

সূর্য্যো দেবীং দানাদিগুণযুক্তাং রোচমানাং দীপ্যমানামুষসং পশ্চাদভ্যেতি। উষসঃ প্রাদুর্ভাবানন্তরং তামভিলক্ষ্য গচ্ছতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। মর্য্যো ন যোষাং। যথা কশ্চিন্মনুষ্যঃ শোভনাবয়বাং গচ্ছন্তীং যুবতিং স্ত্রিয়ং সততমনুগচ্ছতি তদ্বৎ। যত্র যস্যামুষসি জাতায়াং দেবয়ন্তো দেবং দ্যোতমানং সূর্য্যং যষ্টুমিচ্ছন্তো নরো যজ্ঞস্য নেতারো যজমানা যুগানি। যুগশব্দঃ কালবাচী। তেন চ তত্র কর্ত্তব্যানি কর্ম্মাণি লক্ষ্যন্তে। যথা দর্শপূর্ণমাসাবিতি। অগ্নিহোত্রাদিনি কর্ম্মাণি বিতন্বতে। বিস্তারয়ন্তি। যদ্বা। দেবয়ন্তো দেবযাগার্থং ধনমাত্মন ইচ্ছন্তো যজমানপুরুষাঃ যুগানি হলাবয়বভূতানি কর্ষণায় বিতন্বতে। প্রসারয়ন্তি। তামুষসমনুগচ্ছন্তীত্যর্থঃ। এবংবিধং ভদ্রং কল্যাণং সূর্য্যং প্রতি ভদ্রায় কল্যাণরূপায় কর্ম্মফলায় স্তুম ইতি শেষঃ। যদ্বা। দেবয়ন্তো দেবকামা যজমানা যুগানি যুগ্মানি ভূত্বা পত্নীভিঃ সহিতাঃ সন্তো ভদ্রং কল্যাণমগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম ভদ্রায় তৎফলার্থং প্রতি প্রত্যেকং যস্যামুষসি প্রবৃত্তায়াং বিতন্বতে। বিস্তারয়ন্তি॥

মর্য্যঃ। মৃঙ্ প্রাণত্যাগে। ছন্দসি নিষ্টর্ক্যেত্যাদৌ যৎপ্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। যুগানি। যুজেঃ কর্ম্মণি ঘঞ্। যুগশব্দঃ কালবিশেষে রথাদ্যুপকরণে

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সূর্য্যঃ' সূর্য্য 'দেবীং' দানাদিগুণযুক্তা 'রোচমানাং' দীপ্যমানা 'উষসং পশ্চাদভ্যেতি' উষার প্রাদুর্ভাবানন্তর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া যাইতেছেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা,—'মর্য্যো ন যোষাং'; যেরূপ কোনও মনুষ্য শোভনাবয়বা গমনশীলা যুবতী স্ত্রীকে সতত অনুগমন করে, সেই প্রকার। 'যত্র' যে উষা জাত হইলে 'দেবয়ন্তঃ' দেবকে অর্থাৎ দ্যোতমান্ সূর্য্যকে 'নরঃ' নেতা যজমানগণ 'যুগানি'। যুগ-শব্দ কালবাচী; সেই হেতু তৎকালে কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহকে লক্ষ্য করে; যেরূপ সূর্য্য-চন্দ্র-সঙ্গমে ও পূর্ণিমাদিতে লক্ষিত হয়। অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মসমূহ 'বিতন্বতে' বিস্তার করে। অথবা 'দেবয়ন্তঃ' দেবযাগের জন্য আপনাদিগের ধন ইচ্ছা করিয়া যজমান পুরুষগণ 'যুগানি' হলাবয়বভূত (উপাদানসকল) কর্ষণের জন্য প্রসারিত করে। সেই উষাকে অনুগমন করিতেছেন—ইহাই অর্থ। এবম্বিধ 'ভদ্রং' কল্যাণকর সূর্য্যের 'প্রতি' প্রতি 'ভদ্রায়' কল্যাণরূপ কর্ম্মফলের জন্য স্তব করি। অথবা 'দেবয়ন্তঃ' দেবকাম যজমানগণ 'যুগানি' যুগ্ম হইয়া পত্নীসমূহের সহিত (একত্র) হইয়া 'ভদ্রং' কল্যাণকর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম 'ভদ্রায়' সেই ফলের জন্য 'প্রতি' প্রত্যেকে যে উষা প্রবৃত্ত হইলে 'বিতন্বতে' বিস্তার করে।

মর্য্যঃ। মৃঙ্-ধাতু প্রাণত্যাগার্থক। 'ছন্দসি নিষ্টর্ক্য' ইত্যাদি সূত্রে যৎ-প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। 'যতোঽনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে উদাত্তত্ব। যুগানি। যুজ-ধাতু কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয়। যুগ-শব্দ 'কালবিশেষে রথাদ্যুপকরণে চ' ইত্যাদি সূত্রে এবং উঞ্ছাদির মধ্যে

চেত্যাঙ্গাদিষু পাঠাদ্‌গুণাভাবোঽন্তোদাত্তত্বং চ। বিতন্বতে। তনু বিস্তারে। তনাদিকৃঞ্ভ্যা উঃ। সহেতি যোগবিভাগাত্তিঙোপসর্গস্য সমাসে সতি সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং ॥ (১ম—১১৫সূ—২ঋ) ॥

…

## দ্বিতীয় (১২৫৩) ঋকের বিশদার্থ।

দ্বিবিধ অন্বয়ে এই মন্ত্রের দুই প্রকার ব্যাখ্যা প্রকাশ করিলাম। প্রথম প্রকার ব্যাখ্যার বিশদার্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই উপলব্ধ হইবে। তাহার আর বিশ্লেষণ আবশ্যক মনে করি না।

দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যায় প্রধান আলোচ্য—"মর্য্যঃ ন যোষাং" উপমা। উহার অর্থে—প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—"পুরুষ যেমন যুবতীর অনুসরণ করে, সূর্য্য সেইরূপ উষার অনুসরণ করিয়া থাকেন; উপাসকগণ সেই সময় যুগানুষ্ঠিত মঙ্গলকর যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরত হয়েন।" এই উপলক্ষে রূপসী যুবতীর প্রতি কামুক যুবকের অনুসরণের উপমাই প্রচলিত।

যাহা হউক, আমাদিগের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যায় "মর্য্যঃ ন যোষাং" বাক্যান্তর্গত 'ন' পদকে আমরা উপমামূলক বলিয়া মনে করি নাই। এই ব্যাখ্যায়, আমরা বলি 'ন' পদটী না-অর্থক। সেই দৃষ্টিতে, যদি 'ন'কারকে ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রথমাংশের অর্থাৎ "সূর্য্যঃ দেবীং" ইত্যাদির সহিত অন্বিত করা হয়, তাহা হইলে 'সূর্য্য দীপ্তিশীল উষাদেবীর অনুগমন করেন না'—এইরূপ অর্থ প্রতীতি হইয়া আসে; আর, যদি দ্বিতীয়াংশের অর্থাৎ "মর্য্যঃ ন যোষাং" ইত্যাদির সহিত 'ন'-কার অন্বিত করা হয়, তাহা হইলে 'মানব যুবতির অনুগমন করে না' এইরূপ অর্থ হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতেই যে ভাব পরিস্ফুট হয়, তাহা নহে। আমরা তাই অন্য পথে ভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় ঐ 'ন'-পদ অভিনব সদর্থের দ্যোতক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার ভাব এই যে,—পরমাত্মা-রূপী সূর্য্য জ্ঞানদায়িনী

---

পাঠহেতু গুণের অভাব ও অন্তোদাত্তত্ব। বিতন্বতে। তনু-ধাতু বিস্তারার্থক। 'তনাদিকৃতাভ্যঃ উঃ' ইত্যাদি সূত্রে উ-প্রত্যয়। 'সহ' ইত্যাদি সূত্রে যোগবিভাগহেতু তিঙ্‌ উপসর্গের সমাস হইলে 'সমাসস্য' ইত্যাদি সূত্রে অন্তোদাত্তত্ব ॥ (১ম-১১৫সূ-২ঋ) ॥

…

উষাদেবীর অনুগমন করেন। কিন্তু এই অনুগমন—কামুক যুবক যেমন যুবতির অনুগমন করে, সেরূপ নহে। কারণ, সে অনুগমনে যুবকের পদস্খলন সুতরাং মৃত্যু হয়। কিন্তু জ্ঞানোন্মেষিণী চিত্তবৃত্তির সহিত পরমাত্মার যে মিলন, তাহা অমরত্ব-লাভের হেতুভূত। সাধনাশীল মানব নির্ম্মলবুদ্ধিরূপিণী জ্ঞানদায়িনী উষাদেবীর অনুসরণ করিয়া, তাহার প্রভাবে পরমাত্মা-রূপ সূর্য্যকে লাভের অধিকারী হয়, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা স্ব-স্বরূপ লাভের দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে।

এই জ্ঞানদায়িনী উষাদেবীর অনুসরণ করিয়াও, পরমাত্মজ্ঞান-রূপ অমরত্ব-লাভ করিতে, মানব সামান্য কালে ও সামান্য চেষ্টায় অধিকারী হইতে পারে না; তাহাতে বহু দিনের ও বহু চেষ্টার আবশ্যক হইয়া থাকে। তাই এ ঋকে বলা হইয়াছে যে,—'নরঃ' যে সকল মানব, 'যত্র' যে উষাতে অথবা (বিভক্তির পরিবর্ত্তন করিয়া) 'যামেব উষাং অনুসৃত্য' অর্থাৎ যে উষাকে অনুসরণ করিয়া, 'ভদ্রায়' মঙ্গলের নিমিত্ত (এই মঙ্গল—চিরমঙ্গল দুঃখনিবৃত্তি-রূপ পরমমঙ্গল অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা মুক্তিরূপ যথার্থ কল্যাণ), 'যুগানি' বহুযুগ ব্যাপিয়া বা বহুকাল ধরিয়া, 'দেবয়ন্তঃ' ভগবানের উপাসনা করে, 'তে প্রতি ভদ্রং বিতন্বতে' তাহারা সেই উপাসনার প্রভাবে চিরাকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল-লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহার মর্ম্ম এই যে,—'যাঁহারা এই জ্ঞানদায়িনী উষারূপিণী নির্ম্মলবুদ্ধির অনুসরণ করিয়া পরমাত্মা-রূপ সূর্য্য বা আত্মজ্ঞান অথবা ভগবৎ-লাভের জন্য বহু যুগ ধরিয়া তপস্যা করেন, তাঁহারাই এই মঙ্গলের অধিকারী হন।' এখানে ইহাই বলা হইল যে,—ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, বহু যুগ ধরিয়া তপস্যা করিতে হয়; আর যাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাহা হইলেই জ্ঞানদায়িনী নির্ম্মলাত্মিকা চিত্তবৃত্তিরূপা উষাদেবীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পরমাত্মা সূর্য্য সমুদিত হইয়া থাকে, এবং মানুষ অমরত্বের অধিকারী হইয়া চিরকল্যাণ-লাভে সমর্থ হইতে পারে। আজীবন জ্ঞানের অনুসারী থাকিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাও; তদ্দ্বারাই শ্রেয়ঃ লাভ হইবে। ইহাই মন্ত্রের উপদেশ। (১ম—১১৫সূ—২ঋ)॥

### তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চদশাধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য চিত্রা
এতগ্বা অনুমাদ্যাস।
নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ পরি
দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ ॥ ৩ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

ভদ্রাঃ। অশ্বাঃ। হরিতঃ। সূর্য্যস্য। চিত্রাঃ।
এতঽগ্বাঃ। অনুঽমাদ্যাসঃ।
নমস্যন্তঃ। দিবঃ। আ। পৃষ্ঠং। অস্থুঃ। পরি।
দ্যাবাপৃথিবী ইতি। যন্তি। সদ্যঃ ॥ ৩ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্যস্য' (জ্যোতিঃস্বরূপস্য পরমাত্মনঃ) 'হরিতঃ' (অপহারিণঃ—অজ্ঞানতমসঃ ইতি শেষঃ) 'ভদ্রাঃ' (কল্যাণময়াঃ) 'চিত্রাঃ' (বিচিত্ররূপাঃ) 'অশ্বাঃ' (জ্যোতির্গণাঃ কিরণাঃ বা) 'অনুমাদ্যাসঃ' (অস্মাভিঃ স্তবনীয়াঃ); 'এতগ্বা' (অপিচ তে কিরণাঃ) 'দিবঃ' (স্বর্গস্য) 'নমস্যন্তঃ' (নমস্যমানাঃ) 'আপৃষ্ঠং' (পশ্চাৎভাগং, দৃষ্টেরগোচরস্থানমারভ্য ইতি শেষঃ) 'দ্যাবাপৃথিবী' (সর্ব্বং বিশ্বং) 'পরিযন্তি' (পরিয়ন্তঃ, পরিব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) 'সদ্য' (চিরনিয়তং) 'অস্থুঃ'

( তিষ্ঠন্তি স্ম, বিরাজন্তে ইত্যর্থঃ )। অয়ং ভাবঃ—জ্যোতিঃস্বরূপস্য পরমাত্মনঃ অজ্ঞানধ্বান্তাপহারিণঃ কিরণাঃ সর্ব্বং বিশ্বং ব্যাপ্য প্রতিষ্ঠন্তে, দেবৈরপি বন্দনীয়ান্ তান্ জ্যোতির্গণান বয়ং স্তুমঃ অনুসরেম॥ (১ম—১১৫সূ—৩ঋ)॥

* * *

## বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার অজ্ঞান-অন্ধকার-বিনাশকারী কল্যাণময় বিচিত্ররূপ জ্যোতিঃসমূহ বা কিরণসমূহ, আমাদিগের দ্বারা স্তবনীয়; এবং সেই কিরণসমূহ স্বর্গের নমস্যমান হইয়া দৃষ্টির অগোচর স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করতঃ চিরনিয়ত বিরাজমান রহিয়াছেন। ( ইহার ভাব এই যে,—জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার অজ্ঞান-অন্ধকার অপহরণকারী কিরণসমূহ নিখিল বিশ্বকে ব্যাপিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে, দেবগণেরও বন্দনীয় সেই জ্যোতিঃসমূহকে আমরা স্তুতি করি। )॥ (১ম—১১৫সূ—৩ঋ)॥

* * *

## সায়ণ-ভাষ্যং।

ভদ্রাঃ কল্যাণাঃ। অশ্বা এতগ্বা ইত্যেতদুভয়মশ্বনাম। তত্রৈকং ক্রিয়াপরং যোজনীয়ং। অশ্বাস্তুরগা ব্যাপনশীলা বা হরিতো হর্ত্তারশ্চিত্রা বিচিত্রাবয়বা অনুমাদ্যাসোঽনুক্রমেণ সর্ব্বৈঃ স্তুত্যা মাদনীয়াঃ। এবম্ভূতাঃ সূর্যাসৈতগ্বা অশ্বাঃ। যদ্বা। এতং এতব্যং গন্তব্যং মার্গং গন্তারোঽশ্বাঃ। এতং শবলবর্ণং নীলবর্ণং বা প্রাপ্নুবন্তোঽশ্বা নমস্যন্তোঽস্মাভির্নমস্যমানাঃ সন্তো দিবোঽন্তরিক্ষস্য পৃষ্ঠমুপরিপ্রদেশং পূর্ব্বভাগলক্ষণমাস্থুঃ। আতিষ্ঠন্তি প্রাপ্নুবন্তি। যদ্বা হরিতো রসহরণশীলারশ্ময়ো ভদ্রাদিলক্ষণবিশিষ্টা দিবঃ পৃষ্ঠং নভস্তমাতিষ্ঠন্তি। আস্থায় চ দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যৌ সদ্যস্তদানীমেবৈকেনাহ্না পরিয়ন্তি। পরিতো গচ্ছন্তি। ব্যাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ॥

অশ্বাঃ। অশূব্যাপ্তৌ। আশূপ্রুষীত্যাদিনা ক্বন্। এতগ্বাঃ। ইণ গতৌ। অসিহসীত্যাদিনা

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ভদ্রাঃ' কল্যাণযুক্তা 'অশ্বাঃ এতগ্বাঃ'। এই দুইটি পদই অশ্ব-শব্দ-বাচী। ইহার মধ্যে একটী ক্রিয়াপর হইয়া যোজনীয়। 'অশ্বাঃ' তুরগসমূহ অথবা ব্যাপনশীল 'হরিতঃ' হর্ত্তা 'চিত্রাঃ' বিচিত্রাবয়বা 'অনুমাদ্যাসঃ' অনুক্রমে সকল স্তুতি দ্বারা মাদনীয়। এবম্ভূত সূর্য্যের 'এতগ্বাঃ' অশ্বসমূহ। অথবা এই গন্তব্য মার্গে গমনকারী অশ্বসমূহ। পক্ষান্তরে এই সকল বর্ণ অথবা নীল বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকার অশ্বসমূহ 'নমস্যন্তঃ' আমাদিগের দ্বারা নমস্যমান্ হইয়া 'দিবঃ' অন্তরিক্ষের 'পৃষ্ঠং' উপরি প্রদেশ অথবা পূর্ব্বভাগলক্ষণ 'আস্থুঃ' আশ্রিত হয় অর্থাৎ পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে 'হরিতঃ' রসহরণশীল অশ্বসমূহ ভদ্রাদিলক্ষণবিশিষ্ট হইয়া 'দিবঃ' অন্তরিক্ষের 'পৃষ্ঠং' নভস্তলে থাকে; এবং দ্যুলোক ভূলোক 'সদ্যঃ' সেই সময়ে এক দিনেই 'পরিয়ন্তি' চারিদিকে গমন করে অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়।

কর্ম্মণি তন্‌প্রত্যয়ঃ। গমেরৌণাদিকো ভাবে ড্‌প্রত্যয়ঃ। এতমেতব্যং প্রতি গ্বো গমনং যেষাং তে তথোক্তাঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অনুমাত্তাসঃ। মদি স্তুতৌ। অস্মান্নাস্তদচো যৎ। যতোহনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। নমস্তস্তঃ। নমোবরিব ইতি পূজার্থে ক্যচ্‌। ব্যত্যয়েন কর্ম্মণি কর্ত্তৃপ্রত্যয়ঃ। অস্থুঃ। তিষ্টতেচ্ছান্দসো বর্ত্তমানে লুঙ্‌। গাতিস্থেতি সিচো লুক্। আত ইতি ঝের্জুস্॥ (১ম -১১৫সূ—৩ঋ)॥

⁂

## তৃতীয় (১২৫৪) ঋকের বিশদার্থ ।

এই ঋকে জ্যোতিঃসমূহকে স্তব করিবার বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্যোতিঃসমূহ আমাদিগের অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করে। তাহাতে আমাদিগের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। আত্মা—নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্তস্বরূপ। সেই আত্মার স্বরূপবোধ হয় না—কেবল অজ্ঞান-যবনিকা সম্মুখে থাকে বলিয়া। রঙ্গমঞ্চে রাজা, সাজিয়াই বসিয়া থাকেন; কিন্তু যবনিকার উদ্‌ঘাটন না হইলে, সেই রাজাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই শরীর-রঙ্গমঞ্চে প্রতিনিয়তই আত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু অজ্ঞানরূপিণী যবনিকা সম্মুখে রহিয়াছে বলিয়া আমরা আত্মাকে অথবা আমাদিগের স্ব-স্বরূপকে দেখিতে পাইতেছি না। অতএব, অজ্ঞান-যবনিকার অপসরণই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য ও অশেষ কল্যাণের হেতু।

এই অজ্ঞান-অন্ধকার-রূপ যবনিকার উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে, জ্যোতির বা কিরণের আবশ্যকতা আছে। আলোক না হইলে,

---

অশ্বাঃ। অশূ-ধাতু ব্যাপ্ত্যর্থক। 'অশিপ্রুষি' ইত্যাদি সূত্রে কন্-প্রত্যয়। এতগ্বাঃ। ইণ্-ধাতু গত্যর্থক। 'অসিহসি' ইত্যাদি সূত্রে কর্ম্মবাচ্যে তন্-প্রত্যয়। গম-ধাতুর ঔণাদিক ভাববাচ্যে ড্-প্রত্যয়। এতং অর্থাৎ এতব্যের প্রতি গ্বো গমন যাহাদিগের, তাহারা এই প্রকার বহুব্রীহি-সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। অনুমাত্তাসঃ। মদি-ধাতু স্তুত্যর্থক। এই হেতু অন্ত অচের উত্তর যৎ-প্রত্যয়। 'যতোহনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। 'নমস্তস্তঃ' 'নমোবরিব' ইত্যাদি সূত্রে ক্যচ্-প্রত্যয়। ব্যত্যয়ের দ্বারা কর্ম্মবাচ্যে শতৃপ্রত্যয়। অস্থুঃ। তিষ্ঠতি (স্থা-ধাতুর) ছন্দে বর্ত্তমান কালে লুঙ্ হয়। 'গাতিস্থ' ইত্যাদি সূত্রে সিচ্-প্রত্যয়ের লোপ। 'আতঃ' ইত্যাদি সূত্রে ঝি-স্থানে জুস্-প্রত্যয়॥ (১ম - ১১৫সূ ৩ঋ)॥

⁂

অন্ধকারের প্রভাব নষ্ট হয় না। জ্যোতির সমুদ্ভূতি না হইলে অজ্ঞান-মোহ প্রণষ্ট হয় না। এই জন্য 'ব্রহ্মাত্মজ্যোতির' উপাসনা করিতে বেদান্ত-দর্শন উপদেশ দিয়াছেন। ইহাকেই প্রতীক উপাসনা অর্থাৎ অব্যয় স্বরূপ ব্রহ্মের উপর রূপ-কল্পনা করিয়া উপাসনা বলা হয়। শ্রুতির সার ও শ্রুতির মীমাংসা—বেদান্তদর্শন। শ্রুতি বা উপনিষদের মূলে—বেদ। বেদের এই সকল অংশ হইতেই উপনিষৎ ও বেদান্তদর্শন যে প্রতীক উপাসনার অর্থাৎ অরূপে রূপকল্পনামূলক ভগবদারাধনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু কাল-প্রভাবে ও বুদ্ধি-দৌর্ব্বল্যে এই সকল ভাবের পরিপুষ্টি ও মন্ত্রার্থের যথাযথ বিনিয়োগ পরিদৃষ্ট হয় না।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ—'সূর্য্যের হরিনামক অশ্বগণ এই পথে গমন করে। আমরা সেই স্তবনীয় অশ্বগণকে স্তব করি। হরিত অশ্বগণ আকাশে ধাবিত হইয়া একেবারে দ্যু ও পৃথ্বীকে ব্যাপ্ত করিয়াছে।' ইহাতে যে কি সদ্ভাব আছে, কিছুই উপলব্ধ হয় না। সূর্য্যের অশ্বকে প্রণাম করারই বা সাফল্য কি? তার পর, সূর্য্যের অশ্ব কেমন করিয়াই বা স্বর্গ ও পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারে? এখানে রূপক-স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। 'সপ্তাশ্বো হরিবাহনঃ'—সূর্য্যের এই সপ্ত অশ্বকে বিভিন্ন স্থানে তাই 'সপ্তবিধ বর্ণবিশিষ্ট কিরণ' অর্থে ব্যবহৃত করা হইয়াছে। ইহা কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে যে, সূর্য্যের কিরণ এই জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সূর্য্যের কিরণ সমগ্রভূমণ্ডলকে যে পরিব্যাপ্ত করিতে পারে, ইহা সম্ভবপর নহে। স্বর্গ প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বভুবনকে আলোকিত করা—সূর্য্য-কিরণের শক্তির অতীত বলিয়াই সপ্রমাণ হয়।

যাহা হউক, এ ঋকের লক্ষ্য—পরমার্থ-লাভ। এ সূর্য্য—আত্মা। এ আকাশ—হৃদয়। এ জ্যোতিঃ—পরমাত্মজ্যোতিঃ। এ জ্যোতির দর্শনেই হৃদয়ের গাঢ় অজ্ঞান-তমিস্র চিরান্তর্হিত হয়। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া মানবীয় চিত্তবৃত্তি প্রধাবিত। এই জ্যোতির স্ফুরণেই জগৎ স্ফুরিত। ইহার দীপ্তিতেই রবি শশী গ্রহ তারা সমগ্র জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ প্রদীপ্ত। এ জ্যোতির দিব্য দর্শন যিনি জীবনে পাইয়াছেন, তিনিই জীবনে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন—ধন্য হইয়াছেন। সূর্য্য ও কিরণের মধ্য দিয়া পরমাত্ম-

সূর্য্যকে—পরমাত্মজ্যোতিকে অধিগত করাই সাধকজীবনের ঈপ্সিত। এ ঋকে সেই মহাভাবই লক্ষিত হইয়াছে। (১ম—১১৫সূ—৩ঋ)॥

---

## চতুর্থী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চদশাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্। )

তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা

কর্ত্তোর্ব্বিততং সংজভার।

যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী

বাসস্তনুতে সিমস্মৈ ॥ ৪ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। সূর্য্যস্য। দেবঽত্বং। তৎ। মহিঽত্বং। মধ্যা।

কর্ত্তোঃ। বিঽততং। সং। জভার।

যদা। ইৎ। অযুক্ত। হরিতঃ। সধঽস্থাৎ। আৎ। রাত্রী।

বাসঃ। তনুতে। সিমস্মৈ ॥ ৪ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্যস্য' (জ্যোতির্ম্ময়স্য পরমাত্মনঃ) 'তৎ' (তদেব) 'দেবত্বং' (ঈশ্বরত্বং, বিভূতিং ইত্যর্থঃ) 'তৎ' (তদেব) 'মহিত্বং' (মাহাত্ম্যং), যৎ 'কর্ত্তোঃ' (ঐহিকামুষ্মিকয়োঃ কর্ম্মণোঃ)

'মধ্যা' ( মধ্যগতং ) 'বিততং' ( বিস্তৃতং—যৎ কর্ম্মফলং তৎ ইতি ভাবঃ) সঃ 'সংজভার' ( উপসংহরতি, সংক্ষয়তি ) ; জ্যোতির্ম্ময়স্য পরমাত্মনঃ অনুকম্পয়া স্বরূপোপলব্ধিতয়া বা মনুষ্যাণাং গতাগতিমূলকং কর্ম্মফলং নাশপ্রাপ্তং ভবতি—ইতি ভাবঃ ; 'ইৎ' ( কিন্তু ) 'যদা' ( যদি ) 'সধস্থাৎ' ( কর্ম্মরূপাৎ যানাৎ হৃদয়াৎ বা ) 'হরিতঃ' (অজ্ঞানতাসংহারকাঃ জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'অযুক্ত' ( অযুক্তাঃ, বিচ্ছিন্নাঃ ) ভবন্তি, 'আৎ' ( তদা ) 'সিমস্মৈ' ( সর্ব্বথা ) 'রাত্রী' ( অজ্ঞানান্ধকারং ) 'বাসঃ' ( অজ্ঞানতাবরণং ) 'তনুতে' ( বিস্তৃতং করোতি ), নরঃ নিরয়কূপে নিক্ষিপ্তঃ ভবতি ইত্যর্থঃ ; হৃদয়াৎ কর্ম্মণঃ বা জ্ঞানসম্বন্ধং বিচ্ছিন্নং সৎ অস্মাকং কর্ম্মবন্ধনং দৃঢ়ীভূতং ভবতি—ইতি ভাবঃ ॥ ( ১ম—১১৫সূ—৪ঋ ) ॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার তাহাই দেবত্ব ( তাহাই বিভূতি )—তাহাই মাহাত্ম্য—যে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কর্ম্মদ্বয়ের মধ্যগত বিস্তৃত যে কর্ম্মফল, তাহাকে তিনি উপসংহার করেন—ক্ষয় করেন ; ( ভাব এই যে,—জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার অনুকম্পার দ্বারা মনুষ্যগণের গতাগতিমূলক কর্ম্মফল নাশপ্রাপ্ত হয় ) ; কিন্তু যদি কর্ম্ম-রূপ যান হইতে অথবা হৃদয় হইতে অজ্ঞানতাসংহারক জ্ঞানরশ্মিসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে, সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকার অজ্ঞানতার আবরণ বিস্তৃত করে, অর্থাৎ মানুষ নিরয়-কূপে নিক্ষিপ্ত হয় ; ( ভাব এই যে,—হৃদয় হইতে বা কর্ম্ম হইতে জ্ঞানসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, আমাদিগের কর্ম্মবন্ধন দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে। )॥ ( ১ম—১১৫সূ—৪ঋ ) ॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

সূর্য্যস্ত সর্ব্বপ্রেরকস্যাদিত্যস্য তদ্দেবত্বমীশ্বরত্বং স্বাতন্ত্র্যমিতি যাবৎ। মহিত্বং মহত্ত্বং মাহাত্ম্যং চ তদেব। তচ্ছব্দ শ্রুতের্যচ্ছব্দাধ্যাহারঃ। যৎ কর্ত্তোঃ। কর্ম্মণামৈতৎ। প্রারব্ধাপরিসমাপ্তস্য কৃষ্যাদিলক্ষণস্য কর্ম্মণো মধ্যা মধ্যেঽপরিসমাপ্ত এব তস্মিন্ কর্ম্মণি বিততং বিস্তীর্ণং স্বকীয়ং রশ্মিজালমস্তং গচ্ছন্ সূর্য্যঃ সঞ্জভার। অস্মাল্লোকাৎ স্বাত্মন্যুপসংহরতি। কর্ম্মকরশ্চ

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সূর্য্যস্ত' সর্ব্বপ্রেরক আদিত্যের 'তদ্দেবত্বং' ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য। এবং 'মহিত্বং' মহত্ত্ব মাহাত্ম্য 'তৎ' সেইরূপই। শ্রুতিতে তৎ-শব্দ থাকায়, যৎ-শব্দের অধ্যাহার। য 'কর্ত্তোঃ'। ইহা কর্ম্মনামবাচী। প্রারব্ধ অপরিসমাপ্ত ও কৃষ্যাদিলক্ষণ কর্ম্মদ্বয়ের 'মধ্যা' মধ্যে অপরিসমাপ্ত সেই কর্ম্মেই 'বিততং' বিস্তীর্ণ স্বকীয় রশ্মিজালকে অস্তগমন করিয়া সূর্য্য 'সঞ্জভার' এই লোক হইতে আপনাকে উপসংহার করেন। কর্ম্মকর প্রবৃত্ত অথচ অপরিসমাপ্ত কর্ম্মকে

প্রবৃত্তমপরিসমাপ্তমেব বিসৃজত্যস্তং যন্তং সূর্য্যং দৃষ্ট্বা। ঈদৃশং স্বাতন্ত্র্যং মহিমা চ সূর্য্যব্যতিরিক্তস্য কস্যাস্তি। ন কস্যাপি। সূর্য্য এবেদৃশং স্বাতন্ত্র্যং মহিমানং চাবগাহতে। অপিচ। ইদিত্যবধারণে। যদেৎ যস্মিন্নেবকালে হরিতো রসহরণশীলান স্বরশ্মীন হরিদ্বর্ণানশ্বান্ বা সধস্থাৎ সহস্থানাদস্মাৎ পার্থিবাল্লোকাদাদায়াযুক্ত। অন্যত্র সংযুক্তান করোতি। যদ্বা যুজিঃ কেবলোহপি বিপূর্ব্বো দ্রষ্টব্য। যদেবাসৌ স্বরশ্মীনশ্বান্ বা সধস্থাৎ। সহ তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্নিতি সধস্থো রথঃ। তস্মাদযুক্ত। অমুঞ্চৎ। আৎ অনন্তরমেব রাত্রী নিশা বাস আচ্ছাদয়িতৃ তমঃ সিমস্মৈ। সিমশব্দঃ সর্ব্বশব্দপর্য্যায়ঃ। সপ্তম্যর্থে চতুর্থী। সর্ব্বস্মিন লোকে তনুতে। বিস্তারয়তি। যদ্বা বাসো বাসরমহঃ। তৎসর্ব্বস্মাল্লোকাদানীয় রাত্রী তমস্তনুতে॥ অত্র নিরুক্তং। তৎসূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যে যৎ কর্ম্মণাং ক্রিয়মাণানাং বিততং সংহ্রিয়তে যদাসাবযুঙ্‌ক্ত হরণানাদিত্যরশ্মীন্ হরিতোহশ্বানিতি বাথ রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ বেসরমহরব-যুবতী সর্ব্বস্মাৎ। নি০ ৪।১১। ইতি॥

মহিত্বং। মহ পূজায়াং। ঔণাদিক ইনপ্রত্যয়ঃ। তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। মধ্যা। মধ্যশব্দাৎ সপ্তম্যেকবচনস্য সুপাং সুলুগিতি ডাদেশঃ। কর্ত্তোঃ। করোতেরৌণাদিক-স্তোসুন্‌প্রত্যয়ঃ। বিততং। বিপূর্ব্বাত্তনোতেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। উদিত্ত্বেন ক্ত্বাপ্রত্যয় ইটো বিকল্পনাদ্যস্য বিভাষেতীট্‌প্রতিষেধঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। জভার।

---

পরিত্যাগ করে—অস্তগত সূর্য্যকে দেখিয়া। এই প্রকার স্বাতন্ত্র্য ও মহিমা সূর্য্য ব্যতিরেকে আর কাহার আছে? আর কাহারও নাই। সূর্য্যই এই প্রকার স্বাতন্ত্র্যকে ও মহিমাকে অবগাহন করেন। অপিচ 'ইৎ'। ইহা অবধারণার্থক। 'যদেৎ' যখনই 'হরিতঃ' রসহরণশীল স্বরশ্মি-সমূহকে অথবা হরিতবর্ণ অশ্বসকলকে 'সধস্থাৎ' সহস্থান হইতে এই পার্থিব লোক হইতে গ্রহণ করিয়া 'অযুক্ত' অন্যত্র সংযুক্ত করেন। অথবা যুজি-ধাতু কেবলই বি-পূর্ব্বক দ্রষ্টব্য। যখনই তিনি স্বরশ্মিকে অথবা অশ্বগণকে 'সধস্থাৎ' (সহিত বর্ত্তমান থাকে উহাতে—এই অর্থে সধস্থ শব্দে রথ বুঝায়) তাহা হইতে (রথ হইতে) অযুক্ত বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। 'আৎ' অনন্তর 'রাত্রী' নিশা 'বাসঃ' আচ্ছাদনকারী অন্ধকারকে 'সিমস্মৈ' (সিম-শব্দ সর্ব্ব-শব্দ পর্য্যায়, সপ্তমীর অর্থে চতুর্থী) সকল লোকে 'তনুতে' বিস্তৃত করেন। অথবা 'বাসঃ' বাসর দিন তাহাতে সকল লোক হইতে আনীয় 'রাত্রী' অন্ধকার 'তনুতে' বিস্তার করেন। এ বিষয়ে নিরুক্ত; যথা,—'তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যে যৎ কর্ম্মণা ক্রিয়মাণানাং বিততং সংহ্রিয়তে যদাসাবযুঙ্‌ক্ত হরণানাদিত্যরশ্মীন্ হরিতোহশ্বান ইতি বাথ রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ বেসরমহরবযুবতী সর্ব্বস্মাৎ।' নিঃ ৪।১১। ইত্যাদি।

মহিত্বং। মহ-ধাতু পূজার্থক। ঔণাদিক ইন্-প্রত্যয়। তাহার ভাব ও ত্বতল-প্রত্যয়। মধ্যা। মধ্য-শব্দ-হেতু সপ্তমীর একবচনে 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি সূত্রে ডা-আদেশ। কর্ত্তোঃ। করোতির (কৃ-ধাতুতে) ঔণাদিক তোসুন-প্রত্যয়। বিততং। বি-পূর্ব্ব-হেতু তনোতির (তন্ ধাতুর) কর্ম্মণি বাচ্যে নিষ্ঠা। উৎ ইত্ত্বের দ্বারা ক্তা-প্রত্যয়ে ইটের বিকল্পন-হেতু 'যস্য বিভাষা' ইত্যাদি সূত্রে ইট্ প্রতিষেধ। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতির (গম ধাতুর) প্রকৃতিস্বরত্ব।

হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি ইতি ভত্বং। অযুক্ত। যুজের্লুঙি ঝলো ঝলীতি সিচো লোপঃ। সধস্থাৎ। ঘঞর্থে কবিধানমিত্যধিকরণে কপ্রত্যয়ঃ। সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসীতি সধাদেশঃ। দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। রাত্রী। রাত্রেশ্চাজসাবিতি ঙীপ্॥ (১ম—১১৫সূ—৪ঋ)॥

## চতুর্থ (১২৫৫) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন যে,—'সূর্য্য এমনই দেবত্ব-মাহাত্ম্য-সম্পন্ন যে, সন্ধ্যা হইলে মানবীয় কর্ম্ম অসমাপন থাকিতেই তিনি স্বীয় রশ্মিজাল সম্বরণ করিয়া থাকেন। যখন তিনি রথ হইতে হরিৎ নামক আপনার অশ্বগণকে বিযুক্ত করেন, তখন রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।'

এক দৃষ্টিতে এরূপ ভাব যে না আসে, তাহা আমরা বলি না। তবে একটু অভিনিবেশ-সহকারে আলোচনা করিলে, অন্য এক মহান্ ভাব এই মন্ত্রের অর্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানের মাহাত্ম্য—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কিসে প্রকাশ পায়? তাঁহার মাহাত্ম্য—তাঁহার দেবত্ব—আমাদিগের ন্যায় পাপী-তাপীর উদ্ধার-সাধনেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট নহে কি? পূর্ব্বজীবনের কর্ম্ম ও ইহজীবনের কর্ম্ম,—দুইরূপ কর্ম্মে জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই যে দ্বিবিধ কর্ম্মফল—এই যে দুই প্রকার কর্ম্মবন্ধন,—ভগবান্ তাহাদিগকে সংহরণ করেন। ভগবৎপরায়ণ হইলে, ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিতে পারিলে, সেই দুই কর্ম্মবন্ধনই ছিন্ন হইয়া যায়। মন্ত্রের প্রথম চরণে "কর্তোঃ মধ্যা বিততং সংজভার" বাক্যাংশে, ঐ দুই কর্ম্মের মধ্যগত ফল তিনি সংহরণ করেন,—এই ভাবেরই দ্যোতনা দেখা যায়। এ পক্ষে মন্ত্রের প্রথম চরণ—পাপী তাপী আমাদিগের উদ্ধারমূলক ভগবানের প্রকৃষ্ট যে মহিমা তাহাই প্রকাশ করিতেছে।

---

জভার। 'হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ভত্ব। অযুক্ত। যুজি-ধাতু লুঙে 'ঝলো ঝলি' ইত্যাদি সূত্রে সিচের লোপ। সধস্থাৎ। 'ঘঞ্ অর্থে কবিধানং' ইত্যাদি সূত্রে অধিকরণে ক-প্রত্যয়। 'সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সধাদেশ। দাসীভারাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। রাত্রী। 'রাত্রেশ্চাজসৌ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্ প্রত্যয়॥ (১ম-১১৫সূ-৪ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় চরণে ভগবানের এই অনুগ্রহ-প্রাপ্তির অন্তরায় কি, তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। এই চরণের মর্ম্ম এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহলাভের বা কর্ম্মফল অবসানের অন্তরায়—জ্ঞান-সম্বন্ধ পরিত্যাগ—অজ্ঞানতার অনুসরণ। কোন্ পদে কি ভাব পরিগ্রহণে ঐরূপ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে তাহা বোধগম্য হইবে ॥ ৪ ॥

—— • ——

## পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চদশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্য্যো রূপং
কৃণুতে দ্যোরুপস্থে।
অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ
সং ভরন্তি ॥ ৫ ॥

• • •

### পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। মিত্রস্য। বরুণস্য। অভিঽচক্ষে। সূর্য্যঃ। রূপং।
কৃণুতে। দ্যোঃ। উপঽস্থে।
অনন্তং। অন্যৎ। রুশৎ। অস্য। পাজঃ। কৃষ্ণং। অন্যৎ। হরিতঃ।
সং। ভরন্তি ॥ ৫ ॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্যঃ' ( জ্যোতির্ম্ময়ঃ পরমাত্মা ) 'মিত্রস্য' ( মিত্রস্থানীয়স্য মিত্রদেবস্য ) তথা 'বরুণস্য' ( অভীষ্টবর্ষকস্য বরুণদেবস্য ) 'অভিচক্ষে' ( কর্ম্মশক্তিপ্রদর্শনায় ) 'দ্যোঃ' ( স্বর্গস্য, সত্ত্বভাবস্য ইত্যর্থঃ ) 'উপস্থে' ( মধ্যে ) 'তৎ' ( শ্রেষ্ঠং, বিশ্বব্যাপকং ) 'রূপং' ( তয়োঃ দেবয়োঃ আদর্শং ইত্যর্থঃ ) 'কৃণুতে' ( বিস্তারয়তি, প্রদর্শয়তি ) ; ভগবতঃ মিত্রস্থানীয়ং অভীষ্টবর্ষকং যৎ রূপদ্বয়ং অস্মাকং অনুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি তৎ প্রকাশয়তি – ইতি ভাবঃ ; 'অস্য' ( পরমাত্মনঃ ) 'অনন্তং' ( অসীমং ) 'পাজঃ' ( বলং, তেজঃ ) 'অন্যৎ' ( ইহলোকং ) 'রুশৎ' ( দীপ্যমানং – করোতি ইতি যাবৎ ), তথা 'হরিতঃ' ( তস্মাৎ নির্গতাঃ জ্ঞানরশ্ময়ঃ, যদ্বা – অস্মাকং সৎকর্ম্মসঞ্চিতানি জ্ঞানানি ) 'অন্যৎ কৃষ্ণং' ( অপরাপরং বিস্তৃতং অজ্ঞানান্ধকারং ) 'সংভরন্তি' ( বিনশ্যন্তি ) ; অয়ং ভাবঃ—ভগবতঃ অনুকম্পয়া অস্মাকং অনুষ্ঠিতস্য সৎকর্ম্মণঃ প্রভাবেণ চ অজ্ঞানতা দূরীভূতা ভবতি, বয়ং চ পরমং সুখং প্রাপ্নুমঃ॥ ( ১ম—১১৫সূ—৫ঋ )॥

∴

### বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা, মিত্রস্থানীয় মিত্রদেবের এবং অভীষ্টবর্ষক বরুণদেবের কর্ম্মশক্তি-প্রদর্শনের জন্য সত্ত্বভাবের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ দেবদ্বয়ের আদর্শকে বিস্তৃত করেন—প্রদর্শন করেন ; ( ভাব এই যে,—ভগবানের মিত্রস্থানীয় অভীষ্টবর্ষক যে রূপদ্বয়, আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের মধ্যে তাহা প্রকাশ পায় ) ; সেই পরমাত্মার অসীম তেজঃ ইহলোককে দীপ্যমান্ করে এবং তাঁহা হইতে নির্গত জ্ঞানরশ্মিসমূহ অথবা আমাদিগের সৎকর্ম্মসঞ্চিত জ্ঞানসমূহ অপরাপর বিস্তৃত অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া থাকে। ( ভাব এই যে,—ভগবানের অনুকম্পায় এবং আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের প্রভাবে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়,—এবং আমরা পরমসুখ প্রাপ্ত হই। )॥ ( ১ম—১১৫সূ—৫ঋ )॥

∴

### সায়ণভাষ্যং।

তত্তদানীমুদয়সময়ে মিত্রস্য বরুণস্যৈতদুভয়োপলক্ষিতস্য সর্ব্বস্য জগতোঽভিচক্ষ আভিমুখ্যেন দ্যোর্নভস উপস্থ উপস্থানে মধ্যে সূর্য্যঃ সর্ব্বস্য প্রেরকঃ সবিতা রূপং সর্ব্বস্য নিরূপকং

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'তৎ' সেই সময়ে উদয়কালে 'মিত্রস্য বরুণস্য' এই উভয় উপলক্ষিত সর্ব্বজগতের 'অভিচক্ষে' আভিমুখ্যের দ্বারা 'দ্যোঃ' নভস্তলের 'উপস্থে' উপস্থানে মধ্যে 'সূর্য্যঃ' সকলের প্রেরক সবিতা 'রূপং' সকলের নিরূপক প্রকাশক তেজকে 'কৃণুতে' ( প্রেরণ ) করেন। অপিচ

প্রকাশকং তেজঃ কৃণুতে। করোতি। অপিচ। অস্য সূর্য্যস্য হরিতো রসহরণশীলা রশ্ময়ো হরিদ্বর্ণা অশ্বা বানন্তমবসানরহিতং কৃৎস্নস্য জগতো ব্যাপকং রুশদ্দীপ্যমানং শ্বেতবর্ণং পাজঃ। বলনামৈতৎ। বলযুক্তমতিবলস্যাপি নৈশস্য তমসো নিবারণে সমর্থমন্যত্তমসো বিচক্ষণং তেজঃ সম্ভরন্তি। অহনি স্বকীয়গমনেন নিষ্পাদয়ন্তি। তথা কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণমন্যত্তমঃ স্বকীয়াপগমনেন রাত্রৌ অস্য রশ্ময়োঽপ্যেবং কুর্ব্বন্তি। কিমু বক্তব্যং তস্য মাহাত্ম্যমিতি সূর্য্যস্য স্তুতিঃ॥

অভিচক্ষে। সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে কিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। দ্যোঃ। ঊসিঙসোশ্চ। পা০ ৬।২।১২০। ইতি পূর্ব্বরূপতা। উপস্থে। ঘঞর্থে কবিধানমিতি কপ্রত্যয়ঃ। মরুদ্বৃধা-দিত্বাৎ পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। পাজঃ। পাতি রক্ষতীতি পাজো বলং। পাতের্ব্বলে জুট্ চ। উ০ ৪।২০৪। ইত্যসুন্ জুডাগমশ্চ। ছান্দসো মত্বর্থীয়স্য বিনো লোপঃ॥ (১ম - ১১৫সূ—৫ঋ)॥

## পঞ্চম (১২৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে প্রচলিত অর্থ, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা;—

"মিত্র ও বরুণের দর্শনার্থ আকাশের মধ্যভাগে সূর্য্য স্বীয় জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার হরিৎ নামক অশ্বগণ একদিকে তাঁহার অনন্ত দীপ্তিমান্ বল ধারণ করে, অন্যদিকে কৃষ্ণবর্ণ (অন্ধকার) নিষ্পাদন করে।'

এ দৃষ্টিতে, দৃশ্যমান্ সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন-রূপকে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আমরা কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের মর্ম্ম পরিগ্রহণ

---

'অস্য' সূর্য্যের 'হরিতঃ' রসহরণশীল রশ্মিসমূহ অথবা হরিদ্বর্ণ অশ্বসমূহ 'অনন্তং' অবসান-রহিত কৃৎস্ন জগতের ব্যাপক 'রুশৎ' দীপ্যমান্ শ্বেতবর্ণ 'পাজঃ' (ইহা বলনাম-বাচী) বলযুক্ত অতি-বলশালী নৈশতমোনিবারণে সমর্থ 'অন্যৎ' অন্য তমঃ বিচক্ষণ তেজকে 'সম্ভরন্তি' দিন-সমূহে স্বকীয় গমনের দ্বারা নিষ্পাদিত করেন। আর 'কৃষ্ণং' কৃষ্ণবর্ণ 'অন্যৎ' অন্ধকারকে স্বকীয় অপগমনের দ্বারা রাত্রিতে উহার রশ্মিসমূহও এইরূপ করিয়া থাকে। 'কিমু বক্তব্যং তস্য মাহাত্ম্যং' —ইত্যাদি সূর্য্যের স্তুতি।

অভিচক্ষে। সম্পদাদিলক্ষণ ভাবে কিপ্। কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বরত্ব। দ্যোঃ। 'ঙসিঙ-সোশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৬ ২ ১২০) পূর্ব্বরূপতা। উপস্থে। 'ঘঞর্থে কবিধানং' ইত্যাদি সূত্রে ক-প্রত্যয়। মরুদ্বৃধাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের অন্তোদাত্তত্ব। পাজঃ। পালন করে রক্ষা করে—এই অর্থে পাজঃ পদে বলকে বুঝায়। 'পাতের্ব্বলে জুট্ চ' ইত্যাদি সূত্রে (উ০ ৪।২০৪) অসুন্-প্রত্যয় এবং জুট্ আগম। ছান্দসে মত্বর্থীয় বিনের লোপ॥ (১ম—১১৫সূ - ৫ঋ)॥

করি। দেবতা যে মিত্রের ন্যায়—সখার ন্যায়—প্রতিভাত হয়েন, সে কখন? দেবতাকে অভীষ্টপূরক পরম ইষ্টসাধক বলিয়াই বা আমরা যে জানিতে পারি—সে কখন? এ মন্ত্রে তাহারই আভাস—তাহারই ইঙ্গিত আছে। মানুষ যখন সদ্ভাবসমন্বিত সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়, মানুষ যখন ভগবানের অনুসরণ করে, মানুষ যখন পরমাত্মার সন্ধান-লাভে সমর্থ হয়, তখনই দেবতা তাহার নিকট মিত্র-রূপে অভীষ্টবর্ষণশীল হইয়া উপস্থিত হন; ভগবদনুসরণই দেবানুগ্রহলাভের নিদানস্বরূপ। মন্ত্রের প্রথম চরণে এই ভাব পরিব্যক্ত দেখি।

দ্বিতীয় চরণ ভগবানের সেই মাহাত্ম্যই প্রকাশ করিতেছে; উপদেশ দিতেছে,—'অজ্ঞানতা-রূপ যে শত্রু মানুষকে বিভ্রান্ত বিপথগামী করিতেছে, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে ভগবদনুসরণে সে শত্রু বিমর্দ্দিত হয়। ভগবানের শক্তি অনন্তবিস্তৃত। অজ্ঞানতা-রূপ দস্যু যতই মানুষকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তাঁহার প্রেরিত জ্ঞানজ্যোতিঃ ততই তাহাদিগকে অপসারিত করে।

মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে প্রতি পদের বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই মূলতত্ত্ব অধিগত হইবে। (১ম--১১৫সূ—৫ঋ)।

———:০:———

## ষষ্ঠী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চদশাধিকশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

অ॒দ্যা দে॑বা॒ উদি॑তা॒ সূর্য্য॑স্য॒ নিরংহ॑সঃ

পিপৃ॒তা নির॑ব॒দ্যাৎ।

ত॑ন্নো মি॒ত্রো ব॑রুণো মামহন্তা॒মদি॑তিঃ॒ সিন্ধুঃ॑

পৃথি॒বী উ॒ত দ্যৌঃ ॥ ৬ ॥

### পদ-বিশ্লেষণঃ।

অদ্য। দেবাঃ। উৎঽইতা। সূর্য্যস্য। নিঃ। অংহসঃ।

পিপৃত। নিঃ। অবদ্যাৎ।

তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাং। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ।

পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ ॥ ৬ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্যস্য' ( জ্যোতির্ম্ময়স্য পরমাত্মনঃ ) 'দেবাঃ' ( দীপ্তিদানাদিগুণনিবহাঃ, বিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ ) যূয়ং 'অদ্য' ( নিত্যকালং ) 'উদিতা' ( প্রকাশিতাঃ সন্তঃ ) 'নিরবদ্যাৎ' ( মলিনতমাৎ ) 'অংহসঃ' ( পাপাৎ, অজ্ঞানসম্ভূতসংসারমোহাৎ বা ) 'নিষ্পিপৃত' ( পরিমুচ্য রক্ষত—অস্মান্ ইতি শেষঃ ) ; 'তৎ' ( তস্মাৎ , 'মিত্রঃ' ( মিত্রস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ ) 'বরুণঃ' ( অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণদেবঃ ) 'অদিতিঃ' ( অখণ্ডনীয়ঃ অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ ) 'সিন্ধুঃ' ( স্যন্দনশীলঃ স্নেহকারুণ্যরূপঃ দেবঃ ) 'পৃথিবী' ( আশ্রয়দাতা ভূদেবঃ ) 'উত' ( অপিচ ) 'দ্যৌঃ' ( সত্ত্বনিলয়ঃ দেবঃ ) 'নঃ' ( অস্মান্ ) 'মমহন্তাং' ( রক্ষন্তু )। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবন্ ! তব বিভূতয়ঃ অস্মান্ অজ্ঞানরূপপাপাৎ পরিমোচয়ন্তু, অতঃ তেন সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং রক্ষকাঃ ভবন্তু ॥ ( ১ম—১১৫সূ—৬ঋ ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার দীপ্তিদানাদিগুণসমূহ ( বিভূতিসকল ) ! তোমরা নিত্যকাল প্রকাশিত হইয়া, মলিনতম পাপ হইতে ( অজ্ঞানসম্ভূত সংসারমোহ হইতে ) পরিমুক্ত করিয়া, আমাদিগকে রক্ষা কর ; তাহাতে মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অখণ্ডনীয় অনন্তস্বরূপ অদিতিদেব, স্যন্দনশীল স্নেহকারুণ্যরূপ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেব এবং সত্ত্বনিলয় দ্যুঃ-দেব আমাদিগকে রক্ষা করুন। ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবন্! আপনার বিভূতিসমূহ আমাদিগকে অজ্ঞানরূপ পাপ হইতে পরিমুক্ত করুক ; আর, তাহাতে সকল দেবতা আমাদিগের রক্ষক হউন। )॥ ( ১ম—১১সূ—৬ঋ ) ॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দেবা দ্যোতমানাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ। অদ্যাস্মিন্ কালে সূর্য্যস্যাদিত্যস্যোদিতা উদিতাবুদয়ে সতীতস্ততঃ প্রসরন্তো যূয়মস্মানংহসঃ পাপান্নিষ্পিপৃত। নিষ্কৃষ্য পালয়ত। যদিদমস্মাভিরুক্তং নোঽস্মদীয়ং তন্মিত্রাদয়ঃ ষড়্দেবতা মমহন্তাং। পূজয়ন্তু। অনুমন্যন্তাং রক্ষন্তু ত যাবৎ। মিত্রঃ। প্রমীতেস্ত্রায়কোঽহরভিমানী দেবঃ। বরুণোঽনিষ্টানাং নিবারয়িতা রাত্র্যভিমানী। অদিতিরখণ্ডনীয়াদীনা বা দেবমাতা। সিন্ধুঃ স্যন্দনশীলোদকাভিমানিনী দেবতা। পৃথিবী ভূলোকস্যাধিষ্ঠাত্রী। দ্যৌর্দ্যুলোকস্য। উতশব্দঃ সমুচ্চয়ে॥

অদ্য। নিপাতস্য চেতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। উদিতা। উৎপূর্ব্বাদেতের্ভাবে ক্তিন্। সুপাং সুলুগিতি ডাদেশঃ। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। পিপৃত। পৄ পালনপূরণয়োঃ। পৃ ইত্যেকে লোটি জুহোত্যাদিত্বাচ্ছপঃ শ্লুঃ। দ্বির্ব্বচনোরদত্বহলাদিশেষাঃ। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চেত্যভ্যাসস্যেত্বং। সার্ব্বধাতুকমপিদিতি তশব্দস্য ঙিত্বে সতি ঋচি তুনুঘেত্যাদিনা সংহিতায়াং দীর্ঘঃ॥ (১ম ১১৫সূ - ৬ঋ)॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে সপ্তমো বর্গঃ॥ ১।৮।৭॥

ইতি প্রথমে মণ্ডলে ষোড়শোঽনুবাকঃ॥ ১।১৬॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'দেবাঃ' দ্যোতমান সূর্য্যরশ্মিসমূহ! 'অদ্য' এই কালে 'সূর্য্যস্য' আদিত্যের 'উদিতা' (উদিতৌ) উদয় হইলে ইতস্ততঃপ্রসরণশীল আপনারা এই 'অংহসঃ' এই পাপ হইতে 'নিষ্পিপৃত' নিষ্কর্ষ করিয়া পালন করুন। যে হেতু আমাদিগের কর্ত্তৃক উক্ত 'নঃ' আমাদিগের 'তৎ' সেই মিত্রাদি ষড়্দেবতা 'মমহন্তাং' পূজা করুন—রক্ষা করুন। 'মিত্রঃ' প্রমীতির ত্রায়ক অহঃ অভিমানিনী দেবতা। 'বরুণঃ' অনিষ্টসমূহের নিবারয়িতা রাত্র্যভিমানিনী দেবতা। 'অদিতিঃ' অখণ্ডনীয়া অদীনা দেবমাতা। 'সিন্ধুঃ' স্যন্দনশীলা উদকাভিমানিনী দেবতা। 'পৃথিবী' ভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী। 'দ্যৌঃ' দ্যুলোকের (অধিষ্ঠাত্রী)। 'উত' শব্দ সমুচ্চয়ার্থক।

অদ্য। 'নিপাতস্য চ' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘত্ব। উদিতা। উৎ-পূর্ব্ব-হেতু 'এতি'র (ইন্-ধাতুতে) ভাবে ক্তিন্ প্রত্যয়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে ডা-আদেশ। 'তাদৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে গতির (গম-ধাতুর) প্রকৃতিস্বরত্ব। 'পিপৃত'। পৃ-ধাতু পালন ও পূরণ অর্থক। 'পৃ ইত্যেকে' ইত্যাদি সূত্রে লোটে জুহোত্যাদিত্ব-হেতু শপের স্থানে শ্লু। দ্বিবচন অদত্ব ও হলাদি-শেষ। 'অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের এত্ব। 'সার্ব্বধাতুকং অপিৎ' ইত্যাদি সূত্রে ত-শব্দের ঙিত্ব হওয়ায় 'ঋচি তুনুঘ' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ॥ ৬॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৮।৭॥

প্রথম মণ্ডলের ষোড়শ অনুবাক্ সম্পূর্ণ॥ ১।১৬॥

* * *

## ষষ্ঠ ( ১২৫৭ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবগণ! অথবা হে দ্যোতমান সূর্য্যরশ্মিসমূহ! সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা আমাদিগের পাপকে নাশ কর; আর, মিত্র বরুণ প্রভৃতি দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।' এই দৃষ্টিতে 'দেবাঃ' পদ সম্বোধনের স্থান গ্রহণ করিয়াছে; আর, 'সূর্য্যস্য' পদ 'উদিতা' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আমরা কিন্তু মনে করি, 'দেবাঃ' পদ, সম্বোধনের পদ হইলেও, 'সূর্য্যস্য' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আছে। তাহাতে ভাব প্রাপ্ত হই এই যে,—'জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার ( ভগবানের ) যে বিভূতিসমূহ, সেই বিভূতি-সমূহকে ( দীপ্তিদানাদিগুণনিবহকে ) সম্বোধন করিয়া এখানে যেন প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবানের বিভূতিসমূহ ( দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ )! তোমরা আমাদিগকে পাপ হইতে বিমুক্ত কর। আর, তাহার ফলে মিত্রস্থানীয় মিত্রদেবতা, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেবতা প্রভৃতি অন্যান্য দেবতা আমাদিগের রক্ষক হউন;—সকল দেবতাই আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াশীল হইয়া আমাদিগকে গতিমুক্তির পথ প্রদর্শন করুন।' ভগবানের বিভূতিসমূহ—সদ্গুণনিবহ—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান-পরম্পরা—মানুষকে পাপ হইতে মুক্ত করে। সেই ভগবদ্বিভূতিসমূহ—সদ্গুণাবলি আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াশীল হইয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুক,—মন্ত্রে এই প্রার্থনার দ্যোতনা আছে বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সূক্তের শেষ-ঋকের দ্বিতীয় চরণের অনুরূপ। ঐ চরণের পদাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অনন্তস্বরূপ অদিতিদেব, স্নেহকারুণ্যাধার সিন্ধুদেব, আশ্রয়প্রদাতা ভূ-দেব এবং সত্ত্বনিলয় দ্যুঃ-দেবতা, আমাদিগকে স্ব স্ব গুণের অধিকারী করিয়া, আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।' ( ১ম—১১৫সূ—৬ঋ )।

ওঁ

# ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তদশ অনুবাক্।
প্রথমোহষ্টকঃ। অষ্টমোঽধ্যায়ঃ। অষ্টাদারভ্য
দ্বাদশপর্য্যন্তং পঞ্চবর্গাঃ॥

## ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তটী অশ্বিদ্বয়-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। সূক্তে পঁচিশটী ঋক্ আছে; এবং ইহার বিভিন্ন ঋকের ব্যাখ্যায় প্রত্নতত্ত্বের বিভিন্ন উপাদান সংগৃহীত হইয়া থাকে।

প্রচলিত সকল প্রকার ব্যাখ্যাতেই অশ্বিদ্বয় মনুষ্য-রূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। তাঁহারা চিকিৎসা-বিদ্যায় অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন; এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁহাদিগের নানা অভিজ্ঞতার বিষয়ও ব্যাখ্যা-মুখে প্রকাশমান দেখি।

এই সূক্তের পঁচিশটী ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যায় অশ্বিদ্বয়ের যে কার্য্য-পরম্পরা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার কয়েকটী বিশেষ বিশেষ কার্য্যের পরিচয় নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। প্রথম ঋকের ব্যাখ্যায় দেখি, রাজন্যগণের সমরে জয়লাভ করিয়া তাঁহারা বিমদ নামক রাজর্ষির স্ত্রীকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ঋকের ব্যাখ্যায় প্রকাশ, তাঁহারা সহস্র যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তৃতীয় ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে,—রাজর্ষি তুগ্র তাঁহার পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার পোত-ভঙ্গ হয়। আর, অশ্বিদ্বয় সেই বিপদসঙ্কুল সমুদ্র হইতে আপনাদিগের নৌকা-যোগে ভুজ্যুকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রের এই প্রকার ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রাচীন আর্য্যগণের সমুদ্র-পথে গতাগতির বিষয় বিঘোষিত হয়; এবং অশ্বিদ্বয় যে সমুদ্র-পথে গতাগতির উপযোগী যানাদি-নির্ম্মাণে পারদর্শী ছিলেন, তাহাও প্রকাশ পায়। চতুর্থ ঋকের ব্যাখ্যা দেখিয়া, মনে হয়, অশ্বিদ্বয় যেন বাষ্পীয় পোত-নির্ম্মাণে পারদর্শী ছিলেন। সেই ঋকের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা,—“হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা তিনখানি শীঘ্রগামী শতচক্রবিশিষ্ট ষট্-অশ্বযুক্ত রথে ভুজ্যুকে বহন করিয়াছিলে; সে রথ তিন দিন তিন রাত্রি ব্যাপিয়া আর্দ্র-সমুদ্রের জল-শূন্য পারে চলিয়াছিল।” পঞ্চম ঋকেও তাঁহাদিগের সমুদ্র-পথে গতিবিধির বিষয় অবগত হওয়া যায়। ষষ্ঠ ও সপ্তম ঋকে অশ্বিদ্বয়ের দানশীলতার পরিচয় দেখিতে পাই। অষ্টম ঋকে অগ্নি-নির্ব্বাপণে তাঁহাদিগের কৃতিত্ব, নবম

ঋকে জলসেচনে পটুতা এবং দশম ঋকে জীর্ণ বৃদ্ধ চ্যবন ঋষিকে নবযৌবন প্রদান—প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাঁহাদিগের এমনই অসাধারণ শক্তি ছিল—তাঁহারা এমনই বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ায় অভিজ্ঞ ছিলেন যে, বৃদ্ধকেও তাঁহারা যুবা করিতে সমর্থ হইতেন।

অশ্বিদ্বয়ের অপরাপর যে সকল কর্ম্মকাহিনী দ্বাদশ হইতে পঞ্চবিংশতি পর্য্যন্ত ঋক্‌সমূহে প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহারা যে অসাধারণ অস্ত্র-চিকিৎসা-বিশারদ ছিলেন, তাহা প্রতিপন্ন হয়। বধ্রিমতির পুত্রলাভ, দধীচির অশ্ব-মস্তক, খেলের স্ত্রী বিশ্‌পলার ছিন্ন জঙ্ঘায় লৌহজঙ্ঘার সমাবেশ, বৃকীকে দৃষ্টিশক্তি দান,—তাঁহাদিগের অস্ত্র-চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তাঁহারা যে স্থপতি-বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন, জলোত্তোলন প্রভৃতি কার্য্যে তাহা প্রকাশ পায়। তাঁহাদিগের অপরাপর কার্য্যের বিষয়, মন্ত্রাদির ব্যাখ্যা-মুখে প্রকাশ পাইবে। অপিচ, অশ্বিদ্বয় এবং তাঁহাদিগের কার্য্য-পরম্পরা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যেভাবে উপলব্ধ হয়, ব্যাখ্যা-মুখে তাহাও অভিব্যক্ত হইবে। অশ্বিদ্বয়ের বিবরণ প্রহেলিকাময়। যে দৃষ্টিতে যে ভাব পরিগৃহীত হয়, তাহা অনুধ্যানের বিষয়ীভূত।

* * *

## ষোড়শাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

সপ্তদশেঽনুবাকে পঞ্চসূক্তানি। তত্র নাসত্যাভ্যামিতি পঞ্চবিংশত্যৃচং প্রথমং সূক্তং। উশিক্‌সংজ্ঞায়ামঙ্গরাজস্য মহিষ্যাং দাস্যাং দীর্ঘতমসোৎপাদিতঃ কক্ষীবানস্য সূক্তস্য ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দঃ। অশ্বিনৌ দেবতা। তথা চানুক্রান্তং। নাসত্যাভ্যাং পঞ্চাধিকা কক্ষীবান্‌ দৈর্ঘতমস উশিক্‌প্রসূত আশ্বিনং বা ইতি। তুহ্যাদিপরিভাষয়েদমাদীনি পঞ্চসূক্তান্যশ্বিদেবত্যানি। প্রাতরনুবাকস্যাশ্বিনে ক্রতৌ ত্রিষ্টুভে ছন্দসীদমাদীনি ত্রীণি সূক্তানি। অথাশ্বিন ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। গ্রাবাণেব নাসত্যাভ্যামিতি ত্রীণি। আ০ ৪।১৫। ইতি॥ আশ্বিনশস্ত্রে চৈতানি প্রাতরনুবাকন্যায়েনেত্যতিদিষ্টত্বাৎ॥

• • •

---

## ষোড়শাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

সপ্তদশ অনুবাকে পাঁচটী সূক্ত আছে। তাহাতে 'নাসত্যাভ্যাং' ইত্যাদি পঞ্চবিংশতি ঋক্‌বিশিষ্ট প্রথম সূক্ত। উশিক্‌সংজ্ঞাবিশিষ্ট অঙ্গরাজের মহিষীর দাসীতে দীর্ঘতমস কর্ত্তৃক উৎপাদিত কক্ষীবান্ এই সূক্তের ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ। অশ্বিদ্বয় দেবতা। তদ্বিষয়ে অনুক্রান্ত আছে;—'নাসত্যাভ্যাং পঞ্চাধিকা কক্ষীবান দৈর্ঘতমস উশিক্‌প্রসূত আশ্বিনং বা' ইত্যাদি। তুহ্যাদি পরিভাষার দ্বারা এই হইতে পাঁচটী সূক্ত অশ্বিদেবতা-সম্বন্ধীয়। প্রাতরনুবাকের আশ্বিন ক্রতুতে ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দে এই হইতে তিনটী সূক্ত। 'অথাশ্বিনঃ' ইত্যাদি খণ্ডে সূত্রিত আছে,—'গ্রাবাণেব নাসত্যাভ্যামিতি ত্রীণি' ( আ ৪।১৫ ) ইত্যাদি। 'প্রাতরনুবাকন্যায়েন' ইত্যাদি আদিষ্ট-হেতু আশ্বিন-শস্ত্রেও ( এতৎ প্রযুক্ত )।

• • •

প্রথমে মণ্ডলে সপ্তদশানুবাকে ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং অশ্বিদেবতাকং—
প্রাতরনুবাকে অশ্বিনে ক্রতৌ বিনিযোজ্যং।

∴

### প্রথমা ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্। )

নাসত্যাভ্যাং বর্হিরিব প্র বৃঞ্জে স্তোমাঁ

ইয়র্ম্যভ্রিয়েব বাতঃ।

যাবর্ভগায় বিমদায় জায়াং সেনাজুবা

ন্যূহতূ রথেন ॥ ১ ॥

∴

### পদ-বিশ্লেষণং।

নাসত্যাভ্যাং। বর্হিঃঽইব। প্র। বৃঞ্জে। স্তোমান্।

ইয়র্মি। অভ্রিয়াঽইব। বাতঃ।

যৌ। অর্ভগায়। বিঽমদায়। জায়াং। সেনাঽজুবা।

নিঽঊহতুঃ। রথেন ॥ ১ ॥

∴

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৌ' ( দেবৌ ) 'অর্ভগায়' ( বিমলস্বভাবায় ) 'বিমদায়' ( অনহঙ্কারিণে সাধকায় ) 'সেনাজুবা' ( কামাদিশত্রুভিঃ অগম্যেন ) 'রথেন' ( সৎকর্ম্মরূপেণ যানেন ) 'জায়াং' ( নির্ম্মলাত্মিকাং বুদ্ধিং ) 'ন্যূহতুঃ' ( প্রাপিতবন্তৌ ), অপিচ 'বাতঃ অভ্রিয়া ইব' ( যথা বায়ুঃ মেঘান্ ছিন্নীকরোতি

তদ্বৎ) 'বর্হিঃ ইব' (বৈরাগ্যরূপেণ কুশেন) 'প্রবৃঙ্ক্তে' (মনুষ্যান প্রমার্জ্জয়তি, লোকানাং হৃদয়কালুষ্যং দূরীকরোতি বা ইত্যর্থঃ); তৌ 'নাসত্যাভ্যাং' (সত্যপ্রাপকাভ্যাং আধিব্যাধিনাশকাভ্যাং দেবাভ্যাং) 'স্তোমান্' (স্তুতীঃ, প্রার্থনাঃ) 'ইয়র্ম্মি' (অহং করোমি); তয়োঃ অনুসরণায় উদ্বুদ্ধঃ ভবামি ইত্যর্থঃ। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। অশ্বিভ্যাং অনুসরণেন শ্রেয়ঃ ভবতি; অতোঽহং তয়োঃ অনুসরণপরঃ ভবেয়ং ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—১১৬সূ—১ঋ) ॥

∴

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবদ্বয় বিমলস্বভাব অহঙ্কারবিহীন সাধককে কামাদিশত্রুর অগম্য সৎকর্ম্ম-রূপ যানের দ্বারা নির্ম্মলাত্মিকা বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন; বায়ু যেমন মেঘশকলকে ছিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ যাঁহারা বৈরাগ্য-রূপ কুশের দ্বারা মনুষ্যগণকে প্রমার্জ্জিত করেন—মনুষ্যগণের হৃদয়কালুষ্য দূরীকৃত করেন; সেই সত্যপ্রাপক আধিব্যাধিনাশক দেবতাদ্বয়কে অশ্বিদ্বয়কে আমি প্রার্থনা করিতেছি—তাঁহাদিগের অনুসরণের জন্য উদ্বুদ্ধ হইতেছি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন মূলক। ভাব এই যে,—অশ্বিদ্বয়ের অনুসরণের দ্বারা শ্রেয়ঃ লাভ হয়; অতএব, আমি যেন তাঁহাদিগের অনুসরণপর হই।) ॥ (১ম—১১৫সূ—১ঋ) ॥

∴

সায়ণ-ভাষ্যং।

বর্হিরিব যথা কশ্চিদ্যজমানো যাগার্থং বর্হিঃ প্রবৃঙ্ক্তে। প্রকর্ষেণান্যূনাতিরিক্তং যাগায় পর্য্যাপ্তং দর্ভং বৃংক্তে। ছিনত্তি। সম্পাদয়তীতি যাবৎ। এবমহং নাসত্যাভ্যামশ্বিভ্যাং স্তোমান্ স্তুতীরিয়র্ম্মি। সম্পাদয়ামি। এতদেব বিশদীক্রিয়তে। অভ্রিয়েব। যথাভ্রিয়াণ্যভ্রেষু মেঘেষ্বস্থিতান্যুদকানি বাতো বায়ুর্ব্বর্ষণার্থং বহুশঃ প্রেরয়তি। এবমহমশ্বিভ্যাং স্তোত্রাণীয়র্ম্মি। বহুশঃ প্রেরয়ামি। কীদৃশাবশ্বিনৌ। অর্ভগায় বালায় স্বয়ম্বরলব্ধভার্য্যায় বিমদায়ৈতৎসংজ্ঞায়

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বর্হিরিব' যেরূপ কোনও যজমান যাগের নিমিত্ত বর্হিঃশকলকে 'প্রবৃঙ্ক্তে'। প্রকৃষ্টরূপে অন্যূন অতিরিক্তি যাগের জন্য পর্য্যাপ্ত দর্ভকে বৃংক্ত ছেদন করেন। সম্পাদন করেন—ইহাই অর্থ। আমিও সেইরূপ 'নাসত্যাভ্যাং' অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে 'স্তোমান্' স্তুতিসমূহ—'ইয়র্ম্মি' সম্পাদন করি। ইহাই বিশদভাবে প্রকাশ করা হইতেছে। 'অভ্রিয়েব' যেরূপ মেঘ-সমূহকে—মেঘসমূহের মধ্যে অবস্থিত উদকসমূহকে 'বাতঃ' বায়ু বর্ষণার্থ বহুপ্রকারে প্রেরণ করে; আমিও সেইরূপ অশ্বিদ্বয়কে স্তুতিসমূহ বহুশঃ প্রেরণ করিতেছি। কীদৃশ অশ্বিদ্বয়? 'অর্ভগায়' বালিকার জন্য—স্বয়ম্বরে লব্ধ ভার্য্যার জন্য, 'বিমদায়' এতৎসংজ্ঞক রাজর্ষি মধ্যমার্গে স্বয়ম্বরার্থ আগত সেই

স্বাম্বর্যয়ে মধ্যে মার্গং স্বয়ম্বরার্থমাগতৈস্তামলভমানৈরন্যৈর্নৃপৈঃ সহ যোদ্ধুমশক্তবতেঽপি তস্মৈ সেনাজুবা শত্রুসেনায়াঃ প্রেরকেণ শত্রুভির্দুষ্প্রাপেণ রথেন যাবশ্বিনৌ জায়াং ভার্য্যাং পরৈরনাক্রান্তাং নূহথুঃ। শত্রূন্নিহত্য তদীয়ং গৃহং প্রাপয়ামাসতুঃ। তাভ্যামিত্যর্থঃ॥

নাসত্যাভ্যাং। সৎসু ভবৌ সত্যৌ। ন সত্যাবসত্যৌ। ন অসত্যৌ নাসত্যৌ। নভ্রাণ্নপাদিত্যাদিনা নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বৃক্তে। বৃজী বর্জ্জনে। আদাদিকঃ। ইদিত্বান্নুম্। লোপস্ত আত্মনেপদেষ্বিতি তলোপঃ। ইয়র্ম্মি। ঋ গতৌ। জৌহোত্যাদিকঃ। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চেত্যভ্যাসস্যেত্বং। অভ্যাসস্যাসবর্ণ ইতীয়ঙ্। অভ্রিয়া ইব। সমুদ্রাভ্রাদ্ঘ ইতি ভবার্থে ঘঃ। ঘস্যেয়াদেশঃ। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। অর্ভগায়। অর্ত্তিগৃভ্যাং ভন্নিত্যর্ত্তের্ভন্। অর্ভ এবার্ভকঃ। সংজ্ঞায়াং কন্। পা০ ৫।৩।৮৭। ছান্দসো গকারঃ। অপর আহ। অর্ভমল্পং গায়তি শব্দয়তীত্যর্ভকঃ। কৈ গৈ শব্দে। গাপোষ্টক্। পা০ ৩।২।৫। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। তদেতৎপদকর্ত্তুঃ শাকল্যাভিমতং। সেনাজুবা। জু ইতি সৌত্রো ধাতুর্গত্যর্থঃ। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিব্বচিপ্রচ্ছীত্যাদিনা ক্বিব্দীর্ঘৌ। তন্বাদিত্বাদুবঙ্। নূহথুঃ। বহ প্রাপণে। লিট্যতসি। যজাদিত্বাৎ সম্প্রসারণং। যদ্বৃত্তান্নিত্যমিতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ (১ম—১১৬সূ-১ঋ)॥

⁂

---

কন্যাকে অপ্রাপ্ত অন্য নৃপতিগণের সহিত যুদ্ধে অশক্ত হইলে পর তাহাকে, 'সেনাজুবা' শত্রুসেনার প্রেরক শত্রুগণ কর্ত্তৃক দুষ্প্রাপ্য রথের দ্বারা যে অশ্বিদ্বয় অপর কর্ত্তৃক অনাক্রান্তা 'জায়াং' জায়াকে 'নূহথুঃ' শত্রুগণকে নিহত করিয়া তাহার গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে—ইহাই অর্থ।

নাসত্যাভ্যাং। সৎসমূহের মধ্যে অবস্থিত—এই অর্থে সত্য। সত্য নহে—এই অর্থে অসত্য। অসত্য নহে—এই অর্থে নাসত্য পদ নিষ্পন্ন হয়। 'নভ্রাণ্নপাৎ' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা নঞের প্রকৃতিভাব। অব্যয়পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। বৃক্তে। বৃজী ধাতু বর্জ্জনার্থক। অদাদিগণীয়। ইদিত্ব-হেতু নুম্। 'লোপস্ত আত্মনেপদেষু' ইত্যাদি সূত্রে ত-লোপ। ইয়র্ম্মি। ঋ ধাতু গত্যর্থক। জুহোত্যাদিগণীয়। 'অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের ইত্ব। 'অভ্যাসস্যাসবর্ণে' ইত্যাদি সূত্রে ইয়ঙ্। অভ্রিয়েব। 'সমুদ্রাভ্রাদ্ঘ' ইত্যাদি সূত্রে ভবার্থে ঘ। ঘসের ইয়াদেশ। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে শির লোপ। অর্ভগায়। 'অর্ত্তিগৃভ্যাং ভন্' ইত্যাদি সূত্রে অর্ত্তির ভন্-প্রত্যয়। 'অর্ভ এবার্ভকঃ সংজ্ঞায়াং কন্' ইত্যাদি সূত্রে (৫।২।৮৭) ছান্দসে গ-কার। কেহ কেহ কহেন—'অর্ভমল্পং গায়তি শব্দয়তি' ইত্যাদি বাক্যে অর্ভকঃ। কৈ গৈ ধাতু শব্দার্থক। 'গাপোষ্টক্' ইত্যাদি সূত্রে তক্। 'আতো লোপ ইটি চ' ইত্যাদি সূত্রে আকার-লোপ (পা০ ৩।২৮)। ইহা পদকার শাকল্যের অভিমত। সেনাজুবা। জু এই সৌত্র ধাতু গত্যর্থক। ইহার অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ-হেতু 'ক্বিব্বচি প্রচ্ছি' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্, দীর্ঘ। তন্বাদিত্ব-হেতু উবঙ্। নূহথুঃ। বহ ধাতু প্রাপণার্থক। লিটে অতসি। যজাদিত্ব-হেতু সম্প্রসারণ। 'যদ্বৃত্তানিত্যং' ইত্যাদি সূত্রে নিঘাতের প্রতিষেধ॥ (১ম-১১৬সূ-১ঋ)॥

⁂

## প্রথম ( ১২৫৮ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই প্রকরণ অশ্বিদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত। অশ্বিদ্বয় স্বর্গ বৈদ্য। তাঁহাদের উভয়ের কার্য্য—'রোগনাশ করা'। রোগনাশ করিতে হইলে, তাঁহাদের উভয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহারা তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারাই অমর হইয়া যান। কথিত হয়, দেবগণ অশ্বিদ্বয়ের আনুকূল্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের করুণা লাভ করিতে পারিলে, মানবগণও জরামরণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন।

বেদ সেই মহামঙ্গকর কার্য্যের স্মরণ করাইয়া দিতেছেন; বলিয়া দিতেছেন—'হে সংসারব্যাধিগ্রস্ত মানব! তোমরা অশ্বিদ্বয়ের উপাসনা কর, তাঁহাদের প্রার্থনা কর; তোমাদের আধি অর্থাৎ মনঃপীড়া এবং ব্যাধি অর্থাৎ শারীরিক পীড়া বিনষ্ট হইয়া যাইবে।'

লৌকিক চিকিৎসক শারীরিক পীড়ানাশ করিতে পারেন; কিন্তু আন্তর্ব্ব্যাধি বিনাশ করিতে পারেন না। যে আন্তর্ব্ব্যাধির জন্য জন্ম জরা মরণ দুঃখ দৈন্য অভাব অভিযোগ ও আত্মগ্লানির ভীষণ নিষ্পেষণে এবং আত্মায় অনাত্মবুদ্ধির প্রভাবে দুর্দ্দমনীয় কালের খরস্রোতে গড্ডলিকা-প্রভাবে মানব দৈনান্দিন ভাসিয়া চলিতেছে;—সেই ব্যাধির হস্ত হইতে বিমুক্তি ইচ্ছা করিলে, অশ্বিদ্বয়ের উপাসনা করিতেই হইবে। অশ্বিদ্বয় করুণাপরবশ হইয়া সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত করিবেন; এবং পরম সত্য, যাহা এই জগতের অন্তরালে ওতঃপ্রোতোভাবে "তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিঃ" তিলে যেমন তৈল ও দধিতে যেমন ঘৃত থাকে এই ভাবে অবস্থান করিতেছেন এবং যাহার বিজ্ঞানের নাম আত্মার স্বস্বরূপ অনুভূতি—সেই পরম সত্যবস্তু, লাভ করাইয়া দিবেন। এই জন্য অশ্বিদ্বয়ের একটী বিশেষণ—"নাসত্যৌ"। ন-সত্য—অসত্য, ন-অসত্য—নাসত্য অর্থাৎ 'সত্য'। "নঞ্দ্বয়ং প্রকৃত্যর্থং গময়তি"—একটী পদের পূর্ব্বে দুইটী নিষেধবাচক নঞ্ থাকিলে নিষেধ না বুঝাইয়া প্রকৃত অর্থই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং এই 'নাসত্যৌ' পদের অর্থ—যাহা অসত্য নহে অর্থাৎ সত্য। ইঁহারা অন্তরের ব্যাধি বিনাশ করিয়া সংসাররোগা-

ক্রান্ত জীবগণকে সুস্থসবল করিয়া দেন ও পরম সত্যপথের অধিকারী করিয়া থাকেন। এই জন্যই, এই অশ্বিদ্বয় সত্য ও সত্যহেতু। ইঁহারই জন্য ইঁহাদের নাম—স্বর্বৈদ্য বা শান্তিদানের পরম সহায়।

সেই পরম শান্তির মহাসহায় ও পরম সত্য লাভের কারণস্বরূপ অশ্বিদ্বয় কি ভাবে জীবের মঙ্গল-সাধন করেন, কেমন করিয়া এই বিষম-পৈতৃককুলক্রমাগত দুরতিক্রমণীয় সংসার-রোগ হইতে বিমুক্ত করিয়া মর্ত্ত্যবাসীকে ধীরে ধীরে অমরত্বের অধিকারী করিয়া দেন, এ ঋক্ তাহাই প্রখ্যাপন করিতেছে। যে অশ্বিদ্বয় সত্যহেতুভূত, যাঁহারা আধিব্যাধি-বিনাশক, সেই অশ্বিদ্বয় সরলস্বভাব ও অহঙ্কারবিহীন উপাসককে নির্ম্মল বুদ্ধি প্রদান করেন।

বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে, পরিষ্কৃত দর্পণে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ তাহাতে আত্মবস্তু প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই নির্ম্মল বুদ্ধি লাভ করিতে হইলে, জ্ঞানের আবশ্যক। জ্ঞান আবার সৎকর্ম্মসাপেক্ষ। সৎকর্ম্ম-রূপ বা জ্ঞান-রূপ রথ শত্রুরও অগম্য। সেই অজেয় রথে আরোহণ করিলে, কামাদিরিপু আর হৃদয়-মনকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না। বৈরাগ্য—সৎকর্ম্মের ও জ্ঞানের প্রকৃষ্ট ফল। এই জন্য এখানে বৈরাগ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বায়ু যেমন মেঘসকলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ বৈরাগ্য-কুশের দ্বারা অশ্বিদ্বয়ও হৃদয়ের মালিন্য দূরীভূত করিয়া থাকেন। ইহারই নিমিত্ত অশ্বিদ্বয়ের নিকট স্তুতি ও প্রার্থনা। স্তুতি ও প্রার্থনা অর্থে—তাঁহাদের অনুসরণ। চিত্তকে সৎকর্ম্মে অনন্যনিষ্ঠ করাই তাঁহাদিগকে অনুসরণ।

কে না চায়—রোগ মুক্ত হইতে? কে না চায়—যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে? মহর্ষি কপিলের চিন্তা এইখান হইতেই উদ্ভূত বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়। তিনি সাংখ্যশাস্ত্রে ‘রোগ, রোগনির্ণয়, রোগ-প্রতীকার, রোগমুক্তি ও সুস্থতা’ এই পঞ্চবিষয় লইয়াই চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আমাদিগের মনে হয়, এই অশ্বিদ্বয়ই তাঁহার লক্ষ্যস্থল। মহর্ষি কপিল, অশ্বিদ্বয়ের ‘রোগমুক্তি’ পর্য্যন্ত লইয়া ‘বাতপিত্তকফের সাম্যাবস্থা সুস্থতা’ লক্ষ্য করিয়া, ‘সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি’ বা ঈশ্বরানুভূতির কথা দর্শন-শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কিন্তু ভিন্ন ভাবের সমাবেশ হইয়াছে,—"যজমান যেমন যজ্ঞদেশে কুশ ছড়াইয়া রাখে, বায়ু যেমন মেঘসকলকে বিক্ষিপ্ত করে, আমিও সেইরূপ অশ্বিদ্বয়কে স্তোত্রমন্ত্র প্রেরণ করিতেছি। রাজর্ষি বিমদ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে, অশ্বিদ্বয় সেই শত্রুসকলকে পরাভূত করিয়া বিমদের ভার্য্যাকে স্বীয় রথে বিমদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"

আমাদিগের ব্যাখ্যা—সম্পূর্ণ ভিন্ন পথাবলম্বী। তাহার ভাব—মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা অনুধাবনা করিলেই বোধগম্য হইবে। ব্যাখ্যার অন্য যে ভাব প্রচলিত, ভাষ্যাদিতেই তাহা দেখিবেন। (১ম—১১৬সূ—১ঋ)॥

— ° —

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

বীলুপত্মভিরাশুহেমভির্ব্বা দেবানাং বা
জূতিভিঃ শাশদানা।
তদ্রাসভো নাসত্যা সহস্রমাজা যমস্য
প্রধনে জিগায়॥ ২॥

॰ ॰ ॰

পদ-বিশ্লেষণং।

বীলুপত্মঽভিঃ। আশুহেমঽভিঃ। বা। দেবানাং। বা।
জূতিঽভিঃ। শাশদানা।
তৎ। রাসভঃ। নাসত্যা। সহস্রং। আজা। যমস্য।
প্রঽধনে। জিগায়॥ ২॥

॰ ॰ ॰

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' ( হে সত্যপ্রাপকৌ অশ্বিনৌ ! ) 'দেবানাং' ( সত্ত্বভাবসমূহানাং সম্বন্ধযুক্তাভিঃ ) 'বীলুপত্মভিঃ' ( অমিতবলশীলাভিঃ ) 'আশুহেমভিঃ' ( জ্ঞানদীপ্তাভিঃ ) 'জূতিভিঃ' ( কর্ম্মবৃত্তিভিঃ সহ ) 'যমস্য' ( কালরূপিণঃ মৃত্যুদেবস্য ) 'প্রধনে' ( প্রকৃষ্টধনোপেতে, ভীষণে ইত্যর্থঃ ) 'আজা' ( আজৌ, সমরে ) 'শাশদানা' ( শাশদানে, সমারব্ধে সতি ) 'তৎ' ( তদানীং ) 'রাসভঃ' ( ব্রহ্মাস্বাদঃ, যুবয়োঃ অনুসরণং এব ইত্যর্থঃ ) 'সহস্রং' ( বহুবারং, সর্ব্বথা ইত্যর্থঃ ) 'জিগায়' ( জয়যুক্তঃ ভবতি )। অয়ং ভাবঃ,—হে সত্যপ্রাপ্তেঃ কারণৌ অশ্বিনৌ ! যুবয়োঃ অনুসরণেন জীবহৃদয়ে সত্ত্বভাবৈঃ সমুৎপন্নে সতি মৃত্যুঃ দূরং পলায়তে ॥ ( ১ম—১১৬সূ—২ঋ ) ॥

*

### বঙ্গানুবাদ।

হে সত্যপ্রাপক অশ্বিদ্বয় ! দেবগণের ( সত্ত্বভাবসমূহের সহিত সম্বন্ধযুত ) অমিতবলশীল জ্ঞানদীপ্ত কর্ম্মবৃত্তিসকলের সহিত কালরূপী মৃত্যুদেবের ভীষণ সমর আরম্ভ হইলে, তখন ব্রহ্মাস্বাদ অর্থাৎ আপনাদিগের অনুসরণই সর্ব্বথা জয়যুক্ত হয়। ( ভাব এই যে,—হে সত্যপ্রাপ্তির কারণ অশ্বিদ্বয় ! আপনাদিগের অনুসরণের দ্বারা জীবের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সমুৎপন্ন হইলে, মৃত্যু দূরে পলায়ন করে। ) ॥ ( ১ম—১১৬সূ—২ঋ ) ॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

বীলুপত্মভিঃ। বীলু ইতি বলনাম। বলবদুৎপতনৈঃ। আশুহেমভিঃ। শীঘ্রগমনৈঃ। বাশব্দঃ সমুচ্চয়ে। হে নাসত্যাশ্বিনৌ। এবম্ভূতৈরশ্বৈশ্চ দেবানামিন্দ্রাদীনাং জূতিভিঃ প্রেরণৈশ্চ শাশদানা শাশদ্যমানয়োরত্যর্থং প্রের্য্যমাণয়োর্যুবয়োর্বাহনভূতো যো রাসভঃ প্রজাপতিনা দত্তঃ স যমস্য বৈবস্বতস্য প্রীতিকরে প্রধনে প্রকীর্ণধনোপেত আজা আজৌ সংগ্রামে তচ্ছত্রূণাং সহস্রং জিগায়। জিতবান্। বৈবস্বতো হি বহূনাং মরণহেতুনা সংগ্রামেণ তুষ্টো ভবতি।

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বীলুপত্মভিঃ'। বীলু শব্দ বলবাচক। বলবান্ উৎপতনের দ্বারা। 'আশুহেমভিঃ' শীঘ্রগমনের দ্বারা। 'বা' বাশব্দ সমুচ্চয়ার্থক। 'নাসত্যা' হে অশ্বিদ্বয় ! এবম্ভূত অশ্বগণের দ্বারা এবং দেবানাং' ইন্দ্রাদিদেবগণের 'জূতিভিঃ' প্রেরণের দ্বারা 'শাশদানা' শাশদ্যমান্ অত্যর্থ প্রের্য্যমান্ আপনাদিগের বাহনভূত যে 'রাসভঃ' গর্দ্দভ প্রজাপতির দ্বারা দত্ত সেই, 'যমস্য' বৈবস্বতের প্রীতিকর 'প্রধনে' প্রকীর্ণধনোপেত 'আজা' ( আজৌ ) সংগ্রামে 'তৎ' সেই শত্রুদিগের 'সহস্রং' সহস্রযুদ্ধে 'জিগায়' জয়লাভ করিয়াছিল। যেহেতু বৈবস্বত বহুমরণহেতুভূত সংগ্রামের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েন। অথবা জেতব্যত্বের দ্বারা প্রজাপতি কর্ত্তৃক অভিহিত

যদ্বা। জেতব্যত্বেন প্রজাপতিনাভিহিতমৃক্‌সহস্রং শীঘ্রগমনযুক্তো রাসভো জিগায়। জয়েনালভত। অন্যেভ্যো দেবেভ্যঃ পূর্ব্বমেবাজিং প্রাপ্য যুবাং জয়ং প্রাপয়ামাস। তথা চাস্মিন্নর্থে প্রজাপতির্ব্বৈ সোমায় রাজ্ঞে দুহিতরং প্রাযচ্ছদিত্যাদিকং ব্রাহ্মণমনুসন্ধেয়ং। ( ঐ০ ব্রা০ ৪।৭ )॥

বীলুপত্মভিঃ। বীলু বলবৎপতন্তীতি বীলুপত্মানঃ। আশুহেমভিঃ। আশু শীঘ্রং হিন্বন্তি গচ্ছন্তীত্যাশুহেমানঃ তৈঃ। হি গতৌ বৃদ্ধৌ চ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। জূতিভিঃ। ঊতিযূতিজূতীত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তত্বং। শাশদানা। শদ্‌লৃ শাতনে। অত্র গত্যর্থো ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ। অস্মাদ্যঙন্তাল্লটঃ শানচ্। তস্য ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বাচ্ছানভাবঃ। অতো লোপযলোপৌ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠ্যাঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। আজা। তেনৈব সূত্রেণ ডাদেশঃ। জিগায়। জি জয়ে। সন্লিটোর্জ্জেরিত্যভ্যাসাদুত্তরস্য কুত্বে গকারঃ॥ (১ম—১১৬সূ—২ঋ) ॥

• • •

## দ্বিতীয় ( ১২৫৯ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—'হে নাসত্যদ্বয়! বেগগামী ও বলবান্ অশ্বের সাহায্যে তোমরা দেবগণের প্রসাদে উত্তীর্ণ হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলে; তোমাদিগের রথবাহক গর্দ্দভ সহস্রযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল।' এই অর্থের সমালোচনা করিলে, বুঝা যায় যে,—অশ্বিদ্বয়

---

ঋক্‌সহস্রকে শীঘ্রগমনকারী গর্দ্দভ জয়ের দ্বারা লাভ করিয়াছিল। অন্যান্য দেবতাগণ হইতে পূর্ব্বে যুদ্ধকে প্রাপ্ত হইয়া, আপনাদিগকে জয় প্রাপ্ত করিয়াছিল। আরও এই অর্থে প্রজাপতি সোমকে রাজার দুহিতাকে প্রদান করিয়াছিলেন—ইহা ব্রাহ্মণে অনুসন্ধেয়। ( ঐ০ ব্রা০ ৪।৭ ) ॥

বীলুপত্মভিঃ। 'বীলু বলবৎ পতন্তি' এই অর্থে বীলুপত্মানঃ পদ হয়। আশুহেমভিঃ। শীঘ্র গমন করে যাহারা - এই অর্থে আশুহেমানঃ; তাহাদিগের দ্বারা। হি ধাতু গত্যর্থক ও বৃদ্ধ্যর্থক। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে মনিন্। কৃৎ-উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব। জূতিভিঃ। 'ঊতি যূতি জূতি' ইত্যাদি সূত্রে ক্তিন্। উদাত্তত্ব। শাশদানা। শদ্‌লৃ ধাতু শাতনার্থক। অত্র গত্যর্থক—ধাতুসমূহের অনেকার্থহেতু। ইহার যঙন্ত-হেতু লটে শানচ্। 'তস্য ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু শানভাব। 'অতো লোপ য-লোপৌ' ইত্যাদি সূত্রে লোপ। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠীতে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘ। আজা। পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা ডাদেশ। জিগায়। জি-ধাতু জয়ার্থক। 'সন্লিটোর্জ্জেঃ' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাস-হেতু উত্তরের কুত্বে গকার ॥ ( ১ম - ১১৬সূ—২ঋ ) ॥

• • •

যেন বলবান্ ও বেগগামী অশ্বের এবং দেবগণের সাহায্যে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন; আর তাঁহাদের বাহন গর্দ্দভ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল। প্রথম ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—অশ্বিদ্বয় দুর্দ্দমনীয় শত্রুর কবল হইতে 'রাজর্ষি বিমদকে রক্ষা করিয়া বিমদের ভার্য্যাকে রথে লইয়া বিমদের বাড়ী পোঁছাইয়া দিয়াছিলেন।' এই ঋকের প্রচলিত অর্থে তাহার বিপরীত ভাব প্রকাশমান। অধিকন্তু প্রকাশ,—তাঁহাদিগের বাহন গর্দ্দভ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল। প্রভু যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন; আর তাঁহার বাহন—গর্দ্দভ—যুদ্ধে জয়লাভ করিল।

যাহা হউক, আমরা যে দৃষ্টিতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। জীবের হৃদয়ে নিত্যকাল সত্ত্বভাবের সহিত মৃত্যুর সংগ্রাম চলিয়াছে। মৃত্যু বা পাপ, নিজের কোলে টানিয়া লইবার জন্য, অসৎকর্ম্মের প্রবৃত্তি দিতেছে,—পাপের বিমোহন ছবি সম্মুখে ধরিয়া মুগ্ধ করিতেছে। অপর দিকে দেবগণ ( সত্ত্বভাবসমূহ ) সৎপ্রবৃত্তির ও সত্যের অনুশীলনে—ব্রহ্মচর্য্যের ও নিষ্কাম উপাসনার সাহায্যে—অমরত্ব-লাভ করাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। সত্ত্বভাবের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হয়; চিত্তশুদ্ধ হইলে, ব্রহ্মাস্বাদ হয়; ব্রহ্মাস্বাদ হইলে, অমরত্ব লাভ হয়; অমরত্ব-লাভের দ্বারা মৃত্যুত্রাণ হয়। তাই বলা হইয়াছে, সত্ত্বভাবের সহিত যমের বা মৃত্যুদেবের সমরে জয়ী হইয়া থাকেন—'রাসভ' অর্থাৎ ব্রহ্মাস্বাদ।

বুঝিতে হইবে, এখানে 'রাসভ' অর্থে গর্দ্দভ নহে। "রস্যতে স্বাদ্যতে রসঃ স্বাদনাখ্যঃ কশ্চিৎ আন্তরোধর্ম্মবিশেষঃ"; অর্থাৎ, যাহাকে আস্বাদ করিয়াই বুঝিতে হয় অথবা আস্বাদের অতিরিক্ত বস্তু যাহা নহে, তাহাই রস। এই রস শব্দের উত্তর ভাবে 'ঘঞ' প্রত্যয় করিলে পদ হয়—'রাস'; তাহার পর 'রাসং ভাতি দীপ্তয়তি ইতি রাসভঃ'—এই বাক্যে 'রাসভঃ' পদ ব্যুৎপন্ন হইতে পারে। তাহাতে 'রাসভঃ' অর্থে—'রসময় পুরুষ' অথবা 'ব্রহ্মাস্বাদ' অথবা 'অমরত্ব।' এখানে এই অর্থ হওয়াই সমীচীন। 'গর্দ্দভ' অর্থ হওয়া, 'গর্দ্দভের যুদ্ধজয় করা'—ইহা শ্রবণযোগ্য অর্থ নহে বলিয়াই প্রতীতি হয়। আরও, 'আজৌ' পদের অর্থ 'সমরে' এবং 'প্রধনে' পদে 'প্রকৃষ্টধনযুক্ত' এইরূপ অর্থ করিয়া, ভাষ্যকার প্রথম শব্দটী আজি-শব্দের বিশেষণ করিয়াছেন। এ পক্ষে আমরাও ভাষ্যেরই

অনুসরণ করিয়াছি বটে; কিন্তু তাঁহার অর্থের সার্থকতা-রক্ষার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিয়াছি।

সাধারণতঃ 'প্রধনে আজৌ' পদদ্বয়ে আমরা 'বিষম সমর' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি বটে; পরন্তু ঐ সমর যে বহুধনোপেত, সে অন্তর্দৃষ্টিও সঙ্কোচ করি নাই। যদি 'সত্ত্বভাবের সহিত যমের অথবা মৃত্যুর যুদ্ধ' এইরূপ ভাব গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সত্ত্বভাবের প্রাবল্যে মৃত্যু পরাস্ত হইলে তাহার ফলস্বরূপ ব্রহ্মাস্বাদবিশিষ্ট অমরত্ব-লাভ হইয়া থাকে। তাহাকে পরমধন বা পরমার্থিক ধন বলা অত্যুক্তি হয় না। অতএব, ইহাই নিশ্চিত যে, এই 'প্রধন' শব্দের অর্থ 'পরমার্থ ধন'; এবং এই 'আজৌ' অর্থাৎ সমর সেই পরমার্থধনবিশিষ্ট; কেন-না, সে যুদ্ধে জয় হইলেই 'পরমার্থ ধন লাভ' অথবা 'ব্রহ্মাস্বাদরূপ অমরত্বলাভ' অবশ্যম্ভাবী। বাস্তবিকও সত্ত্বভাবের দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল হইলে বা নিষ্কাম সৎকর্ম্মের অনুশীলনে বুদ্ধি নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হইলে, তাহাতে ভগবানের প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয়; এবং তাহা দেখিয়া মৃত্যুর মলিন ছায়া ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করে। সুতরাং এই 'ধন' পরমার্থধন; এই 'সমর' সত্ত্বভাবের সহিত মৃত্যুর সমর; আর, এই 'রাসভ' ব্রহ্মাস্বাদ বা চিরাকাঙ্ক্ষিত অমরত্ব। (১ম—১১৬সূ—২ঋ)॥

## তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন
কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ।
তমূহথুর্নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষ-
প্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ ॥ ৩॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

তুগ্রঃ। হ। ভুজ্যুং। অশ্বিনা। উদঽমেঘে। রয়িং। ন।

কঃ। চিৎ। মমৃঽবান্। অব। অহাঃ।

তং। উহথুঃ। নৌভিঃ। আত্মন্ঽবতীভিঃ। অন্তরিক্ষ-

প্রুৎঽভিঃ। অপঽউদকাভিঃ॥ ৩॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) যুবাং প্রাপ্তে সত্যেব 'তুগ্রঃ' (লোকহিতসাধকঃ সাধকঃ) 'রয়িং ন কশ্চন্মমৃবাঁ' (কোঽপি মুমূর্ষুঃ যথা মৃত্যুকালে আত্মীয়াং প্রিয়াং ধনসম্পত্তিং পরিত্যজতি তদ্বৎ) 'ভুজ্যুং' (ভোগ্যবস্তু—কামিনীকাঞ্চনাদিকং) 'উদমেঘে' (সংসারসমুদ্রে) 'অবাহাঃ' (পরিত্যজতি, নিক্ষিপতি); সাধবঃ মুমূর্ষুপরিত্যক্তধনবৎ কামনাবাসনাদিকং পরিত্যজন্তি—ইতি ভাবঃ; হে দেবৌ! যুবাং এব 'তং' (সাধকং) 'আত্মন্বতিভিঃ' (আত্মোদ্বোধিকাভিঃ) 'অপোদকাভিঃ' (সত্ত্বপরিপূর্ণাভিঃ) 'নৌভিঃ' (জ্ঞানতরণীভিঃ) 'উহথুঃ' (এবং প্রকারেণ পরিত্রায়তঃ ইত্যর্থঃ); দেবতায়াঃ সান্নিধ্যবশাৎ সাধকঃ সংসারসমুদ্রাৎ উত্তরতি—ইতি ভাবঃ। (১ম-১১৬সূ—৩ঋ)।

⁂

### অথবা,

'তুগ্রঃ' (লোকপালকঃ ভগবান্) 'উদমেঘে' (সংসারসমুদ্রে) 'ভুজ্যুং' (ভোগ্যবস্তু—কামকাঞ্চনাদিকং) 'অবাহাঃ' (সংবাহিতবান্), 'হ' (কেবলং) 'ন' (নহি) 'রয়িং' (পরমার্থধনং, তন্ন ইত্যর্থঃ); 'কশ্চিৎ' (যদি কোঽপি ভোগপ্রিয়ঃ জনঃ) 'মমৃবান' (জীবন্মৃতঃ বা মুমূর্ষুঃ ভবতি অনয়োর্ম্মধ্যে তং ভোগ্যবস্তু কামকাঞ্চনাদিকং উপভুজ্য—ইতি যাবৎ); 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'অন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিঃ' (অতিনির্ম্মলাভিঃ) 'অপোদকাভিঃ' (নিশ্ছিদ্রাভিঃ) 'আত্মন্বতীভিঃ' (ধৃতিরূপাভিঃ, আত্মোদ্বোধিকাভিঃ) 'নৌভিঃ' (জ্ঞানতরণীভিঃ) 'তং' (ভোগমৃতং মুমূর্ষুং ইত্যর্থঃ) 'উহথুঃ' (প্রাপিতবন্তৌ—বিশ্বপিতুঃ ভগবতঃ সমীপে পুনরেব প্রত্যানয়েথাং ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—সংসার-সমুদ্রে ভাসমানাৎ ফলদ্বয়াৎ মধ্যে ভোগলোলুপো মানবঃ তং ভোগফলং ভোক্তুং যদা ভাসমানঃ সন্ জীবন্মৃতঃ ভবতি, হে অশ্বিনৌ, তদা যুবাং এব আত্মোদ্বোধকজ্ঞানতরণীভিঃ তং সমুদ্ধৃত্য পুনরেব ভগবতঃ সমীপং প্রাপয়ামাসথুঃ। (১ম—১১৬সূ—৩ঋ)।

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইলেই, লোকহিতসাধক সাধক, যেমন কোনও মুমূর্ষু ব্যক্তি মৃত্যুকালে আপনার প্রিয় ধনসম্পত্তিকে পরিত্যাগ করে—সেইরূপ, কামিনীকাঞ্চনাদি ভোগ্যবস্তুকে সংসার-সমুদ্রে পরিত্যাগ করেন; (ভাব এই যে,—সাধকগণ মুমূর্ষু পরিত্যক্ত ধনের ন্যায় কামনাবাসনাদিকে পরিত্যাগ করেন); হে দেবদ্বয়! আপনারাই সেই সাধককে আত্মোদ্বোধক সত্ত্বভাব-পরিপূর্ণ জ্ঞানতরণিসমূহের দ্বারা এই প্রকারে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—দেবতার সান্নিধ্যবশতঃই সাধক সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়েন।)॥ (১ম—১১৬সূ—৩ঋ)॥

°   °
°

### অথবা,

লোকপিতা ভগবান্, সংসার-সমুদ্রে কামকাঞ্চনাদি ভোগ্যবস্তুসকল ভাসাইয়া রাখিয়াছেন; কেবল যে পরমার্থ ধন, তাহা নহে। এই উভয় বস্তুর মধ্যে যদি কোনও ভোগপ্রিয় মানব সেই ভোগ্যবস্তু কাম-কাঞ্চন উপভোগ করিয়া জীবন্মৃত বা মুমূর্ষু হয়; অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! তোমরা অতি নির্ম্মল নিশ্ছিদ্র ধৃতিরূপ আত্মোদ্বোধক জ্ঞান-তরণীর দ্বারা সেই ভোগমৃত বা মুমূর্ষু মানবকে বিশ্বপিতা ভগবানের নিকট পুনর্ব্বার প্রত্যানয়ন করিয়া দাও। (ইহার ভাব এই যে,—সংসার-সমুদ্রে ভাসমান ফলদ্বয়ের মধ্যে ভোগলোলুপ মানব সেই ভোগ-রূপ ফল ভোগ করিতে যখন ভাসমান হইয়া জীবন্মৃত হয়, হে অশ্বিদ্বয়, তখন তোমরাই আত্মোদ্বোধক জ্ঞান-তরণীর দ্বারা তাহাকে সমুদ্ধৃত করিয়া পুনর্ব্বার ভগবানের নিকটে পৌঁছাইয়া দিয়া থাক।)॥ (১ম—১১৬সূ—৩ঋ)॥

°

### সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্রেয়মাখ্যায়িকা। তুগ্রো নামাশ্বিনোঃ প্রিয়ঃ কশ্চিদ্রাজর্ষিঃ। স চ দ্বীপান্তরবর্ত্তিভিঃ শত্রুভিরত্যন্তমুপদ্রুতঃ সন্ তেষাং জয়ায় স্বপুত্রং ভুজ্যং সেনয়া সহ নাবা প্রাহৈষীৎ। সা চ

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এখানে এই আখ্যায়িকা। তুগ্র নামক অশ্বিদ্বয়ের প্রিয় কোনও রাজর্ষি (ছিলেন)। তিনি দ্বীপান্তরবর্ত্তী শত্রুগণ হইতে অত্যন্ত উপদ্রুত হইয়া তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য স্বপুত্র ভুজ্যুকে সৈন্যগণের সহিত নৌকার দ্বারা পাঠাইয়াছিলেন। সেই নৌকা সমুদ্রমধ্যে অতিদূরে

নৌর্ম্মধ্যে সমুদ্রমতিদূরং গত্বা বায়ুবশেন ভিন্নাসীৎ। তদানীং স ভুজ্যুঃ শীঘ্রমশ্বিনৌ তুষ্টাব। তৌ চ স্তুতৌ সেনয়া সহিতমাত্মীয়াসু নৌষ্বারোপ্য পিতুস্তুগ্রস্য সমীপং ত্রিভিরহোরাত্রৈঃ প্রাপয়ামাসতুরিতি। অয়মর্থ ইদনাদিকেন তৃচেন প্রতিপাদ্যতে। হশব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। তুগ্রঃ খলু পূর্ব্বং শত্রুভিঃ পীড়িতঃ সন্ তজ্জয়ার্থমুদমেঘে উদকৈর্ম্মিহ্যতে সিচ্যতে ইত্যুদকমেঘঃ সমুদ্রঃ তস্মিন্ ভুজ্যুমেতত্সংজ্ঞং প্রিয়ং পুত্রমবাহাঃ। নাবা গন্তুং পর্য্যত্যাক্ষীৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। মমৃবান্ ম্রিয়মাণঃ সন্ধনলোভী কশ্চিন্মনুষ্যো রয়িং ন যথা ধনং পরিত্যজতি তদ্বৎ। হে অশ্বিনৌ তং চ ভুজ্যুং মধ্যে সমুদ্রে নিমগ্নং নৌভিঃ পিতৃসমীপমূহথুঃ। যুবাং প্রাপিতবন্তৌ কীদৃশীভিঃ। আত্মন্বতীভিঃ। আত্মীয়াভিঃ যুবয়োঃ স্বভূতাভিরিত্যর্থঃ। যদ্বা। ধৃতিরাত্মা ধারণবতীভিরিত্যর্থঃ। অন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিঃ অতিস্বচ্ছত্বাদন্তরিক্ষে জলস্যোপরিষ্টাদেব গন্ত্রীভিঃ। অপোদকাভিঃ। সুশ্লিষ্টত্বাদপগতোদকাভিঃ অপ্রবিষ্টোদকাভিরিত্যর্থঃ ॥

উদমেঘে। মিহ সেচনে। কর্ম্মণি ঘঞ্। ন্যঙ্ক্বাদীনাং চেতি কুত্বং। উদকস্যোদঃ সংজ্ঞায়াং। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। মমৃবান্। মৃঙ্ প্রাণত্যাগে। লিটঃ ক্বসুঃ। ক্রাদিনিয়মাৎ প্রাপ্তস্যেটো বস্বেকাজাদ্ঘসামিতি নিয়মাদভাবঃ। অহাঃ। ওহাক্ ত্যাগে। লুঙি তিপি চ্লেঃ সিচঃ। আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বাৎ সগিটৌ ন ক্রিয়েতে বহুলং ছন্দসীতীডভাবঃ। হল্ঙ্যাব্ভ্য ইতি তিলোপঃ। রুত্ববিসর্গৌ। যদ্বা মন্ত্রে ঘসেতি চ্লের্লুক্। চ্লের্লুপ্তত্বাদিপ ন-

---

যাইয়া বায়ুবশে ভাঙ্গিয়া যায়। তখন সেই ভুজ্যু শীঘ্র অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিলেন। স্তুত হইয়া তাঁহারা ( অশ্বিদ্বয় ) ভুজ্যুকে সসৈন্যে আপনাদিগের পোতে আরোহণ করাইয়া, তিন দিন তিন রাত্রিতে তাঁহার পিতা তুগ্রের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছিলেন; ইত্যাদি। এই অর্থ এই ঋক্ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনটী ঋকের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। হ-শব্দ প্রসিদ্ধি-অর্থক। 'তুগ্রঃ' তুগ্র নিশ্চয় পূর্ব্বে শত্রুগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তাহাদিগের জয়ের জন্য 'উদমেঘে' ( উদকৈঃ মিহ্যতে সিচ্যতে - ইত্যাদি বাক্যে উদমেঘঃ পদের অর্থ সমুদ্র তাহাতে ) সমুদ্রে 'ভুজ্যুং' এতৎসংজ্ঞক প্রিয় পুত্রকে 'অবাহাঃ' নৌকার দ্বারা যাইবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত, - 'মমৃবান' ম্রিয়মাণ হইয়া ধনলোভী কোনও মনুষ্য 'রয়িং ন' যেমন ধন পরিত্যাগ করে, সেইরূপ। হে অশ্বিদ্বয়! মধ্য সমুদ্রে নিমগ্ন সেই ভুজ্যুকে নৌকাসমূহের দ্বারা পিতৃসমীপে 'উহথুঃ' আপনারা আনয়ন করিয়াছিলেন। কি প্রকারে? 'আত্মন্বতীভিঃ' আত্মীয়সকলের দ্বারা। আপনাদিগের স্বভূত-সমূহের দ্বারা ইহাই অর্থ। 'অন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিঃ' অতি স্বচ্ছত্ব-হেতু অন্তরিক্ষে—জলের উপরেই গমনকারিগণের দ্বারা। 'অপোদকাভিঃ' সুশ্লিষ্টত্ব-হেতু অপগত উদকসমূহের দ্বারা—অপ্রাবিষ্টউদকসমূহের দ্বারা—ইহাই অর্থ।

উদমেঘে। মিহ-ধাতু সেচনার্থক। কর্ম্মে ঘঞ্। 'ন্যঙ্ক্বাদীনাং চ' ইত্যাদি সূত্রে কুত্ব। উদকের উদ-সংজ্ঞায় 'থাথা' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। মমৃবান। মৃঙ্-ধাতু প্রাণত্যাগার্থক। লিটে ক্বসু-প্রত্যয়। ক্রাদিনিয়ম-হেতু প্রাপ্ত ইটের 'বস্বেকাজাদ্ঘসাং' ইত্যাদি নিয়ম-হেতু অভাব। অহাঃ। ওহাক্-ধাতু ত্যাগ-অর্থক। লুঙে তিপ্। চ্লি'র স্থানে সিচ্। আগম এবং অনুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু সক্ ও ইট করা হয় নাই। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ইটের অভাব। 'হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে তিলোপ। বিসর্গ ও রুত্ব। অথবা 'মন্ত্রে ঘস'

ক্রিয়ন্তে। নৌভিঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। আত্মন্বতীভিঃ। আত্মনো মতুপ্। মাদুপধায়া ইতি বত্বং। অনোনুডিতি নুট্। নলোপঃ। হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুবিতি মতুপ উদাত্তত্বং। অন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিঃ। প্রুঙ্ গতৌ ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্॥ (১ম – ১১৬সূ – ৩ঋ)॥

* * *

## তৃতীয় (১২৬০) ঋকের বিশদার্থ।

দুই প্রকার অন্বয়ে এই মন্ত্রের দুই প্রকার অর্থ নিষ্কর্ষ করা হইয়াছে। দুইটী মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই তাহার ভাব বোধগম্য হইবে।

লীলামূর্ত্তি ভগবান্ লীলা করিবার জন্য সংসার-সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহাতে দুইটী ফল ভাসাইয়া রাখিয়াছেন। একটী কাম-কাঞ্চন-ভোগ-ফল, অপরটী পারমার্থিক ফল। অথবা, একটী প্রবৃত্তি-রূপ ফল, আর অপরটী নিবৃত্তি-রূপ ফল। ভোগের আর শেষ হয় না, যতই ভোগ হউক না কেন, ভোগের পথ ততই উন্মুক্ত হয়। অগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ করিলে, অগ্নি বর্দ্ধিতই হয়, কমিয়া যায় না। নিবৃত্তির পথ কিন্তু প্রশান্ত। সেখানে চাঞ্চল্য নাই, তরঙ্গ নাই, লিপ্সার চিহ্ন নাই, সর্ব্বদাই স্থির।

এক দৃষ্টিতে, এ ঋক্ সেই দুইটী পথকেই দেখাইতেছে যে,—ভগবান্ সংসার-সমুদ্রে প্রবৃত্তি-রূপ ভোগ-ফল ও নিবৃত্তি-রূপ পারমার্থিক ফল ভাসাইয়া রাখিয়াছেন। লুব্ধ-মানব যদি ভ্রান্ত হইয়া ভোগের পথে প্রধাবিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জীবন্মৃত বা মুমূর্ষু হইবে। তখন আর উপায় কি? তখনকার উপায়—সত্যের জ্ঞাপক সুচিকিৎসক—"অশ্বিদ্বয়"। যেমন রোগ, তেমনই তাহার চিকিৎসা ও চিকিৎসক নির্ব্বাচিত আছেন। ভোগাসক্ত মুমূর্ষু মানবের পুনরুদ্ধারের জন্য, আত্মোদ্বোধক ধৃতি বা ধারণাবিশিষ্ট জ্ঞান-তরণী লইয়া, এই অশ্বিদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হন; এবং

---

ইত্যাদি সূত্রে চ্লির লোপ। চ্লি'র লুপ্তত্ব-হেতু ইন্ করা হয় নাই। নৌভিঃ। 'সাবেকা চ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। আত্মন্বতীভিঃ। আত্মন্-শব্দে মতুপ। 'মাদুপধায়াঃ' ইত্যাদি সূত্রে বত্ব। 'অনো নুট্' ইত্যাদি সূত্রে নুট্ ন-লোপ। 'হ্রস্ব নুড্‌ভ্যাং মতুপ' ইত্যাদি সূত্রে মতুপের উদাত্তত্ব। অন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিঃ। প্রুঙ্-ধাতু গত্যর্থক। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্॥ (১ম—১১৬সূ—৩ঋ)॥

* * *

জ্ঞানের মধ্যে লইয়া যাইয়া, 'নেতি' 'নেতি' করিয়া, (অর্থাৎ 'ইহা নহে, ইহা নহে,—জগৎ সত্য নহে, জগৎ সত্য নহে,—ইহা মিথ্যা, ভোগে সুখ নাই—ভোগে মৃত্যু, মৃত্যুর প্রথম স্তর ভোগ অথবা মৃত্যুর নামান্তর ভোগ'—ইত্যাদি বলিয়া), সত্যতত্ত্ব বুঝাইতে বুঝাইতে, ত্যাগের পবিত্র-ক্ষেত্রে জীবকে আরূঢ় করাইয়া দেন। জীব সুচিকিৎসার ফলে রোগমুক্ত হইয়া বিমলানান্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ—"মুমূর্ষু মানব যেমন ধনাশা পরিত্যাগ করে, তুগ্র তদ্রূপ আশাশূন্য হইয়া তাহার পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রের দ্বীপান্তরে অবস্থিত শত্রুগণের নিধনের জন্য নৌকা-যোগে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। নৌকাখানি সমুদ্রের বাত্যায় বহুদূরে যাইয়া বিপন্ন হইলে, ভুজ্যু প্রাণ-ভয়ে অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিতে লাগিল। অশ্বিদ্বয় তখন ছিদ্রবিহীন ধারণাশীল স্বকীয় নৌকা-যোগে আসিয়া ভুজ্যুকে উদ্ধার করিলেন ও তুগ্রের নিকটে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন।" এই সম্বন্ধে আর আর যে গবেষণা প্রকাশ পাইয়াছে, এই সূক্তের উপক্রমণিকায় তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

কিন্তু ভাষ্যকারেরই অনুসরণে 'আত্মন্বতীভিঃ' 'অন্তরিক্ষপ্রুড্ভিঃ' ইত্যাদি পদের প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলে, স্বতঃই প্রতিপন্ন হইবে যে,—আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এক দৃষ্টিতে ঐ ভাষ্যেরই অনুবর্ত্তিনী হইয়াছে। তবে 'ভুজ্যুং' ও 'তুগ্রঃ' পদদ্বয়ের অর্থ-বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করি। 'ভুজ্যুং' পদ—ভুজ-ধাতু ঞ্যুক্ প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়ায়, উহার অর্থ 'ভোগ্যবস্তু' হয়। ভোগ্যবস্তু বলিতে, কাম-কাঞ্চন বুঝায়। ভাষ্যকার "তুগ্রঃ" পদের অর্থ করিয়াছেন—রাজর্ষি-বিশেষ। কিন্তু তুক্-ধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয় করিলে 'তুক্' অর্থাৎ পালন অর্থ হইয়া থাকে। এই তুক্ পদের উত্তর 'রা' ধাতু 'ড' প্রত্যয় করিলে 'তুগ্র' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। উহার অর্থ—বিশ্বপালক বা বিশ্বপিতা ভগবান্; অথবা লোকহিতসাধক সাধক। "উদমেঘ" পদের অর্থ "উদকৈঃ সিচ্যতে" অর্থাৎ জলের দ্বারা যাহা সিক্ত হয়। তাহা হইতেই সংসার-সমুদ্র অর্থ আসে। "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" জল হইতে পৃথিবী সৃষ্টি—এ কথা উপনিষদেই আছে। তার পর, তুগ্র স্বীয় পুত্র ভুজ্যুকে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইতেছেন

—সমুদ্রে। তাহাতে মঙ্গলের কথা কেমন? না, মুমূর্ষু যেমন ধনের আশা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ। ইহা পিতার পক্ষে যুক্তিযুক্ত কথা নহে, পরন্তু অমূলক। এইরূপে ঋকের প্রতি পদের বিষয় অনুধাবনা করিলে, আমাদিগের বিবেচনা হয় যে,—এ ঋক্‌টী ভগবানের লীলা-মহিমার স্মারক—সাধু আদর্শে আত্মোদ্বোধের নিদর্শন। (১ম—১১৬সু—৩ঋ)॥

* * *

### চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রিরহাতিব্রজদ্ভির্নাসত্যা
ভুজ্যুমূহথুঃ পতঙ্গৈঃ।
সমুদ্রস্য ধন্বন্নার্দ্রস্য পারে ত্রিভী রথৈঃ
শতপদ্ভিঃ ষড়শ্বৈঃ॥ ৪॥

∵

### পদ-বিশ্লেষণং।

তিস্রঃ। ক্ষপঃ। ত্রিঃ। অহা। অতিব্রজৎঽভিঃ। নাসত্যা। ভুজ্যুং।
ঊহথুঃ। পতঙ্গৈঃ।
সমুদ্রস্য। ধন্বন্। আর্দ্রস্য। পারে। ত্রিঽভিঃ। রথৈঃ।
শতপৎঽভিঃ। ষট্ঽঅশ্বৈঃ॥ ৪॥

∵

## মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' (হে সৎস্বরূপৌ সত্যপ্রাপকৌ দেবৌ) যুবাং 'তিস্রঃ' (জন্মজরামরণরূপাঃ গতাগতিমূলীভূতাঃ ত্রিসংখ্যাকাঃ) 'ক্ষপঃ' (রাত্রীঃ—অজ্ঞানজকর্ম্মরূপাঃ, অজ্ঞানজান্ কর্ম্মনিবহান্ ইত্যর্থঃ) তথা 'ত্রিঃ' (সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণসাম্যবিধায়কান্ মুক্তিপ্রদান্ ত্রিসংখ্যাকান্) 'অহা' (দিবসান্, জ্ঞানমূলকান্ সৎকর্ম্মনিবহান্ ইত্যর্থঃ) বিজ্ঞাপয়িত্বা উপলব্ধয়িত্বা বা 'অতিব্রজদ্ভিঃ' (ত্বরিতগতিবিশিষ্টৈঃ) 'পতঙ্গৈঃ' (ঊর্দ্ধনয়নসমর্থৈঃ—কর্ম্মভিঃ ইতি যাবৎ) 'ভুজ্যুং' (কামকাঞ্চনভোগরতং জনং) 'ঊহথুঃ' (পরিত্রায়তঃ); সদসতঃ কর্ম্মণঃ স্বরূপতত্ত্বং বিজ্ঞাপয়িত্বা তৌ দেবৌ লোকান্ মুক্তিপ্রাপকে কর্ম্মণি নিযোজয়তঃ—ইতি ভাবঃ; তথা তৌ দেবৌ 'শতপদ্ভিঃ' (শতেন মার্গৈঃ, অশেষসন্মার্গপ্রদর্শনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'ষড়শ্বৈঃ' (ষড়্ভিঃ ঘোটকৈঃ, কামাদিষড়্রিপূন্ বশীকৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'ত্রিভিঃ' (সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণসাম্যসাধনভূতৈঃ) 'রথৈঃ' (কর্ম্মরূপৈঃ যানৈঃ) 'আর্দ্রস্য' (দুঃখতরঙ্গাকুলস্য) 'সমুদ্রস্য' (সংসারসমুদ্রস্য) 'পারে' (পারদেশে, শান্তিরাজ্যে) 'ধন্বন্' (নয়ন্তৌ—লোকান্ রক্ষতঃ ইতি শেষঃ); দেবয়োঃ প্রভাবেণ রিপূন্ দময়িত্বা নরঃ অশেষাং শান্তিং লভতে—ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—১১৬সূ—৪ঋ)॥

⁂

## বঙ্গানুবাদ।

হে সৎস্বরূপ সত্যপ্রাপক দেবদ্বয়! আপনারা জন্মজরামরণরূপ গতাগতিমূলীভূত ত্রিসংখ্যক রাত্রিকে (অজ্ঞানজ কর্ম্মসকলকে) এবং সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণের সাম্যবিধায়ক ত্রিসংখ্যক দিবসকে (জ্ঞানমূলক সৎকর্ম্মনিবহকে) বিজ্ঞাপিত করিয়া (উপলব্ধ করাইয়া), ত্বরিতগতিবিশিষ্ট ঊর্দ্ধনয়নসমর্থ কর্ম্মসমূহের দ্বারা, কামকাঞ্চনভোগরত জনকে পরিত্রাণ করেন; (ভাব এই যে,—সদসৎ কর্ম্মের স্বরূপতত্ত্ব জানাইয়া সেই দেবদ্বয় মনুষ্যগণকে মুক্তিপ্রাপক কর্ম্মে নিয়োজিত করেন); আর, সেই দেবদ্বয়, শতপ্রকার পথের দ্বারা—অশেষ সন্মার্গ-প্রদর্শনের দ্বারা—কামাদি ষড়রিপুকে বশীভূত করিয়া, সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণের সাম্যসাধনভূত কর্ম্ম-রূপ যান-সমূহের দ্বারা, দুঃখতরঙ্গাকুল সংসার-সমুদ্রের পারদেশে শান্তিরাজ্যে লইয়া গিয়া, মনুষ্যগণকে রক্ষা করেন; (ভাব এই যে,—দেবদ্বয়ের প্রভাবে রিপুগণকে দমন করিয়া, মনুষ্য অশেষ শান্তি লাভ করিয়া থাকে।)॥ (১ম—১১৬সূ—৪ঋ)॥

⁂

## সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে নাসত্যৌ সেনয়া সহোদকে নিমগ্নং ভুজ্যুং তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রিসংখ্যাকা রাত্রীস্ত্রিরহা ত্রিবারমাবৃত্তান্যহানি চাতিব্রজদ্ভিরতিক্রম্য গচ্ছদ্ভিরেতাবন্তং কালমতিব্যাপ্য বর্ত্তমানৈঃ পতঙ্গৈঃ পতদ্ভিস্ত্রিভিস্ত্রিসংখ্যাকৈ রথৈরূহথুঃ। যুবামূঢ়বন্তৌ। ক্কেতি চেৎ উচ্যতে। সমুদ্রস্যাম্বুরাশের্মধ্যে ধন্বন্ ধন্বনি জলবর্জ্জিতে প্রদেশে। আর্দ্রস্যোদকেনার্দ্রীভূতস্য সমুদ্রস্য পারে তোরদেশে চ। কথম্ভূতৈ রথৈঃ। শতপদ্ভিঃ। শতসংখ্যাকৈশ্চক্রলক্ষণে পাদৈরুপেতৈঃ। ষড়শ্বৈঃ। ষড়্ভিরশ্বৈর্যুক্তৈঃ॥

তিস্রঃ ত্রিচতুরোঃ স্ত্রিয়ামিতি ত্রিশব্দস্য তিসৃআদেশঃ। স চান্তোদাত্তঃ। অচি র ঋত ইতি রেফাদেশ উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাদিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ক্ষপঃ। বিভক্ত্যন্তস্য ছান্দসং হ্রস্বত্বং। যদ্বা। শস্যাত ইতি যোগবিভাগাদধাতোরপ্যাকারলোপঃ। অহা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। পতঙ্গৈঃ। পৎলৃ গতৌ। পতেরঙ্গচ্। উ০ ১।১১৮। ধন্বন্। ধবির্গত্যর্থঃ। ইদিত্বান্নুম্। কনিন্যুবৃষীত্যাদিনা কনিন্। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। শতপদ্ভিঃ। শতং পাদা যেষাং তৈঃ। সংখ্যাসু পূর্ব্বস্যেতি পাদশব্দস্যান্তলোপঃ সমাসান্তঃ। অয়স্ময়াদিত্বেন ভত্বাৎপাদঃ পদিতি পদ্ভাবঃ। যদ্বা পাদসমানার্থঃ পচ্ছব্দঃ প্রকৃত্যন্তরং দ্রষ্টব্যং॥ (১ম - ১১৬সূ— ৪ঋ)॥

* * *

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

'নাসত্যা' হে নাসত্যদ্বয়! সেনার সহিত উদকে নিমগ্ন 'ভুজ্যং' ভুজ্যকে 'তিস্রঃ ক্ষপঃ' ত্রিসংখ্যক রাত্রিকে এবং 'ত্রিরহা' তিন বার আবৃত দিবসসকলকে (তিন দিনকে) 'অতিব্রজদ্ভিঃ' অতিক্রমপূর্ব্বক গমনকারী, এই সমস্ত কালকে অতিবাহিত করিয়া বর্ত্তমান, 'পতঙ্গৈঃ' গমনকারী 'ত্রিভিঃ' ত্রিসংখ্যক 'রথৈঃ' রথের দ্বারা আপনারা 'ঊহথুঃ' বহন করিয়াছিলেন। কোথায়, তাহাই উক্ত হইতেছে। 'সমুদ্রস্য' অম্বুরাশির মধ্যে 'ধন্বন্' জলশূন্য প্রদেশে 'আর্দ্রস্য' আর্দ্রসমুদ্রের 'পারে' তীরদেশে। কি প্রকার রথসমূহের দ্বারা? 'শতপদ্ভিঃ' শতচক্রবিশিষ্ট 'ষড়শ্বৈঃ' ষট্ অশ্বযুক্ত।

তিস্রঃ। 'ত্রিচতুরোঃ স্ত্রিয়াং' ইত্যাদি সূত্রে ত্রি-শব্দের তিসৃ-আদেশ। অন্তোদাত্ত। 'অচি র ঋতঃ' ইত্যাদি সূত্রে রেফাদেশ। 'উদাত্তযণো হল্ পূর্ব্বাৎ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। ক্ষপঃ। বিভক্তির অন্তের ছান্দস হ্রস্বত্ব। অথবা শসে 'আতঃ' ইত্যাদি সূত্রে যোগ-বিভাগ-হেতু অধাতুরও আকার-লোপ। অহা। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে শি-এর লোপ। পতঙ্গৈঃ। পৎলৃ ধাতু গত্যর্থক। 'পতেরঙ্গচ্' ইত্যাদি সূত্রে (উ০ ১।১১৮) অচ্-প্রত্যয়। ধন্বন্। ধাব-ধাতু গত্যর্থক। ইদিত্ব-হেতু নুম। 'কনিন্যুবৃষি' ইত্যাদি সূত্রে কনিন্। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর লোপ। শতপদ্ভিঃ। শত পদ যাহাদের, তাহাদের দ্বারা। 'সংখ্যাসু পূর্ব্বস্য' ইত্যাদি সূত্রে পাদ-শব্দের অন্ত্যলোপ সমাসান্ত। অয়স্ময়াদিত্বের দ্বারা ভত্ব-হেতু 'পাদঃ পৎ' ইত্যাদি সূত্রে পদ্ভাব। অথবা পাদসমানার্থ পৎ-শব্দের প্রকৃত্যন্তর দ্রষ্টব্য॥ (১ম—১১৬সূ—৪ঋ)॥

* * *

# চতুর্থ ( ১২৬১ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—ভুগ্র রাজার পুত্র ভুজ্যু যান-বাহন-সহ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলে, অশ্বিদ্বয় আপনাদিগের পোতের সাহায্যে তাঁহাদিগের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন। সে পোত—তিন দিন তিন রাত্রি সমুদ্র-পথে পরিচালিত হইয়া পরিশেষে কুল প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং ষড়শ্বের শক্তিতে চালিত হইয়াছিল। এই ব্যাখ্যার অনুসরণে, এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'শতপদ্ভিঃ' এবং 'ষড়শ্বৈঃ' পদ উপলক্ষে, অশ্বিদ্বয় যে বাষ্পীয় পোত পরিচালন করিয়াছিলেন এবং শতচক্রবিশিষ্ট ষড়শ্ব-শক্তিতে পরিচালিত বাষ্পীয় পোত-সকল যে তদুপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ 'প্রাচীন ভারতের যান-বাহন' প্রসঙ্গে এ গবেষণা প্রকাশ করিতে পারেন।

এখন, আমাদিগের দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের যে ভাব আমরা পরিগ্রহণ করি, তাহার একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে। সে পক্ষে মন্ত্রের অন্তর্গত 'তিস্রঃ ক্ষপঃ' 'ত্রিঃ অহা' এবং 'ত্রিভিঃ রথৈঃ' বাক্যাংশ-ত্রয়ের মর্ম্ম প্রথম অনুধাবন করা আবশ্যক। দেবদ্বয়—সত্যপ্রাপক সত্যস্বরূপ ( নাসত্যা )। সেই দেবতাদ্বয় পরিত্রাণ করেন ( উহথুঃ )—কামকাঞ্চনভোগরত জনকে ( ভুজ্যুং )। কি করিয়া? তাহারই উত্তর—'তিস্রঃ ক্ষপঃ' এবং 'ত্রিঃ অহা'; অর্থাৎ, তিন প্রকার রাত্রিকে ও তিন প্রকার দিবসকে জানাইয়া। তিন প্রকার রাত্রি—সে কিরূপ? তিন প্রকার দিবসই বা কিরূপ? রাত্রি—জন্ম-জরা-মরণ-রূপ অথবা গতাগতিস্থিতি-মূলীভূত। রাত্রি বলিতে অজ্ঞানজ কর্ম্মসমূহকে বুঝাইয়া থাকে। অজ্ঞানজ কর্ম্মই—জন্ম-জরা-মরণের কারণ; অজ্ঞানজ কর্ম্মই—গতাগতিস্থিতির মূল। তাই বলা হইয়াছে—'তিস্রঃ ক্ষপঃ'। এইরূপ 'ত্রিঃ অহা' বলিতে—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের সাম্য-বিধায়ক মুক্তিপ্রদ জ্ঞানমূলক কর্ম্মনিচয়কে বুঝাইয়া থাকে। সত্য-প্রাপক দেবতা মনুষ্যকে কর্ম্মের স্বরূপ বুঝাইয়া দেন। কর্ম্মের স্বরূপ বুঝাইয়া, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আনাইয়া, ত্বরিত-গতিতে তাঁহারা মনুষ্যকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। 'অতিব্রজদ্ভিঃ' ও 'পতঙ্গৈঃ' পদদ্বয় ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট উর্দ্ধনয়নসমর্থ অর্থ প্রকাশ করে। সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারাই

মনুষ্য সত্বর উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণে এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—সদসৎ কার্ম্মের স্বরূপ-তত্ত্ব জানাইয়া, মুক্তিপ্রদ সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া, দেবতারা মনুষ্যকে উদ্ধার করেন।

অতঃপর দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'ত্রিভিঃ রথৈঃ' পদদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন প্রয়োজন। তাহা হইলেই দ্বিতীয় চরণের বিশেষণ-নিবহের ভাবও পরিস্ফুট হইবে। কর্ম্ম-রূপ যানই এখানে রথ-শব্দের দ্যোতক। 'ত্রিভিঃ' পদ সেই কর্ম্ম যে কিরূপ, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম—ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যবিধায়ক কর্ম্মই 'ত্রিভিঃ' পদের লক্ষ্যস্থল। সেই রথ আর কেমন? 'শতপদ্ভিঃ' এবং 'ষড়শ্বৈঃ'; অর্থাৎ, অশেষসন্মার্গপ্রদর্শক এবং কামাদিষড়রিপুকে বশীভূত করিতে পারে। যে কর্ম্ম সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণের সাম্য-বিধায়ক, সেইরূপ কর্ম্মের দ্বারাই দেবতারা মনুষ্যগণকে দুঃখতরঙ্গাকুল সংসার-সমুদ্রের পরপারে শান্তিরাজ্যে লইয়া যান। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবতার কৃপায় কর্ম্মের প্রকৃষ্ট পথ প্রাপ্ত হইয়া মানুষ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ( ১ম—১১৬সূ—৪ঋ ) ।

* * *

## পঞ্চমী ঋক্ ।

( প্রথমং মণ্ডলং । ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং । পঞ্চমী ঋক্ । )

অনারম্ভণে তদবীরয়েথামনাস্থানে অগ্রভণে সমুদ্রে ।
যদশ্বিনা ঊহথুর্ভুজ্যুমস্তং শতারিত্রাং
নাবমাতস্থিবাংসং ॥ ৫ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং ।

অনারম্ভণে । তৎ । অবীরয়েথাং । অনাস্থানে । অগ্রভণে । সমুদ্রে ।

যৎ । অশ্বিনৌ । ঊহথুঃ । ভুজ্যুং । অস্তং । শতঽঅরিত্রাং ।

নাবং । আতস্থিঽবাংসং ॥ ৫ ॥

∴

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে দেবৌ! 'অনারম্ভণে' ( অবলম্বনরহিতে ) 'অনাস্থানে' ( আশ্রয়শূন্যে ) 'অগ্রভণে' ( হস্তেন গ্রাহ্যং তৃণাদিকং অপি অবিদ্যমানে ) 'সমুদ্রে' ( সংসার-মহার্ণবে ) 'তৎ' ( কর্ম্ম—লোকানাং পরিত্রাণসাধকং ইতি যাবৎ ) 'অবীরয়েথাং' ( যুবয়োঃ অশেষয়া শক্ত্যা যুবাং সম্পাদয়তঃ ); 'যৎ' ( যস্মাৎ, যুবয়োঃ তৎকর্ম্মণা ইত্যর্থঃ ) 'অশ্বিনা' ( হে দেবৌ ) 'শতারিত্রাং' ( অশেষসৎকর্ম্মরূপং পরিত্রাণসাধকং ) 'নাবং' ( যানং ) 'আতস্থিবাংসং' ( আরূঢ়বন্তং কৃত্বা ) 'ভুজ্যুং' ( ভোগকামনাপরং জনং ) 'অস্তং' ( গৃহং—মুক্তিরূপং ) 'ঊহথুঃ' ( প্রাপিতবন্তৌ যুবাং ইতি শেষঃ )। অয়ং ভাবঃ—রিপুনক্রসঙ্কুলে ভীষণে সংসারসমুদ্রে অসহায়ে নিমজ্জমানঃ নরঃ দেবতায়াঃ কৃপয়া সৎকর্ম্মপরায়ণঃ সন্ উদ্ধারং প্রাপ্নোতি। ( ১ম—১১৬সূ—৫ঋ ) ॥

∴

### বঙ্গানুবাদ ।

হে দেবদ্বয়! অবলম্বনরহিত, আশ্রয়শূন্য, হস্তের দ্বারা গ্রহণযোগ্য তৃণাদি পর্য্যন্ত অবিদ্যমান, সংসার-সমুদ্রে, মনুষ্যগণের পরিত্রাণ-সাধক কর্ম্ম আপনাদিগের অশেষ শক্তির দ্বারা আপনারা সম্পাদন করিয়া থাকেন; আপনাদিগের সেই কর্ম্মের দ্বারা, হে দেবদ্বয়, অশেষসৎকর্ম্ম-রূপ পরিত্রাণ-সাধক যানে আরোহণ করাইয়া, আপনারা ভোগকামনাপর জনকে মুক্তি-রূপ গৃহ প্রাপ্ত করান। ( ভাব এই যে,—রিপুনক্রসঙ্কুল ভীষণ সংসার-সমুদ্রে অসহায়ে নিমজ্জমান মনুষ্য, দেবতার কৃপায় সৎকর্ম্মপর হইয়া উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। )॥ ( ১ম—১১৬সূ—৫ঋ ) ॥

∴

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা অশ্বিনৌ! অনারম্ভণে আলম্বনরহিতে সমুদ্রে তৎকর্ম্মাবীরয়েথাং। বিক্রান্তবন্তৌ যুবাং। অনারম্ভণত্বমেব স্পষ্টীকরোতি। অনাস্থানে। আস্থীয়তেঽস্মিন্নিত্যাস্থানো ভূপ্রদেশঃ। তদ্রহিতে স্থাতুমশক্যে জলে ইত্যর্থঃ। অগ্রভণেঽগ্রহণে। হস্তেন গ্রাহ্যং শাকাদিকমপি যত্র নাস্তি তস্মিন্নিত্যর্থঃ। কিং পুনস্তৎকর্ম্ম। ভুজ্যুং সমুদ্রে মগ্নং শতারিত্রাং বহ্বরিত্রাং। যৈঃ কাষ্ঠৈঃ পার্শ্বে বদ্ধৈর্জ্জলালোড়নে সতি নৌঃ শীঘ্রং গচ্ছতি তান্যরিত্রাণি। ঈদৃশীং নাবমাতস্থিবাংসং সমাস্থিতবন্তমারূঢ়বন্তং কৃত্বাস্তং। গৃহনামৈতৎ। পিতুস্তুগ্রস্য গৃহং প্রতি যদূহথুঃ। তৎপ্রাপণমনৈদৃশশক্যং যুবাং সমুদ্রমধ্যে কৃতবন্তাবিত্যর্থঃ॥

অনারম্ভণে। আরভ্যত ইত্যারম্ভণং। কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি কর্ম্মণি ল্যুট্। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। অবীরয়েথাং। শূরবীর বিক্রান্তৌ। চুরাদিরাত্মনেপদী। অনাস্থানাগ্রভণয়োঃ পূর্ব্ববল্ল্যুট্স্বরৌ। অয়ং তু বিশেষঃ। হৃগ্রহোর্ভ ইতি ভত্বং। অস্তং। অস্যতেঽস্মিন্ সর্ব্বমিত্যস্তং গৃহং। অসিহসীত্যাদিনা তনপ্রত্যয়ঃ। শতারিত্রাং। ঋ গতৌ। অর্ত্তিলূধূসূখনসহ ইতি করণ ইত্রপ্রত্যয়ঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—১১৬সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমেঽষ্টমো বর্গঃ॥ ১।৮।৮॥

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অশ্বিনৌ' হে অশ্বিদ্বয়! 'অনারম্ভণে' অবলম্বনরহিত 'সমুদ্রে' সমুদ্রে 'তৎ' সেই কর্ম্ম 'অবীরয়েথাং' আপনারা বিক্রমের সহিত করিয়াছিলেন। অনারম্ভণত্ব স্পষ্ট করা হইতেছে। ইহাতে থাকে—এই বাক্য আস্থান শব্দে 'অনাস্থানে' ভূপ্রদেশ। তাহা রহিত—থাকিতে অশক্য জলে ইহাই অর্থ। 'অগ্রভণে' (অগ্রহণে) হস্তের দ্বারা গ্রহণীয় শাখাদিকও যেখানে নাই সেই স্থানে—ইহাই অর্থ পুনরায় সেই কর্ম্ম কি? সমুদ্রে মগ্ন 'ভুজ্যুং' ভুজ্যুকে 'শতারিত্রাং' বহু অরিত্রযুক্ত পার্শ্বে বদ্ধ যে সকল কাষ্ঠের দ্বারা জলালোড়ন হইলে পর নৌকা শীঘ্র গমন করে, সেই সকল অরিত্র। ঈদৃশ 'নাবমাতস্থিবাংসং' নৌকায় আরোহণ করাইয়া 'অস্তং' (এই পদ গৃহনামবাচক।) পিতা তুগ্রের গৃহে 'যদূহথু' যাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা অন্যের দুঃশক্য আপনারা সমুদ্র-মধ্যে করিয়া— ছিলেন—ইহাই অর্থ

অনারম্ভণে। আরম্ভ করিয়াছে এই অর্থে আরম্ভণ। 'কৃত্যল্যুটো বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে কর্ম্মে ল্যুট্। 'নঞ্সুভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদান্তের উদাত্তত্ব। অবীরয়েথাং। শূর ও বীর ধাতু বিক্রান্তার্থক। চুরাদিগণীয় আত্মনেপদী। অনাস্থানেও অগ্রভণে পদদ্বয় পূর্ব্বের ন্যায় ল্যুট্। ইহারও কিন্তু বিশেষ আছে। 'হৃগ্রহোর্ভ' ইত্যাদি সূত্রে ভত্ব। অস্তং। ইহাতে সকল আছে—এই অর্থে অস্ত—গৃহ। 'অসিহসি' ইত্যাদি সূত্রে তন-প্রত্যয়। শতারিত্রাং। ঋ-ধাতু গত্যর্থক। 'অর্ত্তিলূধূসূ' ইত্যাদি সূত্রে করণে ইত্র-প্রত্যয়। বহুব্রীহিতে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব॥ (১ম—১১৬সূ—৫ঋ)।

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের অষ্টম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৮।৮॥

## পঞ্চম ( ১২৬২ ) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত অর্থে এই ঋক্‌টীকেও রাজপুত্র ভুজ্যুর উদ্ধার-প্রাপ্তির সম্বন্ধ-মূলক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। তদনুসারে এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার একটী আদর্শ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। যথা ;—

> "হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অবলম্বন-রহিত, ভূপদেশ-রহিত, গ্রহণীয়বস্তু-রহিত সমুদ্রে এই কর্ম্ম করিয়াছিলে; শতদাঁড়যুক্ত নৌকায় ভুজ্যুকে রাখিয়া তাহার গৃহে আনিয়াছিলে।"

এই ব্যাখ্যা উপলক্ষে পণ্ডিতগণের মধ্যেও অনেক গবেষণা দেখা যায়। সমুদ্র যাত্রার প্রমাণ স্থলে এই মন্ত্রটী উল্লেখ করিয়া, কেহ কেহ আবার সে প্রমাণে সন্দিহান হয়েন। অপিচ, তাঁহাদিগের মতে সমুদ্র-যাত্রার প্রসঙ্গ ভিন্ন এখানে অন্য কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই বলিয়াও প্রতিপন্ন হয়। *

আমরা কিন্তু বলি, এখানে সংসার-সমুদ্রে উত্তরণের প্রসঙ্গ আছে। দেবগণ অথবা দেবোচিত কর্ম্মসমূহ মনুষ্যগণকে সংসার-সাগর হইতে পার করে। যেখানে কোনও অবলম্বন নাই, যেখানে নিরাশ্রয় অবস্থা, অপিচ যেখানে তৃণটি পর্য্যন্ত ধরিবার নাই, সেখানে কর্ম্মই মনুষ্যদিগকে উদ্ধার করে,—আর দেবতা সে কর্ম্মের বিধাতা হয়েন। মন্ত্রের প্রথম চরণের পদাবলির যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'শতারিত্রাং নাবং' এবং 'অস্তং' প্রভৃতির মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিলেও ঐ চরণের ভাব আপনিই অধিগত হইবে। অশেষসৎকর্ম্মরূপ পরিত্রাণ-সাধক যানকেই 'শতারিত্রাং নাবং' পদে বুঝাইয়া থাকে। 'অস্তং পদের-লক্ষ্য মুক্তিরূপ গৃহ। মানুষ অশেষ সৎকর্ম্মের দ্বারাই মুক্তিরূপ গৃহ প্রাপ্ত হয়েন। কর্ম্মের অবসান—পাপের অবসান—সেখানে সাধিত হয়; তাই তাহার নাম 'অস্তং'। দেবতা—দেবভাব—

---

* এই প্রসঙ্গে উইলসন্ সাহেবের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"This is rather unintelligilble account of a sea-voyage, although the words of the text do not admit of any other rendering."

দেবোচিত কর্ম্ম, সহায় হইয়া সেই স্থান প্রাপ্ত করান। এইরূপে বুঝিতে পারি, রিপুনক্র-সঙ্কুল এই সংসার সমুদ্রে অসহায় অবস্থায় নিপতিত হইয়াও দেবতার কৃপায় সৎকর্ম্মশীল হইয়া মানুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। এই তত্ত্বই এই মন্ত্রে প্রখ্যাত দেখি ॥ ( ১ম—১১৬সূ—৫ঋ ) ॥

---

## ষষ্ঠী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্। )

যমশ্বিনা দদথুঃ শ্বেতমশ্বমঘাশ্বায় শশ্বদিৎস্বস্তি।
তদ্বাং দাত্রং মহি কীর্ত্তেন্যং ভূৎপৈদ্বো
বাজী সদমিদ্ধব্যো অর্য্যঃ ॥ ৬ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

যং। অশ্বিনা। দদথুঃ। শ্বেতং। অশ্বং। অঘঽঅশ্বায়। শশ্বৎ। ইৎ। স্বস্তি।
তৎ। বাং। দাত্রং। মহি। কীর্ত্তেন্যং। ভূৎ। পৈদ্বঃ।
বাজী। সদং। ইৎ। হব্যঃ। অর্য্যঃ ॥ ৬ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' ( অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ ) 'অঘাশ্বায়' ( পাপনাশায়, অজ্ঞাননাশায় ইত্যর্থঃ ) যুবাং 'যং' ( শ্রেষ্ঠং ) 'শ্বেতং' ( শুভ্রং, নির্ম্মলং ) 'অশ্বং' ( ব্যাপকং জ্ঞানং ) 'দদথুঃ' ( লোকান্ প্রযচ্ছতঃ ইত্যর্থঃ ) তৎ জ্ঞানং 'শশ্বদিৎ' ( নিত্যমেব ) 'বাং' ( যুবয়োঃ ) 'তৎ' ( প্রসিদ্ধং ) 'দাত্রং' ( দানং ) 'মহি' ( মহৎ ) অতএব 'কীর্ত্তেন্যং' ( কীর্ত্তনীয়ং, অনুসরণীয়ং

ইত্যর্থঃ) 'ভূৎ' (ভবতি); 'পৈদ্বঃ' (পতনশীলঃ জনঃ) 'বাজী' (সৎকর্ম্মপরায়ণঃ সন্) 'অর্য্যঃ' (রিপুভিঃ সহ সমরেষু) 'সদমিৎ' (সদৈব) 'হব্যঃ' (লোকানাং অনুস্মর্ত্তব্য—ভবতি ইতি শেষঃ।) অয়ং ভাবঃ—অজ্ঞানতারূপায়াঃ ব্যাধেঃ নাশায় দেবৌ জ্ঞানরূপং যৎ ভেষজং প্রযচ্ছতঃ, তেন পতিতাঃ জনাঃ উদ্ধারং প্রাপ্নুবন্তি, তেষাং লোকানাং আদর্শঃ চ অপরান্ সৎপন্থানং প্রদর্শয়তি। (১ম—১১৬সূ ৬ঋ)॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! পাপ-নাশের (অজ্ঞানতা-নাশের) জন্য আপনারা যে শ্রেষ্ঠ নির্ম্মল ব্যাপক-জ্ঞান মনুষ্যগণকে প্রদান করেন, সেই জ্ঞান নিত্যকালই সুমঙ্গল আনয়ন করে; আপনাদিগের সেই প্রসিদ্ধ দান মহৎ, অতএব কীর্ত্তনীয় অনুসরণীয় হয়; পতনশীল জন, তদ্দ্বারা সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া, রিপুগণের সহিত সংগ্রাম-সমূহে সদাই মনুষ্যের অনুস্মরণীয় হয়েন। (ভাব এই যে,—অজ্ঞানতা-রূপ ব্যাধির নাশের জন্য দেবদ্বয় যে জ্ঞান-রূপ ঔষধ প্রদান করেন, তদ্দ্বারা পতিত জনগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হয় এবং সেই মনুষ্যগণের আদর্শ অপর সকলকে সৎপথ প্রদর্শন করে।)॥ (১ম—১১৬সূ—৬ঋ)॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্রেদমাখ্যায়তে। পেদুর্নাম কশ্চিৎ স চাশ্বিনৌ তুষ্টাব। তস্মৈ প্রীতৌ কঞ্চিৎ শ্বেতবর্ণমশ্বং দত্তবন্তৌ। স চাশ্বঃ প্রৌঢ়ং জয়ং চকারেতি। এতদত্র প্রতিপাদ্যতে। হে অশ্বিনৌ যুবামঘাশ্বায়াহন্তব্যাশ্বায় পেদুনাম্নে রাজর্ষয়ে যং শ্বৈতবর্ণমশ্বং দদথুঃ। দত্তবন্তৌ। সোঽশ্বস্তস্মৈ স্বস্তি জয়লক্ষণং মঙ্গলং শশ্বদিৎ নিত্যমেব চকার। বাং যুবয়োস্তদ্দাত্রং দানং মহি মহৎ অতিগভীরং। অত এব কীর্ত্তেন্যং সর্ব্বৈঃ কীর্ত্তনীয়ং প্রশস্যং ভূৎ। অভূৎ। তস্মাৎ পৈদ্বঃ

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এখানে এই আখ্যায়িকা আছে,—পেদু নামক কোনও একজন ঋষি, তিনি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে একটী শ্বেতবর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন। সেই অশ্ব তাঁহাকে জয়যুক্ত করিয়াছিল—ইহাই এখানে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'অশ্বিনা' হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা 'অঘাশ্বায়' অহন্তব্য অশ্বের পতি পেদু-নামক রাজর্ষিকে 'যং শ্বেতং' যে শ্বেতবর্ণ 'অশ্বং' অশ্ব 'দদথুঃ' দান করিয়াছিলেন, সেই অশ্ব তাঁহাকে 'স্বস্তি' জয়লক্ষণসূচক মঙ্গল 'শশ্বদিৎ' নিত্য সর্ব্বদা সাধন করিয়াছিল। 'বাং' আপনাদিগের 'তদ্দাত্রং' সেই দান 'মহি'

পেদোঃ সম্বন্ধী পতনশীলঃ শীঘ্রগামী বার্যঃ শত্রূণাং প্রেরয়িতা যুদ্ধেষু প্রেরয়িতব্যো বা বাজী বেজনবান্ সোঽশ্বঃ সদমিৎ সদৈব হব্যোঽস্মাভিরপ্যাহ্বাতব্য ॥

দাত্রং। দদাতের্ভাবে ঔণাদিকস্ত্রপ্রত্যয়ঃ। মহি। মহ পূজায়াং। ইন্ সর্ব্বধাতুভ্য ইতীন্। কীর্ত্তেন্যং। কৃত সংশব্দনে। কৃত্যার্থে তবৈকেন কেন্যত্বন ইতি কেন্যপ্রত্যয়ঃ। ঋত ইদ্ধাতোরিতীত্বং। ভূৎ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। পৈদ্বঃ। পেদোঃ সম্বন্ধী। তস্যেদমিত্যণ্প্রত্যয়ঃ। ছান্দসো বর্ণলোপঃ। হব্যঃ। হ্বয়তে রচো যদিতি যৎ। বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং। গুণো ধাতোস্তন্নিমিত্তস্যৈবে যবাদেশঃ। অর্য্যঃ। ঋ গতৌ। অর্য্যাদয়শ্চেত্যৌণাদিকো যৎ। যত্যয়েনান্তোদাত্তত্বং ॥ ( ১ম — ১১৬সূ — ৬ঋ ) ॥

• • •

## ষষ্ঠ ( ১২৬৩ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে একটী উপাখ্যানের অবতারণা দেখিতে পাই। সে উপাখ্যান ;—পেদু নামক একজন রাজর্ষি ছিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে একটী শ্বেতবর্ণ ঘোড়া প্রদান করেন; সেই ঘোড়া অনেক যুদ্ধ জয় করিয়াছিল; সুতরাং অশ্বিদ্বয়ের যশঃ চারিদিকেই বিঘোষিত হইতে ছিল ; আর, সেই ঘোড়া সকলেরই পূজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার সর্ব্বত্রেই ঐ ভাবের

---

মহৎ, অতিগভীর। অতএব 'কীর্ত্তেন্যং' সকলের কীর্ত্তনীয় প্রশংসনীয় ভূৎ' হইয়াছিল। সেই হেতু 'পৈদ্বঃ' পেদুর সম্বন্ধীয় পতনশীল ও শীঘ্রগামী 'অর্য্যঃ' শত্রুদিগের প্রেরিত যুদ্ধসমূহে 'বাজী' বেগবান্ সেই অশ্ব 'সদমিৎ' সর্ব্বদাই 'হব্যঃ' আমাদিগের আহ্বানীয়।

দাত্রং। দানের ভাব। উণাদিগণীয় ত্র-প্রত্যয়। মহি। মহ-শব্দ পূজার্থক। 'ইন্ সর্ব্বধাতুভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইন্। কীর্ত্তেন্যং। কৃত-ধাতু সংশব্দার্থক। 'কৃত্যার্থে তবৈকেন্ কেন্যত্বন' ইত্যাদি সূত্রে কেন্যপ্রত্যয়। 'ঋত ইদ্ধাতোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইত্ব। ভূৎ। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অট্ অভাব। পৈদ্বঃ। পেদুর সম্বন্ধীয়। 'তস্যেদং' ইত্যাদি সূত্রে অণ্ প্রত্যয়। ছান্দসের বর্ণলোপ। হব্যঃ। 'হ্বয়তেরচো যৎ' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। 'গুণো ধাতোস্তন্নিমিত্তস্যৈব' ইত্যাদি সূত্রে অবাদেশ। অর্য্যঃ। ঋ ধাতু গত্যর্থক। 'অর্য্যাদয়শ্চ' ইত্যাদি সূত্রে উণাদিগণীয়ের যৎ। ব্যত্যয়ের দ্বারা অন্তের উদাত্তত্ব ॥ ( ১ম—১১৬সূ ৬ঋ ) ॥

• • •

দ্যোতনা দেখিতে পাই। মন্ত্রের একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তৎপ্রতি লক্ষ্য করুন ;—

(১) "হে অশ্বিদ্বয়! অহন্তব্য অশ্বের প্রতি পেদু (নামক রাজর্ষিকে) তোমরা যে শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলে, সে অশ্ব তাহার নিত্য নিত্য (জয়রূপ) মঙ্গল সাধন করিয়াছিল। তোমাদের সেই দান মহৎ ও কীর্ত্তনীয় হইয়াছিল; পেদুর সে উৎকৃষ্ট অশ্ব আমাদিগের সর্ব্বদাই পূজনীয়।"

(2) "The white horse which of old ye gave Aghasva, Asvins, a gift to be his wealth for ever,—
Still to be praised is that your glorious present, still to be famed is the brave horse of Pedu."

এই প্রকার অর্থে যে কি সদ্ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। শ্বেতবর্ণ অশ্ব দান, সেই অশ্বের সাহায্যে যুদ্ধ জয়, আর তজ্জন্য এই সেই অশ্ব আমাদিগের সর্ব্বদা পূজনীয়। এতদ্বাক্যের সার্থকতাই বা কি ?

এখন, আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। মন্ত্রের দুইটী চরণ যে এক সঙ্গে অন্বয় করিয়া অর্থ নিষ্কাশন করিতে হইবে, তাহার কোনও কারণ দেখি না। পরন্তু দুইটী চরণ স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন অন্বয়ে ব্যাখ্যা করিলেই সদর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রের দুইটী চরণের অর্থ তাই স্বতন্ত্রভাবে গৃহীত হইয়াছে। তদ্দ্বারা প্রথম চরণটীতে এক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে; এবং দ্বিতীয় চরণটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার ব্যাখ্যায় দুই নূতন ভাব ব্যক্ত করিয়াছি। 'অঘাশ্বায়' ও 'পৈদ্বঃ' দুই চরণের এই দুই পদের সম্বন্ধ তাহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। 'অঘাশ্বায়' পদে 'অজ্ঞানতা-নাশের জন্য—পাপ-নাশের জন্য' অর্থ আসে। জ্ঞান-কিরণের দ্বারা অজ্ঞানতা বা পাপ নাশ প্রাপ্ত হয়। এই দৃষ্টিতে 'অঘাশ্বায়' পদে 'পাপনাশের নিমিত্ত' অর্থ প্রাপ্ত হই। এই অর্থ স্বীকার করিলে, দেবতারা যে পাপ-নাশের জন্য অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন, সে কল্পনা আদৌ মনে উদয় হইতে পারে না; পরন্তু তখনই 'শ্বেতং অশ্বং' পদদ্বয়ের মর্ম্ম ভিন্ন রূপ দাঁড়াইয়া যায়। আমরা পূর্ব্বাপর অশ্ব শব্দে যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি,

ভাষ্যকারও স্থানে স্থানে যে অর্থের সমীচীনতা দেখিয়াছেন, তখন সেই অর্থের যৌক্তিকতার বিষয়ই মনে আসে। তদনুসারেই 'শ্বেতং অশ্বং' পদদ্বয়ে 'নির্ম্মল জ্ঞানের' প্রতি দৃষ্টি পড়ে। অজ্ঞানতা-নাশের পক্ষে নির্ম্মল জ্ঞানই যে প্রকৃষ্ট সহায়, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানতা বা পাপ নাশ প্রাপ্ত হইলে, 'স্বস্তি' সুমঙ্গল আনয়ন করে। মন্ত্রের প্রথম চরণে এই নিত্যসত্য তত্ত্বই পরিব্যক্ত। উহার তাৎপর্য্য এই যে,—দেবতার কৃপা লাভ করিতে পারিলে, হৃদয়ে দেবভাব সঞ্জাত হইলে, সুমঙ্গল আপনিই আসে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে দুইটী ভাব প্রকটিত দেখি। দেবতার ঐ যে দান—দেবভাবের উন্মেষে জ্ঞানের বিকাশে যে স্বস্তি-লাভ, তাহা মহান্ দান ও তাহা অনুসরণীয়। এইরূপে দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশে দুইটী ভাব প্রাপ্ত হই। প্রথমতঃ প্রখ্যাত হইয়াছে,—দেবতার নিকট, দেবভাবের অনুসরণে, সৎকর্ম্মের সমাধানে, আমরা জ্ঞানের অধিকারী হই এবং তদ্দ্বারা শান্তি লাভ করি। এই যে শান্তি (স্বস্তি) লাভ—ইহা যে মহান্ বা প্রকৃষ্ট, তাহা বলাই বাহুল্য। এই ভাবই প্রথমে ব্যক্ত হইয়াছে। তার পর বলা হইয়াছে,—সে দান সর্ব্বথা স্মরণীয়; অর্থাৎ, সেই দান-প্রাপ্তির জন্য, দেবভাব উপজননের উপযোগী কর্ম্মের অনুসরণ একান্ত কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশ এই দুই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে। দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম এই যে,—এই শিক্ষার ফলেই অর্থাৎ দেবভাব উপযোগী কর্ম্মের অনুসরণ করিয়াই, 'পৈদ্বঃ' অর্থাৎ পতনশীল জন, যে জন পতনের পথে অগ্রসর হইয়াছে—সেও, সৎকর্ম্মশীল হইয়া উদ্ধার পাইয়া যায়। ধাত্বর্থের অনুসরণে, 'পৈদ্বঃ' পদে 'পতনশীল' অর্থ গ্রহণ করা যায়। ঐ অর্থে ভাষ্যের সহিত কোনই মিল থাকে না। যেমন 'পৈদ্বঃ' পদে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করি, তেমনই 'বাজী' পদে 'সৎকর্ম্মপরায়ণ' অর্থ সিদ্ধ হয়। বাজ-শব্দে যজ্ঞ বা সৎকর্ম্ম অর্থই প্রচলিত। সৎকর্ম্মসম্পন্ন জনই এই দৃষ্টিতে 'বাজী' নামে অভিহিত হয়েন। ফলতঃ, জ্ঞানোন্মেষে পাপীও যে সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, এতদ্বিষয়ই এই অংশে পরিকীর্ত্তিত দেখি। (১ম—১১৬সূ—৬ঋ)।

### সপ্তমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্। )

যুবং নরা স্তুবতে পজ্রিয়ায় কক্ষীবতে

অরদতং পুরন্ধিং।

কারোতরাচ্ছফাদশ্বস্য বৃষ্ণঃ শতং কুম্ভাঁ

অসিঞ্চতং সুরায়াঃ।। ৭ ।।

• • •

### পদ-বিশ্লেষণং।

যুবং। নরা। স্তুবতে। পজ্রিয়ায়। কক্ষীবতে।

অরদতং। পুরংধিং।

কারোতরাৎ। শফাৎ। অশ্বস্য। বৃষ্ণঃ। শতং। কুম্ভান্।

অসিঞ্চতং। সুরায়াঃ ॥ ৭ ॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরা' ( হে নেতৃস্থানীয়ৌ দেবৌ ) 'স্তুবতে' ( স্তুতিশীলায়, যুবয়োঃ অনুসরণপরায়ণায় ) 'পজ্রিয়ায়' ( হীনজন্মনে ) 'কক্ষীবতে' ( পাপিনেঽপি ) 'যুবং' ( যুবাং ) 'পুরন্ধিং' ( প্রভূতাং ধিয়ং অশেষং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং বা প্রযচ্ছতঃ ইত্যর্থঃ ) ; হে দেবৌ ! যুবয়োঃ সম্বন্ধিনঃ 'বৃষ্ণঃ' ( অভীষ্টবর্ষকস্য ) 'অশ্বস্য' ( ব্যাপকজ্ঞানস্য ) 'কারোতরাৎ' ( ধ্বংসমুখাৎ পরিত্রাণকারকাৎ ) 'শফাৎ' ( মূলস্থানাৎ ) 'সুরায়াঃ' ( দেবনশীলায়াঃ ধিয়ায়াঃ—প্রবাহং ইতি যাবৎ ) 'শতং'

( অসংখ্যাতান্ ) 'কুম্ভান্' ( পাত্রান্—অস্মদীয়ান্ চিত্তবৃত্তিমূলীভূতান্ ইতি যাবৎ ) 'অসিঞ্চতং' ( ক্ষরয়তং, প্রযচ্ছতং ইত্যর্থঃ )। অয়ং ভাবঃ—পাপিনং উদ্ধারকারকৌ তৌ দেবৌ অস্মভ্যং সদ্বুদ্ধিপ্রদানায় উদ্ধারয়তাং—ইতি প্রার্থনা। ( ১ম ১১৬সূ ৭ঋ )॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

হে নেতৃস্থানীয় দেবদ্বয়! আপনাদিগের অনুসরণ-পরায়ণ, হীনজন্ম পাপীকেও আপনারা প্রভূত বুদ্ধি অথবা অশেষসৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রদান করেন; হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় অভীষ্টবর্ষক ব্যাপক জ্ঞানের (খুর-সমুখ হইতে) পরিত্রাণকারক মূলস্থান হইতে স্তোভনশীল বুদ্ধির প্রবাহকে আমাদিগের চিত্তবৃত্তির মূলীভূত অসংখ্য পাত্রে ক্ষারণ করুন—প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—পাপীর উদ্ধারকারী সেই দেবতাদ্বয় আমাদিগকে সদ্বুদ্ধি-প্রদানে উদ্ধার করুন।)॥ (১ম—১৬সূ—৭ঋ)॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্রেয়মাখ্যায়িকা। কক্ষীবানৃষিঃ পুরা তমসা তিরোহিতজ্ঞানঃ সন্ জ্ঞানার্থমশ্বিনৌ তুষ্টাব। তস্মৈ অশ্বিনৌ প্রভূতাং ধিয়ং দত্তবন্তাবিতি। তদাহ। হে নরা নেতারাবশ্বিনৌ যুবং যুবাং পজ্রিয়ায়। পজ্রা ইত্যঙ্গিরসামাখ্যা পজ্রা বা অঙ্গিরস ইত্যাম্নাতত্বাৎ। তেষাং কুলে জাতায় কক্ষীবতে। কক্ষ্যা রজ্জুরশ্বস্য তদ্বতে তৎসংজ্ঞায় স্তুবতে যুবয়োঃ স্তুতিং কুর্ব্বতে মহ্যং পুরন্ধিং প্রভূতাং ধিয়ং বুদ্ধিমরদতং। ব্যলিখতং। যথা সর্ব্বার্থগোচরা ভবতি তথা কৃতবন্তাবিত্যর্থঃ। অপিচ কারোতরাৎ কারোতরো নাম বৈদলশ্চর্ম্মবেষ্টিতো ভাজনবিশেষঃ। যস্মিন্ সুরায়াঃ স্রাবণং ক্রিয়তে। লুপ্তোপমমেতৎ কারোতরাৎযথা সুরায়াঃ সম্পাদকাস্তাং স্রাবয়ন্তি এবমেব যুবাং বৃষ্ণঃ সেচনসমর্থস্য যুষ্মদীয়স্যাশ্বস্য শফাৎ খুরাৎ সুরায়াঃ শতং কুম্ভান অসংখ্যাতান্

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এখানে আখ্যায়িকা এই;—কক্ষীবান ঋষি পুরাকালে জ্ঞানের নিমিত্ত অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিলেন এবং অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে প্রভূত জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন ইহাই কথিত আছে। 'নরা' হে নেতা অশ্বিদ্বয়! 'যুবং' আপনারা 'পজ্রিয়ায়' পজ্র-শব্দ অঙ্গিরসনামধেয় পজ্রা বা অঙ্গিরস—ইহাই আম্নাতত্ব-হেতু তাহাদের কুলে উৎপন্ন 'কক্ষীবতে' কক্ষীবানকে অশ্বের রজ্জু তৎসংজ্ঞক ঋষিকে 'স্তুবতে' আপনার স্তুতি করাতে 'পুরন্ধিং' প্রভূত বুদ্ধি 'অরদতং' দান করিয়াছিলেন। যাহাতে সর্ব্বার্থগোচর হয়, তাহাই করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। অপিচ 'কারোতরাৎ' কারোতর নাম বৈদলশ্চর্ম্মবেষ্টিত ভাজনবিশেষ যাহাতে সুরার ক্ষরণ করে। ইহা লুপ্তোপমা। সুরাপ্রস্তুতকারী যেরূপ সুরা নির্গত করে, সেইরূপ আপনারা 'বৃষ্ণঃ' সেচনসমর্থ আপনাদিগের

সুরাঘটানসিঞ্চতং। অক্ষারয়তং। যদ্বা সিঞ্চতিঃ পূরণার্থঃ। কারোতরস্থানীয়াদ্যুষ্মদীয়াশ্বখুরাৎ যা সুরা প্রবহতি তয়াসংখ্যাতান্ ঘটানসিঞ্চতং। অপূরয়তং। যে জনাঃ সৌত্রামণ্যাদিকর্ম্মণি যুষ্মদ্যাগায় সুরাং যাচন্তে তেষামিত্যর্থঃ॥

স্তবতে। স্তৌতের্লটঃ শতৃ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। পজ্রিয়ায়। পজ্রশব্দাচ্ছৈষিকো ঘচ্। কক্ষীবতে। আসন্দীবদষ্ঠীবচ্চক্রীবৎকক্ষীবদিতি নিপাতনাৎ কক্ষ্যাশব্দস্য সম্প্রসারণং বত্বং চ। অরদতং। রদ বিলেখনে। পুরন্ধিং। পুরন্ধির্বহুধীরিতি যাস্কঃ। নি০ ৬।১৩। পৃষোদরাদিত্বাৎ পুরন্ধিভাবঃ। যদ্বা পুরং পূরয়িতব্যং সর্ব্ববিষয়জাতমস্যাং ধীয়তেঽস্যাপ্যাত ইতি পুরন্ধির্ব্বুদ্ধিঃ। কর্ম্মণ্যধিকরণে চেতি দধাতেঃ কিপ্রত্যয়ঃ। তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিতি বহুলবচনাদলুক্। ইদং তু ব্যুৎপত্তিমাত্রং বস্তুতঃ পৃষোদরাদিরেব। অসিঞ্চতং। ষিচির্ক্ষরণে। তৌদাদিকঃ। সেমুচাদীনামিতি নুম্॥ (১ম—১১৬সূ ৭ঋ)॥

∴

# সপ্তম (১২৬৪) ঋকের বিশদার্থ

এই মন্ত্রের অর্থ উপলক্ষে নানা নূতন প্রহেলিকার সৃষ্টি দেখিতে পাই। 'পজ্রিয়ায়' ও 'কক্ষীবতে' পদদ্বয় উপলক্ষে মন্ত্রের প্রথম চরণ সমস্যাময় হইয়া আছে। দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত প্রায় প্রতি পদই সমস্যামূলক। ঐ চরণে যে অর্থ সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার কোনও একটা মর্ম্ম

---

অশ্বের 'শফাৎ' খুর হইতে 'সুরায়াঃ শতং কুম্ভান্' শত কুম্ভ সুরা 'অসিঞ্চতং' সিঞ্চন করিয়াছিলেন। 'সিঞ্চতিঃ' পদ পূরণার্থক। কারোতরস্থানীয় আপনাদিগের অশ্বখুর হইতে যে সুরা নির্গত হয়, তাহা অসংখ্য কুম্ভকে পূর্ণ করে। যে মনুষ্যগণ সৌত্রামণ্যাদিকর্ম্মে আপনাদিগের যাগের নিমিত্ত সুরা প্রার্থনা করে, তাহাদিগের (অসংখ্য কুম্ভকে পূর্ণ করে)—ইহাই অর্থ।

স্তবতে। স্তৌতির (স্তু-ধাতুর) লটে শতৃ। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। 'শতুরনুম' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। পজ্রিয়ায়। পজ্রশব্দ-হেতু শৈষিকের ঘচ্। কক্ষীবতে। 'আসন্দীবদষ্ঠীবচ্চক্রীবৎ কক্ষীবৎ' ইত্যাদি দ্বারা নিপাতন-হেতু কক্ষী-শব্দের সম্প্রসারণ ও বত্ব। অরদতং। রদ-ধাতু বিলেখনার্থক। পুরন্ধিং। 'পুরন্ধির্ব্বহুধিঃ' ইহা যাস্কে কথিত আছে (নি০ ৬।১৩)। পৃষোদরাদিত্ব-হেতু পুরন্ধি-ভাব। অথবা, সর্ব্ববিষয়জাত পুর ইহাতে আছে—এই অর্থে পুরন্ধি বুদ্ধি। 'কর্ম্মণ্যধিকরণে চ' ইত্যাদি সূত্রে 'দধাতিতে' (দা ধাতুতে) কিপ্রত্যয়। 'তৎপুরুষে কৃতি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে বহুলবচন হেতু অলোপ। ইহা ব্যুৎপত্তিমাত্র। বস্তুতঃ ইহা পৃষোদরাদির ন্যায়। অসিঞ্চতং। ষিচির্ ধাতু ক্ষরণার্থক। তুদাদিগণীয়। 'শে মুচাদীনাং' ইত্যাদি সূত্রে নুম্॥ (১ম ১১৬সূ—৭ঋ)॥

∴

উপলব্ধ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটী অনুবাদ (একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজি) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "হে নেতৃদ্বয়! অঙ্গিরা-কুলোৎপন্ন কক্ষীবান্ তোমাদের উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ করাতে তোমরা তাহাকে শুভবুদ্ধি দান করিয়াছিলে; মানবেরা যেরূপ সুরা পাত্র হইতে সুরা ঢালিয়া লয়, তদ্রূপ তোমরা অশ্বক্ষুর হইতে শতকুম্ভ সুরা বহির্গত করিয়াছিলে।"

(2) "O Heroes, ye gave wisdom to Kakshivan who sprang from Pajras' line, who sang your praises. Ye poured forth from the hoof of your strong charger a hundred jars of wine as from a strainer."

কক্ষীবানের কাহিনী পূর্ব্বেই (অষ্টাদশ সূক্তের প্রথম ঋকের ব্যাখ্যায়) বিবৃত হইয়াছে। সে কাহিনীর পুনরুল্লেখে বেদের অঙ্গ কলুষিত করা শ্রেয়ঃ নহে বলিয়া মনে করি। সায়ণাচার্য্যের ভূমিকায়, বেদ-মন্ত্রের সহিত মনুষ্যের যে কোনও সম্বন্ধ নাই, প্রথমেই তাহা খ্যাপিত হইয়াছে; অথচ, ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধ সংস্রব সংসূচিত হইতে দেখি। তাহা হইতেই মনে হয়, সায়ণ ভাষ্য বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহাতে বিভিন্ন পণ্ডিতের লেখনী-কণ্ডুয়ন প্রকাশ পাইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে, যে সকল পদ সংজ্ঞাবাচক বলিয়া মনে হইবে, আমরা তাহাতে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। প্রথমতঃ ধাতুগত অর্থের অনুসরণে সেই সকল পদে নিত্যত্ব-জ্ঞাপক সাধারণ অর্থ সংসূচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি সেই সকল পদ মনুষ্যেরই জ্ঞাপক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে কালচক্রে তাঁহাদিগের অনন্তবিদ্যমানতা মানিয়া লওয়ার আবশ্যক দেখি। এই দুই দৃষ্টিতে দুই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, আমরা কক্ষীবান্-পদে পূর্ব্বেও যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখনও সেই অর্থই গ্রহণ করিতেছি। এইরূপ 'পজ্রিয়ায়' পদেও যে কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধ আছে, তাহাও আমরা স্বীকার করি না। আমাদিগের মতে, ঐ পদে হীনজন্ম জনকে বুঝাইয়া থাকে। অপিচ, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যায়, অশ্বখুর হইতে অশ্বিদ্বয় যে শতকুম্ভ সুরা বহির্গত করিয়াছিলেন—সেরূপ অর্থেও আমরা আদৌ যৌক্তিকতা দেখি না।

মন্ত্রটী গভীর আধ্যাত্মিক ভাব-পূর্ণ। উহার প্রথম চরণ—দেবতার মাহাত্ম্য খ্যাপক এবং দ্বিতীয় চরণ প্রার্থনা-মূলক। এখানে এই মন্ত্রের

সহিত কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় না। পরন্তু, সাধারণ সকলের পক্ষেই মন্ত্রের উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। দেবতার কৃপায়, দেবত্বের অনুসরণের ফলে, হীনজন্ম পাপীও প্রভূত বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সৎকর্ম্ম-সাধনে শক্তি-সামর্থ্য লাভ করে। মন্ত্রের প্রথম চরণ দেব-মাহাত্ম্য-খ্যাপক এই নিত্য-সত্য-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। এ পক্ষে 'পজ্রিয়ায়' পদে 'হীনজন্মনে' এবং 'কক্ষীবতে' পদে 'পাপিনেঽপি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি।

দ্বিতীয় চরণটীর প্রায় প্রত্যেক পদ অনুশীলনযোগ্য। 'বৃষ্ণঃ অশ্বস্য' পদদ্বয়ে আমরা যথাপূর্ব্ব 'অভীষ্টবর্ষক ব্যাপকজ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। যুক্তি পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। 'কারোতরাৎ' পদে ব্যাখ্যাদিতে 'কলস হইতে' অর্থ গ্রহণ করা হয়। আমরা কিন্তু ঐ পদের ধাতুগত ও শব্দগত অর্থে পরিত্রাণকারক ভাব প্রাপ্ত হই। ধ্বংস হইতে যাহা পরিত্রাণ করে, তাহাই কারোতর। কারোতর-শব্দের পঞ্চমীতে 'কারোতরাৎ' পদ হয়। 'শফাৎ' পদের খুর অর্থ গৃহীত হইতে দেখি। কিন্তু অভিধানমতে মূলস্থান অর্থ শফ-শব্দ প্রচলিত আছে। এখানে আমরা সেই অর্থই সঙ্গতি দেখি। তদনুসারে 'কারোতরাৎ শফাৎ' পদদ্বয়ে 'পরিত্রাণকারক মূলস্থান হইতে' অর্থ আসে। এইরূপে, সুরাপাত্র হইতে বা ঘোড়ার খুর হইতে, সুরার উৎপত্তি-প্রসঙ্গ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তার পর, 'সুরায়াঃ' পদে পঞ্চমী বিভক্তি স্বীকার না করিয়া ঐ পদকে আমরা ষষ্ঠ্যন্ত পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। অপিচ, 'সুরায়াঃ' পদে মাদক দ্রব্য ভিন্ন অন্য অর্থও অভিধান-সঙ্গত ও প্রচলিত আছে। তদনুসারে ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'দেবনশীলায়াঃ' পদ গ্রহণ করা যায়। তাহা হইতে 'বুদ্ধির প্রবাহকে' লক্ষ্য করে। পূর্ব্ব চরণে যে 'পুরন্ধিঃ' পদ আছে, আমরা মনে করি, 'সুরায়াঃ' পদ তাহারই সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এখানে তাহাই লক্ষ্য করাইতেছে। 'কুম্ভান্' পদে চিত্তবৃত্তিমূলীভূত পাত্রসমূহকে লক্ষ্য করে। চিত্তবৃত্তি—আশেষ সৎকর্ম্মে প্রকট হয়। তাহাই তাহাদের পাত্র-স্থানীয়। তার পর, অশ্বখুর হইতে যে মদ্য নিঃসৃত হয়, তাহা কল্পনায়ও আনা যায় না। এরূপ বিসদৃশ বাক্যের কোনও সার্থকতাও নাই। এইরূপে বুঝা যায়, এই মন্ত্রাংশে মদ্যপাত্রের উপমাও নাই এবং অশ্বখুর হইতে মদ্য উৎপাদনের প্রসঙ্গও এখানে

উত্থাপিত হয় নাই। পরন্তু এখানে দেবতাদ্বয়ের নিকট এক সমীচীন প্রার্থনা জানান হইয়াছে। সেই পরিত্রাণকারক মূলস্থান হইতে তাঁহারা যেন সদ্বুদ্ধির প্রবাহকে—সৎকর্ম্মের শক্তিকে—আমাদিগের মধ্যে সঞ্চারিত করেন—ইহাই সেই প্রার্থনা। ( ১ম—১১৬সূ—৭ঋ ) ॥

—•—

### অষ্টমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্। )

হিমেনাগ্নিং ঘ্রংসমবারয়েথাং
পিতুমতীমূর্জ্জমস্মা অধত্তং।
ঋবীসে অত্রিমশ্বিনাবনীতমুন্নিন্যথুঃ
সর্ব্বগণং স্বস্তি ॥ ৮ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

হিমেন। অগ্নিং। ঘ্রংসং। অবারয়েথাং।
পিতুহমতীং। ঊর্জ্জং। অস্মৈ। অধত্তং।
ঋবীসে। অত্রিং। অশ্বিনা। অবহনীতং। উৎ। নিন্যথুঃ।
সর্ব্বহগণং। স্বস্তি ॥ ৮ ॥

## মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'হিমেন' (অজ্ঞানতারূপেণ শৈত্যেন—ম্রিয়মাণং ইতি যাবৎ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং) 'ঘ্রংসং' (প্রদীপ্তং) 'অবারয়েথাং' (রক্ষন্তৌ—নির্ব্বাণাৎ যুবাং ইতি শেষঃ); 'অস্মৈ' (জ্ঞানহীনেভ্যঃ অস্মভ্যং। 'পিতুমতীং' (পাপনাশসমর্থাং, জ্ঞানোন্মেষকং ইত্যর্থঃ) 'ঊর্জ্জং' (প্রাণশক্তিং, বলং) 'অধত্তং' (যুবাং প্রযচ্ছতং); 'অশ্বিনা' (আধি-ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'ঋবীসে' (অপগততেজস্কে জনে, অজ্ঞানে ময়ি ইত্যর্থঃ) 'অত্রিং' (সদ্ভাবাপহারকং রিপুশত্রুং) 'অবনীতং' (বিমর্দ্দিতং কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'সর্ব্বগণং' (মদীয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়ং, সর্ব্বাঃ বৃত্তীঃ ইত্যর্থঃ) 'উৎ' (ঊর্দ্ধগং, ভগবদুদ্দেশে ইতি যাবৎ) 'নিন্যথুঃ' (নিযোজয়তং) 'স্বস্তি' (মঙ্গলং চ) প্রযচ্ছতং ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—যয়োঃ দেবয়োঃ কৃপয়া রিপূণাং উচ্ছৃঙ্খলতা দূরীভূতা ভবতি তথা জ্ঞানোন্মেষেণ পরমাং শান্তিং প্রাপ্নুমঃ, তৌ দেবৌ অস্মভ্যং তৎ সুমঙ্গলং প্রযচ্ছতং॥ (১ম-১১৬সূ-৮ঋ)॥

* * *

## বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! অজ্ঞানতা-রূপ শৈত্যের দ্বারা ম্রিয়মাণ জ্ঞানাগ্নিকে আপনারা প্রদীপ্ত রাখেন অর্থাৎ নির্ব্বাণ হইতে রক্ষা করেন; এই জ্ঞানহীন আমাদিগকে পাপনাশ-সমর্থ জ্ঞানোন্মেষক বল আপনারা প্রদান করুন; আধি-ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! অপগততেজস্ক জনের মধ্যে—অজ্ঞান এই আমার মধ্যে, সদ্ভাবাপহারক রিপুশত্রুকে বিমর্দ্দিত করিয়া, আমার সকল ইন্দ্রিয়কে (সকল বৃত্তিকে) ঊর্দ্ধগতিবিশিষ্ট অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশে নিয়োজিত করুন, এবং স্বস্তি অর্থাৎ মঙ্গল প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—যে দেবতাদ্বয়ের কৃপায় রিপুগণের উচ্ছৃঙ্খলতা দূরীভূত হয় এবং জ্ঞানোন্মেষে পরম শান্তি প্রাপ্ত হই, সেই দেবদ্বয় আমাদিগকে সেই সুমঙ্গল দান করুন।)॥ (১ম—১১৬সূ—৮ঋ)॥

* * *

## সায়ণভাষ্যং।

অত্রেদমাখ্যানং। অত্রিঋষিমসুরাঃ শতদ্বারে পীড়াযন্ত্রগৃহে প্রবেশ্য তুষাগ্নিনাবাধিষত। তদানীং তেন ঋষিণা স্তুতাবশ্বিনাবগ্নিমুদকেনোপশময্য তস্মাৎ পীড়াগৃহাদবিকলেন্দ্রিয়বর্গং সন্তং নিরগময়তামিতি। তদেতৎ প্রতিপাদ্যতে অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ হিমেন হিমবচ্ছীতেনোদকেন

---

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এখানে এই আখ্যায়িকা। অত্রি ঋষিকে অসুরগণ শতদ্বার পীড়া-যন্ত্র-গৃহে প্রবেশ করাইয়া তুষাগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিতেছিল। তখন সেই ঋষি দ্বারা স্তুত অশ্বিদ্বয় সেই অগ্নিকে জলের দ্বারা উপশমিত করিয়া, সেই পীড়া-গৃহ হইতে অবিকলিত-ইন্দ্রিয় রাখিয়া নির্গমন করাইয়াছিলেন। এখানে তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে,— অশ্বিনা হে অশ্বিদ্বয়! 'হিমেন' হিমবৎ শীতোদকের দ্বারা

ঘ্রংসং দীপ্যমানমত্রের্ব্বাধনার্থমসুরৈঃ প্রক্ষিপ্তং তুষাগ্নিমবারয়েথাং। যুবাং নিবারিতবন্তৌ। শীতীকৃতবন্তাবিত্যর্থঃ। অপিচ। অস্মৈ অসুরপীড়য়াকার্শ্যং প্রাপ্তায়াত্রয়ে পিতুমতীং। পিতুরিত্যন্ননাম। অন্নযুক্তমূর্জ্জং বলপ্রদং রসাত্মকং ক্ষীরাদিকমধত্তং। পুষ্ট্যর্থং প্রাযচ্ছতং। ঋবীসে অপগতপ্রকাশে পীড়াযন্ত্রগৃহেঽবনীতমবাঙ্মুখতয়াসুরৈঃ প্রাপিতমত্রিং সর্ব্বগণং গণঃ সমূহঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং পুত্রাদীনাং বা গণেনোপেতং স্বস্তি অবিনাশো যথা ভবতি তথোন্নিন্যথুঃ। তস্মাদ্গৃহাদুদগময্য যুবাং স্বগৃহং প্রাপিতবন্তৌ। যদ্বা। হিমেন শীতেন বৃষ্ট্যুদকেনাগ্নিমগ্নিবত্তীক্ষ্ণং। ঘ্রংসং। অহর্নামৈতৎ। সামর্থ্যান্নিদাঘকালীনমহরবারয়েথাং। তস্যাহ্নস্তৈক্ষ্ণ্যং নিবারিতবন্তৌ। অপিচ। অস্মৈ অগ্নয়ে পিতুমতীং চরুপুরোডাশাদিলক্ষণান্নোপেতমূর্জ্জং বলকরং রসাত্মকমুপস্তরণাভিঘারণাত্মকং ঘৃতমধত্তং। বৃষ্ট্যুৎপাদনেনাগ্নের্যাগার্থং হবীংষি নিষ্পাদিতবন্তাবিত্যর্থঃ। ঋবীসেঽপগততেজস্কে পৃথিবীদ্রব্যেঽবনীতমোষধীনামুৎপাদনায়াবস্তান্নীতং। পার্থিবাগ্নিনা পরিপক্ক উদকেন ক্লিন্নত্বাদ্ধ্যোষধিবনস্পতয়ো বিরোহন্তি। অত্রিং হবিষামত্তারমোষধিবনস্পত্যাদিনাং বা। এবংবিধমগ্নিং সর্ব্বগণং ব্রীহ্যাদ্যোষধিগণোপেতং হে অশ্বিনৌ যুবাং স্বস্তি অবিনাশো যথা ভবতি তথোন্নিন্যথুঃ। ব্রীহ্যাদ্যোষধিবনস্পতিরূপেণ ভূমেরুপরিষ্টান্নীতবন্তৌ। কারণাত্মনা পার্থিবাগ্নৌ বর্ত্তমানং সর্ব্বমোষধিবনস্পত্যাদিকমশ্বিনৌ প্রকর্ষেণ ব্যক্তীকৃতবন্তাবিত্যর্থঃ। অয়ং পক্ষো যাস্কেন হিমেনোদকেনেত্যাদিনোক্তঃ। নি০ ৬।৩৬।

---

'ঘ্রংসং' দীপ্যমান অত্রির বাধনার্থ অসুরগণ কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত তুষাগ্নিকে 'অবারয়েথাং' আপনারা নিবারিত করিয়াছিলেন - শীতল করিয়াছিলেন - ইহাই অর্থ। অপিচ 'অস্মৈ' অসুর-পীড়নে কার্শ্য-প্রাপ্ত অত্রিকে 'পিতুমতী' ( পিতুঃ এই পদ অন্ন-নাম-বাচক ) অন্নযুক্ত 'ঊর্জ্জং' বলপ্রদ রসাত্মক ক্ষীরাদি 'অধত্তং' পুষ্টির জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। 'ঋবীসে' অপগত প্রকাশে পীড়া-যন্ত্র-গৃহে 'অবনীতং' অবাঙ্মুখের দ্বারা অসুরগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত অত্রিকে 'সর্ব্বগণং' ( গণঃ অর্থাৎ সমূহ ) সকল ইন্দ্রিয়গণের বা পুত্রাদি সমূহের দ্বারা উপেত 'স্বস্তি' অবিনাশ যেমন হয় সেইরূপ 'উন্নিন্যথুঃ' সেই গৃহ হইতে নির্গমন করাইয়া আপনারা স্ব-গৃহকে প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন। অথবা, 'হিমেন' শীতের দ্বারা বৃষ্টির জলের দ্বারা 'অগ্নিং' অগ্নির ন্যায় তীক্ষ্ণ 'ঘ্রংসং' ( ইহা অহঃ-নাম-বাচক ) সামর্থ্য-হেতু নিদাঘকালীন অহকে 'অবারয়েথাং' সেই অহের তীক্ষ্ণতা নিবারণ করিয়াছিলেন। অপিচ, 'অস্মৈ' অগ্নিকে 'পিতুমতীং' চরুপুরোডাশাদিলক্ষণ অন্নের দ্বারা উপেত 'ঊর্জ্জং' বলকর রসাত্মক উপস্তরণাভিধারাত্মক ঘৃতকে 'অধত্তং' বৃষ্টির উৎপাদনের দ্বারা অগ্নির যজ্ঞের নিমিত্ত হবিঃ-সমূহ নিষ্পাদিত করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। 'ঋবীসে' অপগততেজস্ক পৃথিবী-দ্রব্যে 'অবনীতং' ওষধিসমূহের উৎপাদনের জন্য অবস্ত হইতে নীত পার্থিব অগ্নির দ্বারা পরিপক্ক উদকের দ্বারা ক্লিন্ন-হেতু ওষধি-বনস্পতিতে বিহরণ করে। 'অত্রিং' হবিঃসমূহের অথবা বনস্পতিগণের অত্তার এইরূপ অগ্নিকে 'সর্ব্বগণং' ব্রীহি ইত্যাদি ওষধি-বনস্পতি-রূপের দ্বারা ভূমির উপরিস্থান হইতে কারণাত্মক ( কারণভূতরূপে ) 'পার্থিবাগ্নৌ' পৃথিব্যাগ্নিতে বর্ত্তমান সকল ওষধি ও বনস্পতিকে অশ্বিদ্বয় 'প্রকর্ষেণ' বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন - ইহাই ভাব। এখানে যাস্কের মতে 'হিমেন' পদের অর্থ 'জল প্রভৃতি দ্বারা'। ( নি০ ৬।৩৬। )

পিতুমতীং। হ্রস্বনুড্ভ্যাং মতুবিতি মতুপ উদাত্তত্বং। ঋবীসে। অত্র যাস্কঃ। ঋবীসমপগতভাসমপচিতভাসমপহৃতভাসমনর্হিতভাসং গতভাসং বেতি। নি০ ৬৩৫। পৃষোদরাদিত্বাদভিমতরূপস্বরসিদ্ধিঃ। অত্রিং। অদ ভক্ষণে। অদেস্ত্রিনশ্চেতি চশব্দাৎ ত্রিপ্। অবনীতং। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। স্বস্তি। অস্ ভুবি। ভাবে ক্তিন্। ছন্দস্যুভয়থেতি সার্ব্বধাতুকত্বাদস্তের্ভূভাবাভাবঃ। (১ম - ১১৬সূ - ৮ঋ)।

⁂

## অষ্টম (১২৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার সহিত একটী উপাখ্যানের সম্বন্ধ সংসূচিত হয়। অত্রি নামক কোনও ঋষিকে অগ্নিময় একটী গৃহে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। সেই গৃহে শৈত্যের প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া, অশ্বিদ্বয় ঋষির জীবন-রক্ষা করেন। এই সে উপাখ্যান। এই উপাখ্যান উপলক্ষে আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়; এবং অনার্য্যগণ আর্য্যগণকে যেরূপে উৎপীড়ন করিত, তাহার দৃষ্টান্ত-ক্ষেত্রে এই ব্যাপার প্রখ্যাত হইয়া থাকে।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের দুইটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। প্রথমটী উক্ত আখ্যায়িকামূলক; দ্বিতীয়টী রূপকে যজ্ঞ-সম্বন্ধ-সূচক। সুতরাং বাহ্য দৃষ্টিতে এই ঋক্‌টীকে একটী আখ্যায়িকা বলিয়া মনে করিলেও তাহার মূলে যে আরও গভীরতর একটা সত্য আছে, তাহা তিনিও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। এই সত্যের কথাই আমরা স্বীকার করি। তবে আমাদিগের বক্তব্য,—এই রূপকে কেবল লৌকিক যজ্ঞের কথা নয়—তার চেয়ে আরও বড় সত্যের সন্ধান আমরা এই মন্ত্রে প্রাপ্ত হই। তাহা জ্ঞান-যজ্ঞ,—জ্ঞানাগ্নিতে অজ্ঞানের আহুতি।

---

পিতুমতীং। 'হ্রস্ব নুড্‌ভ্যাং মতুপ্‌' ইত্যাদি সূত্রে মতুপের উদাত্তত্ব। ঋবীসে। এখানে যাস্ক,—ঋবীসমপগতভাসমপচিতভাসমপহৃতভাসমনর্হিতভাসং গতভাসং বা (নি০ ৬৩৫) ইত্যাদি। পৃষোদরাদিত্ব-হেতু অভিমত-রূপ স্বরসিদ্ধি। অত্রিং। অদ-ধাতু ভক্ষণার্থক। 'অদেস্ত্রিনিশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে চ-শব্দ-হেতু ত্রিপ্। অবনীতং। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতির (গম্-ধাতুর) প্রকৃতিস্বরত্ব। স্বস্তি। অস্-ধাতু হওয়া অর্থে ব্যবহৃত। ভাবে ক্তিন্। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে সার্ব্বধাতুকত্ব-হেতু অস্তের (অস্-ধাতুর) ভূ-ভাবের অভাব ॥ ৮ ॥

⁂

অজ্ঞানের দ্বারা মানবের আত্মা আচ্ছন্ন থাকে, আর সেইজন্য মানুষ হীনশক্তি ও ক্ষীণতেজ হয়। কিন্তু যখন হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন অজ্ঞানতাজনিত পাপকর্ম্ম অসম্ভব হইয়া উঠে—হৃদয়-নিহিত রিপুগণ আর মাথা তুলিতে পারে না। মানুষের দুঃখ ও পতনের মূল—অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতার অন্ধকারে রিপুগণ তস্করের ন্যায় আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে, অন্ধকারের মধ্যেই তাহাদের শক্তি সমধিক কার্য্যকরী হয়। তাহার ফলে মানব হৃতসর্ব্বস্ব হয়—হীনশক্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মনের নিম্নাভিমুখী বৃত্তিগুলি সূর্য্যোদয়ে চোরের ন্যায় পলায়ন করে—মনে সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, দেবভাবের সমাবেশ হয়। মানুষ তখন আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে,—পরাশান্তি লাভের পথে অগ্রসর হয়। তখন উর্দ্ধগতিবিশিষ্ট আত্মা ভগবৎচরণে পৌঁছায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অজ্ঞানতা-রূপ ব্যাধিই মানবের দুঃখের মূল। সেই ব্যাধির চিকিৎসার্থ দেববৈদ্যকে আহ্বান করা হইয়াছে। তাঁহারা আমাদিগের হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশ করিয়া আমাদিগের দুঃখ-ব্যাধির মূলোৎপাটন করুন—আমাদিগকে চরম মঙ্গলের পথে পরিচালিত করুন,—এই প্রার্থনাই এখানে আমরা দেখিতে পাই। আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহার মূলতত্ত্ব উপলব্ধ হইবে। অধিক বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র ॥ (১ম—১১৬সূ—৮ঋ)॥

## নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

পরাবতং নাসত্যানুদেথামুচ্চাবুধ্নং চক্রথুর্জ্জিহ্মবারং।
ক্ষরন্নাপো ন পায়নায় রায়ে সহস্রায়
তৃষ্যতে গোতমস্য ॥ ৯ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং ।

পরা । অবতং । নাসত্যা । অনুদেথাং । উচ্চাঽবুধ্নং । চক্রথুঃ । জিহ্মঽবারং ।

ক্ষরন্ । আপঃ । ন । পায়নায় । রায়ে । সহস্রায় ।

তৃষ্যতে । গোতমস্য ॥ ৯ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'নাসত্যা' ( সত্যস্বরূপৌ সত্যপ্রাপকৌ হে দেবৌ ) যুবাং 'অবতং' ( নিম্নগং, পতিতং জনং ) 'পরা' ( পরাজ্ঞানং শ্রেষ্ঠস্থানং ) 'অনুদেথাং' ( প্রাপয়েথাং ), তথা 'জিহ্মবারং' ( বক্রগতিনিবারকং, অপকর্ম্মবারকং ইত্যর্থঃ ) 'উচ্চাবুধ্নং' ( ঊর্দ্ধমূলপ্রাপকং, উচ্চগতিসাধকং —সৎকর্ম্মসম্পন্নং ইতি যাবৎ ) 'চক্রথুঃ' ( কুরুতঃ ) ; যুবাং এব 'তৃষ্যতে' ( তৃষ্ণার্ত্তস্য, ভগবন্তং প্রাপ্তেঃ অভিলাষিণঃ ইত্যর্থঃ ) 'গোতমস্য' ( জ্ঞানিনঃ ) 'পায়নায়' ( প্রাপণায়, উপভোগনিমিত্তায় ইত্যর্থঃ ) 'সহস্রায়' ( অশেষবিধায় ) 'রায়ে' ( ধনায়—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপায় ) 'আপঃ ন' ( জলপ্রবাহবৎ, অবিরামধারয়া ইত্যর্থঃ ) 'ক্ষরন' ( ক্ষরতঃ, প্রবাহয়তঃ )। অয়ং ভাবঃ—দেবভাবস্য সমাবেশেন যথা ভগবদনুসারিণঃ জ্ঞানিনঃ পরমার্থং প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ তেনৈব পতিতঃ জনোঽপি সৎকর্ম্মশীলঃ সন্ অভীষ্টং লব্ধুং সমর্থঃ ভবতি। ( ১ম ১১৬সূ -৯ঋ ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ ।

সত্যস্বরূপ সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয় ! আপনারা পতিতজনকে শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত করেন, এবং বক্রগতি-নিবারক ( অপকর্ম্মবারক ) উচ্চগতি-সাধক সৎকর্ম্মসম্পন্ন করেন ; আপনারাই ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষী জ্ঞানীর উপভোগের নিমিত্ত অশেষবিধ ধনকে ( ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধনকে ) জলপ্রবাহবৎ অবিরাম-ধারায় প্রবাহিত রাখিয়াছেন। ( ভাব এই যে,—দেবভাবের সমাবেশে যেমন ভগবদনুসারী জ্ঞানিগণ পরমার্থকে প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপ তদ্দ্বারাই পতিত-জনও সৎকর্ম্মশীল হইয়া অভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হয়। )॥ ( ১ম—১১৬সূ—৯ঋ )।

* * *

## সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্রেদমাখ্যানং। কদাচিন্মরুভূমৌ বর্ত্তমানস্য স্তোতুর্গোতমস্য ঋষেঃ সমীপং দেশান্তরে বর্ত্তমানং কূপমুৎখায়াশ্বিনৌ প্রাপয়েতাং। প্রাপয্য চ তং কূপং স্নানপানাদিসৌকর্য্যায় উপরিমূলমধোবিলমবস্থাপয়তামিতি। তদেতদাহ। হে নাসত্যা সত্যস্বভাবৌ সত্যস্য নেতারৌ নাসিকাপ্রভবৌ বা। এতৎসংজ্ঞাবশ্বিনৌ যুবামবতং। কূপনামৈতৎ। অবস্তাত্ততং কূপং পরানুদেথাং। গোতমস্য ঋষেঃ সমীপে প্রেরিষাথাং। তদনন্তরং তং কূপমুচ্চাবুধ্নং। উচ্চৈরুপরিষ্টাৎ বুধ্নো মূলং যস্য স তথোক্তঃ। জিহ্মবারং জিহ্মমধস্তাদ্বর্ত্তমানং তথা বক্রং বারং দ্বারং যস্য স তথোক্তঃ। এবংগুণবিশিষ্টং চক্রথুঃ। যুবামকুষাথাং। তস্মাৎ কূপাৎ তৃষ্যতে পিপাসতো গোতমস্য পায়নায় পানার্থমাপো ন আপশ্চ। অয়ং নশব্দশ্চার্থে। ক্ষরন্। প্রবাহরূপেণ নিরগমন্। কীদৃশস্য। রায়ে হবীংষি দত্তবতেঃ। সহস্রায় সহনশীলায়। যদ্বা। সহস্রসংখ্যায় রায়ে ধনায়। এতৎসংখ্যধনলাভার্থং চাক্ষরন ॥

অনুদেথাং নুদপ্রেরণে। তৌদাদিকঃ। জিহ্মবারং। দ্বারশব্দস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ বারাদেশঃ। ক্ষরন্। ক্ষরসঞ্চলনে। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙো লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ। পায়নায়। হেতুমতিণিচ্। শাচ্ছাসাহ্বেতি যুক্। ভাবে ল্যুট্। রায়ে। রা দানে। রাতি দদাতীতি রাঃ। রাতের্ডৈঃ। উ০ ২ ৬৫। উড়িদমিতি বিভক্তে

---

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এখানে এই আখ্যায়িকা। কোনকালে মরুভূমিতে অবস্থিত স্তুতিপরায়ণ গৌতম ঋষির নিকটে অশ্বিদ্বয় অন্য দেশ হইতে একটী কূপ উঠাইয়া আনিয়া দিয়াছিলেন, এবং গোতমের স্নান পানাদির সুবিধার জন্য সেই প্রদত্ত কূপের মুখনীচে করিয়া ও তলদেশ উচ্চ করিয়া ধরিয়াছিলেন—ইহাই কথিত আছে। 'নাসত্যা' হে সত্যের নেতৃদ্বয় অথবা নাসিকা প্রভব! এতৎসংজ্ঞক অশ্বিদ্বয়! আপনারা 'অবতং' (কূপনাম-বাচক) নিম্নাভিমুখী সেই কূপকে 'পরানুদেথাং গোতম ঋষির নিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন তদনন্তর সেই কূপকে 'উচ্চাবুধ্নং' উপরে বুধ্ন, বা মূল যাহার সেই, 'জিহ্মবারং' নিম্নে অবস্থিত বার বা দ্বার যাহার সেই, এইরূপ গুণবিশিষ্ট 'চক্রথুঃ' করিয়াছিলেন। সেই হেতু কূপ হইতে 'তৃষ্যতে' পিপাসার্ত্ত 'গোতমস্য' গোতমের 'পায়নায়' পানের নিমিত্ত 'আপো ন' এবং জলকে (এই ন শব্দ এবং-অর্থবাচক) 'ক্ষরন্' প্রবাহ-রূপে নির্গত করিয়াছিলেন। কীদৃশ? 'রায়ে' হবিঃসমূহ দান কারীকে। 'সহস্রায়' সহনশীল অথবা সহস্র-সংখ্যক ধনের নিমিত্ত এতৎসংখ্যক ধনলাভ করাইবার নিমিত্ত ক্ষরণ করিয়াছিলেন।

অনুদেথাং। নুদ-ধাতু প্রেরণার্থক। তুদাদিগণীয়। জিহ্মবারং। দ্বারশব্দের পৃষোদরাদিত্ব-হেতু বারাদেশ। ক্ষরন্ ক্ষর-ধাতু সঞ্চলনার্থক। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। শপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব। তিঙের লসার্ব্বধাতুক স্বরের দ্বারা ধাতুস্বর। পায়নায়। 'হেতুমতি চ' ইত্যাদি সূত্রে নিচ্। 'শাচ্ছাসাহ্বা' ইত্যাদি সূত্রে যুক্। ভাবে ল্যুট্। রায়ে। রা ধাতু দানার্থক। 'রাতি দদাতি' ইত্যাদি বাক্যে রা। 'রাতের্ডৈঃ' (উ০২।৬৫)

ক্ষদাত্তত্বং । তৃষ্যতে । ঞিতৃষা পিপাসায়াং । শ্যন্ । লটঃ শতৃ । শনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং । ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী বক্তব্যেতি চতুর্থী ॥ ( ১ম—১১৬সূ – ৯ঋ ) ॥

* * *

## নবম ঋকের ( ১২৬৬ ) বিশদার্থ ।

এই ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যায় একটী আখ্যায়িকার অবতারণা দেখিতে পাই। সায়ণভাষ্যের অনুসরণ করিলেই তাহা জানা যাইবে। কিন্তু এই ঋকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে, তৃষ্ণার্ত্ত গোতম ঋষির উপাখ্যান-উপলক্ষে, এখানে অশ্বিদ্বয়ের ঐ যে অলৌকিক কর্ম্মকাহিনী বিবৃত হইয়াছে; পূর্ব্বে ( ১ম—৮৫সূ—১১ঋ ) মরুদ্গণ কর্ত্তৃক ঐ কর্ম্ম সাধিত হইয়াছিল বলিয়া ব্যাখ্যাদিতে উল্লেখ দেখিয়াছি। ঋষির তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য শূন্যপথে কূপ পরিচালনা করিয়া আনা হইয়াছিল এবং সেই কূপের মুখটা নিম্নের দিকে ( জিহ্মবারং ) এবং তলদেশ আকাশে সংলগ্ন ( উচ্চাবুধ্নং ) ছিল;—উভয়ত্রই ব্যাখ্যাদিতে এই প্রহেলিকাই প্রকট হইয়া আছে। বাস্তবিক পক্ষে একটা কূপ ঊর্দ্ধতল অবস্থায় কিরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এরূপ কূপ-সৃষ্টি সম্ভবপর কিনা, জানি না। সে বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণা আকর্ষণ করিতেছি। আমরা এই ঋকটী যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহাই বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। পূর্ব্বেও এ বিষয় আলোচনা করা গিয়াছে।

মানুষের হৃদয়ে দেবভাব ও পশুভাব দুই ই বর্ত্তমান আছে। পণ্ডিতগণ মনুষ্যত্বের অর্থ করিয়াছেন—দেবত্ব ও পশুত্বের সমাবেশ ( Humanity = Divinity + Animality )। বস্তুতঃ মানুষ দেবতারই অংশ - সেই পরম সত্ত্বার একটী প্রকাশমাত্র। বহিঃপ্রকৃতির সংস্রব-হেতু তাহার মধ্যে পশুত্বও বর্ত্তমান থাকে। সেই পশুত্বকে দূরীভূত করিয়া দেবত্ব লাভ করাই মানবের চরম পুরুষার্থ। সেই পুরুষার্থ লাভ সম্ভবপর হয়—জ্ঞানের দ্বারা। জ্ঞান মানুষের মন হইতে পশুত্বকে দূর করিয়া মানুষে

---

ইত্যাদি সূত্রে ড-প্রত্যয় 'উড়িদং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তের উদাত্তত্ব। তৃষ্যতে। ঞিতৃষ ধাতু পিপাসার্থক। শ্যন্-প্রত্যয়। লটে শতৃ। শ্যনের নিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। 'ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী বক্তব্য' ইত্যাদি সূত্রে চতুর্থী। ( ১ম—১১৬সূ—৯ঋ )।৯॥

দেবভাবের সমাবেশ করে। মানুষ তাহার প্রকৃতিবশে অজ্ঞানতায় মোহে আচ্ছন্ন হইয়া অসৎকর্ম্ম করে ও তদ্দ্বারা আত্মার অধঃপতন ঘটায়। জ্ঞানের উন্মেষে মানুষ আপনার চরম লক্ষ্য বুঝিতে পারে ও সেই লক্ষ্য সাধনের উপায়ভূত সৎকর্ম্ম-সাধনে নিযুক্ত হয়। তাহার ফল ভগবৎ-প্রাপ্তি—যাহাকে আমরা চরম পুরুষার্থ বলিয়াছি। সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিলে, জীবনে অসৎকর্ম্ম অসচ্চিন্তা অসম্ভব হয়। সুতরাং জ্ঞানের উন্মেষে—হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশে—শুধু ভক্ত সাধকই যে তাঁহার অভিলষিত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ মহাধন প্রাপ্ত হন, তাহা নয়; পরন্তু অসৎকর্ম্মের ফলে পতিত জনও তাহার জীবনের ভ্রান্তগতি পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া মোক্ষ-সাধনের পথে চলিতে থাকে,—পাপের বক্রপথে—গোলক-ধাঁধায়—তাহাকে আর ঘুরিয়া মরিতে হয় না। জ্ঞানের বিকাশে, সৎকর্ম্মের সমাধানে, একবার প্রকৃত দেবভাবের উন্মেষ হইলে, হৃদয়ে চির-শান্তির প্রস্রবণ বহিতে থাকে;—আর সেই অমৃত-প্লাবনে অভিষিক্ত হইয়া মানব কৃতার্থ হয়—ধন্য হয়।

কোন্ দৃষ্টিতে, কোন্ পদের কোন্ অর্থ পরিগ্রহণে ঐ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই তাহা বোধগম্য হইবে। ( ১ম—১১৬সূ—৯ঋ ) ॥

### দশমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। দশমী ঋক্।

জুজুরুষো নাসত্যোত বব্রিং প্রামুঞ্চতং

দ্রাপিমিব চ্যবানাৎ।

প্রাতিরতং জহিতস্যায়ুর্দ্দস্রাদিৎ

পতিমকৃণুতং কনীনাং॥ ১০॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

জুজুরুষঃ। নাসত্যা। উত। বব্রিং। প্র। অমুঞ্চতং।

দ্রাপিংঽইব। চ্যবানাৎ।

প্র। অতিরতং। জহিতস্য। আয়ুঃ। দস্রা। আৎ। ইৎ।

পতিং। অকৃণুতং। কনীনাং॥ ১০॥

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' (সৎস্বরূপৌ সত্যপ্রাপকৌ হে দেবৌ) 'জুজুরুষঃ' (জীর্ণাৎ, পাপক্লিষ্টাৎ ইত্যর্থঃ) 'চ্যবানাৎ' (পতিতজনাৎ) তস্য 'বব্রিং' (পাপাবরণং, পাপসম্বন্ধং ইত্যর্থঃ) 'দ্রাপিমিব' (ক্লেদরূপকবচবৎ, মনুষ্যাঃ যথা গাত্রক্লেদং পরিষ্কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ) 'প্রামুঞ্চতং' (প্রকর্ষেণ মোচয়তঃ—যুবাং ইতি শেষঃ); 'উত' (অতঃ) 'দস্রা' (দর্শনীয়ৌ, সৎপথ-প্রদর্শকৌ হে দেবৌ) 'জহিতস্য' (সন্মার্গপরিত্যক্তস্য, পাপৈঃ জীর্ণস্য—মদীয়স্য ইতি যাবৎ) 'আয়ুঃ' (জীবনকালং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'প্রাতিরতং' (যুবাং প্রবর্দ্ধয়তং); 'আৎ' (অনন্তরং, এবং) মাং 'কনীনাং' (দীপ্তিশীলানাং সদ্বৃত্তীনাং) 'পতিং' (পালকং, পোষকং, তাসাং স্ফুরণোপযোগিনং কর্ম্মপরং ইত্যর্থঃ) 'অকৃণুতং' (কুরুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—যয়োঃ সৎপথপ্রদর্শকয়োঃ দেবয়োঃ অনুকম্পয়া পাপিনঃ পরিত্রাণং লভন্তে তৌ দেবৌ পাপিনে মহ্যং সৎকর্ম্মশীলং আয়ুঃ প্রদত্বা পরিত্রায়তং। (১ম-১১৬সূ-১০ঋ)।

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

সৎস্বরূপ সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! জীর্ণ পাপক্লিষ্ট পতিত জন হইতে তাহার পাপাবরণকে (পাপ-সম্বন্ধকে), ক্লেদরূপ কবচের ন্যায় (অর্থাৎ মনুষ্য যেমন গাত্রক্লেদ পরিষ্কার করে তদ্বৎ), আপনারা প্রকর্ষের সহিত মোচন করেন; অতএব, হে সৎপথপ্রদর্শক দেবদ্বয়! সন্মার্গ-পরিত্যক্ত—পাপ কর্তৃক জীর্ণ আমার জীবন-কালকে—সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যকে—আপনারা প্রবর্দ্ধিত করুন, এবং আমাকে দীপ্তিশীল সদ্বৃত্তি-

সমূহের পোষক অর্থাৎ সদ্বৃত্তিসমূহের স্ফুরণোপযোগী কর্ম্মপরায়ণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—যে সৎপথপ্রদর্শক দেবদ্বয়ের অনুকম্পায় পাপিগণ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, সেই দেবদ্বয় পাপী আমাকে সৎকর্ম্মশীল আয়ুঃ প্রদান করিয়া পরিত্রাণ করুন।)। (১ম—১১৬সূ—১০ঋ)॥

∴

### সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্রেদমাখ্যানং। বলীপলিতাদিভিরুপেতো জীর্ণাঙ্গঃ পুত্রাদিভিঃ পরিত্যক্তশ্চ্যবনাখ্য ঋষিরশ্বিনৌ তুষ্টাব। স্তুতাবশ্বিনৌ তস্মৈ ঋষয়ে জরামপগময্য পুনর্যৌবনমকুরুতামিতি। তদেতদাহ। হে নাসত্যাবশ্বিনৌ জুজুরুষো জীর্ণাৎ চ্যবনাৎ চ্যবনাখ্যাদৃষেঃ সকাশাৎ বব্রিং কৃৎস্নং শরীরমাবৃত্যাবস্থিতাং জরাং প্রামুঞ্চতং। প্রকর্ষেণামোচয়তং। তত্র দৃষ্টান্তঃ। দ্রাপিমিব। দ্রাপিরিতি কবচস্যাখ্যা। যথা কশ্চিৎ কবচং কৃৎস্নশরীরব্যাপকং ধৃত্বা পশ্চাচ্ছরীরাৎ পৃথক্করোতি তদ্বৎ। উত অপিচ হে দস্রা এতৎসংজ্ঞৌ দর্শনীয়ৌ বাশ্বিনৌ জহিতস্য পুত্রাদিভিঃ পরিত্যক্তস্য ঋষেরায়ুর্জীবনং প্রাতিরতং। প্রাবর্দ্ধয়তং। প্রপূর্ব্বস্তিরতির্বর্ধনার্থঃ। আদিৎ অনন্তরমেব যুবানং সন্তং কনীনাং কন্যানাং পতিং ভর্ত্তারং কৃণুতং। অকুরুতং॥

জুজুরুষঃ। জৄষ্ বয়োহানৌ। লিটঃ ক্বসুঃ। বহুলং ছন্দসীত্যুত্বং। দ্বির্ভাবঃ। পঞ্চম্যেকবচনে বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। বব্রিং। বৃঞ্ বরণে। আদৃগমহন ইতি কিপ্রত্যয়ঃ। জহিতস্য। ওহাক্ ত্যাগে। কর্ম্মণি নিষ্ঠা।

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এখানে এই আখ্যায়িকা। বলীপলিতাদির দ্বারা উপেত জীর্ণাঙ্গ পুত্রাদি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত চ্যবন-নামক ঋষি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিলেন। স্তুত অশ্বিদ্বয় সেই ঋষির জরা অপগমন করিয়া পুনরায় যৌবন প্রদান করিয়াছিলেন ইত্যাদি। তাহাই কথিত হইয়াছে, হে 'নাসত্যা' অশ্বিদ্বয়! জুজুরুষঃ' জীর্ণ 'চ্যবনাৎ' চ্যবন-নামক ঋষির নিকট হইতে 'বব্রিং' কৃৎস্ন শরীরকে আবৃত করিয়া অবস্থিত জরাকে 'প্রামুঞ্চতং' প্রকর্ষের দ্বারা মোচন করিয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত। 'দ্রাপিমিব' (দ্রাপি পদে কবচ আখ্যা বুঝায়) যেমন কোনও কবচ সমগ্র শরীরের ব্যাপক ধরিয়া (শরীর ব্যাপিয়া থাকিয়া) পশ্চাৎ শরীর হইতে আপনাকে পৃথক করে সেইরূপ। 'উত' অপিচ হে 'দস্রা' এই সংজ্ঞক দর্শনীয় অশ্বিদ্বয় 'জহিতস্য' পুত্রাদিগণের দ্বারা পরিত্যক্ত ঋষির 'আয়ুঃ' জীবনকে 'প্রাতিরতং' প্রবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। প্র-পূর্ব্বক তির-ধাতু বর্দ্ধনার্থক। 'আদিৎ' অনন্তর যুবা করিয়া 'কনীনাং' কন্যাগণের 'পতিং' ভর্ত্তা 'অকৃণুতং' করিয়াছিলেন।

জুজুরুষঃ। জৄষ-ধাতু বয়োহানি-অর্থক। লিটে ক্বসু-প্রত্যয়। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উত্ব। দ্বির্ভাব। পঞ্চমীর একবচনে 'বসো সম্প্রসারণং' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। 'শাসিবসিঘসীনাং চ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। বব্রিং। বৃঞ্-ধাতু বরণার্থক। 'আদৃগমহনঃ' ইত্যাদি সূত্রে কি-প্রত্যয়। জহিতস্য। ওহাক্-ধাতু ত্যাগার্থক। কর্ম্মে নিষ্ঠা। তাহাতে

তস্য ছন্দস্যুভয়থেতি সার্ব্বধাতুকত্বাদ্যক্। তস্য বহুলং ছন্দসীতি শ্লুঃ। জহাতেশ্চেতীত্বম্। পা০ ৬।৪।১১৬। কনীনাং। রয়েশ্মতৌ বহুলমিতি বহুলবচনাৎ কন্যাশব্দস্যাত্র সম্প্রসারণং॥ (১ম ১১৬সূ — ১০ঋ)।

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে নবমো বর্গঃ॥ ১.৮.৯॥

## দশম ঋকের ( ১২৬৭ ) বিশদার্থ।

সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে চ্যবন নামক ঋষির পুনর্যৌবন লাভের আখ্যায়িকা বিবৃত হয়। জরাগ্রস্ত চ্যবন ঋষি স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তবে তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের কৃপায় যৌবন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত হয়, তাঁহারা চ্যবন ঋষিকে যে ঔষধ প্রদান করেন, তাহা 'চ্যবন-প্রাশ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই আখ্যায়িকা অনুসরণ করিলে দেখা যায়, অতি প্রাচীন কালেও ভারতে বৃদ্ধের যৌবন-প্রাপ্তির মহৌষধ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই মতের অনুসরণে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ও বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন।

পূর্ব্বোক্ত নবম ঋকের সহিত এই ঋকটীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংসূচিত দেখি। অসত্য—পাপ—অসৎকর্ম্ম আমাদিগকে ক্লেদ-কবচের ন্যায় ঘিরিয়া আছে। তাহা মোচন করিতে না পারিলে, সত্যের সাক্ষাৎ পাইবার উপায় নাই। মন্ত্রটীর প্রথম অংশে এই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে; এবং শেষভাগে পাপ হইতে উদ্ধারের জন্য—সদ্বৃত্তিনিচয় পরিস্ফুরণের জন্য—প্রার্থনা করা হইয়াছে। নবম ঋকে অসৎকর্ম্মকে বক্রগতি বলা হইয়াছে; আর এই দশম ঋকে অসৎকর্ম্মকে ক্লেদ-কবচের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যে দিক দিয়াই হউক না কেন, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, অসৎকর্ম্ম আত্মাকে অধঃপতিত করে। যে পর্য্যন্ত না মানুষ তাহার পাপের জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে সত্য-দর্শন—মোক্ষলাভ—সত্যিকার নবজীবন-যৌবন লাভ—অসম্ভব।

---

'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে সার্ব্বধাতুকত্ব-হেতু যক্-প্রভাব। তাহার 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শ্লু। 'জহাতেশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৬।৪।১১৬) ইত্ব। কনীনাং। 'রয়েশ্মতৌ বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে বহুল-বচন-হেতু এখানে কন্যা-শব্দের সম্প্রসারণ॥ (১ম - ১১৬সূ - ১০ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের নবম বর্গ সমাপ্তঃ॥ ১৮.৯॥

মানুষের প্রকৃত জীবন—তাহার আধ্যাত্মিক জীবন। অমৃতের অধিকারী মানব যে পর্য্যন্ত না অমৃতত্ব-লাভের পথে চলে, সে পর্য্যন্ত তাহার সত্য জীবন আরম্ভ হয় না। সেই আয়ুষ্কাল আরম্ভ হয় তখন,—যখন সে অসত্য হইতে সত্যে পৌঁছায়,—যখন তাহার জীবনে অসৎ অন্যায় অসম্ভব হইয়া যায়। আমরা মনে করি, সেই আয়ুঃলাভের প্রার্থনাই এই মন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ॥ (১ম—১১৬সূ—১০ঋ) ॥

---

### একাদশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। একাদশী ঋক্। )

তদ্বাং নরা শংস্যং রাধ্যং
চাভিষ্টিমন্নাসত্যা বরূথং।
যদ্বিদ্বাংসা নিধিমিবাপগূল্হমুদ্দ-
শতাদূপথুর্ব্বন্দনায় ॥ ১১ ॥

. . .

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। বাং। নরা। শংস্যং। রাধ্যং।
চ। অভিষ্টিঽমৎ। নাসত্যা। বরূথং।
যৎ। বিদ্বাংসা। নিধিংঽইব। অপঽগূল্হং। উৎ।
দর্শতাৎ। উপথুঃ। বন্দনায় ॥ ১১ ॥

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরা' (নেতৃস্থানীয়ৌ, উদ্ধারকারিণৌ ইত্যর্থঃ) 'নাসত্যা' (সত্যস্বরূপৌ সত্যপ্রাপকৌ হে দেবৌ) 'বাং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধিনং) 'যৎ' (কর্ম্ম) তৎ 'অভিষ্টিমৎ' (অভীষ্টপ্রদং) 'বরূথং' (বরণীয়ং) 'শংস্যং' (প্রশংসনীয়ং) তথা 'রাধ্যং' (আরাধনীয়ং, অনুসর্ত্তব্যং ইত্যর্থঃ); সত্ত্বসম্বন্ধযুতং কর্ম্ম অভীষ্টপ্রাপকং অতঃ অনুষ্ঠেয়ং — ইতি ভাবঃ; 'বিদ্বাংসা' (জানন্তৌ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞৌ যুবাং) 'যৎ' (যস্মাৎ কারণাৎ, সৎকর্ম্মপরায়ণত্বাৎ) 'উদ্দর্শতাৎ' (ঊর্দ্ধদৃষ্টিবশাৎ, ভগবতি ন্যস্তচিত্তত্বাৎ) 'বন্দনায়' (উপাসকায়, সত্ত্বানুসারিণে ইত্যর্থঃ) 'নিধিমিব অপগূহ্লং' (নিগূঢ়প্রদেশে লুক্কায়িতং সাধারণৈঃ অপ্রাপ্যং রত্নমিব তৎ ধনং, পরমার্থং ইত্যর্থঃ) 'ঊপথুঃ' (প্রযচ্ছতঃ ইত্যর্থ); সৎকর্ম্মপরায়ণতা এব পরমার্থং প্রাপয়তি — ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—১১৬সূ—১১ঋ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

নেতৃস্থানীয় (উদ্ধারকারী) সত্যস্বরূপ সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় যে কর্ম্ম, তাহা অভীষ্টপ্রদ বরণীয় প্রশংসনীয় এবং আরাধনীয় অর্থাৎ অনুসর্ত্তব্য; (ভাব এই যে,—সত্ত্বসম্বন্ধযুক্ত কর্ম্ম অভীষ্টপ্রাপক অতএব অনুষ্ঠেয়); সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ আপনারা, সৎকর্ম্মপরায়ণতা-হেতু—ভগবানে ন্যস্তচিত্তত্ব-হেতু, সত্ত্বানুসারী উপাসকের নিমিত্ত নিগূঢ়-প্রদেশে লুক্কায়িত সাধারণের অপ্রাপ্য রত্নের ন্যায় সেই ধনকে অর্থাৎ পরমার্থকে প্রদান করেন; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মপরায়ণতাই পরমার্থকে প্রাপ্ত করায়।) ॥ (১ম—১১৬সূ—১১ঋ) ॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্রেদমাখ্যানং। বন্দনো নাম কশ্চিৎ ঋষিঃ। স চাসুরৈঃ কূপে নিধায় উত্তরীতুমশক্নুবন্নশ্বিনাবস্তৌৎ। তমশ্বিনৌ কূপাদুন্নিন্যতুরিতি। তদাহ। নরা আরোগ্যস্য নেতারৌ হে নাসত্যাবশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধি অভিষ্টিমদভ্যেষণযুক্তমাভিমুখ্যেন প্রাপ্তব্যং তথা বরূথং বরণীয়ং

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এখানে এই আখ্যায়িকা। বন্দন-নামক কোনও ঋষি ছিলেন। সেই ঋষি অসুরগণ কর্ত্তৃক কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। কূপ হইতে উঠিতে অসমর্থ হইয়া অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অশ্বিদ্বয় কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইত্যাদি। তাহা কথিত হয়। 'নরা' আরোগ্যের নেতা হে অশ্বিদ্বয়! 'বাং' আপনাদিগের সম্বন্ধীয় 'অভিষ্টিমৎ' অভ্যেষণযুক্ত অভিমুখ্যের দ্বারা প্রাপ্তব্য আর 'বরূথং' বরণীয় কাময়িতব্য সেই কর্ম্ম 'শংস্যং' আমাদিগ-কর্ত্তৃক

কাময়িতব্যং তৎ কর্ম্ম শংস্যং। অস্মাভিঃ প্রশংসনীয়ং। রাধ্যং আরাধনীয়ং চ। কিং পুনস্তৎকর্ম্ম। বিদ্বাংসা জানন্তৌ যুবাং নিধিমিব নিক্ষিপ্তং ধনমিবাপগূহ্লং অরণ্যে নির্জ্জনে দেশে অসুরৈর্নিগূঢ়ং বন্দনায় বন্দনং ঋষিং দর্শতাদধ্বগৈঃ পিপাসুভির্দ্রষ্টব্যাৎ কূপাদুদূপথুঃ। উদহার্ষ্টং। এবং যদেতৎ কূপাদুদ্ধরণন্তদিত্যর্থঃ॥

শংস্যং। শংসু স্তুতৌ। অস্মাণ্ণ্যন্তাদচো যদিতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অভিষ্টিমৎ। অভিপূর্ব্বাদিষ গত্যাবিত্যস্মাদ্ভবে ক্তিন্। মন্ত্রে বৃষেতি ক্তিন উদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন স এব শিষ্যতে। শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপত্বং। তাদৌ চেতি তু গতিস্বরস্য সর্ব্ববিধীনাং ছন্দসি বিকল্পিতত্বাদপ্রবৃত্তিঃ। ততো মতুপ্॥ অন্তোদাত্তাদুত্তরস্য তস্য হ্রস্বনুড্ভ্যামিত্যুদাত্তত্বং। বরূথং॥ জৄবৃঞ্ভ্যামূথন্। বিদ্বাংসা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। অপগূহ্লং। গুহূ সম্বরণে কর্ম্মণি নিষ্ঠা। যস্য বিভাষেতীট্প্রতিষেধঃ। ঢত্বধত্বষ্টুত্বঢ্রলোপদীর্ঘাঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। দর্শতাৎ। ভৃমৃদৃশীত্যাদিনাতচ্। উপথুঃ। টুবপ্ বীজতন্তুসন্তানে। লিটোথুস্। যজাদিত্বাৎ সম্প্রসারণং। দ্বির্ব্বচনাদি। বন্দনায়। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থী॥ (১ম—১১৬সূ—১১ঋ)॥

* * *

প্রশংসনীয় এবং আরাধ্য। পুনরায় সেই কর্ম্ম কি? 'বিদ্বাংসা' জ্ঞাত আপনারা 'নিধিমিব' নিক্ষিপ্ত ধনের ন্যায় 'অপগূহ্লং' অরণ্যে নির্জ্জন দেশে অসুরগণ কর্তৃক নিগূঢ় 'বন্দনায়' বন্দন ঋষিকে 'দর্শতাৎ' পিপাসু পথিকগণ কর্তৃক দ্রষ্টব্য কূপ হইতে 'উৎ উপথুঃ' উদ্ধার করিয়াছিলেন। এইরূপ যে এই কূপ হইতে উদ্ধার, তাহা - ইহাই অর্থ।

শংস্যং। শংসু-ধাতু স্তুত্যর্থক। ইহাতে ণ্যন্ত-হেতু 'অচো যৎ' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। 'যতোঽনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। অভিষ্টিমৎ। অভি-পূর্ব্ব ইষ্ ধাতু গত্যর্থক। ইহাতে ভাবে ক্তিন্। 'মন্ত্রে বৃষ' ইত্যাদি সূত্রে ক্তিন উদাত্তত্ব। কৃদুত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্বের দ্বারা তাহাই অবশিষ্ট থাকে। শকন্ধ্বাদিত্ব-হেতু পরের রূপত্ব 'তাদৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে গতি-স্বরের সকল বিধিসমূহের ছান্দসে বিকল্পিতত্ব-হেতু অপ্রবৃত্ত। তাহাতে মতুপ্। অন্তোদাত্তত্ব হেতু উত্তরের 'হ্রস্ব নুড্ভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে উদাত্তত্ব। বরূথং। 'জৄবৃঞ্ভ্যাং ঊথন' ইত্যাদি সূত্রে ঊথন্ প্রত্যয়। বিদ্বাংসা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। অপগূহ্লং। গূহূ ধাতু সম্বরণার্থক। কর্ম্মে নিষ্ঠা। 'যস্য বিভাষা' ইত্যাদি সূত্রে ইট্ প্রতিষেধ। ঢত্ব ধত্ব ষ্টুত্ব এবং 'ঢ্রলোপে' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘ। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতির (গম-ধাতুর) প্রকৃতি-স্বরত্ব। দর্শতাৎ। 'ভৃমৃদৃশি' ইত্যাদির দ্বারা অতচ্-প্রত্যয়। উপথুঃ। টুবপ্ ধাতু বীজ তন্তু এবং সন্তানার্থক। লিটে অথুস্ প্রত্যয়। যজাদিত্ব হেতু সম্প্রসারণ। দ্বিবচন প্রভৃতি। বন্দনায়। 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং' ইত্যাদি সূত্রে কর্ম্মে সম্প্রদান-হেতু চতুর্থী॥ (১ম - ১১৬সূ ১১ঋ)॥

* * *

# একাদশ (১২৬৮) ঋকের বিশদার্থ।

এখানেও ব্যাখ্যাদিতে একটী উপাখ্যানের সমাবেশ দেখি। বন্দন নামক একজন ঋষি কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় সেই কূপ হইতে ঋষির উদ্ধার-সাধন করেন। ঋষির উদ্ধার রূপ কর্ম্ম প্রশংসনীয় ও পূজিত হইয়া থাকে। ইহাই এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ।

এই দৃষ্টিতে 'নিধিমিব অপগূহ্লং' উপমার এবং 'দর্শতাৎ' পদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে;—রত্ন যেমন নিগূঢ় প্রদেশ হইতে উদ্ধার করা হয়, ঋষিকে সেইরূপ ভাবে উদ্ধার করা হইয়াছিল; এবং সেই কূপের মধ্যে নিপতিত ঋষি কূপ সমীপে উপস্থিত পিপাসু পথিকগণের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত ছিলেন।

আমরা কিন্তু মনে করি, ঐ 'বন্দনায়' পদে ঋষি-বিশেষকে লক্ষ্য করিতেছে না। ঐ পদের সাধারণ অর্থ—উপাসকের জন্য—সত্ত্বানুসারী জনের জন্য। সেই উপাসক যখন ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হয়েন, তখন তিনি নিগূঢ় প্রদেশে লুক্কায়িত রত্নের ন্যায় পরম ধনকে লাভ করেন। 'নিধিমিব অপগূহ্লং' উপমায় এই ভাবই প্রকাশ পায়। 'উদ্দর্শতাৎ' পদে, ঊর্দ্ধদৃষ্টিসম্পন্নতা-হেতু—ভগবানে ন্যস্তচিত্ততা-হেতু—অর্থ বুঝাইতেছে; এবং তদনুসারেই উপমিত লুক্কায়িত সে রত্ন পরমার্থ বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

তার পর, দেবদ্বয়ের যে কর্ম্মকে বন্দনীয় বা প্রশংসনীয় বলিয়া খ্যাপন করা হইয়াছে, সে কর্ম্ম যে সৎকর্ম্ম, তাহা স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়। দুইটী 'যৎ' পদের মর্ম্মার্থে প্রশংসনীয় সৎকর্ম্মকেই লক্ষ্য করিতেছে।

এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি,—ঋষি-বিশেষকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া দেবদ্বয় যে যশস্বী হইয়াছিলেন—এ ঋকের মর্ম্ম তাহা নহে; পরন্তু সৎকর্ম্মপরায়ণতাই যে পরমার্থ প্রাপক, সৎকর্ম্মই যে অজ্ঞানতা-রূপ কূপ হইতে মানুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে,—তাহাই এখানে দ্যোতিত হইয়াছে। (১ম-১১৬সূ—১১ঋ)।

## দ্বাদশী ঋক্‌।

( প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্‌। )

তদ্বাং নরা সনয়ে দংস উগ্রমাবিষ্কৃণোমি
তন্যতুর্ন বৃষ্টিং।
দধ্যঙ্‌ হ যন্মধ্বাথর্ব্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা
প্র যদীমুবাচ॥ ১২॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। বাং। নরা। সনয়ে। দংসঃ। উগ্রং। আবিঃ।
কৃণোমি। তন্যতুঃ। ন। বৃষ্টিং।
দধ্যঙ্‌। হ। যৎ। মধু। আথর্ব্বণঃ। বাং। অশ্বস্য। শীর্ষ্ণা।
প্র। যৎ। ঈং। উবাচ॥ ১২॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরা' ( হে নেতৃস্থানীয়ৌ দেবৌ ) 'বাং' ( যুবয়োঃ সম্বন্ধি ) 'উগ্রং' ( অত্যন্তং দুঃশকং, অন্যেষাং অসাধ্যং ইত্যর্থঃ ) 'তৎ' ( প্রসিদ্ধং ) 'দংসঃ' ( কর্ম্ম ) 'সনয়ে' ( অস্মাকং হিতসাধনায় ) 'তন্যতুঃ ন বৃষ্টিং' ( বর্ষায়াঃ বারি যথা অবিচ্ছেদেন সর্ব্বত্র বিস্তার্য্যতে সর্ব্বান্ স্নিগ্ধীকরোতি চ তদ্বৎ ) 'আবিষ্কৃণোমি' ( প্রকটীকরোমি, প্রকটীভূতং ভবতু ইতি ভাবঃ ); বৃষ্টিঃ যথা সমলং অমলং সর্ব্বং বস্তু স্নেহয়তি হে দেবৌ যুবাং তদ্বৎ পাপিনঃ অস্মান্ অপি করুণাবারি বিতরতং— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ; 'আথর্ব্বণঃ' ( মঙ্গলমার্গগামিনঃ, তৎপথাবলম্বিনঃ, সাধকাৎ ইত্যর্থঃ )

'যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'মধু' (অমৃতং—ক্ষরতি ইতি যাবৎ), 'দধ্যঙ্' (ধারণশীলঃ জনঃ, ধৃতিমান্ ইত্যর্থঃ) 'হ' (নিশ্চিতং—তৎ লভতে ইতি শেষঃ); 'বাং' (যুবয়োঃ প্রদত্তং) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'অশ্বস্য শির্ষ্ণা' (ব্যাপকজ্ঞানস্য শ্রেষ্ঠাংশং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ), 'ঈং' (তদেব ইমাং মধু) ইতি 'উবাচ' (কথিতবান্); সাধকাৎ যৎ মধু অমৃতং বা লোকাঃ প্রাপ্নুবন্তি তৎ সর্ব্বৈব যুবয়োঃ দানং ইতি শাস্ত্রৈঃ উক্তং—ইতি ভাবার্থঃ॥ (১ম—১১৬সূ—১২ঋ)॥

### বঙ্গানুবাদ।

হে নেতৃস্থানীয় দেবদ্বয়! আপনাদিগের সম্বন্ধীয়, অপরের অসাধ্য, সেই প্রসিদ্ধ কর্ম্ম, আমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত, বর্ষার বারি যেমন অবিচ্ছেদে সর্ব্বত্র বিস্তারিত হয়—উচ্চনীচ সকলকে স্নিগ্ধ করে সেইরূপ, প্রকটীভূত হউক; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—বৃষ্টি যেমন সমল অমল সকল বস্তুকে স্নিগ্ধ করে, হে দেবদ্বয়, আপনারা সেইরূপ পাপী আমাদিগকে করুণাবারি বিতরণ করুন); সৎপথাবলম্বী সাধকগণ হইতে যে প্রসিদ্ধ মধু (অমৃত) ক্ষরণ হয়, ধৃতিমান্ নিশ্চয়ই তাহা লাভ করেন; আপনাদিগের প্রদত্ত যে পরাজ্ঞান, তাহাই এই মধু (অমৃত) এইরূপ কথিত আছে; (ভাব এই যে,—সাধক হইতে যে মধু বা অমৃত মনুষ্যগণ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা সকলই আপনাদিগের দান—শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত আছে।)॥ (১ম—১১৬সূ—১২ঋ)॥

### সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্রেয়মাখ্যায়িকা। ইন্দ্রো দধীচে প্রবর্গ্যবিদ্যাং মধুবিদ্যাং চোপদিশ্য যদীমামন্যস্মৈ বক্ষ্যসি শিরস্তে ছেৎস্যামীত্যুবাচ। ততোঽশ্বিনাবশ্বস্য শিরশ্ছিত্বা দধীচঃ শিরঃ প্রচ্ছিদ্যান্যত্র নিধায় তত্রাশ্ব্যং শিরঃ প্রত্যধত্তাং। তেন চ দধ্যঙ্ ঋচঃ সামানি যজূংষি চ প্রবর্গ্যবিষয়াণি মধুবিদ্যা-প্রতিপাদকং ব্রাহ্মণং চাশ্বিনাবধ্যাপয়ামাস। তদিন্দ্রো জ্ঞাত্বা বজ্রেণ তচ্ছিরোঽচ্ছিনৎ।

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এখানে এই আখ্যায়িকা। ইন্দ্র দধীচিকে প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন—"যদি এই বিদ্যা অন্য কাহাকেও বল তবে তোমার শিরশ্ছেদন করিব।" অতঃপর অশ্বিদ্বয় অশ্বের মস্তক ছেদন করিয়া, দধীচির মস্তক ছেদন করিয়া তাহা অন্য স্থানে রাখিয়া, তাহাতে অশ্বের মাথা পরাইয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে অশ্বিদ্বয়কে দধীচি ঋষি প্রবর্গ্য-বিষয়ক ঋক্ সাম ও যজুঃ এবং মধুবিদ্যাপ্রতিপাদক ব্রাহ্মণ অধ্যাপন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাহা জানিয়া বজ্রের দ্বারা তাঁহার সেই মস্তক ছেদন

অথাশ্বিনৌ তস্য স্বকীয়ং মানুষং শিরঃ প্রত্যধত্তামিতি শাট্যায়নবাজসনেয়কয়োঃ প্রপঞ্চেনোক্তং। তদেতৎ প্রতিপাদ্যতে। হে নরা নরাবশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধ্যুগ্রমুদ্গূর্ণমন্যৈর্দুঃশকং দংসঃ। কর্ম্মনামৈতৎ। যুবাভ্যাং পুরা কৃতং তৎ কর্ম্ম সনয়ে ধনলাভার্থমাবিষ্কৃণোমি। প্রকটীকরোমি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। তন্যতুর্ন। যথা মেঘস্থ শব্দো বৃষ্টিং মেঘান্তর্ব্বর্ত্তমানমুদকং প্রবর্ষণেন সর্ব্বত্র প্রকটয়তি তদ্বৎ। কি তৎকর্ম্ম। আথর্ব্বণঃ পুত্রো দধ্যঙ্ এতৎসংজ্ঞ ঋষিরশ্বস্য শীর্ষ্ণা যুষ্মৎসামর্থ্যেন প্রতিহিতেন শিরসা বাং যুবাভ্যামীমিমাং মধুবিদ্যাং যদ্ধ যদা খলু প্রোবাচ। প্রোক্তবান্। তদানীমশ্বস্য শিরসঃ সন্ধানলক্ষণং পুনর্ম্মানুষস্য শিরসঃ প্রতিসন্ধানলক্ষণং চ যদ্যুবদীয়ং কর্ম্ম তদাবিষ্কৃণোমীত্যর্থঃ॥

সনয়ে। ষণু দানে। সনিকষ্যংজ্যসিবসিধ্বনিস্তনিবনিখনিগ্রন্থিচরিভ্যশ্চেতীপ্রত্যয়ঃ। তন্যতুঃ। তনু বিস্তারে। ঋতন্যঞ্জীত্যাদিনা যতুচ্। যদ্বা স্তন শব্দে। বাহুলকাদ্যতুচ্। ছান্দসঃ সলোপঃ। বৃষ্টিং। বৃষ্যতে সিচ্যতেঽনেনেতি বৃষ্টিঃ। মন্ত্রে বৃষেত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তত্বং। আথর্ব্বণঃ। অপত্যার্থেঽণ্যন্নিতি প্রকৃতিভাবাট্টিলোপাভাবঃ। শীর্ষ্ণা। শীর্ষন্ ছন্দসি। পা০ ৬।১।৬০। ইতি শিরঃশব্দপর্য্যায়ঃ শীর্ষন্শব্দোঽন্তোদাত্তো নিপাত্যতে। অল্লোপে সত্যুদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ ( ১ম - ১১৬সূ—১২ঋ )॥

* * *

করিয়াছিলেন। তাঁরপর অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে তাঁহার নিজের মানুষের মাথা পরাইয়া দিয়াছিলেন। শাট্যায়ন-বাজসনেয়ের প্রপঞ্চে ইহা উক্ত হইয়াছে। ইহাই এখানে প্রতিপাদ্য। হে 'নরা' নেতা অশ্বিদ্বয়! 'বাং' আপনাদিগের সম্বন্ধযুক্ত 'উগ্রং' উদ্গূর্ণ অন্যের দুঃসাধ্য 'দংসঃ' ( ইহা কর্ম্মনামবাচক ) আপনাদিগের পূর্ব্বকৃত 'তৎ' সেই কর্ম্ম 'সনয়ে' ধনলাভের নিমিত্ত 'আবিষ্কৃণোমি' প্রকটিত করিতেছি। তাহার দৃষ্টান্ত—'তন্যতুর্ন' যেরূপ মেঘ-গর্জ্জন 'বৃষ্টিং' মেঘস্থিত জল বর্ষণের দ্বারা সর্ব্বত্র প্রকটিত করে—সেইরূপ। সেই কর্ম্ম কি? 'আথর্ব্বণঃ' অথর্ব্বের পুত্র 'দধ্যঙ্' দধীচি এতৎসংজ্ঞক ঋষি 'অশ্বস্য' অশ্বের 'শীর্ষ্ণা' আপনাদিগের সামর্থ্য-প্রতিহিত মস্তকের দ্বারা 'বাং' আপনাদিগকে 'ঈং' এই 'মধু' মধুবিদ্যা 'যদ্ধ' যেরূপ 'প্রোবাচ' বিদিত করিয়াছিলেন; সেই অশ্বের মস্তকের সন্ধানলক্ষণ এবং পুনরায় মানুষের মস্তকের প্রতি সন্ধানলক্ষণ 'যৎ' যাহা আপনাদিগের কর্ম্ম, তাহা প্রকটিত করিতেছি—ইহাই অর্থ।

সনয়ে। ষণ্-ধাতু দানার্থক। 'সনিকষ্যঞ্জ্যসিবসিধ্বনিগ্রন্থিবনিস্তম্ভিচরিভ্যশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ই-প্রত্যয়। তন্যতুঃ। তন্-ধাতু বিস্তারার্থক। 'ঋতন্যঞ্জি' ইত্যাদি সূত্রে যতুচ্। অথবা স্তন-ধাতু শব্দার্থক। বাহুলক-হেতু যতুচ্। ছান্দসে স-লোপ। বৃষ্টিং। বর্ষণ করে—সেচন করে এই বাক্যের দ্বারা বৃষ্টি। 'মন্ত্রে বৃষ' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ক্তিন্। উহার উদাত্তত্ব। আথর্ব্বণঃ। 'অপত্যার্থেঽণ্যৎ' ইত্যাদি সূত্রে প্রকৃতি-ভাব-হেতু টি-লোপের অভাব। শীর্ষ্ণা। 'শীর্ষন্ ছন্দসি' ( পা০ ৬।১।৬০ ) ইত্যাদি সূত্রে শিরঃশব্দ-হেতু শীর্ষন্-শব্দের অন্ত উদাত্ত। ইহা নিপাতনে সিদ্ধ। অল্লোপ হইলে পর, উদাত্তনিবৃত্তিস্বরের দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব॥ ১২॥

* * *

## দ্বাদশ ঋকের (১২৬৯) বিশদার্থ।

জ্ঞান-লাভের দ্বারাই মানুষ অমৃতের অধিকারী হয়। সেই পরাজ্ঞান সাধকেরা লাভ করিতে পারেন। পরাজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সেই জ্ঞান-লাভের উপায়ভূত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা চাই—সন্মার্গে চলা চাই। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা হৃদয় নির্ম্মল হয়—পরাজ্ঞান-ধারণের শক্তি জন্মে। কঠোর সাধনার ফলে হৃদয় নির্ম্মল হইলে, জ্ঞানামৃত-লাভে শুধু সাধকই যে ধন্য হন, তাহা নয়; পরন্তু তাঁহাদের সংস্পর্শে যাঁহারা আসেন, তাঁহারাও কৃতার্থ হয়েন। তাই সাধুসঙ্গের এত মাহাত্ম্য।

এই জ্ঞানামৃত আবার কেবলমাত্র সাধনা দ্বারা পাওয়া যায় না—সেজন্য ভগবানের কৃপাও পাওয়া চাই। "যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—তিনি যাহাকে দয়া করিয়া অমৃতের অধিকারী করেন, সেই প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জ্ঞান সেই পরম করুণাময় হইতেই বিনিঃসৃত হয়। যিনি আপনার কর্ম্মদ্বারা সেই জ্ঞান ধারণের উপযোগী হন, তিনিই তাহা লাভ করিতে পারেন। মন্ত্রে এই নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকটিত আছে। উহার অন্তর্নিহিত এক প্রার্থনার ভাবও উপলব্ধ হয়। ভগবানের করুণার ধারা যখন উচ্চনীচ পাপী-পুণ্যাত্মা সকলের উপর বর্ষিত হয়, পাপী আমি যেন সেই করুণা প্রাপ্ত হই,—এই মন্ত্রটীর অভ্যন্তরে আমরা সেই প্রার্থনাও লক্ষ্য করি।

মন্ত্রটীর সাধারণ প্রচলিত অর্থে একটী আখ্যায়িকার অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। সায়ণ-ভাষ্যের অনুসরণেই তাহা জানা যাইবে। যাঁহারা প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানোন্নতির আলোচনা করেন, তাঁহারা এই মন্ত্র হইতে সে উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। সেই প্রচলিত ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে,—অশ্বিদ্বয় অস্ত্র-চিকিৎসা-শাস্ত্রে এতদূর অভিজ্ঞ ছিলেন যে, দধীচি-মুনির মাথা দুই বার কাটিয়া তাহা দুইবার পুনঃসংযুক্ত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান এখনও পর্য্যন্ত এতদূর উন্নত হয় নাই। এই আখ্যায়িকার মধ্যে আরও একটা কথা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। অশ্বিদ্বয় প্রথমবারে মানুষের মাথা কাটিয়া তাহার স্কন্ধোপরি একটা অশ্বমুণ্ড সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য অস্ত্র-চিকিৎসা-

বিজ্ঞান অনেক চেষ্টার পরও এখনও পর্য্যন্ত পশু-শরীরের অংশ মানব-শরীরে সংযোজিত করিতে পারে নাই! মস্তক-যোজনা ত দূরের কথা!

আমরা এই মন্ত্রটীর অর্থ যেভাবে গ্রহণ করিয়াছি, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা উপলব্ধ হইবে॥ (১ম—১১৬সূ—১২ঋ) ॥

—— ০ ——

### ত্রয়োদশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্। )

অজোহবীন্নাসত্যা করা বাং মহে
যামন্ পুরুভুজা পুরন্ধিঃ।
শ্রুতং তচ্ছাসুরিব বধ্রিমত্যা
হিরণ্যহস্তমশ্বিনাবদত্তং॥ ১৩॥

° ° °

পদ-বিশ্লেষণং।

অজোহবীৎ। নাসত্যা। করা। বাং। মহে।
যামন্। পুরুঽভুজা। পুরম্ঽধিঃ।
শ্রুতং। তৎ। শাসুঃঽইব। বধ্রিঽমত্যাঃ।
হিরণ্যঽহস্তং। অশ্বিনৌ। অদত্তং॥ ১৩॥

° ° °

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুভূজা' (বহূনাং পালকৌ) 'নাসত্যা' (সত্যপ্রাপকৌ) 'দস্রা' (অভিমতফলস্য দাতারৌ হে দেবৌ) 'পুরন্ধিঃ' (বহুধিঃ, প্রজ্ঞাসম্পন্নঃ জনঃ ইত্যর্থঃ) 'মহে যামন্' (মহনীয়ে অনুসরণে, ঐকান্তিকায়াং পূজায়াং ইত্যর্থঃ) 'বাং' (যুবাং) 'অজোহবীৎ' (আহ্বয়তি, অনুসরতি ইত্যর্থঃ); ধীমন্তঃ একান্তেন দেবতায়াঃ দেবভাবস্য বা অনুসরণপরায়ণাঃ সন্তি—ইতি ভাবঃ; 'অশ্বিনৌ' (আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) যুবাং 'বধ্রিমত্যাঃ' (সুবুদ্ধিপরায়ণায়াঃ, সুবুদ্ধিসম্পন্নস্য জনস্য ইত্যর্থঃ) 'তৎ' (আহ্বানং) 'শাস্তুরিব' (গুরূপদেশবৎ) 'শ্রুতং' (শৃণুথঃ, যদ্বা—শ্রুত্বা ইত্যর্থঃ) 'হিরণ্যহস্তং' (হিরণ্যবৎ সর্ব্বৈঃ আকাঙ্ক্ষণীয়ং করদ্বয়ং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'অদত্তং' (প্রযচ্ছথঃ); সদ্বুদ্ধিসম্পন্নঃ জনঃ দেবানুকম্পয়া দেবভাবস্য সহায়তয়া বা লোকানাং আদর্শস্থানীয়ং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—১১৬সূ—১৩ঋ) ॥

∴

### বঙ্গানুবাদ।

বহুজনের পালক, সত্যপ্রাপক, অভিমতফলের দাতা হে দেবদ্বয়! প্রজ্ঞাসম্পন্ন জন, মহনীয় অনুসরণে (ঐকান্তিক পূজায়), আপনাদিগকে আহ্বান করেন—অনুসরণ করেন; (ভাব এই যে,—ধীমানগণ একান্তে দেবতায় বা দেবভাবের অনুসরণ-পরায়ণ থাকেন); আধিব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা সুবুদ্ধিসম্পন্ন জনের সেই আহ্বানকে গুরুর উপদেশের ন্যায় শ্রবণ করেন, এবং (অথবা শ্রবণ করিয়া) হিরণ্যবৎ সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় করদ্বয়কে অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যকে প্রদান করেন; (ভাব এই যে,—সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন জন, দেবতার অনুকম্পার দ্বারা, দেবভাবের সহায়তায়, সকল লোকের আদর্শস্থানীয় সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (১ম—১১৬সূ—১৩ঋ) ॥

∴

### সায়ণ-ভাষ্যং।

বধ্রিমতীনাম কস্যচিদ্রাজর্ষেঃ পুত্রী নপুংসকভর্তৃকা। সা পুত্রলাভার্থমশ্বিনাবাজুহাব। তদাহ্বানং শ্রুত্বাশ্বিনাবাগত্য তস্মৈ হিরণ্যহস্তাখ্যং পুত্রং দদতুঃ। তদেতদাহ। পুরুভুজা বহূনাং পালকৌ প্রভৃতহস্তৌ বা হে নাসত্যাবশ্বিনৌ মহে মহনীয়ে পূজনীয়ে যামন্ যামনি।

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

কোন রাজর্ষির নপুংসকভর্তৃকা বধ্রিমতী নাম্নী একটী পুত্রী ছিলেন। তিনি পুত্রলাভের নিমিত্ত অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই আহ্বান শুনিয়া অশ্বিদ্বয় আসিয়া তাঁহাকে হিরণ্যহস্ত-নামক পুত্র প্রদান করেন। ইহাই কথিত আছে। 'পুরুভুজা' বহু লোকের পালক বা প্রভূতহস্ত 'নাসত্যা' হে অশ্বিদ্বয়! 'মহে' মহনীয় পূজনীয় 'যামন্' (যামনি) যায়—গমন করে

যাতি গচ্ছতীতি যামন্ স্তোত্রং। তস্মিন্ সতি কর্ম্মাভিমতফলস্য কর্ত্তারৌ বাং যুবাং পুরন্ধির্ব্বহুধীর্বধ্রিমতী। বধ্রিঃ পুত্রোৎপাদনাশক্তঃ ষণ্ডকঃ। তদ্বতী। এতৎসংজ্ঞা রাজপুত্র্যাজোহবীৎ। পুনঃপুনঃ স্তুত্বা পুত্রলাভার্থমাহূতবতী। যুবাং চ বধ্রিমত্যাস্তদাহ্বানং শ্রুতং শৃণুতং। তত্র দৃষ্টান্তঃ। শাসুরিব। যথা শাসুরাচার্য্যস্য বচনং শিষ্যোঽবহিতঃ সন্নৈকাগ্র্যেণ শৃণোতি তদ্বৎ। শ্রুত্বা চ হে অশ্বিনৌ তস্যৈ হিরণ্যহস্তং সুবর্ণময়পাণিং হিতরমণীয়পাণিং বা। এতৎসংজ্ঞং পুত্রং দত্তং। প্রাযচ্ছতং॥

অজোহবীৎ। হ্বয়তের্যঙ্লুগন্তাল্লঙ্। যঙো বেতি তিপ ইডাগমঃ। করা। করোতেঃ পচাদ্যচ্। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। যামন্। আতো মনিন্ক্বনিব্বনিপশ্চেতি মনিন্। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। শাসুঃ। শাস্তুঃশাসু অনুশিষ্টৌ। শংসিশসিশাসীত্যাদিনা সংজ্ঞায়াং তুন্। ইডভাবঃ। ছান্দসস্তলোপঃ॥ (১ম—১১৬সূ—১৩ঋ)॥

## ত্রয়োদশ (১২৭০) ঋকের বিশদার্থ।

দেবতার পূজার অর্থ—হৃদয়ে দেবভাবের উদ্বোধন করা। পূজার সময় দেবতার সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মানুষে দেবত্ব ও পশুত্ব দুই-ই আছে। যিনি সেই পশুত্বকে বর্জ্জন করিয়া দেবত্বের বিকাশের জন্য ঐকান্তিক সাধনা করেন, তিনিই ধন্য,—তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-প্রদত্ত শক্তির সদ্ব্যবহার করেন। সেই

---

—এই অর্থে যামন্ পদে স্তোত্র বুঝায়। স্তোত্র তাহাতে আছে এইরূপ। 'করা' অভিমত ফলের কর্ত্তা 'বাং' আপনাদিগকে 'পুরন্ধিঃ' বহুধীসম্পন্না বধ্রিমতী। বধ্রিশব্দ পুত্রোৎপাদনাশক্ত নপুংসক সেইরূপ। এতৎসংজ্ঞক রাজপুত্রী 'অজোহবীৎ' স্তুতি করিয়া পুত্রলাভের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ আহ্বান করিয়াছিলেন। আপনারাও বধ্রিমতীর সেই আহ্বান 'শ্রুতং' শুনিয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত। 'শাসুরিব' শিক্ষকের বাক্য শিষ্য যেমন একাগ্রমনে শ্রবণ করেন সেইরূপ। শুনিয়া 'অশ্বিনৌ' হে অশ্বিদ্বয়! তাহাকে 'হিরণ্যহস্তং' সুবর্ণময়পাণি বা হিত-রমণীয়পাণি এতৎসংজ্ঞক পুত্র 'অদত্তং' প্রদান করিয়াছিলেন।

অজোহবীৎ। হ্বয়তির (হ্বে-ধাতুর) যঙ্লুগন্ত-হেতু লঙ্। 'যঙো বা' ইত্যাদি সূত্রে তিপের ইট্ আগম। করা। করোতির (কৃ-ধাতুতে) পচাদি-সূত্রে অচ্-প্রত্যয়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। যামন্। 'আতো মনিন্ ক্বনিব্বনিপশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে মনিন্। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর লোপ। লঙ 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অট্ অভাব। শাসুঃ। শাস্তু ও শাসু ধাতু অনুশিষ্টার্থক। 'শংসিশসিশাসি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সংজ্ঞার তুন্-প্রত্যয়। ইট্ অভাব। ছান্দসে ত-লোপ॥ (১ম-১১৬সূ—১৩ঋ)॥

সাধনার ফলেই মানুষ দেবভাব প্রাপ্ত হয়; সেই সাধনাই মানুষকে দেবত্বে পৌঁছাইয়া দেয়। “যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী”—যিনি যেরূপ কর্ম্ম করেন—যেরূপ চিন্তা করেন, তাঁহার সেইরূপই ফললাভ হয়। দেবভাবের সাধনায়, সৎপথাবলম্বনে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান যেমন অবশ্য-কর্ত্তব্য, সেই সাধনার ফলে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের শক্তিবৃদ্ধিও সেইরূপ অবধারিত সত্য। কার্য্য-কারণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এই ঘাত-প্রতিঘাত, প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। তাই যিনি সুকৃতি-সম্পন্ন, তিনি দেবত্ব-লাভের জন্য—হৃদয়স্থিত পরমদেবতার উদ্বোধনের নিমিত্ত—সাধনায় প্রবৃত্ত হন, এবং তাহার ফলে ক্রমশঃ দেবত্বের পথে অগ্রসর হয়েন।

প্রচলিত ব্যাখ্যায় (সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য) যে আখ্যায়িকার অবতারণা দেখি, তাহাতে অশ্বিদ্বয়ের চিকিৎসা-নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। তাঁহারা নপুংসকভর্ত্তৃকা রাজকন্যাকে পুত্র দান করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই যে, দেব-চিকিৎসকদ্বয় রাজকন্যার নপুংসক স্বামীর ক্লীবত্ব দূর করিয়াছিলেন। উচ্চাঙ্গের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নিদর্শন বলিয়া এতদ্দৃষ্টান্ত গৃহীত হইতে পারে। (১ম—১১৬সূ—১৩ঋ)॥

* * *

## চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

আ॒স্নো বৃক॑স্য॒ বর্ত্তি॑কাম॒ভীকে॑ যু॒বং

নরা॑ নাসত্যামুমুক্তং।

উ॒তো ক॒বিং পু॑রুভুজা যু॒বং হ॒

কৃপ॑মাণমকৃণুতং বি॒চক্ষে॑ ॥ ১৪ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

আস্নঃ। বৃকস্য। বর্ত্তিকাং। অভীকে। যুবং।

নরা। নাসত্যা। অমুমুক্তং।

উতো ইতি। কবিং। পুরুঽভুজা। যুবং। হ।

কৃপমাণং। অকৃণুতং। বিঽচক্ষে ॥ ১৪ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরা' (নেতৃস্থানীয়ৌ) 'নাসত্যা' (সত্যপ্রাপকৌ হে দেবৌ) 'বৃকস্য' (খাদকস্য, সদ্ভাবাপহারকস্য পাপস্য ইত্যর্থঃ) 'অভীকে' (সমীপে, কবলে ইত্যর্থঃ—নিপাতিতাং ইতি যাবৎ) 'বর্ত্তিকাং' (জ্ঞানাগ্নিশিখাং, জন্মনা সহাগতাং সদ্বৃত্তিং ইত্যর্থঃ) 'আস্নঃ' (আস্যাৎ, পাপস্য গ্রাসাৎ) 'যুবং' (যুবাং এব) 'অমুমুক্তং' (মোচয়থঃ); দেবভাবস্য প্রভাবেণৈব রিপুকবলাৎ সদ্বৃত্তিঃ পরিমুক্তা স্থাস্যতি—ইতি ভাবঃ; 'উত' (অপিচ) 'পুরুভুজা' (বহূনাং পালক হে দেবৌ) 'যুবং হ' (যুবাং এব) 'কৃপমাণং' (স্তুতিপরায়ণং, ভগবদনুসারিণং ইত্যর্থঃ) 'কবিং' (জ্ঞানিনং, ঋষিং) 'বিচক্ষে' (আত্মদর্শনায়—সমর্থং ইতি যাবৎ) 'অকৃণুতং' (কুরুথঃ); ভগবৎপরায়ণঃ ধীমান্ দেবত্বানুসরণেন ভগবন্তং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাব ॥ (১ম—১১৬সূ—১৪ঋ)

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

নেতৃস্থানীয় সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! সদ্ভাবাপহারক পাপের কবলে নিপতিত জ্ঞানাগ্নিশিখকে (জন্মসহগত সদ্বৃত্তিকে) পাপের গ্রাস হইতে আপনারাই মুক্ত করেন; (ভাব এই যে,—দেবভাবের প্রভাবেই রিপুকবল হইতে সদ্বৃত্তি পরিমুক্ত থাকে); অপিচ, বহু লোকের পালক হে দেবদ্বয়! আপনারাই ভগবদনুসারী ঋষিকে আত্মদর্শনের জন্য সমর্থ করেন; (ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ ধীমান, দেবত্বের অনুসরণেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (১ম—১১৬সূ—১৪ঋ) ॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

বর্ত্তিকা চটকসদৃশস্য পক্ষিণঃ স্ত্রী। তামরণ্যে বর্ত্তমানেন শুনাগ্রস্তাং পুরা কিলাশ্বিনাবমোচয়তাং। তদেতদাহ। হে নরা নেতারৌ নাসত্যাবশ্বিনৌ যুবং যুবামভীকেঽভিগতে বৃকবর্ত্তিকয়োঃ সগ্রামে বৃকস্য বিকর্ত্তকস্য শুন আস্ন আস্যাদ্বর্ত্তিকাং চটকসদৃশীমমুমুক্তং। অমোচয়তং। যাস্কস্ত্বাহ। নি০৫।২১। পুনঃ পুনর্ব্বর্ত্ততে প্রতিদিবসমাবর্ত্তত ইতি। বর্ত্তিকোষাঃ। তাং বৃকেনাবরকেণ সর্ব্বজগৎপ্রকাশেনাচ্ছাদয়িত্রা সূর্য্যেণ গ্রস্তাং। উতো অপিচ কবিমৃষিং হে পুরুভুজা বহুপালকৌ যুবং হ যুবাং এব কৃপমাণং সন্তং বিচক্ষে বিবিধং দ্রষ্টুং অকৃণুতং অকুরুতং॥

আস্নঃ। পদ্দন্নিত্যাদিনাস্যস্যাসন্নাদেশঃ। অল্লোপোঽন ইত্যকারলোপ উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণবিভক্তেরুদাত্তত্বং। অমুমুক্তং। মুচেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাল্লঙি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। কৃপমাণং। কৃপিঃ স্তুতিকর্ম্মা। তুদাদিষু দ্রষ্টব্যঃ। বিকরণস্বরে প্রাপ্তে বৃষাদীনাং চেত্যাদ্যুদাত্তত্বং। বিচক্ষে। তুমর্থে সেসেনিতি সেন্‌প্রত্যয়ঃ। স্কোঃ সংযোগাদ্যোরিতি সলোপঃ॥ (১ম—১১৬সূ—১৪ঋ)॥

∴

## চতুর্দ্দশ ঋকের (১২৭১) বিশদার্থ।

জগতে সুরাসুরের যুদ্ধ অবিশ্রান্ত চলিতেছে। পাপে ও পুণ্যে, জ্ঞানে ও অজ্ঞানতায়, যে সংগ্রাম অবিরত মানব-জীবনে চলে, দেবতার কৃপা লাভ করিলে—হৃদয়ে দেবভাবের পরিস্ফুরণ হইলে, সেই সংগ্রামে

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বর্ত্তিকা চকসদৃশ পক্ষীর স্ত্রী। অরণ্যে বর্ত্তমান তাহাকে কুকুরে গ্রাস করিলে পুরাকালে অশ্বিদ্বয় মুক্ত করিয়াছিলেন। তাহা এইরূপ কথিত হয়। হে 'নরা' নেতা 'নাসত্যা' অশ্বিদ্বয়! 'যুবং' আপনারা অভীকে অভিগতে বৃক এবং বর্ত্তিকার সংগ্রামে 'বৃকস্য' বিকর্ত্তক শুনের 'আস্নঃ' গ্রাস হইতে 'বর্ত্তিকাং' চটকসদৃশকে (পক্ষগণকে) 'অমুমুক্তং' মোচন করিয়াছিলেন। যাস্ক কিন্তু বলিয়াছেন, (নি০৫।২১)—'পুনঃ পুনঃ বিদ্যমান হয় অর্থাৎ প্রত্যহ প্রত্যাবর্ত্তন করে—সেই অর্থে 'বর্ত্তিকা' অর্থাৎ উষা। তিনি সর্ব্বজগৎ প্রকাশক সূর্য্যের (জ্যোতিরূপ) আবরণ দ্বারা গ্রস্ত হন। 'উত' অপিচ 'কবিং' ঋষিকে হে 'পুরুভুজা' বহুপালক 'যুবং হ' আপনারাই 'কৃপমাণং' কৃপাবান্ হইয়া 'বিচক্ষে' বিবিধ (বস্তু) দেখিবার জন্য 'অকৃণুতং' (সমর্থ) করিয়াছিলেন।

আস্নঃ। 'পদ্দন্' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা আস্যের আসন্ আদেশ। 'অল্লোপো নঃ' ইত্যাদি সূত্রে অকার-লোপ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরের দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব। 'অমুমুক্তং' মুচির (মুচ্-ধাতুর) অন্তর্ভাবিত নি-অর্থ-হেতু লঙে বহুলং' ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের শ্লু। কৃপমাণং। কৃপি-ধাতু স্তুতিকর্ম্মার্থক। তুদাদির মধ্যে দ্রষ্টব্য। বিকরণ-স্বর প্রাপ্ত হওয়ায় 'বৃষাদীনাং চ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। বিচক্ষে। 'তুমর্থে সেসেন্' ইত্যাদি সূত্রে সেন্-প্রত্যয়। 'স্কোঃ সংযোগাদ্যোঃ' ইত্যাদি স-লোপ॥ (১ম—১১৬সূ—১৪ঋ)॥

জ্ঞান ও পুণ্য জয়লাভ করে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, সুবৃত্তি ও কুবৃত্তি, উভয়ই মানব-হৃদয়ে বিদ্যমান। রিপুগণ আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। জ্ঞানোন্মেষক সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশ-সাধন করিয়া আমরা সেই রিপুগণের কবল হইতে রক্ষা পাই। জ্ঞানাগ্নির বিকাশে মানুষ আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে,—আপনার চরম লক্ষ্য স্থির করিতে পারে ও তদনুযায়ী কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হয়। সেই চরম লক্ষ্য—অভীপ্সিত পরিণতি—ভগবৎ-প্রাপ্তি।

এই ঋকের শেষাংশের একটী বঙ্গানুবাদ,—"হে বহু লোকের পালক ! তোমরা স্তোত্র-পরায়ণ মেধাবীকে ( প্রকৃত-জ্ঞান ) দর্শন করিতে দিয়াছ।" এই বঙ্গানুবাদের বা এই অংশের ভাষ্যানুগত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার বিশেষ বিরোধ নাই। প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে, মানুষ ভগবানকে লাভ করে,—তাঁহারই পথে অগ্রসর হয়। আমরাও বলি, এই তত্ত্ব-কথাই এখানে ব্যক্ত আছে।

এই ঋকের প্রথমাংশের নানা ব্যাখ্যা দেখা যায়। সায়ণাচার্য্য এই উপলক্ষে এক আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। যাস্ক উহাকে রূপক ধরিয়া 'বর্ত্তিকাকে' উষা এবং 'বৃককে' সূর্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পাশ্চাত্য-দেশীয় পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারও ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'সূর্য্য উষার পশ্চাতে আসিয়া উষাকে ধরেন এবং অশ্বিদ্বয় উষাকে ছাড়াইয়া দেন।' বলা বাহুল্য, এই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি নাই। 'বর্ত্তিকা' অর্থে আমরা 'জ্ঞান-বর্ত্তিকা—জ্ঞানাগ্নি' বুঝিয়াছি এবং 'বৃকস্য' পদে 'খাদক—সদ্ভাবাপহারক পাপ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই ব্যাখ্যায় প্রথম অংশের সহিত শেষাংশের সঙ্গতিও রক্ষা পাইয়াছে। অন্যথায়, চড়ুই পাখীর বা উষার গল্পের সহিত পরাজ্ঞান-লাভের কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমাদিগের অর্থ ও ভাব, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণ করিলেই পরিস্ফুট হইবে। (১ম—১১৬সূ—১৪ঋ) ॥

### পঞ্চদশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্। )

চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণমাজা
খেলস্য পরিতক্ম্যায়াং।
সদ্যো জঙ্ঘামায়সীং বিশ্‌পলায়ৈ ধনে
হিতে সর্ত্তবে প্রত্যধত্তং ॥ ১৫ ॥

∴

### পদ-বিশ্লেষণং।

চরিত্রং। হি। বেঃ২ইব। অচ্ছেদি। পর্ণং। আজা।
খেলস্য। পরি২তক্ম্যায়াং।
সদ্যঃ। জঙ্ঘাং। আয়সীং। বিশ্‌পলায়ৈ। ধনে।
হিতে। সর্ত্তবে। প্রতি। অধত্তং ॥ ১৫ ॥

∴

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পরিতক্ম্যায়াং' (রাত্রৌ, অজ্ঞানান্ধকারে ইত্যর্থঃ) 'আজৌ' (রিপুভিঃ সহ সমরে) 'খেলস্য' (ক্রীড়াপরস্য, হিতাহিতজ্ঞানশূন্যস্য জনস্য ইত্যর্থঃ) 'চরিত্রং' (সাফল্যং, সিদ্ধিলাভোপায়ং ইত্যর্থঃ) 'বেরিব পর্ণং' (পক্ষিণঃ ছিন্নপক্ষমিব, পক্ষিণঃ পক্ষঃ যথা ব্যাধেন ছিন্নঃ ভবতি তদ্বৎ ইত্যর্থঃ) 'অচ্ছেদি' (বিচ্ছিন্নং ভবতি); রিপুপরিচালিতস্য জনস্য সর্ব্বা আশা বিফলীকৃতা ভবতি—ইতি ভাব; কিন্তু 'বিশ্‌পলায়ৈ' (সৎপথানুগামিন্যৈ সদ্বৃত্তয়ে, হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্নায় জনায় ইত্যর্থঃ) 'হিতে' (হিতকারিণে) 'ধনে' (ধননিমিত্তভূতে, ধর্ম্মার্থ-

কামমোক্ষপ্রাপ্তিমূলকে ) 'সর্ত্তবে' ( সমরে । 'প্রতি' ( তস্য জয়লাভোদ্দেশ্যে ইত্যর্থঃ ) 'আয়সীং' ( বজ্রকঠোরং ) 'জঙ্ঘাং' ( উর্দ্ধশরীরং, দেহং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ ) 'সদ্যঃ' ( নিত্যকালং, তৎক্ষণাৎ ) 'অধত্তং' ( প্রযচ্ছথঃ – যুবাং ইতি শেষঃ ) ; সদ্বুদ্ধিসম্পন্নঃ সৎপথাবলম্বী জনঃ স্বতমেব দৈবীং শক্তিং লভতে—ইতি ভাবঃ ॥ ( ১ম—১১৬সূ—১৫ঋ ) ॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানান্ধকারে, রিপুগণ সহ সমরে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য জনের সিদ্ধিলাভের উপায়, পক্ষীর ছিন্নপক্ষবৎ ( অর্থাৎ ব্যাধ কর্ত্তৃক পক্ষীর পক্ষ যেমন ছিন্ন হয় তদ্বৎ ) বিচ্ছিন্ন হয় ; ( ভাব এই যে,—রিপু-পরিচালিত জনের সকল আশা বিফলীকৃত হইয়া থাকে ) ; কিন্তু সৎপথগামী সদ্বৃত্তির পক্ষে—হিতাহিত-জ্ঞানসম্পন্ন জনের পক্ষে, তাহার হিতকারী ধন-নিমিত্ত-ভূত ( ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-মূলক ) সমরে, তাহার জয়লাভের উদ্দেশ্য, বজ্রকঠোর দেহ ( সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য, ) নিত্যকাল আপনারা প্রদান করেন ; ( ভাব এই যে,—সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন সৎপথাবলম্বী জন স্বতঃই দৈবী শক্তি লাভ করেন। ) ॥ ( ১ম—১১৬সূ—১৫ঋ ) ॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

অগস্ত্যপুরোহিতঃ খেলোনাম রাজা। তস্য সম্বন্ধিনী বিশ্‌পলানামস্ত্রী সংগ্রামে শত্রুভিশ্ছিন্নপাদাসীৎ। পুরোহিতেনাগস্ত্যেন স্তুতাবশ্বিনৌ রাত্র্যাবাগত্যায়োময়ং পাদং সমধত্তাং। তদেতদাহ। আজা আজৌ সংগ্রামেঽগস্ত্যপুরোহিতস্য খেলস্য সম্বন্ধিন্যা বিশ্পলাখ্যায়াশ্চরিত্রং চরণং বেরিব বেঃ পক্ষিণঃ পর্ণং পতত্রমিবাচ্ছেদি হি। পুরা ছিন্নমভূৎ খলু। হে অশ্বিনৌ যুবামগস্ত্যেন স্তুতৌ সন্তৌ পরিতক্ম্যায়াং। পরিতক্ম্যা রাত্রিঃ পরিত এনাং তকতীতি যাস্কঃ। নি০ ১১।২৫। এতামুভয়তঃ সূর্য্যো গচ্ছতীতি তস্যার্থঃ। রাত্রাবাগত্য সদ্যস্তদানীমেব হিতে

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

খেল নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুরোহিত অগস্ত্য। খেলের বিশ্‌পলা নাম্নী স্ত্রীর একটী পা সংগ্রামে শত্রুগণের দ্বারা ছিন্ন হইয়াছিল। পুরোহিত অগস্ত্যের দ্বারা স্তুত অশ্বিদ্বয় রাত্রিতে আসিয়া তাঁহার লৌহের পা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাই কথিত আছে। 'আজা' সংগ্রামে অগস্ত্য-পুরোহিতের 'খেলস্য' খেলের সম্বন্ধযুক্ত বিশ্‌পলানাম্নীর 'চরিত্রং' চরণ 'বেরিব' পক্ষীর 'পর্ণং' পাখার ন্যায় 'অচ্ছেদি হি' পূরাকালে ছিন্ন হইয়াছিল। হে অশ্বিদ্বয় ! অগস্ত্যের দ্বারা স্তুত হইয়া আপনারা 'পরিতক্ম্যায়াং'। 'পরিতক্ম্যা রাত্রিঃ পরিত এনাং তকতি'—ইহাই যাস্কে উক্ত আছে ( নি০ ১১।২৫ )। ইহার উভয়তঃ সূর্য্য যাইতেছে—ইহাই তাহার অর্থ।

শত্রুষু নিহিতে ধনে জেতব্যে বিষয়ভূতে সতি সর্ত্তবে সর্ত্তুং গন্তুং বিশ্পলায়ৈ আয়সীময়োময়ীং জঙ্ঘাং জঙ্ঘোপলক্ষিতং পাদং প্রত্যধত্তং। সন্ধানমেকীকরণং কৃতবন্তাবিত্যর্থঃ॥

চরিত্রং। অর্ত্তিলূধূসূখনসহচর ইত্র ইতি করণ ইত্রঃ। আজা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্ডাদেশঃ। আয়সীং। অয়ঃশব্দাদ্বিকারার্থে প্রাণিরজতাদিভ্যোঽঞ্। পা০ ৪ ৩ ১৫৪। টিড্ঢাণঞিতি ঙীপ্॥ (১ম—১১৬ম—১৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে দশমো বর্গঃ॥ ১৮।১০॥

* * *

## পঞ্চদশ (১২৭২) ঋকের বিশদার্থ।

একটী পক্ষী গাছে বসিয়া আছে। পশ্চাৎ দিক হইতে একটী ব্যাধ শরনিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বধ করিল। পাখীটী তাহার বিপদের কথা পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারে নাই। অজ্ঞানীর পতনও সেইরূপে হয়। সে যে মরণের পথে যাইতেছে, তাহা সে জানে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার ভিতর নৈতিক সংগ্রাম বলিয়া কোনও জিনিস নাই। অজ্ঞান অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, আর রিপুগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া মৃত্যুর পথে চলিয়াছে। অবহেলিত সুপ্ত দেবভাব হয় তো স্বভাব-বশে একবার সাড়া দিয়া উঠে,—'উঃ! কোথায় চলিয়াছি!' কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। অজ্ঞানী অধঃপতনের সংবাদ জানিলেও প্রতীকার করিতে পারে না—উপায় তাহার জানা নাই। কিন্তু সেই আবার সে মৃত্যু হইতে রক্ষা পায়—জ্ঞানের সাহায্যে। যখন তাহার জ্ঞানলাভ হয়, তখন নৈতিক সংগ্রাম—রিপুগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়; আর, সেই যুদ্ধে হৃদয়ের জাগরিত দেবভাব তাহার সহায় হয়—তাহাকে বিজয়ের পথে লইয়া যায়। জ্ঞান-

---

রাত্রিতে আসিয়া 'সদ্যঃ' সত্বর 'হিতে' শত্রুগণের মধ্যে নিহত 'ধনে' জেতব্য বিষয়ভূত হইলে 'সর্ত্তবে' গমনের নিমিত্ত 'বিশ্‌পলায়ৈ' বিশ্‌পলাকে 'আয়সীং' লৌহময় 'জঙ্ঘাং' জঙ্ঘোপলক্ষিত পদ 'প্রত্যধত্তং' যুক্ত একীকৃত করিয়া দিয়াছিলেন ইহাই অর্থ।

চরিত্রং। 'অর্ত্তিলূধূসূখনসহচর ইত্রঃ' ইত্যাদি সূত্রে করণে ইত্র। আজা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির ডাদেশ। আয়সীং। অয়ঃ শব্দ-হেতু বিকারার্থে 'প্রাণিরজতাদিভ্যোঽঞ্ টিড্ঢাণঞ্' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৪।৩।১৫৪) ঙীপ্॥ ১৫॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের দশম বর্গ সমাপ্ত॥ ১৮।১০॥

* * *

শিকাণের পর মানুষের আত্মোন্নতি-সাধনে ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যে শক্তি লাভ হয়, তাহা দৈব শক্তি ; সেই শক্তির প্রভাবে মানব অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে ।

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রকটিত আছে। সাধারণতঃ প্রচলিত ব্যাখ্যাতে এই মন্ত্রে অশ্বিদ্বয়ের অস্ত্র-চিকিৎসা-নৈপুণ্য-সূচক একটী আখ্যায়িকার অবতারণা দেখা যায়। তাহা সায়ণ-ভাষ্য দৃষ্টে জানা যাইবে। উহাতে দুইটী বিষয় প্রত্নতাত্ত্বিকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে। প্রথমতঃ, অশ্বিদ্বয়ের অস্ত্র-চিকিৎসা-নৈপুণ্য—যাহার দৃষ্টান্ত এই সূক্তের অন্যান্য ঋকেও প্রদর্শিত হয়। যুদ্ধাস্ত্রে বিচ্ছিন্ন পায়ের পরিবর্ত্তে সদ্য-সদ্য যুদ্ধগমনের নিমিত্ত লৌহময় পা যোজনা করিয়া দেওয়া—সহজ কথা নয়! পাশ্চাত্য উন্নত বৈজ্ঞানিক অস্ত্র-চিকিৎসা-প্রণালীতেও সদ্য কাটা পায়ের পরিবর্ত্তে তেমন পা যোজনা করিয়া দেওয়া—আজি পর্য্যন্তও উদ্ভাবিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ,—নারীদের স্বাধীনতা ও কর্ম্মকুশলতা। তাঁহারা তখন পুরুষের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করাও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, এবং তাহাতে সমর্থও ছিলেন। এই আখ্যায়িকা হইতে প্রাচীন ভারতের নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে এই একটা চিত্রও পাওয়া যায়। যাঁহারা এই ঋকের আখ্যায়িকামূলক ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা উহাতে বর্ত্তমান যুগের চেয়ে অনেক উন্নত ধরণের স্ত্রী-স্বাধীনতার চিত্র দেখিতে পান।

আমাদিগের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য উপরেই বলা হইয়াছে। তৎপক্ষে কোন্ পদে কি অর্থ সঙ্গত ও সিদ্ধ হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহার সার্থকতা অনুভব করিয়া দেখিবেন। মন্ত্রের প্রত্যেক পদের অর্থ-নির্ণয়ে আমরা শব্দের, ধাতুর ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি। মূলের যে প্রথম পদ 'চরিত্রং' তাহা হইতে ব্যাখ্যাদিতে 'চরণ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু 'চরিত্রং' বলিতে সৎস্বভাবকেই সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায়। সৎস্বভাবই জীবনে সাফল্য বা সিদ্ধি আনয়ন করে। এই দৃষ্টিতে মন্ত্রের প্রথম পদটীর মর্ম্ম অধিগত হইলেই অন্যান্য পদের ভাব আপনিই প্রস্ফুট হইয়া আসিবে। ( ১ম—১১৬সূ—১৫ঋ ) ॥

* * *

## ষোড়শী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং ! ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। ষোড়শী ঋক্। )

শতং মেষান্ বৃক্যে চক্ষদানমৃজ্রাশ্বং তং

পিতান্ধং চকার।

তস্মা অক্ষী নাসত্যা বিচক্ষ আধত্তং দস্রা

ভিষজাবনর্ব্বন্ ॥ ১৬ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

শতং। মেষান্। বৃক্যে। চক্ষদানং। ঋজ্রঽঅশ্বং। তং।

পিতা। অন্ধং। চকার।

তস্মৈ। অক্ষী ইতি। নাসত্যা। বিঽচক্ষে। আ। অধত্তং। দস্রা।

ভিষজৌ। অনর্ব্বন্ ॥ ১৬ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতং' ( বহুসংখ্যাকান্ ) 'মেষান্' ( অসৎকর্ম্মরূপান্ পশূন্ ) 'বৃক্যে' ( তেষাং পরিত্যাগরূপে ব্যাঘ্রকবলে ) 'চক্ষদানং' ( বলিং দত্তবন্তং, অপকর্ম্মসম্বন্ধবিচ্ছিন্নকারিণং ইত্যর্থঃ ) 'ঋজ্রাশ্বং' ( সরলজ্ঞানসম্পন্নং ) 'তং' ( মনুষ্যপর্য্যায়ভুক্তং—সাধকং ইতি যাবৎ ) 'পিতা' ( পরমেশ্বরঃ ) যদ্যপি 'অন্ধং' ( আত্মদর্শনাসমর্থং, ইদং মনুষ্যজন্ম ইত্যর্থঃ ) 'চকার' ( কৃতবান, দত্তবান্ ) ; কিন্তু 'নাসত্যা' ( সৎস্বরূপৌ ) 'দস্রা' ( সত্যপ্রদর্শকৌ ) 'ভিষজৌ' ( হেচিকিৎসকৌ ) 'অনর্ব্বন্' ( ঊর্দ্ধগমনরহিতায়, যদ্বা—পাপরহিতায় ) 'তস্মৈ' ( সাধকায় ) 'বিচক্ষে' ( পরমাত্মানং

প্রত্যক্ষীকরণায়, আত্মদর্শনোপযোগিনী ইত্যর্থঃ) 'অক্ষী' (প্রজ্ঞানরূপে চক্ষুসী) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অধত্তং' (প্রযচ্ছথঃ)। অয়ং ভাবঃ—অসৎসংসর্গত্যাগশীলঃ সাধকঃ যদ্যপি মনুষ্যজন্মপ্রাপ্তঃ ভবতি তথাপি দেবত্বপ্রভাবেণ সৎকর্ম্মসংসর্গেণ বা তস্য আত্মসাক্ষাৎকারলাভঃ অবশ্যম্ভাবী। (১ম—১১৬সূ—১৬ঋ)॥

° ° °

### বঙ্গানুবাদ।

বহুসংখ্যক অসৎকর্ম্ম-রূপ পশুকে তাহাদিগর পরিত্যাগ-রূপ ব্যাঘ্র-কবলে বলি-প্রদান-কারী অর্থাৎ অপকর্ম্ম-সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্নকারী সরল-জ্ঞান সম্পন্ন মনুষ্যপর্য্যায়ভুক্ত সাধককে পরমেশ্বর যদিও আত্মদর্শনে অসমর্থ এই মনুষ্য-জন্ম প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু সৎস্বরূপ সত্য-প্রদর্শক হে চিকিৎসক-দ্বয়! ঊর্দ্ধগমন-রহিত (অথবা পাপরহিত) সেই সাধকের জন্য আত্মদর্শন-উপযোগী প্রজ্ঞান-রূপ চক্ষু আপনারা সর্ব্বতোভাবে প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—অসৎসংসর্গত্যাগশীল সাধক যদিও মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়েন, তথাপি দেবত্বপ্রভাবে বা সৎকর্ম্ম-সংসর্গ তাঁহার আত্মসাক্ষাৎকার লাভ অবশ্যম্ভাবী।)॥ (১ম—১১৬সূ—১৬ঋ)॥

• • •

### সায়ণ-ভাষ্যং।

বৃষাগিরঃ পুত্র ঋজ্রাশ্বো নাম রাজর্ষিঃ। তস্য সমীপেঽশ্বিনোর্বাহনভূতো রাসভো বৃকী ভূত্বাবতস্থে। স চ তস্যা আহারার্থমেকোত্তরশতসংখ্যাকান্ পৌরজনানাং স্বভূতান্মেষান্ শকলীকৃত্য প্রদদৌ। ঋজ্রাশ্বঃ শতমেকং চ মেষানিতি (ঋ০ স০ ১।৮।১৬) মন্ত্রান্তরে দর্শনাৎ। এবং পৌরাণামহিতে প্রবৃত্তং পিতা শাপেন নেত্রহীনমকরোৎ। তেন স্তূয়মানাবশ্বিনাবস্মদ্বাহন-নিমিত্তমস্যান্ধতা জাতেতি জানন্তৌ তস্মৈ অক্ষিণী প্রাযচ্ছতামিতি। তদেতদাহ। অত্র তচ্ছব্দ-শ্রুতের্যচ্ছব্দাধ্যাহারঃ। য ঋজ্রাশ্বঃ শতং শতসংখ্যাকান্মেষান্ বৃক্যৈ আত্মনা পোষিতায়ৈ বৃকাস্ত্রিয়ৈ

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্ব নামক রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার সমীপে অশ্বিদ্বয়ের বাহনভূত রাসভ বৃকী হইয়া অবস্থিত ছিল। এবং তিনি তাহার আহারের জন্য পৌরজনের একোত্তরশতসংখ্যক মেষসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। 'ঋজ্রাশ্বঃ শতমেকং চ মেষান্'—(ঋ০ স০ ১।৮। ৬) ইত্যাদি মন্ত্রান্তরে দর্শন-হেতু। পৌরজনের এইরূপ অপকার করায়, ঋজ্রাশ্বের পিতা তাঁহাকে নেত্রহীন করিয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক স্তূয়মান্ অশ্বিদ্বয় আপনাদিগের বাহনের জন্য ঋজ্রাশ্বের অন্ধতা হইয়াছে জানিয়া, তাঁহাকে পুনরায় চক্ষুদান করিলেন। তাহা এইরূপ কথিত হয়। এখানে তৎশব্দ শ্রুতিতে যৎ-শব্দ অধ্যাহার। যে ঋজ্রাশ্ব 'শতং' শতসংখ্যক 'মেষান্ বৃক্যৈ' (মেষকে) আপনার পালিত বৃক-স্ত্রীকে খণ্ডীকৃত করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন

শকলীকৃত্য প্রাদাৎ তং চক্ষদানং। ক্ষদতিরত্তিকর্ম্মাত্র শকলীকরণার্থঃ। শকলীকৃত্য দত্তবন্তং ঋজ্রাশ্বং পিতা শাপেনান্ধং দৃষ্টিহীনং চকার কৃতবান্ হে নাসত্যা সত্যস্বভাবৌ সত্যস্য নেতারৌ বা ভিষজৌ দেবানাং বৈদ্যভূতৌ। অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজাবিতি ( তৈ০ স০ ২.৩.১১ ) শ্রুতে। দস্রা দর্শনীয়াবেতৎসংজ্ঞৌ বা হে অশ্বিনৌ! অনর্ব্বন্ অনর্ব্বণী দ্রষ্টব্যং প্রতি পিতৃশাপাদ্গমনরহিতে অক্ষী চক্ষুষী বিচক্ষে বিবিধং দ্রষ্টুং সমর্থে তস্মৈ ঋজ্রাশ্বায়াধত্তং। ব্যধত্তং অকুরুতং॥

বৃক্যৈ। বৃকোঽরণ্যশ্বা। তস্য স্ত্রী বৃকী। জাতেরস্ত্রীবিষয়াদি ঙীষ্। জসাদিষু ছন্দসি বা বচনমিতি চতুর্থ্যেকবচনস্যাডভাবে যণাদেশ উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। চক্ষদানং। ক্ষদের্লিটঃ কানচ্। চিৎস্বরঃ। অক্ষী। ঈ চ দ্বিবচন ইতি পরত্বাদক্ষশব্দস্যেকারান্তাদেশঃ। স চোদাত্তঃ। তস্মিন্ কৃতে সকৃদ্গতৌ বিপ্রতিষেধ ইতি পরিভাষয়া পুনর্নুম্ন ভবতি। বিচক্ষে। সম্প্রদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। অনর্ব্বন্। ঋ গতৌ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি দৃশিগ্রহণস্য বিধ্যন্তরোপসংগ্রহার্থত্বাদ্ভাবে বনিপ্। অর্ব্ব গমনং বিষয়ং প্রত্যনয়োর্নাস্তীতি বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। সুপাং সুলুগিতি দ্বির্ব্বচনস্য লুক্। ছান্দসো নলোপাভাবঃ॥ ( ১ম—১১৬সূ—১৬ঋ )॥

* * *

'তং চক্ষদানং' ( ক্ষদতি অত্তিকর্ম্মার্থ এখানে শকলীকৃত ) সেই শকলীকৃত করিয়া দানকারী 'ঋজ্রাশ্বং' ঋজ্রাশ্বকে 'পিতা' পিতা শাপের দ্বারা 'অন্ধং' দৃষ্টিহীন 'চকার' করিয়াছিলেন। 'নাসত্যা' হে সত্যস্বভাব বা সত্যের নেতৃগণ 'ভিষজৌ' দেবগণের বৈদ্যভূত! 'অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ'—ইত্যাদি শ্রুতিতে ( তৈ০ স০ ২।৩।১১ ) আছে। 'দস্রা' দর্শনীয় বা এতৎসংজ্ঞক হে অশ্বিদ্বয়! 'অনর্ব্বন' ( অনর্ব্বণী ) দ্রষ্টব্যের প্রতি পিতৃশাপে গমনরহিত 'অক্ষী' চক্ষুদ্বয়কে 'বিচক্ষে' বিবিধ বস্তু দেখিতে সমর্থ 'তস্মৈ' ঋজ্রাশ্বের জন্য 'অধত্তং' প্রদান করিয়াছিলেন।

বৃক্যৈ। বৃক অর্থাৎ অরণ্যকুকুর। তাহার স্ত্রী বৃকী। 'জাতেরস্ত্রীবিষয়াৎ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্। জসাদিতে 'ছন্দসি বাবচনং' ইত্যাদি সূত্রে চতুর্থীর একবচনের আট্-অভাবে যণাদেশে 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' ইত্যাদি সূত্রে পরের অনুদাত্তের স্বরিতত্ব। চক্ষদানং। ক্ষদির ক্ষদ-ধাতুর লিটে কানচ্। চিৎস্বর। অক্ষী। 'ঈচ দ্বিবচনে' ইত্যাদি সূত্রে পরত্ব-হেতু অক্ষ-শব্দের ঈকারান্তাদেশ। এবং তাহা উদাত্ত। 'তস্মিন্ কৃতে সকৃদ্গতৌ বিপ্রতিষেধঃ' ইত্যাদি পরিভাষায় পুনঃ নুম্ হয় না। বিচক্ষে। সম্পদাদিলক্ষণে ভাবে ক্বিপ্। অনর্ব্বন্। ঋ-ধাতু গত্যর্থক। ইহাতে 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে দৃশি-গ্রহণের বিধ্যন্তরোপসংগ্রহার্থ-হেতু ভাবে বনিপ্। 'অর্ব্ব গমনং বিষয়ং প্রত্যনয়োর্নাস্তি' ইত্যাদি বাক্যে বহুব্রীহিতে 'নঞ্সুভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্ত উদাত্তত্ব। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে দ্বিবচনের লোপ। ছান্দসে ন-লোপের অভাব। ( ১ম – ১১৬সূ - ১৬ঋ )॥

* * *

## ষোড়শ ঋকের ( ১২৭৩ ) বিশদার্থ।

কোনও কোনও মানুষ জন্মান্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসক তাহাদিগকে দৃষ্টিশক্তি দান করিতে পারেন। সেইরূপ মানুষ যখন অজ্ঞান অবস্থায় পৃথিবীতে আসে, তাহার হৃদয়ে জ্ঞান-বীজ নিহিত থাকে; উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে, এই অজ্ঞানতা দূরীভূত হইয়া জ্ঞানের বিমলকিরণে তাহার হৃদয় আলোকিত করিতে পারে। আমাদিগের হৃদয়স্থিত দেবভাবই সৎকর্ম্মপরায়ণ লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে। সেই জ্ঞানলাভের অবশ্যম্ভাবী ফল—ভগবৎ-সাক্ষাৎকার। তাই মানুষ, অজ্ঞানের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেও, তাহার পরাজ্ঞান-লাভের, তাহার স্বস্বরূপ উপলব্ধি করার, উপায় আছে। সেই উপায় অসৎকর্ম্ম ও অসৎপথ পরিত্যাগ ও সন্মার্গাবলম্বনে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান। আমাদিগের হৃদয়স্থিত দেবতাকে জাগরিত করিবার ইহাই উপায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে একটী আখ্যায়িকার অবতারণা আছে। তাহা দ্বারা পুরাতত্ত্ববিদেরা প্রাচীন আর্য্য-সমাজের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা পারিবারিক ও সামাজিক শাসনের একটী চিত্র দেখিতে পাইবেন। পুত্র অন্যায় কাজ করিলে, পৌরজনের অনিষ্ট করিলে, সেজন্য পিতা নিজেই তাহাকে শাস্তি দিতেন, আর সে শাস্তি যেমন-তেমন শাস্তি নয়,—একেবারে অন্ধ করিয়া দিলেন। দ্বিতীয়তঃ, অশ্বিদ্বয়ের চিকিৎসা-নৈপুণ্য অন্ধকে তাঁহারা দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, শাপের প্রভাব। পৌরাণিক যুগে অভিশাপ দিবার যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বৈদিক যুগেও ছিল এবং যে অভিশাপ কার্য্যকরী হইত। চতুর্থতঃ, প্রাচীন আর্য্যেরা যথেষ্ট পরিমাণে মেষ পালন করিতেন।

বলা বাহুল্য, আমরা কিন্তু এ দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করি না। প্রথমতঃ 'মেষান্' পদে আমরা অসৎকর্ম্ম-রূপ পশুকেই বুঝিয়াছি। আমাদিগের বক্তব্য অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অধিগম্য হইবে॥ ( ১ম—১১৬সূ—১৬ঋ ॥

সপ্তদশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তদশী ঋক্।)

আ বাং রথং দুহিতা সূর্য্যস্য কার্ষ্মে
বাতিষ্ঠদর্ব্বতা জয়ন্তী।
বিশ্বে দেবা অন্বমন্যন্ত হৃদ্ভিঃ সমু শ্রিয়া
নাসত্যা সচেথে ॥ ১৭॥

॰ ॰ ॰

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। বাং। রথং। দুহিতা। সূর্য্যস্য। কার্ষ্ম ইব।
অতিষ্ঠৎ। অর্ব্বতা। জয়ন্তী।
বিশ্বে। দেবাঃ। অনু। অমন্যন্ত। হৃৎঽভিঃ। সং। উং ইতি। শ্রিয়া।
নাসত্যা। সচেথে ইতি ॥ ১৭ ॥

॰ ॰ ॰

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'সূর্য্যস্য দুহিতা' (প্রজ্ঞানস্য পুত্রী, অস্মাকং সদ্বৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ) যদা 'অর্ব্বতা' (অর্ব্বন্তং, পাপং ইত্যর্থঃ যদ্বা—দ্রুতবেগেন, ত্বরয়া ইত্যর্থঃ) 'জয়ন্তী' (জীয়মানা, জিত্বা ইত্যর্থঃ, অস্মান্ অসৎকর্ম্ম পরিত্যাগং কারয়িত্বা— ইতি ভাবঃ) 'বাং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধি) 'রথং' (অসৎকর্ম্মরূপং যানং) 'কার্ষ্মেব' (পাষাণমিব, অবিচলিতং ইত্যর্থঃ) 'অতিষ্ঠৎ' (অবতিষ্ঠতি), একান্তেন সন্মার্গাবলম্বিনী ভবতি, অস্মান্ সৎকর্ম্মপরায়ণান্

করোতি—ইতি ভাবঃ); তদা 'বিশ্বে দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ, দীপ্তিদানাদিগুণনিবহাঃ) 'হৃদ্ভিঃ' (হৃদয়ৈঃ, একান্তেন ইত্যর্থঃ) 'অন্বমন্যন্ত' (তাং অনুসরন্তি, অস্মান প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ); অপিচ, তদা 'নাসত্যা' (হে সত্যপ্রাপকৌ দেবৌ) যুবাং 'শ্রিয়া' (সম্পদা - ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপেণ ইতি যাবৎ) 'সমু সচেথে' (সর্ব্বথা অস্মান সমৃদ্ধিসম্পন্নান কুরুথঃ ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—হৃদি সদ্বৃত্তেঃ উন্মেষেণ সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ সন্তঃ বয়ং দেবত্বসম্পন্নাঃ চতুর্ব্বর্গফলাধিকারিণঃ চ ভবামঃ॥ (১ম—১১৬সূ—,১৭ঋ)॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! প্রজ্ঞানের সম্ভূতি আমাদিগের সদ্বৃত্তি যখন পাপকে জয় করিয়া (আমাদিগকে অসৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া) অথবা ত্বরায় জয়শীলা হইয়া, আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্ম-রূপ যানে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ একান্তে সৎপথাবলম্বী হয়—আমাদিগকে সৎকর্ম্মপরায়ণ করে; তখন সকল দেবভাব (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ) হৃদয়ের সহিত একান্তে তাহার অনুসরণ করে অর্থাৎ আমাদিগকে প্রাপ্ত হয়; আর তখন, হে সত্যপ্রাপক দেবদ্বয়! আপনারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ সকল সম্পদের দ্বারা সর্ব্বথা আমাদিগকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করেন। (ভাব এই যে,—হৃদয়ে সদ্বৃত্তির উন্মেষে সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া আমরা দেবত্বসম্পন্ন ও চতুর্ব্বর্গফলের অধিকারী হইয়া থাকি)॥ (১ম—১১৬সূ—১৭ঋ।)॥

• • •

### সায়ণ-ভাষ্যং।

সবিতা স্বদুহিতরং সূর্য্যাখ্যাং সোমায় রাজ্ঞে প্রদাতুমৈচ্ছৎ। তাং সূর্য্যাং সর্ব্বে দেবা বরয়ামাসুঃ। তেঽন্যোন্যমূচুঃ। আদিত্যমবধিং কৃত্বাজিং ধাবাম। যোঽস্মাকং মধ্য উজ্জেষ্যতি তস্যেয়ং ভবিষ্যতীতি। তত্রাশ্বিনাবুদজয়তাং। সা চ সূর্য্যা জিতবতোস্তয়ো রথমারুরোহ। অত্র প্রজাপতির্বৈ সোমায় রাজ্ঞে দুহিতরং প্রাযচ্ছদিত্যাদিকং ব্রাহ্মণমনুসন্ধেয়ং (ঐ০ ব্রা০ ৪ ৭)।

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সবিতা সূর্য্যা-নাম্নী স্বদুহিতাকে সোম রাজাকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই সূর্য্যাকে সকল দেবই অভিলাষ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলিলেন—আমরা আদিত্য পর্য্যন্ত দৌড়াইব। আমাদিগের মধ্যে যিনি জয়লাভ করিবেন, সূর্য্যা তাঁহারই হইবে। অশ্বিদ্বয় জয়লাভ করিলেন এবং তাঁহারাই সূর্য্যাকে জয় করিয়া রথে উঠাইলেন। এখানে 'প্রজাপতির্বৈ সোমায় রাজ্ঞে দুহিতরং প্রাযচ্ছৎ' (ঐ০ ব্রা০ ৪।৭)—ইত্যাদি ব্রাহ্মণে

ইদং চাখ্যানং সূর্য্যাবিবাহস্য স্তাবকেন সত্যেনোত্তভিতা ভূমিরিতি সূক্তেন বিস্পষ্টয়িষ্যতে (ঋ০ স০ ৮।২।২০)। হে অশ্বিনৌ বাং যুবয়ো রথং কাষ্ঠ্যেব। কাষ্ঠশব্দঃ কাষ্ঠবাচী। যথা কাষ্ঠমাজিধাবনস্যাবধিভূতং নির্দ্দিষ্টং লক্ষ্যমাশুগামী কশ্চিৎ সর্ব্বেভ্যো ধাবদ্ভ্যঃ পূর্ব্বং প্রাপ্নোতি। এবমেব সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ পূর্ব্বমর্ব্বতা শীঘ্রমবধিং প্রাপ্নুবতাস্মদীয়েনাশ্বেন করণভূতেন যুবাভ্যাং জয়ন্তী জীয়মানা সূর্য্যাস্য সবিতুর্দুহিতাতিষ্ঠৎ। আরূঢ়বতী। বিশ্বে সর্ব্ব ইতরে দেবাঃ এতদারোহণস্থানং হৃৎস্থৈর্হৃদয়ৈরন্বমন্যন্ত। অন্বজানন্। তদানীং হে নাসত্যাবশ্বিনৌ শ্রিয়া ঋক্সহস্রলাভরূপয়া সম্পদা কান্ত্যা বা যবাং সংসচেথে। সঙ্গচ্ছেথে॥

জয়ন্তী। ব্যত্যয়েন কর্ম্মণি শতৃপ্রত্যয়ঃ। হৃদ্ভিঃ। পদ্দন্নিত্যাদিনা হৃদয়শব্দস্য হৃদ্ভাবঃ। সচেথে। ষচ সমবায়ে। স্বরিতেত্ত্বাদাত্মনেপদং॥ (১ম—১১৬সূ—১৭ঋ)॥

# সপ্তদশ (১২৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অর্থ-প্রসঙ্গে যে উপাখ্যানের অবতারণা দেখা যায়, তাহা হইতে সত্য নিষ্কাশন করা বড়ই কঠিন। সে উপাখ্যানটী এই যে,—সূর্য্য সোমের সহিত তাঁহার কন্যা সূর্য্যার বিবাহ দিতে চাহেন; কিন্তু দেবগণ সকলেই ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ-জন্য উন্মুখ হয়েন; তখন স্থির হয়, যে দেবতা দ্রুতগতিতে সূর্য্যের নিকট অগ্রে পৌঁছিতে পারিবেন, তিনিই সূর্য্যাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবেন; অশ্বিদ্বয় সকল দেবতার আগে সূর্য্যের নিকট পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারাই সূর্য্যাকে পত্নী-রূপে

---

অনুসন্ধানীয়; এবং এই আখ্যান 'সূর্য্যাবিবাহস্য স্তাবকেন সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ' (ঋ০ স০ ৮।২।২০)—ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয়। হে অশ্বিদ্বয়! 'বাং' আপনাদিগের 'রথং কাষ্ঠ্যেব'। কাষ্ঠ-শব্দ কাষ্ঠবাচী যেমন ঘোড়দৌড়ের সময় যে নির্দ্দিষ্ট কাষ্ঠখণ্ডের নিকট পঁহুছিতে পারিলে জয় হয়, সেই নির্দ্দিষ্ট কাষ্ঠখণ্ডের নাম কাষ্ঠ। এইরূপ সকল দেবগণের পূর্ব্বে 'অর্ব্বতা' শীঘ্র সীমা প্রাপ্তবান্ আপনাদিগের অশ্বের করণভূত আপনাদিগের কর্তৃক 'জয়ন্তী' জীয়মান্ 'সূর্য্যস্য' সবিতার দুহিতা 'আতিষ্ঠৎ' আরোহণ করিয়াছিল। 'বিশ্বে' সকল ইতর 'দেবাঃ' দেবগণ এই আরোহণ-স্থানকে 'হৃদ্ভিঃ' হৃদয়ের দ্বারা 'অন্বমন্যন্ত' জানিয়াছিলেন। তখন 'নাসত্যা' হে অশ্বিদ্বয়! 'শ্রিয়া' সহস্র ঋক্‌লাভরূপ সম্পদের অথবা কান্তি লাভ দ্বারা আপনারা 'সংসচেথে' সম্যক্‌রূপে গমন করেন।

জয়ন্তী। ব্যত্যয়ের দ্বারা কর্ম্মে শতৃপ্রত্যয়। হৃদ্ভিঃ। 'পদ্দন্' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা হৃদয়-শব্দের হৃদ্ভাব। সচেথে। ষচ-ধাতু সমবায় অর্থক। স্বরিতত্ত্ব-হেতু আত্মনেপদ হইয়াছে॥ (১ম—১১৬সূ—১৭ঋ)॥

প্রাপ্ত হন। উপাখ্যান-মূলে মন্ত্রটীর যে অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহার দুইটী আদর্শ (একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;—

(১) "হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের শীঘ্রগামী অশ্ব থাকায় সূর্য্যের দুহিতা বিজিত হইয়া তোমাদের রথে অরোহণ করিলেন; সে রথ কাষ্ঠের ন্যায় সকল দেবগণ হৃদয়ের সহিত ইহা অনুমোদন করিলেন; হে নাসত্যদ্বয়। তোমরা সম্পদ্ প্রাপ্ত হইলে।"

(2) "The Daughter the sun your car ascended,
first reaching as it were the goal with coursers.
All Deities withint heir hearts assted, and ye,
Nasatyas are close sinked with glory."

কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার 'সূর্য্যস্য দুহিতা' পদদ্বয় উপলক্ষে সূর্য্য হইতে নিঃসৃত রশ্মি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, তাহাতেও পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।

যদি প্রচলিত অর্থের সঙ্গতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করার আবশ্যক হয় যে, সূর্য্যলোকে জীবের বসতি আছে এবং সেকালে সূর্য্যের নিকট পৌঁছিবার শক্তি অশ্বিদ্বয়ের (দেব-বৈদ্যদ্বয়ের) ছিল। আরও, 'অর্ব্বতা' ও 'কাষ্ঠেব' পদদ্বয় উপলক্ষে যে ব্যাখ্যা অধুনা প্রচলিত, তাহাতে সেকালেও যে বর্ত্তমানের ন্যায় কাঠে ঘেরা ঘোড়দৌড়ের ক্ষেত্র ছিল, তাহা প্রতিপন্ন হয়।

যাহা হউক, আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। আমরা বলি, 'সূর্য্যস্য দুহিতা' পদদ্বয়ে 'প্রজ্ঞানের পুত্রী' অর্থাৎ 'আমাদিগের সদ্বৃত্তি' বুঝাইতেছে। 'অর্ব্বতা' পদ দুই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। 'অর্ব্বৎ'-শব্দে পাপ অর্থ গ্রহণ করা যায়। সেই দৃষ্টিতে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া, 'অর্ব্বতা জয়ন্তী' বাক্যাংশে 'পাপকে জয় করিয়া' অর্থ আসে। পক্ষান্তরে বিভক্তি অব্যাহত রাখিয়া অশ্বের দ্রুতগমনের ন্যায় 'ক্ষিপ্রগতিতে জয়শীল হইয়া' ভাব প্রাপ্ত হই। 'রথং' পদে সৎকর্ম্ম-রূপ যানকে বুঝায়। 'কাষ্ঠেব' পদে 'পাষাণের ন্যায় অবিচলিত' ভাব গ্রহণ করিতে পারি। এইরূপে, প্রচলিত অর্থ সম্পূর্ণ-রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া, মন্ত্রের প্রথম চরণে ভাব দাঁড়ায় এই যে,—মনুষ্যের সদ্বৃত্তিই অসৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া মনুষ্যকে সৎকর্ম্মসম্পন্ন করে।

যখন ঐ অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, তখনই মনুষ্য সকল দেবভাবের অধিকারী হয়, এবং সত্যপ্রাপক দেবদ্বয় সকল সম্পৎ প্রদান করেন। ফলতঃ, সদ্বৃত্তির প্রেরণায় সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানুষ যে পরাগতি প্রাপ্ত হয়,—এই তত্ত্বই এ মন্ত্রে ব্যাখ্যাত দেখি। ( ১ম—১১৬সূ—১৭ঋ ) ॥

—— • ——

অষ্টাদশী ঋক্ ।

( প্রথমং মণ্ডলং । ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং । অষ্টাদশী ঋক্ )

যদয়াতং দিবোদাসায় বর্ত্তির্ভরদ্বাজায়াশ্বিনা হয়ন্তা ।

রেবদুবাহ সচনো রথো বাং বৃষভশ্চ

শিংশুমারশ্চ যুক্তা ॥ ১৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং ।

যৎ । অয়াতং । দিবঃ২দাসায় । বর্ত্তিঃ । ভরৎ২বাজায় । অশ্বিনা । হয়ন্তা ।

রেবৎ । উবাহ । সচনঃ । রথঃ । বাং । বৃষভঃ । চ ।

শিংশুমারঃ । চ । যুক্তা ॥ ১৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) যুবাং 'হয়ন্তা' ( আহূয়মানৌ, অনুস্মৃতৌ সন্তৌ ইত্যর্থঃ ) 'দিবদাসায়' ( সৎকর্ম্মণঃ সাধকায় ) 'ভরদ্বাজায়' ( সৎকর্ম্মাধিষ্ঠায় জনায় ) 'যৎ' ( যদা ) 'বর্ত্তিঃ' ( গৃহং, স্বর্গাদিকং আশ্রয়ং ইত্যর্থঃ ) 'অয়াতঃ' ( প্রযচ্ছথঃ ) ; তদা তস্মৈ

'সচনঃ' ( সুসেব্যঃ ) 'চ' ( তথা ) 'বৃষভঃ' ( অভীষ্টবর্ষকঃ ) 'চ' ( তথা ) 'শিংশুমারঃ' ( অসৎ-প্রবৃত্তেঃ উন্মেষরোধকঃ ) 'যুক্তা' ( যুক্তঃ, পূর্ব্বোক্তৈঃ সর্ব্বৈঃ গুণৈঃ উপেতঃ, এবম্বিধ গুণযুক্তঃ ইত্যর্থঃ ) 'বাং' ( যুবয়োঃ সম্বন্ধযুতঃ ) 'রথঃ' ( সৎকর্ম্মরূপঃ ইত্যর্থঃ ) তস্মৈ 'রেবৎ' ( পরমার্থং ) 'উবাহ' ( বহতি, প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ )। অয়ং ভাবঃ—দেবভাবঃ যদা মানুষে উপজিতঃ ভবতি তস্য কর্ম্মৈব তদা তস্মৈ পরমার্থং প্রদদাতি॥ ( ১ম—১১৬সূ—১৮ঋ )॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

আধি-ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা আহূত অর্থাৎ অনুসৃত হইয়া, সৎকর্ম্মের সাধক ও সৎকর্ম্মান্বিত জনের জন্য যখন আশ্রয় প্রদান করেন; তখনই সুসেব্য ও অভীষ্টপ্রদ এবং অসৎপ্রবৃত্তির উন্মেষ-অবরোধক এবম্বিধ গুণযুক্ত আপনাদিগের সম্বন্ধযুত সৎকর্ম্ম-রূপ রথ তাঁহার জন্য পরম ধন বহন করিয়া আনে। ( ভাব এই যে,—দেবভাব যখন মানুষের মধ্যে উপজিত হয়, তখন তাঁহার কর্ম্মই তাঁহাকে পরমার্থ প্রদান করিয়া থাকে। )। ( ১ম—১১৬সূ—১৮ঋ )॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা হবন্তা স্তুতিভিরাহূয়মানৌ যুবাং ভরদ্বাজায় সংভ্রিয়মাণচবির্লক্ষণান্নায় যজমানায় দিবোদাসায়ৈতৎসংজ্ঞায় রাজর্ষয়েঽভীষ্টং ফলং দাতুং বর্ত্তিস্তদীয়ং গৃহং যদ্দায়াতং। অগচ্ছতং। তদানীং রেবদ্ধনযুক্তমন্নং বাং যুবয়োঃ সচনঃ সেবনো রথ উবাহ। তস্মৈ দিবোদাসায় প্রাপয়ামাস। অপিচ তস্মিন্ রথে বৃষভোঽনড্বান্ শিংশুমারো গ্রাহশ্চ পরস্পরবিরুদ্ধাবপি স্বসামর্থ্যপ্রকটনায় যুক্তা। বাহনতয়া সংযুক্তো বাস্তাং॥

দিবোদাসায়। দিবশ্চ দাসে ষষ্ঠ্যা অলুগ্বক্তব্য ইত্যলুক্। দিবোদাসাদীনাং ছন্দস্যুপ-

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অশ্বিনা' অশ্বিদ্বয়! 'হবন্তা' স্তুতিসমূহের দ্বারা আহূয়মান আপনারা 'ভরদ্বাজায়' সংভ্রিয়মাণ-চবির্লক্ষণ-অন্ন যজমান 'দিবোদাসায়' এতৎসংজ্ঞক রাজর্ষিকে অভীষ্ট ফল প্রদান করিতে, 'বর্ত্তিঃ' তাঁহার গৃহে 'যৎ' যখন 'আয়াতং' আসেন; তখন 'রেবৎ' ধনযুক্ত অন্নকে 'বাং' আপনাদিগের 'সচনঃ' সেবন 'রথ.' রথ 'উবাহ' সেই দিবোদাসকে প্রাপ্ত করিয়াছিল। অপিচ, সেই রথে 'বৃষভঃ' ষাঁড় 'শিংশুমারঃ' গ্রাহ পরস্পরঃ বিরুদ্ধ হইলেও স্বসামর্থ্য-প্রকটন করিবার জন্য, 'যুক্তা' বাহন হইয়া সংযুক্ত ছিল।

দিবোদাসায়। 'দিবশ্চ দাসে' ইত্যাদি বাক্যে এই পদ হয়। 'ষষ্ঠ্যা অলুক্ বক্তব্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে অলুক্। দিবোদাসাদির 'ছন্দস্যুপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদ আদ্যুদাত্তত্ব।

সংখ্যানমিতি পূর্ব্বপদাদ্যুদাত্তত্বং। ভরদ্বাজায়। ভৃঞ্ ভরণে। অস্মাদ্ব্যত্যয়েন কর্ম্মণি শতৃপ্রত্যয়ঃ। শতুশ্ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বেন লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বাভাবাৎপ্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। হয়ন্তা। হ্বেঞঃ কর্ম্মণি লটো ব্যত্যয়েন শতৃ। বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং। শপি গুণে ছান্দসো যাদেশঃ। রেবৎ। রয়িশব্দাৎ মতুপ্। রয়ের্ম্মতৌ বহুলমিতি সংপ্রসারণং। ছন্দসীর ইতি মতুপো বত্বং। রয়িশব্দাচ্চেতি মতুপ উদাত্তত্বং। সচনঃ। ষচ সেচনে। অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেরিতি যুচ্। যুক্তা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ॥ (১ম—১১৬সূ—১৮ঋ)॥

## অষ্টাদশ (১২৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দ্বিবিধ গ্রন্থি দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, 'ভরদ্বাজায়' ও 'দিবোদাসায়' পদদ্বয় উপলক্ষে একজন মহর্ষির এবং একজন রাজর্ষির সম্বন্ধ প্রখ্যাত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, অশ্বিদ্বয় একটা ষাঁড় এবং একটা শুশুক জুড়িয়া তাঁহাদের রথ চালাইয়াছিলেন,—এই এক প্রহেলিকাপূর্ণ উক্তি দেখিতে পাই। এবিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণ নানা গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও প্রকৃত সমাধান দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই এ সকল প্রসঙ্গ অলৌকিক উপাখ্যানেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে।

আমরা কিন্তু মনে করি, এখানে উপাখ্যান কিছুই নাই। অলৌকিকত্ব বলিয়া যাহা সিদ্ধান্তিত হয়, তাহা অন্তর্দৃষ্টির বিষয়ীভূত। সৎকর্ম্মের দ্বারা যে অসাধ্য সাধন হয়, সৎকর্ম্মের সাহায্যে মানুষ যে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ

---

দিবোদাস ও ভরদ্বাজ শব্দ—শব্দদ্বয়ের মর্ম্ম পূর্ব্বেই প্রখ্যাত হইয়াছে। অপর ভরদ্বাজায়। ভৃঞ্-ধাতু ভরণার্থক। ইহাতে ব্যত্যয়ের দ্বারা কর্ম্মে শতৃ-প্রত্যয়। শতুর 'ছন্দস্যুভয়থাঃ', ইত্যাদি সূত্রে আর্দ্ধধাতুকত্বের দ্বারা লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বের অভাব-হেতু প্রত্যয়ের আদ্যুদাত্তত্ব। বহুব্রীহিতে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। হয়ন্তা। হ্বেঞের (হ্বেঞ্-ধাতুর) কর্ম্মণিবাচ্যে লটে ব্যত্যয়ের দ্বারা শতৃ-প্রত্যয়। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। শপের গুণে ছান্দসে যা আদেশ। রেবৎ। রয়ি-শব্দ-হেতু মতুপ্। 'রয়ের্ম্মতৌ বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ 'ছন্দসীরঃ' ইত্যাদি সূত্রে মতুপের বত্ব। 'রয়িশব্দাচ্চ' ইত্যাদি সূত্রে মতুপের উদাত্তত্ব। সচনঃ। ষচ-ধাতু সেচনার্থক। 'অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ' ইত্যাদি সূত্রে যুচ্। যুক্তা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার॥ (১ম—১১৬সূ—১৮ঋ)॥

চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হয়, এখানে এই নিত্য-সত্যতত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই এই মন্ত্রের অলৌকিকত্ব। রথই বা কি, ধনই বা কি, আর যানই বা কি,—আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা উপলব্ধ হইবে। বিবৃতি বাহুল্য মাত্র॥ (১ম—১১৬সূ—১৮ঋ)॥

—∘—

### একোনবিংশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। একোনবিংশী ঋক্। )

রয়িং সুক্ষত্রং স্বপত্যমায়ুঃ সুবীর্য্যং নাসত্যা বহন্তা।
আ জহ্নাবীং সমনসোপ বাজৈস্ত্রিরহ্নো
ভাগং দধতীময়াতং ॥ ১৯ ॥

∘

### পদ-বিশ্লেষণং।

রয়িং। সুঽক্ষত্রং। সুঽঅপত্যং। আয়ুঃ। সুঽবীর্য্যং। নাসত্যা। বহন্তা।
আ। জহ্নাবীং। সঽমনসা। উপ। বাজৈঃ। ত্রিঃ। অহ্নঃ।
ভাগং। দধতীং। অয়াতং ॥ ১৯ ॥

∘

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' ( সত্যপ্রাপকৌ হে দেবৌ ) যুবাং 'সুক্ষত্রং' ( শোভনবলং, পরিত্রাণসাধকং ইত্যর্থঃ ) 'রয়িং' ( ধনং—পরমার্থরূপং ) তথা 'স্বপত্যং' ( সুসন্তানযুতং ) 'সুবীর্য্যং' ( সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যোপেতং ) 'আয়ুঃ' ( জীবনকালং ) 'বহন্তা' ( বহনকারিণৌ—ভবথঃ ইতি শেষঃ, প্রযচ্ছথঃ ইত্যর্থঃ ); অয়ং ভাবঃ - দেবতায়াঃ কৃপয়া দেবভাবস্য সমাবেশেনৈব নরঃ ইহকালে সুপুত্রং প্রাপ্নোতি সৎকর্ম্মসম্পাদনায় সামর্থ্যং চ লভতে, তথা পরকালে পরামুক্তেঃ অধিকারী

ভবতি; 'বাজৈঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ যুক্তাং) 'ত্রিরহ্ন' (ত্রিকালং, সদৈব ইত্যর্থঃ) 'ভাগং' (ফলাংশং, কর্ম্মফলং ইত্যর্থঃ) 'দধতীং' (ভগবতি সম্প্রদানপরায়ণাং) 'জহ্নাবীং' (সর্ব্বকর্ম্মত্যাগশীলাং প্রজাং, সাধকং ইত্যর্থঃ) যুবাং 'সমনসা' (সমানমনস্কৌ সন্তৌ, ঐকান্তিকেন ইত্যর্থঃ) 'আ অয়াতং' (সর্ব্বতোভাবেন প্রাপ্নুথঃ ইত্যর্থঃ); সৎকর্ম্মপরায়ণঃ ভগবতি ন্যস্তকর্ম্মফলঃ সাধকঃ স্বতমেব দেবতানাং অনুকম্পাং লভতে — ইতি ভাবঃ। (১ম - ১১৬সূ - ১৯ঋ)॥

### বঙ্গানুবাদ।

সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! আপনারা পরিত্রাণসাধক পরমার্থ-রূপ ধনকে এবং সুসন্তানযুক্ত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যোপেত জীবন-কালকে প্রদান করেন; (ভাব এই যে,—দেবতার কৃপায় দেবভাবের সমাবেশেই মানুষ ইহকালে সুপুত্র প্রাপ্ত হয় ও সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য লাভ করে; এবং পরকালে পরামুক্তির অধিকারী হয়); সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা যুক্ত, সদাকাল কর্ম্মফল ভগবানে সম্প্রদানপরায়ণ, সর্ব্বকর্ম্মত্যাগশীল সাধককে, আপনারা ঐকান্তিকতার সহিত প্রাপ্ত হয়েন—অনুকম্পা করেন; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মপরায়ণ ভগবানে ন্যস্তকর্ম্মফল সাধক স্বতঃই দেবতাদিগের অনুকম্পা প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (১ম—১১৬সূ—১৯ঋ)॥

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নাসত্যাবশ্বিনৌ সুক্ষত্রং শোভনবলং রয়িং ধনং স্বপত্যং শোভনৈঃ পুত্রাদিভিরুপেতং সুবীর্য্যং শোভনবীর্য্যোপেতমায়ুঃ। অন্ননামৈতৎ। এবংগুণবিশিষ্টমন্নং চ বহন্তা ধারয়ন্তৌ যুবাং সমনসা সমানমনস্কৌ সন্তৌ জহ্নাবীং জহ্নুর্ম্মহর্ষেঃ সম্বন্ধিনীং প্রজামায়াতং। আভিমুখ্যেনাগচ্ছতং। কীদৃশীং। বাজৈর্হবির্লক্ষণৈরন্নৈরুপেতাং। অহ্নঃ। অত্রাহঃশব্দেন তত্রানুষ্ঠেয়ঃ সোমযাগো লক্ষ্যতে। তস্য প্রাতঃসবনাদিরূপেণ ত্রিধা বিভক্তং ভাগং অংশং দধতীং বিভ্রতীং। অনুসবনং হবির্ভির্যজমানামিত্যর্থঃ॥

---

### সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

'নাসত্যা' হে অশ্বিদ্বয়! 'সুক্ষত্রং' শোভনবলযুক্ত 'রয়িং' ধনকে 'স্বপত্যং' শোভনপুত্রাদিগণের দ্বারা যুক্ত 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেত 'আয়ুঃ' (ইহা অন্ননামবাচক) এরূপ গুণবিশিষ্ট অন্নকে 'বহন্তা' বহনকারী আপনারা 'সমনসা' সমানমনস্ক হইয়া 'জহ্নাবীঃ' জহ্নু মহর্ষির সম্বন্ধযুক্ত প্রজাকে (সন্তানাদির) 'আয়াতং' অভিমুখে আসিয়াছিলেন। কীদৃশ প্রজা)? 'বাজৈঃ' হবিলক্ষণযুক্ত অন্নবিশিষ্ট। 'অহ্নঃ' এখানে অহঃশব্দের দ্বারা তত্রানুষ্ঠেয় সোমযাগ লক্ষিত হয়; তাহার প্রাতঃসবনাদিরূপের দ্বারা ত্রিধা ভাগে বিভক্ত 'ভাগং' অংশকে 'দধতীং' ধারণকারী। অর্থাৎ, হবিঃসমূহের দ্বারা অনুসবন যজমানকে।

সুক্ষত্রং। বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। সুবীর্য্যং। বীরবীর্য্যৌ চেতি বহুব্রীহাবুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। জহ্নাবীঃ। জহ্নুশব্দাত্তস্যেদমিত্যণ্। টিড্ঢাণঞিতি ঙীপ্। জাহ্নবী হ্রস্বদীর্ঘয়োর্বিনিময়ঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ। উক্তং চ বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চেতি। অত এব মধ্যোদাত্তত্বং॥ (১ম - ১১৬সূ ১৯ঋ)॥

* * *

# একোনবিংশ (১২৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের দুইটী চরণে একই উদ্দেশ্যসূচক দুইটী ভাবের অভিব্যক্তি দেখি। প্রথম চরণে দেবতা যে কেমন ভাবে অনুকম্পা প্রকাশ করেন, তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে; বলা হইয়াছে,—দেবতার কৃপাতেই দেবভাবের সমাবেশেই মানুষ সুপুত্রাদি লাভ করিয়া সুখী হয় এবং সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সুযশঃ অর্জ্জন করে; পরন্তু পরকালেও পরমার্থের অধিকারী হইয়া থাকে। প্রথম চরণে এইরূপ দেবতার কৃপার বিষয় দ্যোতিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় চরণে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—সেই কৃপা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে প্রকাশ,—যিনি সৎকর্ম্মপরায়ণ, যাঁহার কর্ম্মফল ভগবানে সন্ন্যস্ত, তিনিই সে কৃপার অধিকারী হইয়া থাকেন। পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত এবম্বিধ দুই ভাবই এই মন্ত্রে প্রকাশমান। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মর্ম্ম এই যে,—জহ্নু মুনির সন্ততিগণের পূজা পাইয়া অশ্বিদ্বয় সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের জন্য অন্ন ও ধন বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এ পক্ষে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার পার্থক্য অনুধাবনীয়। (১ম—১১৬সূ—১৯ঋ)॥

---

সুক্ষত্রং। বহুব্রীহিতে 'নঞ্সুভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদান্তের উদাত্তত্ব। সুবীর্য্যং। 'বীরবীর্য্যৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে বহুব্রীহিতে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব। জহ্নাবীঃ। জহ্নু-শব্দ-হেতু 'তস্যেদম্' ইত্যাদি সূত্রে অণ্। 'টিড্ঢাণঞ্' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্। পৃষোদরাদিত্ব-হেতু জাহ্নবী-হ্রস্বদীর্ঘের বিনিময়। কথিতও আছে—'বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ'। অতএব মধ্যের উদাত্তত্ব॥ (১ম - ১১৬সূ—১৯ঋ)॥

* * *

বিংশী ঋক্ ।

( প্রথমং মণ্ডলং । ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং । বিংশী ঋক্ । )

পরিবিষ্টং জাহুষং বিশ্বতঃ
সীং সুগেভির্নক্তমূহথূ রজোভিঃ।
বিভিন্দুনা নাসত্যা রথেন বি পর্ব্বতাঁ
অজরয়ূ অয়াতং ॥ ২০ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং ।

পরিঽবিষ্টং । জাহুষং । বিশ্বতঃ ।
সীং । সুঽগেভিঃ । নক্তং । ঊহথুঃ । রজঃঽভিঃ ।
বিঽভিন্দুনা । নাসত্যা । রথেন । বি । পর্ব্বতান্ ।
অজরয়ূ ইতি । অয়াতং ॥ ২০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে দেবৌ ! 'বিশ্বতঃ' ( সর্ব্বতোভাবেন ) 'পরিবিষ্টং' ( রিপুশত্রুভিঃ উপভোগাদ্রব্যৈঃ বা —পরিবৃতং সন্তং অপি ) 'জাহুষং' ( সৎকর্ম্মকারিণং জনং, সৎকর্ম্মণা জয়শীলং জনং বা ) 'সুগেভিঃ' ( সুষ্ঠুগন্তং শক্যৈঃ ) 'রজোভিঃ' ( রঞ্জকৈঃ মার্গৈঃ, আনন্দপ্রদৈঃ পথিভিঃ ) 'সীং' ( নিশ্চিতং, সত্বরং ) 'নক্তং' ( অজ্ঞানরূপাং রাত্রিং, অজ্ঞানসংস্পর্শাৎ ইত্যর্থঃ ) 'ঊহথুঃ' ( যুবাং পরিত্রায়থঃ ); সৎকর্ম্মকারী যদ্যপি কদাচিৎ প্রলোভনীয়ৈঃ উপভোগ্যদ্রব্যৈঃ

পরিবৃতঃ ভবতি কিন্তু সুষ্ঠুমার্গপ্রদর্শনেন যুবাং তং রক্ষথঃ ইতি ভাবঃ; 'নাসত্যা' (সত্যপ্রাপকৌ) 'অজরয়ূ' (নিত্যতরুণৌ, নবজীবনপ্রদাতারৌ হে দেবৌ) 'বিভিন্দুনা' (বিশেষেণ পাপসংস্পর্শবিচ্ছেদকেন) 'রথেন' (সৎকর্ম্মকারিণা কৃতেন কর্ম্মণা, সৎকর্ম্মরূপেণ যানেন ব—সংবাহিতৌ সন্তৌ ইতি যাবৎ) 'পর্ব্বতান্' (পাষাণবদ্দৃঢ়ান্ পাপপ্রলোভনাদিকান্) 'ব্যযাতং' (বিশেষেণ ছিন্নীকুরুথঃ); সৎকর্ম্ম এব দেবকৃপাং প্রাপ্তে সতি রিপূণাং প্রভাবং খর্ব্বং করোতি – ইতি ভাবঃ। (১ম ১১৬সূ ২০ঋ)॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! সর্ব্বতোভাবে রিপুশত্রুগণ কর্ত্তৃক অথবা উপভোগ্য দ্রব্যসকল কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিলেও, সৎকর্ম্মকারী জনকে (সৎকর্ম্মের দ্বারা যত্নশীল ব্যক্তিকে), সুষ্ঠুগমনযোগ্য আনন্দপ্রদ পথসমূহের দ্বারা নিশ্চিত সত্বর আপনারা অজ্ঞান-রূপ রাত্রির সংস্পর্শ হইতে পরিত্রাণ করেন; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মকারী যদিও কখনও প্রলোভনীয় উপভোগ্য দ্রব্যসমূহের দ্বারা পরিবৃত হয়েন, কিন্তু সুষ্ঠুমার্গপ্রদর্শনের দ্বারা আপনারা তাঁহাকে রক্ষা করেন); সত্যপ্রাপক নবজীবনপ্রদাতা হে দেবদ্বয়! বিশেষপ্রকারে পাপসংস্পর্শবিচ্ছেদক, সৎকর্ম্মকারীর কৃত কর্ম্মের দ্বারা (সৎকর্ম্ম-রূপ যানের দ্বারা) আপনারা সংবাহিত হইয়া পাষাণবৎ দৃঢ় পাপপ্রলোভনাদিকে বিশেষ প্রকারে ছিন্ন করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মই দেবকৃপা প্রাপ্ত হইয়া রিপুগণের প্রভাবকে খর্ব্ব করিয়া থাকে।)॥ (১ম—১১৬সূ—২০ঋ)॥

⁂

সায়ণ ভাষ্যং।

জাহুষোনাম কশ্চিদ্রাজা। বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ পরিবিষ্টং শত্রুভিঃ পরিবৃতং তং রাজানং হে নাসত্যাবশ্বিনাবজরয়ূ জরারহিতৌ নিত্যতরুণৌ যুবাং বিভিন্দুনা বিশেষেণ সর্ব্বস্য ভেদকেনাত্মীয়েন রথেন নক্তং রাত্রৌ সুগেভিঃ সুষ্ঠু গন্তুং শক্যৈ রজোভী রঞ্জকৈর্মার্গৈরূহথুঃ। তস্মাচ্ছত্রু-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

জাহুষনামে কোনও রাজা ছিলেন। 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতোভাবে 'পরিবিষ্টং' শত্রুগণের দ্বারা পরিবৃত সেই রাজাকে 'নাসত্যা' হে অশ্বিদ্বয়! 'অজরয়ূ' জরারহিত নিত্যতরুণ আপনারা 'বিভিন্দুনা' বিশেষরূপে সকলের ভেদকারী নিজের রথের দ্বারা 'নক্তং' রাত্রিতে 'সুগেভিঃ' সুগম্য 'রজোভিঃ' রঞ্জকমার্গসমূহের দ্বারা 'উহথুঃ' সেই শত্রুসমূহ হইতে নির্গত করিয়াছিলেন।

সম্যগান্নিরগময়তং। সীমিত্যেতৎপাদপূরণং। নির্গতেন তেন সহ পর্ব্বতান্ শত্রুভিরারোঢুমশক্যান্ শিলোচ্চয়ান্ ব্যায়াতং। বিশেষেণাগচ্ছতং॥

পরিবিষ্টং। বিশ প্রবেশনে। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। সুগেভিঃ। সুদুরোরধিকরণ ইতি গমের্ডঃ। বিভিন্দুনা। ভিদির্ বিদারণে। ঔণাদিক উপ্রত্যয়ো নুমাগমশ্চ। অজরয়ূ। ন জরা অজরা। তামাত্মন ইচ্ছতঃ সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ন ছন্দস্যপুত্রস্যেতীত্বদীর্ঘয়োর্নিষেধঃ। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। (১ম—১১৬সূ—২০ঋ॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে একাদশো বর্গঃ॥ ১।৮।১১॥

* * *

## বিংশ (১২৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'জাহুষ নামক একজন রাজা ছিলেন; তিনি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, অশ্বিদ্বয় রাত্রিযোগে আপনাদিগের রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহার উদ্ধার-সাধন করেন, এবং এই কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য তাঁহারা দুরারোহ পর্ব্বতে রথ-চালনা করিয়াছিলেন।' মন্ত্রে অশ্বিদ্বয়ের সেই কীর্ত্তি-কথা ঘোষিত হইয়াছে,—ইহাই সাধারণতঃ এই মন্ত্রার্থে প্রখ্যাত হইতে দেখি।

আমাদিগের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য কিন্তু অন্যরূপ। সৎকর্ম্মকারী জন যদি নানা প্রলোভনের সামগ্রীর দ্বারা পরিবৃত থাকেন; তাঁহার কৃতকর্ম্ম তাঁহাকে সে প্রলোভনের সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখে। পরন্তু তাঁহার কর্ম্মই তাঁহার মোক্ষপ্রাপক হয়। সৎকর্ম্মানুষ্ঠান রিপুগণকে বিমর্দ্দিত রাখে। তদনুষ্ঠানেই দেবতার কৃপা লাভ করা যায়।

---

'সীং' ইহা পাদপূরণার্থক। নির্গত করিয়া তাঁহার সহিত 'পর্ব্বতাং' শত্রুগণের দুরারোহ পর্ব্বতসমূহে 'আয়াতং' বিশেষরূপে আগমন করিয়াছিলেন।

পরিবিষ্টং। বিশ ধাতু প্রবেশনার্থক। কর্ম্মে নিষ্ঠা। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতির (গম-ধাতুর) প্রকৃতিস্বরত্ব। সুগেভিঃ। 'সুদুরোরধিকরণঃ' ইত্যাদি সূত্রে গম-ধাতুতে ড-প্রত্যয়। বিভিন্দুনা। ভিদির্ ধাতু বিদারণার্থক। উণাদিগণীয় উ-প্রত্যয় ও নুম আগম। অজরয়ূ। ন জরা এই অর্থে অজরা। 'তামাত্মন ইচ্ছতঃ' ইত্যাদি বাক্যে 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্'। ইত্যাদি সূত্রে ক্যচ্-প্রত্যয়। 'ন ছন্দস্যপুত্রস্য' ইত্যাদি সূত্রে ইত্ব—দীর্ঘের নিষেধ। 'ক্যাচ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উ-প্রত্যয়। (১ম—১১৬সূ—২০ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের একাদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১.৮.১১॥

* * *

মন্ত্রের প্রত্যেক পদের মধ্যেই প্রোক্ত ভাব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। ধাতু-প্রত্যয়-গত অর্থই সে ভাবের দ্যোতক। প্রতি পদের প্রতিবাক্য অনুশীলন করিলেই সে ভাব-কুসুম প্রস্ফুট হইবে। (১ম—১১৬সূ—২০ঋ)

—.—

### একবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। একবিংশী ঋক্।)

একস্যা বস্তোরাবতং রণায় বশমশ্বিনা
সনয়ে সহস্রা।
নিরহতং দুচ্ছুনা ইন্দ্রবন্তা পৃথুশ্রবসো
বৃষণাবরাতীঃ ॥ ২১ ॥

. . .

পদ-বিশ্লেষণং।

একস্যাঃ। বস্তোঃ। আবতং। রণায়। বশং। অশ্বিনা।
সনয়ে। সহস্রা।
নিঃ। অহতং। দুচ্ছুনাঃ। ইন্দ্রঽবন্তা। পৃথুঽশ্রবসঃ।
বৃষণৌ। অরাতীঃ ॥ ২১ ॥

. . .

## মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (আধি-ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ!) 'রণায়' (রমণীয়ায়, যদ্বা—রিপুভিঃ সহ সমরায়) 'সনয়ে' (ধনলাভায়, পরমার্থপ্রাপণায় ইত্যর্থঃ, যদ্বা তথা জয়লাভায়) 'একস্যাঃ' (একস্মিন্নেব, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'বস্তোঃ' (বাসস্থানে, অস্মিন হৃৎপ্রদেশে ইতি ভাবঃ) 'সহস্রা' (অশেষপ্রকারেণ) 'বশং' (যুবয়োঃ প্রভুত্বং) 'আবতং' (রক্ষতং); 'বৃষণৌ' (অভীষ্টপূরকৌ) 'ইন্দ্রবন্তা' (বলৈশ্বর্য্যযুক্তৌ হে দেবৌ) 'পৃথুশ্রবসঃ' (মহতঃ বিচ্যুতস্য, ভগবতঃ সম্বন্ধচ্যুতস্য, মদীয়স্য ইতি যাবৎ) 'দুচ্ছুনাঃ' (দুঃখপ্রদান্) 'অরাতীঃ' (শত্রুনিবহান্, রিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'নিরহতং' (নিঃশেষেণ নাশয়তং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! অস্মাকং হৃদি যুবয়োঃ প্রভাবঃ রক্ষিতঃ ভবতু, যুবাং চ অস্মাকং রিপূন্ বিনাশয়তং। (১ম—১১৬সূ—২১ঋ)॥

⁂

অথবা,—

'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাধিবারকৌ হে দেবৌ) 'রণায়' (রণে, কামাদিশত্রুভিঃ সহ যুদ্ধে) 'সনয়ে' (সাধকান্ ত্রাতুং) 'একস্যাঃ' (একস্মিন্নেব) 'বস্তোঃ' (যুষ্মদীয় বাসযোগ্যে সাধকহৃৎপ্রদেশে) 'বশং' (বশ্যং. তেষাং আয়ত্তাধীনং ইত্যর্থঃ) 'সহস্রা' (সহস্রং, বহুবিধং যুদ্ধোপকরণং—সৎবৃত্তিরূপং ইতি যাবৎ) যুবাং 'আবতং' (অরক্ষতং, পালয়থঃ); পরন্তু, 'বৃষণৌ' (কামানাং বর্ষিতারৌ, কামনাপূরকৌ) 'ইন্দ্রবন্তা' (দ্যুতিমন্তৌ অশেষবলৈশ্বর্য্যসম্পন্নৌ বা হে দেবৌ) যুবাং 'পৃথুশ্রবসঃ' (বিস্তীর্ণযশসঃ সাধকস্য) 'দুচ্ছুনাঃ' (দুর্দ্ধর্ষাণ্) 'অরাতীঃ' (শত্রুনিবহান্) 'নিরহতং' (নিঃশেষেণ নাশয়থঃ)। হে শরণ্যৌ দেবৌ যুবাং শরণাগতানাং সর্ব্ববিধান্ অরিষ্টান্ দূরীকৃত্য তেষাং সাধনমার্গং সুগমং কুরুথঃ—ইতি ভাবঃ। (১ম—১১৬সূ—২১ঋ)॥

⁂

## বঙ্গানুবাদ।

আধি-ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! রমণীয় ধন-লাভের নিমিত্ত (পরমার্থ-প্রাপণের জন্য) অথবা রিপুগণের সহিত সমরের জন্য এবং জয়লাভের জন্য, একমাত্র ভগবানের বাসস্থান এই হৃৎপ্রদেশে অশেষপ্রকারে আপনাদিগের প্রভুত্ব রক্ষা করুন; অভীষ্টপূরক বলৈশ্বর্য্যযুত হে দেবদ্বয়! মহৎ হইতে বিচ্যুত—ভগবান্ হইতে সম্বন্ধচ্যুত আমার দুঃখপ্রদ শত্রুনিবহকে (রিপুগণকে) নিঃশেষে নাশ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আমাদিগের হৃদয়ে আপনাদিগের প্রভাব রক্ষিত হউক, এবং আপনারা আমাদিগের রিপুগণকে বিনাশ করুন।)॥ (১ম—১১৬সূ—২১ঋ)॥

⁂

অথবা,—

অন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাধিবারক হে দেবদ্বয়! কামাদি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে সাধককে ত্রাণ করিবার নিমিত্ত, একমাত্র আপনাদিগের বাসযোগ্য সাধকের হৃৎপ্রদেশে, তাঁহাদিগের আয়ত্তাধীন সদ্বৃত্তি-রূপ বহুবিধ যুদ্ধোপকরণকে আপনারা রক্ষা করিয়া থাকেন; পরন্তু, কামনাপূরক দ্যুতিমান্ (অশেষ-বলৈশ্বর্য্যসম্পন্ন) হে দেবদ্বয়! আপনারা প্রথিতযশা সাধকের দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণকে নিঃশেষে নাশ করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—শরণীয় হে দেবদ্বয়! আপনারা শরণাগতের সর্ব্ববিধ অরিষ্ট দূরীকৃত করিয়া তাঁহাদিগের সাধনমার্গকে সুগম করিয়া থাকেন।)॥ (১ম—১১৬সূ—২১ঋ)॥

* * *

## সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ বশমেতৎসংজ্ঞমৃষিমেকস্যাবস্তোরেকস্যাহ্নো রণায় রমণীয়ায় সহস্রা সহস্রসংখ্যায় সনয়ে ধনলাভায়াবতং অরক্ষতং। স ঋষিঃ প্রত্যহং যথা সহস্রসংখ্যং ধনং লভতে তথা রক্ষিতবন্তাবিত্যর্থঃ। অপিচ হে বৃষণা কামানাং বর্ষিতারাবশ্বিনৌ। ইন্দ্রবন্তা ইন্দ্রেণ সংযুক্তৌ যুবাং দুচ্ছুনাঃ দুষ্টসুখান্ দুঃখস্য কর্তৄন্ পৃথুশ্রবসো বিস্তীর্ণযশসোঽরাতীঃ শত্রূন্নিরহতং। নিঃশেষেণাবধিষ্টং। যদ্বা কানীনস্য পৃথুশ্রবসসংজ্ঞস্য রাজ্ঞঃ শত্রূনিতি যোজ্যং॥

সহস্রা। সুপাং সুলুগিতি চতুর্থ্যা ডাদেশঃ। অহতং। লঙি থসস্তং অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। দুচ্ছুনাঃ শুনমিতি সুখনাম। দুষ্টং সুখং যাসাং তাস্তথোক্তাঃ। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম-১১৬সূ-২১ঋ)॥

* * *

---

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'বশং' এতৎসংজ্ঞক ঋষিকে 'একস্যাঃ বস্তোঃ' একদিনে 'রণায়' রমণীয় 'সহস্রা' সহস্রসংখ্যক 'সনায়' ধনলাভের জন্য 'আবতং' রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই ঋষি যাহাতে প্রত্যহ সহস্রসংখ্যক ধন লাভ করেন, তদ্রূপ রক্ষা করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। অপিচ 'বৃষণা' হে কামনাসমূহের বর্ষক অশ্বিদ্বয়! 'ইন্দ্রবন্তা' ইন্দ্রের সহিত সংযুক্ত আপনারা 'দুচ্ছুনাঃ' দুষ্ট সুখসমূহ দুঃখের কর্তা 'পৃথুশ্রবসঃ' বিস্তীর্ণ যশঃশালীর 'অরাতীঃ' শত্রুগণকে 'নিরহতং' নিঃশেষ বধ করিয়াছিলেন। অথবা কানীন পৃথুশ্রবসনামক রাজার শত্রুগণকে—ইত্যাদি যোজ্য।

সহস্রা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে চতুর্থীতে ডা-আদেশ। অহতং। লঙে থসন্ত। 'অনুদাত্তোপদেশে' ইত্যাদি সূত্রে অনুনাসিকের লোপ। দুচ্ছুনাঃ। শুনঃ—এই পদ সুখ-নাম-বাচক। দুষ্ট সুখ যাহার সে—তথোক্তা। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব॥ (১ম—১১৬সূ-২১ঋ)॥

* * *

# একবিংশ ( ১২৭৮ ) ঋকের বিশদার্থ।

দুই প্রকারে এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিয়াছি। প্রথম প্রকারের ব্যাখ্যায় পদাবলির বিভক্তি অব্যাহত রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যায় দুই একটী পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। দৃশ্যতঃ দুই ব্যাখ্যা দুইরূপ হইলেও, মর্ম্মপক্ষে দুই ব্যাখ্যারই ভাব কিন্তু অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইবে।

মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার একটী লৌকিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা বশ-নামক ঋষিকে এক দিনের রমণীয় সহস্রসংখ্যক ধন লাভের নিমিত্ত রক্ষা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ, সেই বশাখ্য ঋষি প্রত্যহ যাহাতে সহস্রসংখ্যক ধন-লাভে সমর্থ হয়, সেইরূপে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অপিচ, হে কামনাবর্ষণকারী অশ্বিদ্বয়! আপনারা ইন্দ্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া দুঃখের কর্ত্তা বিস্তীর্ণযশা শত্রুগণকে নিঃশেষে বধ করিয়াছিলেন। অথবা, কানীন পৃথুশ্রবাঃ নামক রাজার শত্রুসকলকে নিঃশেষে বধ করিয়াছিলেন।' ইহাতে এই মন্ত্রটীর আদি-অন্ত অন্বয় বা ভাব-সঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয় না। কারণ, প্রথমাংশে বুঝা যাইতেছে,—বশাখ্য ঋষির উপাখ্যান। কিন্তু দ্বিতীয়াংশ যে কাহার উদ্দেশে প্রযোজ্য, তাহার কোনরূপ উল্লেখ নাই। বিকল্প-পক্ষে ঐ দ্বিতীয়াংশে আবার 'পৃথুশ্রবসঃ' পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কানীন বা পৃথুশ্রবস্ রাজার কথা অবতারিত করিয়াছেন। একই মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক উপাখ্যান-দ্যোতক ব্যাখ্যা প্রকাশ পাইয়াছে। যাহা হউক, আমরা যেরূপে পৌর্ব্বাপর্য্য-সঙ্গতি রক্ষাকল্পে মন্ত্রটীর অর্থ-নিষ্কাশন করিলাম, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা গেল।

মন্ত্রের অন্তর্নিহিত কয়েকটী পদ একান্ত বিবেচ্য। প্রথম—'বশ্যোঃ'। নিবাসার্থমূলক বস্ ধাতু ইহার জনক। তাহাতে আমরা ইহাকে বাসযোগ্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়—'রণায়'। ভাষ্যকার বলেন—রমণীয়। আমরা বলি—রমণীয় ও যুদ্ধ। রণ-শব্দে ঐ দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াই ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হয়। তৃতীয়—'বশঃ'। ব্যাখ্যাকারের মতে উক্ত

বশ-নামক ঋষির দ্যোতক। আমাদের মতে—উহা বশীভূতার্থ-জ্ঞাপক অথবা প্রভুত্ব-খ্যাপক। চতুর্থ—'পৃথুশ্রবসঃ।' এই পদে ভাষ্যকার দুই প্রকার অভিমত পোষণ করেন। প্রথম—যৌগিকার্থে ইহা শত্রুর বিশেষণ। দ্বিতীয় সংজ্ঞার্থে ইহা রাজার নাম আমরা যৌগিকার্থে উহাকে দুই প্রকার ভাবে গ্রহণ করিয়াছি। প্রথমতঃ, 'পৃথু' হইতে 'শ্রব' অর্থাৎ মহৎ হইতে চ্যুত। মহৎ বলিতে ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন এক মাত্র ভগবানকেই বুঝাইয়া থাকে। এপক্ষে ভাব-সঙ্গতিও বেশ উৎকৃষ্ট হয়। এখানে প্রার্থনাকারী যেন আপনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—'হে দেবদ্বয়! সেই মহৎ হইতে অর্থাৎ ভগবান্ হইতে বিচ্যুত এই আমাকে আপনারা রক্ষা করুন।' দ্বিতীয়তঃ, উহাকে সাধকের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছি। কারণ, শত্রুর বিশেষণে প্রথিতযশা পদ প্রয়োগের কোনরূপ সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। উহা সাধুকুলেরই এক-চেটিয়া। আর আর যে কয়েকটী পদ আছে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও সায়ণের বঙ্গানুবাদেই তাহা বোধগম্য হইবে।

এই মন্ত্রটীতে অশ্বিদ্বয়ের দেবগুণ বিস্পষ্টীকৃত। যিনি শরণাগতের প্রতি সাধু ব্যবহারে সক্ষম, তিনিই প্রকৃত দেবতা। আশ্রিতের সর্ব্ববিধ অনিষ্ট এবং তাহার মূলীভূত কারণ নিবারণই—সাধু ব্যবহার। এই ভাবের ধ্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।' শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—'শোক কিসের নিমিত্ত? আমি তোমাকে সর্ব্ববিধ পাপ সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে রক্ষা করিব। তোমার যাহা অভিমত কাম্য, তুমি তাহাই পাইবে।' ইহাই শরণাগতবাৎসল্যতা। এরূপ না হইলে, সাধকই বা শরণাগত হইবে কেন? এখানে বলা হইয়াছে,—'এই দেবদ্বয় সাধকের হৃৎপ্রদেশে প্রেম-প্রীতি-দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি এরূপ সদ্ভাব সমাবিষ্ট করেন, যাহাতে অনিষ্টকারী পাপের কোনরূপ প্রতিপত্তিই কার্য্যকরী হয় না। পরন্তু সাধক নিরাপদে সাধনলভ্য ধনাধিকারী হইয়া স্বয়ং কৃতার্থম্মন্য হয়েন।' মন্ত্র হইতে আমরা এই ভাবই প্রাপ্ত হই। (১অ—১১৬সূ—২১ম)।

## দ্বাবিংশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। দ্বাবিংশী ঋক্। )

শরস্য চিদার্চ্চৎকস্যাবতদা নীচাদুচ্চা
চক্রথুঃ পাতবে বাঃ।
শয়বে চিন্নাসত্যা শচীভির্জ্জসুরয়ে
স্তর্য্যং পিপ্যথুর্গাং ॥ ২২ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

শরস্য। চিৎ। আর্চ্চৎ২কস্য। অবতাৎ। আ। নীচাৎ। উচ্চা।
চক্রথুঃ। পাতবে। বারিতি বাঃ।
শয়বে। চিৎ। নাসত্যা। শচীভিঃ। জসুরয়ে।
স্তর্যং। পিপ্যথুঃ। গাং ॥ ২২ ॥

---

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! যুবাং 'আর্চ্চৎকস্য' ( অর্চ্চনাকারিণঃ হৃৎস্থস্য ) 'শরস্য' ( বাণস্য—অসদ্ভাবচ্ছেদকস্য, একং লক্ষ্য গতিশীলস্য, ভক্তিপাদপস্য ইত্যর্থঃ ) 'পাতবে' ( পালনার্থং ) 'বাঃ' ( স্নেহবারি ) 'অবতাৎ' ( রক্ষথঃ, সিঞ্চথঃ ইত্যর্থঃ ); এবং তাং ভক্তিং 'নীচাৎ' ( নীচস্থানাৎ, অনিত্যসংসারাবর্ত্তাৎ ইত্যর্থঃ ) 'চিৎ' ( নিশ্চিতমেব ) 'উচ্চা' ( ঊর্দ্ধস্থানে, সত্যে ) 'আ চক্রথুঃ' ( উপস্থাপয়থঃ ); অয়ং ভাবঃ—হে দেবৌ যুবাং সাধকস্য হৃদয়ে বর্ত্তমানাং ভক্তিং সংবর্দ্ধ্য অনিত্যাৎ নিত্যে সংযোজয়থঃ; পরন্তু 'নাসত্যা' ( অসত্যরহিতৌ সত্যপ্রাপকৌ হে দেবৌ ) যুবাং 'শচীভিঃ' ( যুষ্মদীয়ৈঃ সত্ত্বরূপৈঃ কর্ম্মভিঃ ) 'জসুরয়ে' ( একনিষ্ঠায় )

'শয়বে' (সাধকায়) 'স্তর্য্যং (বিস্তীর্ণং, সর্ব্বজ্ঞাপকমিত্যর্থঃ) 'গাং' (জ্ঞানং) 'চিৎ' (সদৈব) 'পিপ্যথুঃ' (বিতরথঃ)। অয়মেব ভাবঃ হে দেবৌ যুবাং একনিষ্ঠস্য সাধকস্য হৃৎপ্রদেশং জ্ঞানেন পূরয়থঃ। (১ম—১১৬সূ—২২ঋ)॥

* * *

## বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! আপনারা অর্চ্চনাকারীর হৃদিস্থিত অসদ্ভাবের ছেদক বাণকে অর্থাৎ এক লক্ষ্যে গতিশীল ভক্তি-পাদপকে পালন করিবার নিমিত্ত স্নেহবারি রক্ষা করিয়া থাকেন অর্থাৎ সেচন করেন; এবং সেই ভক্তিকে অনিত্য সংসারাবর্ত্ত হইতে নিশ্চয়ই উর্দ্ধদেশে (সত্যে) স্থাপিত করেন; (ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনারা সাধকের ভক্তিকে বর্দ্ধিত করিয়া অনিত্য হইতে নিত্য বস্তুতে সংযোজিত করেন); পরন্তু অসত্যরহিত সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! আপনারা আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্মপরম্পরা দ্বারা একনিষ্ঠ সাধককে সর্ব্বজ্ঞাপক জ্ঞান সর্ব্বদাই বিতরণ করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনারা একনিষ্ঠ সাধকের হৃৎপ্রদেশ জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করেন।)॥ (১ম—১১৬সূ—২২ঋ)॥

## সায়ণ-ভাষ্যং।

আর্চৎকস্য ঋচৎকপুত্রস্য শরস্য চিদেতৎসংজ্ঞস্যাপি স্তোতুঃ পিপাসিতস্য পাতবে পানার্থং নীচান্নীচীনাদবতাৎ কূপাদুচ্চা উচ্চৈরুপরিষ্টাদ্বার্‌ুদকং হে অশ্বিনৌ যুবামাচক্রথুঃ। আভিমুখ্যেন কৃতবন্তৌ। তথা হে নাসত্যাবশ্বিনৌ শচীভির্যুষ্মদীয়ৈঃ কর্ম্মভিঃ পরিচরণৈর্জস্তুরয়ে শ্রান্তায় শয়বে চিৎ শয়ুনাম্নে ঋষয়ে স্তর্য্যং নিবৃত্তপ্রসবাং গামগ্নিহোত্রার্থস্য পয়সো দোগ্ধ্রীং পিপ্যথুঃ। পয়সা যুবামাপূরিতবন্তৌ॥

পাতবে। পা পানে। তুমর্থে সেসেনিতি তবেন্‌প্রত্যয়ঃ। জস্তুরয়ে। জসু হিংসায়াং। জসিসহোরুরিন্। উ· ২।৬২ স্তর্য্যং। স্তীর্য্যত আচ্ছাদ্যতে প্রসবসামর্থ্যাভাবেনেতি স্তরীঃ

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'আর্চৎকস্য' ঋচৎকের পুত্র 'শরস্য চিৎ' এতৎসংজ্ঞক স্তোতার—পিপাসিতের 'পাতবে' পানার্থ 'নীচাৎ' নীচ হইতে 'অবতাৎ' কূপ হইতে 'উচ্চা' উচ্চে উপরিস্থ 'বাঃ' উদককে হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা 'আ চক্রথুঃ' আভিমুখ্যের দ্বারা (আনয়ন) করিয়াছিলেন। আর হে 'নাসত্যা' অশ্বিদ্বয়! 'শচীভিঃ' আপনাদিগের কর্ম্মসমূহের দ্বারা পরিচরণের দ্বারা 'জস্তুরয়ে' শ্রান্ত' শয়বে চিৎ' শয়নামক ঋষির জন্য 'স্তর্য্যং' নিবৃত্তপ্রসবা গাভীকে অগ্নিহোত্রার্থ দুগ্ধের দোগ্ধ্রী 'পিপ্যথুঃ' দুগ্ধের দ্বারা আপনারা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

পাতবে। পা-ধাতু পানার্থক। 'তুমর্থে সেসেন' ইত্যাদি সূত্রে তবেন্-প্রত্যয়। জস্তুরয়ে। জসু-ধাতু হিংসার্থক। স্তর্য্যং। স্তীর্য্যতে আচ্ছাদিত হয়ে প্রসবসামর্থ্যাভাবের দ্বারা—ইত্যাদি

অবিতৃস্তৃতন্ত্রিভ্য ঈরিতীকারপ্রত্যয়ঃ। বা ছন্দসীত্যমিপূর্ব্বস্যবিকল্পিতত্বাদভাবে যণাদেশঃ। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। পিপ্যথুঃ। প্যায়ী বৃদ্ধৌ। লিটি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। লিড্যঙোশ্চ। পা০ ৬।১।২৭। ইতি পীভাবঃ॥ (১ম—১১৬সূ—২২ঋ)॥

• • •

## দ্বাবিংশ ( ১২৭৯ ) ঋকের বিশদার্থ।

দেবতার নিকট পাইবার বস্তু দুইটী—জ্ঞান ও ভক্তি। ইহার জন্যই সাধনা। ইহার জন্যই কঠোর তপস্যা। ইহাই মনুষ্যের চরম লক্ষ্য। এই কাম্য বস্তু দুইটী লাভার্থ মানুষকে সাধনার পথে বহুজীবন ব্যয়িত করিতে হয়। ইহার অধিকারী কে? ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন,—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।" অর্থাৎ,—প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই একমাত্র জ্ঞান-লাভের অধিকারী। শ্রদ্ধার নামান্তরই ভক্তি। এই শ্রদ্ধা ও জ্ঞান লাভের ফল—অচির কাল মধ্যেই শান্তিলাভ—অমৃতসাগরে হাবুডুবু। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অগ্রে ভক্তি দ্বারা হৃদয়কে পূর্ণ করিতে হইবে। বিশ্বাস ইহার মূল—শ্রদ্ধা ইহার প্রাণ। এই মন্ত্রটীতে এই দুইটী ভাবই পরিস্ফুট। মন্ত্রের প্রথমাংশ বলিতেছে—সাধকের হৃদয়ে যাহাতে ভক্তি-পাদপ বর্দ্ধিত হয়, দেবতা তজ্জন্য অতিশয় যত্নশীল। অনিত্য সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া সাধকের যৎসামান্য ভক্তি-প্রীতি-স্নেহ-প্রেম ইত্যাদি বস্তু যে হাবুডুবু খাইতেছে, তাহা যাহাতে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া ঐ অনিত্য বস্তু হইতে বহু ঊর্দ্ধে সত্যলোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাই দেবতার লক্ষ্য। দ্বিতীয়াংশে বলা হইয়াছে—এই ভক্তির ফললাভ—জ্ঞান। দেবতা সাধকের ভক্তিকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাহার ফলস্বরূপ সাধকের হৃদয়ে জ্ঞান বিতরণ করেন। জ্ঞানালোকে সাধকের

---

বাক্যে স্তরীঃ। 'অবিতৃস্তৃতন্ত্রিভ্য ঈঃ' ইত্যাদি সূত্রে ঈকার-প্রত্যয়। 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে অমি-পূর্ব্বের বিকল্পিতত্ব-হেতু অভাবে যণাদেশ। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' ইত্যাদি সূত্রে পরের অনুদাত্তের স্বরিতত্ব। পিপ্যথুঃ। প্যায়ী-ধাতু বৃদ্ধার্থক। লিটে ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ। 'লিড্যঙোশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৬।১।২৭) পী-ভাব॥ (১ম—১১৬সূ ২২ঋ)॥

• • •

চিরান্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—সাধক ধন্য হয়। তখনই তাঁহার মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য স্থির হইয়া যায়। তখন আর তিনি অনিত্যের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া দুঃখকে সাদরে বরণ করেন না। ইহাই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই মন্ত্রটীর ভাষ্যানুসারী অর্থ সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সুধীগণ বুঝিতে পারিবেন ইহাও লৌকিক গবেষণাপূর্ণ। আমরা যে কয়েকটী পদে ভাষ্যকার-নির্দ্দিষ্ট অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হই নাই, নিম্নে তাহার আভাস দেওয়া গেল। প্রথম 'শরস্য'। ভাষ্যকার বলেন—শরনামক ঋষি; আমরা বলি—শরতুল্য এক লক্ষ্যে গতিশীল ভক্ত। দ্বিতীয়—'অর্চ্চৎকস্য'। ভাষ্যকারের মতে ঋচৎক ঋষির পুত্র। আমাদের মতে—অর্চ্চক। তৃতীয়—'নীচাদুচ্চা'। কূপ হইতে জলোত্তোলন—ভাষ্যকারের লক্ষ্য। আমাদের লক্ষ্য—অনিত্য হইতে নিত্যে উপস্থিতি। এইরূপ 'শয়বে' 'জসুরয়ে' প্রভৃতি শব্দের ভাষ্যকার লৌকিক মতই পোষণ করিয়াছেন। আমরা ঐ শব্দগুলির যেরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টে সুধীগণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। ( ১ম—১১৬সূ—২২ঋ ) ॥

—॰—

## ত্রয়োবিংশী ঋক্ ।

( প্রথমং মণ্ডলং । ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং । ত্রয়োবিংশী ঋক্ । )

অ॒ব॒স্য॒তে স্তু॑ব॒তে কৃ॑ষ্ণি॒য়ায়॑ ঋজূয়॒তে

নাস॑ত্যা॒ শচী॑ভিঃ ।

প॒শুং ন ন॒ষ্টমি॑ব॒ দর্শ॑নায় বিষ্ণা॒প্বং॑

দদথু॒র্বিশ্ব॑কায় ॥ ২৩ ॥

॰ ॰ ॰

### পদ-বিশ্লেষণং।

অবস্যতে। স্তুবতে। কৃষ্ণিয়ায়। ঋজুয়তে।

নাসত্যা। শচীভিঃ।

পশুং। ন। নষ্টংঽইব। দর্শনায়। বিষ্ণাপ্বং।

দদথুঃ। বিশ্বকায় ॥ ২৩ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' (সত্যস্বরূপৌ সত্যপ্রাপকৌ হে দেবৌ) 'অবস্যতে' (রক্ষণাভিলাষিণে) 'স্তুবতে' (স্তবকারিণে, অনুসরণকারিণে ইত্যর্থঃ) 'ঋজূয়তে' (সরলমার্গগামিনে) 'কৃষ্ণিয়ায়' (আত্মোৎকর্ষসাধনপরায়ণায় সাধকায় ইত্যর্থঃ) 'শচীভিঃ' (আত্মীয়ৈঃ কর্ম্মভিঃ, সৎকর্ম্মসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) যুবাং পরিত্রায়থঃ ইতি শেষঃ; দেবকৃপাপ্রার্থী সরলপথানুগামী জনঃ সৎকর্ম্মপ্রভাবৈঃ পরিত্রাণং লভতে—ইতি ভাবঃ; 'পশুং ন' (অজ্ঞানবৎ) 'নষ্টং ইব' (পতিতবৎ) অবস্থিতং সন্তং অপি 'বিষ্ণাপ্বং' (ভগবৎপরায়ণং জনং) যুবাং 'বিশ্বকায়' (সর্ব্বস্বরূপায় ভগবতে, বিশ্বরূপং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'দর্শনায়' (প্রত্যক্ষীকরণায়, আত্মদর্শনায় ইত্যর্থঃ) 'দদথুঃ' (তদুপযোগিনং জ্ঞানং প্রযচ্ছথঃ); ভগবদনুসারী জনঃ অজ্ঞানঃ অকিঞ্চনঃ সন্নপি দেবকৃপয়া পরিত্রাণং প্রাপ্নোতি—ভগবতি আত্মসম্মিলনায় সমর্থঃ ভবতি ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—১১৬সূ—২৩ঋ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

সত্যস্বরূপ সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! রক্ষণাভিলাষী, স্তবকারী (অনুসরণকারী), সরলমার্গগামী, আত্মোৎকর্ষসাধনপরায়ণ সাধককে, আপনাদিগের সম্বন্ধীয় কর্ম্মসমূহের দ্বারা (সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা), আপনারা পরিত্রাণ করেন; (ভাব এই যে,—দেবকৃপাপ্রার্থী সরলপথানুগামী জন সৎকর্ম্ম-প্রভাবে পরিত্রাণ লাভ করেন); অজ্ঞানের ন্যায় ও পতিতের ন্যায় অবস্থিত হইলেও ভগবৎপরায়ণ জনকে আপনারা সর্ব্বস্বরূপ বিশ্বরূপ ভগবানকে প্রত্যক্ষীকরণের নিমিত্ত (আত্মদর্শনের জন্য) তদুপযোগী জ্ঞান

প্রদান করেন; (ভাব এই যে,—ভগবদনুসারী জন অজ্ঞান অকিঞ্চন হইলেও দেবতার কৃপায় পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন—ভগবানে আত্মসম্মিলনে সমর্থ হয়েন।) ॥ (১ম—১১৬সূ—২৩ঋ) ॥

• • •

### সায়ণ-ভাষ্যং।

অবস্যতেঽবনং রক্ষণমাত্মন ইচ্ছতে স্তুবতে স্তুতিং কুর্ব্বতে কৃষ্ণিয়ায় কৃষ্ণো নাম কশ্চিৎ তস্য পুত্রায় ঋজূয়ত আর্জ্জবমিচ্ছতে বিশ্বকায়ৈতৎসংজ্ঞায় ঋষয়ে হে নাসত্যৌ যুবাং শচীভিরাত্মীয়ৈঃ কর্ম্মভির্বিষ্ণাপূং বিষ্ণাপূং নাম বিনষ্টং পুত্রং দর্শনায় দর্শনার্থং দদথুঃ দত্তবন্তৌ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পশুং ন নষ্টমিব। এক উপমার্থীয়ঃ পূরকঃ। যথা কশ্চিদ্বিনষ্টং পশুং স্বামিনো দৃষ্টিপথং প্রাপয়তি তদ্বৎ ॥

অবস্যতে। অবস্‌শব্দাৎ সুপ আত্মনঃ ক্যচ্‌। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। কৃষ্ণিয়ায়। কৃষ্ণশব্দাদপত্যার্থে ছান্দসো ঘচ্‌ ॥ ( ম - ১১৬সূ - ২৩ঋ ) ॥

• • •

## ত্রয়োবিংশ ( ১২৮০ ) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত ‘কৃষ্ণিয়ায়’ ‘বিষ্ণাপূং’ ও ‘বিশ্বকায়’ পদত্রয় এবং ‘পশুং ন’ ও ‘নষ্টমিব’ উপমাদ্বয় মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে গভীর সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। ঐ পদত্রয় এবং ঐ উপমাদ্বয় উপলক্ষে মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহা একটী আদর্শ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

> “হে নাসত্যদ্বয়! কৃষ্ণের পুত্র ঋজুতাপরায়ণ বিশ্বকায় নামক ঋষি তোমাদিগের রক্ষণ-ইচ্ছায় স্তুতি করিলে তোমরা স্বকীয় কার্য্য দ্বারা নষ্ট পশুর ন্যায় তাহার বিষ্ণাপূ নামক বিনষ্ট পুত্রকে পুনরায় দেখিতে দিয়াছিলে।”

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

‘অবস্যতে’ অবনং অর্থাৎ আপনার রক্ষণ ইচ্ছা করিয়া ‘স্তুবতে’ স্তুতি করিয়া ‘কৃষ্ণিয়ায়’ কৃষ্ণনামক একজন তাহার পুত্রের জন্য ‘ঋজূয়তে’ ঋজুতা ইচ্ছুক ‘বিশ্বকায়’ এতৎসংজ্ঞক ঋষিকে হে নাসত্যদ্বয়! আপনারা ‘শচীভিঃ’ আত্ম-কর্ম্ম-সমূহের দ্বারা ‘বিষ্ণাপূং’ বিষ্ণাপূ-নামক বিনষ্ট পুত্রকে ‘দর্শনায়’ দর্শনার্থ ‘দদথুঃ’ দিয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত,—‘পশুং ন নষ্টমিব’। এক উপমার্থীয় পূরক। যেমন কোনও বিনষ্ট পশুকে স্বামীর দৃষ্টিপথ প্রাপ্ত করেন, সেইরূপ।

অবস্যতে। অবস্‌-শব্দে ‘সুপ আত্মনঃ ক্যচ্‌’ ইত্যাদি সূত্রে ক্যচ্‌। ‘শতুরনুমঃ’ ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। কৃষ্ণিয়ায়। কৃষ্ণ-শব্দে অপত্যার্থে ছান্দসে ঘচ্‌॥ (১ম-১১৬সূ—২৩ঋ)॥

• • •

বলা বাহুল্য, এই অর্থ ভাষ্যেরই অনুসারী; কিন্তু ইহার ভাব অনধিগম্য। পরন্তু ঋষির এবং তাঁহার পুত্রের অন্য কোনও পরিচয়ও ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হয় নাই। যাহা হউক, এই ব্যাখ্যার সার্থকতা মান্য করিতে হইলে, এতদ্বর্ণিত বিনষ্ট মৃত-পুত্রের পুনর্দ্দর্শন-লাভ-প্রসঙ্গও স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে বুঝা যায়, সেই দূর অতীত কালে, মৃতের পুনর্জ্জীবন দানে—অন্ততঃ-পক্ষে প্রেতানয়ন-ব্যাপারে, কৃতীত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল।

এখন, আমরা যে দৃষ্টিতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা বিবৃত হইলেও, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। আমরা মনে করি, মন্ত্রের দুইটী চরণে দুই অবস্থার সাধকের পরিত্রাণ প্রাপ্তির বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে, যিনি 'কৃষ্ণিয়' আত্মোৎকর্ষ-সাধন-পরায়ণ, দেবতারা তাঁহাকে স্বতঃই পরিত্রাণ করেন। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে,—যিনি 'পশুং ন' অজ্ঞের ন্যায় এবং 'নষ্টং ইব' পতিতের ন্যায় অর্থাৎ কৃষ্ণিয় নহেন, তিনি কি প্রকারে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েন। তিনি যদি 'বিষ্ণাপ্ব' ভগবৎপরায়ণ হয়েন, তাহা হইলেই উদ্ধার পাইতে পারেন। এই দুই তত্ত্বই এই মন্ত্রে প্রখ্যাত দেখি। এ পক্ষে 'কৃষ্ণিয়ায়' প্রভৃতি পদ তিনটীতে এবং 'পশুং ন' প্রভৃতি উপমা দুইটীতে আমরা কি ভাব গ্রহণ করি, তাহাই প্রধানতঃ অনুধাবনীয়। কৃষ ধাতু-নিষ্পন্ন কৃষ্ণিয় শব্দে আত্মোৎকর্ষপরায়ণ সাধককে নির্দ্দেশ করে। কৃষ্টি-শব্দ বিষয়ে আমরা যে ভাব পোষণ করি, এখানেও সেই ভাবেরই দ্যোতনা দেখি। 'বিষ্ণাপ্বং' ও 'বিশ্বকায়' পদ-দ্বয়ে যথাক্রমে ভগবদনুসারী জনকে ও বিশ্বরূপ ভগবানকে বুঝাইয়া থাকে। 'পশুং ন' উপমায় বুঝায়—'অজ্ঞানের ন্যায়'। উহার ভাব—পশু যেমন জ্ঞানহীন তেমন অবস্থায় থাকিয়াও ভগবৎপরায়ণ জন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপ 'নষ্টং ইব' উপমার ভাব,—নষ্টের ন্যায় পতিতের ন্যায় অবস্থায় অবস্থিত হইলেও, ভগবৎপরায়ণতা মানুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে। এখানকার উপদেশ এই যে,—অজ্ঞ বলিয়া বা পতিত বলিয়া ভীত হইও না; ভগবানে আসক্তচিত্ত হও, উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে। এতদ্বিধ ভাব-পরম্পরাই মন্ত্র ধারণ করিয়া আছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। ( ১ম—১১ সূ—২৩ ঋ

* * *

## চতুর্ব্বিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

দশ রাত্রীরশিবেনা নব দ্যূনবনদ্ধং

শ্নথিতমপ্স্ব১ন্তঃ।

বিপ্রুতং রেভমুদনি প্রবৃক্তমুন্নিন্যথুঃ

সোমমিব স্রুবেণ॥ ২৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

দশ। রাত্রীঃ। অশিবেন। নব। দ্যূন্। অবঽনদ্ধং।

শ্নথিতং। অপ্ঽসু। অন্তরিতি।

বিঽপ্রুতং। রেভং। উদনি। প্রঽবৃক্তং। উৎ। নিন্যথুঃ।

সোমংঽইব। স্রুবেণ॥ ২৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রাত্রীঃ' (অজ্ঞানরূপাঃ নিশাঃ) 'দশ' (দশদিক্ষু, দশদিগ্ভ্যঃ) 'অশিবেন' (অমঙ্গলেন) পরিবেষ্টিতাঃ সন্তি ইতি শেষঃ; অজ্ঞানতা সর্ব্বতঃ অমঙ্গলদাত্রী—ইতি ভাবঃ; 'নব' (নবীনঃ) 'দ্যূন্' (জ্ঞানরূপঃ দিবালোকঃ) 'অবনদ্ধং' (বন্ধনদশাগ্রস্তং, অজ্ঞানতাকবলনিপতিতং ইত্যর্থঃ) 'শ্নথিতং' (রিপুভিঃ হিংসিতং জনং) 'অপ্সু' (সত্ত্বসু, সৎকর্ম্মসু ইত্যর্থঃ) 'অন্তঃ' (মধ্যে নীত্বা পরিত্রায়তি ইতি শেষঃ); জ্ঞানোদয়ে অমঙ্গলং দূরীভবতি—ইতি ভাবঃ; হে দেবৌ! 'উদনি' (উদকে, তমসি, অজ্ঞানান্ধকারে) 'বিপ্রুতং' (বিপ্লুতং, নিপতিতং) 'প্রবৃক্তং'

(সন্তপ্তং, অনুতাপগ্রস্তং) 'রেভং' (সাধকং) 'স্রুবেণ' (সৎকর্ম্মণা—উৎপন্নং ইতি যাবৎ) 'সোমং ইব' (সত্ত্বভাবং যথা তদ্বৎ) 'উন্নিন্যথুঃ' (যুবাং ঊর্দ্ধগতিং প্রাপয়থঃ); অজ্ঞানাৎ অপকর্ম্ম কৃত্বা যদি কোঽপি অনুতপ্তঃ সন্ সৎকর্ম্মপরঃ ভবতি, তয়া সৎকর্ম্মপরায়ণতয়া দেবকৃপয়া সঃ উদ্ধারং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১১৬সূ—২৪ঋ)॥

⁂

## বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতারূপ রাত্রিসকল দশ দিক্ হইতে অমঙ্গলের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে; (ভাব এই যে,—অজ্ঞানতা সর্ব্বতঃ অমঙ্গলদাত্রী); নবীন-জ্ঞান-রূপ দিবালোক অজ্ঞান-কবল-নিপতিত রিপুগণ কর্ত্তৃক হিংসিত জনকে সত্ত্বসমূহের মধ্যে লইয়া পরিত্রাণ করে; (ভাব এই যে,—জ্ঞানোদয়ে অমঙ্গল দূরীভূত হয়); হে দেবদ্বয়! অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত অনুতপ্ত সাধককে, সৎকর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন সত্ত্বভাবের ন্যায়, আপনারা ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত করেন; (ভাব এই যে,—অজ্ঞানতা-নিবন্ধন অপকর্ম্ম করিয়া যদি কেহ অনুতপ্ত হইয়া সৎকর্ম্মপর হয়, সেই সৎকর্ম্মপরায়ণতার দ্বারা দেবতার কৃপায় সে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়)॥ (১ম—১১৬সূ—২৪ঋ)॥

⁂

## সায়ণ-ভাষ্যং।

পুরা খলু রেভমৃষিং পাশৈর্ব্বদ্ধ্বাসুরাঃ কূপে কস্যচিদ্দিবসস্য সায়ংকালে প্রচিক্ষিপুঃ। স চাশ্বিনৌ স্তুবন্ দশরাত্রীর্নবাহানি চ কূপমধ্যে তথৈবাবতস্থে। দশমেঽহনি প্রাতরশ্বিনৌ তং কূপাদুদতারয়তামিতি। তদাহ। অপ্সু কূপান্তর্ব্বর্ত্তমানাস্বপ্সু মধ্যেঽসুরৈঃ পাতিতমশিবেন দুঃখহেতুনা দাম্নাবনদ্ধং বদ্ধং শ্নথিতং শত্রুভির্হিংসিতং দশরাত্রীর্দ্দশসংখ্যাকা নিশা নব দ্যূন্ নবসংখ্যাকান্যহানি চ। অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া। এতাবন্তং কালং তত্রৈব কূপেঽবস্থিতং।

---

## সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বকালে অসুরেরা রেভ-ঋষিকে দড়ির দ্বারা বাঁধিয়া একদিন সায়ংকালে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তিনি দশ রাত্রি নয় দিবস অশ্বিদ্বয়কে স্তব করিয়া কূপের মধ্যে সেইরূপেই ছিলেন। দশম দিনের প্রাতঃকালে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে কূপ হইতে উঠাইয়াছিলেন। তাহা এইরূপ কথিত আছে। 'অপ্সু' কূপস্থিত জলসমূহের 'অন্তঃ' মধ্যে অসুরগণের দ্বারা পাতিত 'অশিবেন' দুঃখহেতুভূত রজ্জুর দ্বারা 'অবনদ্ধং' বদ্ধ 'শ্নথিতং' ও শত্রুগণের দ্বারা হিংসিত হইয়া 'দশরাত্রীঃ' দশসংখ্যক রাত্রি 'নব দ্যূন' ও নবসংখ্যক দিবস। অত্যন্ত সংযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। এতাবৎকাল সেই কূপে অবস্থান করিতেছিলেন। অতএব 'উদনি' জলে 'বিপ্রুতং'

অত এবোদন্যদকে বিপ্রুতং বিপ্লুতং ব্যাপ্তিপ্তসর্ব্বাঙ্গং। প্রবৃক্তং। লুপ্তোপমমেতৎ। প্রবৃক্তনেন সন্তপ্তং ঘর্ম্মমিব ব্যথয়া সন্তপ্যমানং। এবংভূতং রেভং হে অশ্বিনৌ যুবামুন্নিন্যথুঃ। তস্মাৎ কূপাদুন্নীতমুত্তীর্ণং কৃতবন্তৌ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সোমমিব যথাগ্নিহোত্রহোমার্থমভিষুতং সোমরসং কূপসদৃশেঽগ্নিহোত্রস্থালীমধ্যে বর্ত্তমানং স্রুবেণাধ্বর্য্যুরুন্নয়তূর্দ্ধং নয়তি তদ্বৎ॥

অবনদ্ধঃ। ণহ বন্ধনে। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। নহো ধঃ। পা০ ৫।২।৩৪। ঝষস্তথোর্দ্ধোঽধঃ ইতি নিষ্ঠাতকারস্য ধত্বং। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। শ্নথিতং। শ্নথ হিংসার্থঃ। নিষ্ঠা। বিপ্রুতং। প্রুঙ গতৌ। অবনদ্ধবৎপ্রত্যয়স্বরৌ কপিলকাদিত্বাল্লত্ববিকল্পঃ। উদনি। পদ্দন্নিত্যাদিনোদকশব্দস্যোদন্ভাবঃ॥ (১ম—১১৬সূ—২৪)॥

⁂

# চতুর্ব্বিংশ (১২৮১) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—রেভ নামক এক ঋষিকে অনার্য্যেরা বা দস্যুরা হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় দশ দিন নয় রাত্রি কূপের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে; ঋষি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করেন; নবমী রাত্রির প্রভাতে অশ্বিদ্বয় ঋষির উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন সে উদ্ধার কি প্রকার? তাহার উপমা—“সোমমিব স্রুবেণ।” অর্থাৎ, সোমরস মাদক-দ্রব্যকে যেমন স্রুবের (স্রুচের) দ্বারা উত্তোলন করা হয়, তদ্রূপ।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় মন্ত্রার্থ অন্য ভাবের দ্যোতক হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথম চরণে অজ্ঞানের ও জ্ঞানের কার্য্য পরিদৃষ্ট হয়। অজ্ঞানতার সঙ্গে সঙ্গেই যে অমঙ্গল আসিয়া ঘেরিয়া বসে, প্রথম চরণের প্রথম অংশে “দশ রাত্রীঃ অশিবেন” পদ-ত্রয়ে, আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই। ঐ চরণের দ্বিতীয় অংশে “নব দ্যূন্ অবনদ্ধং শ্নথিতং অপ্সু অন্তঃ” পদ-পঞ্চকে,

---

সর্ব্বাঙ্গ বিপ্লুত ‘প্রবৃক্তং’। ইহা লুপ্তোপমাবাচক। ব্যথার দ্বারা সন্তপ্ত। এবম্ভূত রেভকে হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা ‘উন্নিন্যথুঃ’ সেই কূপ হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত—‘সোমমিব’ যেরূপ অগ্নিহোত্র হোমের নিমিত্ত কূপসদৃশ অগ্নিহোত্রস্থালীর মধ্যে অবস্থিত অভিষুত সোমরসকে ‘স্রুবেণ’ স্রুবের দ্বারা অধ্বর্য্যুগণ উত্তোলন করেন, সেইরূপ।

অবনদ্ধং। ণহ-ধাতু বন্ধনার্থক। কর্ম্মে নিষ্ঠা। ‘নহো ধঃ (পা০ ৮ ৩৮) এবং ‘ঝষস্তথোর্দ্ধোঽধঃ’ ইত্যাদি সূত্রে নিষ্ঠা তকারের ধত্ব ‘গতিরনন্তরঃ’ ইত্যাদি সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব। শ্নথিতং। শ্নথ-ধাতু হিংসার্থক। নিষ্ঠা-প্রত্যয়। বিপ্রুতং। প্রুঙ-ধাতু গত্যর্থক। অবনদ্ধের ন্যায় প্রত্যয়-স্বর কপিলকাদিত্ব-হেতু লত্বের বিকল্প। উদনি ‘পদ্দন্’ ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উদকশব্দের উদন্ ভাব॥ (১ম ১১৬সূ ২৪ঋ)॥

জ্ঞানোদয়ে যে অমঙ্গল দূরীভূত হয়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ দ্বিতীয় চরণে, সাধক কেমন করিয়া উদ্ধার প্রাপ্ত হন, তাহাই প্রখ্যাত দেখি। সাধুজন, অজ্ঞানতার আক্রমণে, ভ্রান্তিবশে, যদি কখনও অপকর্ম্ম করিয়া ফেলেন, তজ্জন্য তাঁহার অনুতাপের অবধি থাকে না। সেই অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। আর, তাহারই ফলে, দেবভাবের সমাবেশে তাঁহার ঊর্দ্ধগতি বা মুক্তি লাভ হয়। আমরা মনে করি, এই তত্ত্বই এই মন্ত্রে ব্যক্ত আছে।) ॥ (১ম—১১৬সূ—২৫ঋ)॥

* * *

### পঞ্চবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চবিংশী ঋক্।)

প্র বাং দংসাংস্যশ্বিনাববোচমস্য পতিঃ
স্যাং সুবীবঃ সুবীরঃ।
উত পশ্যন্নশ্নুবন্দীর্ঘমায়ুরস্তমিবে-
জ্জরিমাণং জগম্যাং ॥ ২৫ ॥

* * *

### পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। বাং। দংসাংসি। অশ্বিনৌ। অবোচং। অস্য। পতিঃ।
স্যাং। সুঽগবঃ। সুঽবীরঃ।
উত। পশ্যন্। অশ্নুবন্। দীর্ঘং। আয়ুঃ। অস্তংঽইব। ইৎ।
জরিমাণং। জগম্যাং ॥ ২৫ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনৌ' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) 'বাং' ( যুবয়োঃ সম্বন্ধীনি ) 'দংসাংসি' ( কর্ম্মাণি ) 'প্র অবোচং' ( মুখেনৈব কীর্ত্তয়ামি ) ; কিন্তু ন কদাচিৎ অনুসরামি ইতি যাবৎ ; কর্ম্ম বিনা বৃথা বাক্যেন কিমপি ফলং নাস্তি—ইতি ভাবঃ ; ইতি মত্বা 'সুগবঃ' ( সজ্জ্ঞান-সম্পন্নঃ ) সুবীরঃ' ( সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যযুতঃ ) সন্ অহং 'অস্য' ( লোকস্য, সৎকর্ম্মণঃ বা ) 'পতিঃ' ( পালকঃ ) 'স্যাং' ( ভবেয়ং ) ; দেবতায়াঃ সম্বন্ধীনি কর্ম্মাণি অনুসৃত্বা অহং সৎকর্ম্ম-পরঃ ভবানি—ইতি ভাবঃ ; 'উত' ( অপিচ ) 'পশ্যন' ( আত্মদর্শনসামর্থ্যসম্পন্নঃ সন্ ) 'দীর্ঘং' ( অবিচ্ছিন্নং ) 'আয়ুঃ' ( জীবনং – সৎকর্ম্মসাধনোপযোগিনং ইতি যাবৎ ) 'অশ্নুবন্' ( প্রাপ্নুবন্, প্রাপ্তঃ সন্ ) 'অস্তমিবেৎ' ( গৃহস্বামী যথা নিষ্কণ্টকং স্বগৃহং প্রবিশতি তদ্বৎ ) 'জরিমাণং' ( জরাং ) 'জগম্যাং' ( অতিক্রমসমর্থঃ ভবেয়ং ) ; অয়ং ভাবঃ দেবতায়াঃ অনুসরণেন জরাতি-ক্রান্তং অবিচ্ছিন্নং জীবনং আত্মদর্শনং চ লভেং ॥ ( ১ম—১১৬সূ - ২৫ঋ ) ॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

আধি-ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয় ! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় কর্ম্মসকলকে মুখেই কীর্ত্তন করিয়া থাকি ; কিন্তু কদাচ অনুসরণ করি না ; ( ভাব এই যে,—কর্ম্ম ভিন্ন বৃথা বাক্যে কোনই ফল নাই ) ; ইহা বুঝিয়া, সৎজ্ঞান-সম্পন্ন সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যযুত হইয়া, আমি যেন এই লোকের অথবা সৎকর্ম্মের পালক হই ; ( ভাব এই যে,—দেবতার সম্বন্ধীয় কর্ম্মসকলকে অনুসরণ করিয়া আমি যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ হই ) ; আর, আত্মদর্শনসামর্থ্য-সম্পন্ন হইয়া, অবিচ্ছিন্ন সৎকর্ম্মসাধনোপযোগী জীবন প্রাপ্ত হইয়া, গৃহস্বামী যেমন নিষ্কণ্টকে স্বগৃহে প্রবেশ করে সেইরূপ, যেন জরাকে অতিক্রমসমর্থ হই ; ( ভাব এই যে,—দেবতার অনুসরণের দ্বারা জরাতিক্রান্ত অবিচ্ছিন্ন জীবন ও আত্মদর্শন লাভ করি। ) ॥ ( ১ম—১১সূ—২৫ঋ ) ॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

এবমনেন সূক্তেনাশ্বিনোর্ম্মহিমানং প্রশস্যাধুনা মন্ত্রদ্রষ্টা স্বাভীষ্টং প্রার্থয়তে। হে অশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ দংসাংসি পুরু কৃতানি কর্ম্মাণি প্রাবোচং। ইত্থমুক্তবানস্মি। সোহহং সুগবঃ

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই সূক্তের দ্বারা অশ্বিদ্বয়ের মহিমাকে প্রশংসা করিয়া, অধুনা মন্ত্রদ্রষ্টা নিজের অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছেন। 'অশ্বিনৌ' হে অশ্বিদ্বয় ! 'বাং' আপনাদিগের 'দংসাংসি' বহুরূপে কৃত

শোভনগোযুক্তঃ সুবীরঃ শোভনবীরশ্চ ভূত্বাস্য রাষ্ট্রস্য পতিরাধিপতিঃ স্যাং ভবেয়ং। উত অপিচ পশ্যন্ অক্ষিভ্যাং পশ্যন্। উপলক্ষণমেতৎ। সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈঃ স্বস্ববিষয়দর্শনসমর্থৈ-র্দীর্ঘং বর্ষশতরূপেণায়তমায়ুর্জীবিতং চাশ্নুবন্ প্রাপ্নুবন্নহমস্তমিবেৎ যথা গৃহং স্বামী নিষ্কণ্টকং প্রবিশতি এবং জরিমাণং জরাং জগম্যাং। কণ্টকরাহিত্যেন প্রাপ্নুয়াং। বৃদ্ধঃ সংশ্চিরকালং নিবসেয়মিত্যর্থঃ॥

স্যাং। অস্তেঃ প্রার্থনায়াং লিঙ্। যাসুট্। শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। অশ্নুবন্। অশূ ব্যাপ্তৌ। বাত্যয়েন শতৃ। জরিমাণং। জৄষ্ বয়োহানৌ। অস্মাদৌণাদিক ইমনিচ্-প্রত্যয়ঃ। জগম্যাং। গমেঃ প্রার্থনায়াং লিঙি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ॥ (১ম—১১৬সূ—২৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে দ্বাদশোবর্গঃ॥ ১.৮।১২॥

• • •

## পঞ্চবিংশ (১২৮২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, দেবদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া সূক্তের এই শেষ ঋকে যেন বলা হইতেছে,—'হে দেবদ্বয়! এ পর্য্যন্ত (পূর্ব্ববর্ত্তী চব্বিশটী মন্ত্রে) আমি তো আপনাদিগের অনেক গুণ-গান করিলাম! এখন, উপসংহারে আপনারা আমায় কিছু পুরস্কার প্রদান করুন।' কিরূপ পুরস্কার, মন্ত্রে যেন তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। প্রার্থী এখানে 'সুগবঃ' অর্থাৎ কতকগুলি ভাল গরু চাহিতেছেন। আর চাহিতেছেন—'সুবীরঃ' অর্থাৎ বলবান্ কতকগুলি লোক। আর বলিতেছেন—"অস্য পাতঃ স্যাং"—আমি যেন এই দেশের

---

সমূহকে 'প্রোবাচং' বর্ণনা করিলাম। আমি 'সুগবঃ' শোভনগোযুক্ত 'সুবীরঃ' শোভনবীরযুক্ত হইয়া 'অস্য' এই রাষ্ট্রের 'পতিঃ' অধিপতি 'স্যাং' যেন হই। 'উত' অপিচ 'পশ্যন্' চক্ষুদ্বয়ের দ্বারা দেখিয়া। ইহা উপলক্ষণবাচক। নিজের সর্ব্ববিষয়দর্শনসমর্থ দ্বারা 'দীর্ঘং' শতবর্ষযুক্ত 'আয়ুঃ' আয়ুকে 'অশ্নুবন্' ভোগ করিয়া আমি 'অস্তমিব' যেরূপ গৃহস্বামী নিষ্কণ্টকে গৃহে প্রবেশ করে সেইরূপ 'জরিমাণং' জরা 'অগম্যাং' কণ্টকরাহিত্যের দ্বারা যেন প্রাপ্ত হই। বৃদ্ধ হইয়া চিরকাল যেন বাস করি— ইহাই অর্থ।

স্যাং। অস্তির (অস্-ধাতুর) প্রার্থনাতে লিঙ্। যাসুট্-প্রত্যয়। 'শ্নসোরল্লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে অকার-লোপ। অশ্নুবন্। অশূ ধাতু ব্যাপ্ত্যর্থক। বাত্যয়ের দ্বারা শতৃ। জরিমাণং। জৄষ-ধাতু বয়োহানি অর্থক। ইহার ঔণাদিগণীয়ে ইমনিচ্-প্রত্যয়। জগম্যাং। গম-ধাতুর প্রার্থনাতে লিঙে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের শ্লু॥ (১ম—১১৬সূ—২৫ঋ।

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের দ্বাদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৮.১২॥

• • •

অধিপতি হইতে পারি। মন্ত্রের প্রথম চরণের ইহাই চলিত অর্থ। দ্বিতীয় চরণে, দীর্ঘায়ু-লাভের, দৃষ্টিশক্তি অপ্রতিহত রাখার এবং নিষ্কণ্টকে সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে প্রথম চরণের প্রথমাংশে, "অশ্বিনৌ বাং দংসাংসি প্র আবোচং" বাক্যাংশে, আত্মগ্লানি প্রকাশ পাইয়াছে। মুখে আমরা দেবতার কর্ম্মের সৎকর্ম্মের প্রশংসা করি বটে; কিন্তু কার্য্যে আদৌ তাহা সাধন করি না। আমরা বাক্যবীর; কার্য্যের কিছুই নহি। কর্ম্ম বিনা বৃথা বাক্যে যে কোনও ফল নাই, তাই যেন এখানে স্মরণ হইয়াছে। এই স্মৃতি মনোমধ্যে জাগরূক হওয়ায়, আত্মগ্লানি-প্রকাশে প্রার্থনাকারী যেন বলিতেছেন,—'আমি যেন সৎজ্ঞান-সম্পন্ন হই, আমি যেন সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য পাই, আমি যেন মনুষ্যের বা জীবের বা সৎকর্ম্মের পালক হই।' এই দৃষ্টিতে, প্রথম চরণের দ্বিতীয় অংশকে, "সুগবঃ সুবীরঃ অস্য পতিঃ স্যাং" বাক্যাংশকে আত্মোদ্বোধক বা সঙ্কল্পাত্মক বলিয়া মনে করিতে পারি। উহার ভাব,—'দেবতার সম্বন্ধীয় কর্ম্ম স্মরণ করিয়া আমি সৎকর্ম্মপর হইতে সঙ্কল্পাবদ্ধ হইতেছি।' এই দৃষ্টিতে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে সৎকর্ম্মশীল অবিচ্ছিন্ন আয়ুর কামনা প্রকাশ পাইয়াছে এবং জরারহিত অবস্থায় উপনীত হইবার প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। দেব-কৃপায় আত্মোদ্বোধনার দ্বারা যে এ সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়,—ইহাই এই মন্ত্রের শিক্ষা। (১ম—১১৬সূ—২৫ঋ)॥

* * *

## সপ্তদশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

মধ্ব ইতি পঞ্চবিংশত্যৃচং দ্বিতীয়ং সূক্তং। ঔশিজস্য কক্ষীবত আর্ষং ত্রৈষ্টুভমাশ্বিনং। মধ্ব ইত্যনুক্রান্তং॥ প্রাতরনুবাকাশ্বিনশস্ত্রয়ো পূর্ব্বসূক্তেন সহোক্তো বিনিয়োগঃ॥

---

### সপ্তদশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'মধ্ব' ইত্যাদি পঁচিশটী ঋক্‌যুক্ত দ্বিতীয় সূক্ত (সপ্তদশ অনুবাকের)। উশিজের পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। অশ্বিদ্বয় দেবতা। 'মধ্বঃ' ইত্যাদি অনুক্রান্ত আছে। প্রাতরনুবাকে অশ্বিদ্বয়-সম্বন্ধীয় যাগে পূর্ব্ব-সূক্তের সহিত বিনিয়োগ উক্ত আছে।

* * *

ওঁ

# ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশোঽনুবাকঃ। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ। ত্রয়োদশাদারভ্য সপ্তদশপর্য্যন্তং পঞ্চবর্গাঃ॥

## সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তটী অশ্বিদ্বয়-সংক্রান্ত। এই সূক্তেও পঁচিশটী ঋক্ আছে। ঋষি ও ছন্দ পূর্ব্ব-সূক্তেরই অনুরূপ। মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে সমস্যাও উভয়ত্র সমভাবে বিদ্যমান্।

পূর্ব্ব-সূক্তের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে সকল লৌকিক উপাখ্যানের সমাবেশ দেখা গিয়াছে, এই সূক্তেও সেই সকল উপাখ্যানের পুনরুল্লেখ দেখা যায়। অশ্বিদ্বয় মনুষ্যের ন্যায় রথারোহণে গতিবিধি করেন, পূর্ব্ব-সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যায় এই ভাব ব্যক্ত দেখিয়াছিলাম। এই সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় ঋকের ব্যাখ্যায়ও সেই ভাবেরই দ্যোতনা দেখি। পূর্ব্ব-সূক্তের অষ্টম ঋকের ব্যাখ্যায় অত্রি-ঋষির যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে, এই সূক্তের তৃতীয় ঋকের ব্যাখ্যায়ও সেই প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। রেভ-ঋষির বিষয় পূর্ব্ব-সূক্তের চতুর্ব্বিংশ ঋকে যাহা লক্ষ্য করিয়াছি; এই সূক্তের চতুর্থ ঋকে তাহারই পুনরুল্লেখ দেখা যায়। কূপে প্রক্ষিপ্ত বন্দন ঋষির বিষয় এখানে পঞ্চম ঋকে উত্থাপিত। পজ্রকুলোদ্ভব কক্ষীবান্ এবং অশ্বের ক্ষুর হইতে সুরা নির্গমন—পূর্ব্ব-সূক্তের সপ্তম ঋকে দৃষ্ট হয়; এই সূক্তেরও ষষ্ঠী ঋকে তৎ-প্রসঙ্গ প্রকাশমান। কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায়ের বিষয়—এই সূক্তের সপ্তম ঋকে দৃষ্ট হয়। কণ্বের দৃষ্টিশক্তি দান, নৃষদ-পুত্রকে শ্রবণশক্তি প্রদান, পেদুকে অশ্বদান, ঘোষার কুষ্ঠরোগ উপশমন, বিশ্পলার ছিন্নজঙ্ঘায় লৌহজঙ্ঘার সমাবেশ, বৃদ্ধ চ্যবন ঋষির যৌবন-দান, ভুজ্যুকে সমুদ্র হইতে উত্তরণ, সূর্য্যা-দুহিতার বিবাহ—এইরূপ পূর্ব্ব-সূক্তের ব্যাখ্যাত প্রায় সকল প্রসঙ্গই এই সূক্তে দৃষ্ট হয়। অপিচ, অন্যান্য বহু উপাখ্যানের সমাবেশে এই সূক্ত পূর্ব্ব-সূক্ত অপেক্ষাও জটিল হইয়া আছে।

যথাস্থানে ঐ সকল বিষয় আলোচনা করা যাইবে। আধ্যাত্মিক পক্ষেই বা মন্ত্রসমূহে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর লৌকিক দৃষ্টিতেই বা কি অর্থ প্রাপ্ত হই,—প্রসঙ্গতঃ দুই-এরই আলোচনা করা যাইবে। অশ্বিদ্বয়কে যদি দেবোপাধিবিশিষ্ট মনুষ্যপর্য্যায়ভুক্ত জীব বলিয়াই মনে করা যায় (যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে তদনুসারে), তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে,—আধুনিক বিজ্ঞান হারি মানিয়া যায়—এতাদৃশ চিকিৎসা-বিজ্ঞান এদেশে সেই সুদূর

অতীতে পুরাকালে প্রচলিত ছিল। পুরাবৃত্তের উপাদান বলিয়া মন্ত্রগুলিকে গ্রহণ করিতে গেলে, বর্ত্তমান সভ্যসমুন্নত আদর্শ-সমাজের চিত্র যে উহার মধ্যে প্রকটিত রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পক্ষান্তরে আমরা যে দৃষ্টিতে অর্থ-নিষ্কাশন করিতেছি, তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিকতার চরম উৎকর্ষ ঐ মন্ত্রসমূহে লক্ষ্য করিতে পারিবেন। যে দৃষ্টিতেই দেখুন, ভারতের অনন্ত গৌরব যে ঐ মন্ত্র-সকলের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

—— • ——

প্রথমে মণ্ডলে সপ্তদশাধিকশততমসূক্তে প্রথমা ঋক্। ঋষিঃ ছন্দঃ চ পূর্ব্ববৎ।
আশ্বিনশস্ত্রে পূর্ব্বসূক্তেন সহ বিনিয়োগঃ ॥

∴

### প্রথমা ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমংসূক্তং। প্রথমা ঋক্ )।

মধ্বঃ সোমস্যাশ্বিনা মদায় প্রত্নো হোতা
বিবাসতে বাং।
বর্হিষ্মতী রাতির্ব্বিশ্রিতা গীরিষা যাতং
নাসত্যোপ বাজৈঃ ॥ ১ ॥

∴

### পদ-বিশ্লেষণং।

মধ্বঃ। সোমস্য। অশ্বিনা। মদায়। প্রত্নঃ। হোতা। আ।
বিবাসতে। বাং।
বর্হিষ্মতী। রাতিঃ। বিহশ্রিতা। গীঃ। ইষা। যাতং।
নাসত্যা। উপ। বাজৈঃ ॥ ১ ॥

∴

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (বাহ্যাভ্যন্তরব্যাধিবারকৌ হে দেবৌ) 'মধ্বঃ' (মধুনঃ, মধুরস্য) 'সোমস্য' (অমৃতস্য, শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'মদায়' (হর্ষায়, আনন্দং উপভোগায়) 'প্রত্নঃ' (চিরন্তনঃ) 'হোতা' (আহ্বাতা, যুবয়োঃ অনুসরণপরায়ণঃ সাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'বাং' (যুবাং) 'আবিবাসতে' (যথাবিধি পরিচরতি, ভবন্তৌ সেবতে ইত্যর্থঃ); যুবয়োঃ সম্বন্ধিনী 'রাতিঃ' (দাতব্যা, সুফলপ্রদা) 'গীঃ' (স্তুতিঃ, অনুসরণপরায়ণতা ইত্যর্থঃ) 'বিশ্রিতা' (হৃৎপ্রদেশং আশ্রিতা সতী) 'বর্হিষ্মতী' (অস্মাকং শ্রীবৃদ্ধিসাধিকা ভবতু ইতি ভাবঃ); 'নাসত্যা' (হে অসত্যরহিতৌ সত্যপ্রাপকৌ দেবৌ) 'ইষা' (অভিষ্টপূরকৈঃ) 'বাজৈঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ সহ) 'উপযাতং' (অস্মাকং হৃৎপ্রদেশে আগচ্ছতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! সাধকঃ যথা যুবাং অনুসরতি, অস্মান্ তাদৃশান্ অনুসরণপরায়ণান্ কুরুতং তথা তদ্ভাবেন অস্মাকং হৃদি অনুষ্ঠিতে কর্ম্মণি বা অধিতিষ্ঠতং॥ (১ম—১১৭সূ—১ঋ)॥

∴

### বঙ্গানুবাদ।

বাহ্যাভ্যন্তরব্যাধিনিবারক হে দেবদ্বয়! মধুময় শুদ্ধসত্ত্বভাবের আনন্দ উপভোগের নিমিত্ত, চিরন্তন হোতা আপনাদিগের অনুসরণপরায়ণ সাধক, আপনাদিগকে যথাবিধি সেবা করিয়া থাকেন; আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সুফলপ্রদ স্তুতি (অনুসরণপরায়ণতা), হৃৎপ্রদেশে আশ্রিতা থাকিয়া, আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করুক; হে সত্যপ্রাপক দেবদ্বয়! অভীষ্টপূরক সৎকর্ম্ম-সমূহের সহিত আপনারা আমাদিগের হৃৎপ্রদেশে আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! সাধক যেমন আপনাদিগকে অনুসরণ করেন, আমাদিগকে তাদৃশ অনুসরণ-পরায়ণ করুন; এবং সেই ভাবে আমাদিগের হৃদয়ে বা অনুষ্ঠিত কর্ম্মে অধিষ্ঠিত থাকুন।)॥ (১ম—১১৭সূ—১ঋ)॥

∴

### সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ মধ্বো মধুমাধুর্য্যোপেতেন সোমস্য সোমেন মদায় যুবয়োর্ম্মদার্থং প্রত্নশ্চরন্তনো হোতা হোমনিষ্পাদকো যজমানঃ বাং যুবামাবিবাসতে। বিবাসতিঃ পরিচরণ-

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অশ্বিনা' হে অশ্বিদ্বয়! 'মধ্বঃ' মধু মাধুর্য্যোপেত 'সোমস্য' সোমের দ্বারা 'মদায়' আপনাদিগের মত্ততার জন্য 'প্রত্নঃ' চিরন্তন 'হোতা' হোমনিষ্পাদক যজমান 'বাং' আপনাদিগকে 'আবিবাসতে' (বিবাসতি—পরিচরণকর্ম্মার্থক; মর্য্যাদায় আঙ.) যথাশাস্ত্র পরিচরণ করেন।

কর্ম্মা। আঙ্ মর্য্যাদায়াং। যথাশাস্ত্রং পরিচরতি। অপিচ রাতির্দ্দাতব্যং হবির্ব্বর্হিষ্মতী আস্তীর্ণেন বর্হিষাযুক্তং। যুষ্মদর্থং বর্হিষ্যাসাদিতমিত্যর্থঃ। তথা গীঃ স্তুতিলক্ষণা বাক্ চ বিশ্রিতা ঋত্বিক্ষু সমবেতা। তৈঃ স্তুতিরপি ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। অতো হে নাসত্যাবশ্বিনৌ! ইষাস্মভ্যং দাতব্যেনান্নেন বাজৈর্ব্বলৈশ্চ সহ যুবামুপয়াতং। অস্মৎসমীপং প্রাপ্নুতং ॥

মধ্বঃ। সুপাং সুপো ভবন্তীতি তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী জসাদিষু ছন্দসি বাবচনমিতি ঘেঙিতীতি গুণাভাবে যণাদেশঃ। মদায়। মদী হর্ষে। মদোঽনুপসর্গে ইত্যপ। রাতিঃ। রা দানে। কর্ম্মণি ক্তিন্। মন্ত্রে বৃষেত্যাদিনা তস্যোদাত্তত্বং। বিশ্রিতা। শ্রিঞ্ সেবায়াং। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং ॥ (১ম ১১৭সূ — ১ঋ) ॥

⁂

## প্রথম (১২৮৩) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমতঃ, বলা হইয়াছে,—সাধকের হৃৎ-প্রদেশ, শুদ্ধসত্ত্বের আনন্দ-লাভের জন্য, কেমন ভাবে দেবতার পরিচর্য্যা বা অনুসরণ করেন! দ্বিতীয়তঃ, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে,—'আমার হৃদয় যেন সেইরূপ সেবাপরায়ণ হইতে পারে।' তৃতীয়তঃ, প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'আমায় সৎকর্ম্মান্বিত করিয়া দেবতা যেন আমাতে অধিষ্ঠিত থাকেন।' আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই এই ত্রিবিধ ভাব অধিগত হইবে। ভাষ্যকার, 'মধ্বঃ' ও 'সোমস্য' পদদ্বয়ের বিভক্তি-ব্যত্যয় ধরিয়া অর্থ করিয়াছেন—'মধুমাধুর্য্যোপেতেন' ও 'সোমেন' অর্থাৎ মাধুর্য্যযুক্ত সোমের দ্বারা। তিনি 'মদায়' পদের অর্থ করিয়াছেন—মত্ততা-

---

অপিচ, 'রাতিঃ' দাতব্য হবিঃ 'বর্হিষ্মতী' আস্তীর্ণ বর্হির দ্বারা যুক্ত আপনাদিগের জন্য। বর্হিসমূহের উপর উপবেশন করেন—ইহাই অর্থ। আর 'গীঃ' স্তুতিলক্ষণবাক্য এবং 'বিশ্রিতা' ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে সমবেত সেই স্তুতিও করা হয়—ইহাই অর্থ। অতঃপর 'নাসত্যা' হে অশ্বিদ্বয়! 'ইষা' আমাদিগকে দাতব্য অন্নের দ্বারা এবং 'বাজৈঃ' বলের সহিত আপনারা 'উপয়াতং' আমাদিগের সামীপ্য প্রাপ্ত হউন।

মধ্বঃ। 'সুপাং সুপো ভবন্তি' ইত্যাদি সূত্রে তৃতীয়ার অর্থে ষষ্ঠী। জসাদির মধ্যে 'ছন্দসি বাবচনং' ইত্যাদি সূত্রে 'ঘেঙিতি' ইত্যাদি সূত্রে গুণাভাবে যণ্ আদেশ। মদায়। মদী-ধাতু হর্ষার্থক। 'মদোঽনুপসর্গে' ইত্যাদি সূত্রে অপ্। রাতিঃ। রা-ধাতু দানার্থক। কর্ম্মে ক্তিন্। 'মন্ত্রে বৃষা' ইত্যাদির দ্বারা তাহার উদাত্তত্ব। বিশ্রিতা। শ্রিঞ্-ধাতু সেবা-অর্থক। কর্ম্মে নিষ্ঠা। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতির (গম্-ধাতুর) প্রকৃতিস্বরত্ব ॥ (১ম—১১৭সূ—১ঋ) ॥

⁂

জন্য। তাঁহার মতে উক্ত মন্ত্রাংশের অর্থ হয়;—‘হে অশ্বিনীদ্বয়! চিরন্তন হোমনিষ্পাদক অথবা যজমান, মধুররসান্বিত সোমের দ্বারা আপনাদিগের মত্ততা-নিমিত্ত, আপনাদিগের পরিচর্য্যা করিতেছেন।’ দ্বিতীয়াংশের ‘রাতিঃ’ পদে ‘দাতব্য হবিঃ’ ও ‘বর্হিষ্মতী’ পদে ‘আস্তীর্ণকুশবিশিষ্ট’ প্রভৃতি অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—‘আস্তীর্ণকুশযুক্ত দাতব্য হবিঃ, স্তুতি-রূপ বাক্য, ঋত্বিক্-গণের নিকট সমবেত হইয়া, আপনাদিগকে স্তুতি করিতেছে। তৃতীয়াংশের অর্থ আমাদিগের অর্থের সহিত প্রায় একরূপই আছে। আমরা ‘মধ্বঃ’ ও ‘সোমস্য’ পদদ্বয়ের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করি নাই, এবং ‘বর্হিষ্মতী’ পদের ‘কুশবিশিষ্ট’ অর্থ গ্রহণ না করিয়া বৃদ্ধ্যর্থমূলক ধাত্বর্থ গ্রহণ করিয়া পৌর্ব্বাপর্য্য অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছি। ‘রাতিঃ’ ‘বিশ্রুতা’ ‘বর্হিষ্মতী’ পদত্রয়কে, স্ত্রীলিঙ্গের পদ বলিয়া, আমরা ‘গীঃ’ পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত মনে করি। ভাষ্যকার লিঙ্গাদির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, ‘রাতিঃ’ ও ‘বর্হিষ্মতী’ পদদ্বয়ের সম্বন্ধ-সূচক একটী ক্লীবলিঙ্গ হবিঃ শব্দ অধ্যাহৃত করিয়াছেন। তাহাতেই অন্য অর্থ দাঁড়াইয়াছে। ( ১ম—১১৭সূ—১ঋ )॥

* * *

## দ্বিতীয়া ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্। )

যো বামশ্বিনা মনসো জবীয়ান্রথঃ স্বশ্বো
বিশ আজিগাতি।
যেন গচ্ছথঃ সুকৃতো দুরোণং তেন
নরা বর্ত্তিরস্মভ্যং যাতং ॥ ২ ॥

### পদ-বিশ্লেষণঃ।

যঃ। বাং। অশ্বিনা। মনসঃ। জবীয়ান্। রথঃ। সুঽঅশ্বঃ।
বিশঃ। আঽজিগাতি।
যেন। গচ্ছথঃ। সুঽকৃতঃ। দুরোণং। তেন।
নরা। বর্ত্তিঃ। অস্মভ্যং। যাতং ॥ ২ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' ( অন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) 'মনসঃ' ( অন্তঃকরণাদপি ) 'জবীয়ান্' ( বেগবান্ ) 'স্বশ্বঃ' ( সুষ্ঠুব্যাপকজ্ঞানযুতঃ ) যঃ ( যুবয়োঃ সম্বন্ধীয়ঃ প্রসিদ্ধঃ ) 'রথঃ' ( সৎকর্ম্মনিবহঃ ) 'বিশঃ ( প্রজাঃ, যুবয়োঃ অনুসারিণঃ জনান্—উদ্দিশ্য ইতি যাবৎ ) 'আজিগাতি' ( আভিমুখ্যেন গচ্ছতি ) ; যুবয়োঃ অনুসারিণঃ জনাঃ ত্বরয়া যানি সৎকর্ম্মাণি সমাধানায় সমর্থঃ ভবতি – ইত্যর্থঃ ; অপিচ, 'যেন' ( প্রসিদ্ধেন কর্ম্মনিবহেন ) 'সুকৃতঃ' ( শোভনকর্ম্মকৃতঃ সাধকস্য ) 'দুরোণং' ( দেবযজনস্থানরূপং হৃৎপ্রদেশং ) 'গচ্ছথঃ' ( যুবাং গমনং কুরুথঃ ) ; 'তেন' ( প্রসিদ্ধেন সৎকর্ম্মনিবহেন, অস্মান্ তাদৃশান্ সৎকর্ম্মান্বিতান্ কৃত্বা ইত্যর্থঃ )'নরা' ( হে নেতারৌ দেবৌ ) 'অস্মভ্যং' ( অস্মাকং ) 'বর্ত্তিঃ' ( বর্ত্তমানং হৃৎপ্রদেশং ) 'যাতং' ( আগচ্ছতং )। অয়ং ভাবঃ যথা সুকৃতিনঃ অনুগৃহ্য ভাগ্যবিশিষ্টান্ অকুরুতং তথা অস্মানপি অনু-গৃহ্ণীতং ॥ ( ১ম – ১১৭সূ—২ঋ ) ॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! মনঃ হইতেও বেগবান্ সুষ্ঠু-ব্যাপকজ্ঞানযুত আপনাদিগের সম্বন্ধীয় যে প্রসিদ্ধ সৎকর্ম্মনিবহ আপনাদিগের অনুসারী জনগণের উদ্দেশে গমন করিয়া থাকে ; ( অর্থাৎ, আপনাদিগের অনুসারী জনগণ ত্বরায় যে সৎকর্ম্মসমূহের সমাধানে সমর্থ হয় ) ; অপিচ, যে প্রসিদ্ধ সৎকর্ম্মনিবহের দ্বারা শোভনকর্ম্মা সাধকের দেবযজনস্থান-রূপ হৃৎপ্রদেশে আপনারা গমন করেন ; সেই প্রসিদ্ধ সৎকর্ম্মনিবহের দ্বারা ( অর্থাৎ আমাদিগকে সেইরূপ সৎকর্ম্মান্বিত করিয়া ),

হে নেতৃস্থানীয় দেবদ্বয়, আমাদিগের বর্ত্তমান হৃৎপ্রদেশে শুভাগমন করুন। (ভাব এই যে—হে দেবদ্বয়! আপনারা যেরূপ সুকৃতিগণকে অনুগ্রহ করিয়া ভাগ্যবান্ করিয়া থাকেন, অকৃতী আমাদিগকেও সেইরূপে অনুগ্রহ করুন।)॥ (১ম—১১৭সূ—২ঋ)॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ স্বভূতো মনসো জবীয়ান্ মনসোঽপ্যতিশয়েন বেগবান্ স্বশ্বঃ শোভনাশ্ব এবম্ভূতো যো রথো বিশঃ প্রজা আজিগাতি। আভিমুখ্যেন গচ্ছতি। যেন রথেন সুকৃতঃ শোভনং যাগং কুর্ব্বতো যজমানস্য দুরোণং দেবযজনলক্ষণং গৃহং গচ্ছথঃ। হে নরা নেতারাবশ্বিনৌ তেন রথেনাস্মভ্যমস্মাকং বর্ত্তির্বর্ত্তনাধিকরণং গৃহং যাতং আগচ্ছতং॥

জবীয়ান্। জবোঽস্যাস্তীতি জববান্। তদস্যাস্তীতি মতুপ্। তত আতিশায়নিক ঈয়সুন্। বিন্মতোর্লুক্। টেরিতি টিলোপঃ। জিগাতি। গা স্তুতৌ। জৌহোত্যাদিকঃ। গতিকর্ম্মসু পাঠাদত্র গচ্ছত্যর্থঃ। বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যেত্বং॥ (১ম—১১৭সূ—২ঋ)॥

⁂

## দ্বিতীয় (১২৮৪) ঋকের বিশদার্থ

——:০:——

এই ঋকের ভাষ্যানুসারী অর্থে একটী প্রার্থনা প্রকাশমান দেখি। সে প্রার্থনা,—'অশ্বিদ্বয় যে বেগবান্ অশ্ববিশিষ্ট রথে আরোহণ করিয়া প্রজাগণের নিকট উপস্থিত হয়েন এবং যে রথে তাঁহারা যজ্ঞকারী লোকের যজ্ঞে গমন করেন, সেই রথে আরোহণ করিয়া তাঁহারা সত্বর আমাদিগের গৃহে আগমন করুন।'

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অশ্বিনা' অশ্বিদ্বয়! 'বাং' আপনাদিগের স্বভূত 'মনসঃ জবীয়ান্' মনেরও অধিক বেগবান্ 'স্বশ্বঃ' শোভনাশ্ব এবম্ভূত যে 'রথঃ' রথ 'বিশঃ' প্রজাসকলকে 'আজিগাতি' আভিমুখ্যের দ্বারা গমন করে; 'যেন' যেই রথের দ্বারা 'সুকৃতঃ' শোভনযাগকারী যজমানের 'দুরোণং' দেবযজনলক্ষণ গৃহে গমন করেন; হে 'নরা' নেতা অশ্বিদ্বয়! 'তেন' সেই রথে 'অস্মভ্যং' আমাদিগের 'বর্ত্তিঃ' বর্ত্তনাধিকরণ গৃহে 'যাতং' আসুন।

জবীয়ান্। জব ইহার আছে—ইত্যাদি বাক্যে জবমান্ পদ হয়। তাহা ইহার আছে—ইত্যাদি অর্থে মতুপ্-প্রত্যয়। তাহাতে আতিশায়নিক ঈয়সুন্-প্রত্যয়। 'বিন্মতোর্লুক্' ইত্যাদি সূত্রে লোপ। 'টেঃ' ইত্যাদি সূত্রে টি-লোপ। জিগাতি। গা-ধাতু স্তুত্যর্থক। জুহোত্যাদিগণীয়। গতি-কর্ম্মসমূহের মধ্যে পাঠ-হেতু এখানে যাওয়া অর্থ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের ইত্ব॥ (১ম—১১৭সূ—২ঋ)॥

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, আমাদিগের ব্যাখ্যায় সহিত এই ব্যাখ্যার বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। পার্থক্য এই মাত্র,—আমরা দেবতাদিগের রথ বলিতে সাধারণ রথ অর্থ গ্রহণ করি না। মনুষ্যের সৎকর্ম্ম-রূপ রথে দেবতারা যে হৃদয়ে সংবাহিত হয়েন, তাহাই এখানকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য। এই দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য সঞ্জাত হউক, এবং আমাদিগের সেই সৎকর্ম্মের দ্বারা দেবগণ আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন;—আর, তদ্দ্বারা যেন আমরা দেবভাবে ভাবান্বিত হই।' (১ম—১১৭সূ—২ঋ) ॥

* * *

## তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ঋষিং নরাবংহসঃ পাঞ্চজন্যমৃবীসাদত্রিং
মুঞ্চথো গণেন।
মিনন্তা দস্যোরশিবস্য মায়া অনুপূর্ব্বং
বৃষণা চোদয়ন্তা ॥ ৩ ॥

* * *

### পদ-বিশ্লেষণং।

ঋষিং। নরৌ। অংহসঃ। পাঞ্চ২জন্যং। ঋবীসাৎ। অত্রিং।
মুঞ্চথঃ। গণেন।
মিনন্তা। দস্যোঃ। অশিবস্য। মায়াঃ। অনু২পূর্ব্বং।
বৃষণা। চোদয়ন্তা ॥ ৩ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরৌ' ( নেতারৌ, সৎপথি পরিচালকৌ হে দেবৌ ) 'পাঞ্চজন্যং' (পঞ্চেন্দ্রিয়কবলনিপতিতং) 'অত্রিং' ( সদ্ভাবপরিশূন্যং পাপিনং ইত্যর্থঃ ) 'ঋষিং' ( আত্মদ্রষ্টারং, ভগবৎপরায়ণং—কৃত্বা ইতি যাবৎ ) যুবাং 'ঋবীসাৎ' ( বন্ধাদিদুঃখপ্রদাৎ ) 'অংহসঃ' ( পাপাৎ ) 'মুঞ্চথঃ' ( পরিত্রায়থঃ ); 'বৃষণা' ( হে অভীষ্টপূরকৌ দেবৌ ) 'অশিবস্য' ( অমঙ্গলকারকস্য ) 'দস্যোঃ' ( রিপুরূপস্য শত্রোঃ ) 'মায়াঃ' ( অসত্যানি প্রলোভনানি ) 'মিনন্তা' ( নিবারয়ন্তৌ সন্তৌ ) যুবাং 'অনুপূর্ব্বং' ( যথাক্রমং ) 'চোদয়ন্তা' ( সত্যপ্রকাশকৌ—ভবথঃ ইতি শেষঃ )। অয়ং ভাবঃ—দেবকৃপয়া দেবভাবস্য সমাবেশেনৈব নরঃ পাপাৎ পরিত্রায়তে, তস্য সকাশাৎ মায়া দূরীভবতি, তথা সত্যং উদ্ভাসতে। ( ১ম—১১৭সূ—৩ঋ )॥

⁂

অথবা,—

'নরৌ' ( নেতারৌ, সৎপথি পরিচালিতারৌ ) 'বৃষণা' ( কামানাং বর্ষিতারৌ, অভীষ্টপূরকৌ হে দেবৌ ) যুবাং 'মিনন্তা' ( আশ্রিতজনানাং বাহ্যাভ্যন্তরশত্রূন্ হিংসন্তৌ ) 'অশিবস্য' ( অমঙ্গলস্য, পুনরাবৃত্তিকারণস্য সংসারস্য ) 'মায়াঃ' ( ঐন্দ্রজালপ্রলোভনানি ) 'অনুপূর্ব্বং' ( যথাক্রমং ) 'চোদয়ন্তা' ( নিবারয়ন্তৌ ) 'পাঞ্চজন্যং' ( চক্ষুরাদীন্দ্রিয়পঞ্চকং ) 'গণেন' ( রূপাদি-বিষয়-জাত-রাগদ্বেষাদিনা সহ ইতি যাবৎ ) 'অংহসঃ' ( পাপাৎ ) 'মুঞ্চথঃ' ( মোচয়থঃ ); আশ্রিতানাং পরমমঙ্গলং সংসাধ্য চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি দোষশূন্যানি কুরুথঃ ইত্যর্থঃ ) অপিচ, 'অত্রিং' ( ত্রিগুণাতীতং ) 'ঋষিং' ( সদৈকনিষ্ঠং সাধকং ) 'ঋবীষাৎ' ( বন্ধাদিদুঃখপ্রদাৎ ) 'দস্যোঃ' ( উপক্ষয়িতুঃ কামাদি-রিপুবর্গাৎ ) মোচয়থঃ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। অয়ং ভাবার্থঃ—হে দেবৌ যুবয়োরাশ্রিতানাং ত্রৈগুণ্যানাং নিস্ত্রৈগুণ্যানাঞ্চ কাচিদপি দুঃখভীতির্নাস্তীতি ॥ ( ১ম—১১৭সূ—৩ঋ ॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ

সৎপথে পরিচালক হে দেবদ্বয়! পঞ্চেন্দ্রিয়-কবল-নিপতিত অথচ সদ্ভাবপরিশূন্য পাপীকে, আত্মদ্রষ্টা ভগবৎপরায়ণ করিয়া, আপনারা বন্ধনাদি-দুঃখপ্রদ পাপ হইতে পরিত্রাণ করেন; হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! অমঙ্গলকারক রিপু-রূপ শত্রুর মায়াসকলকে ( অসত্য প্রলোভন-সকলকে ) নিবারণ করিয়া আপনারা যথাক্রমে সত্যের প্রকাশক হয়েন। ( ভাব এই যে,—দেবতার কৃপায়, দেবভাবের সমাবেশের দ্বারাই, মনুষ্য পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, তাঁহার নিকট হইতে মায়া দূরীভূত হয়, এবং সত্য প্রকাশ পায়। )॥ ( ১ম—১১৭সূ—৩ঋ )॥

⁂

অথবা,

সৎপথে পরিচালক, অভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয়! আপনারা আশ্রিত জনগণের বাহ্যাভ্যন্তর শত্রুদিগকে হিংসা করিয়া, অমঙ্গলের (পুনরাবৃত্তি কারণ সংসারের) ঐন্দ্রজাল প্রলোভন-সকলকে যথাক্রমে নিবারণ করিয়া, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-পঞ্চককে, রূপাদি-বিষয়-জাত রাগ-দ্বেষাদির সহিত, পাপ হইতে মোচন করেন; (অর্থাৎ, আশ্রিতগণের পরম মঙ্গল সাধিত করিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলকে দোষশূন্য করেন); অপিচ, ত্রিগুণাতীত সদৈকনিষ্ঠ সাধককে বন্ধনাদি-দুঃখপ্রদ উপক্ষয়কারী কামাদি রিপুবর্গ হইতে মুক্ত করেন; (ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের আশ্রিত ত্রৈগুণ্য ও নিস্ত্রৈগুণ্য কাহারও দুঃখভীতি নাই।) ॥ ৫ঋ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হিমেনাগ্নিমিত্যনয়োক্ত এবার্থঃ পুনঃ প্রকারান্তরেণানয়া প্রতিপাদ্যতে। অতস্তত্রোক্তং সর্ব্বমত্রাপি দ্রষ্টব্যং। অক্ষরার্থস্তু। হে নরৌ নেতারৌ বৃষণা কামানাং বর্ষিতারবশ্বিনৌ পাঞ্চজন্যং। নিষাদপঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণাঃ পঞ্চজনাঃ তেষু ভবং। স্বর্ভানুনা গৃহীতমমুং সূর্য্যং মোচয়ন্নত্রিঃ সর্ব্বেষাং হিতাচরণাত্তত্র ভব ইত্যুচ্যতে। তাদৃশমৃষিমংহসঃ পাপরূপাদৃবীসাৎ শতদ্বারে যন্ত্রগৃহেঽত্রেঃ পীড়ার্থমসুরৈঃ প্রক্ষিপ্তাত্তুষাগ্নেঃ সকাশাৎ গণেনেন্দ্রিয়বর্গেণ পুত্রপৌত্রাদিগণেন বা সহ মুঞ্চথঃ। অমোচয়তং। কিং কুর্ব্বন্তৌ। মিনন্তা শত্রূন্ হিংসন্তৌ দস্যোরুপক্ষপয়িতুরশিবস্য দুঃখকারিণোঽসুরস্য সম্বন্ধিনীস্তস্মিন্নত্রৌ প্রযুক্তা মায়াশ্চানুপূর্ব্বমানুপূর্ব্ব্যেণ চোদয়ন্তা প্রেরয়ন্তৌ নিবারয়ন্তৌ॥

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হিমের দ্বারা অগ্নিকে ইত্যাদি ইহার দ্বারা উক্ত। এই অর্থ পুনরায় প্রকারান্তরে ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। তদনন্তর সেই বিষয়-সকল এখানে দ্রষ্টব্য। ইহা অক্ষরার্থক। 'নরৌ' হে নেতৃদ্বয়! 'বৃষণা' কামনাসমূহের বষক অশ্বিদ্বয়! 'পাঞ্চজন্যং' নিষাদ পঞ্চম এবং চরিবর্ণ পঞ্চজনাঃ। তাহাতে আছে—এই অর্থে পাঞ্চজন্য। 'স্বর্ভানুনা গৃহীতমমুং সূর্য্যং মোচয়ন্নত্রিঃ সর্ব্বেষাং হিতচরণাত্তত্র ভব' ইহাই কথিত আছে। তাদৃশ 'ঋষিং' ঋষিকে 'অংহসঃ' পাপরূপ 'ঋবীসাৎ' শতদ্বার যন্ত্রগৃহে অত্রির পীড়ার নিমিত্ত অসুরগণকর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত অত্রিকে তুষাগ্নির নিকট হইতে 'গনেন' ইন্দ্রিয়বর্গ অথবা পুত্রাদিগণের সহিত 'মুঞ্চথঃ' মোচন করিয়াছিলেন। কি করিয়া? 'মিনন্তা' শত্রুগণকে হিংসা করিয়া, 'দস্যোঃ' উপক্ষয়কারী 'অশিবস্য' দুঃখকারী অসুরের সম্বন্ধপ্রযুক্ত 'মায়াঃ' মায়াসমূহকে 'অনুপূর্ব্বং' আনুপূর্ব্বিক 'চোদয়ন্তা' প্রেরণ করিয়া, নিবারণ করিয়া।

পাঞ্চজন্যং। বহির্দ্দেবপঞ্চজনেভ্যশ্চেতি বক্তব্যমিতি ভবার্থে ঞ্যঃ। মিনন্তা। মীঞ্ হিংসায়াং। ক্রৈয়াদিকঃ। লটঃ শতৃ। মীনাতের্নিগম ইতি হ্রস্বত্বং ॥ ( ১ম—১১৭সূ—৩ঋ ) ॥

## তৃতীয় ( ১২৮৫ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে, 'অত্রিং' 'ঋষিং' প্রভৃতি কয়েকটী পদ দেখিয়া, ব্যাখ্যাকারগণ নানা পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"রাহুগ্রহ সূর্য্যকে গ্রাস করিলে অত্রি-ঋষি সূর্য্যদেবকে মুক্ত করিয়া জনসাধারণের হিতাচরণ করিয়াছিলেন। তাদৃশ অত্রি-ঋষিকে অসুরগণ পাপরূপ শতদ্বারবিশিষ্ট যন্ত্র-গৃহে পীড়া-প্রদানার্থ ক্ষেপণ করিয়াছিল। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঋষিকে তদবস্থায় ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত অথবা পুত্রপৌত্রাদির সহিত সেই যন্ত্র-গৃহ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।"

আমরা দুইরূপ অন্বয়ে, 'অত্রিং' পদে দুইরূপ অর্থ পরিকল্পনায়, নিত্য-সত্যতত্ত্ব-খ্যাপক দ্বিবিধ ভাব প্রকাশ করিয়াছি।

দেবতা ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিষয়ে মনুষ্যগণের নেতৃস্থানীয়। প্রলোভনে বিভ্রান্ত হইয়া যদি কাহারও পদস্খলন হয়, দেবতা তাঁহাকে সৎপথে লইয়া যান। দেবতা নিখিল কামনা-পূরক। সাধক যে স্তরেরই হউন না কেন, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের অন্তর্গতই হউন অথবা এই গুণত্রয়ের অতীতাবস্থাই প্রাপ্ত হউন, দেবতার আশ্রয়ে দেবভাবের প্রভাবে তাঁহার পরম কল্যাণ সংসাধিত হয়। দেবতা মনুষ্যকে অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা করেন;—সংসার-প্রপঞ্চের কামিনীকাঞ্চনাদি ঐন্দ্রজালিক প্রলোভন-সকলের হস্ত হইতে উদ্ধৃত করেন,—চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকে দোষশূন্য করিয়া থাকেন। দেবকৃপায়, দেবভাবের সমাবেশে, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়পঞ্চক-

---

পাঞ্চজন্যং। 'বহির্দ্দেবপঞ্চজনেভ্যশ্চেতি বক্তব্যং' ইত্যাদি সূত্রে ভবার্থে ঞ্য। মিনন্তা। মীঞ্-ধাতু হিংসার্থক। ক্র্যাদিগণীয়। লটে শতৃ। 'মীনাতের্নিগমে' ইত্যাদি অর্থে হ্রস্বত্ব॥ ( ১ম—১১৭সূ—৩ঋ )॥

রূপ শব্দ ঘ্রাণ রস ও স্পর্শাদি-জনিত রাগদ্বেষাদি হৃদয় হইতে বিদূরিত হয়। কিবা পাপী, কিবা পুণ্যবান্, সকলেই দেবকৃপার অধিকারী হইতে পারেন। সৎকর্ম্মই দেবকৃপা-লাভের হেতুভূত। দেবতার এই মাহাত্ম্য-কথাই এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত দেখি। ( ১ম—১১৭সূ—৩ঋ )॥

—— ০ ——

## চতুর্থী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

অশ্বং ন গূল্হমশ্বিনা দূরেবৈর্ঋষিং নরা
বৃষণা রেভমপ্সু।
সন্তং রিণীথো বিপ্রুতং দংসোভির্ন বাং
জূর্য্যন্তি পূর্ব্ব্যা কৃতানি ॥ ৪ ॥

০ ০

পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্বং। ন। গূহ্লং। অশ্বিনা। দুঃ২এবৈঃ। ঋষিং। নরা।
বৃষণা। রেভং। অপ্২সু।
সং। তং। রিণীথঃ। বি২প্রুতং। দংসঃ২ভিঃ। ন। বাং।
জূর্য্যন্তি। পূর্ব্ব্যা। কৃতানি ॥ ৪ ॥

০ ০

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরা' ( নেতারৌ, সৎপথি পরিচালকৌ ) 'বৃষণা' ( কামানাং বর্ষকৌ, অভীষ্টপূরকৌ ) 'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) 'অশ্বং ন গূহ্লং' ( ব্যাপকজ্ঞানকিরণং যথা নিগূঢ়ং তত্ত্বং জ্ঞাপয়তি তদ্বৎ ) 'ঋষিং' ( আত্মদ্রষ্টারং, ভগবৎপরায়ণং ) 'রেভং' ( মায়াতীতং সাধকং ) যুবাং 'দুরেবৈঃ' ( অন্যৈঃ দুষ্প্রাপ্যৈঃ শক্তিদানৈঃ ) যুবাং 'অপ্সু' ( শুদ্ধসত্ত্বেষু, সৎকর্ম্মসু ) নয়থঃ ইতি শেষঃ ; 'তং' ( সাধকং ) যুবাং 'দংসোভিঃ' ( যুবয়োঃ সম্বন্ধিভিঃ কর্ম্মভিঃ, সৎকর্ম্মভিঃ ইত্যর্থঃ ) 'বিপ্রুতং' ( অভিষিক্তং, পরিমগ্নং ) 'সং রিণীথঃ' ( সর্ব্বতোভাবেন কুরুথঃ ) ; যতঃ 'বাং' ( যুবয়োঃ সম্বন্ধীনি ) 'পূর্ব্ব্যা' ( পূর্ব্বানুষ্ঠিতানি, নিত্যকৃতানি বা ) 'কৃতানি' ( কর্ম্মাণি, সদনুষ্ঠানানি ) 'ন জূর্য্যন্তি' ( ন হি কদাচিৎ জীর্ণানি ভবন্তি, নিশ্চিতং ফলোপধায়কানি সন্তি ইত্যর্থঃ )। অয়ং ভাবঃ—কর্ম্মফলং অবশ্যম্ভাবিনং ; তর্হি ভগবৎপরায়ণঃ সাধকঃ সর্ব্বথা সৎকর্ম্মপরায়ণতয়া অমৃতস্য অধিকারী ভবতি। ( ১ম—১১৭সূ—৪ঋ )॥

∴

### বঙ্গানুবাদ।

সৎপথে পরিচালক, অভীষ্টপূরক, আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! ব্যাপক জ্ঞানকিরণ যেমন নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাপন করে সেইরূপ, আত্মদ্রষ্টা ভগবৎপরায়ণ মায়াতীত সাধককে, অন্যের দুষ্প্রাপ্য শক্তি-দানের দ্বারা, আপনারা শুদ্ধসত্ত্বসমূহের মধ্যে ( সৎকর্ম্মের মধ্যে ) লইয়া যান ; সেই সাধককে আপনারা আপনাদিগের সম্বন্ধীয় কর্ম্মসমূহের দ্বারা ( সৎকর্ম্ম সমূহের দ্বারা ) সর্ব্বতোভাবে অভিষিক্ত পরিমগ্ন করেন ; কেন-না, আপনাদিগের সম্বন্ধীয় পূর্ব্বকৃত বা নিত্যকৃত কর্ম্মসমূহ ( সদনুষ্ঠান-সকল ) কখনও জীর্ণ হয় না ; অর্থাৎ, নিশ্চয়ই ফলোপধায়ক হয়। ( ভাব এই যে, কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং ভগবৎপরায়ণ সাধক সর্ব্বথা সৎকর্ম্ম পরায়ণতার দ্বারা অমৃতের অধিকারী হয়েন। )॥ ( ১ম—১১৭সূ—৪ঋ )॥

∴

### সায়ণ-ভাষ্যং।

নরা নেতারৌ বৃষণা কামানাং বর্ষকৌ হে অশ্বিনৌ দুরেবৈর্দুষ্প্রাপৈরসুরৈরপ্সু কূপস্থেষূদকেষু গুহ্লং নিগূঢ়ং নিখাতং রেভমৃষিং কূপাদুন্নীয় বিপ্রুতং বিশ্লিষ্টাবয়বমশ্বং ন ব্যাধি-

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'নরা' নেতা 'বৃষণা' কামনাসমূহের বর্ষক হে 'অশ্বিনা' অশ্বিদ্বয়! 'দুরেবৈঃ' দুষ্প্রাপ্য অসুরগণ কর্ত্তৃক 'অপ্সু' কূপে স্থিত উদক-মধ্যে 'গূহ্লং' নিগূঢ় নিখাত 'রেভং' রেভ 'ঋষিং' ঋষিকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া 'বিপ্রুতং' বিশ্লিষ্ট অবয়বযুক্ত 'অশ্বং' অবিনষ্ট-অবয়ব অশ্বের ন্যায়

তমশ্বমিব দংসোভিরাত্মীয়ৈর্ভৈষজ্যরূপৈঃ কর্ম্মভিঃ সংরিণীথঃ সমধত্তং। সর্ব্বৈরবয়বৈরুপেতমকুরুতমিত্যর্থঃ। বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধীনি পূর্ব্ব্যা চিরন্তনানি কৃতানি কর্ম্মাণি ন জূর্য্যন্তি। ন হি জীর্ণানি ভবন্তি।

দুরেবৈঃ। দুরুপসৃষ্টাদেতেরীষদ্দুঃ সুষ্বিতি খল্। রিণীথঃ। রী গতিরেষণয়োঃ। ক্রৈয়াদিকঃ। প্বাদীনাং হ্রস্বঃ। জূর্য্যন্তি। জৄষ্ বয়োহানৌ। দৈবাদিত্বাচ্ছ্যন্। বহুলং ছন্দসীত্যুত্বং। হলি চেতি দীর্ঘঃ॥ (১ম—১১৭সূ—৪ঋ)॥

* * *

## চতুর্থ (১২৮৬) ঋকের বিশদার্থ।

বহুদিন ধরিয়া সাধনা করিতে করিতে, বহু জন্ম সাধনার পথে এক-লক্ষ্যে অবস্থান করিতে করিতে, ভাগ্য-বলে এই মন্ত্র-প্রতিপাদ্য 'দুরেবৈঃ' 'দংসোভিঃ' অবস্থার সমীপে উপনীত হইতে পারা যায়। মন্ত্র বলিতেছেন;—'দুষ্প্রাপ্য গুণরাশিবিমণ্ডিত হইয়া সাধক যখন নিজনিষ্ঠ-কর্ম্মে অবস্থিত হইতে পারেন, তখনই তিনি সাধনার সম্যক্ সিদ্ধি-সাধনে সমর্থ হয়েন।' এক্ষণে দেখা যাউক, এই দুষ্প্রাপ্য গুণ ও স্বনিষ্ঠ কর্ম্ম কি? বহু আয়াসেও যাহা অধিগত হওয়া যায় না, তাহাই দুষ্প্রাপ্য। সাধনার মার্গ সুদীর্ঘ বিস্তৃত। এই গম্য পন্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রতি পাদ-বিক্ষেপে। তাই, এই পথে অক্লান্তভাবে চলিতে চলিতে সাধককে বহু-জীবন ব্যয়িত করিতে হয়। তার পর, যিনি ভাগ্যবান্, তিনি বহু আয়াসে গন্তব্যে উপনীত হইয়া এই সাধননিষ্ঠ গুণরাশি সম্প্রাপ্ত হয়েন। শ্রুতি বলেন,—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥' অর্থাৎ বলহীন ব্যক্তির ইহা লভ্য নহে। স্বনিষ্ঠ কর্ম্ম কি? গীতা বলেন,—

---

'দংসোভিঃ' আপনার ভৈষজ্য-রূপ কর্ম্মসমূহের দ্বারা 'সং রিণীথঃ' সম্যক্ ধারণ করিয়াছিলেন—সকল অবয়বোপেত করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। 'বাং' আপনাদিগের সম্বন্ধীয় 'পূর্ব্ব্যা'. 'চিরন্তন কৃতানি' কর্ম্মসমূহ 'ন জূর্য্যন্তি' জীর্ণ হয় না।

দুরেবৈঃ। দুঃ উপসৃষ্ট-হেতু 'ঈষদ্দুঃ সুষু' ইত্যাদি সূত্রে খল-প্রত্যয়। রিণীথঃ। রী-ধাতু গতি এবং এষণার্থক। ক্র্যাদিগণীয়। 'পাদীনাং হ্রস্বঃ' ইত্যাদি সূত্রে হ্রস্ব। জূর্য্যন্তি। জৄষ-ধাতু বয়োহানি-অর্থক। দৈবাদিত্ব-হেতু শ্যন্। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উত্ব। 'হলি চ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘ॥ (১ম—১১৭সূ—৪ঋ)॥

* * *

'কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।' কোন্‌টী কর্ম্ম ও কোন্‌টী অকর্ম্ম, এবিষয়ে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ। সাধক যতদিন না 'স্ব'-এর প্রকৃতি অবগত হয়েন, ততদিন তিনি স্বনিষ্ঠ কর্ম্ম কি, তাহাও বিজ্ঞাত হইতে পারেন না। ইহা জানিবার বিষয়ে, বহু অধ্যয়ন ও কুশাগ্রীয়া ধীশক্তি সকলই ব্যাহত। চাই—সাধনা, চাই—কঠোর তপস্যা, চাই—প্রতিপাদ্যে ঐকান্তিকী মতি বা ধ্রুববিশ্বাস। এইরূপে সাধনা করিতে করিতে ভাগ্যবশতঃ যদি কেহ এই গুণ বা কর্ম্ম অধিকার করিতে সমর্থ হয়েন, তখন যে তাঁহার কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কে বুঝিবে? এমন কোনও ভাষা নাই, যাহা ইহা বিবৃত করে। এই অবস্থাই পারমহংস্য অবস্থা বা পরাবস্থা। এই অবস্থাতেই সাধক গুহ্যাতিগুহ্য গতি প্রাপ্ত হয়েন। কাহারও সাধ্য নাই যে, সাধকের এই গুহ্য অবস্থার তিল মাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। মন্ত্র তাই বলিতেছেন—'অশ্বং ন গূহ্লং।' এই উপশাংশে, আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। প্রথমতঃ, জ্ঞান-কিরণ যেমন নিগূঢ় তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করে, তদ্রূপ। পক্ষান্তরে 'অশ্বং' পদে ব্যাপক জ্ঞানময় ভগবানকে নির্দ্দেশ করা যায়। তাহাতে ভাব হয়,—বিশ্বব্যাপক ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বত্রাবস্থিত হইয়াও সাধারণ দৃষ্টিতে সুগুপ্ত, তদ্রূপ। এই ব্রহ্মানন্দের মূলে কে? সাধক কাহার অনুগ্রহে এই তুরীয় রসসমুদ্রের অমৃতরসাস্বাদন করিয়া থাকেন? মন্ত্র বলিতেছেন,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা সর্ব্বদাই এবম্বিধ সদেকনিষ্ঠ মহাত্মাকে অমৃতরসে আপ্যায়িত করেন।'

তৎপরে উপসংহারাংশে মন্ত্রের বিজ্ঞপ্তি,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদের তুষ্ট্যর্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কখনও নিফল হয় না।' দেবতার উদ্দেশ্যে দেবকার্য্যে সাধক যতটুকু অনুষ্ঠান করিবেন, সেই অনুষ্ঠিতা ক্রিয়া অনন্তফলোপধায়িকা হইবে, সন্দেহ নাই। হে মর্ত্ত্যগণ! তোমরা যদি তোমাদিগের পঙ্কিলময় কর্ম্মাবর্ত্তনের মধ্যে ক্ষণমাত্রও এই দেবদ্বয়ের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে এই ক্ষণজীবী অনুষ্ঠানই তোমাদিগকে অনন্ত শক্তির নিধান-ক্ষেত্রে সংযোজিত করিবে। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' ইহার অল্পও শ্রেয়ঃ। আইস, তাপ-তপ্ত জীব! দেবতার এই মঙ্গল-আশীষ মস্তকোপরি ধারণ করিয়া কৃতার্থ হও।

ভাষ্য-মতে এই মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—"নেতৃস্থানীয়, কামনাপূরক হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা দুষ্প্রাপ অসুরগণ কর্তৃক কূপস্থ উদকমধ্যে নিক্ষিপ্ত রেভাখ্য ঋষিকে কূপ হইতে উত্তোলন করতঃ বিশ্লিষ্টাবয়ব সেই ঋষিকে ব্যাধিত অশ্বের ন্যায় আত্মীয় ( রোগানুরূপ ) ভৈষজ্য-রূপ কর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বাবয়বযুক্ত করিয়াছিলেন। আপনাদিগের সম্বন্ধী চিরন্তন কর্ম্মসমূহ কখনও জীর্ণ হয় না।" ভাষ্যার্থের সহিত আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা আলোচনা করিলেই কোন্ পদের কি অর্থে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বোধগম্য হইবে। ( ১ম—১১৭সূ—৪ঋ। )॥

—॰—

পঞ্চমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্। )

সুষুপ্বাংসং ন নির্ঋতেরুপস্থে সূর্য্যং ন দস্রা
তমসি ক্ষিয়ন্তং।
শুভে রুক্মং ন দর্শতং
নিখাতমুদূপথুরশ্বিনা বন্দনায় ॥ ৫ ॥

॰ ॰ ॰

পদ-বিশ্লেষণং।

সুষুপ্বাংসং। ন। নিঃঽঋতেঃ। উপঽস্থে। সূর্য্যং। ন। দস্রা।
তমসি। ক্ষিয়ন্তং।
শুভে। রুক্মং। ন। দর্শতং।
নিঃঽখাতং। উৎ। উপথুঃ। অশ্বিনা। বন্দনায় ॥ ৫ ॥

॰ ॰ ॰

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্রা' ( সদ্বস্তুদর্শনীয়ৌ হে দেবৌ ) 'নির্ঋতেঃ' ( পাপস্য, পাপকর্ম্মণঃ ) 'উপস্থে' ( ক্রোড়ে ) 'সুষুপ্বাংসং' ( সুষুপ্তং, নিদ্রাগতং ) 'ন' ( ইব ) মাং 'তমসি' ( অন্ধকারে ) 'ক্ষিয়ন্তং' ( নিবসন্তং, আচ্ছন্নং ) 'সূর্য্যং ন' ( দিবাকরং ইব ) প্রকাশয়তং ইতি শেষঃ ; প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—তমসা আচ্ছন্নঃ সূর্য্যঃ যথা স্বতঃ প্রকাশমানঃ ভবতি, হে দেবৌ, পাপকবলগতং মাং তদ্বৎ উদ্ধারয়তং ; 'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) 'বন্দনায়' ( সত্বানুসারিণে উপাসকায় ) যথা 'উদূপথুঃ' ( ঊর্দ্ধগতিং বিধায়থঃ ) তদ্বৎ 'নিখাতং' (অধঃপতিতং—মাং ইতি যাবৎ) 'শুভে' (মমশুভসাধনায়) 'রুক্মং ন' ( রোচমানং সুবর্ণং ইব ) 'দর্শতং' ( প্রকটীকুরুতং ) ; প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ ! সত্বানুসারিণঃ উপাসকান্ যথা উদ্ধারয়থঃ কৃপয়া মাং তদ্বৎ উদ্ধারয়তং ॥ (১ম—১১৭সূ—৫ঋ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

সদ্বস্তুপ্রদর্শনকারী হে দেবদ্বয় ! পাপের ক্রোড়ে সুষুপ্তের ন্যায় আমাকে, অন্ধকারে আচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত করুন ; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন সূর্য্য যেমন স্বতঃ প্রকাশমান হয়, হে দেবদ্বয়, পাপকবলগত আমাকে সেইরূপ উদ্ধার করুন ) ; আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয় ! সত্ত্বানুসারী উপাসকের জন্য যেমন ঊর্দ্ধগতি বিধান করেন, সেইরূপ অধঃপতিত আমাকে, আমার শুভ-সাধনের নিমিত্ত, রোচমান সুবর্ণের ন্যায় প্রকট করুন ; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয় ! সত্ত্বানুসারী উপাসকগণকে যেমন উদ্ধার করেন, কৃপা করিয়া আমাকে সেইরূপ উদ্ধার করুন। ) ॥ ( ১ম—১১৭সূ—৫ঋ ) ॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

নির্ঋতিরিতি ভূনাম। নির্ঋতেঃ পৃথিব্যা উপস্থে উৎসংগে সুষুপ্বাংসং ন সুপ্তবন্তং পুরুষমিব। কূপমধ্যে শয়ানং সূর্য্যং ন সূর্য্যমিব তমসি কূপান্তর্গতান্ধকারে ক্ষিয়ন্তং নিবসন্তং সূর্য্যমিব তেজস্বিনমিত্যর্থঃ। শুভে শোভনার্থং নির্ম্মিতং রুক্মং ন রোচমানং সুবর্ণময়মাভরণমিব

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

নির্ঋতি—ইহা ভূ-নামবাচক। 'নির্ঋতেঃ' পৃথিবীর 'উপস্থে' উপরে 'সুষুপ্বাংসং ন' সুপ্তবান পুরুষের ন্যায়। কূপমধ্যে শয়নকারী 'সূর্য্যং ন' সূর্য্যের ন্যায় 'তমসি' কূপান্তর্গত অন্ধকারে 'ক্ষিয়ন্তং' ক্ষয়প্রাপ্ত সূর্য্যের ন্যায়, অর্থাৎ তেজস্বী। 'শুভে' শোভনার্থ নির্ম্মিত 'রুক্মং ন' রোচমান সুবর্ণময় আভরণের ন্যায় 'দর্শতং' দর্শনীয় এইরূপ গুণবিশিষ্ট কূপে অসুরগণ কর্ত্তৃক

দর্শতং দর্শনীয়ং। এবং গুণবিশিষ্টং কূপেঽন্তর্নিখাতং বন্দনায় বন্দনমৃষিং হে দস্রা দর্শনীয়াবশ্বিনৌ যুবামুদূপথুঃ। উদ্ধৃতবন্তৌ॥

সুষুপ্বাংসং। ঞিষ্বপ্ শয়ে। লিটঃ ক্বসুঃ। বচিস্বপীত্যাদিনা সম্প্রসারণং দ্বির্বচনাদি। উপস্থে। উপপূর্ব্বাত্তিষ্ঠতের্ঘঞর্থে কবিধানমিত্যধিকরণে ক প্রত্যয়ঃ। মরুদ্বৃধাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। বন্দনায়। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থী॥ (১ম—১১৭সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে ত্রয়োদশো বর্গঃ॥ ১।৮।১৩॥

## পঞ্চম ( ১২৮৭ ) ঋকের বিশদার্থ।

আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানবীজ নিহিত আছে। কিন্তু মায়ামোহ দ্বারা হৃদয় আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া আমরা স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে, সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা হৃদয়ের কালিমা দূরীভূত করিতে হইবে। যাঁহারা সন্মার্গবলম্বনে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা স্বতঃপ্রকাশমান সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদের নিজ হৃদয়ের মোহান্ধকার দূরীভূত করিয়া জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা আত্মদর্শনে সমর্থ হন—মুক্তি-লাভ করেন।

কিন্তু অজ্ঞানের—দুর্ব্বলচিত্ত জনের—উপায় কি? যাঁহারা শক্তিশালী, তাঁহারা তো আপনার সাধন-প্রভাবে মুক্তি লাভ কয়েন। কিন্তু যে পাপী, যে দুর্ব্বল, সে কি চিরদিনই পড়িয়া থাকিবে—তাহার কি কোনও উপায় নাই? দুর্ব্বলের বল তিনি নিজে,—তাঁহার নিকট ব্যাকুলচিত্তে প্রার্থনা করাই উপায়। তাই দুর্ব্বল অক্ষম, মৃত্যুর কোলে দাঁড়াইয়া, তাঁহার অমৃতময় অভয় পদে প্রার্থনা জানায়,—"শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং"—"মৃত্যুর্ম্মা অমৃতং গময়।"

---

'নিখাতং' প্রক্ষিপ্ত 'বন্দনায়' বন্দন ঋষিকে 'দস্রা' হে দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়! আপনারা 'উদূপথুঃ' উত্তোলন করিয়াছিলেন।

সুষুপ্বাংসং। ঞিষ্বপ্ ধাতু-শয়নার্থক। লিটে ক্বসু। 'বচিস্বপি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সম্প্রসারণ দ্বিবচন প্রভৃতি। উপস্থে। উপপূর্ব্ব-হেতু তিষ্ঠতির (স্থা-ধাতুর) 'ঘঞর্থে কবিধানং' ইত্যাদি সূত্রে অধিকরণে ক-প্রত্যয়। মরুদ্বৃধাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদান্তের উদাত্তত্ব। বন্দনায়। 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং' ইত্যাদি সূত্রে কর্ম্মের সম্প্রদানত্ব-হেতু চতুর্থী॥ (১ম—১১৭সূ - ৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ বর্গ সম্পূর্ণ॥ ১।৮।১৩॥

অসহায় দুর্ব্বলের করুণ প্রার্থনা এই ঋক্‌টীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চার করে,—সৎকর্ম্ম-সাধনে সামর্থ্য আনে। সৎকর্ম্ম-রূপ জল-সেচনে জ্ঞান-বীজ অঙ্কুরিত মুকুলিত হয়। সেই সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য লাভই এই ঋকের প্রার্থনার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে বন্দন নামক ঋষির আখ্যায়িকার উল্লেখ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্বেই (১ম—১১৬সূ—১১ঋ) বলা হইয়াছে। (১ম—১১৭সূ—৫ঋ)॥

## ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

তদ্বাং নরা শংস্যং পজ্রিয়েণ কক্ষীবতা
নাসত্যা পরিজ্মন্।
শফাদশ্বস্য বাজিনো জনায় শতং কুম্ভাঁ
অসিঞ্চতং মধূনাং ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। বাং। নরা। শংস্যং। পজ্রিয়েণ। কক্ষীবতা।
নাসত্যা। পরিঽজ্মন্।
শফাৎ। অশ্বস্য। বাজিনঃ। জনায়। শতং। কুম্ভান্।
অসিঞ্চতং। মধূনাং ॥ ৬ ॥

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘নরা’ ( হে নেতৃস্থানীয়ৌ দেবৌ! ) ‘পজ্রিয়েণ’ ( হীনজন্মনা ) ‘কক্ষিবতা’ ( পাপিনা এব ) ‘বাং’ ( যুবয়োঃ সম্বন্ধি ) ‘তৎ’ ( পাপিত্রাণসাধকং কর্ম্ম ) ‘শংস্যং’ ( প্রশংসিতং—ভবতি ইতি শেষঃ ) ; দেবতায়াঃ কৃপয়া পাপী অপি উদ্ধারং প্রাপ্য তন্মাহাত্ম্যং খ্যাপয়তি—ইতি ভাবঃ ; ‘নাসত্যা’ ( হে সত্যপ্রাপকৌ দেবৌ! ) ‘বাজিনো’ ( ত্বরয়া শ্রেয়োবিধায়কস্য সৎকর্ম্মসমুদ্ভূতস্য ) ‘অশ্বস্য শফাৎ’ ( ব্যাপকজ্ঞানস্য মূলস্থানাৎ, পরাজ্ঞানাৎ ইত্যর্থঃ ) ‘মধূনাং’ ( অমৃতানাং—প্রবাহেণ ইতি যাবৎ ) ‘শতং’ ( অসংখ্যান ) ‘কুম্ভান্’ ( পাত্রান—অস্মাকং হৃদয়রূপান্ ইত্যর্থঃ ) ‘অসিঞ্চতং’ ( পূরয়তং ) ; হে দেবৌ! কৃপয়া পরাজ্ঞানং প্রদানেন অস্মান্ উদ্ধারয়তং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ( ১ম—১১৭সূ—৮ঋ )॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

হে নেতৃস্থানীয় দেবদ্বয়! হীনজন্ম পাপী কর্তৃকও আপনাদিগের সম্বন্ধীয় পরিত্রাণ-সাধক কর্ম্ম প্রশংসনীয় হয়; ( ভাব এই যে,—দেবতার কৃপায় পাপীও উদ্ধার পাইয়া দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে ); হে সত্যপ্রাপক দেবদ্বয়! ত্বরায় শ্রেয়োবিধায়ক ( সৎকর্ম্ম-সমুদ্ভূত ) ব্যাপক জ্ঞানের মূলস্থান হইতে ( পরাজ্ঞান হইতে ) অমৃত-সমূহের প্রবাহের দ্বারা অসংখ্য আমাদিগের হৃদয়-রূপ পাত্রকে পূর্ণ করুন; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! কৃপা করিয়া পরাজ্ঞান প্রদান-পূর্ব্বক আমাদিগকে উদ্ধার করুন )॥ ( ১ম—১১৭সূ—৮ঋ )॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নরা নেতারৌ নাসত্যাবশ্বিনৌ পরিজ্মন্ পরিগমনেঽভীষ্টস্য প্রাপণে নিমিত্তভূতে সতি পজ্রিয়েণ পজ্রাণামঙ্গিরসাং কুলে জাতেন কক্ষীবতা ময়া বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধি তৎকর্ম্ম শংস্যং। প্রকর্ষেণ শংসনীয়ং। তচ্ছব্দশ্রুতের্যচ্ছব্দাধ্যাহারঃ। যজ্জনায়াপেক্ষমাণায় পুরুষায় বাজিনো

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

‘নরা’ হে নেতা ‘নাসত্যা’ অশ্বিদ্বয়! ‘পরিজ্মন্’ পরিগমনে অভীষ্ট প্রাপ্তির নিমিত্ত হইয়া ‘পজ্রিয়েণ’ পজ্রকুলে অঙ্গিরাকুলে জাত ‘কক্ষীবতা’ কক্ষীবান্ আমা কর্তৃক ‘বাং’ অপনাদিগের সম্বন্ধযুক্ত ‘তৎ’ সেই কর্ম্ম ‘শংস্যং’ প্রকৃষ্টরূপে শংসনীয়। তৎ-শব্দে শ্রুতির যৎ-শব্দ অধ্যাহার। যেহেতু ‘জনায়’ অপেক্ষমাণ পুরুষের নিমিত্ত ‘বাজিনো’ বেগবান্ সেই ‘অশ্বস্য’

বেগবতস্তদীয়স্যাশ্বস্য শফান্নির্গতৈর্মধূনাং মধুভিঃ শতসংখ্যাকান্ কুম্ভান্ অসিঞ্চতং অপূরয়তং। সিঞ্চতিরত্র পূরণার্থঃ। যদেতন্মধুনা পূরণং তচ্ছংস্যমিত্যর্থঃ ॥ ( ১ম—১১৭সূ—৬ঋ ) ॥

∴

## ষষ্ঠ ( ১২৮৮ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম অংশে নিত্যসত্য-তত্ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় অংশে সেই সত্য-সম্বন্ধীয় প্রার্থনা আছে। ভগবান্ অসীম মঙ্গলময়, দয়ার আধার, পাপীতাপী তাঁহার কৃপার কণা মাত্র লাভ করিলে ধন্য হয় ও তাঁহার অপার করুণার উদাহরণ-স্থল হইয়া যাবজ্জীবন তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে। ভগবানের কৃপায় অমৃতত্ব-লাভের দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ নহে। পাপীও তাঁহার দয়ায় বঞ্চিত হয় না। প্রেমস্বরূপ তিনি, অমৃত-স্বরূপ তিনি, তাঁহার কৃপা-বারি সিঞ্চনে নরকও স্বর্গে পরিণত হয়—পরম বিমূঢ় নাস্তিকও তাঁহার অনুগত ভক্ত হয়,—তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করে,—উদ্ধার-লাভ করে।

কাহারও নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। জগৎপিতা তাঁহার কোনও সন্তানকেই মৃত্যুর পথে যাইতে দিবেন না,—শুধু তাঁহার সাহায্য, তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করা মাত্র প্রয়োজন। তাই মানব-হৃদয় হইতে প্রার্থনা উঠে,—'পূর্ণ কর, পূর্ণ কর, আমার হৃদয় মনঃ প্রাণ অমৃত-প্লাবনে ভাসিয়া যাউক—তোমার জ্ঞান-ধারায় আমাদিগকে অভিসিঞ্চিত কর।' এই মন্ত্রে মোক্ষ-লাভের জন্য সেই প্রার্থনাই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই মন্ত্রান্তর্গত সমস্যামূলক পদাবলির অর্থ-সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই ( ১ম—১১৬সূ—৭ঋ ) আলোচনা করিয়াছি। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন ॥ ( ১ম—১১৭সূ—৬ঋ ) ॥

---

অশ্বের 'শফাৎ' শফ হইতে নির্গত 'মধূনাং' মধুসমূহের দ্বারা 'শতং' শতসংখ্যক 'কুম্ভান্' কুম্ভ 'অসিঞ্চতং' পূরণ করিয়াছিলেন। সিঞ্চতিঃ—ইহা এখানে পূরণার্থক। যাহা এই মধুর দ্বারা পূরণ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রশংস্য—ইহাই অর্থ ॥ ( ১ম—১১৭সূ—৬ঋ ) ॥

∴

## সপ্তমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

যুবং নরা স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্ব্বিশ্বকায়।

ঘোষায়ৈ চিৎ পিতৃষদে দুরোণে পতিং

জূর্য্যন্ত্যা অশ্বিনাবদত্তং ॥ ৭ ॥

• . •

### পদ-বিশ্লেষণং।

যুবং। নরা। স্তুবতে। কৃষ্ণিয়ায়। বিষ্ণাপ্বং। দদথুঃ। বিশ্বকায়।

ঘোষায়ৈ। চিৎ। পিতৃহসদে। দুরোণে। পতিং।

জূর্য্যন্ত্যৈ। অশ্বিনৌ। অদত্তং ॥ ৭ ॥

• . •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরা' ( নেতারৌ, সৎপথে পরিচালকৌ হে দেবৌ ) 'স্তুবতে' ( স্তবকারিণে, যুবয়োঃ অনুসরকারিণে ইত্যর্থঃ ) 'কৃষ্ণিয়ায়' ( আত্মোৎকর্ষসাধনশীলায় ) 'বিষ্ণাপ্বং' ( বিষ্ণাপ্বায়, ভগবৎপরায়ণায় সাধকায় ) 'যুবং' ( যুবাং ) 'বিশ্বকায়' ( বিশ্বকায়ং, সর্ব্বস্বরূপং ভগবন্তং ) 'দদথুঃ' ( প্রাপয়তঃ ); দেবভাবস্য অধিকারী সন্ সাধকঃ ভগবৎ-সামীপ্যং লভতে—ইতি ভাবঃ; 'অশ্বিনৌ' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) 'পিতৃষদে' ( পরমপিতুঃ ভগবতঃ আবাসস্থানে ) 'দুরোণে' ( দেবযজনগৃহস্বরূপে অস্মিন্ হৃদয়ে—অবস্থিতায়ৈ ইতি যাবৎ ) 'জূর্য্যন্ত্যৈ' ( পাপসম্বন্ধাৎ জরাগ্রস্তায়ৈ, সৎকর্ম্মসাধনে অবসন্নায়ৈ ) 'ঘোষায়ৈ' ( সদসৎঘোষণাকারিণ্যৈ বুদ্ধ্যৈ ) 'চিৎ' ( স্বতমেব, নিশ্চিতং ) 'পতিং' ( পালকং, সন্মার্গপ্রদর্শকং বিবেকং ) 'অদত্তং' ( প্রযচ্ছথঃ ); বিভ্রান্তা বিপরীতপথাবলম্বিনী বুদ্ধিঃ দেবভাবসম্বন্ধযুতা সতী সন্মার্গে পরিচালিতা ভবতি—ইতি ভাবঃ। ( ১ম—১১৭সূ—৭ঋ ) ॥

• . •

অথবা,—

'নরা' ( নেতারৌ ) 'অশ্বিনৌ' ( অন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাধিবারকৌ হে দেবৌ ) 'যুবং' ( যুবাং ) 'স্তবতে' ( স্তোত্রং কুর্ব্বতে ) 'বিশ্বকায়' ( সমগ্রায় ) 'কৃষ্ণিয়ায়' ( হৃদয়ায় এব ) 'বিষ্ণাপ্বং ( জ্ঞানং ) 'দদথুঃ' ( প্রযচ্ছথঃ ) ; স্তোতৃন জ্ঞানেন ভূষয়থঃ ইত্যর্থ ; 'পিতৃষদে' ( স্বকীয়োৎপত্তিস্থানে ) 'দুরোণে' ( দেব-যজন-গৃহ-রূপেঃ হৃৎপ্রদেশে ) 'জূর্যান্ত্যা' ( জীর্ণায়ৈ, তমোভাবাপন্নায়ৈ ) 'ঘোষায়ৈ' ( বুদ্ধ্যৈ ) 'চিৎ পতিং' ( সন্মার্গপ্রদর্শকং বিবেকং ) 'অদত্তং' ( প্রদানং কুরুথঃ, উদ্বোধয়থঃ ইত্যর্থঃ )। অয়ং ভাবঃ—হে দেবৌ ! যুবাং শরণাপন্নায় স্তোত্রকর্ত্রে জ্ঞানং বিবেকঞ্চ প্রযচ্ছথঃ ॥ ( ১ম—১১৭সূ—৭ঋ )॥

° . °

বঙ্গানুবাদ ।

সৎপথে পরিচালক হে দেবদ্বয় ! আপনাদিগের অনুসরণকারী আত্মোৎকর্ষ-সাধনশীল ভগবৎপরায়ণ সাধকের জন্য আপনারা সর্ব্বস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত করেন ; ( ভাব এই যে,—দেবভাবের অধিকারী হইয়া, সাধক ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করেন ) ; আধি-ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয় ! পরমপিতা ভগবানের আবাস-স্থান দেবযজনগৃহ-স্বরূপ এই হৃদয়ে অবস্থিত পাপসম্বন্ধ-হেতু জরাগ্রস্ত ( সৎকর্ম্মসাধনে অবসন্ন ) সদসৎ-ঘোষণাকারী বুদ্ধির জন্য, স্বতঃই সন্মার্গ-প্রদর্শক বিবেককে আপনারা প্রদান করেন ; ( ভাব এই যে,—বিভ্রান্তা বিপথগামী বুদ্ধি দেবভাবসম্বন্ধযুত হইয়া সৎপথে পরিচালিত হয়। ) ॥ ( ১ম—১১৭সূ—৭ঋ ) ॥

° . °

অথবা,—

নেতৃস্থানীয় অন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাধিবারক হে দেবদ্বয় ! আপনারা স্তোত্রকারী সমগ্র হৃদয়কেই জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ,—স্তোতৃগণকে জ্ঞান দ্বারা ভূষিত করেন ; ( বুদ্ধির ) স্বীয় উৎপত্তিস্থান, দেবায়তন গৃহ-রূপ হৃৎপ্রদেশে তমোভাবগ্রস্ত বুদ্ধিকে আপনারা সন্মার্গপ্রদর্শক বিবেক প্রদান করিয়া থাকেন—উদ্বুদ্ধ করেন। ( ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয় ! আপনারা স্তোত্রকারী শরণাগত ব্যক্তিকে জ্ঞান ও বিবেক প্রদান করিয়া থাকেন। ) ॥ ( ১ম—১১৭সূ—৭ঋ ) ॥

° . °

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নরা নেতারাবশ্বিনৌ যুবং যুবাং স্তুবতে স্তোত্রং কুর্ব্বতে কুষ্ঠিয়ায় কৃষ্ণাথ্যস্য স্বপুত্রায় বিশ্বকায় বিষ্ণাপ্বং দদথুঃ। বিষ্ণাপ্বং নাম বিনষ্টং পুত্রং দত্তবন্তৌ। ঘোষানামব্রহ্মবাদিনী কক্ষীবতো দুহিতা। সা কুষ্ঠিনী সতী কস্মৈ চিদ্বরায়াদত্তা পিতৃগৃহে নিষণ্ণা জীর্ণাসীৎ। সাশ্বিনোরনুগ্রহাৎনষ্টকুষ্ঠা সতী পতিং লেভে। তদেতদাহ। হে অশ্বিনৌ পিতৃষদে পিত্রা সম্বন্ধে দুরোণে স্বকীয়ে জনকগৃহে কুষ্ঠরোগেণ ভর্ত্তারমপ্রাপ্য পিতৃষদে পিতৃসমীপে নিষণ্ণায়ৈ জর্যাইন্তৈ। জরাং প্রাপ্নুবত্যৈ ঘোষায়ৈ চিৎ এতৎসংজ্ঞায়ৈ ব্রহ্মবাদিন্যৈ অপি রোগোপশমনেন পতিং ভর্ত্তারমদত্তং। যুবাং দত্তবন্তৌ॥

পিতৃষদে। ষদ্‌লৃ বিশরণাদিষু। ক্বিপ্‌ চেতি ক্বিপ্‌। জর্যাইন্ত্যৈ। জৄষ্‌ বয়োহানৌ। লটঃ শতৃ। দিবাদিত্বাচ্ছ্যন্‌। বহুলং ছন্দসীত্যুত্বং। হলি চেতি দীর্ঘঃ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে শ্যনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—১১৭সূ—৭ঋ)॥

∴

# সপ্তম ( ১২৮৯ ) ঋকের বিশদার্থ।

দুই প্রকার অন্বয়ে এই মন্ত্রের দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করা হইল। প্রথম প্রকার অর্থে দুইটী পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করায় আবশ্যক হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থে পদাবলির ভাব অন্যরূপে ( পূর্ব্বব্যাখ্যাত অর্থ হইতে স্বতন্ত্ররূপে ) গ্রহণ করা গিয়াছে।

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'নরা' হে নেতা অশ্বিদ্বয়! 'যুবং' আপনাদিগকে 'স্তুবতে' স্তব করিলে 'কুষ্ঠিয়ায়' কৃষ্ণাখ্যের স্বপুত্র 'বিশ্বকায়' বিশ্বকায়কে 'বিষ্ণাপ্বং দদথুঃ' বিষ্ণাপ্ব-নামক বিনষ্ট পুত্র দান করিয়াছিলেন। ঘোষা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কক্ষীবানের দুহিতা ছিলেন। তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হওয়াতে তাঁহাকে কাহারও সহিত বিবাহ না দিয়া পিতৃগৃহেই জরাগ্রস্ত অবস্থায় রাখা হইয়াছিল। তিনি অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে কুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া পতি লাভ করিয়াছিলেন—ইহাই কথিত আছে। 'অশ্বিনৌ' হে অশ্বিদ্বয়! 'দুরোণে' নিজের জনক-গৃহে কুষ্ঠ-রোগের দ্বারা ভর্ত্তাকে অপ্রাপ্তা 'পিতৃষদে' পিতৃসমীপে 'জর্যাইন্ত্যৈ' চির-জরাগ্রস্তা 'ঘোষায়ৈ চিৎ' ঘোষাকে এতৎসংজ্ঞক ব্রহ্মবাদিনীকে রোগোপশমের দ্বারা 'পতিং' ভর্ত্তা 'অদত্তং' প্রদান করিয়াছিলেন।

পিতৃষদে। ষদ্‌লৃ ধাতু বিশরণাদি-অর্থক। 'ক্বিপ্‌ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্‌। জর্য্যইন্ত্যৈ। জৄষ-ধাতু বয়োহানি অর্থক। লটে শতৃ। দিবাদিত্ব-হেতু শ্যন। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উত্ব। 'হলি চ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘ। অদুপদেশ-হেতু লসার্ব্বধাতুকের অনুদাত্তত্বে শ্যনের নিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব॥ (১ম—১১৭সূ—৭ঋ)॥

∴

সাধনমার্গ প্রথমতঃ বহু আয়াস-সাধ্য বলিয়া অনুমিত হয়। প্রাণের গতি যেন কিছুতেই ঐ পথে প্রবেশ করিতে স্বীকৃত হয় না। প্রাণ চায়—সুখ। অভ্যস্ত বস্তু সুখকর—অনভ্যস্ত বস্তু বিষবৎ ভীতি-প্রদায়ক। জীবকুল বহুদিন ধরিয়া বহুজীবনব্যাপী অধ্যবসায়-সহকারে কামিনী-কাঞ্চন রূপ অনিত্য সাংসারিক সুখকেই সুখ বলিয়া জানিতে অভ্যাস করিয়াছে। তাই ঐ অনিত্য বস্তুই তাহাদিগের প্রাণের একমাত্র আরাম-স্থল। তাহাদিগের অনভ্যস্ত সাধন-মার্গ—'অনভ্যাসে বিষং বিদ্যা'—বিষবৎ প্রতীত হইয়া থাকে।

এই ঋক্ আশ্বাস দিতেছে—'জীবকুল! তোমরা একবার সমাহিত হইয়া দেবতার স্তব কর দেখি! দেবতার দ্বারে মুহূর্ত্তের জন্যও শরণাপন্ন হইয়া দেখ দেখি! দেবতা জ্ঞানালোক প্রদানে তোমার অভ্যন্তরস্থ নিখিল তমোরাশি ধ্বংস করিবেন। তোমার হৃদয়কন্দরাশ্রিত তমোবিকারগ্রস্তা অশুভা বুদ্ধিকে পতি প্রদান করিয়া—শুদ্ধ বিবেক-রূপ পরিচালক প্রদান করিয়া—সন্মার্গে চালিত করিবেন। তোমার জন্মজন্মার্জ্জিত অনিত্য কামিনী-কাঞ্চনাদি-জনিত সুখেপ্সার দ্বার একেবারেই রুদ্ধ হইবে। তুমি দিব্য আলোকে সম্মুখেই সাধনমার্গের সুখময় পথ দেখিতে পাইবে। সেই বিমল সুখের সহিত অনিত্য সমল সুখকে তুলিত করিয়া নিজেই পরম সুখে শান্তির পথ ঠিক করিতে পারিবে। তুমি ধন্য হইবে।

এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটী গভীর কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন। ভাষ্যকার টানিয়া বুনিয়া প্রত্যেক মন্ত্রকেই এক একটী ইতিবৃত্তে পরিণত করিয়াছেন। এ মন্ত্রটীতে আবার বিশেষ-রূপে ঐ ভাবই পরিস্ফুট। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—'নেতৃস্থানীয় হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা, স্তোত্রকারী কৃষ্ণ নামক ব্যক্তির পুত্র বিশ্বককে বিষ্ণাপূ-নামা বিনষ্ট পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। কক্ষীবানের কন্যা ঘোষা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা হইয়া অবিবাহিতা অবস্থায় পিতৃগৃহে জরাগ্রস্তা হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি অশ্বিদেবদ্বয়ের অনুগ্রহে আরোগ্যলাভ করিয়া পতি প্রাপ্তা হইয়াছিলেন।' প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে, সেই কথাই যেন মন্ত্র বলিতেছে।

যদি এই লৌকিক ব্যাখ্যাই মান্য করিতে হয়, তাহা হইলেও দুই

অলৌকিক ব্যাপারের—মৃত পুত্রের পুনর্দ্দর্শন-লাভের এবং কুষ্ঠ-রোগ-নিরাময়ের—বিষয় অস্বীকার করা যায় না। ঐ অর্থ মানিতে হইলে, নিশ্চয় স্বীকার হইবে যে,—সেই দূর অতীত-কালে মৃতের পুনর্জ্জীবন-দান সুসাধ্য ছিল, এবং দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হইত। দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয় এতদুভয় কার্য্যে অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা যেরূপে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। 'কৃষ্ণিয়ায়' পদে আমরা দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করি। কর্ষণার্থ মূলক কৃষ-ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। হৃদয় যে ভাবের সন্নিহিত হয়, সেই ভাবকে তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করিয়া থাকে; যেমন শোক-দৃষ্টে শোক, হর্ষ-দৃষ্টে হর্ষ, সাধুসমীপে সৎ, এবং অসৎ-সমীপে অসৎ ইত্যাদি। অতএব, হৃদয়সদৃশ আকর্ষক আর কে আছে? এই দৃষ্টিতে ঐ পদে হৃদয়কে নির্দ্দেশ করিতে পারে। পক্ষান্তরে কর্ষণার্থক কৃষ-ধাতুতে আত্মোৎকর্ষ-সাধনের ভাব পাইতে পারি। তাহাতে ঐ পদে আত্মোৎকর্ষসম্পন্নকে লক্ষ্য করে। আমাদিগের দুইরূপ অন্বয়ে ঐ দুই অর্থেরই দ্যোতনা দেখিতে পাইবেন। অনন্তর 'বিষ্ণাপ্বং' পদের দিকে লক্ষ্য করুন। ইহাতে দুইটী ধাতু আছে। একটী ব্যাপ্ত্যর্থমূলক বিষ্ ধাতু, অপরটী প্রাপ্ত্যর্থ-মূলক আপ্ ধাতু। বিষ্ণাপ্ব অর্থাৎ যিনি ব্যাপকতা-প্রাপ্ত। জ্ঞানের তুল্য ব্যাপক আর কি আছে? জ্ঞানের প্রভাবে সাধক ত্রিকালের উপর, এমন কি আব্রহ্মস্তম্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপরও, কর্ত্তৃত্ব-করণে সমর্থ হয়েন। এই দৃষ্টিতে ঐ পদে জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করা যায়। পক্ষান্তরে ঐ পদে ভগবৎ-পরায়ণ অর্থ আসে। দুই অন্বয়ে ঐ দুই অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। তৎপরে 'ঘোষা'; অর্থাৎ যিনি সকল সময় মানুষকে সৎ অসৎ সমস্ত বিষয় ঘোষিত করেন—বুঝাইয়া দেন। ঘোষণা দ্বারাই আমরা সৎ অসৎ সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইতে পারি। সেই ঘোষণার বা বুঝানর মূল—বুদ্ধি। বুদ্ধির দ্বারাই সমস্ত চরাচর বিশ্ব চালিত। অন্যান্য পদাবলির বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় বোধগম্য হইবে। (১ম—১১৭সূ—৭ঋ)॥

## অষ্টমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

যুবং শ্যাবায় রুশতীমদত্তং মহঃ
ক্ষোণস্যাশ্বিনা কণ্বায়।
প্রবাচ্যং তদ্বৃষণা কৃতং বাং যন্নার্ষদায়
শ্রবো অধ্যধত্তং ॥ ৮ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

যুবং। শ্যাবায়। রুশতীং। অদত্তং। মহঃ।
ক্ষোণস্য। অশ্বিনা। কণ্বায়।
প্রঽবাচ্যং। তৎ। বৃষণা। কৃতং। বাং। যৎ। নার্ষদায়।
শ্রবঃ। অধিঽঅধত্তং ॥ ৮ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষণা' ( কামবর্ষকৌ, অভীষ্টপূরকৌ ) 'অশ্বিনা' ( অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিবারকৌ হে দেবৌ ) 'বাং' ( যুবয়োঃ ) 'তৎ কৃতং' ( তৎ অনুষ্ঠিতং কর্ম্ম ) 'প্রবাচ্যং' ( স্তুতিযোগ্যং, অনুসরণীয়ং ইত্যর্থঃ ); 'যৎ' ( যেন কর্ম্মণা ) 'যুবং ( যুবাং ) 'শ্যাবায়' ( পাপাশ্রমে, তমোগ্রস্তায় জনায় ) 'রুশতীং' ( প্রদীপ্তাং বর্ত্তিকাং, পুণ্যালোকং ইত্যর্থঃ ) 'অদত্তং' ( প্রযচ্ছথঃ ); তথা 'কণ্বায়' ( অতিক্ষুদ্রায়, অজ্ঞানান্ধায় জনায় ) 'ক্ষোণস্য' ( জ্ঞানস্য ) 'মহঃ' ( তেজঃ, জ্যোতিঃ ) প্রযচ্ছথঃ ইতি শেষঃ; 'নার্ষদায়' ( বেদজ্ঞানরহিতায় শূদ্রায়

জনায়) 'শ্রবঃ' (শ্রুতিং, বেদজ্ঞানং, মঙ্গলং) 'অধ্যধত্তং' (বিতরথঃ, মূঢ়ান্ মঙ্গলং প্রযচ্ছথঃ ইত্যর্থঃ)। অয়মেব ভাবার্থঃ তমোগ্রস্তায় পুণ্যালোকদানরূপং, অজ্ঞানান্ধায় জনায় বিজ্ঞানদানরূপং, বেদবিদ্যারহিতায় মূঢ়ায় শ্রুতিজ্ঞানবিতরণরূপং চ যুবয়োরেতত্ত্রিবিধং মঙ্গলজনকং কর্ম্ম সর্ব্বৈরেব অনুসরণীয়ং॥ (১ম—১১৭সূ—৮ঋ)॥

⁂

## বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবস্তুর বর্ষণকারী, বাহ্যব্যাধি ও আভ্যন্তরব্যাধি নাশকর্ত্তা হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের সেই কর্ম্ম সকলেরই স্তবযোগ্য অর্থাৎ অনুসরণীয়;—যে কর্ম্ম দ্বারা আপনারা তমোগ্রস্ত পাপাত্মা ব্যক্তিকে পুণ্যালোক প্রদান করিয়া থাকেন, অজ্ঞানান্ধ জনকে জ্ঞানকিরণ দান করিয়া থাকেন, এবং বেদজ্ঞানবিরহিত মূঢ় ব্যক্তিকে বেদবিদ্যা বিতরণ করিয়া থাকেন—মূঢ়কে মঙ্গল-দান করেন। (ভাব এই যে,—তমোগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুণ্যালোক-দান-রূপ, অজ্ঞানান্ধ জনকে বিজ্ঞান-দান-রূপ এবং বেদবিদ্যা-রহিত মূঢ়কে শ্রুতি-জ্ঞান-বিতরণ-রূপ আপনাদিগের এই ত্রিবিধ মঙ্গল-জনক কর্ম্ম সকলেরই অনুসরণীয়।)॥ (১ম—১১৭সূ—৮ঋ)॥

⁂

## সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ যুবং যুবাং শ্যাবায় কুষ্ঠরোগেণ শ্যামবর্ণায় ঋষয়ে রুশতীং দীপ্তত্বচং স্ত্রিয়মদত্তং। প্রাযচ্ছতং। অপিচ ক্ষোণস্য ক্ষোণায় দৃষ্টিরাহিত্যেন গন্তুমশক্তঃ সন্ একস্মিন্নেবাবস্থানে নিবসতি তস্মৈ নিবসতে কণ্বায় ঋষয়ে মহস্তেজস্তৈজসং চক্ষুরিন্দ্রিয়মদত্তমিতি শেষঃ। তথা হে বৃষণা কামানাং বর্ষিতারৌ বাং যুবয়োস্তৎকৃতং কর্ম্ম প্রবাচ্যং। প্রকর্ষেণ বাচনীয়ং শংসনীয়ং। নার্ষদায় নৃষদপুত্রায় বধিরায় ঋষয়ে শ্রবঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ং যদধাধত্তং। দত্তবন্তৌ স্থ ইতি যৎ

---

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অশ্বিনা' হে অশ্বিদ্বয়! 'যুবং' আপনারা 'শ্যাবায়' কুষ্ঠরোগের দ্বারা শ্যামবর্ণ ঋষিকে 'রুশতীং' দীপ্তিমতী স্ত্রী 'অদত্তং' প্রদান করিয়াছিলেন। অপিচ 'ক্ষোণস্য' ক্ষোণকে—দৃষ্টি-রাহিত্যের নিমিত্ত চলিতে অসমর্থ কোন এক স্থানে অবস্থিত 'কণ্বায়' কণ্ব ঋষিকে—'মহঃ' মহাতেজযুক্ত চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। আরও, 'বৃষণা' হে কামনা-সমূহের বর্ষক! 'বাং' আপনাদিগের 'তৎ' সেই 'কৃতং' কৃত কর্ম্ম 'প্রবাচ্যং' প্রকৃষ্টরূপে বাচনীয় প্রশংসনীয়! 'নার্ষদায়' নৃষদ-পুত্র বধির ঋষিকে 'শ্রবঃ' শ্রবণেন্দ্রিয় 'যদধাধত্তং'

তদিতার্থঃ। অপর আহ। ব্রাহ্মণস্য পরীক্ষার্থমসুরাঃ কণ্বমৃষিং গূঢ়ে তমসি নিদধুঃ। অত্রৈব স্থিতঃ সন্ ব্যুষ্টামুষসং বিজানীহি যদি ত্বং ব্রাহ্মণোঽসীতি। তমশ্বিনাবাগত্যোচতুঃ। ব্যুষ্টায়াং হর্ম্যস্তোপরি বীণাং বাদয়ন্তাবাবামাগমিষ্যাবঃ। তং শব্দং শ্রুত্বা ব্যুষ্টামুষসং ব্রূহি। তদেতৎ-প্রতিপাদ্যতে। হে বৃষণা কামানাং বর্ষিতারাবশ্বিনৌ বাং যুবয়োস্তৎকৃতং কর্ম্ম প্রবাচ্যং প্রশংসনীয়ং। যন্নার্ষদায় নৃষদপুত্রায় কণ্বায় ক্ষোণস্য। ক্ষোণঃ শব্দকারী বীণাবিশেষঃ। মহো মহতঃ ক্ষোণস্য শ্রবঃ শব্দমধাধত্তং। উষসো বিজ্ঞানার্থমধিকমকুরুতং॥

মহঃ। মহপূজায়াং। অস্মাদৌণাদিকোঽসিপ্রত্যয়ঃ। পক্ষান্তরে তু মহচ্ছব্দাৎ ষষ্ঠ্যেকবচনে ছান্দসোঽল্লোপঃ। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। যদ্বা ক্বিবন্তাৎ ষষ্ঠ্যেকবচনং। ক্ষোণস্য। ক্ষি নিবাসগত্যোঃ। কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি কর্ত্তরি ল্যুট্। পৃষোদরাদিত্বাৎ ক্ষোণভাবঃ। তদুক্তং যাস্কেন। ক্ষোণস্য ক্ষয়ণস্য। নি০ ৬৬। ইতি। পক্ষান্তরে তু ক্ষুশব্দে ইত্যস্মাদৌণাদিকো নপ্রত্যয়ঃ। নার্ষদায়। ঋষ্যন্ধকেত্যণ॥ (১ম—১১৭সূ-৮ঋ)॥

## অষ্টম (১২৯০) ঋকের বিশদার্থ

এই ঋক্-মন্ত্রটী দেবতার গুণদ্যোতক। এই মন্ত্রটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়,—'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং। যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং।' যাঁহার কৃপা—জন্মমূককে বাগ্মী করে, যাঁহার অনুগ্রহ—পঙ্গুকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করাইতে সমর্থ, সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করি। এই মন্ত্রটী

---

যে দান করিয়াছিলেন—এই যে কর্ম্ম তাহাও ইত্যাদি। অপরে কহে; ব্রাহ্মণের পরীক্ষার নিমিত্ত অসুরগণ কণ্ব ঋষিকে অন্ধকারময় গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। অশ্বিদ্বয় আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন -'যদি তুমি ব্রাহ্মণ হও, তাহা হইলে এই স্থানে থাকিয়া উষা উদিতা হইয়াছেন তাহা উপলব্ধি কর।' অশ্বিদ্বয় উষা উদিতা হইয়াছে তাহা কণ্বকে জানাইবার জন্য হর্ম্ম্যোপরে বীণা বাজাইয়াছিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া, উদিত উষাকে বলুন। ইহাই প্রতিপাদিত আছে। হে কামনাসমূহের বর্ষক অশ্বিদ্বয়! আপনাদিগের সেই কৃত কর্ম্ম প্রশংসনীয়। যেহেতু নৃষদ-পুত্রকে কণ্বকে 'ক্ষোণস্য' ক্ষোণ-শব্দকারী বীণাবিশেষ 'মহঃ' মহৎ ক্ষোণের 'শ্রবঃ' শব্দ উষার 'অধাদত্তং' উদয় জানাইবার নিমিত্ত করিয়াছিলেন।

মহঃ। মহ-শব্দ পূজার্থক। ইহাতে উণাদিগণীয় অসি-প্রত্যয়। পক্ষান্তরেও কিন্তু মহৎ-শব্দ-হেতু ষষ্ঠীর একবচনে ছান্দসে অৎ-লোপ। 'বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব অথবা কিবন্ত-হেতু ষষ্ঠীর একবচন। ক্ষোণস্য। ক্ষি-ধাতু নিবাসগত্যর্থক। 'কৃত্যল্যুটো বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে কর্ত্তার ল্যুট্। পৃষোদরাদিত্ব-হেতু ক্ষোণভাব। তাহা যাস্কে উক্ত আছে—'ক্ষোণস্য ক্ষয়ণস্য' (নি০ ৬.৬)। পক্ষান্তরে কিন্তু ক্ষু শব্দ ইত্যাদি দ্বারা ইহার ঔণাদিকে ন-প্রত্যয়। নার্ষদায়। 'ঋষ্যন্ধক' ইত্যাদি সূত্রে অন-প্রত্যয়। (১ম—১১৭সূ-৮ঋ)॥

যেন এই ভাব লইয়াই জনসাধারণকে উদ্বোধিত করিতেছে। এক্ষেত্রে দেবতার প্রিয়াপ্রিয় বিষয় কিছু বলা হয় নাই; তাঁহার করুণারাশি যে সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত গতিশীল—এই ভাবই এই মন্ত্রে পরিস্ফুট। দৈবী শক্তি সর্ব্বত্রই এইরূপ। সূর্য্যচন্দ্রের কিরণ, অগ্নির দাহিকাশক্তি, বরুণের শীতলতা, পবনের অব্যাহতা গতি, যেমন পাত্রাপাত্র বিচার করে না—দ্বেষ্যাদ্বেষ্য-ভেদে বিভিন্ন ফল প্রদান করে না, দেবদ্বয়ের বাহ্যাভ্যন্তর-ব্যাধি-নাশিনী শক্তিও সেইরূপ পাত্রাপাত্র বিচারে পরাঙ্মুখ।

দেবতার এই শ্রেষ্ঠসম্পৎপ্রদা গরীয়সী শক্তি—সকলেরই স্তবনীয় অনুসরণীয় নহে কি? তাই মন্ত্র বলিতেছে—আপনাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম 'প্রবাচ্যং'। আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই দেবতার গুণরাশির স্তব করিয়া থাকে। মন্ত্র-প্রতিপাদ্য দেবতা ও ব্রহ্ম অভিন্ন—কেবল নাম ভেদ, রূপব্যাখ্যা-ভেদ—এইমাত্র। আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যা-মতে মন্ত্র হইতে যে সকল ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত মানব-হৃদয়ে ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে অপৌরুষেয় ব্রহ্ম-বেদ যে পৌরুষেয়ত্বের গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ হইতে বসিয়াছে, তজ্জন্য মন্ত্র বা দেবতা কেহই দায়ী নহে। দায়ী—মানব-মনঃ বা ঐ মানসিক শক্তির পরিস্ফূর্ত্তি-রূপ শব্দ-সমুদ্রের ঘাত-প্রতিঘাত—তরঙ্গায়িতা বেদ-ব্যাখ্যা। ভাষ্যকার, এই সূক্তস্থিত অনেক মন্ত্রেই অশ্বিদেবদ্বয়কে ঘটক-রূপে মনোনীত করিয়া ঋষিসঙ্ঘের কুষ্ঠী-কাণ-খঞ্জ-বধিরাদি পাত্রপাত্রীর পরিণয়ন-ক্রিয়া সমাহিত করিয়াছেন, এবং বৈদ্য-রূপে স্বীকার করিয়া ঐ কুষ্ঠ্যাদি ঋষিকুলকে রোগমুক্ত করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয়কে সঙ্গত করিবার পক্ষে যে সমস্ত অন্তরায়, তাহাকে যে কোনও গ্রন্থ হইতে উপাখ্যান সমাহৃত করিয়া নিরাকৃত করা হইয়াছে। ভাষ্যদৃষ্টে তাহা অবগত হইতে পারিবেন। আমরা ব্রহ্মবেদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পদের মূলপ্রকৃতি ধাতু-রূপ ব্রহ্মকেই পূর্ব্বাপর অনুকৃত করিয়া আসিতেছি॥ ফলতঃ,—এক দৃষ্টিতে কুষ্ঠী অন্ধ খঞ্জ ও বধিরের বৈকল্য-নাশ-রূপ অলৌকিক ব্যাপার এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। অন্য দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক জগতের অবিশ্বর অবিনশ্বর কাহিনী এই মন্ত্রে পরিকীর্ত্তিত দেখিতে পাই। (১ম—১১৭সূ—৮ঋ)॥

### নবমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। নবমী ঋক্। )

পুরূ বর্পাংস্যশ্বিনা দধানা নি পেদব

উহথুরাশুমশ্বং।

সহস্রসাং বাজিনমপ্রতীতমহিহনং

শ্রবস্যং১ তরুত্রং ॥ ৯ ॥

° ° °

### পদ-বিশ্লেষণং।

পুরু। বর্পাংসি। অশ্বিনা। দধানা। নি। পেদবে।

উহথুঃ। আশুং। অশ্বং।

সহস্রসাং। বাজিনং। অপ্রতিইতং। অহিহনং।

শ্রবস্যং। তরুত্রং ॥ ৯ ॥

° ° °

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' ( অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) যুবাং 'পুরূ' ( বহূনি, বহুবিধানি ) 'বর্পাংসি' ( রূপাণি ) 'দধানা' ( ধারয়ন্তৌ ) 'পেদবে' ( পতনশীলায় শরণাপন্নায় সাধকায় ) 'সহস্রসাং' ( বহুধনদাতারং ) 'অহিহনং' ( শত্রুনাশকং ) 'শ্রবস্যং' ( স্তুতিযোগ্যং ) 'তরুত্রং' ( ত্রাণকর্ত্তারং ) 'অপ্রতীতং' ( শত্রুভির্দ্ধর্ষিতুমশক্যং ) 'আশুং' ( ক্ষিপ্রকারিণং ) 'অশ্বং' ( জ্ঞানকিরণং ) 'নি' ( নিতরাং, নিশ্চিতমেব ) 'উহথুঃ' ( প্রযচ্ছথঃ )। অয়ং ভাবার্থঃ—হে দেবৌ যুবাং শরণাগতস্য হৃৎপ্রদেশং জ্ঞানেন ভূষয়থঃ ॥ ( ১ম—১১৭সূ—৯ঋ ) ॥

° ° °

### বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-বিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা বহুবিধ রূপ ধারণ করতঃ পতনশীল শরণাপন্ন সাধককে—বহুধনদাতা, শত্রুনাশক, স্তুতির যোগ্য, পরিত্রাণকারী, শত্রুকুলের ধর্ষক এবং আশুকার্য্যসাধক জ্ঞানকিরণ প্রদান করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনারা শরণাগত সাধকের হৃৎপ্রদেশকে জ্ঞানের দ্বারা ভূষিত করিয়া থাকেন।)॥ (১ম—১১৭সূ—৯ঋ)॥

° ° °

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা পুরূ পূরূণি বহূনি বর্পাংসি। রূপনামৈতৎ। আত্মীয়ৈঃ কর্ম্মভিঃ কৃতানি রূপাণি দধানা ধারয়ন্তৌ যুবামাশুং শীঘ্রগামিনমশ্বং পেদবে পেদুনাম্নে স্তবতে ন্যূহথুঃ। নিতরাং প্রাপিতবন্তৌ দত্তবন্তাবিত্যর্থঃ। কীদৃশমশ্বং। সহস্রসাং সহস্রসংখ্যাকস্য ধনস্য সনিতারং দাতারং। বাজিনং বলবন্তং অত এবাপ্রতীতং শত্রুভিরপ্রতিগতং। অহিহনং অহীনামাগত্য হন্তৄণাং শত্রূণাং শত্রুন্বা হন্তারং। শ্রবস্যং। শ্রবঃ শ্রবণীয়ং স্তোত্রং। তত্র ভবং স্তুতিবিষয়মিত্যর্থঃ। তরুত্রং তরিতারং॥

বর্পাংসি। বৃঞ্ বরণে। বৃঞ্শীঙ্ভ্যাং রূপস্বাঙ্গয়োঃ পুট্ চেত্যসুন্। পুডাগমশ্চ। দধানা। দধাতের্লটঃ শানচ্। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সহস্রসাং। ষণু দানে। জনসনখনেতি বিট্। বিড্বনোরনুনাসিকস্যাদিত্যাত্বং। শ্রবস্যং। শ্রবসশব্দাদ্ভবে ছন্দসীতি :যৎ। তিৎস্বরিতঃ।

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অশ্বিনা' হে অশ্বিদ্বয়! 'পুরূ' পুরূ বহু 'বর্পাংসি' (ইহা রূপনামবাচক) আত্মীয় কর্ম্মসমূহের দ্বারা কৃত রূপসমূহ 'দধানা' ধারণকারী আপনারা 'আশুং' শীঘ্রগামী 'অশ্বং' অশ্বকে 'পেদবে' পেদু-নামক স্তবকারীকে 'নি উহথুঃ' বিশেষরূপে প্রাপ্ত করিয়াছিলেন, দিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। কিরূপ অশ্বকে? 'সহস্রসাং' সহস্রসংখ্যক ধনের সনিতা দাতা 'বাজিনং' বলবান অতএব 'অপ্রতীতং' শত্রুগণ কর্ত্তৃক অপ্রতিগত 'অহিহনং' অহিগণের হন্তা শত্রুগণের হন্তা 'শ্রবস্যং' শ্রবঃ অর্থাৎ শ্রবণীয় স্তোত্র তাহাতে উৎপন্ন স্তুতিবিষয়—ইহাই অর্থ। 'তরুত্রং' ত্রাণকারী।

বর্পাংসি। বৃঞ্-ধাতু বরণার্থক। 'বৃঞ্শীঙ্ভ্যাং রূপস্বাঙ্গয়োঃ পুট্ চ' ইত্যাদি সূত্রে অসুন্-প্রত্যয় এবং পুট্ আগম। দধানা। দধাতির (দা-ধাতুর) লটে শানচ্। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। সহস্রসাং। ষণু ধাতু দানার্থক। 'জনসনখন' ইত্যাদি সূত্রে বিট্। 'বিড্বনোরনুনাসিকস্যাৎ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। শ্রবস্যং। শ্রবস্-শব্দহেতু 'ভবে ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। তিৎস্বরিত। তরুত্রং। তৄ-ধাতু প্লবন এবং তরণ-

তরুত্রং। তৄ প্লবনতরণয়োঃ। অশিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রৌ। উ০ ৪।১৭৪। ইত্যত্র প্রত্যয়ঃ। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা গ্রসিতস্কভিতেত্যাদৌ নিপাতনাত্তৃন্নন্তাত্তরুতৃশব্দাদমি সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাদগুণাভাবে যণ্। ত্বিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—১১৭সূ—৯ঋ)॥

## নবম (১২৯১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টী জ্ঞানের বা জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। জ্ঞানের উদয়ে সাধকের কোন্ উপকার সাধিত হয়? মন্ত্র বলিতেছেন,—'সহস্রসাং'। জ্ঞান—সহস্র সহস্র ধনের দাতা। এ স্থলে 'সহস্র' শব্দ 'বহু'র জ্ঞাপক। বহুবিধ ধনের এবং বহুধনের প্রদানকারী—একমাত্র জ্ঞান। এইরূপে মন্ত্রস্থিত জ্ঞানের এক একটী বিশেষণের দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়;—ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞান একই বস্তু। কারণ, মন্ত্র যে সমস্ত বিশেষণ দ্বারা জ্ঞানকে বিশেষিত করিয়াছেন, তৎসমস্ত বিশেষণই একমাত্র ব্রহ্মে সম্ভবপর। জ্ঞান কিম্ভুত? 'অহিহনং' শত্রুকুলের নাশক। কামক্রোধাদিও তজ্জাত রাগদ্বেষাদি শত্রুকুল ইঁহার প্রভাবে একেবারেই ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইয়া যায়। 'শ্রবস্যং'—বহুগুণযুক্ত বা মঙ্গলপ্রদ বলিয়া স্তুতিযোগ্য। 'তরুত্রং—ত্রাণকর্ত্তা। জীবকুল জন্মজন্মানুষ্ঠিত গুণময় কর্ম্মরাশির আবর্ত্তনে ভবসমুদ্রে দিশেহারা। এ অবস্থায় জ্ঞানই এক মাত্র কূলনির্দ্দেশক পরিত্রাণকারী বন্ধু। 'অপ্রতীতং'—শত্রুকুল প্রাণপণ চেষ্টাতেও ইঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না; তাহাদিগের সাধ্য নাই যে, জ্ঞানের উপর প্রভুত্ব করে। 'আশুং'—ইনি কার্যসাধনে ক্ষিপ্র। জ্ঞানোদয়ে সাধকের হৃৎপ্রদেশস্থ গভীর তমোরাশি কখন্ যে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা সাধকও অবগত হইতে অসমর্থ।

ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন,—"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥' অর্থাৎ,

---

অর্থক। 'অশিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রৌ' ইত্যাদি সূত্রে (উ০ ৪।১৭৪) উত্র-প্রত্যয়। প্রত্যয়ের দ্বারা আদ্য উদাত্তত্ব অথবা 'গ্রসিতস্কভিত' ইত্যাদিতে নিপাতনে তৃন্নন্ত-হেতু তরুতৃ-শব্দে অম্ প্রত্যয়ে সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু গুণাভাবে যণ্। ত্বিৎস্বরের দ্বারা আদ্যুদাত্তত্ব॥ ৯॥

* * *

প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকেন, জ্ঞানাগ্নিও তদ্রূপ সাধকের জন্মজন্মসঞ্চিত কর্ম্মরাশি ভস্মসাৎ করিয়া থাকেন।' তিনি পুনরায় বলিয়াছেন,—"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" অর্থাৎ, জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তু জগতে আর নাই। সাধারণ লৌকিক বিষয়ে যিনি যতদূর জ্ঞানী, তিনি ততদূর কর্ম্মকুশল ও অসদ্বিরহিত। এই মন্ত্রটীও এইরূপে জ্ঞানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

দেবতা কোন মূর্ত্তিতে আসিয়া সাধককে জ্ঞানসম্পন্ন করেন? মন্ত্র বলিতেছেন,—'পুরূ বর্পাংসি দধানা।' তাঁহারা আসেন—বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া। দেবতার রূপের অন্ত নাই; যিনি যে ভাবে ভাবেন, রূপবিবর্জ্জিত ব্রহ্ম সেই রূপেই তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। শ্রুতি বলেন,— "সূর্য্যো যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।" অর্থাৎ, সূর্য্য যেমন এক হইয়া এই চরাচর পরিদৃশ্যমান বিশ্বে বহুরূপ ধারণ করেন— ইত্যাদি। দেবতার রূপের কি সীমা আছে? দেবতা যে সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে বিরাজমান! প্রহ্লাদের হরি যেমন অভূতপূর্ব্ব রূপে স্তম্ভে দর্শন দিয়াছিলেন, তেমনই ভাবে সাধকের ভগবান্ সাধকেপ্সিত রূপে সাধক-হৃদয়ে সাধকদৃষ্টিতে প্রকটিত হয়েন।

ভাষ্যের মতে এই মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—'হে অশ্বিনদ্বয়! স্বীয় কর্ম্মদ্বারা কৃত বহুবিধ রূপকে ধারণ করিয়া আপনারা শীঘ্রগামী অশ্বকে পেদু নামক স্তোত্রকারীকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অশ্ব কিরূপ? তাহা সহস্রসংখ্যক ধনের দাতা, বলবান্, অতএব শত্রুসকল তাহার নিকট পৌঁছিতে পারে না। সেই শত্রুনাশক, স্তুতির যোগ্য এবং পরিত্রাণকারী অশ্বকে ভাষ্যকার ঘোটক বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে আর ব্যাপ্ত্যর্থমূলক 'অশূ' ধাতুর অর্থ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু, যেখানে অশ্ব-শব্দ দেবতার বিশেষণ-রূপে মন্ত্রে প্রকটিত আছে, সেখানে বাধ্য হইয়া ধাত্বর্থের অনুসরণ করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বত্রই ধাত্বর্থের অনুসরণে অশ্ব-শব্দে ব্যাপক জ্ঞানকেই লক্ষ্য করিয়াছি। আর একটী পদ—'পেদবে'। ভাষ্যে ঐ 'পেদবে' পদ পেদু-নামক ঋষিকের জ্ঞাপক হইয়াছে। আমরা 'পদ্'-ধাতুর অর্থ গ্রহণে পতিত ও শরণাপন্ন সাধককে ঐ পদের লক্ষ্যস্থল বলিয়া

স্বীকার করিয়াছি। ফলতঃ 'অশ্বং' ও 'পেদেব' পদদ্বয়ের ধাত্বর্থানুসরণে অর্থ করিলেই মন্ত্র হইতে একটী অপৌরুষেয় উচ্চভাব দ্যোতিত হয়। ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সুধীগণ সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ( ১ম—১১৭সূ—৯ঋ ) ॥

* * *

## দশমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। দশমী ঋক্। )

এতানি বাং শ্রবস্যা সুদানূ ব্রহ্মাংগূষং
সদনং রোদস্যোঃ।
যদ্বাং পজ্রাসো অশ্বিনা হবন্তে যাতমিষা চ
বিদুষে চ বাজং ॥ ১০ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

এতানি। বাং। শ্রবস্যা। সুদানূ ইতি সুঽদানু। ব্রহ্ম। আংগূষং।
সদনং। রোদস্যোঃ।
যৎ। বাং। পজ্রাসঃ। অশ্বিনা। হবন্তে। যাতং। ইষা। চ।
বিদুষে। চ। বাজং ॥ ১০ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুদানূ' ( শোভনদানশীলৌ, পরমধনদাতারৌ হে দেবৌ ) 'বাং' ( যুবয়োঃ সম্বন্ধীনি ) 'এতানি' ( পরম্পরোক্তানি গুণকর্ম্মাণি ) 'শ্রবস্যা' ( শ্রবণযোগ্যানি, জনানাং অনুসরণযোগ্যানি ) ভবন্তীতি শেষঃ ; যতঃ 'রোদস্যোঃ' ( দ্যাবাপৃথিবীব্যাপ্তয়োঃ যুবয়োঃ সম্বন্ধিনং ইতি যাবৎ ) 'আংগূষং' ( আঘোষণীয়ং, কীর্ত্তনীয়ং ) 'সদনং' ( নিবেশনং, আবাসস্থানং, সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ ) 'ব্রহ্ম' ( ব্রহ্মস্বরূপং, অচিন্তনীয়ং ) ভবতি ইতি শেষঃ ; 'অশ্বিনা' ( হে দেবৌ ) 'যৎ' ( যদি ) 'পজ্রাসঃ' ( হীনজন্মানঃ জনাঃ অপি ) 'বাং' ( যুবাং ) 'হবন্তে' ( স্তুতিভিঃ আত্মত্রাণার্থং আহ্বয়ন্তি, যুষ্মদীয়কর্ম্মনিবহান্ অনুসরন্তি ইত্যর্থঃ ) তৎ 'ইষা' ( তেষাং অভীষ্টপূরণেন সহ ) 'যাতঞ্চ' ( তৎসমীপং যুবাং আগচ্ছথঃ চ ) ; 'বিদুষে চ' ( সদেক নিষ্ঠায় সাধকায় চ ) 'বাজং' ( সাধনমার্গানুকূলং সামর্থ্যং ) যুবাং স্বতঃ এব প্রযচ্ছথঃ ইতি শেষঃ। ঋগেষা দেবয়োরচিন্তনীয়ত্বরূপং সদসদ্ভেদেন সর্ব্বান্ প্রতি দয়াময়ত্বরূপং গুণমাখ্যাতি ইতি ভাবঃ॥ ( ১ম—১১৭সূ - ১০ঋ ) ॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

পরম-ধন-দাতা হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় পরম্পরাক্রমে উক্ত এই গুণকর্ম্মসকল জনগণের অনুসরণযোগ্য হয়; যে হেতু, দ্যাবাপৃথিবী পরিব্যাপ্ত আপনাদিগের সম্বন্ধীয় কীর্ত্তনীয় আবাসস্থান-রূপ সৎকর্ম্ম—ব্রহ্মস্বরূপ ও অচিন্তনীয়; হে অশ্বিদ্বয়! যদি হীনজন্মা ব্যক্তিও আত্মত্রাণার্থ আপনাদিগকে আহ্বান করে অর্থাৎ আপনাদিগের কর্ম্মসমূহের অনুসরণ করে, তাহা হইলেও তাহাদিগের অভীষ্টপূরণের সহিত তাহাদিগের সমীপে আপনারা আগমন করিয়া থাকেন; এবং সদেকনিষ্ঠ সাধককে সাধনমার্গানুকূল সামর্থ্য স্বতঃই আপনারা প্রদান করিয়া থাকেন। ( ভাব এই যে,—এই ঋক্‌টী দেবদ্বয়ের অচিন্তনীয়ত্ব-রূপ এবং সৎ ও অসৎ ভেদে সকলের প্রতি দয়াময়ত্ব-রূপ গুণ বর্ণনা করিতেছে। ) ॥ ( ১ম—১১৭সূ—১০ঋ ) ॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সদানূ শোভনদানাবশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধীন্যেতানি সমনন্তরোক্তানি বীর্য্যাণি শ্রবস্যা শ্রবণীয়ানি সর্ব্বৈর্জ্ঞাতব্যানি ভবন্তি। তদর্থং রোদস্যোর্দ্যাবাপৃথিব্যাত্মনা বর্ত্তমানয়োর্যুবয়োঃ।

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সুদানূ' হে শোভনদান অশ্বিদ্বয়! 'বাং' আপনাদিগের সম্বন্ধযুক্ত 'এতানি' এই সকল বীরকীর্ত্তি 'শ্রবস্যা' শ্রবণযোগ্য সকলের জ্ঞাতব্য বিষয় হয়। সেই নিমিত্ত 'রোদস্যোঃ' দ্যাবাপৃথিবী-আত্মক বর্ত্তমান আপনাদিগের। যাস্কেও কথিত আছে;—'তৎ কাবশ্বিনৌ

উক্তং চ যাস্কেন। তৎকাবশ্বিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেক ইতি (নি০ ১২।১)। তথাচ তৈত্তিরীয়কং। ইমে অশ্বিনা সম্বৎসরোঽগ্নির্বৈশ্বানর ইতি (তৈ০ স০ ৫।৩।৪)। তয়োর্যুবয়োঃ সদনং স্তোতৃসমীপে নিবেশনং প্রসাদনহেতুভূতং বাঙ্গূষমাঘোষণীয়ং ব্রহ্ম মন্ত্ররূপং স্তোত্রং নিষ্পন্নমিতি শেষঃ। যস্তদা পজ্রাসোঽঙ্গিরসাং গোত্রোৎপন্না যজমানা হে অশ্বিনৌ বাং যুবাং হবন্তে। স্তুতিভিরাত্মরক্ষণার্থমাহ্বয়ন্তি। তদানীমিষা দাতব্যেনান্নেন সহায়াতং। আগচ্ছতং চ। বিদুষে যুষ্মদ্বিষয়স্তোত্রং জানতে মহ্যং চ বাজমন্নং বলং বা প্রযচ্ছতমিতি শেষঃ॥

যাতং। চবাযোগে প্রথমেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। বিদুষে। বিদ জ্ঞানে। বিদেঃ শতুর্ব্বসুঃ। বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং॥ (১ম—১১৭সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে চতুর্দ্দশো বর্গ॥ ১।৮।১৪॥

## দশম (১২৯২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্-মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকর্ত্তার সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনরূপ মতদ্বৈধ ঘটে নাই। তবে তিনি মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের 'পজ্রাসঃ' পদ-দৃষ্টে অঙ্গিরোগোত্রোৎপন্ন যজমানের বিষয় যে উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাহাতে সায় দিতে পারি নাই। অন্যথা, আমরা পূর্ব্বাপর মন্ত্রগুলিকে যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যাত করিয়া আসিতেছি, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভাষ্যকার সেইরূপ ব্যাখ্যার পোষক ভাবেরই গূঢ়াভাস প্রদান

---

দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেক ইতি' (নি০ ১২।১)। এ বিষয়ে তৈত্তিরীয়কেও উক্ত হয়;—'ইমে অশ্বিনা সম্বৎসরোঽগ্নির্বৈশ্বানর ইতি' (তৈ০ স০ ৫।৩।৪)। সেই আপনাদিগের 'সদনং' স্তোতৃগণের সমীপে নিবেশন বা প্রসাদন হেতুভূত 'আঙ্গূষং' আঘোষণীয় ব্রহ্ম মন্ত্ররূপ স্তোত্র নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যৎ' যখন 'পজ্রাসঃ' পজ্র আঙ্গিরোপণের কুলোৎপন্ন যজমানগণ হে অশ্বিদ্বয়! 'বাং' আপনাদিগকে 'হবন্তে' স্তুতিসমূহের দ্বারা আত্মরক্ষার্থ আহ্বান করেন, তখন 'ইষা', দাতব্য অন্নের সহিত 'যাতং' আগমন করুন 'চ' এবং বিদুষে' আপনাদিগের সম্বন্ধীয় স্তোত্রজ্ঞ আমাকে 'বাজং' অন্ন বা বল প্রদান করুন—ইহাই অর্থ।

যাতং। 'চবাযোগে প্রথমা' ইত্যাদি সূত্রে নিঘাতের প্রতিষেধ। বিদুষে। বিদ-ধাতু জ্ঞানার্থক। বিদ-ধাতুর শতৃতে বসু। 'বসোঃ সম্প্রসারণং' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। 'শাসিবসিঘসীনাং চ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব॥ (১ম—১১৭সূ—১০ঋ)।

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৮।১৪॥

* * *

করিয়াছেন। একটু বিনিবিষ্ট চিত্তে মন্ত্র ভাষ্য ও আমাদিগের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অনায়াসে তাহা উপলব্ধ হইবে।

মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত হইয়া দেবতার গুণরাশি কীর্ত্তন করিতেছে। প্রথম অংশ হেতুবাদ সহ প্রখ্যাত করিতেছ,—অশ্বিদেবদ্বয়ের গুণকর্ম্ম—ব্রহ্ম; ব্রহ্মের চিন্তাতে জীবকুল ব্রহ্মভাবাপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম,—মানুষ, অনিত্য সংসার-মার্গে রতিমান থাকিয়াও, দেবতার আরাধনা করিলেই দেবকৃপার অধিকারী হইতে সমর্থ হইবে। তৃতীয়াংশ সনাতন ভাবই দ্যোতিত করিতেছে,—যাঁহারা একমাত্র সত্যে বিচরণশীল, দেবতার আরাধনা-প্রকার এবং দেবশক্তির গুণক্রিয়াদি যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া যাঁহারা দেবারাধনারত, দেবতা তাঁহাদিগের সাধন-মার্গকে সুগম করিবার নিমিত্ত সাধনমার্গানুকূল সামর্থ্য স্বতঃই প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রটীর অভ্যন্তরে দেবতার মহিমাদ্যোতক এই ত্রিবিধ সুউচ্চ ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ॥ (১ম—১১৭সূ—১০ঋ) ॥

---

একাদশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

সূনোর্মানেনাশ্বিনা গৃণানা বাজং বিপ্রায়
ভুরণা রদন্তা।
অগস্ত্যে ব্রহ্মণা বাবৃধানা সং বিশ্‌পলাং
নাসত্যারিণীতং ॥ ১১ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং ।

সূনোঃ । মানেন । অশ্বিনা । গৃণানা । বাজং । বিপ্রায় ।

ভুরণা । রদন্তা ।

অগস্ত্যে । ব্রহ্মণা । ববৃধানা । সং । বিশ্পলাং ।

নাসত্যা । অরিণীতং ॥ ১১ ॥

∴

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অশ্বিনা' ( অন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাধিবারকৌ হে দেবৌ ) যুবাং 'সূনোঃ' ( হৃদি সঞ্জাতস্য সত্ত্বভাবস্য ভক্তিরসস্য বা ) 'মানেন' ( পরিমাণেন, ঐকান্তিকতয়া ইত্যর্থঃ ) 'গৃণানা' ( সংস্তুতৌ অনুসৃতৌ সন্তৌ ) 'বিপ্রায়' ( মেধাবিনে সাধকায় ) 'বাজং' ( সাধনমার্গানুকূলং কর্ম্ম বলং বা ) প্রযচ্ছথঃ ইতি শেষঃ ; 'নাসত্যা' ( অসত্যরহিতৌ, সত্যপ্রাপকৌ ) 'ভুরণা' ( ভর্ত্তারৌ, সদ্ভাবপোষকৌ হে দেবৌ ) যুবাং 'রদন্তা' ( সাধকানুদ্দিশ্যাভীষ্টং প্রেরয়ন্তৌ ) ভবথঃ ইতি শেষঃ ; উপাসকস্য অভীষ্টং যুবাং পূরয়থঃ ইত্যর্থঃ ; যুবাং 'অগস্ত্যে' ( উদ্বেগশূন্যে সাধকহৃদয়ে ) 'ব্রহ্মণা' ( জ্ঞানেন ) 'বাবৃধানা' ( প্রবর্দ্ধিতৌ সন্তৌ, যুষ্মদীয়সম্বন্ধিনঃ দেবভাবান্ সংবর্দ্ধ্য ইতি যাবৎ ) 'বিশ্পলাং' ( সদ্বৃত্তিং, শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং শান্তিং ) 'সমারিণীতং' ( সংবর্দ্ধয়থঃ, প্রযচ্ছথঃ ইত্যর্থঃ । ) ঋগেষা দেবমহিমাদ্যোতিকা ; দেবয়োঃ শরণাগতবাৎসল্যতা অস্যাং বিস্পষ্টা ॥ ( ১ম—১১৭সূ—১১ঋ ) ॥

∴

### বঙ্গানুবাদ ।

অন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাধিবারক হে দেবদ্বয়! আপনারা হৃদয়ে সঞ্জাত সত্ত্বভাবের ( ভক্তিরসের ) পরিমাণের দ্বারা অর্থাৎ ঐকান্তিকতার দ্বারা, সংস্তুত অনুসৃত হইয়া, মেধাবী সাধককে সাধনমার্গানুকূল কর্ম্ম বা বল প্রদান করিয়া থাকেন ; অসত্যরহিত সত্যপ্রাপক, সদ্ভাবের পোষক হে দেবদ্বয়! আপনারা সাধককে উদ্দেশ করিয়া অভীষ্ট-প্রেরক হয়েন ; ( অর্থাৎ, আপনারা উপাসকের অভীষ্ট পূরণ করেন ) ; আপনারা উদ্বেগশূন্য সাধকহৃদয়ে জ্ঞানের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া অর্থাৎ আপনাদিগের সম্বন্ধীয় দেবভাবসমূহকে সংবর্দ্ধিত করিয়া সদ্বৃত্তিকে—শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা শান্তিকে সম্যক

প্রকারে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন—প্রদান করেন। (এই ঋক্-মন্ত্রটী দেবতার মহিমা-দ্যোতক; দেবদ্বয়ের শরণাগত বাৎসল্যতা ইহাতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।)॥ (১ম—১১৭সূ—১১ঋ)॥

• . •

### সায়ণ-ভাষ্যং।

ভুরণা ভর্ত্তারৌ পোষকৌ নাসত্যা সত্যস্বভাবৌ হে অশ্বিনৌ সূনোঃ কুম্ভাৎপ্রসূতস্যাগস্ত্যস্য খেলপুরোহিতস্য সম্বন্ধিনা মানেন স্তুত্যস্য পরিচ্ছেদকেন স্তোত্রেণ গৃণানা স্তূয়মানৌ বিপ্রায় মেধাবিনে ভরদ্বাজায় পযয়ে বাজমন্নং রদন্তা বিলিখন্তৌ নিষ্পাদয়ন্তৌ যুবাং বিশ্‌পলাং সংগ্রামে ছিন্নজঙ্ঘাং খেলস্য সম্বন্ধিনীং স্ত্রিয়ং সমারিণীতং। পুনরস্যা জঙ্ঘয়া সমযোজয়তং। তৃতীয়েন পাদেন প্রথমপাদোক্তোঽর্থো বিব্রিয়তে। অগস্ত্যো ঋষৌ ব্রহ্মণা মন্ত্ররূপেণ স্তোত্রেণ ববৃধানা প্রবর্দ্ধিতাবিতি।

গৃণানা। গৄ শব্দে। ব্যত্যয়েন কর্ম্মণি কর্ত্তৃপ্রত্যয়ঃ। প্বাদীনাং হ্রস্বঃ। ভুরণা। ভুরণ ধারণপোষণয়োঃ। কণ্ড্বাদিঃ। পচাদ্যচ্‌। অতোলোপয়লোপৌ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। বিপ্রায়েত্যস্য রদন্তেত্যনেনাসামর্থ্যান্ন পরাঙ্গবদ্ভাবত্বং। বাবৃধানা। বৃধেলিটঃ কানচ্‌। সংহিতায়াং ছান্দসমভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। তুজাদিত্বে হি তূতুজান ইতিবৎ পদকালেঽপি স্যাৎ। আরিণীতং। রী গতিরেষণয়োঃ। ক্রৈয়াদিকঃ। প্বাদীনাং হ্রস্বঃ। (১ম-১১৭সূ—১১ঋ)॥

• • •

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ভুরণা' ভর্ত্তা পোষক 'নাসত্যা' সত্যস্বভাব 'অশ্বিনা' হে অশ্বিদ্বয় 'সূনোঃ' কুম্ভ হইতে প্রসূত অগস্ত্যের খেল-পুরোহিতের সম্বন্ধযুক্ত 'মানেন' স্তুতির পরিচ্ছেদক স্তোত্রের দ্বারা 'গৃণানা' স্তূয়মান 'বিপ্রায়' মেধাবী ভরদ্বাজ ঋষিকে 'বাজং' অন্ন 'রদন্তা' বিলিখন নিষ্পাদন (দান) করিয়া আপনারা 'বিশ্‌পলাং' সংগ্রামে ছিন্ন-জঙ্ঘা খেলের সম্বন্ধযুক্ত স্ত্রীকে 'সমরিণীতং' পুনরায় জঙ্ঘার দ্বারা সংযুক্ত করিয়াছিলেন। তৃতীয়পাদ প্রথম পাদের উক্ত অর্থ বিবৃত করিতেছে। 'অগস্ত্যে' অগস্ত্য ঋষিতে 'ব্রহ্মণা' মন্ত্ররূপ স্তোত্রের দ্বারা 'বাবৃধানা' প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন।

গৃণানা। গৄ-ধাতু শব্দার্থক। ব্যত্যয়ের দ্বারা কর্ম্মে কর্ত্তৃ-প্রত্যয়। প্বাদিসমূহের হ্রস্ব। ভুরণা। ভুরণ-ধাতু ধারণ ও পোষণার্থক। কণ্ড্বাদি। পচাদিতে অচ্‌। 'অতো লোপয়লোপৌ' সূত্রে লোপ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। আমন্ত্রিত নিঘাত। বিপ্রায় ইহার রদন্তা ইত্যাদির দ্বারা সামর্থ্য-হেতু পরাঙ্গবৎ-ভাবত্ব হয় নাই। বাবৃধানা। বৃধ-ধাতু লিটে কানচ্‌। সংহিতাতে ছান্দস। অভ্যাসের দীর্ঘত্ব। 'তুজাদিত্বে হি তূতুজান' ইত্যাদির ন্যায় পদকালেও হইয়া থাকে। আরিণীতং। রী-ধাতু গতি ও এষণার্থক। ক্র্যাদিনীয়। প্বাদিসমূহের হ্রস্ব॥ (১ম—১১৭সূ—১১ঋ)॥

• • •

# একাদশ ( ১২৯৩ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋঙ্মন্ত্রটী দেবতার মহিমাদ্যোতক। মন্ত্র ঘোষিত করিতেছে,—সাধকের হৃদয় যখন সত্ত্বভাবে পূর্ণ হয়, সাধক যখন ভক্তির পূর্ণতা স্বীয় হৃদয়ে উপলব্ধি করতঃ দেবতার পাদপদ্মে উহা সংন্যস্ত করিতে সমর্থ হন, দেবদ্বয় তখন সেই সাধকের কার্য্য ও ঐকান্তিকী ভক্তিপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া যান। তাঁহারা তখন সেই সাধককে সাধনসামর্থ্য প্রদান করেন। সাধক যাহাতে কামাদিরিপুসঙ্কুল কঠোর সাধন-মার্গ সুখে অতিক্রম করিয়া গন্তব্য পরা-শান্তির নিদান-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন, দেবতাই তখন তাহা বিধান করেন। দেবতার মহিমা কয়েকটী বিশেষণে বিশদীকৃত হইয়াছে। প্রথম—‘ভুরণা’। তাঁহারা ভর্ত্তা—সদ্ভাবসমূহের পোষণকারী। দেবত্ব রূপ গুণের ইহা চরম বিশেষণ নহে কি? তাঁহাদের আশ্রিত হইলে হৃদয়ের ভাবসমূহ সত্তে পরিণত হয়; হৃদয়ে যাহা কিছু অসৎ বলিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে, তৎ সমুদয়ই মধুময় হইয়া যায়। এই অবস্থায়ই সাধক জঙ্গমাত্মক চরাচর জগৎকে ‘মধুমৎ পার্থিবং রজঃ’ চক্ষে দেখিতে সমর্থ হয়েন। আর একটী বিশেষণ—‘রদন্তা’। সাধকগণের উদ্দেশে অভীষ্টপ্রেরণকারী। অর্থাৎ, সাধকের যাহা কিছু কাম্য আছে, তৎসমস্তই তাঁহারা দান করিতে সমর্থ। মন্ত্র যেন বলিতেছেন,—‘এস—সংসার-দাব-দগ্ধ জীব! সমাহিত চিত্তে দেবতার আশীষ প্রার্থনা কর,—দেবত্বের দেবভাবের অনুসারী হও। উপসংহারে মন্ত্র বিঘোষিত করিতেছে,—‘দেবদ্বয় উদ্বেগশূন্য সাধক হৃদয়ে জ্ঞানের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া, সাধক-হৃদয়ে সদ্বৃত্তি—শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা শান্তি সম্যক প্রকারে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন।’ উদ্বেগশূন্য সাধক-হৃদয়ে দেবত্ব বর্দ্ধিত হয়েন—ইহাতে কি বুঝি? বুঝা না কি যে, জ্ঞানের দ্বারা হৃদয়ে একমাত্র দেবভাবসমূহই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে! দেবভাবসমূহ হৃদয়ে বর্দ্ধিত হইলে, সাধকের কোন্ শ্রেয়ঃ না সাধিত হয়? ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, হৃদয়ে দেবভাবসমূহ আয়ত্তীকৃত হইলে তাহার ফলস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা শান্তি অধিগত হইয়া থাকে। ইহাই সাধকের লক্ষ্য। তাই

ঋক্ উপসংহারাংশে জানাইতেছেন,—'দেবদ্বয় হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা শান্তি সম্যক্ প্রকারে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন।' এই ঋঙ্মন্ত্রে দেবতার এই সুমহান্ গুণ-সমূহই বর্ণিত দেখি॥ (১ম—১১৭সূ—১১ঋ)॥

## দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

কুহ যান্তা সুষ্টুতিং কাব্যস্য দিবো নপাতা

বৃষণা শয়ুত্রা।

হিরণ্যস্যেব কলশং নিখাতমুদূ পথুর্দ্দশমে

অশ্বিনাহন্ ॥ ১২ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

কুহ। যান্তা। সুঽস্তুতিং। কাব্যস্য। দিবঃ। নপাতা।

বৃষণা। শয়ুঽত্রা।

হিরণ্যস্যঽইব। কলশং। নিঽখাতং। উৎ। উপথুঃ। দশমে।

অশ্বিনা। অহন্ ॥ ১২ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষণা' (কামানাং বর্ষকৌ, অভীষ্টপূরকৌ) 'শযুত্রা' (পতিতজনানাং পরিত্রায়কৌ হে দেবৌ) 'কাব্যস্য (জ্ঞানান্বিতস্য) 'দিবঃ' (দ্যুতিমতঃ সৎকর্ম্মপরস্য সাধকস্য) 'সুষ্টুতিং' (শোভনাং সৎকর্ম্মযুতাং স্তুতিং—প্রাপ্য ইতি যাবৎ) 'কুহ' (কুত্র) যুবাং 'যাতা' (গন্তারৌ) ভবথঃ ইতি শেষঃ; 'ন পাতা' (পালকৌ নাস্তি—যুষ্মদন্য, একমাত্র পালকৌ ইত্যর্থঃ); 'অশ্বিনা' (আধি-ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'নিখাতং' (ভূমেরন্তর্নিহিতং) 'হিরণ্যস্য' (সুবর্ণস্য) 'কলশং ইব' (কুম্ভমিব, অর্থাৎ ভূম্যাং নিখাতং সর্ব্বৈরজ্ঞাতং হিরণ্যকলশং যথা কশ্চিৎ অভিজ্ঞ উদ্ধরতি, তদ্বৎ) 'দশমে' (বাল্যাদ্যবস্থাভেদেন দশমিতদুঃখদায়কে অস্মিন্ দেহে অবস্থিতং মম আত্মানং সত্ত্বভাবনিবহং বা) 'উদূপথুঃ' (উদ্ধারয়তং, জাগরয়তং) 'অহন্' (হতং চ মম শত্রুনিবহান্ ইতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ—ভক্তাভীষ্টপূরকৌ হে দেবৌ! রিপুনক্র-সমাকুলাৎ যন্ত্রণাপ্রদসংসারসমুদ্রাবর্ত্তাৎ তূর্ণমেব মামুদ্ধারয়তং ইতি॥ (১ম—১১৭সূ ১২ঋ)॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টপূরক পতিতজনগণের পরিত্রায়ক হে দেবদ্বয়! জ্ঞানান্বিত দ্যুতিমান্-সৎকর্ম্মপর সাধকের সৎকর্ম্মসহযুত স্তুতিকে পাইয়া কোথায় আপনারা গিয়াছেন? একমাত্র পালক, আধিব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! অন্তর্নিহিত সুবর্ণকুম্ভের ন্যায় (অর্থাৎ ভূমিতে নিখাত সকলের অজ্ঞাত সুবর্ণকুম্ভকে যেমন অভিজ্ঞ ব্যক্তি উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ) বালাদি-অবস্থাভেদে দশসংখ্যক দুঃখদায়ক এই দেহে অবস্থিত আমার আত্মাকে বা সত্ত্বভাব-নিবহকে আপনারা উদ্ধার করুন—জাগ্রৎ করুন, এবং আমার শত্রুনিবহকে নাশ করুন। (ভাব এই যে,—ভক্তাভীষ্ট-পূরক হে দেবদ্বয়! রিপুনক্রসমাকুল যন্ত্রণাপ্রদ সংসার-রূপ সমুদ্রাবর্ত্ত হইতে শীঘ্রই আমাকে উদ্ধার করুন।)॥ (১ম—১১৭সূ—১২ঋ)॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

পুরা খলূশনসঃ স্তুতিং গচ্ছন্তাবশ্বিনৌ মার্গমধ্যে কূপে পতিতং রেভং দৃষ্ট্বা তং কূপাদুদতারয়তাং। তদানীমশ্বিভ্যাং গন্তব্যং কাব্যস্য নিবাসস্থানমজানন্নৃষিরশ্বিনৌ পৃচ্ছতি। হে দিবো

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বকালে উশনসের স্তুতি শুনিতে যাইবার সময় অশ্বিদ্বয় মার্গমধ্যে কূপে পতিত রেভকে দেখিয়া তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তখন অশ্বিদ্বয়ের গন্তব্য 'কাব্যস্য' নিবাস-স্থান জানিতে পারিয়া ঋষি অশ্বিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—হে 'দিবো নপাতা' দ্যোতমান্

নপাতা দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য পুত্রৌ বৃষণা কামাভিবর্ষকাবশ্বিনৌ কুহ কুত্র শয়ুত্রা শয়নে নিবাসস্থানে বর্ত্তমানস্য কাব্যস্য ভার্গবস্য সুষ্টুতিং শোভমানাং স্তুতিং শ্রোতুং যান্তা গচ্ছন্তৌ। যদ্বা শয়ুত্রেত্যেতদশ্বিনোর্ব্বিশেষণং। শয়ুনাম্নস্ত্রায়কৌ যুবাং। হিরণ্যস্যেব কলশং যথা হিরণ্যপূরিতং কলশং ভূম্যাং নিক্ষিপ্তং সর্ব্বৈরজ্ঞাতং কশ্চিদভিজ্ঞ উদ্ধরতি। এবমসুরৈঃ কূপে নিখাতং দশ রাত্রীর্নবাহানি চ তত্রৈব নিবসন্তং রেভমবগত্য দশমেঽহন্ অহন্যুদূপথুঃ কূপাদুন্নীতবন্তৌ। কিং তন্নিবাসস্থানমিতি প্রশ্নঃ। রেভস্যানুক্তাবপি দশ রাত্রীরশিবেনেতি ( ঋ০ ১৮১২ ) মন্ত্রান্তরসামর্থ্যাৎ প্রতীতিঃ। যদ্বা কাব্যস্য স্তুতিং প্রতি গচ্ছন্তৌ যুবাং কুহ কস্মিন্স্থানে রেভং যুবামুন্নিন্যথুরিতি প্রশ্নঃ।

কুহ। বা হ চ ছন্দসীতি সপ্তমীতি সপ্তমার্থে হপ্রত্যয়ঃ। দিবো নপাতা। সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎস্বর ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবেন ষষ্ঠ্যন্তস্যামন্ত্রিতানুপ্রবেশাদামন্ত্রিতস্য চেতি পদদ্বয়সমুদায়স্য ষাষ্ঠিকমাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাদাষ্টমিকনিঘাতাভাবঃ। নপাদিত্যপত্যনাম। ন পাতয়তীতি নপাৎ। নভ্রাণ্নপাদিতি নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। শয়ুত্রা। অশিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রাবিতি শীঙ উত্রঃ। যন্তস্তোদাত্তত্বা ন স্যাৎ তর্হ্যেবং শয়ুং ত্রায়েতে ইতি শয়ুত্রৌ। ত্রৈঙ্ পালনে। আদেচ ইত্যাত্বং। আতোঽনুপসর্গে কঃ। অত এব ব্যুৎপত্ত্যনবধারণাদনবগ্রহঃ। নিখাতং। খনু অবদারণে। অস্মাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। যসা বিভাষেতীট্-

সূর্য্যের পুত্রদ্বয়! 'বৃষণা' কামনার অভিবর্ষক অশ্বিদ্বয়! 'কুহ' কোথায় 'শয়ুত্রা' শয়নে নিবাসস্থানে বর্ত্তমান 'কাব্যস্য' ভার্গবের 'সুষ্টুতিং' শোভনস্তুতি শ্রবণ করিতে 'যান্তা' গমন করেন? অথবা শয়ুত্র এই পদ অশ্বিদ্বয়ের বিশেষণ। শয়ু-নামক ত্রাণকারী আপনারা দুই জন 'হিরণ্যস্যেব কলশং' যেমন হিরণ্যপূরিত কলশ সকলের অজ্ঞাতে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইলে কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা উদ্ধার করে, সেইরূপ অসুরগণ কর্ত্তৃক কূপে 'নিখাতং' নিখাত দশ রাত্রি নয় দিন সেই স্থানে বাস করিতেছে জানিতে পারিয়া 'দশমে অহন্' দশম দিনে রেভকে 'উৎ ঊপথুঃ' কূপ হইতে উন্নীত করিয়াছিলেন। সেই নিবাসস্থান কি—এই প্রশ্নের উত্তর রেভ কর্ত্তৃক অনুক্ত হইলেও 'দশরাত্রীরশিবেন'—ইত্যাদি অন্য মন্ত্রে ( ঋ০ ১।৮ ১২ ) সামর্থ্য-হেতু প্রতীতি হয়। অথবা, কাব্যের স্তুতির প্রতি যাইবার সময় আপনারা কোন স্থানে রেভকে উদ্ধার করিয়াছিলেন—ইহাই প্রশ্ন।

কুহ। 'বা হ চ ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর অর্থে হ-প্রত্যয়। দিবো নপাতা। 'সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বরে' ইত্যাদি সূত্রে পরাঙ্গবৎ ভাবের দ্বারা ষষ্ঠ্যন্তের আমন্ত্রিত অনুপ্রবেশে 'আমন্ত্রিতস্য চ' ইত্যাদি সূত্রে পদদ্বয়সমুদায়ের ষাষ্ঠিক আদ্যুদাত্তত্ব। পাদাদিত্ব-হেতু আষ্টমিক নিঘাতের অভাব। নপাৎ—এই পদ অপত্যনামবাচক। ন পাতয়তি—ইত্যাদি বাক্যে নপাৎ পদ হয়। 'নভ্রাণ্নপাৎ' ইত্যাদি সূত্রে নঞের প্রকৃতিভাব। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। শয়ুত্রা। 'অশিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রৌ' ইত্যাদি সূত্রে শীঙে উত্র। 'যন্তস্তোদাত্তত্বা ন স্যাৎ তর্হ্যেবং শয়ুং ত্রায়েতে'—ইত্যাদি বাক্যে শয়ুত্রৌ পদ হয়। ত্রৈঙ্ ধাতু পালনার্থক। 'আদে চ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' ইত্যাদি সূত্রে কঃ-প্রত্যয়। অতএব ব্যুৎপত্তি অনবধারণ-হেতু অনবগ্রহ। নিখাতং। খনু-ধাতু

প্রতিষেধঃ। জনসনখনাং সন্ঝলোরিত্যাত্বং। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। অহন্। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। নঙি সম্বুদ্ধ্যোরিতি নলোপপ্রতিষেধঃ ॥ ১২ ॥

## দ্বাদশ ( ১২৯৪ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋঙ্মন্ত্রটী ব্যাকুল প্রার্থনা-দ্যোতক। ইহাতে সাধকের মানসিক উচ্চাবস্থা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সাধক সাধনা-মার্গের চরম স্থানে উন্নীত হইয়া দেখিতেছেন—'আত্মার স্বরূপ কি! দেহের স্বরূপ কি! এবং উপাস্যের মধুময়ী শক্তিই বা কিরূপ!' মন্ত্রটীর প্রতি সযত্নদৃষ্টি ন্যস্ত করিলে বুঝা যায়, তাঁহার 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ' ভাব অধিগত হইয়াছে। তাই, তিনি আত্মাকে সুবর্ণের সহিত এবং দেহকে অসার মৃত্তিকার সহিত তুলিত করিয়াছেন। প্রার্থনার স্বরে প্রথমতঃই দেবতার মহিমা খ্যাপন করিতেছেন,—'অভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয়! আপনারা দেবদ্যুতি-সম্পন্ন সৎকর্ম্ম-পরায়ণ জ্ঞানবান্ সাধকের সুশোভনা স্তুতি—সৎকর্ম্ম-সংযুক্তা স্তুতি—সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।' পরে আহ্বান করিতেছেন,—'আপনারা কোথায় আছেন?' এ যেন একটী ভূমা ভাব। 'নাল্পে সুখমস্তি যে বৈ ভূম তৎ সুখং।' আপনারা যে বিরাট্ বিশ্বব্যাপী! আসুন দেব! যেরূপেই হউক প্রকটিত হইয়া আমাকে ত্রাণ করুন। আপনারা ব্যতীত আমার ত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই।

মন্ত্রের শেষ অংশের প্রার্থনায় আত্মার অথবা সত্ত্ব-ভাবের এবং দেহের স্বরূপ বর্ণন প্রকটিত। ইহলোকে যেমন সুবর্ণ রত্ন নামে অভিহিত, সাধকের নিকট আত্মা অথবা সত্ত্বভাব তদ্রূপ উদ্ভাসিত। ভূগর্ভস্থ নির্ব্বাত নিরালোক রুদ্ধগৃহ যেরূপ যাতনাপ্রদ, সাধকের নিকট বাল্যাদি দশাবধ অবস্থাভেদে এই স্থূলশরীর তেমনই যন্ত্রণাময়। এই জন্যই, প্রার্থনার

---

অবধারণে। ইহাতে কর্ম্মে নিষ্ঠা। 'যস্য বিভাষা' ইত্যাদি সূত্রে ইট্ প্রতিষেধ। 'জনসনখনাং সঞ্ঝলোঃ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতির ( গম ধাতুর ) প্রকৃতিস্বরত্ব। অহন। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর লোপ। 'নঙি সংবুদ্ধ্যোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ন-লোপের প্রতিষেধ ॥ ( ১ম ১১৭সূ—১২ঋ ) ॥

স্বরে তিনি বলিতেছেন,—'হে দেবদ্বয়! ভূমিতে নিখাত সুবর্ণকলশ যেমন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই উদ্ধারে সমর্থ, তদ্রূপ আপনারাই আমার আত্মার সন্ধান অবগত আছেন। আমার আত্মাকে জাগ্রৎ করুন,—আমার সত্ত্বভাবকে উদ্বুদ্ধ করুন।' এই অতিশয় যাতনাপ্রদ সংসারাবর্ত্ত হইতে শীঘ্র আমাকে উদ্ধার করুন।' এই মন্ত্রের প্রার্থনায়—'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।' এইরূপ ভাবই লক্ষিত হয়॥ (১ম—১১৭সূ—১২ঋ)॥

* * *

### ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

যুবং চ্যবানমশ্বিনা জরন্তং পুনর্যুবানং
চক্রথুঃ শচীভিঃ।
যুবো রথং দুহিতা সূর্য্যস্য সহ শ্রিয়া
নাসত্যাবৃণীত॥ ১৩॥

* * *

### পদ-বিশ্লেষণং।

যুবং। চ্যবানং। অশ্বিনা। জরন্তং। পুনঃ। যুবানং।
চক্রথুঃ। শচীভিঃ।
যুবোঃ। রথং। দুহিতা। সূর্য্যস্য। সহ। শ্রিয়া।
নাসত্যা। অবৃণীত॥ ১৩॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' ( অন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাধিবারকৌ হে দেবৌ ) 'যুবং' ( যুবাং ) 'শচীভিঃ' ( নিজনিষ্ঠসৎকর্ম্ম-পরম্পরাভিঃ ) 'চ্যবানং' ( শুদ্ধসত্ত্বেভ্যঃ বিচ্যুতং, বিষয়াসক্তং ইতি যাবৎ ) 'জরন্তং' ( জীর্ণং জীবচিত্তং ইত্যর্থঃ ) 'পুনর্যুবানং' ( পুনঃসাধনোচিতকর্ম্মক্ষমং ) 'চক্রথুঃ' ( কুরুথঃ ); অতিশয়েন বিষয়াসক্তোঽপি যুষ্মদীয়ানুগ্রহেণ সাধনসামর্থ্যবান্ ভবতীতি ভাবঃ ; 'সূর্য্যস্য' ( প্রজ্ঞানস্য ) 'দুহিতা' ( পুত্রী, সদ্বৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—দোগ্ধা, আবিষ্কর্ত্তা, শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ ইত্যর্থঃ ) 'শ্রিয়া সহ' ( পরমমঙ্গলেন সহ ) 'যুবোঃ' ( যুবয়োঃ ) 'রথং' ( উপবেশস্থানং, সাধকহৃৎপ্রদেশং সৎকর্ম্ম বা ) 'অবৃণীত' ( বরণং করোতি, ভজতে ইত্যর্থঃ ); অয়ং ভাবঃ—যুবয়োরাগমনেন জ্ঞানং কল্যাণঞ্চ সাধকস্যানায়াসলব্ধং ভবতি ॥ ( ১ম—১১৭সূ—১৩ঋ ) ॥

• . •

### বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাধিবারক হে দেবদ্বয়! আপনারা নিজনিষ্ঠ সৎকর্ম্ম-পরম্পরা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হইতে বিচ্যুত বিষয়াসক্ত জীর্ণ জীব-চিত্তকে পুনরায় সাধনোচিত-কর্ম্মক্ষম করিয়া থাকেন; ( ভাব এই যে,—অতিমাত্রায় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিও আপনাদিগের অনুগ্রহে সাধন-সামর্থ্যবান্ হইয়া থাকে ); প্রজ্ঞানের পুত্রী—সদ্বৃত্তি অথবা প্রজ্ঞানের আবিষ্কর্ত্তা শুদ্ধসত্ত্ব-ভাব, পরমমঙ্গলের সহিত আপনাদিগের উপবেশন-স্থানকে অর্থাৎ সাধকের হৃৎপ্রদেশকে অথবা সৎকর্ম্মকে ভজনা করে—অনুসরণ করে; ( ভাব এই যে,—আপনাদিগের আগমনে জ্ঞান ও কল্যাণ সাধকের অনায়াস-লব্ধ হইয়া থাকে। ) ॥ ( ১ম—১১৭সূ—১৩ঋ ) ॥

• . •

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ যুবং যুবাং শচীভিরাত্মীয়ৈর্ভৈষজ্যলক্ষণৈঃ কর্ম্মভির্জ্জরন্তং জীর্য্যন্তং চ্যবানং স্তুতীনাং চ্যাবয়িতারমেতৎসংজ্ঞমৃষিং যুবানং পুনর্যৌবনোপেতং চক্রথুঃ কৃতবন্তৌ। অপিচ হে নাসত্যাবশ্বিনৌ যুবোর্যুবয়োঃ রথং সূর্য্যস্য দুহিতা সূর্য্যাখ্যা শ্রিয়া সহ ঋক্ সহস্ররূপয়া

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'যুবং' আপনারা 'শচীভিঃ' আপনাদিগের ভৈষজ্যলক্ষণ কর্ম্মসমূহের দ্বারা 'জরন্তং' জরাগ্রস্ত 'চ্যবানং' স্তুতিসমূহের চ্যাবয়িতা এতৎসংজ্ঞক ঋষিকে 'যুবানং' পুনর্যৌবন-সম্পন্ন 'চক্রথুঃ' করিয়াছিলেন। অপিচ, হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! 'যুবোঃ' আপনাদিগের 'রথং' রথে 'সূর্য্যস্য দুহিতা' সূর্য্যের দুহিতা 'শ্রিয়া সহ' ঋক্সহস্ররূপ সম্পদের বা কান্তির সহিত

সম্পদা কান্ত্যা বা সহাবৃণীত। সম্ভজত। আগত্যারূঢ়বতীত্যর্থঃ। আবাং রথং দুহিতেত্যত্র লিখিতমাখ্যানমত্রাপি দ্রষ্টব্যং (ঋ০ ১।৮।১১)।

জরন্তং। জৄষ বয়োহানৌ। ব্যত্যয়েন শপ্‌। যুবোঃ। যুষ্মচ্ছব্দাৎ ষষ্ঠী দ্বিবচনে ব্যত্যয়েন যোচীতি যত্বাভাবে সতি শেষে লোপ ইতি দকারলোপঃ। অতো গুণ ইতি পররূপত্বং। একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ। অবৃণীত। বৃঙ্‌ সম্ভক্তৌ। ক্রৈয়াদিকঃ ॥ ১৩ ॥

⁂

## ত্রয়োদশ (১২৯৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীতে দেবতার একটী বিশিষ্টগুণ বিশেষভাবে কীর্ত্তিত দেখি। এই আশ্বিন সূক্তের অনেক মন্ত্রেই 'শচীভিঃ' পদ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'আত্মীয়ৈঃ কর্ম্মভিঃ।' অর্থাৎ, নিজনিষ্ঠ কর্ম্মপরম্পরা দ্বারা। পূর্ব্বে ঐন্দ্রসূক্তে আবার এই 'শচীভিঃ' পদ 'ইন্দ্রের পত্নী' অর্থেও ভাষ্যে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি। আমরা কিন্তু সর্ব্বত্রই একই লক্ষ্যে ঐ পদের প্রয়োগ সিদ্ধান্ত করিয়া আসিয়াছি। যাহা হউক, ভাষ্যকার যেরূপ ভাব-লতিকাই হৃদয়-কাননে রোপণ করুন না কেন, দেবগুণের দেবত্বকল্পনায়, সদ্বৃত্তির পোষণ ও সৎকর্ম্মের সমাধান—ঐ পদের লক্ষ্যস্থল। ইহা সর্ব্বত্রই নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই ঋকে উহা বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে। ঋকের ঐ অংশ বলিতেছে,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা নিজনিষ্ঠ কর্ম্মপরম্পরা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হইতে চ্যুতিকারক জীর্ণ জীব-চিত্তকে পুনরায় সাধনোচিত কর্ম্মক্ষম করিয়া থাকেন।' ইহাই তো দেবতার দেবত্ব। যাঁহার সাধন-শক্তি আছে, তাঁহাকে সাধনক্ষম করায়—দেবত্বের মহিমা আর কি?

---

'অবৃণীত' সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, আসিয়া আরোহণ করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। "আবাং রথং দুহিতা"—ইত্যাদি এই লিখিত উপাখ্যান এখানেও দ্রষ্টব্য (ঋ০ ১।৮।১১)।

জরন্তং। জৄষ ধাতু বয়োহানি অর্থক। ব্যত্যয়ের দ্বারা শপ্‌। যুবোঃ। যুষ্মৎ-শব্দ-হেতু ষষ্ঠীর দ্বিবচনে ব্যত্যয়ের দ্বারা 'যোঽচি' ইত্যাদি সূত্রে যত্বাভাব হইলে 'শেষে লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে দকারের লোপ। 'অতো গুণে' ইত্যাদি সূত্রে পররূপত্ব। একাদেশ উদাত্তের দ্বারা উদাত্ত। অবৃণীত। বৃঙ-ধাতু সম্ভক্তি অর্থক। ক্র্যাদিগণীয় ॥ (১ম—১১৭সূ—১৩ঋ) ॥

⁂

যিনি বহুজন্ম হইতে বিষয়তৎপর, বিষয়-ভোগ-বাসনা-রূপ অবিদ্যা যাঁহাকে শুদ্ধসত্ত্বের বিমলাস্বাদ হইতে বহুদিন ধরিয়া চ্যুত করিয়াছে, যাঁহার রাক্ষসপেষণে হৃদয়-নিহিত কুসুমপেলব সদ্বৃত্তিগুলি জীর্ণশীর্ণ হইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছে; এইরূপ বিপন্ন জনের উদ্ধারকর্ত্তা না হইলে দয়াল ঠাকুর বলিবে কেন? ইহাই দেবতার আত্মীয় কর্ম্ম।

দ্বিতীয়াংশে ভাষ্যকার এক লৌকিক উপাখ্যানের অবতারণা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—'হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! আপনাদিগের রথে সূর্য্যের কন্যা সূর্য্যানাম্নী শ্রের সহিত অথবা সহস্রশ্মাক্-রূপা সম্পদের বা কান্তির সহিত আসিয়া আরোহণ করিয়াছিলেন।' আমাদিগের মতে, ঐ দ্বিতীয়াংশের অর্থ;—'জ্ঞানকিরণের আবিষ্কর্ত্তা শুদ্ধসত্ত্বভাব, পরম মঙ্গলের সহিত আপনাদিগের উপবেশন-স্থানকে ভজনা করে।' মর্ম্ম এই যে,—সত্ত্বভাবই সৎকর্ম্মের দ্বারা মানুষকে দেবত্বে পৌঁছাইয়া দেয়। এতদুভয়ার্থের সমীচীনতার বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও ভাষ্যানুবাদ দৃষ্টে সুধীগণ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব যতটুকু পরিমাণে সঞ্চিত হইবে, ততটুকু পরিমাণে সাধকের হৃদয়ে নিস্মার বর্ত্তি জ্ঞানদীপ জ্বলিয়া উঠিবেই। আবার, যে সাধক-হৃদয় অশ্বিদ্বয়ের বাসভূমি হইবে, তাহাতে শুদ্ধসত্ত্ব পূর্ণরূপে বিরাজিত হইবেই।

দেবতা বিশ্রাম করেন—সে কোন্ হৃদয়ে? যেখানে অজ্ঞান-জনিত ভ্রান্তির রাজ্য বিস্তৃত নাই—যেখানের বায়ু অবিশ্বাসের পূতিগন্ধ দূষিত করে না—যে হৃদয়-সিংহাসনকে অশান্তির তীব্রদংষ্ট্রা কীটকুল জীর্ণ শীর্ণ করে না। সেই চিরনির্দ্দিষ্ট আসনই দেবতার নিমিত্ত বিস্তৃত। দেবতা যে মুহূর্ত্তে সেই সাধের আসনে উপবেশন করিবেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই জ্ঞান এবং শান্তি-রূপ পরমকল্যাণ যুগপৎ যাইয়া সেই সিংহাসন-পাদমূলে লুণ্ঠিত হইবে। মন্ত্রের এই সুমহান্ প্রতিপাদ্য বিষয় জীবকুলকে ইহাই শিক্ষা দিতেছে। এইরূপ সদ্ভাবমূলক দেবতার সম্বন্ধীয় 'শচী ভিঃ' বক্ষে করিয়াই যেন এই ঋক-মন্ত্রটি জগৎ-সমক্ষে দেবতার মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতেছে ॥ (১ম—১১৭সূ—১৩ঋ)॥

— ৭ —

## চতুর্দ্দশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্। )

যুবং তুগ্রায় পূর্ব্বেভিরেবৈঃ

পুনর্ম্মন্যাবভবতং যুবানা।

যুবং ভুজ্যুমর্ণসো নিঃ

সমুদ্রাদ্বিভিরূহথুঋর্জ্রেভিরশ্বৈঃ ॥ ১৪ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

যুবং। তুগ্রায়। পূর্ব্বেভিঃ। এবৈঃ।

পুনঃঽমন্যৌ। অভবতং। যুবানা।

যুবং। ভুজ্যুং। অর্ণসঃ। নিঃ।

সমুদ্রাৎ। বিঽভিঃ। ঊহথুঃ। ঋজ্রেভিঃ। অশ্বৈঃ ॥ ১৪ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যুবানা' ( ত্রিতাপনাশকৌ নিত্যতরুণৌ বা হে দেবৌ ) 'পূর্ব্বেভিঃ' ( পূর্ব্বপূর্ব্বকালানুষ্ঠিতৈঃ, নিত্যকৃতৈঃ ) 'এবৈঃ' ( যুবাং প্রতি গন্তৃভিঃ স্তোত্রৈঃ, যুবাং প্রতি সাধকানাং অনুসরণক্রিয়াভিঃ ইত্যর্থঃ ) 'যুবং' ( যুবাং ) 'তুগ্রায়' ( লোকহিতসাধনায় ) 'পুনর্ম্মন্যৌ' ( পুনঃ স্তোতব্যৌ, সদৈব স্মরণযোগ্যৌ ) 'অভবতং' ( ভবথঃ ); অয়ং ভাবঃ—নিস্পৃহঃ সাধকঃ পূর্ব্বানুষ্ঠিতৈঃ কর্ম্মভিঃ লোকহিতসাধনার্থং যুবাং সদৈব অনুসরতি; হে দেবৌ 'যুবং' ( যুবাং )

'ঋজ্রেভিঃ' (সরলগতিবিশিষ্টৈঃ). 'বিভিঃ (নির্ম্মলাত্মকৈঃ) 'অশ্বৈঃ' (জ্ঞানকিরণবিতরণৈঃ) 'ভুজ্যুং' (কামিনীকাঞ্চনাদিভোগশীলং, বিষয়ৈকচিত্তং জনমিত্যর্থঃ) 'সমুদ্রাৎ' (সমুদ্রবদপরিমেয়াৎ) 'অর্ণসঃ' (পাপাৎ) 'নিঃ উহথুঃ' (সমুদ্ধরথঃ); দেবয়োরনুগ্রহেণ কামকাঞ্চনাদি-বিষয়ৈকচিত্তোঽপি জ্ঞানমধিকৃত্য সংসারসমুদ্রাৎ সুখেনোত্তরতীতি—ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ঋ ॥

∴

### বঙ্গানুবাদ।

ত্রিতাপনাশক অথবা নিত্যতরুণ হে দেবদ্বয়! পূর্ব্বপূর্ব্বানুষ্ঠিত (নিত্যকৃত) আপনাদিগের প্রতি গমনশীল স্তোত্রসমূহের দ্বারা (অর্থাৎ আপনাদিগের প্রতি সাধকগণের অনুসরণ-ক্রিয়ার দ্বারা) আপনারা, লোকহিতসাধনার্থ, সর্ব্বদাই স্মরণীয় হইয়া আছেন; (ভাব এই যে,—নিস্পৃহ সাধক, পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মপরম্পরা দ্বারা, লোকহিত-সাধনার্থ আপনাদিগকে সর্ব্বদাই অনুসরণ করিয়া থাকেন); হে দেবদ্বয়! আপনারা, সরলগতিবিশিষ্ট নির্ম্মলাত্মক জ্ঞানকিরণ-বিতরণের দ্বারা, কামিনীকাঞ্চনাদিভোগশীল অর্থাৎ বিষয়নিরত ব্যক্তিকে সমুদ্রবৎ অপরিমেয় পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—দেবদ্বয়ের অনুগ্রহে কামকাঞ্চনাদি বিষয়ে একচিত্ত ব্যক্তিও জ্ঞানাধিকারী হইয়া সংসার-সমুদ্র হইতে সুখে উত্তীর্ণ হয়।)॥ (১ম—১১৭সূ—১৪ঋ)॥

∴

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে যুবানা দুঃখানাং যাবয়িতারাবশ্বিনৌ যুবং যুবাং পূর্ব্ব্যেভিঃ। পুরাণনামৈতৎ। পূর্ব্বকালীনৈশ্চরন্তনৈরেবৈঃ স্তুত্যং প্রতি গন্তৃভিঃ স্তোত্রৈস্তুগ্রায় ভুজ্যোর্জ্জনকস্য সম্বন্ধিভিঃ পুনর্ম্মন্যৌ যথা যুবং যুবাং ভুজ্যোঃ সমুদ্রগমনাৎ পূর্ব্বং যুবাং স্তোতব্যৌ তথা পুনরপীদানীং স্তোতব্যাবভবতং। যদা যুবং সমুদ্রমধ্যে সেনয়া সহ নিমগ্নং ভুজ্যুং তুগ্রস্য পুত্রমর্ণসোঽর্ণবতঃ প্রোঢ়োদকযুক্তাৎ সমুদ্রাদম্বুরাশেঃ সকাশাদ্বিভির্গন্তৃভির্নৌভির্ঋজ্রেভিঃ শীঘ্রগতিযুক্তৈরশ্বৈশ্চ

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যুবানা' হে দুঃখসমূহের যাবয়িতা (দুঃখহারী) অশ্বিদ্বয়! 'যুবং' আপনারা 'পূর্ব্ব্যেভিঃ'। ইহা পুরাণনামবাচক। পূর্ব্বকালীন চিরকালীন 'এবৈঃ' স্তুত্যের প্রতি গমনশীল স্তোত্রের দ্বারা 'তুগ্রায়' ভুজ্যুর জনকের সম্বন্ধযুক্ত 'পুনর্ম্মন্যৌ' যেরূপ আপনারা ভুজ্যুর সমুদ্র-গমন-হেতু পূর্ব্বে স্তুত হইয়াছিলেন, সেইরূপ পুনরপি ইদানীং স্তোতব্য 'অভবতং' হইয়াছেন। যখন আপনারা সমুদ্রমধ্যে সেনার সহিত নিমগ্ন 'ভুজ্যুং' তুগ্রের পুত্র ভুজ্যুকে 'অর্ণসঃ' প্রোঢ়োদকযুক্ত 'সমুদ্রাৎ' সমুদ্র হইতে 'বিভিঃ' গমনশীল নৌকার দ্বারা 'ঋজ্রেভিঃ' শীঘ্রগামী অশ্বের দ্বারা 'নিরূহথুঃ'

নিরূহথুঃ। নির্গময্য পিতৃসমীপং প্রাপিতবন্তৌ। তদানীং পুনরত্যতিশয়েন স্তোতব্যৌ জাতাবিত্যর্থঃ। তুগ্রো হ ভুজ্যুমিত্যত্রোক্তমাখ্যানমত্রাপ্যনুসন্ধেয়ং ( ঋ০ ১।৮।৮ )।

এবৈঃ। ইণ্ গতৌ। ইণ্শীঙ্ভ্যাং বন্। পুনর্মন্যৌ। মন জ্ঞানে। অত্র স্তুত্যর্থঃ। স্তৌতীতি মনা স্তুতিঃ। পচাদ্যচ্। ছন্দসি চেত্যর্হার্থে যঃ। যুবানা। যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ। কনিন্যুবৃষীত্যাদিনা কনিন্। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। অর্ণসঃ। অর্ণস্শব্দাদুৎপন্নস্য মত্বর্থীয়স্য বহুলং ছন্দসীতি বহুলগ্রহণাল্লোপঃ। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি বিভক্ত্যুদাত্তত্ববিকল্পনাদভাবঃ। ঋভ্রেভিঃ। ঋজ গতিস্থানার্জ্জনোপার্জ্জনেষু। ঋজ্রেন্দ্রেত্যাদিনা রন্প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসভাবঃ ॥ ( ১ম—১১৭সূ—১৪ঋ ) ॥

° ° °

## চতুর্দ্দশ ( ১২৯৬ ) ঋকের বিশদার্থ।

এ মন্ত্রটীও দেবতার গুণদ্যোতক। দেবতার সম্বোধন আছে,—'যুবানা'। ভাষ্যকার বলেন,—'দুঃখানাং যাবয়িতারৌ'; অর্থাৎ, দুঃখসকলের পৃথক-কারক। আমাদিগের মতে ঐ অর্থেই অবভাসিত হইয়াছে—ত্রিতাপনাশক। কারণ, দুঃখ—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে তিন প্রকার। পরন্তু ঐ পদে দেবতার আর একটী নিত্য-সত্য গুণের পরিচয় দিছে—'নিত্যতরুণৌ।' অর্থাৎ, যাঁহারা সর্ব্বাবস্থায় সকল সময় এক অবস্থা প্রাপ্ত।

যে সাধকগণ সাধনার চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহারা ত্রিগুণাতীত, যাঁহাদের স্বীয় সঙ্কীর্ণ কাম্য বলিতে আর কিছুই নাই; তাঁহারা কি জন্য আর আপনাদিগের আরাধনা করিবেন? মন্ত্র বলিতেছেন,—'তুগ্রায়'—লোকহিত সাধন করিবার নিমিত্ত। এ প্রার্থনা সঙ্কীর্ণ নহে—

---

উঠাইয়া পিতৃসমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন, তখন অতিশয়-রূপে স্তোতব্য হইয়াছিলেন। "তুগ্রো হি ভুজ্যুং"—ইত্যাদি এই উক্ত উপাখ্যান এখানেও অনুসন্ধেয় ( ঋ০ ১।৮।৮ )।

এবৈঃ। ইণ্ ধাতু গত্যর্থক। 'ইণ্-শীঙ্ভ্যাং বন্' ইত্যাদি সূত্রে বন্। পুনর্মন্যৌ। মন ধাতু জ্ঞানার্থক। এখানে স্তুত্যর্থক। মনে করে, স্তুতি করে—এই অর্থে মনা স্তুতি। পচাদিতে অচ্। 'ছন্দসি চ' ইত্যাদি সূত্রে অর্হার্থে য। যুবানা। যু ধাতু মিশ্রণামিশ্রণার্থক। 'কনিন্যুবৃষি' ইত্যাদি সূত্রে কনিন্। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে উক্ত বিভক্তির আকার। অর্ণসঃ। অর্ণস্-শব্দ-হেতু উৎপন্ন মত্বর্থীয়ের 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বহুলগ্রহণ-হেতু লোপ। 'সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তের বিকল্পন-হেতু অভাব। ঋভ্রেভিঃ। ঋজ-শব্দ গতিস্থানার্জ্জনোপার্জ্জনার্থক। 'ঋজ্রেন্দ্র' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা রন্-প্রত্যয়ান্ত নিপাতন-সিদ্ধ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ভিস্ স্থানে ঐস্ভাব ॥ ১৪ ॥

এ প্রার্থনায় স্বার্থলিপ্সার কণামাত্র পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীচণ্ডীতে দেখি, দেবতারাও একদিন মায়ের দ্বারে ঐরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন,—'লোকানাং বরদা ভব।' মাগো! লোকদিগের সম্বন্ধে বরদাত্রী হও। দ্বিতীয়াংশ দ্বারা মন্ত্র আর একটী আশ্বাস-বাক্য সূচিত করিতেছে;—অশ্বিদেবদ্বয় অনুগ্রহ করিলে অতিশয় বিষয়ী অতিমাত্রায় কাম-কাঞ্চন-ভোগী ব্যক্তিও জ্ঞানাধিকারী হইয়া দুষ্পার ভবসমুদ্র হইতে সুখে উত্তীর্ণ হয়। মন্ত্র হইতে আমরা এই ভাবই প্রাপ্ত হই॥ (১ম—১১৭সূ—১৪ঋ)॥

## পঞ্চদশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্। )

অজোহবীদশ্বিনা তৌগ্র্যো বাং প্রোল্হঃ
সমুদ্রমব্যথির্জ্জগন্বান্।
নিষ্টমূহথুঃ সুযুজা রথেন
মনোজবসা বৃষণা স্বস্তি॥ ১৫॥

• • •

### পদ-বিশ্লেষণং।

অজোহবীৎ। অশ্বিনা। তৌগ্র্যঃ। বাং। প্রঽউল্হঃ।
সমুদ্রং। অব্যথিঃ। জগন্বান্।
নিঃ। তং। উহথুঃ। সুঽযুজা। রথেন।
মনঃঽজবসা। বৃষণা। স্বস্তি॥ ১৫॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' ( বাহ্যাভ্যন্তরব্যাধিবারকৌ হে দেবৌ ) 'সমুদ্রং' ( সংসারার্ণবং ) 'জগন্বান্' ( উত্তিতীর্ষুঃ ) 'প্রোহ্লঃ' ( বৈরাগ্যং প্রাপ্তঃ ) 'তৌগ্র্যঃ' ( সাধকঃ ) 'অব্যথিঃ' ( কামাদিরিপুকৃতব্যথারহিতঃ প্রশান্তচিত্তঃ সন ) 'বাং' ( যুবাং ) 'অজোহবীৎ' ( স্তুতিভিরেকান্তবুদ্ধ্যা আহ্বয়তি ); অয়ং ভাবঃ—মুমুক্ষুঃ সাধকঃ সংসারসমুদ্রং উত্তিতীর্ষুঃ সন ঐকান্তিক্যা বুদ্ধ্যা যুবয়োঃ অনুসরণপরায়ণঃ ভবতি ; 'বৃষণা' ( অভীষ্টপূরকৌ হে দেবৌ ) যুবাং 'তং' ( তথাবিধং সাধকং ) 'সুযুজা' ( জ্ঞানযুক্তেন ) 'মনোজবসা' ( ক্ষিপ্রগামিনা ) 'রথেন' ( সদনুষ্ঠানরূপেণ যানেন ) 'স্বস্তি' ( নিঃশ্রেয়সং ) 'নিঃ ঊহথুঃ' ( সম্যক্ প্রাপয়থঃ ) ; অয়ং ভাবঃ—ভক্তাভীষ্টপূরকৌ হে দেবৌ ! যুবাং সংসারসাগরনিমগ্নায় মুমুক্ষবে জ্ঞানকর্ম্মণী প্রযচ্ছথঃ তস্য পরমমঙ্গলং চ সাধয়থঃ ॥ ( ১ম—১১৭সূ—১৫ঋ ) ॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

বাহ্যাভ্যন্তরব্যাধিবারক হে দেবদ্বয় ! সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারকামী বৈরাগ্যপ্রাপ্ত সাধক, কামাদিরিপুকৃত ব্যথারহিত প্রশান্তচিত্ত হইয়া, আপনাদিগকে স্তুতি দ্বারা একান্তবুদ্ধিতে আহ্বান করিয়া থাকেন; ( ভাব এই যে,—মুমুক্ষু সাধক সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারকামী হইয়া একান্তবুদ্ধিতে আপনাদিগের অনুসরণপরায়ণ হয়েন ); অভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয় ! আপনারা তথাবিধ সাধককে জ্ঞানযুক্ত ক্ষিপ্রগামী সদনুষ্ঠানরূপ যানের দ্বারা নিঃশ্রেয়স্ প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন; ( ভাবার্থ এই যে,—ভক্তাভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয় ! আপনারা সংসার-সাগর-নিমগ্ন মুমুক্ষুকে জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রদান করেন, এবং তাঁহার পরম মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। )॥ ( ১ম—১১৭সূ—১৫ঋ ) ॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ বাং যুবাং তৌগ্র্যস্তুগ্রপুত্রঃ প্রোহ্লঃ পিত্রা প্রাপিতঃ সমুদ্রমব্ধিং জগন্বান ভুজ্যুরুদকে নিমগ্নোঽপ্যব্যথির্ব্যথাং পীড়ামপ্রাপ্ত এব সনজোহবীৎ। স্তুতিভিরাহ্বয়ত। তমাহ্বাতারং

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয় ! 'বাং' আপনাদিগকে 'তৌগ্র্যঃ' তুগ্রের পুত্র 'প্রোহ্লঃ' পিতা কর্ত্তৃক প্রাপ্ত 'সমুদ্রং' সমুদ্রে 'জগন্বান্' উদকে নিমগ্ন ভুজ্যু 'অব্যথিঃ' ব্যথা বা পীড়া না পাইয়া 'অজোহবীৎ' স্তুতি দ্বারা আহ্বান করিয়াছিলেন। 'তং' সেই আহ্বাতাকে হে 'মনোজবসা' মনোবৎ বেগযুক্ত

হে মনোজবসা মনোবদ্বেগযুক্তৌ বৃষণা কামাভিবর্ষকাবশ্বিনৌ সুযুজা সুষ্ঠু অশ্বৈর্যুক্তেন রথেন স্বস্তি ক্ষেমং যথা ভবতি তথা নিরংথুঃ। জলান্নির্গময্য যুবাং পিতৃগৃহং প্রাপিতবন্তৌ।

জগন্বান্। গমের্লিটঃ ক্বসুঃ। বিভাষা গমহনবিদবিশামিতি বিকল্পনাদিডভাবঃ। ম্বোশ্চেতি মকারস্য নকারঃ। নিষ্টং। যুষ্মত্তত্তক্ষুঃষন্তঃ পাদমিতি মূর্দ্ধন্যঃ। মনোজবসা। মনসো জব ইব জবো যয়োস্তৌ তথোক্তৌ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। পাদাদিত্বাদামন্ত্রিতনিঘাতাভাবে ষাষ্ঠিকমাদ্যুদাত্তত্বং॥ ( ১ম—১১৭সূ—১৫ঋ )॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে পঞ্চদশো বর্গঃ॥ ১।৮।১৫॥

## পঞ্চদশ ( ১২৯৭ ) ঋকের বিশদার্থ।

অবিদ্যাচ্ছন্ন অনিত্য বস্তুতে ভোগস্পৃহারত জীবকুল, নিত্য-সুখের প্রতি—পূর্ণ শান্তির দিকে—কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করে না। যতদিন না তাহার অবিদ্যার দ্বার অর্গলীকৃত হইয়া বিদ্যার দিব্য জ্যোতিষ্মান্ দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, ততদিন আর তাহার শ্রেয়ঃ নাই। ভাগ্যবশতঃ যখন জীব এই স্তরে উপনীত হইতে সমর্থ হয়, তখনই তাহাকে মুমুক্ষু আখ্যায় আখ্যাত করা যায়। কামাদির কামিনীকাঞ্চনাদি-ভোগ-তৃষার উদ্দাম বীচিবিক্ষোভ যতদিন না স্থির হয়, ততদিন ইহা দুষ্প্রাপ্য অবস্থায় আবৃত থাকে। যখনই আবার উহা স্থিরভাবলম্বন করে, তখনই জীবের হৃদয়ে সচঞ্চল সত্যানুসন্ধিৎসা-বৃত্তি জাগরিত হয়। তাহারই নাম মুমুক্ষুত্ব। মুমুক্ষু সাধক, যন্ত্রণাময় সংসার হইতে উদ্ধার-লাভার্থ একান্ত-বুদ্ধিতে অশ্বিদ্বয়ের শরণাপন্ন হয়। ইহাই ঋকের প্রথমাংশে পরিস্ফুট। দ্বিতীয়াংশটী দেবতার গুণদ্যোতক। দেবতা তথাবিধ সাধকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার

---

'বৃষণা' কামনাসমূহের আভিবর্ষক হে অশ্বিদ্বয়! 'সুযুজা' সুষ্ঠুভাবে অশ্বযুক্ত 'রথেন স্বস্তি' রথের দ্বারা ক্ষেম যেরূপে হয় সেইরূপে 'নিরংথুঃ' জল হইতে নির্গমন করাইয়া আপনারা পিতৃগৃহ প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন।

জগন্বান্। গমতির ( গম-ধাতুর ) লিটে ক্বসু। 'বিভাষা গমহনবিদবিশাং' ইত্যাদি সূত্রে বিকল্পন-হেতু ইট্ অভাব। 'ম্বোশ্চ' ইত্যাদি-সূত্রে ম-কারের ন-কার। নিষ্টং। 'যুষ্মত্তত্-তক্ষুঃষন্তঃ পাদং' ইত্যাদি সূত্রে মূর্দ্ধন্য। মনোজবসা। মনের বেগের ন্যায় বেগ যাঁহাদের তাঁহারা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। পাদাদিত্ব-হেতু আমন্ত্রিত নিঘাতের অভাবে ষাষ্ঠিক আদ্যুদাত্তত্ব॥ ( ১ম—১১৭সূ—১৫ঋ )॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৮.১৫॥

করেন? প্রথমতঃ তাঁহাকে জ্ঞান দেন, দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে সৎকর্ম্মে পরিচালিত করেন। দ্বিতীয়াংশ তাই খ্যাপন করিতেছে,—'অভীষ্ট-পূরক হে দেবদ্বয়! আপনারা তথাবিধ সাধককে জ্ঞানান্বিত সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠান-রূপ যানে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে পরম মঙ্গলের অধিকারী করিয়া থাকেন।' মন্ত্রে এইরূপ সুমহান ভাবকুসুম পরিস্ফুট দেখা যায়॥ (১ম—১১৭সূ—১৫ঋ)॥

## ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

অজোহবীদশ্বিনা বর্ত্তিকা বামাস্নো
যৎ সীমমুঞ্চতং বৃকস্য।
বি জয়ুষা যযথুঃ সান্বদ্রের্জাতং
বিষ্বাচো অহতং বিষেণ॥ ১৬॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

অজোহবীৎ। অশ্বিনা। বর্ত্তিকা। বাং। আস্নঃ।
যৎ। সীং। অমুঞ্চতং। বৃকস্য।
বি। জয়ুষা। যযথুঃ। সানু। অদ্রেঃ। জাতং।
বিষ্বাচঃ। অহতং। বিষেণ॥ ১৬॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) যুবাং 'বৃকস্য' (খাদকস্য, সত্ত্বাবনাশকস্য পাপস্য ইত্যর্থঃ) 'আস্নঃ' (আস্যাৎ, পাপকবলাৎ) 'যৎসীং' (যাং জ্ঞানবর্ত্তিকাং) 'অমুঞ্চতং' (মোচয়থঃ, সাধকহৃদি প্রতিষ্ঠাপয়থঃ ইত্যর্থঃ); সা 'বর্ত্তিকা' (সাধকহৃদিস্থিতা জ্ঞানাগ্নিশিখা) 'বাং' (যুবাং) 'অজোহবীৎ' (আহ্বয়তি, ভবন্তৌ অনুসরতি ইত্যর্থঃ); যজ্‌জ্ঞানং অসন্মার্গাৎ সাধকহৃদি যত্নেন ভবদ্ভ্যাং রক্ষিতং তদেব ভবন্তাবনুসরতীতি ভাবার্থঃ। অপিচ, হে দেবৌ! যুবাং 'জয়ুষা' (অসত্যজয়শীলৈঃ শুদ্ধসত্ত্বাদিভিঃ সহ) 'সানু' (শিখরবদুত্তুঙ্গং পাপকুহকানাং দুষ্প্রাপ্যং সাধকহৃৎপ্রদেশং ইতি যাবৎ) 'যযথুঃ' (গমনং কুরুথঃ); তত্র গত্বা চ 'অদ্রেঃ' (অদনশীলস্য, সত্ত্বাবনাশকস্য কঠোরস্য) 'বিষেণ' (ক্ষেপণেন, শত্রূন্ প্রতি বিষবৎকার্য্যকারিণা শুদ্ধসত্ত্বেন) 'বি অহতং' (বিনাশয়থঃ)। অয়ং ভাবঃ—সাধকহৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বপ্রদানেন যুবাং পাপপ্রলোভনাদিকং সমূলং নাশয়থঃ ॥ (১ম - ১১৭সূ—১৬ঋ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা সত্ত্বাবনাশক পাপকবল হইতে যে জ্ঞানবর্ত্তিকাকে সাধক-হৃদয়ে মুক্ত করিয়া থাকেন—প্রতিষ্ঠিত করেন; সেই সাধকহৃদিস্থিতা জ্ঞানাগ্নিশিখা আপনাদিগকে আহ্বান করিয়া থাকেন অর্থাৎ আমাদিগের অনুসরণ করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—যে জ্ঞানকে অসন্মার্গ হইতে সাধক-হৃদয়ে যত্নপূর্ব্বক আপনারা রক্ষা করিয়া থাকেন, সেই জ্ঞানই আপনাদিগকে অনুসরণ করিয়া থাকে); অপিচ, হে দেবদ্বয়! আপনারা অসত্যজয়শীল শুদ্ধসত্ত্বাদির সহিত শিখরবৎ উত্তুঙ্গ অর্থাৎ পাপকুহকের দুষ্প্রাপ্য সাধকের হৃৎপ্রদেশে গমন করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—সাধক-হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-প্রদানের দ্বারা আপনারা পাপ-প্রলোভনাদিকে সমূলে নাশ করিয়া থাকেন।) ॥ (১ম—১১৭সূ—১৬ঋ) ॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

আস্নো বৃকস্যেত্যর্দ্ধর্চেন যদুক্তং (ঋ০ ১।৮।১০) তদত্র পূর্ব্বার্দ্ধেন প্রতিপাদ্যতে। বর্ত্তিকা চটকসদৃশস্য পক্ষিণঃ স্ত্রী বৃকেণারণ্যশুনা গ্রস্তা সতী হে অশ্বিনৌ বাং যুবাং তদাজোহবীৎ

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'আস্নো বৃকস্য' ইত্যাদি অর্দ্ধ ঋকের দ্বারা যাহা উক্ত হয় (ঋ০ ১।৮।১০) তাহা এখানে পূর্ব্বার্দ্ধের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। 'বর্ত্তিকা' চটকসদৃশ পক্ষীর স্ত্রী বৃকের দ্বারা আরণ্য কুক্কুরের দ্বারা গ্রস্ত হইলে, হে অশ্বিদ্বয়! 'বাং' আপনাদিগকে তখন 'অজোহবীৎ' আহ্বান করিয়াছিল;

আহূতবতী। যং সীং যদা খলু বৃকস্যাস্ন আস্যাদমুঞ্চতং বর্ত্তিকামমোচয়তং। অপিচ যুবাং জয়ুনা জয়শীলেন রথেনাদ্রেঃ পর্ব্বতস্য সানু সমুচ্ছ্রিতপ্রদেশং বি যযথুঃ। শত্রুভিরাবেষ্টিতং জাহুষাখ্যং স্তোতারং শত্রুসমূহান্নির্গময্য তেন সহান্যৈর্গন্তুমশক্যং পর্ব্বতাগ্রং গতবন্তাবিত্যর্থঃ। তদুক্তং পরিবিষ্টং জাহুষমিত্যত্র (ঋ০ ১।৮।১১)। তথা বিষ্বাচো বিবিধগতিযুক্তস্যৈতৎসংজ্ঞস্যাসুরস্য জাতমুৎপন্নমপত্যং বিষেণ ক্ষ্বেলেনাহতং যুবাং হতবন্তৌ। যদ্বা বর্ত্ততে প্রতিদিবসমাবর্ত্তত ইতি বর্ত্তিকোষাঃ। বৃক ইতি বিবৃতজ্যোতিষ্কঃ সূর্য্য উচ্যতে। তেন গ্রস্তা সতী সা হে অশ্বিনৌ যুবামজোহবীৎ আহ্বয়ৎ যদা খলু যুবাং বৃকস্য সূর্য্যস্যাস্ন আস্যস্থানীয়ান্মণ্ডলাদমুঞ্চতং অমোচয়তং। সূর্য্যেণৈকীভূতামুষসং পৃথক্‌কৃত্যোদয়াৎ পূর্ব্বং রাত্রেরপরভাগে স্থাপিতবন্তাবিত্যর্থঃ। তথাচ যাস্কঃ। আদিত্যোহপি বৃক উচ্যতে যদাবৃঙ্‌ক্তে আহ্বয়দুষা অশ্বিনাবাদিত্যেনাভিগ্রস্তা তামশ্বিনৌ প্রমুমুচতুরিত্যাখ্যানং। নি০ ৫ ২১। ইতি। অপিচ জয়ুনা জয়শীলেন রথেনাদ্রের্মেঘস্য সানু সমুচ্ছ্রিতপ্রদেশং বৃষ্টিচিকীর্ষয়া বিশেষেণ যযথুঃ। যুবাং গতবন্তৌ। গত্বা চ বিষ্বাচো বিবিধগতিযুক্তস্য মেঘস্য সম্বন্ধিনা বিশেষেণোদকেন জাতমুৎপন্নং সর্ব্বং ভূতজাতমহতং অগময়তং। বৃষ্টিং কৃতবন্তাবিত্যর্থঃ ॥

অজোহবীৎ। হ্বয়তের্যঙ্‌লুগন্তাল্লঙি তিপি যঙো বেতীডাগমঃ। অভ্যস্তস্য চেতি দ্বির্ব্বচনাৎ পূর্ব্বমেব হ্বয়তেঃ সম্প্রসারণং। আস্নঃ। পদ্দন্নিত্যাদিনাস্যশব্দস্যাসন্নাদেশঃ।

---

'যৎ সীং' যখন 'বৃকস্য আস্নঃ' বৃকের মুখ হইতে 'অমুঞ্চতং' বর্ত্তিকাকে আপনারা মোচন করিয়াছিলেন। অপিচ আপনাদিগের 'জয়ুষা' জয়শীল রথের দ্বারা 'অদ্রেঃ' পর্ব্বতের 'সানু' সমুচ্ছ্রিত প্রদেশে 'বি যযথু' শত্রুগণ কর্ত্তৃক আবেষ্টিত জাহুষ-নামক স্তোতাকে শত্রুসমূহ হইতে নির্গমন করাইয়া তাহার সহিত অন্য কর্ত্তৃক যাইতে অসমর্থ পর্ব্বতের উপরে গিয়াছিলেন - ইহাই অর্থ। আর 'বিষ্বাচো' বিবিধগতিযুক্ত এতৎসংজ্ঞক অসুরের 'জাতং' উৎপন্ন অপত্যকে 'বিষেণ' ক্ষ্বেলের দ্বারা 'অহতং' আপনারা হত্যা করিয়াছিলেন। অথবা বর্ত্ততে অর্থাৎ প্রতিদিবস আবর্ত্তিত হয় - ইত্যাদিতে বর্ত্তিকা পদে উষাকে বুঝায়। বৃক এই পদে বিবৃতজ্যোতিষ্ক সূর্য্যকে বুঝায়। তাহার সহিত গ্রস্তা উষা, হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদিগকে 'অজোহবীৎ' আহ্বান করিয়াছিল। যখন আপনারা 'বৃকস্য' সূর্য্যের 'আস্নঃ' আস্যস্থানীয় মণ্ডল হইতে 'অমুঞ্চতং' মুক্ত করিয়াছিলেন। সূর্য্যের দ্বারা একীভূত উষাকে পৃথক্ করিয়া উদয়ের পূর্ব্বে রাত্রির অপর ভাগে স্থাপিত করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। যাস্কেও আছে,—'আদিত্যোহপি বৃক উচ্যতে যদা বৃঙ্‌ক্তে আহ্বয়দুষা অশ্বিনাবাদিত্যেনাভিগ্রস্তা তামশ্বিনৌ প্রমুমুচতুরিতি আখ্যানং।' (নি০ ৫ ২১)—ইত্যাদি। অপিচ, 'জয়ুনা' জয়শীল রথের দ্বারা 'অদ্রেঃ' মেঘের 'সানু' সমুচ্ছ্রিত প্রদেশে বৃষ্টি করিয়া বিশেষভাবে 'যযথু' আপনারা গিয়াছিলেন। যাইয়া 'বিষ্বাচঃ' বিবিধগতিযুক্ত মেঘের সম্বন্ধীয় বিশেষ উদকের দ্বারা 'জাতং' উৎপন্ন সকল ভূতজাতকে 'অহতং' গমন করাইয়াছিলেন—বৃষ্টি করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ।

অজোহবীৎ। হ্বয়তির (হ্বে-ধাতুর) যঙ্‌লুগন্ত-হেতু লঙে 'তিপি যঙো বা' ইত্যাদি সূত্রে ঈড়-আগম। 'অভ্যস্তস্য চ' ইত্যাদি সূত্রে দ্বির্ব্বচন-হেতু পূর্ব্বেই হ্বয়তির (হ্বে-ধাতুর) সম্প্রসারণ। আস্নঃ। 'পদ্দন্' ইত্যাদির দ্বারা আস্য-শব্দের আসন্ আদেশ। 'অল্লোপো নঃ'

অল্লোপোঽন ইত্যাকারলোপঃ। জযুষা। জি জয়ে। ঔণাদিক উষিপ্রত্যয়ঃ। বিশ্বাচঃ। বিষুনাভিমুখ্যেনাঞ্চতীতি বিগ্রহঃ। ঋত্বিগিত্যাদিনা ক্বিন্। অচ ইত্যকারলোপঃ। চাবিতি দীর্ঘঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বে প্রাপ্তে চাবিত্যন্তোদাত্তত্বং। অহতং। হন হিংসাগত্যোঃ। লঙ্যদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ॥ ১৬॥

⁂

## ষোড়শ ( ১২৯৮ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋঙ্মন্ত্রটি দেবতার গুণদ্যোতক। মন্ত্র ঘোষিত করিতেছে,—'আধিব্যাধি-বিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা সদ্ভাবনাশক পাপকবল হইতে যে জ্ঞানবর্ত্তিকাকে সাধক-হৃদয়ে মুক্ত করিয়া থাকেন, সেই সাধকহৃদিস্থিতা জ্ঞানাগ্নি-শিখা আপনাদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে অর্থাৎ আপনাদিগের অনুসরণ করিয়া থাকে।' পাপের এমনই মুগ্ধকারক প্রলোভন-শক্তি—যাহার প্রভাবে মানুষের অন্তর্নিহিত দয়া দাক্ষিণ্য ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি সদ্বৃত্তিনিচয় সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এমন কি, কিছু দিন পাপোন্মাদনায় অসদনুবর্ত্তন করিয়া চলিলে, বিবেক-রূপ মানুষের চিরমিত্রও মৃত হইয়া যায়। অশ্বিদেবদ্বয়ের শরণাপন্ন হইলে, দেবদ্বয়ের অনুসরণ করিলে, দেবতারা পাপকবল হইতে জ্ঞানকে মুক্ত করিয়া থাকেন; যে জ্ঞান পাপকবলে বহুদিন ধরিয়া কবলিত ছিল, সেই জ্ঞান, দেবত্বগুণের অনুসরণ করিতে করিতে, ক্রমে সাধকের লুপ্তসম্পৎ দয়াদাক্ষিণ্যাদির পুনঃসংস্কার করিয়া শুদ্ধসত্ত্বে সাধক-হৃদয় পূর্ণ করিয়া দেয়। প্রথমাংশ এই সুমহান্ দেবত্ব-গুণ কীর্ত্তন করিতেছে।

দ্বিতীয়াংশে জানাইতেছে,—দেবতারা কোন্ সময়ে কিরূপ ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। দ্বিতীয়াংশের মর্ম্ম,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা,

---

ইত্যাদি সূত্রে অকার-লোপ। জযুষা। জি-ধাতু জয়ার্থক। উণাদিগণীয় উষি-প্রত্যয়। বিষ্বাচঃ। 'বিষুনা আভিমুখ্যেন অঞ্চতি'—ইত্যাদি বাক্যে বিগ্রহ। 'ঋত্বিক্' ইত্যাদির দ্বারা ক্বিন। 'অচঃ' ইত্যাদি সূত্রে অকার-লোপ। 'চৌ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘ। উদাত্তনিবৃত্তি-স্বরের দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় 'চৌ' ইত্যাদি সূত্রে অন্ত উদাত্তত্ব। অহতং। হন-ধাতু হিংসা এবং গত্যর্থক। লঙে অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। 'অনুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদির দ্বারা অনুনাসিকের লোপ॥ ( ১ম—১১৭সূ—১৬ঋ )॥

⁂

অসত্যজয়শীল শুদ্ধসত্ত্বাদির সহিত শিখরবৎ উত্তুঙ্গ (অর্থাৎ পাপকুহকাদির দুষ্প্রাপ্য) সাধক-হৃদয়ে গমন করিয়া থাকেন। সেখানে গমন করিয়া সম্ভাবনাশক বিচিত্র কুহকশালী পাপের তনয়াকে অর্থাৎ পাপ হইতে সঞ্জাত প্রলোভনাদিকে শত্রুর প্রতি বিষবৎ ক্রিয়াবান্ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা বিনাশ করিয়া থাকেন।' এ অংশে দেবত্বগুণের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের গুণও বিশেষভাবে প্রকটিত। দেবদ্বয় কি লইয়া আসেন?—শুদ্ধসত্ত্ব-সমভিব্যাহারে দেবতা আগমন করেন। শুদ্ধসত্ত্ব কিরূপ? অসত্যজয়শীল—মিথ্যা জয় করাই যাহার স্বভাব। দেবতা কোন্ স্থানে আগমন করেন? জ্ঞানাগ্নি-প্রভাবে যে হৃদয় পর্ব্বতসানুবৎ উচ্ছ্রিত হইয়াছে—যে হৃদয় সংসার-ক্রীড়ার বহু ঊর্দ্ধে। সেখানে গমন করতঃ দেবতা কি করেন?—যদি সেই উচ্চস্তরেও সাধকের চিরাচরিত পাপপ্রলোভনজাত অসত্য লিপ্সা লুক্কায়িত থাকে, তাহা হইলে শুদ্ধসত্ত্বরূপ অগদ-প্রয়োগে তাঁহারা তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করতঃ সাধককে চিরতরে ধন্য করেন। এইরূপ দেবত্বগুণের সমাবেশই এই ঋঙ্মন্ত্র মধ্যে প্রকট দেখিতে পাওয়া যায়॥ * (১ম—১১৭সূ—১৬ঋ)॥

* * *

## সপ্তদশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তদশী ঋক্। )

শতং মেষান্বৃক্যে মামহানং তমঃ
প্রণীতমশিবেন পিত্রা।
আক্ষী ঋজ্রাশ্বে অশ্বিনাবধত্তং
জ্যোতিরন্ধায় চক্রথুর্ব্বিচক্ষে ॥ ১৭ ॥

---

* 'বৃক্'-শব্দে রূপকে ভাষ্যে যে অন্যরূপ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, এখানে তাহা লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। তাহাতে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থেই দৃষ্টি পড়িবে।

পদ-বিশ্লেষণং।

শতং। মেষান্। বৃক্যে। মমহানং। তমঃ।
প্রঽনীতং। অশিবেন। পিত্রা।
আ। অক্ষী ইতি। ঋজ্রঽঅশ্বে। অশ্বিনৌ। অধত্তং।
জ্যোতিঃ। অন্ধায়। চক্রথুঃ। বিঽচক্ষে॥ ১৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতং' (অসংখ্যান্) 'মেষান্' (অসৎকর্ম্মরূপান্ পশূন্) 'বৃক্যৈ' (পরিত্যাগরূপ-ব্যাঘ্রকবলে) 'মমহানং (বলিদত্তবন্তং জনং—দেবৌ পরিত্রায়তঃ ইতি শেষঃ); অসৎকর্ম্মত্যাগেন নরঃ পরিত্রাণং লভতে—ইতি ভাবঃ; তদা 'অশিবেন' (অমঙ্গলেন, অমঙ্গলজনকেন কর্ম্মণা, অপকর্ম্মণা ইত্যর্থঃ) 'প্রণীতং' (প্রাপিতং, কৃতং) 'তমঃ' (অজ্ঞানং, পাপং ইত্যর্থঃ) 'পিত্রা' (জগৎপালকেন) দূরীকৃতং ইতি শেষঃ; নরঃ মোহাৎ পাপং করোতি, কিন্তু পরমপিতা পরমেশ্বরঃ জ্ঞানদানেন তং উদ্ধারয়তি—ইতি ভাবঃ; 'অশ্বিনৌ' (হে আধিব্যাধিনাশকৌ দেবৌ) যুবাং 'ঋজ্রাশ্বে' (সরলজ্ঞানসম্পন্নজনায়) 'জ্যোতিঃ' (দিব্যজ্ঞানং) 'অধত্তং' (প্রযচ্ছথঃ) তথা 'অন্ধায়' (হিতাহিতবিচারহীনায়) 'বিচক্ষে' (পরমাত্মাপ্রত্যক্ষীকরণায়) 'অক্ষী' (জ্ঞানদৃষ্টিং) 'চক্রথুঃ' (প্রযচ্ছথঃ); ভগবান্ অনুসারিণে সরলজ্ঞানসম্পন্নায় পরাজ্ঞানং, অজ্ঞানায় জ্ঞানং চ প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—১১৭সূ—১৭ঋ)॥

অথবা,—

'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'শতং' (অসংখ্যান্) 'মেষান্' (অসৎকর্ম্মরূপান্ পশূন্) 'বৃক্যৈ' (পরিত্যাগরূপে ব্যাঘ্রকবলে) 'মমহানং' (বলিদত্তবন্তং জনং) যুবং 'আ' (জ্ঞানং) 'চক্রথুঃ' (প্রযচ্ছথঃ) 'জ্যোতিঃ' (দিব্যদৃষ্টিং চ) 'অধত্তং' (প্রযচ্ছথঃ); অসৎকর্ম্মত্যাগেন নরঃ দেবকৃপাং ততশ্চ পরাজ্ঞানং লভতে—ইতি ভাবঃ; 'অশিবেন' (অমঙ্গলকর্ম্মণা) 'তমঃ' (অজ্ঞানং—পাপং ইত্যর্থঃ) 'প্রণীতং' (প্রাপিতং—জনং অপি ইতি যাবৎ) দেবৌ উদ্ধারয়তঃ ইতি শেষঃ; 'পিত্রা' (জগৎপালকেন ভগবতা) 'ঋজ্রাশ্বে' (সরলজ্ঞানসম্পন্নায়) 'অন্ধায়' (হিতাহিতবিচারহীনায়) 'বিচক্ষে' (পরমাত্মানং প্রত্যক্ষীকরণায়) 'অক্ষী' (জ্ঞানচক্ষুঃ—দত্তবান্ ইতি শেষঃ); অয়ং ভাবঃ,—নরঃ মোহাৎ পাপং করোতি কিন্তু মঙ্গলস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ কৃপয়া সরলমার্গানুসারিণং জনং দিব্যজ্ঞানং দদতে। (১ম—১১৭সূ—১৭ঋ)॥

### বঙ্গানুবাদ।

অসংখ্য অসৎকর্ম্ম-রূপ পশুকে পরিত্যাগ-রূপ ব্যাঘ্র-কবলে বলিদানকারী ব্যক্তিকে দেবতাদ্বয় পরিত্রাণ করেন; (ভাব এই যে,—অসৎকর্ম্ম ত্যাগ দ্বারা মানুষ পরিত্রাণ লাভ করে); অমঙ্গলজনক কর্ম্মের দ্বারা (অপকর্ম্মের দ্বারা) উৎপন্ন অজ্ঞানতা (পাপ) জগৎপালক পরমপিতার দ্বারা দূরীকৃত হয়; (ভাব এই যে,—মানুষ মোহবশতঃ পাপ করে, কিন্তু পরমপিতা পরমেশ্বর জ্ঞানদান দ্বারা তাহাকে উদ্ধার করেন); হে আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়! আপনারা সরলজ্ঞানসম্পন্ন জনকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন; এবং হিতাহিত-বিচার-হীন জনকে, পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য, জ্ঞান-দৃষ্টি দান করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ তাঁহার অনুসারী সরল জ্ঞানসম্পন্নকে পরাজ্ঞান এবং অজ্ঞানকে জ্ঞান প্রদান করেন।)॥ (১ম—১১৭সূ—১৭ঋ)॥

∴

অথবা,—

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! অসংখ্য অসৎকর্ম্ম-রূপ পশুকে পরিত্যাগ-রূপ ব্যাঘ্র কবলে বলিদানকারী ব্যক্তিকে আপনারা জ্ঞান দান করেন—দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—অসৎকর্ম্ম ত্যাগ দ্বারা মানব দেবকৃপা, এবং তাহা হইতে পরাজ্ঞান লাভ করে); অমঙ্গল কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞানতা প্রাপ্ত জনকেও দেবদ্বয় উদ্ধার করেন; জগৎপালক ভগবান্ কর্ত্তৃক সরলজ্ঞানসম্পন্ন হিতাহিতবিচারহীন জনকে, পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষী করণের জন্য, জ্ঞানচক্ষু প্রদত্ত হয়। (ভাব এই যে,—মানুষ মোহবশতঃ পাপ করে, কিন্তু মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর কৃপা করিয়া সরলমার্গানুসারী ব্যক্তিকে দিব্যজ্ঞান দান করেন।)॥ (১ম—১১৭সূ—১৭ঋ)॥

∴

### সায়ণ-ভাষ্যং।

শতং মেষান্ বৃক্যে চক্ষদানমিত্যত্র যদাখ্যানমবাদিষ্ম তদত্রাপ্যনুসন্ধেয়ং। শতং শতসংখ্যাকান্মেষান্ বৃক্যে বৃকীরূপেণাবস্থিতায়াশ্বিনোর্বাহনায় রাসভায় মমহানং পূজিতবন্তমাহারার্থং

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'শতং মেষান্ বৃক্যে চক্ষদানং' ইত্যাদি যে আখ্যান এখানে কথিত হইতেছে, তাহাও এখানে অনুসন্ধেয়। 'শতং' শতসংখ্যক 'মেষান বৃক্যে' মেষসমূহকে বৃকী-রূপে অবস্থিত অশ্বিদ্বয়ের বাহন রাসভের জন্য 'মমহানং' পূজিত করিয়াছিল—আহারার্থ সমর্পিত করিয়াছিল।

সমর্পিতবন্তং। অশিবেনাসুখকারিণা পিত্রা স্বকীয়েন জনকেন তমো দৃষ্টিরাহিত্যেন প্রণীতং কৃতমন্ধং প্রাপিতমৃজ্রাশ্বং চক্ষুষ্মন্তমশ্বিনাবকুরুতামিতি শেষঃ। এতদেব বিশদয়তি। হে অশ্বিনৌ অক্ষী পিতৃশাপান্নষ্টে চক্ষুষী ঋজ্রাশ্ব এতৎসংজ্ঞকে রাজর্ষাবাদধন্তং। পুনর্দ্দর্শনসমর্থে অকুরুতং। তদেবাহ। অন্ধায় দৃষ্টিহীনায় জ্যোতিঃপ্রকাশকং চক্ষুঃ বিচক্ষে বিবিধং জগদ্দ্রষ্টুং চক্রথুঃ। যুবাং কৃতবন্তৌ॥

মামহানং। মহ পূজায়াং। লিটঃ কানচ্। সংহিতায়াং ছান্দসমভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। প্রণীতং। প্রপূর্ব্বান্নয়তেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। পিত্রা। উদাত্তযণ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অক্ষী। অক্ষিশব্দাৎ দ্বিবচনে নুমাগমশ্চ প্রাপ্নোতি। ঈ চ দ্বিবচন ইতীকারান্তাদেশশ্চ। পরত্বাদীকারাদেশঃ। তস্মিন্ কৃতে সকৃদ্গতপরিভাষয়া পুনর্নুম্ ন ভবতি। উদাত্ত ইত্যনুবৃত্তেরীকারস্যোদাত্তত্বং॥ (১ম.—১১৭সূ—১৭ঋ)॥

° ° °

## সপ্তদশ (১২৯৯) ঋকের বিশদার্থ।

সূর্য্যকিরণ সকল স্থানে সকল বস্তুর উপরেই পতিত হয়; কিন্তু সূর্য্যকান্ত-মণিই তৎসাহায্যে অগ্নি বিকীরণ করিতে পারে। ভগবানের কৃপা সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতভাবে বিতরিত হইতেছে; কিন্তু তাহা সৎকর্ম্ম-সাধনশীল নির্ম্মল-চিত্ত ব্যক্তিকেই উদ্ধার করিতে পারে। মলিন দর্পণে প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হয় না; আবার তাহা পরিষ্কার করিলেই তাহাতে বস্তুর ছায়া পড়ে। আমাদের হৃদয়কে সৎকর্ম্ম দ্বারা ও

---

'অশিবেন' অসুখকারী 'পিত্রা' স্বীয় জনক কর্তৃক 'তমঃ' দৃষ্টিরাহিত্যের দ্বারা 'প্রণীতং' কৃত অন্ধত্বপ্রাপ্ত ঋজ্রাশ্বকে অশ্বিদ্বয় চক্ষুষ্মান্ করিয়াছিলেন। ইহাই বিশদীকৃত হইতেছে। হে 'অশ্বিনৌ' অশ্বিদ্বয়! 'অক্ষী' পিতৃশাপে নষ্টচক্ষু 'ঋজ্রাশ্বে' এতৎসংজ্ঞক রাজর্ষিকে 'অধত্তং' পুনঃ দর্শনসমর্থ করিয়াছিলেন। তাহাই কথিত হয়,—'অন্ধায়' দৃষ্টিহীনকে 'জ্যোতিঃ' প্রকাশক চক্ষু 'বিচক্ষে' বিবিধ রূপ জগৎ দেখিতে চক্রথুঃ' আপনারা করিয়াছিলেন।

মামহানং। মহ-ধাতু পূজার্থক। লিটে কানচ্। সংহিতাতে ছান্দসে অভ্যাসের দীর্ঘত্ব। প্রণীতং, প্র-পূর্ব্বক নয়তির (নি ধাতুর) কর্ম্মে নিষ্ঠা। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতি'র (গম-ধাতুর) প্রকৃতিস্বরত্ব। পিত্রা। 'উদাত্তযণঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। অক্ষী। অক্ষি-শব্দের দ্বিবচনে নুম্ আগমও প্রাপ্ত হয় এবং 'ঈ চ দ্বিবচনে' ইত্যাদি সূত্রে ঈ কারান্ত আদেশ। পরত্ব-হেতু ঈ-কার আদেশ। তাহা করিলে সকৃদ্গত পরিভাষার দ্বারা পুনরায় নুম্ হয় না। 'উদাত্তঃ' এই অনুবৃত্তিতে ঈ কারের উদাত্তত্ব। (১ম—১১৭সূ—১৭ঋ)॥

* * *

অসৎকর্ম্ম ত্যাগ দ্বারা নির্ম্মল করিতে হইবে; তবেই তাহাতে দেবকৃপা কার্য্যকরী হইবে,—আমাদের হৃদয়ে তখনই ব্রহ্মজ্যোতিঃ ধারণ করিতে সমর্থ হইব।

মন্ত্রটীতে এই নিত্যসত্য-তত্ত্ব ও তৎসম্বন্ধীয় প্রার্থনা আছে। সহজ সরল রাস্তার চোখ বুঁজিয়া চলিয়াছি; আর ভাবিতেছি,—ব্রহ্মলাভ অনিবার্য্য! অসৎকর্ম্মে অসৎ চিন্তায় কালক্ষয় করিতেছি, আর ভাবিতেছি—এই অসৎ কাজে আর কি ক্ষতি হইবে—তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ সৎকর্ম্ম করিলেই চলিবে! কিন্তু ভগবানের গণিত-শাস্ত্র ও ব্যবহার-শাস্ত্র এত সহজ নয়! সেই 'তমের' পরপারে যাইবার রাস্তা—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।"

এই সত্য যখন প্রাণে জাগে, তখনই মানব-হৃদয় হইতে প্রার্থনা উঠে,—"তমসো মা জ্যোতির্গময়।" হে জগৎপিতা!—আমাকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দাও,—সত্যবস্তু চিনিবার ক্ষমতা দাও! ওগো দয়াল প্রভু!—আমি যে পথ হারাইয়াছি—আমাকে হাত ধরিয়া নিয়া চল! মানব-হৃদয়ের এই চিরন্তন প্রার্থনাই এখানে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা-উপলক্ষে মন্ত্রের দুইটী চরণকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথম চরণের দুইটী অংশে নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। যে জন অসৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার অসৎ-কর্ম্মজনিত পাপকে পরম পিতা ভগবান্ আপনিই দূরীকৃত করেন। দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যায় মর্ম্ম এই যে,—দেবতার কৃপালাভ করিলে অর্থাৎ দেবভাবসম্পন্ন হইলে, সরলজ্ঞানসম্পন্ন জনকে এবং অজ্ঞানকে—উভয়কেই পরমজ্ঞান-দানে দেবতারা পরিত্রাণ করেন। অসৎকর্ম্ম পরিত্যাগ এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান—মনুষ্যকে উদ্ধারের পথে লইয়া যায়। এবম্বিধ ভাব পরম্পরাই এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাতে যে একটি আখ্যায়িকার অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য পূর্ব্বেই (১ম—১১সূ—১৬ঋ) বিবৃত করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন॥ (১ম—১১৭সূ—১৭ঋ)॥

—:—

### অষ্টাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টাদশী ঋক্।)

শুনমন্ধায় ভরমহ্বয়ৎ সা বৃকীরশ্বিনা
বৃষণা নরেতি।
জারঃ কনীন ইব চক্ষদান ঋজ্রাশ্বঃ
শতমেকং চ মেষান্॥ ১৮॥

• • •

### পদ-বিশ্লেষণং।

শুনং। অন্ধায়। ভরং। অহ্বয়ৎ। সা। বৃকীঃ। অশ্বিনা।
বৃষণা। নরা। ইতি।
জারঃ। কনীনঃঽইব। চক্ষদানঃ। ঋজ্রঽঅশ্বঃ।
শতং। একং। চ। মেষান্॥ ১৮॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ) 'নরা' (সৎপথে পরিচালকৌ) 'বৃষণা' (অভীষ্টপূরকৌ হে দেবৌ) 'সা বৃকী' (অসৎকর্ম্মরূপপশুগ্রাসকারিণী ব্যাঘ্রীস্বরূপা যা সদ্বৃত্তিঃ সা) 'অন্ধায়' (হিতাহিতদর্শনাসমর্থায়, অজ্ঞানায়) 'ভরং' (পোষণহেতুভূতং শ্রেয়ঃ সাধকং) 'শুনং' (সুখং) 'ইতি' (নিশ্চিতং) 'অহ্বয়ৎ' (উদ্বোধয়তি); অসৎকর্ম্মত্যাগেন সুখং লভ্যতে—ইত্যর্থঃ; 'ঋজ্রাশ্বঃ' (সরলজ্ঞানসম্পন্নঃ সাধকঃ) 'একং চ' (অদ্বিতীয়ং ভগবন্তং—লক্ষ্যীকৃত্য ইতি যাবৎ) 'কনীনঃ ইব জারঃ' (জ্যোতিঃ যথা অন্ধকারনাশকঃ ভবতি তদ্বৎ অজ্ঞানং দূরীকৃত্য) 'শতং

মেষান্' (অসংখ্যান্ অপকর্ম্মরূপান পশূন্) 'চক্ষদানঃ' (বলিং প্রদদতি ইত্যর্থঃ); সরলজ্ঞানসম্পন্নঃ সাধকঃ যদা একং পরব্রহ্ম হৃদি উপলব্ধিং করোতি তদা স্বতমেব অসৎসম্বন্ধং ছিন্নঃ করোতি - ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—১১৭সূ ১৮ঋ)॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক, সৎপথে পরিচালক, অভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয়! অসৎকর্ম্ম রূপ পশুগ্রাসকারিণী ব্যাঘ্রী স্বরূপা যে সদ্বৃত্তি, তিনি হিতাহিত-দর্শনে অসমর্থ অজ্ঞানের জন্য তাহার পোষণ-হেতুভূত শ্রেয়ঃ সাধক সুখকে নিশ্চতই উদ্বোধন করেন; (ভাব এই যে,—অসৎকর্ম্মত্যাগ দ্বারা সুখ লাভ হয়); সরলজ্ঞানসম্পন্ন সাধক, অদ্বিতীয় ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া, জ্যোতিঃ যেমন অন্ধকারনাশক হয় সেইরূপ অজ্ঞানকে নাশ করিয়া, অসংখ্য অপকর্ম্ম-রূপ পশুকে বলি প্রদান করেন; (ভাব এই যে,—সরলজ্ঞান সম্পন্ন সাধক যখন এক পরব্রহ্মকে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন, তখন স্বতঃই অসৎসম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া থাকেন।)॥ (১ম—১১৭সূ—১৮ঋ)॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

শুনমিতি সুখনাম। ভরং পোষণহেতুভূতং চক্ষুরিন্দ্রিয়েণ নিষ্পাদ্যং শুনং সুখমন্ধায় দৃষ্টিহীনায় তস্মৈ ঋজ্রাশ্বায়েচ্ছন্তী সা বৃকী হে অশ্বিনাবশ্বযুক্তৌ কৃৎস্নং জগদ্ব্যাপ্নুবন্তৌ বা বৃষণা হে বৃষণৌ কামানাং বর্ষিতারাবিত্যেবং সম্বোধ্য নরা নেতারাবশ্বিনাবহ্বয়ৎ আহূতবতী। আহ্বয়ন্ত্যাস্তস্যাঃ কোঽভিপ্রায় ইতি চেৎ তদুচ্যতে। কনীন ইব। যথা প্রাপ্তযৌবনঃ কামুকো জারঃ। পারদারিকঃ সন্ পরস্ত্রিয়ৈ সর্ব্বং ধনং প্রযচ্ছতি। এবমৃজ্রাশ্বো মহ্যং শতমেকং চৈকোত্তরশতসংখ্যাকান্মেষান্ পৌরজনানাং স্বভূতানপহৃত্য চক্ষদানঃ শকলীকুর্ব্বন্ প্রাদাৎ। তেনেদৃশীং দুর্দ্দশাং প্রাপ্ত ইতি॥

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'শুনং' (এই পদ সুখনাম-বাচক) 'ভরং' পোষণহেতু-ভূত চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিষ্পাদ্য 'শুনং' সুখকে 'অন্ধায়' দৃষ্টিহীন সেই ঋজ্রাশ্বের জন্য ইচ্ছা করে 'সা বৃকীঃ' সেই বৃকী, হে অশ্বিদ্বয়! অশ্বযুক্ত বা কৃৎস্ন জগৎ ব্যাপ্ত 'বৃষণা' কামনার বর্ষিতাদ্বয়—এইরূপ সম্বোধন করিয়া, 'নরা' নেতা অশ্বিদ্বয়কে 'অহ্বয়ৎ' আহ্বান করিতেছে। আহ্বানকারী তাহার কি অভিপ্রায়, তাহা উক্ত হইতেছে। 'কনীন ইব' যেমন প্রাপ্তযৌবন কামুক 'জারঃ' পরদারাসক্ত হইয়া পরস্ত্রীকে সকল ধন প্রদান করে—এইরূপ ঋজ্রাশ্ব আমাদিগকে 'শতং একং চ' একোত্তরশতসংখ্যক 'মেষান্' মেষ পৌরজনগণের স্বভূত অপহরণ করিয়া 'চক্ষদানঃ'—খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছে। তদ্দ্বারা ঈদৃশ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে—ইত্যাদি।

কনীনঃ। যুবশব্দাদিষ্ঠনি যুবাল্পয়োঃ কনন্যতরস্যাং। পা০ ৫।৩।৬৪। ইতি যুবশব্দস্য কনাদেশঃ। ব্যত্যয়েন ইষ্ঠনঃ খাদেশঃ। যদ্বা কনী দীপ্তিকান্তিগতিষু। অস্মাদৌণাদিক ঈন্প্রত্যয়ঃ ॥ ( ১ম—১১৭সূ—১৮ঋ )॥

## অষ্টাদশ ( ১৩০০ ) ঋকের বিশদার্থ।

'ত্যাগেনৈকং অমৃতত্বং আনশুঃ।' ত্যাগদ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। সে ত্যাগ,—"সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।" এই ত্যাগ দ্বারা মানুষ অমৃতের অধিকারী হয়। কিন্তু সে ত্যাগের প্রথম স্তর অসৎ-সম্বন্ধ ছিন্ন করা। মানুষ যখন কায়মনোবাক্যে অসৎকে পরিবর্জ্জন করিতে পারে, তখন তাহার প্রকৃত ত্যাগের সামর্থ্য জন্মে; এবং সেই ত্যাগের ফলে মানুষ পরাজ্ঞান লাভ করে,—পরমশান্তি প্রাপ্ত হয়।

দেবতার কৃপা অবিরাম ধারায় প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু সেই করুণা-লাভের অধিকারী হওয়া চাই। দেবতা দয়া করেন বটে; কিন্তু মানুষকে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। নতুবা, ঊষর ভূমিতে বীজ-বপনের ন্যায় তাহা নিষ্ফল হয়। সরল পথেও, অন্ধের ন্যায় চলিয়া, মানুষ অজ্ঞতার বশে মোহপাশে বদ্ধ হয়,—পাপের আক্রমণে জীর্ণ হয়। কিন্তু সে যদি হৃদয়স্থিত পশুকে বলি দিতে পারে, তবে দেবতা কৃপা করিয়া তাহার সেই সরল-জ্ঞানকে পরাজ্ঞানে পরিণত করেন। সরলজ্ঞানই—চরম জ্ঞান নহে; তবে, সেই সঙ্গে অসৎকর্ম্ম-ত্যাগের সংযোগ থাকিলে, তাহাই পরাজ্ঞানে পৌঁছাইয়া দেয়। মানুষকে একটু হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিতে হইবে মাত্র। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত প্রসারিত করিয়া আছেন। মানব! একটুখানি অগ্রসর হও।

এই গেল—একদিকের কথা। আবার, সৌভাগ্যবশতঃ সাধক যদি কোনও রূপে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' পরব্রহ্মের ধারণা হৃদয়ে আনিতে

---

কনীনঃ। যুব-শব্দ-হেতু ইষ্ঠনি-প্রত্যয়। 'যুবাল্পয়োঃ কনন্যতরস্যাং' ইত্যাদি সূত্রে ( পা০ ৫,৩,৬০ ) যুব-শব্দের কন্-আদেশ। ব্যত্যয়ের দ্বারা ইষ্ঠনে খা-আদেশ। অথবা কনী-ধাতু দীপ্তি, কান্তি এবং গত্যর্থক। ঔণাদিক ঈন্-প্রত্যয়। ॥ ( ১ম—১১৭সূ—১৮ঋ ) ॥

পারেন, তাহা হইলে চিরতরে তাঁহার অসৎ-সম্বন্ধ ছিন্ন হয়,—অসত্য পাপ তাঁহার নিকট অসম্ভব হইয়া যায়।

একবার যে অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছে, সে কি কখনও বিষপান করিতে প্রলুব্ধ হইতে পারে? সরলজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও ভগবানের কৃপায় যে ভাগ্যবান্ পরাজ্ঞানের সন্ধান পান, তাঁহাকে ঋষিরা 'কৃপাসিদ্ধ' বলিয়া থাকেন। এই মন্ত্রে 'সাধনসিদ্ধ' ও 'কৃপাসিদ্ধ' দুই প্রকার সাধকের চিত্রই আমরা দেখিতে পাই।

ভাষ্যকার "জারঃ কনীনঃ ইব" পদের ব্যাখ্যা করিবার সময় যাহা বলিয়াছেন, তাহা বেদের অঙ্গে এত বিসদৃশ ঠেকে যে, সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। আখ্যায়িকার দিক হইতেও এ ব্যাখ্যার উপযোগিতা আছে বলিয়া মনে করি না। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক ঐ উপমার ঐরূপ অর্থে পুরাকালের দুশ্চরিত্রতার উদাহরণ প্রখ্যাপন করিতে পারেন। যাহা হউক, আমাদিগের বক্তব্য মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই উপলব্ধ হইবে॥ (১ম—১১৭সূ—১৮ঋ)॥

---

### একোনবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। একোনবিংশী ঋক্।)

মহী বামূতিরশ্বিনা ময়োভূরুত স্রামং
ধিষ্ণ্যা সং রিণীথঃ।
অথা যুবামিদহ্বয়ৎ পুরন্ধিরাগচ্ছতং
সীং বৃষণাববোভিঃ॥ ১৯॥

পদ বিশ্লেষণং ।

মহী । বাং । ঊতিঃ । অশ্বিনা । ময়ঃ২ভূঃ । উত । স্রামং ।
ধিষ্ণ্যা । সং । রিণীথঃ ।
অথ । যুবাং । ইৎ । অহ্বয়ৎ । পুরং২ধিঃ । আ । অগচ্ছতং ।
সীং । বৃষণৌ । অবঃ২ভিঃ ॥ ১৯ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ! ) 'বাং' ( যুবয়োঃ সম্বন্ধিনী ) 'ময়োভূঃ' ( সুখপ্রদায়িনী ) 'উতিঃ' ( পালনশক্তিঃ ) 'মহী' ( মহতী. অতিবিস্তৃতা ইত্যর্থঃ ) ভবতি ইতি শেষঃ ; যতঃ 'স্রামং উত' ( আধিব্যাধিপীড়িতং পাপাসক্তজনং অপি ) 'ধিষ্ণ্যা' ( প্রজ্ঞয়া ) যুবাং 'সীং' ( পূর্ণং ) 'সংরিণীথঃ' ( আধ্যাত্মিকবলসম্পন্নং কুরুথঃ ) ; দেবকৃপয়া আর্ত্তপতিতোঽপি আত্মজ্ঞানং লভতে—ইতি ভাবঃ ; 'অথ' ( অপিচ ) 'পুরন্ধিঃ' ( প্রজ্ঞাসম্পন্নঃ জনঃ ) 'ইৎ' ( নিরন্তরং ) 'যুবাং' ( বাং ) 'অহ্বয়ৎ' ( আহ্বয়তি. অনুসরতি ইত্যর্থঃ ) ; 'বৃষণৌ' ( হে অভিমতফলদাতারৌ দেবৌ ) 'অবোভিঃ আগচ্ছতং' ( যুবয়োঃ রক্ষণৈঃ সহ আয়াতং, অননুসারিণঃ অস্মান্ উদ্ধারয়তং ইত্যর্থঃ ) । অয়ং ভাবঃ—প্রজ্ঞাসম্পন্নঃ জনঃ স্বতমেব প্রার্থনাশীলঃ ভবতি, ততঃ মুক্তিং লভতে ; পাপিনঃ অস্মান্ উদ্ধারায় যুবাং কৃপয়া হৃদি আগচ্ছতং ॥ ( ১ম ১১৭সূ—১৯ঋ ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয় ! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সুখপ্রদায়িনী পালনশক্তি মহতী অর্থাৎ অতিবিস্তৃত ; কেন-না, আধিব্যাধিপীড়িত, পাপাসক্ত জনকেও প্রজ্ঞা দ্বারা আপনারা পূর্ণ আধ্যাত্মিকবল-সম্পন্ন করেন ; ( ভাব এই যে,—দেবকৃপায় আর্ত্ত-পতিত-জনও আত্মজ্ঞান লাভ করে ) ; অপিচ, প্রজ্ঞাসম্পন্ন জন নিরন্তর আপনাদিগকে আহ্বান করেন—অনুসরণ করেন ; হে অভিমতফলদাতা দেবদ্বয় ! আপনাদিগের রক্ষণের সহিত আগমন করুন,—এই অননুসরণকারী

আমাদিগকে উদ্ধার করুন; (ভাব এই যে,—প্রজ্ঞাসম্পন্ন জন স্বতঃই প্রার্থনাশীল হন, এবং তদ্ধেতু মুক্তিলাভ করেন; পাপী আমাদিগকে উদ্ধারের নিমিত্ত আপনারা কৃপা করিয়া হৃদয়ে আগমন করুন।)॥ (১ম—,১৭সূ—১৯ঋ)

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ বাং যুবয়োর্মহী মহত্যূতিঃ পালনং ময়োভূর্ময়সঃ সুখস্য ভাবয়িত্রী। উত অপিচ হে ধিষ্ণ্যা। ধিষণা স্তুতিলক্ষণা বাক্। তয়া স্তোতব্যৌ স্রামং ব্যাধিতং পুরুষং বিশ্লিষ্টাং গমনাদিকং সংরিণীথঃ। সঙ্গতাবয়বং কুরুথঃ। অথ অপি চ যুবামিৎ যুবামেব পুরন্ধির্বহুধীর্ঘোষা বিশ্পলা বাহ্বয়ৎ। রোগোপশমনার্থমাহূতবতী। হে বৃষণৌ কামানাং বর্ষিতারাবশ্বিনৌ অবোভী রক্ষণৈঃ সহাগচ্ছতং। আভিমুখ্যেন সীমেনাং প্রাপ্তবন্তৌ॥

মহী। মহতী। ছান্দসো বর্ণলোপঃ। যদ্বা মহেরৌণাদিক ইন্। কৃদিকারাদক্তিন ইতি ঙীষ্। ময়োভূঃ। ভবতেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্। রিণীথঃ। রী গতিরেষণয়োঃ। ক্র্যাদিকঃ। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং॥ (১ম—১১৭সূ—১৯ঋ)॥

⁂

## উনবিংশ (১৩০১) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রার্থনায় আমরা একটী বিশ্বজনীন ভাব পাই। আধি-ব্যাধিপীড়িত পাপীকেও মঙ্গলময় ভগবান্ তাঁহার অপার করুণায় আধ্যাত্মিক শক্তিদান করেন; আবার, জ্ঞানবান্ প্রজ্ঞাসম্পন্ন জনও তাঁহার

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'বাং' আপনাদিগের মহৎ 'ঊতিঃ' পালন 'ময়োভূঃ' ময়স অর্থাৎ সুখের ভাবয়িত্রী 'উত' অপিচ হে 'ধিষ্ণ্যা' ধিষণা স্তুতিলক্ষণ বাক্! আপনার দ্বারা স্তোতব্য 'স্রামং' ব্যাধিত পুরুষকে বিশ্লিষ্ট 'সংরিণীথঃ' সঙ্গতাবয়ব করিয়াছ। 'অথ' অপিচ 'যুবামিৎ' আপনাদিগকেই 'পুরন্ধীঃ' বহু বুদ্ধিমতী ঘোষা বা বিশ্পলা 'আহ্বয়ৎ' রোগ উপশমনের জন আহ্বান করিয়াছে। হে 'বৃষণৌ' কামনাসমূহের বর্ষক অশ্বিদ্বয়! 'অবোভিঃ' রক্ষণের সহিত 'আগচ্ছতং' আভিমুখ্যের দ্বারা 'সীং' ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহী। মহতী। ছান্দসে বর্ণ-লোপ। অথবা মহির (মহ-ধাতুর) ঔণাদিক ইন্-প্রত্যয়। 'কৃদিকারাদক্তিনঃ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্-প্রত্যয়। ময়োভূঃ। ভবতির (ভূ-ধাতুর) অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থ-হেতু ক্বিপ্-প্রত্যয়। রিণীথঃ। রী-ধাতু গতি এবং এষণার্থক। ক্র্যাদিগণীয়। 'প্বাদীনাং হ্রস্ব' ইত্যাদি সূত্রে হ্রস্বত্ব॥ (১ম—১১৭সূ—১৯ঋ)॥

⁂

কৃপায় মুক্তিলাভ করে। পাপী তাপী, জ্ঞানী অজ্ঞান—সকলেরই জন্য কি মহতী আশার বাণী!

মন্ত্রের প্রথম অংশে তাঁহার মহিমা খ্যাপিত হইয়াছে,—'মানব! ভয় নাই—স্বর্গরাজ্যে যাইবার তোমারও আশা আছে। তাঁহার করুণা-ধারা তোমার উপরও বর্ষিত হইবে—সে জন্য প্রস্তুত হও।' আর, দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা করা হইতেছে,—'এস, এস হৃদয়-দেবতা, এই শূন্য সিংহাসন তোমারই জন্য! আমি অজ্ঞান—আমার প্রজ্ঞা নাই, কি করিয়া তোমায় পূজা করিতে হয় জানি না; তাই তুমি যাহা দিয়াছ, তাহা দ্বারাই তোমার পূজা করিতেছি। শুধু প্রজ্ঞাসম্পন্নকেই যে তুমি উদ্ধার কর, তাহাও নয়। পতিত জনকেও যে তুমি প্রজ্ঞা দান কর! তাই এই পাপী আমিও তোমার কৃপা-প্রার্থনায় সাহসী হইয়াছি।' এই মন্ত্রের অভয়-বাণী বিজ্ঞাপিত করিতেছে,—বিশ্ববাসীর ভয় নাই। পরোক্ষভাবে এই মন্ত্রে বিশ্ববাসী সকলের জন্যই প্রার্থনা আছে,—"বরিষ ধরা-মাঝে শান্তিবারি।"

প্রশ্ন হইতে পারে—এ কি 'গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা' নয়? বাস্তবিকই তাই। আমরা তাঁহারই দেওয়া বুদ্ধিতে, তাঁহারই দেওয়া প্রজ্ঞা দিয়া, তাঁহারই আরাধনা করি। তিনি আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে মাত্র। তিনি আমাদিগের প্রত্যেক হৃদয়ে অনন্ত উন্নতির বীজ দিয়াছেন; সেই বীজকে তাঁহারই দেওয়া বুদ্ধির ও জ্ঞানের দ্বারা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিতে হইবে মাত্র। এই তাঁহার করুণার এক ধারা। অন্য ধারায় করুণা স্বতঃই মানবের উপর বর্ষিত হয়। সেই করুণা-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে জ্ঞানিগণ 'কৃপাসিদ্ধ' বলিয়া থাকেন। তাঁহার করুণার একটা বিশ্বব্যাপী ভাব আমরা এই মন্ত্রে পাই। এই মন্ত্রে পাপী তাপী জ্ঞানী অজ্ঞান সকলের জন্যই আশার বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতভেদ হয় নাই। কেবলমাত্র তাঁহার টানিয়া আনা আখ্যায়িকা আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টে সে পার্থক্য বোধগম্য হইবে॥ (১ম—১১৭সূ—১৯ঋ)॥

## বিংশী ঋক্ ।

( প্রথমং মণ্ডলং । সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং । বিংশী ঋক্ । )

অধেনুং দস্রা স্তর্য্যং ১ বিষক্তামপিন্বতং
শয়বে অশ্বিনা গাং ।
যুবং শচীভির্ব্বিমদায় জায়াং ন্যূহথুঃ
পুরুমিত্রস্য যোষাং ॥ ২০ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং ।

অধেনুং । দস্রা । স্তর্য্যং । বিঽসক্তাং । অপিন্বতং ।
শয়বে । অশ্বিনা । গাং ।
যুবং । শচীভিঃ । বিঽমদায় । জায়াং । নি । উহথুঃ ।
পুরুঽমিত্রস্য । যোষাং ॥ ২০ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ ) 'দস্রা' ( সদ্বস্তুদর্শনীয়ৌ হে দেবৌ ) 'বিষক্তাং' ( বিষবৎ কার্য্যকারিণীং ) 'অধেনুং' ( অজ্ঞানতাং—দূরীকৃত্বা ইতি যাবৎ ) যুবাং 'শয়বে' ( পতিতজনায়, মহ্যং ইতি যাবৎ ) 'স্তর্য্যং' ( বিস্তীর্ণং, সর্ব্বব্যাপকং ) 'গাং' ( জ্ঞানং ) 'অপিন্বতং' ( প্রযচ্ছতং ); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ ! কৃপয়া মোহান্ধং অজ্ঞানং মাং উদ্ধারয়তং ; 'যুবং' ( যুবাং ) 'শচীভিঃ' ( যুষ্মদীয়ৈঃ সদ্রূপৈঃ কর্ম্মভিঃ ) 'বিমদায়' ( নিরহঙ্কারিণে জনায় ) 'পুরুমিত্রস্য' ( বিশ্বমঙ্গলকারিণঃ ভগবতঃ ) 'যোষাং' ( সহধর্ম্মিণীং, তস্য শক্তিস্বরূপিণীং

ইত্যর্থঃ) 'জায়াং' (নির্ম্মলাত্মিকাং বুদ্ধিং) 'নূহথুঃ' (প্রাপয়থঃ); নিরহঙ্কারঃ সাধকঃ ভগবৎকৃপয়া আত্মজ্ঞানং লভতে—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১১৭সূ—২০ঋ)॥

⁂

অথবা,—

'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ!) 'বিমদায়' (নিরহঙ্কারিণে) 'শয়বে' (সাধকায় পতিতজনায় বা) 'শচীভিঃ' (যুষ্মদীয়ৈঃ সদ্রূপৈঃ কর্ম্মভিঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণতাভিঃ, তস্মৈ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং দত্ত্বা ইত্যর্থঃ) 'স্তর্য্যং' (বিস্তীর্ণং, সর্ব্বব্যাপকং) 'গাং' (জ্ঞানং) 'অপিন্বতং' (বিতরয়থঃ); নিরহঙ্কারঃ সাধকঃ পতিতঃ জনঃ বা দেবকৃপয়া সৎকর্ম্মান্বিতঃ সন্ পরাজ্ঞানং লভতে—ইতি ভাবঃ; 'দস্রা' (হে সদ্বস্তুদর্শনীয়ৌ দেবৌ) 'যুবং' (যুবাং) 'বিষক্তাং' (মোহাৎ দুর্ব্বলহৃদয়ং) 'অধেনুং' (অজ্ঞানং মাং ইতি শেষঃ) 'পুরুমিত্রস্য' (বিশ্বমঙ্গলকারিণঃ ভগবতঃ) 'যোষাং' (সহধর্ম্মিণীং, তস্য শক্তিস্বরূপিণীং ইত্যর্থঃ) 'জায়াং' (নির্ম্মলাত্মিকাং বুদ্ধিং সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং বা) 'নূহথুঃ' (প্রাপয়তং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—মোহপাপান্ধং অজ্ঞানং দুর্ব্বলাত্মানং মাং কৃপয়া সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রদানেন উদ্ধারয়তং॥ (১ম—১১৭সূ—২০ঋ)॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক সদ্বস্তুপ্রদর্শনকারী হে দেবদ্বয়! বিষমৎকার্য্যকারিণী অজ্ঞানতাকে দূর করিয়া, আপনারা পতিত জনকে—এই আমাকে বিস্তীর্ণ সর্ব্বব্যাপক জ্ঞান প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! কৃপা করিয়া মোহান্ধ অজ্ঞান আমাকে উদ্ধার করুন); আপনারা আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্ম-পরম্পরার দ্বারা, নিরহঙ্কারী জনকে বিশ্বমঙ্গলকারী ভগবানের সহধর্ম্মিণীকে অর্থাৎ তাঁহার শক্তিস্বরূপিণী নির্ম্মলাত্মিকা বুদ্ধিকে প্রদান করেন; (ভাব এই যে,—নিরহঙ্কার সাধক ভগবৎকৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (১ম—১১৭সূ—২০ঋ)॥

⁂

অথবা,—

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! নিরহঙ্কার সাধককে অথবা পতিত জনকে আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্মপরম্পরা দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য দানে বিস্তীর্ণ সর্ব্বব্যাপক জ্ঞান বিতরণ করেন; (ভাব এই যে,—নিরহঙ্কার সাধক অথবা পতিত জন দেবতার কৃপায় সৎকর্ম্মান্বিত হইয়া পরাজ্ঞান লাভ করেন); হে সদ্বস্তুপ্রদর্শনকারী দেবদ্বয়! মোহ-বশতঃ দুর্ব্বল হৃদয় অজ্ঞান আমায় বিশ্বমঙ্গলকারী ভগবানের সহধর্ম্মিণীকে অর্থাৎ তাঁহার শক্তিস্বরূপিণী নির্ম্মলাত্মিকা

বুদ্ধিকে ( সৎকর্ম্মসাধন-শক্তিকে ) দান করুন; ( ভাব এই যে,—মোহ-পাপান্ধ অজ্ঞান দুর্ব্বলাত্মা আমাকে কৃপা করিয়া সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য-প্রদানে উদ্ধার করুন। ) ॥ ( ১ম—১১৭সূ—২০ঋ ) ॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দস্রা দর্শনীয়াবশ্বিনৌ বিষক্তাং বিশেষেণ সক্তাবয়বাং। কৃশাবয়বামিত্যর্থঃ। অতএব স্তর্য্যং নিবৃত্তপ্রসবাং। অতএবাধেনুমদোগ্ধ্রীং। এবম্ভূতাং গাং শয়বে এতৎসংজ্ঞায় ঋষয়েঽপিন্বতং পয়সাপূরয়তং। অপিচ পুরুমিত্রস্য। পুরুমিত্রো নাম কশ্চিদ্রাজা। তস্য যোষাং কুমারীং শচীভিরাত্মীয়ৈঃ কর্ম্মভির্ব্বিমদায়ৈতৎসংজ্ঞায় ঋষয়ে শত্রুভিঃ সহ যোদ্ধুমশক্তায় যুবং যুবাং জায়াং ন্যূহথুঃ। বিমদস্য গৃহং প্রাপিতবন্তৌ।

স্তর্য্যং। স্তৃঞ্ আচ্ছাদনে। অবিতৃস্তৃতন্ত্রিভ্য ঈরিতীকারপ্রত্যয়ঃ। বা ছন্দসীত্যমি-পূর্ব্বস্য বিকল্পাদভাবে যণাদেশঃ। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। বিষক্তাং। ষঞ্জ সঙ্গে। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। অনিদিতামিতি নলোপঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। অপিন্বতং। পিবি সেচনে। ইদিত্বান্নুম্। ভৌবাদিকঃ। পুরুমিত্রস্য। পুরূণি মিত্রাণি যস্য। সংজ্ঞায়াং মিত্রাজিনয়োঃ। পাং০ ৬।২।১৭৫। ইতি বহুব্রীহাবুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং॥ ( ১ম—১১৭সূ—২০ঋ ) ॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে ষোড়শো বর্গঃ॥ ১।৮।১৬॥

⁂

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'দস্রা' দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়! 'বিষক্তাং' বিশেষরূপে সক্তাবয়বা। কৃশাবয়বা—ইহাই অর্থ। অতএব 'স্তর্য্যং' নিবৃত্তপ্রসবা। সুতরাং 'অধেনুং' অদোগ্ধ্রী। এবম্ভূত 'গাং' গাভীকে 'শয়বে' এতৎসংজ্ঞক ঋষির জন্য 'অপিন্বতং' দুগ্ধের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অপিচ, 'পুরুমিত্রস্য' পুরুমিত্র নামক কোনও রাজা, তাঁহার 'যোষাং' কুমারীকে 'শচীভিঃ' আত্মীয় কর্ম্মসমূহের দ্বারা 'বিমদায়' এতৎসংজ্ঞক ঋষিকে—শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থকে—'যুবং' আপনারা 'জায়াং' স্ত্রীকে 'ন্যূহথুঃ' বিমদের গৃহ প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন।

স্তর্য্যং। স্তৃঞ্-ধাতু আচ্ছাদনার্থক। 'অবিতৃস্তৃতন্ত্রিভ্য ঈঃ' ইত্যাদি সূত্রে ঈ-কার প্রত্যয়। 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে অমি-পূর্ব্বের বিকল্প-হেতু অভাবে যণাদেশ। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' ইত্যাদি সূত্রে পরে অনুদাত্তের স্বরিতত্ব। বিষক্তাং। ষঞ্জ-ধাতু সঙ্গার্থক। কর্ম্মে নিষ্ঠা। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি সূত্রে ন-লোপ। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতি'র ( গম্-ধাতুর ) প্রকৃতিস্বরত্ব। অপিন্বতং। পিবি-ধাতু সেচনার্থক। ইদিত্ত্ব-হেতু নুম্। ভৌবাদিক। পুরুমিত্রস্য। পুরু সকল মিত্র যাহার—ইত্যাদি বাক্যে 'সংজ্ঞায়াং মিত্রাজিনয়োঃ' ইত্যাদি সূত্রে বহুব্রীহিতে উত্তরপদের অন্ত উদাত্তত্ব॥ ( ১ম—১১৭সূ—২০ঋ ) ॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের ষোড়শ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৮।১৬॥

# বিংশ (১৩০২) ঋকের বিশদার্থ।

ভগবানের কৃপা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয়। কিন্তু সেই কৃপা গ্রহণ করিবার মত সাধনা চাই। দুর্ব্বল পাপীও সেই করুণায় বঞ্চিত হয় না সত্য; কিন্তু সৎকর্ম্মসাধনশীল সন্মার্গানুসারী সাধক সহজেই সেই দান গ্রহণ করিতে পারেন। নিরহঙ্কার সাধককে ভগবান্ সর্ব্বব্যাপক জ্ঞান দান করেন। সাধকের নিজের বলিতে কিছু থাকে না,—সমস্তই ভগবানে সমর্পিত হয়। তখন তাঁহার পক্ষে "যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তবপূজনং"—মহাবাক্যটী সত্যভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং ভগবান্ নিজেই তাঁহাকে হাতে ধরিয়া কোলে তুলিয়া লন।

কিন্তু সে ত সহজ কথা নয়! এ যে সাধনার উচ্চ স্তরের কথা! 'তুমি হৃদয়ে থাকিয়া যাহা করাও আমি তাই করি'—এ কথা বলা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তবে উপায় কি? উপায়,—তাঁহার চরণে প্রার্থনা,—শুধু ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করা,—'ওগো দীনদয়াল, দুর্ব্বলের বল, আমাকে শক্তি দাও, জ্ঞান দাও, তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে দাও।' সৌভাগ্য-বশতঃ যখনই মানব আপনার রোগ—আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা—বুঝিতে পারে, তখনই তাহার অন্তরের অন্তর হইতে ধ্বনিত হয়—"মৃত্যুর্ম্মা অমৃতং গময়।"

এই মন্ত্রের দুইটী চরণের প্রথমটীতে ব্যাকুল প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে; দ্বিতীয় চরণটীতে সাধকের অবস্থা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে এই মন্ত্রে যে আখ্যান-সমূহের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা ভাষ্যের অনুসরণেই অবগত হওয়া যাইবে। এই আখ্যায়িকানুসারে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে। প্রথমতঃ, প্রাচীন ভারতে পশুচিকিৎসা পর্য্যন্ত এত উন্নত ছিল যে, বন্ধ্যা অথবা অপ্রসবা গাভীরও দুগ্ধ-সঞ্চার হইত। দ্বিতীয় আখ্যায়িকার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়,—প্রাচীন কালে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং পরবর্ত্তী কালের ন্যায় স্বয়ংবৃত কন্যাকে লইয়া যুদ্ধ-

বিগ্রহও হইত। আমাদিগের অন্যান্য বক্তব্য মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত করা হইয়াছে ॥ (১ম—১১৭সূ—২০ঋ) ॥

* * *

### একবিংশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। একবিংশী ঋক্। )

যবং বৃকেণাশ্বিনা বপন্তেষং দুহন্তা

মনুষায় দস্রা।

অভি দস্যুং বকুরেণা ধমন্তোরু

জ্যোতিশ্চক্রথুরার্য্যায় ॥ ২১ ॥

* * *

### পদ-বিশ্লেষণং।

যবং। বৃকেণ। অশ্বিনা। বপন্তা। ইষং। দুহন্তা।

মনুষায়। দস্রা।

অভি। দস্যুং। বকুরেণ। ধমন্তা। উরু।

জ্যোতিঃ। চক্রথুঃ। আর্য্যায় ॥ ২১ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ) 'দস্রা' (সদ্বস্তুদর্শনীয়ৌ হে দেবৌ!) 'বৃকেণ' (ত্যাগহেতুনা) যুবাং 'মনুষায়' (মনুষ্যায়, ত্যাগশীলায় জনায়) 'যবং' (আত্মপোষণসমর্থং বলং) 'বপন্তা' (প্রযচ্ছথঃ) তথা 'ইষং' (সিদ্ধিং) 'দুহন্তা' (প্রযচ্ছথঃ); ত্যাগশীলজনঃ দেবকৃপয়া

সিদ্ধিং লভতে—ইতি ভাবঃ; যুবাং 'আর্য্যায়' (ভগবদনুসারিণে জনায়) 'উরু' (বিস্তীর্ণং, সর্ব্বব্যাপকং) 'জ্যোতিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিঃ) 'চক্রথুঃ' (প্রযচ্ছথঃ); দেবভাবসম্পন্নঃ জনঃ পরাজ্ঞানং লভতে—ইতি ভাবঃ; যুবাং 'বকুরেণা' (জ্ঞানেন, জ্ঞানজ্যোতিঃদানেন ইত্যর্থঃ) 'দস্যুং' (কামাদিরিপূন্—মম ইতি যাবৎ) 'অভিধমন্তা' (বিনাশয়তং); জ্ঞানদানেন মাং রিপুনাশসমর্থং কুরুতং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১ম—১১৭সূ—২১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক সদ্বস্তুদর্শনকারী হে দেবদ্বয়! ত্যাগ-হেতু আপনারা মানুষকে অর্থাৎ ত্যাগশীল জনকে আত্ম-পোষণ-সমর্থ শক্তি প্রদান করেন, এবং সিদ্ধি দান করেন; (ভাব এই যে,—ত্যাগশীল ব্যক্তি দেবকৃপায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হন); আপনারা ভগবদনুসারী ব্যক্তিকে বিস্তীর্ণ সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানজ্যোতিঃ দান করেন; (ভাব এই যে,—দেবভাবসম্পন্ন ব্যক্তি পরাজ্ঞান লাভ করেন); আপনারা জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া আমার কামাদি-রিপুগণকে বিনাশ করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞান দান করিয়া আমাকে রিপুনাশে সমর্থ করুন।)॥ (১ম—১১৭সূ—২১)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

আর্য্যায় বিদুষে। মনুষশাব্দো মনুশব্দপর্য্যায়ঃ। মনুষায় মনবে মনোরর্থং হে দস্রা দর্শনীয়াবশ্বিনৌ বৃকেণ লাঙ্গলেন কর্ষকৈঃ কৃষ্টদেশে যবং যবাদ্যুপলক্ষিতং সর্ব্বং ধান্যজাতং বপন্তা বাপয়ন্তৌ। তথেষং। অন্ননামৈতৎ। তৎকারণভূতং বৃষ্ট্যুদকং চ দুহন্তা মেঘাৎ-ক্ষারয়ন্তৌ। তথা দস্যুমুপক্ষয়কারিণমসুরপিশাচাদিকং বকুরেণ। বকুরো নাম ভাসমানো বজ্রঃ। তেনাভিধমন্তা। ধমতির্ব্বধকর্ম্মা। অভিঘ্নন্তৌ। এবং ত্রিবিধং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তৌ যুবামুরু বিস্তীর্ণং জ্যোতিঃ স্বকীয়ং তেজো মাহাত্ম্যং চক্রথুঃ। কৃতবন্তৌ দর্শিতবন্তাবিত্যর্থঃ।

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'আর্য্যায়' বিদ্বানের জন্য। মনুষ-শব্দ মনু-শব্দ-পর্য্যায়। 'মনুষায়' মনুর জন্য হে 'দস্রা' দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়! 'বৃকেণ' লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষকের দ্বারা কৃষ্ট দেশে 'যবং' যবাদি উপলক্ষিত সকল ধান্যজাত 'বপন্তা' বপন করিয়াছিলেন। আর 'ইষং'। ইহা অন্ননামবাচক। সেই কারণ-ভূত বৃষ্টির জলও 'দুহন্তা' মেঘ হইতে ক্ষারণ করিয়াছিলেন। আর, 'দস্যুং' উপক্ষয়কারী অসুর পিশাচাদিকে 'বকুরেণ' বকুর নামক ভাসমান বজ্র তদ্দ্বারা 'অভি ধমন্তা'। ধমতিঃ বধকর্ম্মার্থক। বধ করিয়াছিলেন। এইরূপ ত্রিবিধকর্ম্মকারী আপনারা দুইজন 'উরু' বিস্তীর্ণ 'জ্যোতিঃ' স্বকীয় তেজঃ মাহাত্ম্য 'চক্রথুঃ' করিয়াছিলেন—দেখাইয়াছিলেন। অথবা, ত্রিবিধ কর্ম্ম

যদ্বা ত্রিবিধকর্ম্মাচরণেনার্য্যায় বিদুষে মনবে বিস্তীর্ণং সূর্য্যাখ্যং জ্যোতিশ্চক্রথুঃ কৃতবন্তৌ। জীবন্ হি সূর্য্যং পশ্যতি। তদ্ধেতুভূতানি ত্রীণি কর্ম্মাণি যুবাভ্যাং কৃতানীতি ভাবঃ। অত্র নিরুক্তং। বকুরো ভাস্করো ভয়ঙ্করো ভাসমানো দ্রবতীতি বা। বপ্নমিব বৃকেণাশ্বিনৌ নিবপন্তৌ। বৃকো লাঙ্গলং ভবতি বিকর্ত্তনাদিত্যাদিকমনুসন্ধেয়ং। নি০ ৬।২৫ ॥

মনুষায়। মনেরৌণাদিক উষন্প্রত্যয়ঃ ॥ (১ম—১১৭সূ—২১ঋ) ॥

⁂

# একবিংশ ( ১৩০৩ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটীকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম দুই অংশে নিত্যসত্ত্ব-তত্ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে, এবং শেষাংশে আত্মোন্নতির জন্য প্রার্থনা আছে। ত্যাগের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে পূর্ব্ব ঋক্সমূহে বলা হইয়াছে। কিন্তু এ যে বলিয়া শেষ করিবার নয়! তাই নানা ভাবে নানা ছন্দে একটী সত্য নানা দিক দিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে। ত্যাগের দ্বারা আধ্যাত্মিক-শক্তি লাভ হয়, আবার সেই শক্তি-বলে সাধক সিদ্ধিলাভ করেন,—এ চিরন্তন সত্য। সেই ত্যাগের স্বাভাবিক মূল হইতেছে—জ্ঞান; তাই সেই জ্ঞানের জন্য মানুষ ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করে। জ্ঞান হইতে ত্যাগের, আবার ত্যাগ হইতেও জ্ঞানের উৎপত্তি হয়,—একটী যেন অন্যটীর সহিত বিজড়িত হইয়াই আছে।

মানুষ সর্ব্বদাই কামাদি শত্রুসমূহের আক্রমণে বিব্রত; অনেক সময় পরাজিত হয়। তাই সে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে,—'এমন জ্ঞান দাও, যাহা দ্বারা আমি শত্রুনাশে সমর্থ হই, পরমসিদ্ধি লাভ করিতে পারি। দুঃখের বোঝা ভারী হইয়া উঠিয়াছে, প্রতি পদে পরাজয় ঘটিতেছে, আমি সে জন্য অভিযোগ করি না প্রভু। শুধু আমাকে জ্ঞান দাও, শক্তি দাও, যেন তোমার দেওয়া বোঝা বহিতে পারি। চারিদিকে

---

আচরণের দ্বারা 'আর্য্যায়' বিদ্বান্ মনুষ্যগণকে বিস্তীর্ণ সূর্য্যাখ্য জ্যোতিঃ ( দান ) করিয়াছিলেন। সূর্য্যকে দেখিয়া জীবিত থাকেন। সেই হেতু-ভূত তিনটী কর্ম্ম আপনাদিগ কর্ত্তৃক কৃত—ইহাই ভাব। এখানে নিরুক্তে আছে,—'বকুরো ভাস্করো ভয়ঙ্করো ভাসমানো দ্রবতীতি বা বপ্নমিব বৃকেণাশ্বিনৌ নিবপন্তৌ বৃকো লাঙ্গলং ভবতি বিকর্ত্তনাৎ' ( নি০ ৬।২৫ ) ইত্যাদি অনুসন্ধানীয়।

মনুষায়। মন্-ধাতু ঔণাদিক উষন্-প্রত্যয় ॥ ( ১ম—১১৭সূ—২১ঋ ) ॥

⁂

অজ্ঞানতা, মোহ, ভীষণ রিপুকুল রহিয়াছে; জ্ঞান দাও—যেন অজ্ঞানকে জয় করিতে পারি; শক্তি দাও—যেন রিপুকে পরাজিত করিয়া তোমার উদ্দেশে চলিতে পারি।' মানব-হৃদয়ের এই চিরন্তনী প্রার্থনাই আমরা এই মন্ত্রে দেখিতে পাই।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যায় নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'বকুর' শব্দে সায়ণাচার্য্য বুঝিয়াছেন—'বজ্র', আবার নিরুক্তকার বুঝিয়াছেন—'বারিধারা' অথবা 'জ্যোতিঃ-ধারা'। সায়ণ, 'আর্য্য' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'বিদ্বান্', নিরুক্তকার বুঝিয়াছেন—'ঈশ্বর-পুত্র'। এইরূপ সর্ব্বত্রই মত-পার্থক্য আছে। আবার এক জনেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থও করিয়াছেন।

সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যাতে একটী কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার। ব্যাখ্যার এক অংশ এইঃ—"ত্রিবিধকর্ম্মাচরণেনার্য্যায় বিদুষে মনবে বিস্তীর্ণং সূর্য্যাখ্যং জ্যোতিশ্চক্রথুঃ।" ইহা হইতে দেখা যাইতেছে,—অশ্বিদ্বয় যে সাধারণ চিকিৎসক মাত্র নহেন, এ কথা সায়ণাচার্য্যও স্বীকার করিতেছেন। আমরা তো আমাদিগের ব্যাখ্যাতে সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগকে আধিব্যাধির চিকিৎসক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। নিরুক্তকারও দ্যুলোকে জ্যোতিঃ সৃষ্টির উল্লেখ করিয়া, প্রকারান্তরে আমাদিগেরই সমর্থন করিয়াছেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাঁহাদিগের গবেষণায় অনেক উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিবেন। প্রথমতঃ, এই মন্ত্রের লিখিত সময়ে কৃষি-কার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, আর্য্যেরা লাঙ্গল ব্যবহার করিতেন; দ্বিতীয়তঃ, তখন ভারতে দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল, পরাজিত দস্যুদিগকে দাস-রূপে ব্যবহার করা হইত, ('দস্রৌ' শত্রূণাং দাসয়িতারৌ—নিরুক্তঃ); তৃতীয়তঃ, 'আর্য্য' শব্দ তখনও গৌরবার্থক ছিল; আর্য্য ও দস্যুদিগের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। তারপর, এই মন্ত্রের সময় আর্য্যেরা একটা বড় রকমের জয়লাভ করিয়াছিলেন। তখনও দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব আর্য্যেরা জানিতেন। 'বজ্র' নামক অস্ত্র অশ্বিদ্বয় ব্যবহার করিতেন। পরবর্ত্তী কালের ন্যায় তাহা তখনও ইন্দ্রের একচেটিয়া অধিকারে আসে নাই। আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই পরিস্ফুট হইবে॥ (১ম—১১৭সূ—২১ঋ)॥

### দ্বাবিংশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। দ্বাবিংশী ঋক্।)

আথর্ব্বণায়াশ্বিনা দধীচেঽশ্ব্যং শিরঃ
প্রত্যৈরয়তং।
স বাং মধু প্র বোচদৃতায়ন্ত্বাষ্ট্রং
যদ্দস্রাবপিকক্ষ্যং বাং ॥ ২২ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

আথর্ব্বণায়। অশ্বিনা। দধীচে। অশ্ব্যং। শিরঃ।
প্রতি। ঐরয়তং।
সঃ। বাং। মধু। প্র। বোচৎ। ঋতঽয়ন্। ত্বাষ্ট্রং।
যৎ। দস্রৌ। অপিঽকক্ষ্যং। বাং ॥ ২২ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) 'দধীচে' ( ধারণশীলায়—সত্যস্য ইতি যাবৎ ) 'আথর্ব্বণায়' ( মঙ্গলমার্গগামিনায় সাধকায় ) 'অশ্ব্যং শিরঃ' ( ব্যাপকজ্ঞানস্য শ্রেষ্ঠাংশং—পরাজ্ঞানং ) যুবাং 'প্রত্যৈরয়তং' ( কথয়থঃ, প্রযচ্ছথঃ ); ধারণশীলঃ সাধকঃ পরাজ্ঞানং লভিতুং সমর্থঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'দস্রৌ' ( সদ্বস্তুদর্শনীয়ৌ হে দেবৌ ) 'ঋতয়ন্' ( সত্যামিচ্ছন্ ) 'সঃ' ( সাধকঃ ) 'বাং' ( যুবয়োঃ ) 'যৎ ত্বাষ্ট্রং' ( যৎ জ্যোতির্ম্ময়ং ) 'মধু' ( অমৃতং, জ্ঞানং ) 'প্রবোচৎ' ( কথয়তি ), 'বাং' ( যুবয়োঃ সম্বন্ধিনং তৎ জ্ঞানং ) 'অপি কক্ষ্যং' ( পাপিনে মহ্যং অপি প্রযচ্ছতং ইতি ভাবঃ )। সত্যশীলঃ সাধকঃ যৎ জ্ঞানং লভতে অনুকম্পয়া পাপিনে মহ্যং তৎ জ্ঞানং প্রযচ্ছতং—ইতি ভাবঃ ॥ ( ১ম—১১৭সূ - ২২ঋ ) ॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! সত্যের ধারণশীল মঙ্গলমার্গগামী সাধককে আপনারা ব্যাপক-জ্ঞানের শ্রেষ্ঠাংশ পরাজ্ঞান দান করিয়া থাকেন; ( ভাব এই যে,—ধারণশীল সাধক পরাজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন ); সদ্বস্তুর দর্শনকারী হে দেবদ্বয়! সত্যকামী সাধক আপনাদিগের যে জ্যোতির্ম্ময় অমৃতের ( জ্ঞানের ) কথা বলিয়া থাকেন, আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সেই জ্ঞান, পাপী আমাকেও দান করুন; ( ভাব এই যে,—সত্যশীল সাধক যে জ্ঞান লাভ করেন, অনুকম্পা করিয়া পাপী আমাকেও সেই জ্ঞান দান করুন। ) ॥ ( ১ম—১১৭সূ—২২ঋ ) ॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

তদ্বাং নরা সনয় ইত্যত্রোক্তমাখ্যানমিহাপ্যনুসন্ধেয়ং ( ঋ০ স০ ১।৮।১০ )। হে অশ্বিনৌ আথর্বণায়াথর্বণঃ পুত্রায় দধীচে দধ্যঙ্ নাম্নে মহর্ষয়েঽশ্ব্যমশ্বস্য সম্বন্ধি শিরঃ প্রত্যৈরয়তং প্রত্যধত্তং। তদীয়ং মানুষং শিরঃ প্রচ্ছিদ্যান্যত্র বিধায়াশ্ব্যেন শিরসা তমৃষিং সমযোজয়তমিত্যর্থঃ। স চ বাং যুবাভ্যাং প্রবর্গ্যবিদ্যাং মধুবিদ্যাং চ বক্ষ্যামীতি পুরা কৃতাং প্রতিজ্ঞাং ঋতায়ন্ সত্যামাত্মন ইচ্ছন্ মধু মধুবিদ্যাং ত্বাষ্ট্রঃ ত্বষ্টুরিন্দ্রাল্লব্ধং প্রবোচৎ প্রোক্তবান। হে দস্রা দর্শনীয়াবশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধি তদপি কক্ষ্যং ছিন্নস্য যজ্ঞশিরসঃ কক্ষপ্রদেশেন পুনঃ সন্ধানভূতং প্রবর্গ্যবিদ্যাখ্যং রহস্যং বাং যুবাভ্যাং প্রাবোচদিত্যর্থঃ॥

দধীচে। অঞ্চতেঋত্বিগিত্যাদিনা ক্বিন্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। চতুর্থ্যেকবচনেঽচ

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'তদ্বাং নরা সনয়ঃ' ( ঋ০ স০ ১ ৮।১০ ) ইত্যাদি উক্ত আখ্যান এখানেও অনুসন্ধেয়। হে 'অশ্বিনা' অশ্বিদ্বয়! 'আথর্ব্বণায়' অথর্ব্বের পুত্র 'দধীচে' দধ্যঙ্-নামক মহর্ষিকে 'অশ্ব্যং' অশ্বের সম্বন্ধীয় 'শিরঃ' শির 'প্রত্যৈরয়তং' প্রতিদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মানুষের শির ছেদন করিয়া অন্যবিধ অশ্বের শিরের দ্বারা সেই ঋষিকে সংযোজন করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। 'সঃ' এবং তিনি 'বাং' 'আপনাদিগকে প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা বলিব' এই পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞাকে 'ঋতায়ন্' আপনার সত্য ইচ্ছা করিয়া 'মধু' মধুবিদ্যা 'ত্বাষ্ট্রঃ' ত্বষ্টা ইন্দ্রের নিকট হইতে লব্ধ 'প্রবোচৎ' বলিয়াছিলেন। হে 'দস্রৌ' দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়! 'বাং' আপনাদিগের সম্বন্ধে তাহা 'অপিকক্ষ্যং' ছিন্ন যজ্ঞ-শিরের কক্ষ প্রদেশের দ্বারা পুনঃ সন্ধানভূত প্রবর্গ্যবিদ্যা নামক রহস্য তাহাও 'বাং' আপনাদিগের দুইজনকে বলিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ।

দধীচে। অঞ্চতি'র ( অঞ্চ-ধাতুতে ) 'ঋত্বিক্' ইত্যাদির দ্বারা ক্বিন্। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি সূত্রে ন-লোপ। চতুর্থীর একবচনে 'অ চ' ইত্যাদি সূত্রে অ-কার লোপে 'চৌ' ইত্যাদি সূত্রে

ইত্যাকারলোপে চাবিতি দীর্ঘত্বং। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্ত্যুদাত্তত্বে প্রাপ্তে তস্যাপবাদত্বেন চাবিতি বিভক্তেঃ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং প্রাপ্তং। তস্যাপ্যয়মপবাদঃ। অঞ্চেশ্ছন্দস্য সর্ব্বনামস্থানমিতি বিভক্ত্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—১১৭সূ—২২ঋ)॥

## দ্বাবিংশ (১৩০৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটীর প্রথমাংশে সত্য-খ্যাপন ও অপরাংশে প্রার্থনা আছে। কোনও বিষয় লাভ করিতে হইলে, তাহার উপযুক্ত হওয়া চাই—তাহা রক্ষা করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। তাই বলা হইয়াছে—'ধারণশীল সাধক জ্ঞান লাভ করেন'; যিনি শম-দমাদি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনিই সত্য ধারণ করিতে পারেন। আমাদিগের প্রত্যেকের নিকটই কোন-না-কোন-রূপে সত্য ধরা দিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদিগের শক্তি নাই বলিয়া সত্যকে আমরা ধরিয়া রাখিতে পারি না,—জীবন সত্যময় হইয়া উঠে না। ভগবান্ তো আমাদিগের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ান; আমরাই যে দুর্ব্বলতার ও অজ্ঞানতার খিল দুয়ারে আঁটিয়া দিয়াছি, তাই তাঁহাকে পাই না।

সাধক সেই দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া দয়াময়কে ডাকিতেছেন,—'এস প্রভু, এই বন্ধ দুয়ার ভাঙ্গিয়া ফেল। তুমি নিজে হইতে আসিয়া ধরা না দিলে, আমরা কি তোমার সন্ধান পাইব? আর সন্ধান মিলিলেও তোমাকে বরণ করিয়া লইবার শক্তিও যে নাই। সেই শক্তি দাও, সেই ধারণা-ক্ষমতা দাও,—যদ্দ্বারা তোমার দেওয়া অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারি; জীবন হইতে অসত্য, দুর্ব্বলতা মুছিয়া ফেল,—তোমার কৃপা আমার জীবনকে সার্থক করিয়া তুলুক;—'মুছে যাক পাপ তাপ তোমার পরশে।'

প্রচলিত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদিগের অভিমত পূর্ব্বে (১১৬ সূক্তের দ্বাদশ ঋকের বিশদার্থে) আমরা আলোচনা করিয়াছি। 'দধীচে' ও 'আথর্ব্বণায়' প্রভৃতি পদের মর্ম্ম পূর্ব্বাপর মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই উপলব্ধ হইবে। (১ম—১১৭সূ—২২ঋ)॥

---

দীর্ঘত্ব। উদাত্তনিবৃত্তি স্বরের দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার অপবাদত্বের দ্বারা 'চৌ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির পূর্ব্বের উদাত্তত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার এই অপবাদ। 'অঞ্চেশ্ছন্দস্য সর্ব্বনামস্থানং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব॥ (১ম—১১৭সূ—২২ঋ)॥

### ত্রয়োবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। ত্রয়োবিংশী ঋক্।)

সদা কবী সুমতিমা চকে বাং বিশ্বা
ধিয়ো অশ্বিনা প্রাবতং মে।
অস্মে রয়িং নাসত্যা বৃহন্তমপত্যসাচং
শ্রুত্যং ররাথাং ॥ ২৩ ॥

◆

### পদ-বিশ্লেষণং।

সদা। কবী ইতি। সুঽমতিং। আ। চকে। বাং। বিশ্বাঃ।
ধিয়ঃ। অশ্বিনা। প্র। অবতং। মে।
অস্মে ইতি। রয়িং। নাসত্যা। বৃহন্তং। অপত্যঽসাচং।
শ্রুত্যং। ররাথাং ॥ ২৩ ॥

◆

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবী' (সর্ব্বান্তর্য্যামিনৌ হে দেবৌ) অহং 'বাং' (যুবয়োঃ সকাশাৎ ইত্যর্থঃ) 'সুমতিং' (শোভনাং মতিং, ভক্তিবিমিশ্রাং বুদ্ধিং) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্ববিধানি) 'ধিয়ঃ' (জ্ঞানানি, যদ্বা—সৎকর্ম্মাণি যুষ্মদীয়ারাধনাত্মকানি ইতি যাবৎ) 'সদা' (সর্ব্বদা) 'আচকে' (আভিমুখ্যেন প্রার্থয়ে); 'অশ্বিনা' (বাহ্যাভ্যন্তরব্যাধিবারকৌ হে দেবৌ) যুবাং 'মে' (ময়ি) 'প্রাবতং' (তানি প্রকর্ষেণ রক্ষতং, মম হৃদ্দেশে তদ্বিষয়কং জ্ঞানং সংস্থাপ্য উত্তরোত্তরং বর্দ্ধয়তং ইত্যর্থঃ); 'নাসত্যা' (সত্যপ্রাপকৌ হে দেবৌ) যুবাং 'অপত্যসাচং' (পুত্রাদিভিঃ সমবেতং, শুদ্ধসত্ত্বাদিযুক্তং) 'শ্রুত্যং' (প্রশংসনীয়ং) 'বৃহন্তং' (মহান্তং প্রচুরং) 'রয়িং' (ধনং) 'অস্মে'

( অস্মভ্যং ) 'রয়াণাং' ( প্রযচ্ছতং )। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ— সত্যপ্রাপকৌ সর্ব্বজ্ঞৌ হে দেবৌ ভক্তিমিশ্রাং বুদ্ধিং সর্ব্ববিধানি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানানি জন্মজরামরণাদিদুঃখাপহারকং সত্যস্বরূপং পরমধনং চ যুবাং অস্মভ্যং বিতরতং॥ ( ১ম ১১৭সূ - ২৩ঋ ) ॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বান্তর্য্যামী হে দেবদ্বয়! আমি আপনাদিগের নিকট হইতে ভক্তি-মিশ্রিতা বুদ্ধিকে এবং সর্ব্ববিধ জ্ঞানকে অথবা আপনাদিগের আরাধনা-মূলক সৎকর্ম্মসমূহকে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি; বাহ্যাভ্যন্তরব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাতে সেই কর্ম্মসকলকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন ( অর্থাৎ আমার হৃৎপ্রদেশে শুদ্ধিময়ক জ্ঞান সংস্থাপিত করতঃ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করুন ); সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! আপনারা, শুদ্ধসত্ত্বাদিযুক্ত প্রশংসনীয় পরম ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্য-প্রাপক সর্ব্বজ্ঞ হে দেবদ্বয়! ভক্তিমিশ্রিতা বুদ্ধি, সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠান এবং জন্মজরাদিদুঃখনাশক সত্যস্বরূপ পরমধন আপনারা আমাদিগকে বিতরণ করুন )॥ ( ১ম—১১৭সূ—২৩ঋ )॥

• • •

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে কবী ক্রান্তদর্শিনৌ মেধাবিনাবশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ সুমতিং কল্যাণীমনুগ্রহাত্মিকাং বুদ্ধিং সদা সর্ব্বদাচকে। আভিমুখ্যেন প্রার্থয়ে। মে মদীয়ানি বিশ্বা ধিয়ঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি যুবাং প্রাবতং। প্রকর্ষেণ রক্ষতং। অপিচ। অস্মে অস্মভ্যং হে নাসত্যাবশ্বিনৌ বৃহন্তং মহান্তমপত্যসাচমপত্যৈঃ পুত্রাদিভিঃ সমবেতং শ্রুত্যং প্রশংসনীয়মুৎকৃষ্টং রয়িং ধনং রয়াণাং প্রযচ্ছতং॥

চকে। কৈ গৈ শব্দে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। লিটুত্তমৈকবচনে রূপং। অস্মে। সুপাং সুলুগিতি চতুর্থীবহুবচনস্য শে আদেশঃ। অপত্যসাচং। অপত্যৈঃ সহ সেচতে

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'কবী' ক্রান্তদর্শী মেধাবী অশ্বিদেবদ্বয়! 'বাং' আপনাদিগের 'সুমতিং' কল্যাণী অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধিকে 'সদা' সর্ব্বদা 'আ চকে' আভিমুখ্যে প্রার্থনা করি। 'মে' আমার 'বিশ্বাঃ ধিয়ঃ' সকল কর্ম্মসমূহ আপনারা 'প্র অবতং' প্রকর্ষের দ্বারা রক্ষা করুন। অপিচ, 'অস্মে' আমাদিগের মধ্যে, হে 'নাসত্যা' অশ্বিদেবদ্বয়! 'বৃহন্তং' মহৎ 'অপত্যসাচং' অপত্য দ্বারা পুত্রাদির দ্বারা সমবেত 'শ্রুত্যং' প্রশংসনীয় উৎকৃষ্ট 'রয়িং' ধন 'রয়াণাং' প্রদান করুন।

চকে। কৈ এবং গৈ-ধাতু শব্দার্থক। ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনেপদ। লিটের উত্তম-পুরুষের একবচনের রূপ। অস্মে। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে চতুর্থীর বহুবচনের শে-আদেশ। অপত্যসাচং। 'অপত্যৈঃ সহ সেচতে সঙ্গচ্ছতে' ইত্যাদি বাক্যে অপত্যসাচ্ পদ

সঙ্গচ্ছত ইত্যপত্যসাচ্। ছান্দসো ঘিঃ। শ্রুত্যং। শ্রুতিঃ স্তুতিঃ। তত্র ভবং শ্রুত্যং। ভবে ছন্দসীতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ররাথাং। রা দানে। লোটি ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ॥ (১ম—১১৭সূ—২৩ঋ)॥

• • •

## ত্রয়োবিংশ (১৩০৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী প্রার্থনা মূলক। ইহার তিন অংশে তিন প্রকার প্রার্থনার ভাব স্থান পাইয়াছে। প্রথমাংশের প্রার্থনা,—'সর্ব্বান্তর্য্যামী হে দেবদ্বয়! আমি আপনাদিগের নিকট হইতে ভক্তিমিশ্রিতা বুদ্ধি এবং যুষ্মদীয় আরাধনা-মূলক সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্ম সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি।' এই প্রার্থনাতে বুঝা যায়, দেবতাকে সর্ব্বান্তর্য্যামী ও নিখিলকামনাপূরক বলিয়া জানিতে পারিয়া, প্রার্থনাকারী এখানে সাধকদিগের একান্তকাম্য দুইটী বস্তু প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথম বস্তু—ভক্তিমিশ্রিতা বুদ্ধি। দ্বিতীয় বস্তু—দেবতার আরাধনাবিষয়ক সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান। দ্বিতীয়াংশের প্রার্থনার মর্ম্ম,—'বাহ্যাভ্যন্তর-ব্যাধিবারক হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাকে প্রাগুক্ত কাম্যবস্তু দান করতঃ আমার হৃৎপ্রদেশে তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করুন।' দেবদত্ত বস্তু যদি কোনপ্রকার দুর্দ্দৈবঘটিত কর্ম্মাবর্ত্তনে নিমজ্জিত হইয়া যায়; তাই তিনি দেবতাকে জানাইতেছেন,—'হে দেব! তাহা 'প্রাবতং'—প্রকৃষ্টরূপে পালন করুন—ক্রমশঃ বাড়াইতেই থাকুন।' পরিশেষে তৃতীয়াংশে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! আপনারা শুদ্ধসত্ত্বাদিযুক্ত পরমধন আমাদিগকে প্রদান করুন।' এখানে দেবতার সম্বোধনে বলিতেছেন—'নাসত্য—অসত্যরহিত—সত্যপ্রাপক।' অতএব এখানকার কাম্য একমাত্র সত্যধন, ইহা সহজেই অনুমেয়। এই ধন-সম্বন্ধে মন্ত্রে যে কয়েকটী বিশেষণ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা একমাত্র সত্য-স্বরূপ—জন্মজরাদিদুঃখনাশক পরমনিঃশ্রেয়সপ্রদ পরম ধনেরই জ্ঞাপক। মন্ত্র এবম্বিধ প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ করিতেছে॥ (১ম—১১৭সূ—২৩ঋ)॥

---

-ত্যয়। ছান্দসে ঘি-প্রত্যয়। শ্রুত্যং। 'ভবে ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। 'যতোঽনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। ররাথাং। রা-ধাতু দানার্থক। লোটে ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনে-পদ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের স্থানে শ্লুঃ॥ (১ম—১১৭সূ—২৩ঋ)॥

• • •

### চতুর্ব্বিংশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্ব্বিংশী ঋক্।)

হিরণ্যহস্তমশ্বিনা ররাণা পুত্রং নরা
বধ্রিমত্যা অদত্তং।
ত্রিধা হ শ্যাবমশ্বিনা বিকস্তমুজ্জীবস
ঐরয়তং সুদানূ ॥ ২৪ ॥

• • •

### পদ-বিশ্লেষণং।

হিরণ্যঽহস্তং। অশ্বিনা। ররাণা। পুত্রং। নরা।
বধ্রিঽমত্যা। অদত্তং।
ত্রিধা। হ। শ্যাবং। অশ্বিনা। বিঽকস্তং। উৎ। জীবসে।
ঐরয়তং। সুদানূ ইতি সুঽদানূ ॥ ২৪ ॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ররাণা' (রমণীয়ধনদাতারৌ) 'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ) 'নরা' (সৎপথি পরিচালকৌ হে দেবৌ) যুবাং 'বধ্রিগত্যা' (বধ্রিমত্যৈ, সুবুদ্ধিযুক্তায় জনায়) 'হিরণ্যহস্তং' (হিরণ্যৌ সৎকর্ম্মসাধকৌ হস্তৌ যস্য তথাবিধং, সৎকর্ম্মসাধনসমর্থং ইত্যর্থঃ) 'পুত্রং' (সৎকর্ম্মণো জাতং, শুদ্ধসত্ত্বং ইতি শেষঃ) 'অদত্তং' (প্রযচ্ছথঃ); হে দেবৌ যুবাং সুবুদ্ধিযুক্তস্য জনস্য হৃদি সদনুষ্ঠানক্ষমং শুদ্ধসত্ত্বং বিতরথঃ—ইতি ভাবঃ; 'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ) 'সুদানূ' (পরমধনদাতারৌ হে দেবৌ) যুবাং 'ত্রিধা' (ত্রিভিঃ, জন্মজরামরণরূপৈঃ শত্রুভিঃ ইত্যর্থঃ) 'বিকস্তং' (বিচ্ছিন্নং, পুনঃ পুনর্গ্রস্তং) 'শ্যাবং' (মলিনতাপ্রাপ্তং

জীবং) 'জীবসে' (জীবনায়, সত্যসন্ধানপ্রাপ্ত্যর্থং) 'হ' (নিশ্চিতং) 'উৎ ঐরয়তং' (জ্ঞানালোকপ্রদানেন ঊর্দ্ধং নয়থঃ)। পরমধনদাতারৌ হে দেবৌ যুবাং জন্মজরামরণগ্রস্তং জনং পুনর্জন্মপ্রদাৎ সংসারাৎ উদ্ধরথঃ—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১১৭সূ - ২৪ঋ)॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

রমণীয় ধনদাতা, আধিব্যাধিনাশক, সন্মার্গে পরিচালক হে দেবদ্বয়! আপনারা সুবুদ্ধিযুক্ত মনুষ্যকে সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করিয়া থাকেন; (ভাবার্থ এই,—হে দেবদ্বয়! আপনারা সুবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির হৃদয়ে সদনুষ্ঠানসক্ষম শুদ্ধসত্ত্ব বিতরণ করিয়া থাকেন); আধিব্যাধিনাশক পরমধনদাতা হে দেবদ্বয়! আপনারা জন্মজরামরণ-রূপ তিন প্রকার শত্রু কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃগ্রস্ত মালিন্য-প্রাপ্ত জীবকে সত্যসন্ধানপ্রাপ্তির নিমিত্ত জ্ঞানালোক প্রদান করতঃ নিশ্চয়ই ঊর্দ্ধদেশে উত্তোলিত করেন; (ভাব এই যে,—পরমধনদাতা হে দেবদ্বয়! আপনারা জন্মজরামরণগ্রস্ত জনকে পুনর্জন্মপ্রদ সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।)॥ (১ম—১১৭সূ—২৪ঋ)॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

রয়াণা রমমাণৌ দাতারৌ বা নরা নেতারৌ হে অশ্বিনৌ হিরণ্যহস্তং নাম পুত্রং বধ্রিমত্যা এতৎসংজ্ঞায়ৈ ব্রহ্মবাদিন্যৈ অদত্তং প্রাযচ্ছতং। অপিচ হে সুদানূ শোভনদানাবশ্বিনৌ ত্রিধা ত্রেধা বিকস্তং বিচ্ছিন্নং শ্যাবাখ্যমৃষিং জীবসে জীবিতুমুদৈরয়তং। অসুরৈস্ত্রেধা খণ্ডিতং শরীরং পুনরেকীকৃত্যোদগময়তমিত্যর্থঃ॥

রয়াণা। রমতেঃ শানচি বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। ব্যত্যয়েন মকারস্যাত্বং। রাতের্বা

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'রয়াণা' রমমাণ বা দাতা 'নরা' নেতা হে অশ্বিদ্বয়! 'হিরণ্যহস্তং' হিরণ্যহস্ত-নামক পুত্রকে 'বধ্রিমত্যাঃ' এতৎসংজ্ঞক ব্রহ্মবাদীকে 'অদত্তং' প্রদান করিয়াছিলেন। অপিচ, হে 'সুদানূ' শোভনদাতা অশ্বিদ্বয়! 'ত্রিধা' তিন ভাগে 'বিকস্তং' বিচ্ছিন্ন 'শ্যাবং' শ্যাবাখ্য ঋষিকে 'জীবসে' বাঁচিবার জন্য 'উৎ ঐরয়তং' অসুরগণ কর্ত্তৃক তিন ভাগে খণ্ডিত শরীর পুনঃ এক করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন—ইহাই অর্থ।

রয়াণা। রমতি'র (রম ধাতুর) শানচে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপ-স্থানে শ্লু। ব্যত্যয়ের দ্বারা ম-কারের আত্ব। অথবা রাতি'র (রা-ধাতুর) ব্যত্যয়ের দ্বারা শানচ্।

ব্যত্যয়েন শানচ্। পূর্ব্ববৎ শ্লুঃ। বধ্রিমত্যাঃ। চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসীতি ষষ্ঠী। জীবসে। জীব প্রাণধারণে। তুমর্থে সেসেনিত্যসেপ্রত্যয়ঃ॥ (১ম—১১৭সূ—২৪ঋ)॥

## চতুর্ব্বিংশ (১৩০৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টী দেবতার মহিমা-ব্যাপক। মন্ত্রটীর অন্তর্নিহিত কয়েকটী বিশেষণের মধ্যে 'ররাণা' বিশেষণটী দেবমাহাত্ম্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে। ভাষ্যকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—'রমণীয়ৌ দাতারৌ বা।' আমরা অর্থ করিয়াছি—'রমণীয়ধনদাতারৌ'। রমণীয় ধন কি?—যে ধন অতিশয় আনন্দ-প্রদায়ক। অনিত্য কামকাঞ্চনাদি বিষয়ভোগজাত আনন্দ 'রমণীয়' বিশেষণের স্থল হইতে পারে না। ইহা সেই ভূমা আনন্দেরই সমর্থক।

এই ঋক্‌টী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে দেবতার অনুগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে,—'রমণীয়ধনদাতা নেতৃস্থানীয় হে দেবদ্বয়! আপনারা সুবুদ্ধিযুক্ত মনুষ্যকে সৎকর্ম্মসাধক-শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করিয়া থাকেন।' এই অংশের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকার বধ্রিমতীর হিরণ্যপাণি-নামক পুত্রলাভের বিষয় অবতারিত করিয়াছেন। আমরা কিন্তু 'হিরণ্যহস্তং' পদের অর্থে হিরণ্য অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক হস্তদ্বয় যাঁহার, তাঁহাকেই লক্ষ্য করি। ইহাতে উহা সমীচীন ভাবেই শুদ্ধসত্ত্বের দ্যোতক হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষাংশ ব্যক্ত করিতেছে,—'মানুষ সুচিরকাল হইতে জন্মজরামরণ-রূপ তিনটী শত্রুর কবলে পুনঃপুনঃ গ্রস্ত হইয়া বারম্বার অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া শ্যাবত্বই প্রাপ্ত হইতেছে। একমাত্র এই দেবতাই এবম্বিধ জনগণকে জ্ঞানালোক প্রদান করতঃ যাতনাপ্রদ সংসার হইতে উদ্ধার করেন,—তাহাদিগকে মিথ্যা ঐন্দ্রজালিক বিভ্রান্তি হইতে সত্যের সন্ধান দেখাইয়া দেন। ত্রিতাপতপ্ত জীবগণও দেবানুগ্রহে চরিতার্থ হইয়া যায়।' মন্ত্র হইতে এইরূপ ভাবই অধিগত হওয়া যায়। প্রচলিত অর্থে, সেকালে বিজ্ঞানের চরমোন্নতি—ত্রিধা-কর্ত্তিত দেহের একত্র সমাবেশে জীবন-দান—প্রতিপন্ন হয়। (১ম—১১৭সূ—২৪ঋ)।

---

পূর্ব্বের ন্যায় শ্লু। বধ্রিমত্যাঃ। চতুর্থ্যর্থে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠী। জীবসে। জীব-ধাতু প্রাণধারণার্থক। 'তুমর্থে সেসেন্' ইত্যাদি সূত্রে অসে-প্রত্যয়॥ (১ম-১১৭সূ—২৪ঋ)॥

## পঞ্চবিংশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চবিংশী ঋক্। )

এতানি বামশ্বিনা বীর্য্যাণি প্র
পূর্ব্ব্যাণ্যায়বোঽবোচন্।
ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো বৃষণা যুবভ্যাং সুবীরাসো
বিদথমা বদেম ॥ ২৫ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

এতানি। বাং। অশ্বিনা। বীর্য্যাণি। প্র। পূর্ব্ব্যাণি।
আয়বঃ। অবোচন্।
ব্রহ্ম। কৃণ্বন্তঃ। বৃষণা। যুবৎভ্যাং। সুৎবীরাসঃ।
বিদথং। আ। বদেম ॥ ২৫ ॥

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' ( বাহ্যাভ্যন্তরব্যাধিবারকৌ হে দেবৌ ) 'বাং' ( যুবাভ্যাং ) 'পূর্ব্ব্যাণি' ( পূর্ব্বানুষ্ঠিতানি, নিত্যকৃতানি, চিরন্তনান্ সাধকান্ উদ্দিশ্য অনুষ্ঠিতানি ইত্যর্থঃ ) 'এতানি' ( সমনন্তরোক্তানি ) 'বীর্য্যাণি' ( সাধনমার্গানুকূলকর্ম্মাণি ) 'আয়বঃ' ( দীর্ঘায়ুষঃ—সাধকাঃ ইত্যর্থঃ ) 'প্র অবোচন্' ( প্রকৃষ্টরূপেণ অনুসরন্তি ); হে দেবৌ যুষ্মদীয়ং প্রদর্শিতং সৎকর্ম্ম জ্ঞানিনঃ সদৈবানুসরন্তি ইতি ভাবঃ; 'বৃষণা' ( অভীষ্টবর্ষকৌ হে দেবৌ ) 'যুবভ্যাং' ( যুবাভ্যাং—প্রদর্শিতং প্রদত্তং বা ইতি যাবৎ ) 'ব্রহ্ম' ( পরমেশ্বরং, যদ্বা—জ্ঞানমূলকং সদনুষ্ঠানং ) 'কৃণ্বন্তঃ' ( কুর্ব্বন্তঃ, অনুসরন্তঃ ) 'সুবীরাসঃ' ( শুদ্ধসত্ত্ববন্তঃ সাধকাঃ ) 'বিদথং'

( বিদন্তি; যুবয়োঃ স্বরূপং জানন্তি ইত্যর্থঃ ) ; তথা 'আ বদেম' ( যুষ্মদীয়াং স্তুতিং উচ্চারয়ামঃ, যথা বয়মপি তজ্‌জ্ঞানসম্পন্নাঃ ভবামঃ তদ্‌ বিধত্তং—ইতি ভাবঃ )। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যুষ্মৎপ্রদর্শিতং সদনুষ্ঠানমনুসরন্তঃ সাধকাঃ যুবাং জ্ঞাতুং সমর্থা ভবন্তি, অস্মভ্যমপি তদনুষ্ঠানসামর্থ্যং প্রযচ্ছতং। ( ১ম-১১৭সূ—২৫ঋ )॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

বাহ্যাভ্যন্তরব্যাধিবারক হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের দ্বারা নিত্যকৃত, ( চিরন্তন সাধকগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ) পরম্পরাক্রমে উক্ত, সাধনমার্গানুকূল কর্ম্মনিবহকে—সাধকগণ প্রকৃষ্টরূপে অনুসরণ করিয়া থাকেন; ( ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের প্রদর্শিত সৎকর্ম্ম জ্ঞানিগণ সর্ব্বদাই অনুসরণ করিয়া থাকেন ); অভীষ্টবর্ষক হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের প্রদত্ত জ্ঞানমূলক সদনুষ্ঠানের ( আপনাদিগের প্রদর্শিত পরমেশ্বরের ) অনুসরণকারী শুদ্ধসত্ত্ববিশিষ্ট সাধকগণ আপনাদিগের স্বরূপ জ্ঞাত আছেন; আমরাও যাহাতে সেইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারি, তাহা বিহিত করুন; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যুষ্মৎপ্রদর্শিত সদনুষ্ঠানানুসরণকারী সাধকগণ আপনাদিগকে জানিতে সমর্থ হয়েন; আমাদিগকেও সেই সদনুষ্ঠানসামর্থ্য প্রদান করুন। ) ॥ ( ১ম—১১৭সূ—২৫ঋ ) ॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধীনি পূর্ব্ব্যাণি প্রত্নান্যেতানীদানীং ময়োক্তানি বীর্য্যাণি। বীরকর্ম্মাণ্যায়বো মনুষ্যা মদীয়াঃ পিত্রাদয়ঃ প্রাবোচন্ উক্তবন্তঃ। বয়ং চ হে বৃষণা কামাভিবর্ষকাবশ্বিনৌ যুবাভ্যাং ব্রহ্ম মন্ত্রাত্মকং স্তোত্রং কৃণ্বন্তঃ কুর্ব্বন্তঃ সুবীরাসঃ সুবীরাঃ শোভনৈর্ব্বীরৈঃ পুত্রাদিভিরুপেতাঃ সন্তো বিদথং যজ্ঞমাবদেম। আভিমুখ্যেন স্তোত্রমুচ্চারয়াম।

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অশ্বিনা' হে অশ্বিদ্বয়! 'বাং' আপনাদিগের সম্বন্ধীয় 'পূর্ব্ব্যাণি' পুরাতন 'এতানি' এখন আমা-কর্ত্তৃক উক্ত 'বীর্য্যাণি বীরকর্ম্মসমূহ 'আয়বঃ' মনুষ্যগণ আমার পিতৃগণ 'প্রাবোচন্' বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও হে 'বৃষণা' কামাভিবর্ষক অশ্বিদ্বয়! 'যুবাভ্যাং' আপনাদিগের 'ব্রহ্ম' মন্ত্রাত্মক স্তোত্র 'কৃণ্বন্তঃ করিয়া 'সুবীরাসঃ' সুবীর শোভনবীর পুত্রাদির সহিত উপেত হইয়া 'বিদথং' যজ্ঞে 'আবদেম' আভিমুখ্যে স্তোত্র উচ্চারণ করি। অথবা, 'বিদথং'

ষয়া বিদথং বেদয়ন্তমতিথিং তদপেক্ষিতপ্রদানেনাবদেম। আভিমুখ্যেন প্রিয়পূর্ব্বিকাং বাচমুচ্চারয়াম ॥

কৃণ্বন্তঃ। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। ইদিত্বান্নুম্। লটঃ শতৃ। ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চেত্যু-প্রত্যয়ঃ। অকারান্তাদেশশ্চ। অতো লোপে সতি স্থানিবদ্ভাবাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। সুবীরাসঃ। শোভনা বীরা যেষাং তে তথোক্তাঃ। আজ্জসেরসুক্। বীরবীর্য্যৌ চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। বিদথং। বিদ জ্ঞানে। রুবিদিভ্যাং কিদিত্যথপ্রত্যয়ঃ॥ (১ম - ১১৭সূ—২৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে সপ্তদশো বর্গঃ ॥ ১৮.১৭ ॥

## পঞ্চবিংশ (১৩০৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে মনুষ্যরূপী অশ্বিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া ঋষিগণ যেন বলিতেছেন,—'আপনাদিগের অলৌকিক কর্ম্মসমূহ আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; বীরপুত্র ও ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া, এখন আমরাও কীর্ত্তন করিলাম।' উহার ভাব এই যে,—'আপনাদিগের কৃপায় আমরা যেন চিরকালই বীর্য্যবান্ পুত্র ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হই।'

কিন্তু আমাদিগের মতে, মন্ত্রে নিত্যসত্য-তত্ত্ব ও প্রার্থনা, প্রকাশ পাইয়াছে। দেবতার আরাধনাতে মানুষ দেবত্বের—দেবভাবের অধিকারী হইতে সমর্থ হয়। দেবতাকে জানা—হৃদয়ে দেবভাব উপচিত হওয়া। মন্ত্র এই সুগভীর রহস্য প্রকাশ করিতেছে। এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য প্রথমাংশে সাধক বলিতেছেন,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা সাধকদিগের হিতার্থে

---

অতিথিকে জানিয়া তাহার অপেক্ষিত প্রদানের দ্বারা 'আবদেম' আভিমুখ্যে প্রিয়পূর্ব্বক বাক্য উচ্চারণ করিব।

কৃণ্বন্তঃ। কৃবি-ধাতু হিংসা এবং করণার্থক। ইদিত্ব-হেতু নুম্। লটে শতৃ-প্রত্যয়। 'ধিন্বি কৃণ্ব্যোরচ্চ' ইত্যাদি সূত্রে উ-প্রত্যয় এবং আকারান্ত আদেশ। 'অতো লোপ' হইতে স্থানিবদ্ভাব-হেতু লঘু উপধার গুণের অভাব। সুবীরাসঃ। শোভন বীরগণ যাহাদের তাহারা। 'আজ্জসেরসুক্' ইত্যাদি সূত্রে অসুক্-প্রত্যয়। 'বীরবীর্য্যৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব। বিদথং। বিদ-ধাতু জ্ঞানার্থক। 'রুবিদিভ্যাং কিৎ' ইত্যাদি সূত্রে অথ-প্রত্যয়। (১ম—১১৭সূ—২৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তদশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮.১৭ ॥

সাধনমার্গানুকূল সামর্থ্য সাধক-হৃদয়ে প্রদান করিয়া থাকেন এবং সাধকগণও ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা-সহকারে সেই দেবদত্ত সামর্থ্যের অনুসরণ করিতে থাকেন।' এ অংশে সাধকের ভক্তিবিশ্বাসের দার্ঢ্য এবং সদনুষ্ঠানতৎপরতা প্রতীত হয়।

দ্বিতীয়াংশের মর্ম্ম,—ঐরূপ কর্ম্মতৎপরতার ফল দেবতাকে তত্ত্বতঃ অধিগত হওয়া। এই অবস্থাতেই সাধক ও সাধ্য—উপাসক মনুষ্য ও উপাস্য দেবতা—এক অভিন্ন হইয়া যায়। দেব-প্রদত্ত ভাবসমূহের প্রভাবে ঐহিক কামকাঞ্চনাদি ভোগেপ্সার প্রতি সাধক-মন স্বতঃই বিরক্ত হইয়া যায়, এবং তাঁহার কাম্য দেবকাম্য ভূমাস্তে পরিণত হয়। ইহার মূলে শুদ্ধসত্ত্ব এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব পাইবার মূলে দেবতা। মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয়াংশে এইরূপ সাধক ও দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে।

উপসংহারাংশে প্রার্থনার ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে—'হে দেবদ্বয়! আমরাও যাহাতে ঐরূপ জ্ঞানলাভে সমর্থ হই, চিরন্তন সাধননিষ্ঠ গুণরাশির অনুসরণ করিতে পারি, আপনারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সেইরূপ বিহিত করুন।' প্রার্থনাকারী, দেবমাহাত্ম্য ও সাধক-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে অধিগত হইয়াছেন। নচেৎ, এরূপ প্রার্থনা—এরূপভাবে দেবতার ও সৎকর্ম্মানুসরণকারী সাধকের গুণরাশির কীর্ত্তন--কি সহজে সম্ভবপর হয়? জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি-ফলেই এ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পাওয়া যায়। মন্ত্রে এই ত্রিবিধ ভাবকুসুম প্রস্ফুট দেখিতে পাই॥ (১ম—১১৭সূ—২৫ঋ)॥

— • —

## অষ্টাদশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

আ বামিত্যেকাদশর্চ্চং তৃতীয়ং সূক্তং কক্ষীবত আর্ষং ত্রৈষ্টুভমাশ্বিনং। তথা চানুক্রান্তং। আ বামেকাদশেতি। পূর্ব্বসূক্তাভ্যাং সহ প্রাতরনুবাকাশ্বিনশস্ত্রয়োরুক্তো বিনিয়োগঃ॥

⁂

### অষ্টাদশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'আ বাং' ইত্যাদি একাদশ ঋকযুক্ত তৃতীয় সূক্ত (সপ্তদশ অনুবাকের)। কক্ষীবান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ অশ্বিদেবতাসম্বন্ধীয়। এইরূপ অনুক্রমণিকা আছে,—'আ বামেকাদশ', ইত্যাদি। পূর্ব্ব সূক্ত-সকলের সহিত প্রাতরনুবাকে আশ্বিনশস্ত্রে বিনিয়োগ উক্ত আছে।

⁂

ওঁ

# ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশোঽনুবাকঃ। অষ্টাদশাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ। অষ্টাদশাদারভ্য একোনবিংশপর্য্যন্তং চত্বারঃ বর্গাঃ॥

## অষ্টাদশাধিকশততমং সূক্তং।

পূর্ব্বসূক্তদ্বয়ের ন্যায় এই সূক্তটীও অশ্বিদ্বয়-সম্বন্ধীয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে পূর্ব্ব দুই সূক্তে যে সমস্ত আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে, এই সূক্তের মধ্যেও তাহার অনেকগুলির সমাবেশ দেখা যায়।

প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত ঋকে কোনও আখ্যায়িকার উল্লেখ নাই। পঞ্চম ঋকে সূর্য্যের দুহিতা সম্বন্ধীয় উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। উহা ষোড়শাধিকশততম সূক্তের সপ্তদশ ঋকেও আছে। ষষ্ঠ ঋকে বন্দন, রেভ, চ্যবন এবং তুগ্রের পুত্রের উপাখ্যান আছে। পূর্ব্ব দুই সূক্তেও ঐ সকলের উল্লেখ দেখা যায়। এই রূপ, পূর্ব্বসূক্তদ্বয়ের উল্লিখিত আখ্যায়িকা-সমূহের মধ্যে, এই সূক্তের সপ্তম ঋকে অত্রির ও কণ্ব ঋষির প্রসঙ্গ; অষ্টম ঋকে শয়ু ঋষির এবং বর্ত্তিকার ও বিশ্‌পলার বিষয়, নবম ঋকে পেদুরাজার আখ্যায়িকার অবতারণা আছে। দশম ও একাদশ ঋকে কোনও আখ্যায়িকা নাই,—শুধু প্রার্থনা আছে।

ইহার পরবর্ত্তী দুইটী সূক্তও অশ্বিদেবতাবিষয়ক। বিষয়টী সমগ্রভাবে দেখিলে, অশ্বিদ্বয়কে সাধারণ চিকিৎসক বা বৈজ্ঞানিক বলিয়া মনে করা সম্ভব নয়। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের মতামত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সূক্তে অনেকটা বিবৃত হইয়াছে; এই সূক্তের ও পরবর্ত্তী সূক্তদ্বয়ের ব্যাখ্যা-কালে তাহা আরও পরিস্ফুট করার পক্ষে চেষ্টা করা যাইবে। ফলতঃ, বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাবে যে মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করা যায়, পরন্তু তাহার মধ্যে যে এক অভিন্ন সত্যতত্ত্ব নিহিত আছে, মন্ত্রার্থ আলোচনায় তাহাই বোধগম্য হইবে।

প্রথমমণ্ডলে সপ্তদশেঽনুবাকে অষ্টাদশাধিকশততমং সূক্তং । ঋষিঃ দেবতা চ পূর্ব্ববৎ ।
প্রাতরনুবাকাশ্বিনশস্ত্রয়োরুক্তো বিনিয়োগঃ ।

• • •

প্রথমা ঋক্ ।

( প্রথমং মণ্ডলং । অষ্টাদশাধিকশততমং সূক্তং । প্রথমা ঋক্ । )

আ বাং রথো অশ্বিনা শ্যেনপত্বা সুমৃলীকঃ
স্ববাং যাত্বর্ব্বাঙ্ ।
যো মর্ত্ত্যস্য মনসো জবীয়াস্ত্রিবন্ধুরো
বৃষণা বাতরংহাঃ ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং ।

আ । বাং । রথঃ । অশ্বিনা । শ্যেনঽপত্বা । সুঽমৃলীকঃ ।
স্বঽবান্ । যাতু । অর্ব্বাঙ্ ।
যঃ । মর্ত্ত্যস্য । মনসঃ । জবীয়ান্ । ত্রিঽবন্ধুরঃ ।
বৃষণা । বাতঽরংহাঃ ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'বৃষণা' ( অভীষ্টবর্ষকৌ ) 'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) 'বাং' ( যুবয়োঃ সম্বন্ধি ) 'শ্যেনপত্বা' ( প্রশংসনীয়গমনশীলঃ ) 'সুমৃলীকঃ' ( শোভনসুখযুক্তঃ ) 'স্ববান্' ( পরমধনান্বিতঃ ) 'মর্ত্ত্যস্য' ( মনুষ্যস্য ) 'মনসঃ' ( অন্তঃকরণাদপি ) 'জবীয়ান্' ( বেগান্বিতঃ )

'ত্রিবন্ধুরঃ' ( জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিরূপৈঃ ত্রিভিঃ সারথিভিঃ যুক্তঃ ) 'বাতরংহাঃ' ( বায়ুবৎ শীঘ্রগামী, আশুফলোপধায়কঃ ইত্যর্থঃ ) 'যঃ' ( রথঃ, যঃ প্রসিদ্ধঃ—সৎকর্ম্মরূপঃ পরিত্রাণোপায়ঃ ) সঃ 'অর্ব্বাঙ্' ( অস্মদভিমুখং আয়াতু )। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ যুস্মদীয়ং সর্ব্বগুণান্বিতং সদনুষ্ঠানং অস্মভ্যং প্রযচ্ছতং ॥ ( ১ম — ১১সূ ১ঋ )॥

* * *

## বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের সম্বন্ধী অপ্রতিহত গতিশীল, শোভনসুখযুক্ত, পরমধনান্বিত, মনুষ্যের অন্তঃকরণ অপেক্ষা বেগবান্, জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি-রূপ তিনটী সারথিযুক্ত এবং আশুফলোপধায়ক যে প্রসিদ্ধ রথ ( সৎকর্ম্ম-রূপ পরিত্রাণোপায় ), তাহা আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুক। ( ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যুস্মদীয় সর্ব্বগুণান্বিত সদনুষ্ঠান আমাদিগকে প্রদান করুন। )॥ ( ১ম—১১৮সূ—১ঋ )॥

* * *

## সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ স্বভূতো রথোঽর্ব্বাঙ্ অস্মদভিমুখং আয়াতু আগচ্ছতু। কীদৃশো রথঃ। শ্যেনপত্বা। শ্যেন ইত্যশ্বনাম। শংসনীয়গমনৈরশ্বৈঃ পতন্ গচ্ছন্। যদ্বা শ্যেনঃ পক্ষী। স এব শীঘ্রং পতন্। সুমৃলীকঃ শোভনসুখযুক্তঃ। স্ববান্ ধনবান্। হে বৃষণৌ কামানাং বর্ষিতারাবশ্বিনৌ যো যুস্মদীয়ো রথো মর্ত্ত্যস্য মনুষ্যস্য মনসো জবীয়ান্। অতিশয়েন বেগবান্। তদ্যথা বেগেন কৃৎস্নং জগদ্ব্যাপ্নোতি ততোঽপ্যতিশয়েন ক্ষণমাত্রাদেব সর্ব্বং জগৎ পর্য্যটতীত্যর্থঃ। ত্রিবন্ধুরঃ। বন্ধুরং বেষ্টিতং সারথেঃ স্থানং। ত্রিপ্রকারেণ বন্ধুরেণ যুক্তঃ। বাতরংহাঃ। বাতস্য বায়োরংহো বেগ ইব বেগো যস্য স তথোক্তঃ। অনেনাপ্রতিহতগতিত্বমুচ্যতে। স ইতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অশ্বিনা' অশ্বিদ্বয়! 'বাং' আপনাদিগের স্বভূত 'রথঃ' রথ 'অর্ব্বাঙ্' আমাদিগের অভিমুখে 'আয়াতু' আসুক। কিরূপ রথ? 'শ্যেনপত্বা' ( শ্যেন—এই পদ অশ্বনাম-বাচক ) শংসনীয়-গমন অশ্বগণ কর্ত্তৃক পতন অর্থাৎ গমনশীল। অথবা শ্যেনপক্ষী—সে যেমন শীঘ্র পতন ( শীঘ্রগমনশীল )। 'সুমৃড়ীকঃ' শোভনসুখযুক্ত 'স্ববান্' ধনবান্। হে 'বৃষণা' কাম-সমূহের বর্ষণকারী অশ্বিদ্বয়! 'যঃ' আপনাদিগের যে 'রথঃ' রথ 'মর্ত্ত্যস্য' মনুষ্যের 'মনসঃ জবীয়ান্' অতিশয়ের দ্বারা বেগবান্। তাহা যেরূপ বেগের সহিত কৃৎস্ন জগৎ ব্যাপ্ত করিতেছে সেইরূপ অতিশয়ের দ্বারা ক্ষণমাত্রেই সকল জগৎ পর্য্যটন করে—ইহাই অর্থ। 'ত্রিবন্ধুরঃ' বন্ধুরং অর্থাৎ বেষ্টিত সারথির স্থান তিনপ্রকারে বন্ধুরের দ্বারা যুক্ত, 'বাতরংহাঃ' বাতের অর্থাৎ বায়ুর 'রংহঃ' অর্থাৎ বেগের ন্যায় বেগ যাহার সে এইরূপ। ইহার দ্বারা অপ্রতিহতগতিত্ব উক্ত হয়। 'স রথঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বের সহিত অন্বয়।

শ্যেনপত্বা। পৎলৃগতৌ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বনিপ্। দাসীভারাদিঃ। যদ্বা দৃশিগ্রহণস্য বিধ্যন্তরোপসংগ্রহার্থত্বাদ্ভাবে বনিপ্। ততো বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। জবীয়ান্। জবোঽস্যাস্তীতি জববান্। অতিশয়েন জববান্ ইতি জবীয়ান্। আতিশায়নিক ঈয়সুন্। বিন্মতোর্লুক্। টেরিতি টিলোপঃ॥ (১ম ১১৮সূ ১ঋ)॥

## প্রথম ( ১৩০৮ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋঙ্মন্ত্রটীতে কতকগুলি বিশেষণে দেবতার 'রথ' বিশেষিত হইয়াছে। বিশেষণগুলির প্রতি একটু স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে—এ রথ কোন্ রথ? ইহার অন্তর্নিহিত 'ত্রিবন্ধুরঃ' বিশেষণটী বিশেষরূপ অনুধাবনযোগ্য। ভাষ্যকার ঐ পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'বন্ধুরং বেষ্টিতং সারথেঃ স্থানং—ত্রিপ্রকারেণ বন্ধুরেণ যুক্তঃ।' অর্থাৎ, বন্ধুর শব্দের অর্থ বেষ্টনান্বিত সারথির স্থান—ত্রিবিধ বন্ধুরের দ্বারা যুক্ত যে রথ। এক রথে তিনটী সারথির বিষয় বিবেচনা করিতে গেলেই রথের স্বরূপ অধিগত হয়। আমরা পূর্ব্বাপরই রথ-শব্দে সৎকর্ম্ম-রূপ যান অর্থে সঙ্গতি দেখিয়া আসিতেছি। মন্ত্রস্থ রথঃ-পদটী যেন এই অর্থের একান্ত পক্ষপাতী। কর্ম্মমার্গ যদি জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি এই তিনের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ আপনাপনিই অধিগত হইয়া যায়। তাহার পর, আর যে কয়েকটী বিশেষণ আছে, তাহাদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থেই অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করা হইয়াছে।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-দ্যোতক। ইহার অন্তর্নিহিত প্রার্থনা—অতি উচ্চ স্তরের। সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন—কর্ম্মের। যে কর্ম্ম শোভন-সুখযুক্ত পরমধনবিশিষ্ট; যে কর্ম্ম অনাহত এবং আশুফলোপধায়ক;

---

শ্যেনপত্বা। পৎলৃ-ধাতু গত্যর্থক। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে বনিপ্-প্রত্যয়। দাসীভারাদি। অথবা দৃশিগ্রহণের বিধ্যন্তর উপসংগ্রহার্থত্ব-হেতু ভাবে বনিপ্-প্রত্যয়। তাহাতে বহুব্রীহিতে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। জবীয়ান্। জব ইহার আছে—ইত্যাদি বাক্যে জববান্ পদ হয়। অতিশয়ের দ্বারা বেগবান্ এই অর্থে জবীয়ান্ পদ। আতিশায়নিক ঈয়সুন প্রত্যয়। 'বিন্মতোঃ' ইত্যাদি সূত্রে লোপ। 'টেঃ' ইত্যাদি সূত্রে টি-লোপ॥ (১ম—১১৮সূ—১ঋ)॥

সেই কর্ম্মের প্রার্থনাই এ মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। শোভনসুখযুক্ত পরমধন বলিতে আমরা কি বুঝি? সে সুখ বা সে ধন—অনিত্য সংসারজাত সুখের বা ধনের সহিত তুলিত হইতে পারে না; তাহা একমাত্র নিত্যসুখাত্মক নিত্যধন ব্রহ্মের পরিচায়ক। এখানে সাধক তাহার উদ্দেশ্যেই দেবতার নিকট সব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেবদ্বয়! যুষ্মদীয় সর্ব্বগুণান্বিত আশু অনন্তফলোপধায়ক সদনুষ্ঠান-প্রণালী আমাদিগকে বিতরণ করুন;—যাহা অনুসরণ করিলে আমরা চিরশান্তির নিধান-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিব।' (১ম—১১৮সূ—১ঋ)॥

---

### দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশাধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা রথেন ত্রিচক্রেণ
সুবৃতা যাতমর্ব্বাক্।
পিন্বতং গা জিন্বতমর্ব্বতো নো
বর্দ্ধয়তমশ্বিনা বীরমস্মে ॥ ২ ॥

### পদ বিশ্লেষণং।

ত্রিঽবন্ধুরেণ। ত্রিঽবৃতা। রথেন। ত্রিঽচক্রেণ।
সুঽবৃতা। আ। যাতং। অর্ব্বাক্।
পিন্বতং। গাঃ। জিন্বতং। অর্ব্বতঃ। নঃ।
বর্দ্ধয়তং। অশ্বিনা। বীরং। অস্মে ইতি ॥ ২ ॥

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ যুবাং 'ত্রিবন্ধুরেণ' ( জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিরূপৈঃ ত্রিভিঃ সারথিভিঃ যুক্তেন, 'ত্রিবৃতা' ( সত্ত্বরজস্তমোভিস্ত্রিধার্ব্বর্ত্তমানেন ) 'ত্রিচক্রেণ' ( ভূর্ভুবঃস্বশ্চক্রত্রয়োপেতেন, সর্ব্বব্যাপকেন ইত্যর্থঃ ) 'সুবৃতা (শুদ্ধসত্ত্বাদিযুক্তেন) 'রথেন' ( সৎকর্ম্মরূপেণ যানেন ) 'অর্ব্বাক্' (অস্মদভিমুখং) 'আয়াতং' ( আগচ্ছতং ) ; হে দেবৌ যুবাং জ্ঞানবৈরাগ্যাদিযুতং গুণময়ং সর্ব্বব্যাপকং চ কর্ম্ম অস্মভ্যং প্রযচ্ছতং—ইতি ভাবঃ। 'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) যুবাং 'নঃ' ( অস্মাকং ) 'গাঃ' ( জ্ঞান-কিরণানি ) 'পিন্বতং' ( পূরয়তং, বর্দ্ধয়তং ) তথা 'অর্ব্বতঃ' ( অন্তঃশত্রূণ ) 'জিন্বতং' ( নাশয়তং ) তথা 'অস্মে' ( অস্মাসু ) 'বীরং' ( সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যং শুদ্ধসত্ত্বাদিকং চ ) 'বর্দ্ধয়তং' ( প্রতিষ্ঠাপয়তং )। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ যুবাং সর্ব্বতোভাবেনাস্মান্ সদনুষ্ঠানসমর্থান কুরুতং ॥ ( ১ম—১১৮সূ—২ঋ ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! আপনারা জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি-রূপ তিনটী সারথি ( পরিচালক ) যুক্ত, সত্ত্বরজস্তমোগুণ দ্বারা ত্রিধা বিভক্ত, ভূর্ভুবঃস্বঃ-রূপ চক্রত্রয়োপেত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক এবং শুদ্ধসত্ত্বাদিযুত সৎকর্ম্ম রূপ যানের দ্বারা আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুন; ( ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনারা জ্ঞানবৈরাগ্যাদিযুত গুণময় এবং সর্ব্বব্যাপক কর্ম্ম আমাদিগকে প্রদান করুন ); আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা, আমাদিগের জ্ঞানকিরণ বর্দ্ধিত করুন; শত্রুকুলকে নাশ করুন; এবং আমাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্মসাধন সামর্থ্যকেও শুদ্ধসত্ত্বাদি প্রতিষ্ঠিত রাখুন; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সদনুষ্ঠানসমর্থ করুন। )॥ ( ১ম—১১৮সূ—২ঋ ) ॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্রিবন্ধুরেণ। বন্ধুরং সারথিস্থানং। ত্রিপ্রকারবন্ধুরোপেতেন বিবৃতা ত্রিধা বর্ত্তমানেন ত্রিচক্রেণ চক্রত্রয়োপেতেন সুবৃতা শোভনং গচ্ছতা রথেনার্ব্বাক্ অস্মদভিমুখমায়াতং আগচ্ছতং

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ত্রিবন্ধুরেণ' ( বন্ধুর সারথি-স্থান ) ত্রিপ্রকার বন্ধুরোপেত 'ত্রিবৃতা' তিন ভাগে বর্ত্তমান 'ত্রিচক্রেণ' তিনটী চক্র দ্বারা উপেত 'সুবৃতা' শোভনগামী 'রথেন' রথের দ্বারা 'অর্ব্বাক্' আমাদিগের অভিমুখে 'আয়াতং' আসুন; এবং আসিয়া আমাদিগের 'গাঃ' গরুসমূহকে

আগত্য চাস্মদীয়া গাঃ পিন্বতং। পয়সা পূরয়তং। নোঽস্মাকমর্ব্বতোঽশ্বান জিন্বতং প্রীণয়তং। অপি চ হে অশ্বিনৌ অস্মে অস্মাকং বীরং পুত্রাদিকং বর্দ্ধয়তং। প্রবৃদ্ধং কুরুতং ॥

ত্রিচক্রেণ। ত্রীণি চক্রাণি যস্য স তথোক্তঃ। ত্রিচক্রাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানমিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং ॥ (১ম ১১৮সূ ২ঋ)॥

• • •

## দ্বিতীয় (১৩০৯) ঋকের বিশদার্থ।

কর্ম্মই একমাত্র জগতের মূল উপাদান। এই কর্ম্মপ্রবাহই জীবকুলকে নানাবিধ ভাবে ঘুরাইতে থাকে। যখন কর্ম্মের ক্ষয় হয়, তখনই মুক্তি। আবার, কর্ম্ম না করিলেও কর্ম্মের ক্ষয় হইতে পারে না। গীতা বলেন,—'ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।' অর্থাৎ, কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান না করিলে জীবকুল নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভে সমর্থ হয় না।

কর্ম্মই যখন অনুষ্ঠেয়, তখন কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ম-ভেদে কর্ম্মের ত্রিধা গতি নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু, তাহা ভগবৎকৃপা ব্যতীত সুদূরপরাহত। ভগবৎকৃপা লাভ-বিষয়েও কর্ম্ম-সমুদ্রের আবর্ত্তন বিবর্ত্তন—বহুরিপুশত্রুসমাচ্ছন্ন। এই সকল সুগভীর রহস্যময় কর্ম্ম-প্রার্থনাই এই মন্ত্রটীর লক্ষ্যস্থল। মন্ত্রটীতে দেবতার নিকট কর্ম্ম-প্রার্থনা, কর্ম্মানুষ্ঠানের পরিপন্থী শত্রুনাশ-প্রার্থনা, এবং ঐ কর্ম্মের সহায়ক জ্ঞানাদির বৃদ্ধি-প্রর্থনা প্রাকাশ পাইয়াছে। প্রথমাংশে সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের রথ (সৎকর্ম্ম-রূপ যান) আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুক।' এ যান—তিনটী সারথিস্থানযুক্ত অর্থাৎ জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি ইহার পরিচালক। এ যান—তিন প্রকারে বর্ত্তমান অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ে ত্রিধা বিভক্ত। এ যান—ত্রিচক্রযুক্ত

---

'পিন্বতং' দুগ্ধের দ্বারা পূর্ণ করুন। 'নঃ' আমাদিগেয় 'অর্ব্বতঃ' অশ্বসকলকে 'জিন্বতং' প্রীণন করুন। অপিচ, হে 'অশ্বিনা' অশ্বিদ্বয়। 'অস্মে' আমাদিগের 'বীরং পুত্রাদিকে 'বর্দ্ধয়তং প্রবর্দ্ধিত করুন।

ত্রিচক্রেণ। তিনটী চক্র যাহার আছে তাহা—এইরূপ কথিত আছে। ত্রিচক্রাদিসমূহের 'ছন্দস্যুপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব ॥ (১ম—১১৮সূ—২ঋ)॥

• • •

অর্থাৎ ভূর্ভুবঃস্বঃ এই তিন লোক এই রথের তিনটী চাকা-স্বরূপ। ঐ যান—'সুবৃত' শুদ্ধসত্ত্বাদিতে ওতঃপ্রোতঃ। ঐ স্তুত দেব যান আমাদিগের নিকট আগমন করুক—ইহাই প্রথমাংশের প্রার্থনা।

দ্বিতীয়াংশে খণ্ডশঃ ভাবে কয়েকটী কর্ম্মবিষয়ে অবশ্য-প্রার্থিতব্য বস্তুর প্রার্থনা জানান হইয়াছে। সাধক পুনরায় বলিতেছেন,—'হে দেবদ্বয়! আমাদিগের জ্ঞান বর্দ্ধিত করুন, আমাদিগের কর্ম্মমার্গের পরিপন্থী অন্তঃশত্রুকুলকে বিনষ্ট করুন, এবং আমাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্মসাধনবিষয়ে পটুতা ও শুদ্ধসত্ত্বাদি বর্দ্ধিত করুন।' প্রার্থনাকারী যেন কর্ম্মমার্গের বহু গুপ্তরহস্য সাধনবলে জানিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাই তিনি কর্ম্মমার্গের একান্ত সহায়ক কতকগুলি কাম্যবস্তু প্রার্থনা করিয়া দেবতার নিকট সর্ব্বতোভাবে সদনুষ্ঠান-সমর্থ হইবার প্রচেষ্টা জানাইতেছেন। এই মন্ত্রটী কর্ম্মমার্গের এই সুগুপ্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই ঘোষিত করিতেছে॥ (১ম—১১৮সূ—২ঋ)॥

---

### তৃতীয়া ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশাধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্। )

প্রবদ্যামনা সুবৃতা রথেন দস্রাবিমং
শৃণুতং শ্লোকমদ্রেঃ।

কিমঙ্গ বাং প্রত্যবর্ত্তিং গমিষ্ঠাহুর্ব্বিপ্রাসো
অশ্বিনা পুরাজাঃ॥ ৩॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

প্রবৎঽযামনা। সুঽবৃতা। রথেন। দস্রৌ। ইমং।

শৃণুতং। শ্লোকং। অদ্রেঃ।

কিং। অঙ্গ। বাং। প্রতি। অবর্ত্তিং। গমিষ্ঠা। আহুঃ। বিপ্রাসঃ।

অশ্বিনা। পুরাঽজাঃ॥ ৩॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রেঃ' (পাষাণবৎ কঠোরস্য অদনশীলস্য কামাদিরিপুশত্রোঃ) 'দস্রৌ' (উপক্ষয়িতারৌ, যদ্বা—সদস্তু দর্শনীয়ৌ, হে দেবৌ) যুবাং 'প্রবদ্যামনা' (প্রকৃষ্টগমনেন শীঘ্রগামিনা, ইত্যর্থঃ) 'সুবৃতা' (শুদ্ধসত্ত্বাদিযুক্তেন) 'রথেন' (সৎকর্ম্মরূপেণ যানেন সহ বর্ত্তমানং ইতি যাবৎ) 'ইমং' (উক্তগুণান্বিতং, প্রসিদ্ধং) 'শ্লোকং' (স্তুতিরূপাং বাচং) 'শৃণুতং' সাদরং গৃহ্ণী); অয়মেব ভাবঃ—হে দেবৌ! শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং অনুষ্ঠানমেব ভবন্তৌ সাদরং (গৃহ্ণীথঃ নতু দম্ভাহঙ্কারাদিযুক্তং যুষ্মাৎপ্রীতিপ্রদায়কং; 'অঙ্গাশ্বিনৌ' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিবারকৌ হে দেবৌ) 'বাং (যুবয়োঃ) 'অবর্ত্তিং' (আশ্রিতরক্ষণরূপং অনুগ্রহং) 'প্রতি' (উদ্দিশ্য) 'গমিষ্ঠা' সৎপথে (গমনশীলাঃ) 'পুরাজাঃ' (পূর্ব্বজাতাঃ, চিরন্তনাঃ 'বিপ্রাসঃ' (মেধাবিনঃ সাধকাঃ) 'কিং' (কিম্ভূতং) 'আহুঃ' (যুবাং স্তুবন্তি, কেন পথা ভবন্তৌ অনুসরন্তি তস্মাৎ দর্শয়তঃ ইত্যর্থঃ)। যুষ্মদীয়তত্ত্বজ্ঞাঃ সাধকাঃ যথা ভবন্তৌ অনুসরন্তি অহমপি তথানুসর্ত্তুমিচ্ছামি হে দেবৌ তদনুষ্ঠানপ্রকারং মাং বিজ্ঞাপয়থঃ—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১১৮সূ—৩ঋ)॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

পাষাণের ন্যায় কঠোর অদনশীল কামাদিরিপুশত্রুর নাশক (অথবা কামাদি রিপুশত্রু হইতে সদ্বস্তু প্রদর্শক) হে দেবদ্বয়! আপনারা আশুফলোপধায়ক শুদ্ধসত্ত্বাদিযুক্ত সৎকর্ম্ম-রূপ যানের সহিত বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ স্তুতি-রূপ বাক্য সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! শুদ্ধসত্ত্বাত্মক অনুষ্ঠানই আপনারা সাদরে গ্রহণ করেন,

কিন্তু দম্ভাহঙ্কারাদিযুক্ত অনুষ্ঠান আপনাদিগের প্রীতিপদ হয় না); অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিবারক হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের আশ্রিত-রক্ষণ-রূপ অনুগ্রহকে উদ্দেশ করিয়া, সৎপথে গমনশীল, চিরন্তন মেধাবী সাধকগণ কিরূপভাবে আপনাদিগের স্তব করেন অর্থাৎ কোন্ পথে আপনাদিগের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহা আমাকে প্রদর্শন করুন; (ভাব এই যে,—আপনাদিগের তত্ত্বজ্ঞ সাধকগণ যেমন আপনাদের অনুসরণ করিয়া থাকেন, আমিও সেইরূপ অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি; হে দেবদ্বয়! সেই অনুষ্ঠানের প্রকার (প্রণালি) আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করুন।)॥ (১ম—১১৮সূ—৫ঋ)॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দস্রৌ দর্শনীয়াবশ্বিনৌ প্রবদ্যামনা প্রকৃষ্টগমনেন শীঘ্রগামিনা সুবৃতা শোভনবর্ত্তনেন রথেনাগত্যাত্রেরাদরং কুর্ব্বন্তঃ স্তোতুরিমং শ্লোকং স্তুতিলক্ষণামিমাং বাচং শৃণুতং। অঙ্গাশ্বিনা হে অশ্বিনৌ পুরাজাঃ পূর্ব্বজাতাশ্চিরন্তনা বিপ্রাসো মেধাবিনো বাং যুবামার্ত্তিং স্তোতৄনাং দারিদ্র্যং প্রতি তৎপরিহর্ত্তুং গমিষ্ঠা গন্তৃতমাবাহুঃ কথয়ন্তি। কিংশব্দঃ প্রদর্শনফলপ্রশ্নে বর্ত্ততে। কিং ন কথয়ন্তি। কথয়ন্ত্যেব সর্ব্বে। তথা সত্যাগন্তব্যমিতি॥

প্রবদ্যামনা সোপসৃষ্টে ধাত্বর্থে বর্ত্তমানাৎ প্রশব্দাদুপসর্গাচ্ছন্দসি ধাত্বর্থ ইতি বতিঃ। যা প্রাপণে। আতো মনিন্নিতি বহুলবচনাদ্ভাবে মনিন্। ততো বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অত্রেঃ। দৃঙ আদরে। আঙপূর্ব্বাদস্মাদৌণাদিকঃ কিপ্রত্যয়ঃ আঙো হ্রস্বশ্চ। গমিষ্ঠা।

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'দস্রৌ' দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়! 'প্রবদ্যামনা' প্রকৃষ্ট-গমনের দ্বারা শীঘ্রগামী 'সুবৃতা' শোভন-বর্ত্তন রথের দ্বারা আসিয়া 'অত্রেঃ' আদর করিয়া 'ইমং' এই 'শ্লোকং' শ্লোক স্তুতিলক্ষণ এই বাক্য 'শৃণুতং' শ্রবণ করুন। 'অঙ্গাশ্বিনা' হে অশ্বিদ্বয়! 'পুরাজাঃ' পূর্ব্বে জাত চিরন্তন 'বিপ্রাসঃ' মেধাবী 'বাং' আপনারা 'অবর্ত্তিং' স্তোতৃগণের দারিদ্র্যের প্রতি-তাহা পরিহার করিবার জন্য 'গমিষ্ঠা' গমনকারী আপনাদিগের উভয়কে 'আহুঃ' কহিতেছে; কিং-শব্দ প্রদর্শনফল প্রশ্নে বিদ্যমান। কি না কহিতেছে! কহিতেছে সকলই। তাহা হইলে আগন্তব্য—ইত্যাদি।

প্রবদ্যামনা। সোপসৃষ্টে ধাত্বর্থে বর্ত্তমান্ প্র-শব্দ-হেতু 'উপসর্গাচ্ছন্দসি ধাত্বর্থে' ইত্যাদি সূত্রে বতি-প্রত্যয়। যা-ধাতু প্রাপণার্থক। 'আতো মনিন্' ইত্যাদি সূত্রে বহুল-বচন-হেতু ভাবে মনিন্। তাহাতে বহুব্রীহিতে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। অত্রেঃ। দৃঙ্-ধাতু আদরার্থক। আঙ্-পূর্ব্ব-হেতু ইহাতে ঔণাদিক কি-প্রত্যয় এবং আঙের অত্রেঃ। হ্রস্ব। গমিষ্ঠা।

গন্তৃ-শব্দাত্তুচ্ছন্দসীতীষ্ঠন্। তুরিষ্ঠে মেয়ঃস্বিতি তৃলোপঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। আহুঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ॥ (১ম—১১৮সূ—৩ঋ)॥

## তৃতীয় (১৩১০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীর অভ্যন্তরে একটি প্রার্থনা-জড়িত হইয়া সুমহান্ দেব-তত্ত্ব পরিস্ফুট রহিয়াছে। দেবতা কোথায় প্রকটিত হয়েন, কোন্ বস্তু দেবতার তুষ্টিসাধনে সমর্থ হয়—এই গুহ্যতত্ত্বই মন্ত্রের প্রথমাংশে স্থান পাইয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন,—যে কর্ম্ম শুদ্ধসত্ত্বাদিযুত, যে কর্ম্ম আশু অনন্তফলোপধায়ক বলিয়া সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতীত হয়, যে কর্ম্মের আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত কোনস্থানেই দম্ভাদির আবিলতা স্থান পায় না, সেই কর্ম্মই দেবতার তুষ্টিসাধনে সমর্থ। পক্ষান্তরে, যে কর্ম্ম দম্ভাদির আবাস-স্থল, যে কর্ম্মের অভ্যন্তরে রিপুশত্রুর পৈশাচিক নর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, তাহা দেবতার চরণ-সমীপে উপস্থিত হইতেই সমর্থ হয় না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং সততযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।' অর্থাৎ, যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন, সেই সততযোগযুক্ত সাধকগণের যোগক্ষেম আমি বহন করিয়া থাকি। ইহার বৈপরীত্যে শ্রীভগবদুক্তি,—'অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ। মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরিষ্বেব যোনিষু॥' অর্থাৎ, কামাদিপরায়ণ ক্রূরকর্ম্মাদিগের প্রতি অতি অজস্র অশুভই ক্ষেপণ করিয়া থাকি। তাই, মন্ত্রের প্রথমাংশে সাধক বলিতেছেন,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা শুদ্ধসত্ত্বযুত সৎকর্ম্মের সহিত প্রযুক্ত স্তোত্র-মন্ত্রাদি সাদরে শ্রবণ করিয়া থাকেন।'

প্রার্থনাকারী যেন দেবতার আশ্রিতরক্ষণ-বিষয় এবং আশ্রিত সাধকগণের প্রতি দেবতার অনুগ্রহের বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়াছেন।

---

গন্তৃ-শব্দে 'তুছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ঈষ্ঠন্-প্রত্যয়। 'তুরিষ্ঠে মেয়ঃসু' ইত্যাদি সূত্রে তৃ-লোপ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। আহুঃ। প্রত্যয়স্বর। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব॥ (১ম—১১৮সূ—৩ঋ)॥

তাই মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা-পূর্ব্বক জানাইতেছেন,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের অনুসরণকারী সাধকগণ কিরূপে আপনাদিগের আরাধনা-রত হয়েন, তাহা আমাকে অবগত করুন।' এখানে প্রার্থনাকারীর দেবতার প্রতি অচলা ভক্তি পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ভক্তি-বলেই তিনি সব্যাকুল এবম্বিধ প্রার্থনা দেবতার নিকট জানাইতে সমর্থ হইয়াছেন। এইরূপ একান্ত বিশ্বাস ও দৃঢ় শ্রদ্ধার অধিকারী হইলেই দেবতার কৃপার অধিকারী হইতে পারা যায়॥ (১ম—১১৮সূ—৩ঋ)॥

* * *

### চতুর্থী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্। )

আ বাং শ্যেনাসো অশ্বিনা বহন্তু রথে
যুক্তাস আশবঃ পতঙ্গাঃ।
যে অপ্‌তুরো দিব্যাসো ন গৃধ্রা অভি
প্রয়ো নাসত্যা বহন্তি॥ ৪॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং॥

আ। বাং। শ্যেনাসঃ। অশ্বিনা। বহন্তু। রথে।
যুক্তাসঃ। আশবঃ। পতঙ্গা।
যে। অপ্‌ঽতুরঃ। দিব্যাসঃ। ন। গৃধ্রাঃ। অভি।
প্রয়ঃ। নাসত্যা। বহন্তি॥ ৪॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' (সত্যপ্রাপকৌ হে দেবৌ) 'অপ্তুরঃ' (ভক্তিরসবিমিশ্রাণি) 'ন গৃধ্রাঃ' (বিষয়গ্রহণবিমুখানি) 'যে' (যানি) 'দিব্যাসঃ' (দ্যুতিশীলানি জ্ঞানকিরণানি) 'প্রয়ঃ' (সৎকর্ম্মনিবহং) 'অভি' (লক্ষ্যী কৃত্য) 'বহন্তি' (যুবাং আনয়ন্তি) যে জ্ঞাননিবহাঃ হৃদি দেবভাবং সঞ্জায়ন্তে ইত্যর্থঃ; 'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিবারকৌ হে দেবৌ) 'শ্যেনাসঃ' (শংসনীয়গতিশীলানি) 'আশবঃ' (আশুফলোপধায়কানি) 'পতঙ্গাঃ' (ঊর্দ্ধনয়নসমর্থানি তানি জ্ঞানকিরণানি ইতি যাবৎ) 'রথে' (অস্মাকং সৎকর্ম্মরূপে যানে) 'যুক্তাসঃ' (যোজিতানি সন্তি) 'বাং' (যুবাং) 'আবহন্তু' (অস্মৎসমীপং আনয়ন্তু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—হে দেবৌ! অস্মান্ জ্ঞানাধিকারিণঃ কুরুতং তথা যুবাং অস্মাকং জ্ঞানবিষয়ীভূতৌ ভবতং ॥ (১ম—১১৮সূ—৪ঋ)॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! ভক্তিরসবিমিশ্র, বিষয়গ্রহণবিমুখ, যে দীপ্তিমান্ জ্ঞানকিরণনিবহ সৎকর্ম্মনিবহকে লক্ষ্য করিয়া আপনাদিগকে আনয়ন করিয়া থাকে, অর্থাৎ যে জ্ঞাননিবহ হৃদয়ে দেবভাব সঞ্জাত করে; আধিব্যাধিবারক হে দেবদ্বয়! প্রশংসনীয় গতিশীল, আশুফলোপধায়ক, ঊর্দ্ধনয়নসমর্থ সেই জ্ঞানকিরণনিবহ আমাদিগের সৎকর্ম্ম-রূপ যানে যোজিত হইয়া আপনাদিগকে আমাদিগের সমীপে আনয়ন করুক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আমাদিগকে জ্ঞানাধিকারী করুন এবং আপনারা আমাদিগের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হউন।)॥ (১ম—১১৮সূ—৪ঋ)॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ রথে যুক্তাসঃ সারথিনা বহনপ্রদেশে যোজিতা আশবো ব্যাপ্নুবন্তঃ পতঙ্গাঃ পতনসমর্থাঃ শ্যেনাসঃ শংসনীয়গমনা অশ্বা বাং যুবামাবহন্তু। অস্মাৎসমীপমানয়ন্তু। যেহশ্বা অপ্তুর অপ ইব ত্বরোপেতা দিব্যাসো ন গৃধ্রা অন্তরিক্ষে বর্ত্তমানা গৃধ্রাখ্যাঃ পক্ষিণ ইব শীঘ্রং

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অশ্বিনা' অশ্বিদ্বয়! 'রথে যুক্তাসঃ' রথে যুক্ত সারথির কর্ত্তৃক বহন প্রদেশে যোজিত 'আশবঃ' ব্যাপ্ত 'পতঙ্গাঃ' পতনসমর্থ 'শ্যেনাসঃ' শংসনীয়গমন অশ্বসকল 'বাং' আপনাদিগকে 'আ বহন্তু' আমাদিগের সমীপে আনয়ন করুক। 'যে' যেই অশ্বসকল 'অপ্তুরঃ' জলের ন্যায় ত্বরা যুক্ত 'দিব্যাসঃ ন গৃধ্রা' অন্তরিক্ষে বর্ত্তমান্ শকুনি পক্ষীর ন্যায় শীঘ্র গমনকারী যে

গচ্ছন্তো হে নাসত্যৌ যুবাং প্রয়ঃ হবির্লক্ষণমন্নমভিলক্ষ্য বহন্তি। প্রাপয়ন্তি। তাদৃশাঃ ইতি পূর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ॥

অপ্তুরঃ। তুর ত্বরণে। অপ্‌শব্দোপপদাদস্মাৎ ক্বিপ্‌ চেতি ক্বিপ্‌॥ ৪॥

## চতুর্থ ( ১৩১১ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋঙ্মন্ত্রটীতে দুইটী প্রার্থনার ভাব পরিস্ফুট দেখিতে পাই। একটী জ্ঞানের প্রার্থনা, অপরটী সেই জ্ঞানকে দেবতার বিষয়ীভূত করিবার প্রার্থনা। সাধকের কি প্রকার জ্ঞান কাম্য? মন্ত্র বলিতেছেন,—যাহা 'অপ্তুরঃ'—রসময়, ভক্তিরসমিশ্রিত; যাহা 'ন গৃধ্রাঃ'—বিষয়-গ্রহণবিমুখ; যাহা 'দিব্যাসঃ'—দেবদ্যুতিসম্পন্ন; এবং যাহা 'প্রয়ঃ অভি বহন্তি'—দেবতাকে সাধকের বোধগম্য করিয়া দেয়। এবম্ভূত জ্ঞানই এস্থলে সাধকের একমাত্র কাম্য। ইহাই মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে স্থান পাইয়াছে।

প্রথমাংশে উক্ত জ্ঞান যেন দেবতার অনুসরণসমর্থ হয়, এবম্ভূত ভাবই প্রকটিত হইয়াছে। এস্থলে দেবানুসরণসমর্থক কয়েকটী বিশেষণ দ্বারা ঐ জ্ঞান বিশেষিত হইয়াছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টে সুধীগণ তাহা সম্যক্ অবগত হইবেন। দেবোদ্দেশে অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম জ্ঞান-মণ্ডিত হইয়া দেবতাকে সাধকের নিকটে আনয়ন করুক—এই প্রকার কামনাই এখানকার লক্ষ্য। দেবতুষ্ট্যর্থ আরব্ধ কর্ম্ম যদি জ্ঞান-পরিচালিত হইয়া যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহা যে আশু-ফলোপধায়ক হইবে এবং সাধককে বহু ঊর্দ্ধে সত্যে সংযোজিত করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি আছে? তখনই তাহা 'শ্যেনাসঃ' 'আশবঃ' ও 'পতঙ্গাঃ' বিশেষণগুলির প্রকৃত অধিকারী হইতে সমর্থ হয়। তাই, সাধক দেবদ্বারে প্রার্থনার ভাবে জানাইতেছেন,—'হে দেবদ্বয়!

---

'নাসত্যা' নাসত্যাদ্বয় আপনারা 'প্রয়ঃ' হবির্লক্ষণযুক্ত অন্ন অভিলক্ষ্য করিয়া 'বহন্তি' প্রাপ্ত হন। তাদৃশা ইহার সহিত পূর্ব্বের সম্বন্ধ আছে।

অপ্তুরঃ। তুর-ধাতু ত্বরণার্থক। অপ্‌-শব্দে অপপদ-হেতু ইহাতে 'ক্বিপ্‌ চ ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্‌। ( ১ম—১.৮স্থ—৪ঋ )॥

• . •

সাধুগমনশীল, আশুফলোপধায়ক এবং উর্দ্ধনয়নশীল সেই জ্ঞানরূপ অশ্ব আমাদিগের কর্ম্মরূপ যানে যোজিত হইয়া আপনাদিগের অনুসরণকারী হউক। অর্থাৎ, আমাদিগকে জ্ঞানাধিকারী করুন এবং আপনারা সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হউন।' এবম্বিধ প্রার্থনার ভাবই এই মন্ত্রের মধ্যে নিহিত দেখিতে পাই। (১ম—১১০সু—৪ঋ)।

---

### পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

আ বাং রথং যুবতিস্তিষ্ঠদত্র জুষ্টৌ
নরা দুহিতা সূর্য্যস্য।
পরি বামশ্বা বপুষঃ পতঙ্গা বয়ো
বহন্ত্বরুষা অভীকে ॥ ৫ ॥

∴

### পদ-বিশ্লেষণং।

আ। বাং। রথং। যুবতিঃ। তিষ্ঠৎ। অত্র। জুষ্টৌ।
নরা। দুহিতা। সূর্য্যস্য।
পরি। বাং। অশ্বাঃ। বপুষঃ। পতঙ্গাঃ। বয়ঃ।
বহন্তু। অরুষাঃ। অভীকে ॥ ৫ ॥

∴

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরা' (সৎপথি পরিচালকৌ হে দেবৌ) 'যুবতিঃ' (নবীনা, সৎকর্ম্মকুশলা) 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানস্য) 'দুহিতা' (পুত্রী, প্রজ্ঞানোদ্ভবা সদ্বৃত্তিঃ) জুষ্টী (যুস্মদীয়সেবাপরায়ণা সতী) 'বাং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধিনং ইত্যর্থঃ) 'অত্র' (ইমং, প্রসিদ্ধং) 'রথং' (সদনুষ্ঠানরূপং যানং) 'আতিষ্ঠৎ' (আরোহতি, সদা সদনুষ্ঠানপরায়ণা ভবতি ইত্যর্থঃ); যুস্মদীয়ানুগ্রহেণৈব সাধকাঃ সদ্বৃত্তেরধিকারিণো ভবন্তীতি ভাবঃ; হে দেবৌ! 'পতঙ্গাঃ' (ঊর্দ্ধ্বনয়নসমর্থাঃ) 'বপুষঃ' (কান্তিমন্তঃ দ্যুতিমন্তঃ) 'বয়ঃ' (দেবমুদ্দিশ্য গচ্ছন্তঃ) 'অরুষাঃ' (কামাদিরিপুশত্রুবিহীনাশ্চ) 'অশ্বাঃ' (ব্যাপকাঃ জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'অভীকে' (অস্মাকং সমীপে) 'বাং' (যুবাং) 'পরিবহন্তু' (আনয়ন্তু); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ অস্মাকং হৃদিস্থাঃ জ্ঞানরশ্ময়ঃ যথা যুবাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাতুং সমর্থা ভবন্তি, কৃপয়া তদ্বিধত্তং ॥ (১ম-১১৮সূ—৫ঋ)॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

সৎপথে পরিচালক হে দেবদ্বয়! সৎকর্ম্মকুশলা প্রজ্ঞানোদ্ভবা সদ্বৃত্তি, আপনাদিগের সেবাপরায়ণা হইয়া, আপনাদিগের সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ সদনুষ্ঠানরূপ যানে আরোহণ করে; অর্থাৎ, সদাই সদনুষ্ঠানপরায়ণ থাকে। (ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের অনুগ্রহেই সাধকগণ সদ্বৃত্তির অধিকারী হয়েন); হে দেবদ্বয়! ঊর্দ্ধ্বনয়নসমর্থ, দ্যুতিমান্, দেবোদ্দেশে গমনশীল, এবং কামাদিহিংসকবিহীন ব্যাপক জ্ঞানরশ্মিসমূহ আমাদিগের সমীপে আপনাদিগকে আনয়ন করুক; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আমাদিগের হৃদিস্থিত জ্ঞানরশ্মিসমূহ যাহাতে আপনাদিগকে স্বরূপতঃ জানিতে সমর্থ হয়, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আপনারা সেইরূপ বিধান করুন।)॥ (১ম—১১৮সূ—৫ঋ)॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নরা নেতারাবশ্বিনৌ যুবতিস্তরুণী সূর্য্যস্য দুহিতা জুষ্টী প্রীতা সতী বাং যুবয়োরত্রেমং রথমাতিষ্ঠৎ। আরূঢ়বতী। তয়া সহিতৌ বাং যুবামশ্বা অভীকে গৃহসমীপে তং রথং পরিবহন্তু পরিপ্রাপয়ন্তু। কীদৃশা অশ্বাঃ। বপুষঃ। বপুরিতি রূপস্য শরীরস্য বা

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'নরা' নেতৃস্থানীয় অশ্বিদ্বয়! 'যুবতিঃ' তরুণী 'সূর্য্যস্য' সূর্য্যের 'দুহিতা' দুহিতা 'জুষ্টী' প্রীতা হইলে 'বাং' আপনাদিগের 'অত্র' এই 'রথং' রথে 'আতিষ্ঠৎ' আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত 'বাং' আপনাদিগের 'অশ্বাঃ' অশ্বগণ 'অভীকে' গৃহসমীপে সেই রথকে 'পরিবহন্তু' বহন করুক। কিরূপ অশ্বসকল? 'বপুষঃ' বপুঃ—এই শব্দ শরীর বা রূপ-

অশ্বিধেয়ং তদ্বন্তঃ। ছান্দসো মত্বর্থীয়স্য লোপঃ। পতঙ্গা উৎপতনসমর্থাঃ। বয়ঃ গচ্ছন্তঃ। অরুষাঃ আরোচমানা হিংসকরহিতা বা ॥

অত্র। ইতরাভ্যোঽপিঃ দৃশ্যন্ত ইতি দৃশিগ্রহণাদ্ভবদাদ্যযোগঽপীদংশব্দাদ্বিভক্ত্যর্থে ত্রল্-প্রত্যয়ঃ। জুষ্ট্বী। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। ঔণাদিক ক্তু প্রত্যয়ঃ বোতোগুণবচনাদিতি ঙীষ্ ॥ (১ম—১১৮সূ—৫ঋ) ॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমেঽষ্টাদশো বর্গঃ ॥ ১।৮।১৮ ॥

## পঞ্চম (১৩১২) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে সদ্বৃত্তির স্বরূপ বর্ণনা এবং দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনার ভাবে জ্ঞানের ক্রিয়া-শক্তি বিশদীকৃত। ভাষ্যকার, সূর্য্যের দুহিতা সূর্য্যার প্রসঙ্গ এবং অশ্বিদ্বয়ের ঘোটকের প্রসঙ্গ উক্ত অংশদ্বয়ের লক্ষ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা প্রজ্ঞানোদ্ভবা সদ্বৃত্তি এবং ব্যাপক জ্ঞানকেই লক্ষ্য করিয়াছি। এই মতে ভাবসঙ্গতিও রক্ষিত হইয়াছে। প্রথমাংশের বিশেষণ কয়েকটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তাহা স্বতঃই অনুমিত হইবে। সদ্বৃত্তি কেমন? 'যুবতিঃ'—সৎকর্ম্মকরণসমর্থা। আবার? 'জুষ্ট্বী'—যুষ্মদীয়সেবাপরায়ণা। দেবানুগ্রহে মানুষ যদি সদ্বৃত্তির অধিকারী হইতে সমর্থ হয়, তখন সেই হৃদয়স্থিতা বৃত্তি একমাত্র দেবতারই অনুসরণ করিতে থাকে। এ অংশের প্রার্থনার ভাবে বুঝা যায়, সাধক বলিতেছেন,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের অনুগ্রহে আমরা যেন এবম্ভূত সদ্বৃত্তির অধিকারী হইতে সমর্থ হই।'

অতঃপর দ্বিতীয়াংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। এ অংশে পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় জ্ঞানকে কয়েকটী বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। প্রার্থনাকারী দেবতার নিকট সেই জ্ঞানের প্রার্থনা করিতেছেন, এবং সেই জ্ঞান দ্বারা

---

নামবাচক তদ্রূপ। ছান্দসে মত্বর্থীয়ের লোপ) 'পতঙ্গাঃ' উৎপতনসমর্থ 'বয়ঃ' গমনশীল 'অরুষাঃ' আরোচমান বা হিংসকরহিতা।

অত্র। 'ইতরাভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে 'দৃশিগ্রহণ-হেতুভবদাদি যোগে ও ইদম্-শব্দ-হেতু বিভক্তির অর্থে ত্রল্-প্রত্যয়। জুষ্ট্বী। জুষী-ধাতু প্রীতি এবং সেবনার্থক। ঔণাদিক ক্তু-প্রত্যয়। 'বোতোগুণবচনাৎ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীষ্ ॥ (১ম—১১৮সূ—৫ঋ) ॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের অষ্টাদশ বর্গ ॥ ১।৮।১৮ ॥

দেবতাকে স্বরূপতঃ জানিবার প্রয়াস পাইতেছেন। জ্ঞান কেমন? 'পতঙ্গাঃ'—ঊর্দ্ধনয়নসমর্থ। 'অরুষাঃ'—কামাদিহিংসকবিহীন। 'বপুষঃ'—কান্তিমান অর্থাৎ মালিন্যরহিত। 'বয়ঃ'—দেবোদ্দেশে গমনশীল। এবম্বিধ জ্ঞানের অধিকারী হইবার মানসেই প্রার্থনা জানান হইয়াছে। এ মতে ঐ দ্বিতীয়াংশের প্রার্থনায় ভাব হয়,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগকে জ্ঞানাধিকারী করুন এবং ঐ জ্ঞান যাহাতে আপনাদিগের অনুসারী হইতে সমর্থ হয়, তাহা বিহিত করুন।' (১ম—১১৮সূ—৫ঋ)॥

—— • ——

## ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশাধিকশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

উদ্বন্দনমৈরতং দংসনাভিরুদ্রেভং দস্রা
বৃষণা শচীভিঃ।
নিষ্টৌগ্র্যং পারয়থঃ সমুদ্রাৎ পুনশ্চ্যবানং
চক্রথুর্যুবানং ॥ ৬ ॥

• •

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। বন্দনং। ঐরতং। দংসনাভিঃ। উৎ। রেভং। দস্রা।
বৃষণা। শচীভিঃ।
নিঃ। তৌগ্র্যং। পারয়থঃ। সমুদ্রাৎ। পুনরিতি। চ্যবানং।
চক্রথুঃ। যুবানং ॥ ৬ ॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্রা' (সদ্বস্তুদর্শনীয়ৌ) 'বৃষণা' (অভীষ্টপূরকৌ হে দেবৌ) যুবাং 'বন্দনং' (স্তুতিপরায়ণং) 'শচীভিঃ' (যুষ্মদীয়ৈঃ কর্ম্মভিঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণতাভিঃ) 'উৎ ঐরয়তং' (উদ্ধারয়থঃ) তথা 'রেভং' (পরিতপ্তং জনং) 'দংসনাভিঃ' (যুষ্মদীয় আত্মীয়কর্ম্মভিঃ, সৎকর্ম্মসমন্বিতং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'উৎ' ঐরয়তং (উদ্ধারয়থঃ); স্তুতিপরায়ণঃ তথা পরিতপ্তজনঃ দেবকৃপয়া সৎকর্ম্মপরায়ণঃ সন্ উদ্ধারং লভতে—ইতি ভাবঃ; 'পুনঃ' (অপিচ) 'তৌগ্রং' (সাধকং) 'সমুদ্রাৎ' (সংসারসমুদ্রাৎ) 'নিষ্পারয়থঃ' (উদ্ধারং কুরুথঃ); যুবাং 'চ্যবানং' (বিষয়াসক্তং জনং) 'যুবানং' (সাধনোচিতকর্ম্মক্ষমং) 'চক্রথুঃ' (কুরুথঃ); যুবয়োঃ অনুকম্পয়া দেবোচিতেন কর্ম্মণা সাধকবিষয়াসক্তৌ উভৌ উদ্ধারং প্রাপ্নুতঃ—ইতি ভাবঃ॥ (১ম-১১৮সূ—৬ঋ)॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

সদ্বস্তুদর্শনকারী অভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয়! আপনারা স্তুতিপারায়ণকে আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্মপরম্পরা দ্বারা উদ্ধার করেন, এবং পরিতপ্ত জনকে আপনাদিগের আত্মীয়কর্ম্মসমূহের দ্বারা (সৎকর্ম্মসমন্বিত করিয়া) উদ্ধার করেন; (ভাব এই যে,—স্তুতিপরায়ণ ও পরিতপ্ত জন দেবতার কৃপায় সৎকর্ম্মপর হইয়া উদ্ধার লাভ করেন); অপিচ, আপনারা সাধককে সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন, এবং বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে সাধনোচিত কর্ম্মক্ষম করেন; (ভাব এই যে,—আপনাদিগের কৃপায় দেবোচিত কার্য্যে সাধক ও বিষয়াসক্ত উভয়েই উদ্ধার প্রাপ্ত হন।)॥ (১ম—১১৮সূ—৬ঋ)॥

• • •

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ বন্দনমেতৎসংজ্ঞমৃষিং দংসনাভিরাত্মীয়ৈঃ কর্ম্মভিঃ কূপাদুদৈরতং। উদৈরয়তং। উদগময়তং। হে দস্রা দর্শনীয়ৌ বৃষণা কামানাং বর্ষিতারাবশ্বিনৌ শচীভিঃ কর্ম্মভী রেভমেতৎসংজ্ঞমৃষিং দশ রাত্রীর্নবাহানি চ কূপে নিবসন্তং তস্মাদুদৈরয়ন্ত। উদতারয়তং। তথা

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'বন্দনং' এতৎসংজ্ঞক ঋষিকে 'দংসনাভিঃ' আত্মীয়কর্ম্মসমূহের দ্বারা কূপ হইতে 'ঐরয়তং' উদ্গমন করাইয়াছিলেন। হে 'দস্রা' দর্শনীয় 'বৃষণা' কমনাসমূহের বর্ষক অশ্বিদ্বয়! 'শচীভিঃ' কর্ম্মসমূহের দ্বারা 'রেভং' এতৎসংজ্ঞক (দশ রাত্রি নয় দিন কূপ নিবাসকারী) ঋষিকে তাহা হইতে উঠাইয়াছিলেন। আর 'তৌগ্র্যং' তুগ্রের পুত্র সমুদ্রে নিমগ্ন

তৌগ্র্যং তুগ্রস্য পুত্রং ভুজ্যুং সমুদ্রে নিমগ্নমাত্মীয়াভিনৌভিরশ্বৈশ্চ সমুদ্রান্নিষ্পারয়থঃ। তীরদেশং প্রাপিতবন্তৌ। তথা চ্যবানং চ্যবনমৃষি জীর্ণং পুনর্যুবানং যৌবনোপেতং চক্রথুঃ। কৃতবন্তৌ॥

ঐরয়তং। ঈর গতৌ কম্পনে চ। ণ্যন্তাল্লঙি ছন্দস্যুভয়থেতি শপ আর্দ্ধধাতুকত্বাণ্ণেরনিটীতি ণিলোপঃ॥ (১ম—১১৮সূ—৬ঋ)॥

* * *

## ষষ্ঠ (১৩১৩) ঋকের বিশদার্থ।

মানুষ পাপ করে; মানুষ দুর্ব্বল বলিয়া। কিন্তু মানুষের মধ্যে সদ্বৃত্তিরাজী আছে; পাপ করিলেই তাহারা মানুষকে তাড়না করে; আর, সেই তাড়নায় একদিন-না-একদিন মানুষকে তাহার অনুষ্ঠিত পাপের জন্য অনুতাপ করিতে হয়। আমরা সর্ব্বদাই নির্দ্দেশ করিতেছি যে,—প্রার্থনা অনুতাপ প্রভৃতি কেবল মুখের দুইটা বাক্য মাত্র নয়, তাহার পশ্চাতে থাকে—সৎকর্ম্ম পরম্পরা। মানুষ পাপের জন্য সত্য সত্য অনুতপ্ত হইলে, তাহার দ্বারা পাপ কার্য্য আর সম্ভব হয় না। সে তখন ফিরিয়া দাঁড়ায়,—ভগবৎ-প্রদত্ত আলোকের সাহায্যে আপন গন্তব্য পথ বাছিয়া লইতে চেষ্টা করে। হয় তো সে আলোক তখন মলিন হইয়াছিল; কিন্তু অনুতাপের সহগামী প্রার্থনার দ্বারা সেই আলোক-রশ্মি ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া তাহাকে চরম আলোকের অধিকারী করিয়া দেয়।

এই মন্ত্রে আমরা এই সত্যটীই দেখিতে পাই। সাধককে, স্তুতিপরায়ণকেই যে ভগবান্ উদ্ধার করেন; তাহা নয়,—অনুতপ্ত পাপীও তাঁহার অপার করুণায় বঞ্চিত হয় না। মন্ত্র যেন বলিতেছে—'পাপী! ভয় নাই! এত পেছনে রয়েছ কেন? অগ্রসর হও। তাঁহার চরণে পাপের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা কর, অনুতাপ কর; সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম্মে

---

ভুজ্যুকে অশ্বযুক্ত আপনাদের নৌকা সমূহের দ্বারা 'সমুদ্রাৎ' সমুদ্র হইতে 'নিঃ পারয়থঃ' তীরদেশ প্রাপ্ত করিয়াছিলে এবং' চ্যবানং' জীর্ণ চ্যবন ঋষিকে পুনঃ 'যুবানং' যৌবনযুক্ত 'চক্রথুঃ' করিয়াছিলে।

ঐরয়তং। ঈর-ধাতু গতি এবং কম্পনার্থক। ণ্যন্তাল্লঙি 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে শপের আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'ণেরনিটি' ইত্যাদি সূত্রে ণি-লোপ॥ (১ম—১১৮সূ—৬ঋ)॥

* * *

নিরত হও। তাহা করিলে দেখিতে পাইবে,—তোমার জন্যও পরমশান্তি তাঁহার অনন্ত ভাণ্ডারে আছে—তুমিও বঞ্চিত হইবে না।’

প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে সকল আখ্যায়িকা আছে, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের মত আমরা একাধিকবার (১ম—১১৬সূ—৩ঋ, ১ম—১১৬সূ—১০ঋ, ১ম—১১৬সূ—১১ঋ, ১ম—১১৭সূ—৪ঋ, ১ম—১১৭সূ—৫ঋ প্রভৃতিতে) ব্যক্ত করিয়াছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (১ম—১১৮সূ—৬ঋ)॥

### সপ্তমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

যুবমত্রয়েঽবনীতায়
তপ্তমূর্জ্জমোমানমশ্বিনাবধত্তং।
যুবং কণ্বায়াপিরিপ্তায় চক্ষুঃ প্রত্যধত্তং
সুষ্টুতিং জুজুষাণা॥ ৭॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যুবং। অত্রয়ে। অবঽনীতায়।
তপ্তং। ঊর্জ্জং। ওমানং। অশ্বিনৌ। অধত্তং।
যুবং। কণ্বায়। অপিঽরিপ্তায়। চক্ষুঃ। প্রতি। অধত্তং।
সুঽস্তুতিং। জুজুষাণা॥ ৭॥

## মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) 'অত্রয়ে' ( রিপুভিঃ পীড্যমানায় ) 'অবনীতায়' ( শরণাপন্নায়, অনুতপ্তায়—জনায় ইতি যাবৎ ) 'যুবং' ( যুবাং ) 'তপ্তং' ( সন্তাপমধ্যগতঃ ) 'ওমানং' ( সুখপ্রদং ) 'উর্জ্জং' ( সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং, প্রাণশক্তিং ইত্যর্থঃ ) 'অধত্তং' ( প্রযচ্ছথঃ ); অনুতপ্তঃ পতিতঃ জনঃ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং লভতে—ইতি ভাবঃ ; তথা 'সুস্তুতিং' ( শোভনাং সৎকর্ম্মযুতাং স্তুতিং—প্রাপ্য ইতি শেষঃ ) 'জুজুষাণা' ( প্রীয়মাণৌ ) 'যুবং' ( যুবাং ) 'অপিরিপ্তায়' ( অজ্ঞানান্ধায় ) 'কণ্বায়' ( ক্ষীণশক্তয়ে ) 'চক্ষুঃ' ( জ্ঞানদৃষ্টিং ) 'প্রত্যধত্তং' ( প্রযচ্ছথঃ )। সৎকর্ম্মণা নতু কেবলং স্তুত্যা অজ্ঞানমপি আত্মজ্ঞানংলব্ধুং সমর্থ ভবতি—ইতি ভাবঃ ॥ ( ১ম—১১৮সূ—৭ঋ )॥

## বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! রিপুগণকর্ত্তৃক পীড্যমান শরণাপন্ন অনুতপ্ত জনকে আপনারা সন্তাপমধ্যগত সুখপ্রদ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করেন; ( ভাব এই যে,—অনুতপ্ত পতিত জন সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভ করে ); শোভনকর্ম্মযুক্ত স্তুতি পাইয়া প্রীত হইয়া আপনারা অজ্ঞানান্ধ ক্ষীণশক্তিকে জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান করেন। ( ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা,—কেবল স্তুতির দ্বারা নহে,—অজ্ঞানও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ) ॥ ( ১ম—১১৮সূ—৭ঋ ) ॥

## সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা অশ্বিনৌ যুবং যুবামবনীতায় শতদ্বারে পীড়াযন্ত্রগৃহেঽবস্তান্নীতায়াত্রয়ে তপ্তং পীড়ার্থং প্রক্ষিপ্তং তুষাগ্নিং শীতেনোদকেনাবারয়েথাং। অপিচ অস্মৈ অত্রয়ে স ওমানাং সুখকরমূর্জ্জং রসবদন্নমধত্তং প্রাযচ্ছতং। তথা সুষ্টুতিং শোভনাং স্তুতিং জুজুষাণা সেবমানৌ যুবামপিরিপ্তায়াসুরৈর্ব্রাহ্মণ্যপরীক্ষার্থমিত্যাসীনঃ সন্ বুষ্টামুষসং জানীহীতান্ধকারবতি গৃহে

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অশ্বিনা' অশ্বিদ্বয় 'যুবং' আপনারা 'অবনীতায়' শতদ্বারে পীড়াযন্ত্রগৃহে নীত অত্রির জন্য 'তপ্তং' পীড়ার্থ প্রক্ষিপ্ত তুষাগ্নিকে শীতোদকের দ্বারা নিবারণ করিয়াছিলেন। অপিচ, সেই অত্রির জন্য 'ওমানং' সুখকর 'উর্জ্জং' রসবৎ অন্নকে 'অধত্তং' প্রদান করিয়াছিলেন। আর, 'সুষ্টুতিং' শোভন স্তুতিকে 'জুজুষাণা' সেবমান আপনারা 'অপিরিপ্তায়' অসুরগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ্য-পরীক্ষার্থ এই স্থানে ( ঋষি ) আসীন হইলে, "উষা উদিতা হইয়াছে—ইহা জান" এই রূপ বলিয়াছিলেন। অন্ধকার গৃহে প্রবিষ্ট 'কণ্বায়' কণ্ব-ঋষিকে 'চক্ষুঃ' বুষ্টা উষার প্রকাশক

প্রবেশিতায় কথায় ঋষয়ে চক্ষুর্ব্যুষ্টায়া উষসঃ প্রকাশকং বীণাশব্দং প্রত্তাধত্তং। কৃতবন্তৌ। যদ্বা অপিরিপ্তায়াপিলিপ্তায় পটলেন পিহিত দৃষ্টয়ে এবম্বিধায় কথায় চক্ষুরিন্দ্রিয়ং প্রত্যধত্তং প্রত্যস্থাপয়তং॥

ওমানং। অবতেরৌণাদিকো মনিঃ। জ্বরত্বরেত্যাদিনাবকারস্যোপধায়াশ্চ উঠ্। গুণঃ। অপিরিপ্তায়। লিপ উপদেচে। অস্মাৎকর্ম্মণি নিষ্ঠা। কপিলকাদিত্বাল্লত্ববিকল্পঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। জুজুষাণা। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। ছান্দসে লিট্। লিটঃ কানজ্। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ॥ (১ম—১১৮সূ—৭ঋ)॥

* * *

## সপ্তম (১৩১৪) ঋকের বিশদার্থ।

মানুষ দুর্ব্বল; তাহার উপর রিপুর আক্রমণে বিব্রত। ভগবান্, মানুষের সেই দুর্ব্বলতা বুঝিয়া, উপায়-বিধান করেন। তাঁহার সন্তানকে পাপের হাতে চিরতরে তিনি সমর্পণ করেন না। তাঁহার মঙ্গল-হস্ত মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য সর্ব্বদাই উদ্যত রহিয়াছে। মানুষ আপনার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া একটুখানি চেষ্টা করিলেই তাঁহার কৃপার অধিকারী হয়। মানুষ যেমন দুর্ব্বল, মানুষ যেমন পাপের দ্বারা আক্রান্ত, তেমনি জ্ঞান লাভ করিবার—উদ্ধার পাইবার—উপায়ও তাহার নিকট আছে। সেই উপায়—ভগবানের নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা। ঐকান্তিক প্রার্থনা করিতে গেলেই প্রার্থনার সঙ্গে নিজকে সংশোধিত ও পবিত্র করিবার চেষ্টা আসিবে,—সৎকর্ম্মের দিকে হৃদয়-মন ধাবিত হইবে। তাহা না হইলে, শুধু "হে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া, দুইটা

---

বীণাশব্দ 'প্রত্যধত্তং' করিয়াছিলেন। অথবা, 'অপিরিপ্তায়' অপিলিপ্ত পটলের দ্বারা পিহিত দৃষ্টি—এইরূপ 'কথায়' কথের জন্য চক্ষু ইন্দ্রিয় 'প্রত্যধত্তং' প্রতিস্থাপিত করিয়াছিলেন।

ওমানং। অবতি'র (অব-ধাতুতে) ঔণাদিক মনিঃ-প্রত্যয়। 'জ্বরত্বর' ইত্যাদি সূত্রে দ্বারা বকারের উপাধাতেও উঠ্ গুণ। অপিরিপ্তায়। লিপ-ধাতু উপদেহার্থক। ইহাতে কর্ম্মে নিষ্ঠা। কপিলকাদিত্ব-হেতু লত্ব বিকল্প। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতি'র (গম্-ধাতুর) প্রকৃতিস্বরত্ব। জুজুষাণা। জুষী-ধাতু প্রীতি এবং সেবনার্থক। ছান্দসে লিট্ অথবা লিটে কানচ্। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার॥ (১ম—১১৮সূ—৭ঋ)॥

* * *

মুখের কথা বলিলে হইবে না। বাক্যের সঙ্গে অন্তরের যোগ থাকা চাই; আর, অন্তরের যোগ থাকিলেই, সৎ-চেষ্টা, সৎকর্ম্ম আপনা-আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে।

তাই মানুষ, যতই কেন রিপুগণ কর্তৃক পীড্যমান্ হউক না, সে যদি হৃদয়ের সহিত মুক্তি-লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, তবে নিশ্চয়ই ভগবান্, কৃপা করিয়া, তাহাকে তাঁহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন। মানুষের জন্য, পাপীতাপীর জন্য, কি আশার বাণীই এই মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়! মানব! তোমার ভয় নাই, একটুখানি অগ্রসর হও, হৃদয়ের সঙ্গে প্রার্থনা কর, স্বর্গ-রাজ্যের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে! ভয় নাই মানব!—একটু অগ্রসর হও।

প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে আখ্যায়িকা-দ্বয়ের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য পূর্ব্বেই (১ম—১১৭সূ—৭ঋ এবং ১ম—১১৭সূ—৮ঋ) বিবৃত করা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন॥ (১ম—১১৮সূ—৭ঋ)॥

—•—

## অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

যুবং ধেনুং শয়বে

নাধিতায়াপিন্বতমশ্বিনা পূর্ব্ব্যায়।

অমুঞ্চতং বর্ত্তিকামংহসো নিঃ প্রতি জঙ্ঘাং

বিশ্পলায়া অধত্তং ॥ ৮ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

যুবং। ধেনুং। শয়বে।

নাধিতায়। অপিন্বতং। অশ্বিনা। পূর্ব্ব্যায়।

অমুঞ্চতং। বর্ত্তিকাং। অংহসঃ। নিঃ। প্রতি। জঙ্ঘাং।

বিশ্‌পলায়াঃ। অধত্তং ॥ ৮ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘অশ্বিনা’ (আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ!) ‘যুবং’ (যুবাং) ‘পূর্ব্ব্যায়’ (চিরন্তনায়) ‘নাধিতায়’ (যাচমানায়, মুক্তিকাময়মানায়) ‘শয়বে’ (সাধকায়) ‘ধেনুং’ (জ্ঞানং) ‘অপিন্বতং’ (প্রযচ্ছথঃ); সৎকর্ম্মান্বিতঃ প্রার্থনাশীলঃ সাধকঃ স্বতমেব আত্মজ্ঞানং লভতে—ইতি ভাবঃ; ‘বিশ্‌পলায়াঃ’ (সৎপথানুগামিন্যাঃ) ‘বর্ত্তিকাং’ (জ্ঞানশিখাং) ‘অংহসঃ’ (পাপাৎ, পাপকবলাৎ ইত্যর্থঃ) ‘নিরমুঞ্চতং’ (বিমোচয়থঃ), তথা তস্যাঃ ‘জঙ্ঘাং’ (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) ‘প্রত্যধত্তং’ (রক্ষথঃ); ভগবান্ সৎপথানুগামিনঃ পাপাৎ মুঞ্চতি তথা তেভ্য মোক্ষসাধনভূতং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রযচ্ছতি চ—ইতি ভাবঃ ॥ (১ম - ১১৮সূ—৮ঋ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা চিরন্তন মুক্তিকামী সাধককে জ্ঞান প্রদান করেন; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মান্বিত প্রার্থনাশীল সাধক স্বতঃই আত্মজ্ঞান লাভ করেন); সৎপথানুগামীর জ্ঞানশিখাকে আপনারা পাপের কবল হইতে মুক্ত করেন, এবং তাঁহার সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যকে রক্ষা করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সৎপথানুগামীকে পাপ হইতে মুক্ত করেন এবং তাহাকে মোক্ষ-সাধন-ভূত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করেন।) ॥ (১ম—১১৮সূ—৮ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ যুবং যুবাং পূর্ব্ব্যায় পুরাতনায় নাধিতায় যাচমানায় শয়বে এতৎসংজ্ঞায় ঋষয়ে ধেনুং নিবৃত্তপ্রসবামদোগ্ধ্রীমপিন্বতং পয়সাসিঞ্চতং। সর্ব্বদা পয়স্বিনী-মকুরুতমিত্যর্থঃ। অপিচ বর্ত্তিকাং বৃকেণ গ্রস্তাং চটকসদৃশী শকুনিমংহসো বৃকাস্ত-লক্ষণাৎপাপান্নিরমুঞ্চতং নিরমোচয়তং। যদ্বা পুনঃ পুনর্ব্বর্ত্তত ইতি বর্ত্তিকোষাঃ। তামাদিত্যেনাভিগ্রস্তাং যুবামমোচয়তং। তথা বিশ্পলায়ৈ সংগ্রামে ছিন্নজঙ্ঘায়ৈ অগস্ত্য-পুরোহিতস্য খেলস্য সম্বন্ধিন্যৈ এতৎসংজ্ঞায়ৈ স্ত্রিয়ৈ আয়সীং জঙ্ঘাং প্রত্যধত্তং প্রত্যস্থাপয়তং সমযোজয়তমিত্যর্থঃ ॥ ( ১ম—১১৮সূ-৮ঋ ) ॥

∴

## অষ্টম ( ৫১৩১ ) ঋকের বিশদার্থ

এই মন্ত্রে আমরা সাধকের সাধন-শক্তির পরিচয় পাই। ভগবান্ আমাদিগকে শক্তি দিয়াছেন। তাহার সদ্ব্যবহার করিলে, তিনি অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে কোলে তুলিয়া লয়েন। পাপ-মোহ আমাদিগকে চারিদিকে ঘেরিয়া আছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে পরাজিত করিবার শক্তিও ভগবান্ আমাদিগকে দিয়াছেন। আমরা একটু চেষ্টা করিয়া তাঁহার পথে চলিলে, বা চলিবার চেষ্টা করিলে, তিনি সাধকের সাহায্যার্থ তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত প্রসারিত করেন। ভীষণ শক্তিশালী পাপের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার কতটুকু শক্তি মানুষের আছে? দুর্ব্বল মানুষকে তিনি সাহায্য না করিলে, মানুষ কখনই মুক্তির পথে চলিতে পারিত না।

মানুষ মুক্তি-কামনা করে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সৎকর্ম্ম-সাধনার যোগ থাকা চাই। তবেই সে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। 'যে

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অশ্বিনা' হে অশ্বিদ্বয়! 'যুবং' আপনারা পূর্ব্ব্যায় পুরাতন 'নাধিতায়' যাচমান্ 'শয়বে' এতৎসংজ্ঞক ঋষির জন্য 'ধেনুং' নিবৃত্তপ্রসবা আদোগ্ধ্রী গাভীকে 'অপিন্বতং' দুগ্ধের দ্বারা সিঞ্চন করিয়াছিলেন, সর্ব্বদা পয়স্বিনী করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। অপিচ, 'বর্ত্তিকাং' বৃকের দ্বারা গ্রস্ত চটকসদৃশী শকুনিকে 'অংহসঃ' বৃকের আস্ত-লক্ষণ পাপ হইতে 'নিরমুঞ্চতং' মোচন করিয়াছিলেন। অথবা, পুনঃ পুনঃ বর্ত্তন করে এই অর্থে বর্ত্তিকা পদে ঊষা বুঝায়। তাহাকে আদিত্যের মুখ হইতে আপনারা মুক্ত করেন। আর 'বিশ্পলায়াঃ' সংগ্রামে ছিন্নজঙ্ঘা অগস্ত্য-পুরোহিত খেলের সম্বন্ধীয় এতৎসংজ্ঞক স্ত্রীকে 'জঙ্ঘাং' জঙ্ঘা 'প্রত্যধত্তং' প্রতিস্থাপন করিয়াছিলেন—সংযোজিত করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ॥ (১ম—১১৮সূ—৮ঋ)॥

নিজেকে সাহায্য করে ভগবান্ তাহার সহায় হন'—এই বাক্যটী বর্ণে বর্ণে সত্য। মানুষের মনে অন্ততঃ সৎ হইবার কামনা থাকা চাই। কামনা হইতে কর্ম্ম-প্রচেষ্টার উৎপত্তি, আর সেই কর্ম্ম-প্রচেষ্টা হইতে কর্ম্ম ও তজ্জনিত মুক্তি-লাভ ঘটে।

'ভগবান্ সৎপথানুগামীদের জ্ঞান-শিখা পাপের কবল হইতে মুক্ত করেন'—ইহার অর্থ এই যে,—সন্মার্গাবলম্বী যাঁহারা, তাঁহারা পাপকে নিকটে আসিতে দেন না; ভগবানের কৃপায় তাঁহাদিগের এমনি শক্তি লাভ হয় যে, পাপ তাঁহাদিগকে ভয় করে; সত্য সত্যই 'রামনাম শুনিলে ভূত পলায়।' জগতের সকল সাধকের জীবনই এই সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। পাপ প্রলোভন তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসে, কিন্তু সে দূর হইতে ভয় দেখায় মাত্র, নিকটে আসিতে পারে না। সে জানে—ভগবান্ নিজে তাঁহার প্রিয় ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য সুদর্শন-চক্র-হস্তে বিরাজমান আছেন। ভগবানের সেই ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় আমরা এই মন্ত্রে প্রাপ্ত হই।

প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে আখ্যায়িকাদ্বয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের মতামত পূর্ব্বেই (১ম—১১২সূ—৮ঋ, ১ম—১১৬সূ—১৪ঋ ও ১ম—১১৭সূ—২০ঋ) বিবৃত করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরালোচন বাহুল্য মাত্র॥ (১ম—১১৮সূ—৮ঋ)॥

—•—

### নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশাধিকশততমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

যুবং শ্বেতং পেদব
ইন্দ্রজূতমহিহনমশ্বিনাদত্তমশ্বং।
জোহূত্রমর্য্যো অভিভূতিমুগ্রং সহস্রসাং
বৃষণং বীড্বঙ্গং॥ ৯॥

•.•

### পদ-বিশ্লেষণং।

যুবং। শ্বেতং। পেদবে।

ইন্দ্রঽজূতং। অহিঽহনং। অশ্বিনা। অদত্তং। অশ্বং।

জোহূত্রং। অর্য্যঃ। অভিঽভূতিং। উগ্রং। সহস্রঽসাং।

বৃষণং। বীড়ুঽঅঙ্গং॥ ৯॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ!) 'যুবং' (যুবাং) 'পেদবে' (পতনশীলায় শরণাপন্নায়—মহ্যং ইতি যাবৎ) 'অহিহনং' (রিপুনাশকং) 'অর্য্যঃ অভিভূতিং' (রিপূণাং পরাজয়কারিণং) 'জোহূত্রং' (জেতারং) 'বীড়্বঙ্গং' (সংগ্রামসমর্থং) 'ইন্দ্রজূতং' (ঐশ্বর্য্যপ্রদং) 'বৃষণং' (অভীষ্টপূরকং) 'উগ্রং' (আত্মশক্তিদায়কং) 'সহস্রসাং' (অশেষধনদাতারং) 'শ্বেতং' (নির্ম্মলং) 'অশ্বং' (ব্যাপকং জ্ঞানং) 'অধত্তং' (প্রযচ্ছতং); হে দেবৌ! পতিতং শরণাপন্নং মাং কৃপয়া পরাজ্ঞানদানেন উদ্ধারয়তং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১ম—১১৮সূ—৯ঋ)॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা পতনশীল শরণাপন্ন আমাকে রিপুনাশক, শত্রুগণের পরাজয়কারী, জয়শীল, সংগ্রাম-সমর্থ, ঐশ্বর্য্য-প্রদ, অভীষ্টপূরক, আত্মশক্তিদায়ক, অশেষ ধনদানকারী, নির্ম্মল ব্যাপক-জ্ঞান দান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! পতিত শরণাপন্ন আমাকে কৃপা করিয়া পরাজ্ঞান দানে উদ্ধার করুন।)॥ (১ম—১১৮সূ—৯ঋ)॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ পেদবে পেদুনাম্নে রাজ্ঞে যুবং যুবাং শ্বেতবর্ণং কঞ্চিদশ্বমদত্তং। প্রাযচ্ছতং। কীদৃশং। ইন্দ্রজূতং। ইন্দ্রেণ যুবাভ্যাং গমিতং দত্তমিত্যর্থঃ। অহিহনং শত্রূণাং হন্তারং। জোহূত্রং অতিশয়েন সংগ্রামেষ্বাহ্বাতারং। অর্য্যোঽরেঃ শত্রোরভিভূতিমভিভাবুকং। উগ্রমুদ্গূর্ণং বীর্য্যবন্তমিত্যর্থঃ। সহস্রসাং সহস্রসংখ্যাকস্য ধনস্য সম্ভক্তারং দাতারং বা। বৃষণং সেক্তারং যুবানমিত্যর্থঃ। বীড্বঙ্গং দৃঢ়াঙ্গং॥

ইন্দ্রজূতং। জু ইতি সৌত্রোধাতুর্গত্যর্থঃ। অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। জোহূত্রং। হ্বয়তের্যঙ্লুগন্তাদৌণাদিকস্ত্রপ্ প্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্যপিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। অর্য্যঃ। অরিশব্দাৎ ষষ্ঠ্যেকবচনে জসাদিষু ছন্দসি বাবচনমিতি ঘেঙিতীতি গুণস্য বিকল্পিতত্বাদভাবে যণাদেশঃ। উদাত্তযণ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অভিভূতিং। অভিভূয়তেঽনেনেত্যভিভূতিঃ। করণে ক্তিন্। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। সহস্রাং। সনোতেঃ সনতের্ব্বা জনসনখনেতি বিট্। বিড্বনোরনুনাসিকস্যাদিত্যাত্বং॥ (১ম—১১৮সূ—৯ঋ)॥

## নবম (১৩১৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই প্রার্থনা-মূলক মন্ত্রটীতে জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। 'কিরূপ জ্ঞান দ্বারা উদ্ধার লাভ করা যায়?'—এই মন্ত্র সেই প্রশ্নেরই উত্তর দিতেছেন। সেই জ্ঞান রিপুজয়-সমর্থ হওয়া চাই। মানুষকে

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অশ্বিনা' হে অশ্বিদ্বয়! 'পেদবে' পেদু নামক রাজাকে 'যুবং' আপনারা 'শ্বেতং' শ্বেতবর্ণ কোনও 'অশ্বং' অশ্ব 'অদত্তং' প্রদান করিয়াছিলেন। কিরূপ? 'ইন্দ্রজূতং' ইন্দ্রকর্তৃক প্রদত্ত ইহাই অর্থ। 'অহিহনং' শত্রুগণের হন্তা 'জোহূত্রং' সংগ্রামে অতিশয় শব্দকারী 'অর্য্যঃ' অরির শত্রুর 'অভিভূতিং' অভিভাবুক 'উগ্রং' উদ্গূর্ণ বীর্য্যবান্—ইহাই অর্থ। 'সংস্রসাং' সহস্রসংখ্যক ধনের সম্ভোগকর্তা বা দাতা 'বৃষণং' সেক্তা যুবা—ইহাই অর্থ। 'বীড্বঙ্গং' দৃঢ়াঙ্গ।

ইন্দ্রজূতং। জু—এই সৌত্র ধাতু গতি-অর্থক। ইহাতে অন্তর্ভাবিত ণি-অর্থ-হেতু কর্ম্মে নিষ্ঠা। 'তৃতীয়া কর্ম্মণি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। জোহূত্রং। 'হ্বয়তে'র (হ্বে-ধাতুর) যঙ্লুগন্ত-হেতু ঔণাদিক ত্রপ্-প্রত্যয়। প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বর অবশিষ্ট থাকে। অর্য্যঃ। অরি-শব্দ-হেতু ষষ্ঠীর একবচনে 'জসাদিষু ছন্দসি বাচনং' ইত্যাদি সূত্রে 'ঘেঙিতি' ইত্যাদির গুণের বিকল্পিতত্ব-হেতু ভাবে যণাদেশ 'উদাত্তযণঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। অভিভূতিং। করণে ক্তিন্। 'তাদৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব। সহস্রসাং। সনোতেঃ অথবা সনতেঃ 'জনসনখন' ইত্যাদি সূত্রে বিট্। 'বিড্বনোরনুনাসিকস্যাৎ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব॥ (১ম—১১৮সূ—৯ঋ)॥

সর্ব্বপ্রথম কাম-ক্রোধাদি রিপুর আক্রমণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। শুধু আক্রমণ হইতে মুক্তি-লাভ নয়, তাহাদিগকে জয় করিতে হইবে। পরিশেষে তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিবে। এইরূপে শত্রুসংগ্রামে জয়-লাভের পর, সাধক ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলিতে থাকেন। অবশেষে তিনি মোক্ষ লাভ করেন।

জ্ঞান-লাভের পর মানুষের আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য দান করে—যে ঐশ্বর্য্যের বলে মানুষ যোগ-শাস্ত্রোক্ত অষ্টসিদ্ধির অধিকারী হয়। কিন্তু ইহাই জ্ঞানের চরম দান নয়; চরম দান—ভগবৎ-সামীপ্য। তাই রিপুকর্ত্তৃক আক্রান্ত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ মানব, তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিতেছে,—'রক্ষা কর দয়াময়! আর যে পারি না! এমন জ্ঞান দাও—এমন শক্তি দাও,—যাহা দ্বারা রিপুজয় করিতে পারি, তোমার অভয় পদে চিরশান্তি লাভ করিতে পারি।'

মন্ত্রে আমরা উপরি-উক্ত ভাবই গ্রহণ করি। কিন্তু সাধারণত এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার একটী আদর্শ দেখুন,—

> "হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পেদুরাজাকে শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলে, সে অশ্ব ইন্দ্রদত্ত, শত্রুহন্তা ও সংগ্রামে শব্দ করে, এবং শত্রুপরাজয়ী, উগ্র ও সহস্র ধনদাতা; সে অশ্ব সেচন সমর্থ ও দৃঢ়াঙ্গ।"

ইহাতে কি সদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, এই মন্ত্রের কয়েকটী পদের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। প্রথম,—'জোহুত্রং' পদ। ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'অভি-শয়েন সংগ্রামেষ্বাহ্বাতারং'। তাহা হইতে জয়ের ভাব সূচিত হয়। তাই আমরা অর্থ করিয়াছি—'জেতারং'। দ্বিতীয়তঃ 'ইন্দ্রজূতং' পদ। ইন্দ্র—বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি, তাঁহার সহিত যুক্ত; এই দৃষ্টিতেই ঐ পদে 'ঐশ্বর্য্যপ্রদং' অর্থ গ্রহণ করা যায়। তৃতীয়তঃ, 'বীড্বঙ্গং' পদে ('দৃঢ়াঙ্গং' নিরুক্তঃ) 'সংগ্রামসমর্থং'—অর্থ সঙ্গত মনে করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে আখ্যায়িকার অবতারণা দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের মতামত পূর্ব্বেই (১ম—১১৬সূ—৬ঋ) বিবৃত হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (১ম—১১৮সূ—৯ঋ)॥

### দশমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশাধিকশততমং সূক্তং। দশমী ঋক্। )

তা বাং নরা স্ববসে সুজাতা হবামহে
অশ্বিনা নাধমানাঃ।
আ ন উপ বসুমতা রথেন গিরো
জুষাণা সুবিতায় যাতং ॥ ১০ ॥

• • •

### পদ-বিশ্লেষণং।

তা। বাং। নরা। সু। অবসে। সুঽজাতা। হবামহে।
অশ্বিনা। নাধমানাঃ।
আ। নঃ। উপ। বসুঽমতা। রথেন। গিরঃ।
জুষাণা। সুবিতায়। যাতং ॥ ১০ ॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ) 'নরা' (নেতারৌ, সৎপথে পরিচালকৌ হে দেবৌ) 'তা' (তৌ, স্তোতৃণাং অভীষ্টপূরকৌ ইত্যর্থঃ) 'সুজাতা' (শোভনজন্মানৌ, মঙ্গলবিধায়কৌ ইত্যর্থঃ) 'বাং' (যুবাং) 'নাধমানাঃ' (উদ্ধারকাময়মানাঃ—বয়ং ইতি যাবৎ) 'সু অবসে' (অস্মাকং সম্যক্ রক্ষণায়—পাপাৎ ইতি যাবৎ) 'হবামহে' (আহ্বয়ামহে); অস্মাকং

অভীষ্টপূরণায় মঙ্গলস্বরূপৌ যুবাং বয়ং অনুসরেম – ইতি ভাবঃ ; 'গিরঃ জুষাণা' (স্তুতীঃ প্রাপ্তৌ —যুবাং, অস্মাকং অনুসারিতয়া ইত্যর্থঃ) 'বসুমতা' (পরমার্থরূপধনযুক্তেন) 'রথেন' (অস্মদনুষ্ঠিতেন সৎকর্ম্মরূপেণ যানেন) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুবিতায়' (সুষ্ঠুসুখবিধানায়, উদ্ধারায় ইত্যর্থঃ) 'উপায়াতং' (আগচ্ছতং)। যুবাং পরমার্থরূপধনদানেন অস্মান্ ত্বরয়া উদ্ধারয়তং – ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১ম – ১১৮সূ – ১০ঋ)॥

•  •  •

### বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক, সৎপথে পরিচালক হে দেবদ্বয়! সেই অর্থাৎ স্তোতৃগণের অভীষ্টপূরক, শোভনজন্মা মঙ্গল-বিধায়ক আপনাদিগকে উদ্ধারকামী আমরা, পাপ হইতে আমাদিগকে সম্যক্ প্রকারে রক্ষা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি; (ভাব এই যে,—আমাদিগের অভীষ্ট-পূরণের জন্য মঙ্গল-স্বরূপ আপনাদিগকে যেন অনুসরণ করি); স্তুতি পাইয়া (আমাদিগের অনুসারিতার দ্বারা) আপনারা পরমার্থ-রূপ ধনযুক্ত আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম-রূপ যানের দ্বারা আমাদিগের সুষ্ঠুসুখ বিধানের জন্য অর্থাৎ উদ্ধারের জন্য আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আপনারা পরমার্থ-রূপ ধন-দানের দ্বারা আমাদিগকে ত্বরায় উদ্ধার করুন।)॥ (১ম—১১৮সূ—১০ঋ)॥

•  •  •

### সায়ণ-ভাষ্যং।

নরা নেতারৌ হে অশ্বিনৌ সুজাতা শোভনজন্মানৌ তা বাং তৌ যুবাং নাধমানা ধনং যাচমানা বয়ং স্তোতারোঽবসে রক্ষণার্থং সু হবামহে শোভনমাহ্বয়ামহে। গিরঃ স্তুতীর্জুষাণা সেবমানৌ যুবাং বসুমতা ধনযুক্তেন রথেন নোঽস্মানুপায়াতং। উপাগচ্ছতং। কিমর্থং। সুবিতায় সুষ্ঠু প্রাপ্তব্যায় ধনায় সুখায় বা॥

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'নরা' নেতা হে অশ্বিদ্বয়! 'সুজাতা' শোভনজন্ম 'তা বাং' সেই আপনাদিগের 'নাধমানাঃ' ধন যাচ্ঞাকারী আমরা স্তোতৃগণ 'অবসে' রক্ষণের জন্য 'সু হবামহে' শোভন আহ্বান করি। 'গিরঃ' স্তুতি 'জুষাণা' সেবমান্ আপনারা দুই জনে 'বসুমতা' ধনযুক্ত রথে 'নঃ' আমাদিগের 'উপায়াতং' নিকটে আসুন। কি জন্য? 'সুবিতায়' সুষ্ঠুপ্রাপ্ত ধনের জন্য বা সুখের জন্য।

সুজাতা। শোভনং জাতং জন্ম যয়োস্তৌ সুজাতৌ সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। নাধমানাঃ। নাধৃ যাচ্ঞায়াং। জুষাণা। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। তাচ্ছীলিকশ্চানশ্‌। তুদাদিত্বাচ্ছঃ। পূর্ব্ববদ্বিভক্তেরাকারঃ। সুবিতায়। সুপূর্ব্বাদেতেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। তন্বাদিত্বাদুবঙ্‌। সুপমানাৎ ক্ত ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং॥ ১০॥

## দশম (১৩১৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটীর প্রথমাংশ আত্মোদ্বোধন-মূলক ও অপরাংশ প্রার্থনা-মূলক। দেবতাকে আহ্বান করার বা দেবতার পূজা করার অর্থ এই যে,—আমরা যেন আমাদিগের হৃদয়ে দেবভাবের উদ্বোধন করি। নচেৎ, কেবল মনোরম বাক্যে স্তুতি করায় বা পুষ্প-বিল্বপত্র দিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করায়, দেবতার পূজা হয় না। দেব-পূজার প্রধান অংশ এবং একমাত্র উদ্দেশ্য সাধকের হৃদয়ে দেবভাবের উদ্বোধন করা। বহু আড়ম্বর সহকারে দেবতার পূজা করিলাম, "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিসন্নিভং" বলিয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া মুদ্রিত চক্ষে ধ্যান করিলাম; আর ফিরিলাম—শূন্য হৃদয় লইয়া, ফিরিলাম—হৃদয়ের মোহ-পাপ লইয়া! ইহা ত দেবতার আরাধনা নয়! এ যে আত্মঘাতী আত্ম প্রবঞ্চনা! তাই দেব-পূজার প্রাথমিক অংশ-উদ্বোধন। এই মন্ত্রেরও প্রথমাংশ আত্মোদ্বোধন-মূলক। সেই মঙ্গল-স্বরূপ সৎপথে পরিচালক দেবদ্বয়ের ভাব গ্রহণ করিবার জন্য সাধক উদ্বুদ্ধ হইতেছেন।

কিন্তু উদ্বোধনই শেষ নয়; প্রার্থনাও প্রয়োজন। আত্মোদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার কৃপা-লাভও আবশ্যক। তাই প্রার্থনা,—'হে মঙ্গল-স্বরূপ ভগবন্! শ্রেষ্ঠ সম্পৎ যাহা, তাহা নিয়ে এস প্রভু! কাঙ্গাল

---

সুজাতা। শোভনজাত জন্ম যাঁহাদের তাঁহারা—সুজাতদ্বয়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। 'নঞ্‌ সুভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তর পদের অন্ত উদাত্তত্ব। নাধমানাঃ। নাধৃ-ধাতু, যাচ্ঞা-অর্থক। জুষাণা। জুষী-ধাতু প্রীতি এবং সেবনার্থক। তাচ্ছীলিকে চানশ্‌। তুদাদিত্ব-হেতু ছ। পূর্ব্ববৎ বিভক্তির আকার। সুবিতায়। সু-পূর্ব্ব-হেতু ইহাতে কর্ম্মে নিষ্ঠা। তন্বাদিত্ব-হেতু উবঙ্‌। 'সুপমানাৎ ক্তঃ' ইত্যাদি সূত্রে উত্তর-পদের অন্ত উদাত্তত্ব॥ (১ম—১১৮সূ—১০ঋ)॥

সন্তানকে তোমার পরম ধন বিতরণে চিরশান্তি দান কর। ওহে বিশ্বরাজ! তোমার সন্তান কি পথের ভিখারী হইয়া থাকিবে? পরমার্থ ধনের উৎস তুমি, তোমার সন্তান কি পাপের দুয়ারে আত্মবিক্রয় করিবে! তোমার অনন্ত ভাণ্ডারের একটু কণিকা দানেও কি তাহাকে রক্ষা করিবে না? এস, এস প্রভো,—তৃষিত এ হৃদে কর শান্তিবারি-দান।'

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সহিত প্রায়ই ভাবের ঐক্য লক্ষিত হইবে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও ভাষ্যার্থ আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে॥ (১ম—১১৮সূ—১০ঋ)॥

* * *

### একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশাধিকশততমং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

আ শ্যেনস্য জবসা নূতনেনাস্মে যাতং
নাসত্যা সজোষাঃ।
হবে হি বামশ্বিনা রাতহব্যঃ শশ্বত্তমায়া
উষসো ব্যুষ্টৌ॥ ১১॥

* * *

### পদ-বিশ্লেষণং।

আ। শ্যেনস্য। জবসা। নূতনেন। অস্মে ইতি। যাতং।
নাসত্যা। সঽজোষাঃ।
হবে। হি। বাং। অশ্বিনা। রাতঽহব্যঃ। শশ্বৎঽতমায়া।
উষসঃ। বিঽউষ্টৌ॥ ১১॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সজোষাঃ' ( সর্ব্বস্মিন্ সমানপ্রীতিযুক্তৌ ) 'নাসত্যা' ( সত্যপ্রাপকৌ হে দেবৌ ) 'শ্যেনস্য জবসা' ( প্রশংসনীয় বেগেন, ত্বরয়া ইত্যর্থঃ ) 'অস্মে' ( অস্মান্ ) 'নূতনেন' ( অতিনবেন, নবজীবন-দানেন সহ, নবজীবনং দাতুং ইত্যর্থঃ ) 'আয়াতং' (আগচ্ছতং) ; হে দেবৌ! কৃপয়া অস্মান্ নবজীবনসম্পন্নান্ কুরুতং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ; 'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) 'শশ্বত্তমায়াঃ' ( নিত্যায়াঃ, নিত্যস্বরূপায়াঃ ) 'উষসঃ' ( জ্ঞানোন্মেষিকায়াঃ বৃত্তেঃ—উন্মেষণায় ইতি যাবৎ ) 'বাং হি' ( যুবয়োঃ এব ) 'রাতহব্যঃ' ( অনুসরণপরায়ণঃ সন্ ) 'হবে' ( প্রার্থয়ামি—যুবয়োঃ সমীপং ইতি শেষঃ )। নিত্যজ্ঞানলাভার্থং যুবয়োঃ কৃপাং প্রার্থয়ামি, অনুকম্পয়া মমাভীষ্টং পূরয়তং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ( ১ম—১১৮সূ—১১ঋ ) ॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

সকলে সমান প্রীতিযুক্ত সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! প্রশংসনীয় বেগে ( ত্বরায় ) আমাদিগকে নূতন জীবন দান করিতে আগমন করুন; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! কৃপা করিয়া আমাদিগকে নবজীবনসম্পন্ন করুন ); আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! নিত্যস্বরূপা জ্ঞানোন্মেষিণী বৃত্তির উন্মেষণের জন্য আপনাদিগেরই অনুসরণ-পরায়ণ হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—নিত্য জ্ঞান লাভের জন্য আপনাদিগের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি, অনুকম্পা করিয়া আমার অভীষ্ট পূর্ণ করুন। ) ॥ ( ১ম—১১৮সূ—১১ঋ ) ॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নাসত্যা নাসত্যাবশ্বিনৌ সজোষাঃ সজোষসৌ সমানপ্রীতিযুক্তৌ শ্যেনস্য শংসনীয়ং গচ্ছতোঽশ্বস্য নূতনেন নবতরেণ প্রত্যগ্রেণ জবসা বেগেন সহিতৌ যুবামস্মে অস্মানায়াতং। আগচ্ছতং। অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ রাতহব্যো বাং যুবাভ্যাং দাতব্যেন হবিষা যুক্তঃ সন্ শশ্বত্তমায়াঃ কালাত্মকতয়া নিত্যায়া উষসো ব্যুষ্টৌ বিবাসনসময়ে বাং যুবাং হবে। আহ্বয়ামি। হিহেতৌ। হি যস্মাদেবং তস্মাদায়াতমিত্যর্থঃ ॥

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'নাসত্যা' সত্যপ্রাপক অশ্বিদ্বয়! 'সজোষাঃ' ( সজোষসৌ ) সমান প্রীতিযুক্ত 'শ্যেনস্য' শংসনীয় গমনকারী অশ্বের 'নূতনেন' নবতর প্রত্যগ্র 'জবসা' বেগের সহিত আপনারা 'অস্মে' আমাদিগের ( প্রতি ) 'আয়াতং' আসুন। 'অশ্বিনা' হে অশ্বিদ্বয়! 'রাতহব্যো বাং' আপনাদিগের দাতব্য হবিঃ দ্বারা যুক্ত হইয়া 'শশ্বত্তমায়াঃ' কালাত্মকতয়া নিত্য 'উষসঃ ব্যুষ্টৌ' উষার বিবাসন সময়ে 'বাং' আপনাদিগকে 'হবে' আহ্বান করি। হি হেতু-অর্থক 'হি' যেহেতু এইরূপ সেই হেতু আসুন—ইহাই অর্থ।

অগ্নে। সুপাং সুলুগিতি শসঃ শে আদেশঃ। সজোষাঃ। তেনৈব দ্বিবচনস্য সু আদেশঃ। হবে। হ্বেঞো লডুত্তমৈকবচনে বহুলং ছন্দসীতি সংপ্রসারণং শপ্ গুণাবাদেশাঃ। শশ্বত্তমায়াঃ। উত্তমশশ্বত্তমৌ সর্ব্বত্রেত্যুঞ্ছাদিষু পাঠাদন্তোদাত্তত্বং॥ (১ম—১১৮সূ—১১ঋ)॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে একনোবিংশো বর্গঃ॥ ১।৮।১৯॥

• • •

## একাদশ (১৩১৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের একটী পদের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি বিশেষভাবে পতিত হয়। তাহা 'সজোষাঃ'। দেবতা যে সকলের প্রতি সমান-প্রীতিযুক্ত, তাঁহারা যে সকলের প্রতিই সমানভাবে করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন, ঐ পদে এই ভাব প্রাপ্ত হই।

এই মন্ত্রের দুইটী চরণে দুইটী প্রার্থনা আছে। প্রথম প্রার্থনা—নবীন জীবন-লাভের। দ্বিতীয় প্রার্থনা—জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তির বা কর্ম্মের অভ্যুদয়। জ্ঞানের উন্মেষে নব-জীবন লাভ হউক,—ইহাই এখানকার আকাঙ্ক্ষা।

পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় (১ম—১১৮সূ—১০ঋ) এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ অনৈক্য হয় নাই। উভয় ব্যাখ্যায় যাহা সামান্য প্রভেদ আছে, ভাষ্য ও মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই তাহা উপলব্ধ হইবে॥ তাহাতে বুঝা যাইবে,—মন্ত্রের অন্তর্গত 'শ্যেনস্য জবসা' 'নূতনেন' এবং 'উষসঃ' প্রভৃতি পদ, মন্ত্রের মর্ম্মানুধাবন পক্ষে বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়ীভূত। ঐ কয়টি পদ-উপলক্ষেই ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার প্রভেদ সংসূচিত হইয়াছে। (১ম—১১০সূ—১১ঋ)॥

---

অগ্নে। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে শসস্থানে শে আদেশ। সজোষাঃ। এই সূত্রেই দ্বিবচনের সু-আদেশ। হবে। হ্বেঞের (হ্বে-ধাতুর) লটের উত্তম পুরুষের একবচনে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। শপের গুণে বা অদেশ। শশ্বত্তমায়াঃ। 'উত্তম শশ্বত্তমৌ সর্ব্বত্র' ইত্যাদি উঞ্ছাদির মধ্যে পাঠ হেতু অন্ত উদাত্তত্ব॥ (১ম—.১৮সূ—১১ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের উনবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৮।১৯॥

• • •

ওঁ

# ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশোঽনুবাকঃ। একোনবিংশাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ। বিংশঃ একোনবিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

## ঊনবিংশাধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তে দশটী ঋক্ আছে। ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূক্তেরই অনুরূপ। আলোচ্য বিষয়ও প্রায়ই অভিন্ন দৃষ্ট হয়।

সূক্তের প্রথম তিনটী ঋকে, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে দেখিতে পাই, অশ্বিদ্বয়ের রথের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সেই রথের এক মাহিমা—সেই রথে সূর্য্যের পুত্রী উর্জ্জানী আরোহণ করিয়াছিলেন। চতুর্থ ঋকে সমুদ্র হইতে ভুজ্যুর উদ্ধারের কথা, পঞ্চম ঋকে সূর্য্যের পুত্রী কর্ত্তৃক অশ্বিদ্বয়কে পতিত্বে বরণের বিষয়, ষষ্ঠ ঋকে অগ্নিদাহ হইতে অত্রি ঋষিকে রক্ষা করা শয়ুর গাভীকে দুগ্ধবতী করা ও বন্দনকে আয়ু দান করার প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপিত দেখি। সপ্তম ঋকে গর্ত্ত হইতে শিশুর উদ্ধার, অষ্টম ঋকে পুনরায় ভুজ্যুর প্রসঙ্গ, নবম ঋকে কক্ষীবানের স্তুতির কথা ও দধীচি ঋষির অশ্ব-মস্তকের বিষয় এবং দশম ঋকে পেদুর অশ্বের মাহাত্ম্য-তত্ত্ব পুনরায় বিবৃত হইয়াছে।

এ সকল ক্ষেত্রে একই বিষয় পুনঃপুনঃ কেন উত্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে প্রথম সংশয় আসে। কিন্তু মন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে—ঐ সকলের মধ্যে কি অনুপম ভাবকুসুম প্রচ্ছন্ন আছে বুঝিতে পারিলে, সে সংশয় স্বতঃই দূরীভূত হয়। যাহা সত্য, যাহা নিত্য, তাহা যতই আলোচিত হয়, ততই হৃদয়ে তাহা সপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই দৃষ্টিতেই পুনরুল্লেখ সমর্থন করা যায়। মন্ত্রার্থে যে ভাব আমরা প্রাপ্ত হই, যথাস্থানে তাহা দৃষ্ট হইবে।

প্রথমে মণ্ডলে উনবিংশাধিকশততমং সূক্তং। ঋষিঃ
দেবতা চ পূর্ব্ববৎ আশ্বিনশস্ত্রে বিনিযুক্তং।

⁂

### প্রথমা ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। উনবিংশাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্। )

আ বাং রথং পুরুমায়ং মনোজুবং জীরাশ্বং

যজ্ঞিয়ং জীবসে হুবে।

সহস্রকেতুং বনিনং শতদ্বসুং শ্রুষ্টীবানং

বরিবোধামভি প্রয়ঃ ॥ ১ ॥

⁂

### একোনবিংশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

আ বাং রথমিতি দশর্চ্চং চতুর্থং সূক্তং দৈর্ঘতমসস্য কক্ষীবত আর্ষং জাগতমাশ্বিনং। তথা চানুক্রান্তং। আ বাং রথং জাগতমিতি॥ প্রাতরনুবাকাশ্বিনে ক্রতৌ জাগতে ছন্দসীদং সূক্তমাশ্বিনশস্ত্রে চ। তথাচ সূত্রিতং। আ বাং রথমভূদিদং যো বাং পরিজ্‌মেতি ত্রীণি। আ০ ১৫। ইতি॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

⁂

### একোনবিংশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'আ বাং রথং' ইত্যাদি দশটী ঋক্‌যুক্ত চতুর্থ সূক্ত ( সপ্তদশ অনুবাকের )। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি। জগতী-ছন্দঃ। অশ্বিদেবতা-সম্বন্ধীয়। এই রূপ অনুক্রান্ত আছে,—'আ বাং রথং দশ জাগতং'—ইত্যাদি। প্রাতরনুবাকের আশ্বিন ক্রতুতে জগতী ছন্দে এই সূক্ত ( প্রযুজ্য )। আশ্বিন শস্ত্রেও ( প্রযুজ্য )। এইরূপ সূত্রিত আছে,—'আ বাং রথমভূদিদং যো বাং পরিজ্মেতি ত্রীণি'—( আ০ ১৫ ) ইত্যাদি॥ তাহার প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

আ। বাং। রথং। পুরুঽমায়ং। মনঃঽজুবং। জীরঽঅশ্বং।
যজ্ঞিয়ং। জীবসে। হুবে।
সহস্রকেতুং। বনিনং। শতঽবসুং। শ্রুষ্টীঽবানং।
বরিবঃঽধাং। অভি। প্রয়ঃ ॥ ১ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধিনং) 'পুরুমায়ং' (বহুকল্যাণবিধায়কং) 'মনোজুবং' (ত্বরিতক্রিয়াশীলং) 'জীরাশ্বং' ( আত্মজ্ঞানপ্রদং ) 'যজ্ঞীয়ং' ( পূজার্হং ) 'রথং' ( সৎকর্ম্মরূপং যানং ) 'জীবসে' ( নবজীবনলাভায় ) 'আ হুবে' ( আহ্বয়ামি, কাময়ামি ইত্যর্থঃ ); অয়ং ভাবঃ—অনন্তজীবনলাভার্থং আত্মজ্ঞানপ্রদং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং উদ্বোধয়ামি ; 'অভি প্রয়ঃ' ( ব্রহ্মলাভার্থং ) 'সহস্রকেতুং' ( বহুসৎকর্ম্মসমন্বিতং ) 'শতবসুং' ( পরমার্থপ্রদং ) 'শ্রুষ্টীবানং' ( সুখদায়কং ) 'বরিবোধাং' ( পরমধনদাতারং ) 'বনিনং' ( জ্ঞানরশ্মিং—যুবাং মহ্যং প্রযচ্ছতং ইতি শেষঃ ) ; প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ - মুক্তিলাভায় পরমধনরূপং জ্ঞানং প্রযচ্ছতং ॥ ( ১ম— ১১৯সূ - ১ঋ ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

আপনাদিগের সম্বন্ধীয় বহুকল্যাণবিধায়ক ত্বরিতক্রিয়াশীল আত্মজ্ঞানপ্রদ পূজার্হ সৎকর্ম্ম-রূপ যানকে, নব-জীবন লাভের জন্য, কামনা করি ; ( ভাব এই যে,—অনন্তজীবন লাভের জন্য যেন আত্মজ্ঞানপ্রদ সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের উদ্বোধন করি ) ; ব্রহ্ম-লাভার্থ বহুসৎকর্ম্মসমন্বিত পরমার্থ-প্রদ সুখদায়ক পরমধনদাতা জ্ঞান-রশ্মি আপনারা আমাকে প্রদান করুন ; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—মুক্তি-লাভের জন্য পরম ধনরূপ জ্ঞান প্রদান করুন। ) ॥ ( ১ম—১১৯সূ—১ঋ ) ॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ রথং জীবসে জীবনার্থং প্রয়ো হবির্লক্ষণমন্নমভিলক্ষ্যাহুবে আহ্বয়ামি। কীদৃশং। পুরুমায়ং বহুবিধাশ্চর্য্যং বহুবিধকর্ম্মাণং বা মনোজুবং মন ইব শীঘ্রং গচ্ছন্তং। জীরাশ্বং জববদশ্বোপেতং। যজ্ঞিয়ং যজ্ঞেষ্বাহ্বাতুমর্হং। সহস্রকেতুং অনেকধ্বজং সহস্রস্য ধনস্য কেতয়িতারং জ্ঞাপয়িতারং বা। বনিনং। বনমিত্যুদকনাম তদ্বন্তং। শতদ্বসুং শতসংখ্যাকৈর্ধনৈর্যুক্তং। শ্রুষ্টীবানং। শ্রুষ্টীতি ক্ষিপ্রনাম। ক্ষিপ্রং সম্ভজমানং। যদ্বা সুখবন্তং। বরিবোধাং। বরিব ইতি ধননাম। বরিবসো ধনস্য দাতারং॥

পুরুমায়ং। বহুব্রীহৌ ত্রিচক্রাদিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। যদ্বা তৎপূর্ব্বাদর্শআদিত্বাদচ্। জীরাশ্বং। জু ইতি গত্যর্থঃ। সৌত্রো ধাতুঃ। জোরী চেতি রক্। ঈকারান্তাদেশশ্চ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যজ্ঞিয়ং। যজ্ঞর্ত্বিগ্ভ্যাং ঘখঞাবিত্যর্হার্থে ঘপ্রত্যয়ঃ। হুবে। হ্বেঞো লটি বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং। লুগিত্যনুবৃত্তৌ বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। উবঙ্। শতদ্বসুং। শতবসুং ছান্দসস্তকারোপজনঃ॥ (১ম—১১৯সূ—১ঋ)॥

* * *

## প্রথম ( ১৩১৯ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রে জ্ঞান ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব মিলন লক্ষিত হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে কর্ম্মের জন্য আত্মোদ্বোধন ও শেষাংশে জ্ঞানের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা আছে। জ্ঞানের জন্য শুধু প্রার্থনা করিলে হয় না; তৎসাধনভূত

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'বাং' আপনাদিগের 'রথং' রথকে 'জীবসে' জীবন-ধারণার্থ 'প্রয়ঃ' হবির্লক্ষণযুক্ত অন্ন অভিলক্ষ্য করিয়া 'আ হুবে' আহ্বান করি। কীদৃশ? 'পুরুমায়ং' বহুবিধাশ্চর্য্যযুক্ত ও বহুবিধ কর্ম্মযুক্ত, 'মনোজুবং' মনের ন্যায় শীঘ্রগমনকারী, 'জীরাশ্বং' বেগবান্ অশ্বযুক্ত, 'যজ্ঞিয়ং' যজ্ঞভাজন, 'সহস্রকেতুং' অনেকধ্বজ অথবা সহস্র ধনের কেতয়িতা জ্ঞাপয়িতা, 'বনিনং' বনং এই পদ উদকনামবাচক তদ্বন্ত, 'শতদ্বসুং' শতসংখ্যক ধনযুক্ত, 'শ্রুষ্টীবানং' ( শ্রুষ্টী এই শব্দ ক্ষিপ্রনামবাচক ) ক্ষিপ্র সম্ভজমান্ অথবা সুখকর। 'বরিবোধাং' বরিবঃ—এই পদ ধননামবাচক। বরিবসো—ধনদাতা।

পুরুমায়ং। বহুব্রীহিতে ত্রিচক্রাদিত্ব-হেতু অন্তের উদাত্তত্ব। অথবা তাহার পূর্ব্বে অর্শ আদিত্ব-হেতু অচ্। জীরাশ্বং। জু ইহ গত্যর্থক সৌত্রো ধাতু। 'জোরী চ' ইত্যাদি সূত্রে রক্ ও ঈকারান্তাদেশ। বহুব্রীহিতে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। 'যজ্ঞর্ত্বিগ্ভ্যাং ঘখঞৌ' ইত্যাদি সূত্রে অর্হার্থে ঘ-প্রত্যয়। হুবে। হ্বেঞ ( হে-ধাতুতে ) লটে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। লুক্ ইত্যাদি অনুবৃত্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ। উবঙ্। শতদ্বসুং। ছান্দসে তকারোপজন। ( ১ম - ১১৯সূ - ১ঋ )॥

* * *

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা চাই। জ্ঞান-লাভের প্রধান উপায়—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান। সৎকর্ম্মের প্রভাবে হৃদয়-মন জ্ঞান-লাভের উপযোগী হয়; তৎপরে জ্ঞান-লাভের দ্বারা সাধক মুক্তি পাইয়া থাকেন। এই সৎকর্ম্মের সঙ্গে যে জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ লক্ষ্য করিতেছি। দেবতার বা দেবভাবের অনুসরণে হৃদয়কে পরাজ্ঞান লাভের উপযোগী করিয়া অর্থাৎ হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উন্মেষ সাধন করিয়া, প্রার্থনা করিলে, সেই প্রার্থনা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। তাই সাধক বলিতেছেন—'হৃদয় জাগ্রৎ হও, সন্মার্গের অনুসরণে সৎপ্রচেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ কর, ভগবান্ তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন—তোমাকে অনন্ত জীবনের অধিকারী করিবেন, তুমি অমৃত লাভে ধন্য হইবে।' প্রথমে কর্ম্ম, তার পর জ্ঞান, পরিণাম মুক্তি।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতানৈক্য ঘটে নাই। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও ভাষ্যের অনুসরণেই তাহা উপলব্ধ হইবে। 'প্রয়ঃ' পদে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, ভাষ্যানুগত না হইলেও, তাহা নিরুক্ত-সম্মত ॥ (১ম—১১৯সূ—১ঋ) ॥

—•—

## দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনবিংশাধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্)

ঊর্দ্ধা ধীতিঃ প্রত্যস্য প্রযামন্যধায়ি
শস্মন্ৎসময়ন্ত আ দিশঃ।
স্বদামি ঘর্ম্মং প্রতি যন্ত্যূতয় আ বামূর্জ্জানী
রথমশ্বিনারুহৎ ॥ ২ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

ঊর্দ্ধা। ধীতিঃ। প্রতি। অস্য। প্রঽযামনি। অধায়ি।

শস্মন্। সং। অয়ন্তে। আ। দিশঃ।

স্বদামি। ঘর্ম্মং। প্রতি। যন্তি। ঊতয়ঃ। আ। বাং। ঊর্জ্জানী।

রথং। অশ্বিনা। অরুহৎ ॥ ২ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' ( রথস্য, সৎকর্ম্মরূপস্য যানস্য ) 'প্রয়ামনি' ( আগমনে, প্রাপণে ইত্যর্থঃ ) 'শস্মন্' ( দেবতায়াঃ স্তবনে, দেবভাবস্য অনুসরণে ইত্যর্থঃ ) 'ধীতিঃ' ( অস্মাকং বুদ্ধিঃ, চিত্তবৃত্তিঃ ) 'ঊর্দ্ধা' ( ঊর্দ্ধং, ভগবন্তং ) 'প্রতি' ( অভিলক্ষ্য ) 'অধায়ি' ( গচ্ছতি ) ; তেন 'আ দিশঃ' ( সর্ব্বদিক্ষু, সর্ব্বে লোকাঃ ইত্যর্থঃ ) 'সময়ন্তে' ( সঙ্গচ্ছন্তে, ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ ) ; যদা নরঃ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং লভেৎ তদা তস্য বৃত্তয়ঃ ঊর্দ্ধমুখ্যঃ লোকহিতসাধনকারিণাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ ; 'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) 'ঊতয়ঃ' ( যুষ্মদীয় পালকশক্তয়ঃ ) 'প্রতি' ( মাং প্রতি ) 'আয়ন্তি' ( আগচ্ছন্তু ) ; 'বাং' ( যুবয়োঃ ) 'ঊর্জ্জানী' ( জ্ঞানশক্তিঃ ) 'রথং' ( মম হৃদয়ং ) 'অরুহৎ' ( প্রাপ্নোতু, আবির্ভবতু ইত্যর্থঃ ) ; যস্মাৎ অহং 'ঘর্ম্মং' ( দীপ্তিং, শুদ্ধসত্ত্বং ) 'স্বদামি' ( আস্বাদয়ামি, উপলব্ধুং সমর্থঃ ভবানি ইত্যর্থঃ ) ; প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—ভগবন্ কৃপয়া মাং পাপমোহাৎ রক্ষয় আত্মজ্ঞানং প্রযচ্ছ চ ॥ (১ম—১১৯সূ—২ঋ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মরূপ যানের প্রাপণে, দেবভাবের অনুসরণে, আমাদিগের বুদ্ধি ( চিত্তবৃত্তি ) ঊর্দ্ধে ভগবানের প্রতি গমন করে ; তাহাতে সকল মনুষ্য ভগবৎপরায়ণ হয় ; ( ভাব এই যে,—যখন মানুষ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভ করে, তখন তাহার চিত্তবৃত্তিসমূহ ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন ও লোকহিতসাধনকারী হয় ) ; আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয় ! আপনাদিগের পালনীশক্তি আমার প্রতি আগমন করুক, আপনাদিগের জ্ঞান-শক্তি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউক, যেন আমি শুদ্ধসত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই ;

( প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবন্! দয়া করিয়া আমাকে পাপ-মোহ হইতে রক্ষা করুন এবং আত্মজ্ঞান দান করুন। )॥ ( ১ম—১১৯সূ—২ঋ )॥

• • •

### সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্য রথস্য প্রয়ামনি প্রগমনে প্রয়াণে সতি শম্মন্ অশ্বিনোঃ শংসনে স্তবনে ধীতিরস্মদীয়া বুদ্ধিরূর্দ্ধোন্মুখা প্রত্যধায়ি। প্রত্যস্থায়ি। তদনন্তরং দিশো দেষ্টব্যাঃ স্তুতয়োঽপি সময়ন্তে অশ্বিভ্যাং সঙ্গচ্ছন্তে। আকারঃ সমুচ্চয়ে। অহং চ স্তোতা ঘর্ম্মং মহাবীরস্থং যদ্বা ক্ষরণশীলাজ্যাদিকং হবিঃ স্বদামি। স্বাদুকরোমি। উতয়োঽবিতারো রক্ষকা ঋত্বিজশ্চ প্রতি যান্তি। ঘর্ম্মং প্রতি গচ্ছন্তি সংস্কারার্থং। অপি চ হে অশ্বিনৌ বাং যুবয়ো রথমূর্জ্জানী সূর্য্যাস্য দুহিতারুহৎ। আরূঢ়বতী॥

প্রয়ামনি। যা প্রাপণে। আতো মনিন্নিতি কৃত্যলুটো বহুলমিতি বহুলবচনাদ্ভাবে মনিন। দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শম্মন্। শংস্ স্তুতৌ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। দৃশিগ্রহণস্য বিধ্যন্তরোপসংগ্রহার্থত্বাত্তপধানকারলোপঃ। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। অয়ন্তে। অয় পয় গতৌ। ভৌবাদিকাঽনুদাত্তেৎ। উতয়ঃ। ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিত্যবতেঃ কর্ত্তরি ক্তিচ্। জ্বরত্বরেত্যাদিনা বকারোপধয়োরূট্। অরুহৎ। কৃমৃদৃরুহিভ্য ইতি চ্লেরঙাদেশঃ॥ ( ১ম—১১৯সূ—২ঋ )॥

• • •

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অস্য' এই রথ 'প্রয়ামনি' গমন করিলে পর 'শম্মন্' অশ্বিদ্বয়ের প্রশংসায় স্তুতিতে 'ধীতিঃ', আমাদিগের বুদ্ধি উর্দ্ধোন্মুখা 'প্রত্যধায়ি' হইয়াছে তারপর 'দিশঃ' দেষ্টব্যা স্তুতিসমূহও 'সময়ন্তে' অশ্বিদ্বয়কে প্রাপ্ত হইয়াছে। আকার সমুচ্চয়ার্থক। স্তোতা আমিও 'ঘর্ম্মং' মহাবীরস্থ অথবা ক্ষরণশীলাজ্যাদিক হবিঃ 'স্বদামি' স্বাদু করিতেছি। 'উতয়ঃ' রক্ষক ঋত্বিক্‌গণ 'প্রতি যন্তি' সংস্কারার্থ ঘর্ম্মের প্রতি গমন করিতেছে। অপিচ হে অশ্বিদ্বয়! 'বাং' আপনাদিগের 'রথং' রথে 'উর্জ্জানী' সূর্য্যের দুহিতা 'আরুহৎ' আরোহণ করিয়াছেন।

প্রয়ামনি। যা ধাতু প্রাপণার্থক। 'আতো মনিন্' ইত্যাদি সূত্রে, লুটে 'বহুলং' ইত্যাদি নিয়মে বহুলবচন-হেতু ভাবে মনিন্। দাসীভারাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। শম্মন্। শংস ধাতু স্তুত্যর্থক। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে মনিন্। দৃশি গ্রহণের বিধ্যন্তরোপসংগ্রহার্থত্ব-হেতু উপধা নকারের লোপ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর লোপ। অয়ন্তে। অয় ও পয় ধাতু গত্যর্থক ভ্বাদিগণীয়। ইহা অনুদাত্ত। উতয়ঃ। 'ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং' ইত্যাদি সূত্রে ( অব ধাতুর ) অবতির কর্ত্তরি ক্তিচ্। 'জ্বরত্বর' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বকারও উপধার উট্। অরুহৎ। 'কৃমৃদৃরুহিভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে চ্লে্‌রঙাদেশ॥ ( ১ম—১১৯সূ ২ঋ )॥

• • •

## দ্বিতীয় (১৩২০) ঋকের বিশদার্থ।

সৎকর্ম্মসাধনের সহিত দেবভাবের এবং দেবভাবের সহিত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে হৃদয়ে দেবভাবের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী; আবার ভগবানের কৃপায় যদি হৃদয়ে দেবভাবের—সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সাধকের পক্ষে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার পক্ষে তখন অসদনুষ্ঠান অসৎ চিন্তা অসম্ভব হইয়া যায়। সাধকের চিত্তবৃত্তি তখন ভগবানের প্রতি ধাবিত হয়; কায়মনোবাক্যে তিনি সৎস্বরূপের উপাসনায় নিমগ্ন হন; সতের চিন্তায়, সত্যের সাধনায়, তাঁহার জীবন সত্যময় হইয়া যায়। সুতরাং পরমসত্যস্বরূপ ভগবান্ ব্যতীত তখন আর অন্য কিছুতেই তাঁহার হৃদয়-মন আকৃষ্ট হইতে পারে না।

আবার, সেই পরমসত্য-প্রাপ্তির ফলে, তাঁহার হৃদয়-চিত্তবৃত্তি বিশ্বের মঙ্গল-সাধনায় নিযুক্ত হয়। কারণ, তখন তিনি বুঝিতে পারেন "বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিছ তুমি"। সাধক সমগ্র বিশ্বে সেই 'ত্বম্'-এর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং তখন সমগ্রজগৎ তাঁহার আপন হইয়া যায়,—বিশ্বের কল্যাণে তাঁহার শক্তি নিয়োজিত হয়।

তাই এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইতেছে—'ভগবন্! পাপ-মোহের আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর প্রভু! সৎকর্ম্মসাধনের শক্তি আমাদিগকে প্রদান কর। তোমার জ্ঞান-শক্তি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। তোমার কৃপায় যেন আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি। হৃদয় দেবভাবসম্পন্ন হউক। বিশ্ব আপন হইয়া যাউক। হৃদয়-মন তোমার দিকে ধাবিত হউক—আমরা যেন পরাশান্তি লাভ করিতে পারি।'

এই মন্ত্রের দুই একটী পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। ভাষ্যকার 'ঘর্ম্ম' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'হবিঃ'। নিরুক্তকার 'দ্যৌঃ' 'ভানুঃ' 'বিদ্যুৎ' ইত্যাদি দীপ্তিবাচক অর্থ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে (১ম—১১২সূ—১ঋ) 'ঘর্ম্ম' পদে 'দীপ্তং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এখানে 'ঘর্ম্মং' পদে 'হবিঃ' অর্থের পরিবর্ত্তে পরম জ্যোতিঃবাচক 'শুদ্ধসত্ত্ব'

অর্থেই আমরা সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে ॥ (১ম—১১৯সূ—২ঋ) ॥

* * *

## তৃতীয়া ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। উনবিংশাধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্। )

সং যন্মিথঃ পস্পৃধানাসো অগ্মত শুভে মখা

অমিতা জায়বো রণে।

যুবোরহ প্রবণে চেকিতে রথো যদশ্বিনা

বহথঃ সূরিমা বরং ॥ ৩ ॥

* * *

### পদ-বিশ্লেষণং।

সং। যৎ। মিথঃ। পস্পৃধানাসঃ। অগ্মত। শুভে। মখাঃ।

অমিতাঃ। জায়বঃ। রণে।

যুবোঃ। অহ। প্রবণে। চেকিতে। রথঃ। যৎ। অশ্বিনা।

বহথঃ। সূরিং। আ। বরং ॥ ৩ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মথাঃ' ( সৎকর্ম্মশীলাঃ জনাঃ ) 'যৎ' , যদা ) 'রণে' ( রিপুসংগ্রামে ) 'মিথঃ' ( অসদ্‌বৃত্তীঃ ) 'পস্পৃধানাসঃ' ( পরাজয়কারিণঃ সন্তঃ, পরাজয়ং কৃত্বা ইত্যর্থঃ ) 'অমিতাঃ' ( অপরিমিতাঃ, সর্ব্বতোভাবেন ইত্যর্থঃ ) 'জায়বঃ' ( জয়শীলাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ ) তদা 'শুভে' ( মোক্ষলাভায় ) 'সমগ্মত' ( সংগচ্ছন্তে, সর্ব্বতোভাবেন অগ্রসরাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ ); তদৈব 'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) 'যুবোরহ' ( যুবয়োরেব ) 'রথঃ' ( সৎকর্ম্মরূপং যানং ) 'প্রবণে' ( তেষাং সন্নিধানে—আগতঃ ইতি যাবৎ ) 'চেকিতে' ( জ্ঞায়তে ); তদা চ 'যৎ' ( যেন মোক্ষলাভং ভবতি তৎ ) 'বরং' ( শ্রেষ্ঠধনং ) 'সূরিং' ( সাধকং ) 'আবহথঃ' ( প্রযচ্ছতঃ—যুবাং ইতি শেষঃ )। সাধকঃ রিপুজয়েন সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ততশ্চ দেবকৃপয়া মুক্তিং লভতে—ইতি ভাবঃ। ( ১ম—১১৯সূ—৩ঋ )॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মশীল জনগণ যখন রিপুসংগ্রামে অসদ্‌বৃত্তিসমূহকে পরাজয় করিয়া সর্ব্বতোভাবে জয়শীল হয়েন, তখন মোক্ষলাভের জন্য সর্ব্বতোভাবে অগ্রসর হন; তখনই, আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্মরূপ যান, তাঁহাদিগের সান্নিধানে আসিয়াছে—জানা যায়; এবং তখন, যদ্দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, সেই শ্রেষ্ঠ ধন সাধককে আপনারা প্রদান করেন। ( ভাব এই যে,—সাধক রিপুজয় দ্বারা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য এবং অবশেষে দেব-কৃপায় মুক্তিলাভ করেন। )॥ ( ১ম—১১৯সূ—৩ঋ )॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

মথা মথবন্তো যজ্ঞোপেতা অমিতা অপরিমিতা জায়বো জয়শীলা মনুষ্যা রণে সংগ্রামে শুভে শোভনায় ধনায় তদর্থং মিথঃ পস্পৃধানাসোঽন্যোন্যং স্পর্দ্ধমানা যদদা সমগ্মত সঙ্গচ্ছন্তে। তদানীং অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ যুবোরহ যুবয়োরেব রথঃ প্রবণে প্রকর্ষেণ সম্ভজনীয়ে ভূতলে চেকিতে জ্ঞায়তে। দেবেষু মধ্যে যুবামেব রক্ষণার্থং শীঘ্রং রথেনাগচ্ছথ ইত্যর্থঃ। যদ্যেন রথেন সূরিং স্তোতারং প্রতি বরং শ্রেষ্ঠং ধনমাবহথঃ প্রাপয়থঃ। স রথ ইত্যর্থঃ॥

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'মথা' মথবান্ যজ্ঞপরায়ণ 'অমিতা' অপরিমিত 'জায়বো' জয়শীল মনুষ্যগণ 'রণে' সংগ্রামে 'শুভে' শোভন ধনের নিমিত্ত 'মিথঃ পস্পৃধানাসঃ' পরস্পর স্পর্দ্ধমান্ হইয়া 'যৎ' যখন 'সমগ্মত' সম্মিলিত হয়। সেই সময় 'অশ্বিনা' হে অশ্বিদ্বয়! 'যুবোরহ' আপনাদিগেরই 'রথঃ' রথ 'প্রবণে' প্রকৃষ্টরূপে সম্ভজনীয় ভূতলে 'চিকেত' জ্ঞাপন করায়। দেবগণের মধ্যে আপনাদিগকে রক্ষণার্থ শীঘ্র রথের দ্বারা আগমন করেন—ইহাই অর্থ। 'যৎ' যে রথের দ্বারা 'সূরিং' স্তোতার জন্য বরং শ্রেষ্ঠ ধনকে 'আবহথঃ' প্রাপ্ত করান, সেই রথ—ইহাই অর্থ।

পস্পৃধানাসঃ। স্পর্দ্ধ সঙ্ঘর্ষে। ছান্দসো লিট্। তস্য লিটঃ কানজাদেশঃ। ছান্দসং রেফস্য সম্প্রসারণমকারলোপশ্চ। অগ্মত। গমেচ্ছান্দসো লঙ্। সমো গম্যৃচ্ছিভ্যা মিদনাত্মনেপদং। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ঝস্যাদাদেশঃ। গমহনেত্যুপধালোপঃ। মথাঃ। মথো যজ্ঞঃ। অর্শআদিত্বাদচ্। আয়বঃ। জি জয়ে। কৃবাপাজীত্যাদিনা উণ্। চেকিতে। কিত জ্ঞানে। অস্মাদ্যঙন্তাচ্ছান্দসো বর্ত্তমানে লিট্। অতো লোপয়লোপৌ। যৎ। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া লুক্॥ (১ম—১১৯সূ—৩ঋ)॥

## তৃতীয় (১৩২১) ঋকের বিশদার্থ।

আলোকের আবির্ভাবে সূর্য্যোদয় হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। ভগবানের কৃপা যখন তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে আসে, তখন তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সৎ হইবার জন্য, রিপু-জয়ের জন্য, মুক্তি লাভের জন্য, তাঁহাদের মধ্যে এক অপার্থিব আনন্দজনক প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়। কে সেই পরমধন লাভ করিবে—কে সেই পরমস্পৃহণীয় সম্পদের অধিকারী হইবে—এই লইয়া তাঁহাদের মধ্যে যেন কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। তাই, যখন ধর্ম্মপ্লাবন আসে, তখন মানব-হৃদয় হইতে, সমাজ-শরীর হইতে, সব মলিনতা পঙ্কিলতা ধুইয়া মুছিয়া যায়,—মানব-জাতি এক নব-জীবনের স্পন্দন অনুভব করে। সাধকদিগের তো কথাই নাই, সাধারণ মানুষও তখন পূর্ণ-জীবন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা দেখা যায়, তাহার মধ্যে আবিলতা নাই, দ্বেষ নাই। পরস্পরের হাত ধরিয়া অনন্তের পথে চলিবার এক ব্যাকুল আগ্রহমাত্র পরিলক্ষিত হয়। আর, সেই আগ্রহের, সাধন-

---

পস্পৃধানাসঃ। স্পর্দ্ধ ধাতু সঙ্ঘর্ষার্থক। ছান্দসে লিট্। সেই লিটের কানজাদেশ। ছান্দসে রেফের সম্প্রসারণ ও অকার লোপ। অগ্মত। গমধাতু ছান্দসে লঙ্। 'সমো গম্যৃচ্ছিং' ইত্যাদি সূত্রে আত্মনেপদ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ। ঝস অদাদেশ। 'গমহন' ইত্যাদি সূত্রে উপধা লোপ। মথা। মথ-শব্দ যজ্ঞার্থক। অর্শ-আদিত্ব-হেতু অচ্-প্রত্যয়। আয়বঃ। জি-ধাতু জয়ার্থক। 'কৃবাপাজি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উণ্। চিকেত। কিত-ধাতু জ্ঞানার্থক। ইহার যঙন্ত-হেতু ছান্দসে বর্ত্তমানে লিট্। 'অতো লোপয়লোপৌ' ইত্যাদি সূত্রে লোপ। যৎ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে তৃতীয়াতে লোপ॥ (১ম—১১সূ—৩ঋ)॥

ব্যাকুলতার ফলে, মানুষ নিজে উন্নত হয়, মানব-সমাজকে উন্নত পবিত্র করে। মানুষ তখন সৎ হয়, রিপুজয়ী হয়, মুক্তি-লাভের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করে, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিজকে নিয়োজিত করে। তাহারই ফলে মুক্তি লাভ হয়। এই সনাতন সত্যই এই মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে ॥ (১ম—১১৯সূ—৩ঋ) ॥

—— ॰ ——

চতুর্থী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । উনবিংশাধিকশততমং সূক্তং । চতুর্থী ঋক্ ।)

যুবং ভুজ্যুং ভুরমাণং বিভির্গতং
স্বযুক্তিভির্নিবহন্তা পিতৃভ্য আ ।
যাসিষ্টং বর্ত্তির্বৃষণা বিজেন্যং দিবোদাসায়
মহি চেতি বামবঃ ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

যুবং । ভুজ্যুং । ভুরমাণং । বিহভিঃ । গতং ।
স্বযুক্তিহভিঃ । নিহবহন্তা । পিতৃহভ্যঃ । আ ।
যাসিষ্টং । বর্ত্তিঃ । বৃষণা । বিহজেন্যং । দিবঃহদাসায় ।
মহি । চেতি । বাং । অবঃ ॥ ৪ ॥

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বযুক্তিভিঃ' ( স্বকীয়াসংযতাভিঃ ) 'বিভিঃ' ( প্রবৃত্তিভিঃ ) 'গতং' ( পরিচালিতং ) 'তুরমাণং' ( পাপ-নিমগ্নং, পতিতং ) 'ভুজ্যুং' ( ভোগাসক্তজনং ) 'যুবং' ( যুবাং ) 'আ পিতৃভ্যঃ' ( পিতৃলোকসামীপ্যং, শুদ্ধসত্ত্বাবস্থাং ) 'নিবহন্তা' ( নয়থঃ, প্রযচ্ছথঃ ); দেবতা কৃপয়া ভোগাসক্তায় পতিতায় অপি শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ; 'চেতি' ( অপিচ ) 'বৃষণা' ( অভীষ্টপূরকৌ হে দেবৌ ) যুবাং 'দিবোদাসায়' ( সৎকর্ম্মসাধনশীলায় ) 'বিজেন্যং' ( নিজোৎপত্তিস্থানরূপং ) 'বর্ত্তিঃ' ( গৃহং, স্বর্গং ইত্যর্থঃ ) 'যাসিষ্টং' ( প্রাপয়থঃ ); 'মহি' ( মহৎ ) 'বাং' ( যুবয়োঃ ) 'অবঃ' ( তৎ রক্ষকার্য্যং )। দেবকার্য্যং সাধকায় মোক্ষং প্রদদাতি—ইতি ভাবঃ। ( ১ম—১১৭সূ—৪ঋ )॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

আপনার অসংযত প্রবৃত্তি-সমূহের দ্বারা পরিচালিত পাপনিমগ্ন পতিত ভোগাসক্তজনকে আপনারা পিতৃলোক-সমীপে লইয়া যান—শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা প্রদান করেন; ( ভাব এই যে,—দেবতা কৃপা করিয়া ভোগাসক্ত পতিতকেও শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করেন ); অপিচ, হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্ম্মসাধককে নিজোৎপত্তিস্থান-রূপ গৃহে অর্থাৎ স্বর্গে পৌঁছাইয়া থাকেন; মহৎ আপনাদিগের সেই রক্ষাকার্য্য। ( ভাব এই যে,—দেবতা সাধককে মোক্ষ প্রদান করে। )॥ ( ১ম—১১৭সূ—৪ঋ )॥

* * *

### সায়ণভাষ্যং।

বৃষণা কামানাং বর্ষিতারৌ হে অশ্বিনৌ যুবং যুবাং তুরমাণং বিভিরশ্বৈর্ভ্রিয়মাণং গতং সমুদ্রে নিমগ্নং ভুজ্যুং তুগ্রপুত্রং স্বযুক্তিভিঃ স্বয়মেব যুজ্যমানৈরশ্বৈর্নৌবিশেষৈশ্চ নিবহন্তা নিতরাং বহন্তৌ পিতৃভ্য আ। আঙ্ মর্য্যাদায়াং। যত্র পিতরস্তুগ্রাদয় আসতে তাবৎপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। বিজেন্যমিতি দূরস্থং। দূরে বর্ত্তমানং বর্ত্তিস্তুগ্রস্য গৃহং প্রতি যাসিষ্টং অগচ্ছতং।

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বৃষণা' কামনাসমূহের বর্ষক হে অশ্বিদ্বয়! 'যুবং' আপনারা 'তুরমাণং বিভিঃ' অশ্বগণের দ্বারা নীত 'গতং' সমুদ্রে নিমগ্ন 'ভুজ্যুং' তুগ্রপুত্র ভুজ্যুকে 'স্বযুক্তিভিঃ' স্বয়ং সংযোজিত অশ্বসমূহের ও নৌকাবিশেষের দ্বারা 'নিবহন্তা' বহন করিয়া 'পিতৃভ্য আ' পিতৃসমীপে লইয়া গিয়াছিলেন। আঙ্‌ যোগে মর্য্যাদা বুঝায়। যেখানে পিতা তুগ্র প্রভৃতি আছেন, সেই পর্য্যন্ত ইহাই অর্থ। 'বিজেন্যং' দূরস্থ দূরে বর্ত্তমান 'বর্ত্তিঃ' তুগ্রের গৃহের নিকট 'যাসিষ্টং' আসিয়া-

অপিচ দিবোদাসায় রাজ্ঞে কৃতং বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধ্যবো রক্ষণং শম্বরহননরূপং মহি মহদ্গভীরং চেতি। অস্মাভির্জ্ঞায়তে॥

ভূরমাণং। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। কর্ম্মণি লটঃ শানচ্। ব্যত্যয়েন শঃ। বহুলং ছন্দসীত্যুত্বং। পিতৃভ্য আ। মর্য্যাদায়ামাঙঃ। কর্ম্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা। পা০ ১।৪ ৮৯। পঞ্চম্যপাঙ্পরিভিঃ। পা০ ২৩১০। ইতি পঞ্চমী। যাসিষ্টং। যা প্রাপণে। যমরমনমাতাং সক্ চেতি সগাগমঃ। সিচ ইডাগমঃ। বিজেন্যং। বিজনো দূরদেশঃ। তত্র ভবং বিজেন্যং। ভবে ছন্দসীতি যৎ। তিৎস্বরিত ইতি স্বরিতত্বং॥ ( ১ম—১১৯—৪ঋ )॥

* * *

# চতুর্থ ( ১৩২২ ) ঋকের বিশদার্থ।

'পাপী উদ্ধারিতে, প্রেম বিলাইতে, জগতে করিতে ত্রাণ'—ভগবানের অপার করুণা ধরায় নামিয়া আসে। মানুষ, মোহবশে, প্রবৃত্তির তাড়নায়, বিষয়-বিষে মত্ত হইয়া আছে—আপনার চরম লক্ষ্য ভুলিয়া অধঃপতনের দিকে চলিয়াছে। তবে কি মানব পতিতই থাকিবে—উদ্ধার পাইবে না? না—তাহা ত নয়! জগতের কেহই তাঁহার করুণায় বঞ্চিত হইবে না। তিনি যে জগতের পিতা! সন্তানকে কি তিনি কোলে না লইয়া থাকিতে পারেন? পতিতকেও তিনি সু-প্রবৃত্তি দানে, সৎকর্ম্মসাধনের শক্তি-দানে, মোক্ষ-লাভের পথে লইয়া যাইবেন। মানুষ স্বকর্ম্মের ফল-ভোগ করে সত্য; 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্' বাক্যও বর্ণে বর্ণে সত্য; কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য এই যে—তিনি জগৎ-পিতা, জগতের ত্রাণকর্ত্তা। মানুষকে আপনার কর্ম্মফল-ভোগের মধ্য দিয়া তিনি লইয়া যান,—

---

ছিলেন। অপিচ 'দিবোদাসায়' রাজা দিবোদাসকে আপনাদিগের সম্বন্ধযুক্ত 'অবঃ' শম্বরহনন-রূপ 'মহি' মহৎগম্ভীর রক্ষণ ইত্যাদি (দান করিয়াছিলেন) ইহা আমাদিগের জ্ঞাত আছে।

ভুরমাণং। ডুভৃঞ্ ধাতু ধারণ ও পোষণার্থক। কর্ম্মে লটে শানচ্। ব্যত্যয়ের দ্বারা শ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উত্ব। পিতৃভ্য আ। 'মর্য্যাদয়ামাঙঃ কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা' ( পা০ ১।৪ ৮৯ ) 'পঞ্চম্যপাঙ্ পরিভিঃ' ( পা০ ২।৩।১০ ) ইত্যাদি সূত্রে পঞ্চমী। যাসিষ্টং। যা-ধাতু প্রাপণার্থক। 'যমরমনমাতাং সক্ চ' ইত্যাদি সূত্রে সক্ আগম। সিচের ইট্ আগম। বিজেন্যং। বিজনশব্দ দূরদেশবাচক, তাহাতে আছে—এই অর্থে বিজেন্য। 'ভবে ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। 'তিৎস্বরিত' ইত্যাদি সূত্রে স্বরিতত্ব॥ ( ১ম—১১৯সূ—৪ঋ )।

* * *

মানুষের শিক্ষার জন্য। মানুষ পাপী হউক, তাপী হউক, একদিন সে তাঁহার কৃপা লাভ করিবেই ;—মানুষের অন্তরস্থ অমৃতের বীজ তাহাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবেই। তাই ভক্ত প্রশ্নচ্ছলে বলিতেছেন,—

'পাতকী বলিয়া কিগো পায়ে ঠেলা ভাল হয় !
তবে কেন পাপী তাপী এত আশা করে রয় ?'

পাপী তাপীও তাঁহার করুণার আশা করে।

প্রবৃত্তির বশে ভোগের পথে চলিলেও মানুষ একদিন ফিরিয়া দাঁড়াইবে,—আপনার চরম লক্ষ্যের দিকে চলিবে। ভগবানের অশেষ কৃপায় 'জগাই-মাধাইও' উদ্ধার লাভ করিবে। এই বাণীই—মন্ত্রটী আমাদের নিকট বহন করিয়া আনিতেছে। সাধু মুক্তি লাভ করিবেন, স্বর্গে যাইবেন—এত জানা কথা। কিন্তু পাপীর জন্যও কি আশার বাণীই মন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। মানুষের কর্ম্ম ও ভগবানের কৃপার এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য-বিধান এই মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যায় দুইটী আখ্যায়িকার অবতারণা দেখা যায়—একটী ভুজ্যুর ও অপরটী দিবোদাস-সম্বন্ধীয়। 'ভুজ্যুর' উপাখ্যানে অশ্বিদ্বয়ের নানাবিধ শক্তি ও প্রাচীন ভারতের উন্নত সভ্যতার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তুগ্র-রাজার পুত্র ভুজ্যু সমুদ্র-পথে যুদ্ধ করিতে গিয়া সঙ্কটে পতিত হন। সেই সময় অশ্বশক্তিবিশিষ্ট পোতে (বাষ্পীয় যানে) আরোহণ করাইয়া, অশ্বিদ্বয় তাঁহার উদ্ধার করিয়াছিলেন। এখানেও সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। 'বিভিঃ' পদের ভাষ্যে 'অশ্বৈঃ' প্রতিবাক্য দৃষ্ট হয়। সমুদ্রে অশ্ব-চালিত যান বলিতে, অশ্বশক্তিতে পরিচালিত বাষ্পীয়-পোতের প্রতিই লক্ষ্য আসে। এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে যথাস্থানে বহুবার আলোচনা করা হইয়াছে। দিবোদাসের উপাখ্যানে অশ্বিদ্বয় বীর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অধিকন্তু, এই উপাখ্যান হইতে প্রাচীন ভারতে 'জলস্তম্ভন' বিদ্যা প্রচলিত ছিল বলিয়া ধারণা হয়। পূর্ব্বে ভাষ্য হইতে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে ॥ (১ম—১১৯সূ—৪ঋ) ॥

### পঞ্চমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ঊনবিংশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্। )

যুবোরশ্বিনা বপুষে যুবাযুজং রথং বাণী

যেমতুরস্য শর্দ্ধ্যং।

আ বাং পতিত্বং সখ্যায় জগ্মুষী যোষাবৃণীত

জেন্যা যুবাং পতী ॥ ৫ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

যুবোঃ। অশ্বিনা। বপুষে। যুবাঽযুজং। রথং। বাণী ইতি।

যেমতুঃ। অস্য। শর্দ্ধ্যং।

আ। বাং। পতিঽত্বং। সখ্যায়। জগ্মুষী। যোষা। অবৃণীত।

জেন্যা। যুবাং। পতী ইতি ॥ ৫ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) 'যুবোঃ' ( যুবয়োঃ ) 'বপুষে' ( মাহাত্ম্যখ্যাপনায় ) 'যুবাযুজং' ( যুবয়োঃ সম্বন্ধযুতং ) 'রথং' ( সৎকর্ম্মরূপং যানং ) 'বাণী' ( জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ ) 'অস্য' ( লোকস্য, জগতঃ ) 'শর্দ্ধ্যং' ( সামীপ্যং ) 'যেমতুঃ' ( প্রাপয়তঃ,

আনয়তঃ); জ্ঞানভক্তি-সহায়েন লোকাঃ সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবন্তি ইত্যেবং দেবমাহাত্ম্যং—ইতি ভাবঃ; যদা 'যুবাং' (উভৌ দেবৌ, দেবশক্তৌ ইত্যর্থঃ) 'পতী' (পালকৌ রক্ষকৌ বা) ভবথঃ ইতি শেষঃ, তদা 'বাং' (যুবয়োঃ) 'পতিত্বং (পালকত্বং—প্রাপ্য ইতি যাবৎ) 'সখ্যায়' (সখিত্বায়, যুবয়োঃ সখিত্ব-লাভেন ইত্যর্থঃ) 'যোষা' (সদ্বৃত্তিঃ, যুবয়োঃ সহধর্ম্মিণী-স্থানীয়া ইত্যর্থঃ) 'জগ্মুষী' (দীপ্তিমতী) 'জেন্যা' (জয়শীলা—রিপুসংগ্রামে ইতি যাবৎ) 'অবৃণীত' (মন্যতে, অভিধীয়তে ইত্যর্থঃ); দেবয়োঃ রক্ষণেন সদ্বৃত্তিঃ অবাধেন সৎকর্ম্ম-সাধনে জয়শীলা ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১১৯সূ—৫ঋ)॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের মাহাত্ম্য-খ্যাপনের জন্য, আপনাদিগের সম্বন্ধযুক্ত সৎকর্ম্ম-রূপ যানকে জ্ঞান-ভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় ইহলোকের সমীপে আনয়ন করে; (ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তির সহায়ে মনুষ্যগণ সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়—ইহাই দেবমাহাত্ম্য); যখন আপনারা (দেবশক্তি) পালক রক্ষক হয়েন, তখন আপনাদিগের পালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আপনাদিগের সখিত্ব-লাভের দ্বারা, সদ্বৃত্তি দীপ্তিমতী এবং রিপুসংগ্রামে জয়শীলা বলিয়া অভিহিতা হয়েন; (ভাব এই যে,—দেবদ্বয়ের রক্ষণের দ্বারা সদ্বৃত্তি অবাধে সৎকর্ম্ম-সাধনে জয়শীলা হয়েন।)॥ (১ম—১১৯সূ—৫ঋ)॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ যুবোর্যুবয়োর্ব্বাণী বননীয়ৌ প্রশস্তাবশ্বৌ যুবাযুজং যুবাভ্যাং যুজ্যমানং রথমাজিধাবনসময়েঽস্য রথস্য যচ্ছর্দ্ধ্যং প্রাপ্যমাদিত্যাখ্যমবধিভূতং লক্ষ্যং বপুষে শোভনার্থং তস্থেমতুঃ। সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ পূর্ব্বং প্রাপয়ামাসতুঃ। তদনন্তরং চাজগ্মুষ্যাগতবতী জেন্যাজিধাবনেন জীয়মানা যোষা সূর্য্যা সখ্যায় সখিত্বায় যুবাং যুবয়োঃ পতিত্বমবৃণীত কথমিতি। মম যুবামেব পতী ভর্ত্তারাবিতি॥

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অশ্বিনা' হে অশ্বিদ্বয়! যুবোঃ আপনাদিগের 'বাণী' বননীয় প্রশংসনীয় অশ্বদ্বয় 'যুবাযুজং' আপনাদিগের সংযোজিত 'রথং' রথকে যুদ্ধে গমনকালে 'অস্য' এই রথের 'শর্দ্ধ্যং' সীমাভূত আদিত্য পর্য্যন্ত 'বপুষে' শোভনার্থ 'যেমতুঃ' সকল দেবগণের পূর্ব্বেই লইয়া গিয়াছিল। তারপর 'আজগ্মুষী' আগমনকারী 'জেন্যা' যুদ্ধে বিজিতা 'যোষা' সূর্য্যা 'সখ্যায়' সখিত্ব হেতু 'যুবাং' আপনাদিগকে পতিত্বে 'অবৃণীত' বরণ করিয়াছিলেন। কিরূপে? আপনারা আমার 'পতী' ভর্ত্তা এই বলিয়া।

যুবোঃ। ষষ্ঠীদ্বিবচনে যোঽচীতি যত্বস্য সর্ব্ববিধীনাং ছন্দসি বিকল্পিতত্বাদভাবে শেষে লোপ ইতি দকারলোপঃ। অতো গুণ ইতি পররূপত্বং। যুবাযুজং। যুবাবৌ দ্বিবচন ইতি দ্ব্যর্থাভিধায়কস্য যুষ্মচ্ছব্দস্যাবিভক্তাবপি ব্যত্যয়েন যুবাদেশঃ। শর্দ্ধাং। শৃধু প্রসহনে। অস্মাণ্ণ্যন্তাদচো যদিতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। জগ্মুষী। গমের্লিটঃ ক্বসুঃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং। গমহনেত্যুপধালোপঃ। জেন্যা। জি জয়ে। ঔণাদিক এন্য প্রত্যয়ষ্টিলোপশ্চ॥ (১ম—১১৯সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে বিংশো বর্গঃ॥ ১।৮।২০॥

## পঞ্চম ( ১৩২৩ ) ঋকের বিশদার্থ।

অনন্ত শক্তির আকর সেই ভগবান্ হইতেই বিশ্বের যাবতীয় শক্তির স্ফুরণ হয়। তাঁহারই সন্তান বলিয়া মানুষ শক্তির বিকাশ সাধন করিতে পারে। জগতের পিতা তিনি ; জগতের মঙ্গলের জন্য, সন্মার্গপরায়ণ সৎকর্ম্মান্বিত সাধকের মধ্য দিয়া, তিনি তাঁহার শক্তি প্রকাশ করেন। সাধক-হৃদয় তাঁহার শক্তি-ধারণের শক্তি-বিকাশের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী স্থল। তাই সাধক-হৃদয়েই তাঁহার দৈবী-শক্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকাশ লক্ষিত হয়। মানুষের হৃদয়ে দৈবীশক্তির বিকাশ হয়—জ্ঞান ও ভক্তির মধ্য দিয়া। হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির আবির্ভাব হইলে, মানুষ আপনা হইতেই সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়েন। তাহার ফলে, তিনি ঐশ্বরিক শক্তি ধারণের উপযোগিতা লাভ করেন। তাহাতেই তাঁহার মুক্তি লাভ হয়।

দেবভাবের উন্মেষ হইলে, পাপ-পঙ্কিলতা হৃদয় হইতে দূরে পলায়ন করে ; হৃদয় নির্ম্মল হয়, বুদ্ধি-বৃত্তি সন্মার্গানুসারিণী হয়। দেবভাবের সহিত পবিত্রতার নির্ম্মলতার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। পবিত্রতা দেবভাবের অনু-

---

যুবোঃ। ষষ্ঠীর দ্বিবচনে 'যোঽচি' ইত্যাদি সূত্রে যত্ব এবং ইহার সর্ব্ববিধির ছান্দসে বিকল্পিতত্ব হেতুর অভাবে 'শেষে লোপ' ইত্যাদি সূত্রে দকার লোপ। 'অতোগুণঃ' ইত্যাদি সূত্রে পররূপত্ব। যুবাযুজং। 'যুবাবৌ দ্বিবচনে' ইত্যাদি সূত্রে দ্ব্যর্থাভিধায়কের যুষ্মৎ-শব্দের অবিভক্তিতেও ব্যত্যয়ের দ্বারা যুবাদেশ। শর্দ্ধাং। শৃধু ধাতু প্রসহনার্থক। ইহার ণ্যন্ত হেতু 'অচো যৎ' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। 'যতোঽনাব' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। জগ্মুষী। গমধাতুর লিটে ক্বসু। 'উগিতশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্। 'বসো সম্প্রসারণং' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। 'গমহন' ইত্যাদি সূত্রে উপধা লোপ। জেন্যা। জি-ধাতু জয়ার্থক। ঔণাদিক ও এন্যপত্যয়ে টিলোপ॥ ৫॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের বিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৮।২০॥

গামিনী। দেবভাবই, সদ্বৃত্তিসমূহের রক্ষক ও পোষক। হৃদয় হইতে দেবভাবের অন্তর্দ্ধানে, মানুষের সদ্বৃত্তি প্রভৃতি, যাহা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক তাহাও, অন্তর্হিত হয়। এই সত্যই আমরা এই মন্ত্রে দেখিতে পাই।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে আখ্যায়িকার অবতারণা দেখা যায়, তাহাতে কয়েকটী সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। আখ্যায়িকার মূল কথা এই যে, সূর্য্যের দুহিতা অশ্বিদ্বয়কে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, সূর্য্য ও অশ্বিদ্বয় মানুষ মাত্র। অথচ, আমরা সর্ব্বদাই দেখাইয়া আসিতেছি যে, অশ্বিদ্বয় মানুষ বা সাধারণ চিকিৎসক নহেন। সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যে এবং নিরুক্ত-মতেও আমাদিগের সিদ্ধান্ত যে সমর্থিত হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বে (১ম—১১৭সূ—২১ঋ) প্রদর্শন করিয়াছি। অথচ, এখানে সাধারণ মানুষের ন্যায় তাঁহাদিগের বিবাহাদি কল্পিত হইতেছে। তাহাতে ভাষ্যানুমোদিত ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, আখ্যায়িকা হইতে ধারণা জন্মে যে, সেই প্রাচীন যুগেও স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ও পূর্ব্বে (১ম—১১৬সূ—১ঋ এবং ১ম—১১৭সূ—২০ঋ) আলোচনা করা গিয়াছে। সেই প্রাচীন যুগে, ভারতে স্বয়ম্বর-প্রথার প্রচলন ছিল কিনা, সে বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের মধ্যে মত-ভেদ দেখা যায়। কিন্তু এতৎপ্রসঙ্গে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তৃতীয়তঃ, এই ঋক্ হইতে কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনুমান করেন যে, প্রাচীন ভারতে স্ত্রীলোকের বহুস্বামী-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। এই মতের সমর্থনার্থ তাঁহারা মহাভারত হইতে শ্বেতকেতুর উপাখ্যান প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। অবশ্য শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে ও সূর্য্য-দুহিতার স্বয়ম্বরে যে অনেক প্রভেদ রহিয়াছে, সে কথা তাঁহারাও স্বীকার করেন।

যাহা হউক, আমরা যে ভাবে মন্ত্রটীকে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-মুখেই প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বেও (১ম—১১৬সূ—১৭ঋ) এ সম্বন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাব অবভাসিত হয়—ইহাই বেদমন্ত্রের বৈচিত্র্য ॥ (১ম—১১৯সূ—৫ঋ) ॥

## ষষ্ঠী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। ঊনবিংশাধিকশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্। )

যুবং রেভং পরিষূতেরুরুষ্যথো হিমেন
ঘর্ম্মং পরিতপ্তমত্রয়ে।
যুবং শয়োরবসং পিপ্যথুর্গবি প্র দীর্ঘেণ
বন্দনস্তার্য্যায়ুষা ॥ ৭ ॥

* * *

### পদ-বিশ্লেষণং।

যুবং। রেভং। পরিঽসূতেঃ। উরুষ্যথঃ। হিমেন।
ঘর্ম্মং। পরিঽতপ্তং। অত্রয়ে।
যুবং। শয়োঃ। অবসং। পিপ্যথুঃ। গবি। প্র। দীর্ঘেণ।
বন্দনঃ। তারি। আয়ুষা ॥ ৬ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যুবং' ( যুবাং ) 'পরিষূতেঃ' ( রিপূণাং উপদ্রবাৎ ) 'রেভং' ( পরিতপ্তং জনং ) 'উরুষ্যথঃ' ( রক্ষথঃ ); তথা 'অত্রয়ে' ( সদ্ভাবনাশকায় রিপবে, রিপুদমনায় ইত্যর্থঃ ) 'হিমেন' ( অজ্ঞানতা-রূপশৈত্যেন ) 'পরিতপ্তং' ( খিন্নং ) 'ঘর্ম্মং' ( সত্ত্বভাবং ) 'উরুষ্যথঃ' ( রক্ষথঃ, সঞ্জীবিতং কুরুথঃ ইত্যর্থঃ ); 'যুবং' ( যুবাং ) 'শয়োঃ' ( সাধকস্য ) 'গবি' ( জ্ঞানহেতৌ, জ্ঞানবৃদ্ধ্যর্থং )

'অবসং' ( যুষ্মদীয়ং রক্ষাকার্য্যং ) 'পিপ্যথুঃ' ( প্রবর্দ্ধয়থঃ, বিস্তারয়থঃ ইত্যর্থঃ ) ; তথা 'বন্দনঃ' ( স্তুতিপরায়ণঃ জনঃ, যুবয়োঃ অনুসারী জনঃ ) 'দীর্ঘেণ আয়ুষা' ( অনন্তজীবনলাভেন ) 'প্রতারি' ( পরিত্রাণং প্রাপ্নোতি )। অয়ং ভাবঃ—যুবয়োঃ প্রভাবেণ পরিতপ্তং অজ্ঞানং জ্ঞানাধিকারিণং ভবতি, যুবয়োঃ অনুসারী জনঃ মুক্তিং লভতে চ। ( ১ম—১১৯সূ—৬ঋ ) ॥

### বঙ্গানুবাদ।

আপনারা রিপুগণের উপদ্রব হইতে পরিতপ্ত জনকে রক্ষা করেন; এবং রিপুদমনের জন্য, অজ্ঞানতা-রূপ শৈত্যের দ্বারা খিন্ন সত্ত্বভাবকে সঞ্জীবিত করেন; আপনারা সাধকের জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য আপনাদিগের রক্ষা-কার্য্যকে প্রবর্দ্ধিত করেন—বিস্তৃত রাখেন; এবং আপনাদিগের অনুসারী জন, অনন্তজীবন-লাভের দ্বারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। ( ভাব এই যে,—আপনাদিগের প্রভাবে পরিতপ্ত অজ্ঞান জ্ঞানাধিকারী হয় এবং আপনাদিগের অনুসারী জন মুক্তি লাভ করেন। ) ॥ ( ১ম—১১৯সূ—৬ঋ ) ॥

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ যুবং যুবাং রেভমৃষিং পরিষূতেঃ পরিতঃ প্রেরকাদুপদ্রবাদুপগতনাদ্বোরুষ্যথঃ অরক্ষতঃ। উরুষ্যতী রক্ষাকর্ম্মেতি যাস্কঃ ( নি০ ৬.৬ )। তথাত্রয়ে ঋষয়ে পরিতপ্তং পরিতস্তপ্তং ঘর্ম্মমসুরৈঃ পীড়ার্থং প্রক্ষিপ্তং দীপ্যমানং তুষাগ্নিং হিমেন শীতেনোদকেনাবারয়েথাং। যদ্বা হবিষামত্রয়ে ভক্ষয়িত্রেঽগ্নয়ে পরিতপ্তং সূর্য্যকিরণৈঃ সন্তপ্তং ঘর্ম্মং। অহর্নামৈতৎ। অহর্হিমেন বৃষ্ট্যুদকেন হবিঃসম্পাদকব্রীহ্যাদ্যুৎপত্ত্যর্থমবারয়েথাং। অপি চ শয়োরেতৎসংজ্ঞস্য ঋষের্গবি নিবৃত্তপ্রসবায়াং ধেনাববসং রক্ষকং পয়ো যুবং যুবাং পিপ্যথুঃ প্রবর্দ্ধিতবন্তৌ। তথা জীর্ণাঙ্গো বন্দন ঋষির্দ্দীর্ঘেণায়ুষা প্রতারি যুবাভ্যাং প্রবর্দ্ধিতঃ। প্রপূর্ব্বস্তিরতির্ব্বর্দ্ধনার্থঃ ॥

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয় 'যুবং' আপনারা রেভ-ঋষিকে 'পরিষূতেঃ' চতুর্দ্দিকস্থ প্রেরিত উপদ্রব হইতে 'উরুষ্যথঃ' রক্ষা করিয়া ছিলেন। 'উরুষ্যতী রক্ষাকর্ম্ম' ইত্যাদি যাস্কে ( নি০৬।৬ ) কথিত আছে। আরও 'অত্রয়ে' অত্রি ঋষিকে 'পরিতপ্তং' সর্ব্বতভাবে তপ্ত 'ঘর্ম্মং' অসুরগণ কর্তৃক পীড়ার্থ প্রক্ষিপ্ত দীপ্যমান তুষাগ্নি 'হিমেন' হিমের দ্বারা শীতল উদকের দ্বারা নিবারণ করিয়াছিলেন। অথবা হবিঃসমূহের 'অত্রয়ে' ভক্ষণকারী অগ্নির জন্য 'পরিতপ্তং' সূর্য্যকিরণের দ্বারা সন্তপ্ত 'ঘর্ম্ম'। ইহা অহর্নামবাচক। অহর্হিমের দ্বারা অহর্বৃষ্ট্যুদকের দ্বারা হবিঃসম্পাদক ব্রীহ্যাদির উৎপত্ত্যর্থ নিবারণ করিয়াছিলেন। অপিচ 'শয়োঃ' শয়ুর এতৎসংজ্ঞক ঋষির 'গবি' প্রসবরহিত গাভীকে 'অবসং' রক্ষক দুগ্ধকে 'যুবং' আপনারা 'পিপ্যথুঃ' বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। আরও জীর্ণাঙ্গ 'বন্দনঃ' বন্দন ঋষি 'দীর্ঘেণায়ুষা প্রতারি' দীর্ঘ আয়ু দ্বারা আপনাদিগ কর্তৃক প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। প্র-পূর্ব্বক তির-ধাতু বর্দ্ধনার্থক।

অবসং। অবতেরৌণাদিকোঽসচ্। পিপ্যথুঃ। প্যায়ী বৃদ্ধৌ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। লিঙ্যঙোশ্চেতি পীভাবঃ॥ (১ম—১১৯সূ—৬ঋ)॥

• • •

## ষষ্ঠ (১৩২৪) ঋকের বিশদার্থ।

ভগবান্ রক্ষাকর্ত্তা। তিনি সমস্ত বিশ্বকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন। এই মন্ত্রে তাহারই একটী চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার একদিকের কার্য্য—পাপী-তাপীর দিকে বিস্তৃত; তাহাতে তিনি যে পাপী-তাপীর উদ্ধারের জন্য প্রচেষ্ট রহিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। তাঁহার আর এক দিকের কার্য্য,—তিনি সাধকদিগকে উদ্ধার করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে অসাধুর হৃদয়েও সাধু হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হইতেছে। ভগবানের এই উভয় কার্য্যের এই উভয় দিকই এই মন্ত্রে বিশদীকৃত হইয়াছে।

মানুষ পাপ করে—দুর্ব্বলতায় বশে—মোহের পাশে। কিন্তু পাপ-কার্য্য সাধনের পর তাহার অন্তরস্থ দেবতার শাসনে যখন সে অনুতাপ করে, পুণ্যের পথে ফিরিয়া যাইবার জন্য যখন সে ব্যগ্র হয়, তখন তাহাকে মোহ-দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। তখন, রক্ষা না করিলে, সে তো আবার সেই পাপ-পঙ্কেই নিমগ্ন হইবে। তাই ভগবান্ অনুতপ্তকে তাঁহার নিজ শক্তি-দানে শক্তিমান্ করিয়া তুলেন; তাঁহার অভয়-বলে বলীয়ান হইয়া সে মোহ-পাপকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। তাঁহার মঙ্গলময় রক্ষা-কার্য্য এই দিকে বিস্তৃত না হইলে, মানুষ পাপের কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারিত না। পরিতাপ হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে জীবিত না রাখিতে পারিলে, সেই পরিতাপ মানুষের কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হয় না।

অন্য দিকে আবার ভগবান্ সাধককে তাঁহার কর্ম্মোচিত অমৃতের অধিকারী করিতেছেন। ভগবানের কৃপা ও মানুষের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার

---

অবসং। অবতির অবধাতুর উণাদিগণীয়ে অসচ্-প্রত্যয়। পিপ্যথুঃ। প্যায়ী ধাতু বৃদ্ধ্যর্থক। ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ। 'লিঙ্যঙোশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে পীভাব॥ (১ম—১১৯সূ—৬ঋ)॥

• • •

মিলন—এই মন্ত্রে দেখিতে পাই। সাধক যাহাতে অজ্ঞানতার হাত হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারেন, ভগবান্ তাঁহাকে তদনুরূপ শক্তি দান করেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে এই মন্ত্রে চারিটী উপাখ্যানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটীর সম্বন্ধেই আমাদিগের মত (১ম—১১৬সূ—১১ঋ, ১ম—১১৭সূ—৩ঋ, ১ম—১১৭সূ—২০ঋ, ১ম—১১৭সূ—৪ঋ ইত্যাদিতে) একাধিকবার ব্যক্ত করিয়াছি॥ (১ম—১১৯সূ—৬ঋ)॥

—·—

### সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনবিংশাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

যুবং বন্দনং নির্ঋতং জরণ্যয়া রথং ন
দস্রা করণা সমিন্বথঃ।
ক্ষেত্রাদা বিপ্রং জনথো বিপন্যয়া প্র বামত্র
বিধতে দংসনা ভুবৎ॥ ৭॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যুবং। বন্দনং। নিঃঋতং। জরণ্যয়া। রথং। ন।
দস্রা। করণা। সং। ইন্বথঃ।

ক্ষেত্রাৎ। আ। বিপ্রং। জনথঃ। বিপন্যয়া। প্র। বাং। অত্র।

বিধতে। দংসনা। ভুবৎ ॥ ৭ ॥

⁂

## মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রথং ন' ( সৎকর্ম্মরূপং যানং যথা ভগবান প্রাপ্নোতি তদ্বৎ ) 'দস্রা' ( সদ্বস্তুদর্শনীয়ৌ হে দেবৌ ) 'জরণ্যয়া নির্ঋতং' ( পাপানুষ্ঠানেন দুর্ব্বলহৃদয়ং ) 'বন্দনং' ( স্তুতিপরায়ণং জনং ) 'করণা' ( সৎকর্ম্মণা, সৎকর্ম্মপরায়ণং কৃত্বা ইত্যর্থঃ ) 'যুবং' ( যুবাং ) 'সমিন্বথঃ' ( প্রাপয়থঃ, উদ্ধারয়থঃ ইত্যর্থঃ ); দেবৌ কৃপয়া প্রার্থনাপরায়ণং দুর্ব্বলহৃদয়ং জনং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যদানেন উদ্ধরয়তঃ—ইতি ভাবঃ; বিপন্যয়া' ( প্রার্থনয়া প্রীতৌ সন্তৌ ইতি যাবৎ ) 'ক্ষেত্রাৎ আ' ( ইন্দ্রিয়াধীনত্বাৎ ) 'বিপ্রং' ( মেধাবিনং, প্রার্থনাকারিণং ) 'জনথঃ' ( যুবাং উদ্ধারং কুরুথঃ ); দেবকৃপয়া ইন্দ্রিয়াসক্তঃ জনঃ অপি ভগবৎ-পরায়ণঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'বাং ( যুবয়োঃ ) 'দংসনা' ( রক্ষাত্মকং কর্ম্ম ) বিধতে' ( প্রার্থনাকারিভ্যঃ ) 'অত্র' ( অস্মৈ ) 'প্রভুবৎ' ( রক্ষিতুং সমর্থং ভবতু ); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ.—হে দেবৌ। কৃপয়া বিষয়াসক্তান্ অস্মান্ পাপকবলাৎ উদ্ধারয়তং ॥ ( ১ম—১১৯সূ—৭ঋ ) ॥

⁂

## বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্ম-রূপ যান যেমন ভগবান্ প্রাপ্ত হন সেইরূপ, সদ্বস্তুদর্শনকারী হে দেবদ্বয়, পাপানুষ্ঠানে দুর্ব্বল-হৃদয় স্তুতিপরায়ণ-জনকে সৎকর্ম্মপরায়ণ করিয়া আপনারা প্রাপ্ত হন; ( ভাব এই যে,—দেবদ্বয় কৃপা করিয়া প্রার্থনা-পরায়ণ দুর্ব্বল-হৃদয় ব্যক্তিকে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করিয়া উদ্ধার করেন ); প্রার্থনা দ্বারা প্রীত হইয়া ইন্দ্রিয়াধীনত্ব হইতে প্রার্থনাকারীকে আপনারা উদ্ধার করেন; ( ভাব এই যে,—দেবকৃপায় ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিও ভগবৎ-পরায়ণ হয়েন ); আপনাদিগের রক্ষাত্মক কর্ম্ম প্রার্থনাকারী আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হউক; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! কৃপা করিয়া বিষয়াসক্ত আমাদিগকে পাপের কবল হইতে উদ্ধার করুন। ) ॥ ( ১ম—১১৯সূ—৭ঋ ) ॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দস্রাবশ্বিনৌ যুবং যুবাং জরণ্যয়া জরয়া নিঋর্তং নিঃশেষেণ প্রাপ্তং বন্দনমৃষিং করণা কর্ম্মণাং কর্ত্তারৌ শিল্পকুশলৌ যুবাং সমিন্বথঃ সমধত্তং। পুনর্যুবানমকুরুতং। তত্র দৃষ্টান্তঃ—রথং ন। যথা কশ্চিচ্ছিল্পী জীর্ণং রথং পুনরপ্যভিনবং করোতি তদ্বৎ। অপি চ বিপন্যয়া স্তুত্যা গর্ভস্থেন বামদেবেন স্তুতৌ সন্তৌ ক্ষেত্রাদা। আকারঃ সমুচ্চয়ে। মাতুরুদরলক্ষণাজ্জন্মস্থানাদ্বিপ্রং মেধাবিনং তমৃষিং জনথঃ জনয়থশ্চ। তথা বাং যুবয়োর্দ্দংসনা রক্ষণাত্মকং কর্ম্মাত্রাস্মৈ বিধতে পরিচরতে যজমানায় প্রভুবৎ প্রভবতু। রক্ষিতুং সমর্থং ভবতু॥

নিঋর্তং। ঋ গতৌ। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। জরণ্যয়া। জরণক্রিয়ার্হা জরণ্যা। অন্ত্যাবস্থাচ্ছন্দসি চেতি যঃ। করণা। করোতেরন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি যুচ্। ইন্বথঃ। ইবি ব্যাপ্তৌ। ইদিত্বান্নুম্। ভৌবাদিকঃ। জনথঃ। জনী প্রাদুর্ভাবে। ণিচ্যুপধাবৃদ্ধিঃ। জনীজৄষ্ক্নসুরঞ্জোঽমন্তাশ্চেতি মিত্বান্মিতাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। ছন্দস্যুভয়থেতি শপ আর্দ্ধধাতুকত্বাণ্ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। বিপন্যয়া। পন স্তুতৌ। অঘ্ন্যাদয়শ্চেতি ভাবে যৎ। ব্যত্যয়েনান্তোদাত্তত্বং। বিধতে। বিধ বিধানে। তৌদাদিকঃ। লটঃ শতৃ। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ভুবৎ। ভবতের্লেট্যডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক। ভূসুবোস্তিঙীতি গুণপ্রতিষেধঃ॥ (১ম—১১৯সূ—৭ঋ)॥

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'দস্রা' অশ্বিদ্বয়! 'যুবং' আপনারা 'জরণ্যয়া' জরার দ্বারা 'নিঋর্তং' নিঃশেষে প্রাপ্ত 'বন্দনং' বন্দন ঋষিকে 'করণা' কর্ম্মের কর্ত্তা শিল্পকুশল আপনারা দুই জনে 'সমিন্বথঃ' সম্যক্ ধারণ করিয়াছিলেন, পুনরায় যুবা করিয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত—'রথং ন'। যেরূপ কোনও শিল্পী জীর্ণ রথকে পুনরায় নুতন করে সেইরূপ। অপিচ, 'বিপন্যয়া' স্তুতি করিয়া গর্ভস্থিত বামদেবের দ্বারা স্তুত হইয়া 'ক্ষেত্রাৎ আ' (আকার সমুচ্চয়ার্থক) মাতার উদরলক্ষণ জন্মস্থান হইতে 'বিপ্রং' মেধাবী সেই ঋষিকে 'জনথঃ' উৎপাদন করেন। আর 'বাং' আপনাদিগের 'দংসনা' রক্ষণাত্মক কর্ম্ম 'অত্র' এই 'বিধতে' পরিচরণকারী যজমানের জন্য 'প্রভুবৎ' হউক, রক্ষা করিতে সমর্থ হউক।

নিঋর্তং। ঋ-ধাতু গত্যর্থক। কর্ম্মে নিষ্ঠা। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতি'র (গম্-ধাতুর) প্রকৃতিস্বরত্ব। জরণ্যয়া। জরণক্রিয়ার্হ—এই অর্থে জরণ্যা পদ। অন্ত্যাবস্থা-হেতু 'ছন্দসি চ' ইত্যাদি সূত্রে যঃ। করণা। করোতি (কৃ-ধাতুর) 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে যুচ্-প্রত্যয়। ইন্বথঃ। ইবি-ধাতু ব্যাপ্ত্যর্থক। ইদিত্ব-হেতু নুম্। ভৌবাদিক। জনথঃ। জনী-ধাতু প্রাদুর্ভাবার্থক। ণিচে উপধার বৃদ্ধি। 'জনীজৄষ্ক্নসুরঞ্জোঽমন্তাশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে 'মিত্বান্মিতাং হ্রস্ব' ইত্যাদি নিয়মে হ্রস্বত্ব। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে শপের আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'ণেরনিটি' ইত্যাদি সূত্রে ণি-লোপ। বিপন্যয়া। পন-ধাতু স্তুত্যর্থক। 'অঘ্ন্যাদয়শ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে যৎ-প্রত্যয়। ব্যত্যয়ের দ্বারা অন্ত উদাত্তত্ব। বিধতে। বিধ-ধাতু বিধানার্থক তুদাদিগণীয় লটে শতৃ। 'শতুরনুমঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। ভুবৎ। ভবতি'র (ভূ-ধাতু) লেটে অট্ আগম। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ। 'ভূসুবোস্তিঙি' ইত্যাদি সূত্রে গুণের প্রতিষেধ॥ (১ম—১১৯সূ—৭ঋ)॥

## সপ্তম ( ১৩২৫ ) ঋকের বিশদার্থ।

—:§ • §:—

পাপ ও দুর্ব্বলতার মধ্যে পরস্পর জাত-জনক-সম্বন্ধ বর্ত্তমান। পাপ হইতে দুর্ব্বলতা এবং দুর্ব্বলতা হইতে পাপের উদ্ভব হয়। বিষয়াসক্তি মানুষকে যেরূপ পাপের পথে টানিয়া লয়, পাপও সেইরূপ মানুষকে বিষয়াসক্তির পথে প্রেরণ করে। কিন্তু পাপ ও বিষয়াসক্তি উভয়ের হাত হইতেই মানুষ উদ্ধার পাইতে পারে—যদি ভগবানের করুণা-ধারা তাহার উপর বর্ষিত হয়। যে কৃপায় "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং", সেই কৃপায় পাপী-তাপী উদ্ধার লাভ করিতে পারে—যদি সে সেই কৃপা-লাভের জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা থাকে।

মানুষ দুর্ব্বল হইলেও তাহার ভিতরে শক্তির বীজ নিহিত আছে। স্বরূপতঃ মানুষ অমৃতের সন্তান, অমৃত-লাভের অধিকারী। পাপের মধ্যে প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া সে আপনাকে দীনহীন কাঙ্গাল করিয়া ভুলে, আত্মাকে জীর্ণশীর্ণ করিয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়। তখন দেব-বৈদ্যের কৃপা লাভ করিতে পারিলে, পুনরায় সে মোক্ষ-সাধনভূত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের শক্তি লাভ করে—অনন্ত-জীবনের পথে চলিতে সমর্থ হয়।

এই মৃত্যু হইতে অমৃতের পথে যাইবার, দুর্ব্বলতাকে পাপকে পরাজিত করিবার উপায়—ভগবানের চরণে প্রার্থনা। পাপের মধ্যে—বিষয়াসক্তির মধ্যে থাকিয়াও সেই অনন্ত-শক্তির আধার পরম দেবতাকে যদি মানুষ তাহার দুর্ব্বলতা জ্ঞাপন করিয়া শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করে, তবে তাহার সেই প্রার্থনা বিফল হয় না। এ না হইলে, ভগবানের রাজত্ব পাপের রাজত্বে পরিণত হইত। কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাহা হইতে পারে না; তাই পাপীও অমৃতের সন্ধান পায়। আমরা এই মন্ত্রে সেই সত্যটাই দেখিতে পাই।

প্রচলিত ব্যাখ্যায় দুইটী আখ্যায়িকার অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটী বন্দন-ঋষি সম্বন্ধীয়। এই মন্ত্রে তাহা একটু নূতন ভাবে আমাদিগের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় আখ্যায়িকা বামদেব নামক জনৈক মাতৃগর্ভস্থ ঋষি-সম্বন্ধে। এই মন্ত্রে বামদেব নামক কোনও ঋষির উল্লেখ না থাকিলেও ভাষ্যকার তাহা ব্যাখ্যাতে

সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। অথচ গর্ভে থাকিয়া অশ্বিদ্বয়ের নিকট প্রার্থনা করার বিষয় কোথায়ও উল্লেখ নাই। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ঋষি বামদেব। তিনি অশ্বিদ্বয়ের নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাতে গর্ভবাসের কথার উল্লেখ নাই। গর্ভবাস-সম্বন্ধীয় প্রার্থনা আছে—ইন্দ্র-দেবতার নিকট। তাহাও প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে সমস্যা-বিজড়িত। গর্ভস্থ বামদেব ইন্দ্রের নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহার একটী মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি:—"আমি জীবনোপায় অভাবে কুক্কুরের অন্ত্র-সমূহ পাক করিয়াছিলাম। আমি আমার ভার্য্যাকে অসম্মানিতা হইতে দেখিয়াছি।" (৪ম—১৮সূ—১৩ঋ)। গর্ভস্থ বামদেব এ সব প্রার্থনা কিরূপে করিবেন? গর্ভস্থ বামদেব তাঁহার "ভার্য্যাকে" অসম্মানিতা হইতে দেখিয়াছেন! ইহাই বা কি? যাহা হউক, এই মন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা মত, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত করা হইয়াছে। (১ম—১১৯সূ—৭ঋ)॥

—— • ——

### অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনবিংশাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

আগচ্ছতং কৃপমাণং পরাবতি পিতুঃ স্বস্য
ত্যজসা নিবাধিতং।
স্বর্ব্বতীরিত ঊতীর্য্যুবোরহ চিত্রা অভীকে
অভবন্নভিষ্টয়ঃ ॥ ৮ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

অগচ্ছতং। কৃপমাণং। পরাঽবতি। পিতুঃ। স্বস্য।
ত্যজসা। নিঽবাধিতং॥

স্বঃঽবতীঃ। ইতঃ। ঊতীঃ। যুবোঃ। অহ। চিত্রাঃ। অভীকে॥
অভবন্। অভিষ্টয়ঃ॥ ৮॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পিতুঃ' ( পিতৃসম্বন্ধিনঃ, ভগবতঃ সম্বন্ধযুক্তস্য ) 'স্বস্য' ( আত্মনঃ—কর্ম্ম ইতি যাবৎ, অবশ্য-কর্ত্তব্যং সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ ) 'ত্যজসা' ( ত্যাগেন, ত্যাগহেতুনা ইত্যর্থঃ ) 'পরাবতি' ( দূরদেশে, ভগবতঃ সম্বন্ধপরিশূন্যে স্থানে, নরকে ইত্যর্থঃ ) .'নিবাধিতং' ( নিপতিতং, কষ্টপ্রাপ্তং জনং) 'কৃপমাণং' (ভগবতঃ কৃপাপ্রার্থিনং—দৃষ্ট্বা ইতি যাবৎ ) 'অগচ্ছতং' ( তস্য রক্ষার্থং যুবাং আগচ্ছথঃ ) ; পরিতপ্তং কৃপাপ্রার্থিনং পাপিনং অপি যুবাং উদ্ধারয়থঃ—ইতি ভাবঃ ; 'যুবোঃ অহ' ( যুবয়োরেব ) 'স্বর্ব্বতীঃ' ( শোভনগমনযুক্তাঃ, আশুমুক্তিদায়িকাঃ ) 'চিত্রাঃ' ( বিচিত্রাঃ ) 'অভিষ্টয়ঃ' ( সর্ব্বৈঃ প্রার্থনীয়াঃ ) 'ঊতীঃ' ( রক্ষাশক্তয়ঃ ) 'ইতঃ অভীকে' ( সর্ব্বপ্রাণিনঃ সমীপে ) 'অভবন্' ( ভবন্তু, আগচ্ছন্তু ইত্যর্থঃ ) ; প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—যুবাং কৃপয়া অস্মৎসদৃশান্ পাপিনঃ সর্ব্বপ্রাণিনঃ রক্ষয়তং। ( ১ম—১১৯সূ—৮ঋ ) ॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের সম্বন্ধযুত অবশ্যকর্ত্তব্য সৎকর্ম্ম ত্যাগ-হেতু ভগবানের সম্বন্ধ-পরিশূন্য স্থানে ( নরকে ) নিপতিত কষ্টপ্রাপ্তজনকে, ভগবানের কৃপাপ্রার্থী দেখিয়া, তাহাকে রক্ষার জন্য আপনারা আগমন করেন; ( ভাব এই যে,—পরিতপ্ত কৃপাপ্রার্থী পাপীকেও আপনারা উদ্ধার করেন ); আপনাদিগের শোভনগমনযুক্তা, আশুমুক্তিদায়িকা, বিচিত্রা, সকলের প্রার্থনীয়া, রক্ষা-শক্তি সর্ব্বপ্রাণী-সমীপে আগমন করুক; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—আপনারা কৃপা করিয়া আমাদিগের ন্যায় পাপী প্রাণিগণকে রক্ষা করুন। ) ॥ ( ১ম—১১৯সূ—৮ঋ ) ॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ পরাবতি দূরদেশে সমুদ্রমধ্যে স্বস্য পিতুস্তুগ্রস্য ত্যজসা ত্যাগেন নিবাধিতং পীড়িতং ভুজ্যুং কৃপমাণং যুবাং স্তুবন্তমগচ্ছতং। যুবাং রক্ষণার্থং গতবন্তৌ। যস্মাদেবং তস্মাৎ হে অশ্বিনৌ স্বর্ব্বতীঃ স্বর্ব্বত্যঃ শোভনগমনযুক্তা ইত ইতো মুখাচ্চিত্রাশ্চায়নীয়া যুবোরহ যুবয়োরেবোতীরূতয়ো রক্ষা অভীকে সমীপেঽভিষ্টয়ঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিরন্বেষণীয়া অভবন্। ভবন্তি ॥

কৃপমাণং। কৃপতিঃ স্তুতিকর্ম্মা। অয়ং চ তুদাদিদ্রষ্টব্যঃ। স্বর্ব্বতীঃ। সুপূর্ব্বাদর্ত্তের্ভাবে বিচ্। ততো মতুপ। ছন্দসীর ইতি মতুপো বত্বং। অভিষ্টয়ঃ। ইষু ইচ্ছায়াং। ভাবে ক্তিন্। শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপত্বং ॥ (১ম—১১৯সূ - ৮ঋ) ॥

• • •

## অষ্টম (১৩২৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথমাংশে নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে, এবং অপরাংশে বিশ্ববাসী সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা আছে। সুতরাং সেই প্রার্থনার মধ্যে অকিঞ্চন আপনারও মঙ্গল-কামনা বিদ্যমান রহিয়াছে।

যাহাকে জগতের সকলে ঘৃণার-বস্তু বোধে পরিত্যাগ করে, জগতের সর্ব্বপ্রকার সৎ-সংশ্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে পাপ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেছে, সেও অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিলে, জগৎ-পিতার করুণায় উদ্ধার লাভ করিবে। মানুষ পাপের চিরদাসত্ব করিবার জন্য জন্মে নাই।

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'পরাবতি' দূরদেশে সমুদ্রমধ্যে 'স্বস্য পিতুঃ' তুগ্রের 'ত্যজসা' ত্যাগের দ্বারা 'নিবাধিতং' পীড়িত ভুজ্যুকে 'কৃপমাণং' আপনাদিগকে স্তুতিকারীকে 'অগচ্ছতং' আপনারা রক্ষণার্থ গিয়াছিলেন। যেহেতু এইরূপ, সেই হেতু হে অশ্বিদ্বয়! 'স্বর্ব্বতীঃ' সর্ব্বত্য শোভনগমনযুক্ত 'ইতঃ' ইতোমুখ হইতে 'চিত্রাঃ' চায়নীয়া 'যুবোরহ' আপনাদিগেরই 'ঊতীঃ' ঊতিসমূহ রক্ষাসমূহ 'অভীকে' সমীপে 'অভিষ্টয়ঃ' সকল প্রাণিগণকর্ত্তৃক অন্বেষণীয় 'অভবন্' হয়।

কৃপমাণং। কৃপতি-শব্দ স্তুতিকর্ম্মার্থক। ইহাও তুদাদির মধ্যে দ্রষ্টব্য। সর্ব্বতীঃ। সু-পূর্ব্বক অর্ত্তির ভাবে বিচ্ প্রত্যয়। তাহাতে মতুপ্। 'ছন্দসিরঃ' ইত্যাদি সূত্রে মতুপে বত্ব। ইষ-ধাতু ইচ্ছার্থক। ভাবে ক্তিন্। শকন্ধ্বাদিত্ব-হেতু পর-রূপত্ব ॥ (১ম - ১১৯সূ - ৮ঋ) ॥

• •

মানুষের মধ্যে শিবত্ব আছে, বাহিরের পাপ-মোহের গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া তাহা প্রকাশ পাইবেই পাইবে। ভগবান্ মঙ্গলময়, তাঁহার রাজ্যে পাপ চিরস্থায়ী অধিকার বিস্তার করিতে পারে না ও পারিবে না। ঘোর পাপীর জন্যও আশ্বাসের বাণী আমরা এই মন্ত্রে দেখিতে পাই।

এই মন্ত্রের প্রার্থনাংশে প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা একটী বিশ্বজনীন উদারতার পরিচয় পাই। সমস্ত প্রাণীকে—বিশ্ববাসীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা এই মন্ত্রে আছে। কেবলমাত্র নিজকে বা নিজের সম্বন্ধীয় লোককে নয়, সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য এমন উদার প্রার্থনা—জগতে খুব কমই দেখা যায়।

এই বিশ্বজনীন উদারতা—ঋষি-হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব। হিন্দুর প্রণাম-মন্ত্র "জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ।" যিনি "বিশ্ব জুড়িয়া বিরাজিছ তুমি"—এই সত্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি সামান্য স্বার্থ ও মোহের বশে সঙ্কীর্ণতার জালে আবদ্ধ হইতে পারেন না। বিশ্ব-মঙ্গল ব্যতীত তাঁহার আর কি কাম্য থাকিতে পারে?

"সূত্রে মণি গণা ইব" বিশ্ব এক সূত্রে গাথা রহিয়াছে। এক অংশকে পশ্চাতে ফেলিয়া অপরাংশের অগ্রসর হইবার উপায় নাই। তাই মুক্তি-লাভের জন্য প্রকৃষ্ট প্রার্থনাই হইতেছে—জগতের মুক্তির জন্য প্রার্থনা। "তুমি যারে পশ্চাতে ফেলেছ, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে"—বাক্যটী বর্ণে বর্ণে সত্য। ঋষিরা সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। তাই তাঁহাদের প্রার্থনা-মন্ত্রে নিত্য-সত্য-তত্ত্ব ও বিশ্বমঙ্গল ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

বলা বাহুল্য, বিশ্ববাসী সকলের মঙ্গল-প্রার্থনার মধ্যে আত্মমঙ্গল-প্রার্থনা স্বতঃই প্রকাশমান্ হয়। বিশ্ববাসী পাপী-তাপী সকলের উদ্ধার হইলে, এই পাপী আমিও পাইব,—উদ্ধার প্রার্থনায় এভাব আপনিই আসিয়া থাকে।

প্রচলিত ব্যাখ্যায় তুগ্রের পুত্র ভুজ্যুকে টানিয়া আনা হইয়াছে—যদিও মূলে তাহার কোন উল্লেখ নাই। এরূপ আখ্যায়িকার কোনও সার্থকতা আমরা দেখিতে পাই না। প্রার্থনাংশের ব্যাখ্যাতে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের অন্য মতানৈক্য নাই॥ (১ম—১১৯সূ—৮ঋ)॥

### নবমী ঋক্ ।

( প্রথমং মণ্ডলং । ঊনবিংশাধিকশততমং সূক্তং । নবমী ঋক্ । )

উত স্যা বাং মধুমন্মক্ষিকারপন্মদে
সোমস্যৌশিজো হুবন্যতি।
যুবং দধীচো মন আ বিবাসথোহথা শিরঃ
প্রতি বামশ্ব্যং বদৎ ॥ ৯ ॥

∴

### পদ-বিশ্লেষণং ।

উত। স্যা। বাং। মধুঽমৎ। মক্ষিকা। অরপৎ। মদে।
সোমস্য। ঔশিজঃ। হুবন্যতি।
যুবং। দধীচঃ। মনঃ। আ। বিবাসথঃ। অথ। শিরঃ।
প্রতি। বাং। অশ্ব্যং। বদৎ ॥ ৯ ॥

∴

---

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমস্য' ( অমৃতস্য, শুদ্ধসত্ত্বভাবস্য ) 'মদে' ( মদায়, হর্ষায়, পরমানন্দলাভায় ইত্যর্থঃ) 'মধুমৎ' ( অমৃতপ্রস্রবণস্বরূপৌ ) 'বাং' ( যুবাং, যুবয়োঃ সমীপে ইত্যর্থঃ ) 'স্যা মক্ষিকা' ( সা প্রসিদ্ধা মক্ষিকাব্রতধারিণী মধুসংগ্রাহিকা, সত্ত্বানুসারী জনঃ ইত্যর্থঃ ) 'অরপৎ' ( প্রার্থয়তি—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ ) ; 'উত' ( অপিচ ) 'ঔশিজঃ' ( জীবনপরীক্ষোত্তীর্ণঃ জনঃ ) বাং 'হুবন্যতি' ( আহ্বয়তি, সদৈব যুবয়োঃ অনুসরণপরায়ণঃ ভবতি ইত্যর্থঃ ) ; মোক্ষলাভার্থী স্বতঃ এব দেবভাবং অনুসরতি—ইতি ভাবঃ ; 'যুবং' ( যুবাং ) 'দধীচঃ' ( ধারণশীলস্য সাধকস্য ) 'মনঃ' ( চিত্তং ) 'আবিবাসথঃ' ( যথাবিধি পর্য্যচরথঃ, জ্ঞানালোকিতং কুরুথঃ ইত্যর্থঃ ) ; 'অথ' ( তদনন্তরং, জ্ঞানলাভং কৃত্বা ইতি যাবৎ ) সঃ সাধকঃ 'বাং' ( যুবয়োঃ

সম্বন্ধিনং, যুষ্মৎপ্রদত্তং ) 'অশ্ব্যং শিরঃ' ( ব্যাপকজ্ঞানস্য শ্রেষ্ঠাংশং, পরাজ্ঞানং ) 'প্রতি' ( জগৎ প্রতি, জগতি ইত্যর্থঃ ) 'অবদৎ' ( প্রখ্যাপয়তি, প্রচারয়তি ); সাধকঃ দেবকৃপয়া পরাজ্ঞানং লব্ধ্বা লোকহিতায় তজ্‌জ্ঞানং জগতি প্রচারয়তি; তজ্‌জ্ঞানং অস্মাকং হৃদয়ে আবির্ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। ( ১ম—১১৯সূ—৯ঋ ) ॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বভাবের পরমানন্দ লাভ করিবার জন্য, অমৃত-প্রস্রবণ-স্বরূপ আপনাদিগের সমীপে প্রসিদ্ধ মক্ষিকাব্রতধারিণী অর্থাৎ সত্ত্বানুসারী জন, সত্ত্বভাবের প্রার্থনা করেন; এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ জন সর্ব্বদাই আপনাদিগের অনুসরণ-পরায়ণ হন; ( ভাব এই যে,—মোক্ষলাভার্থী স্বতঃই দেবভাবের অনুসরণ করেন ); আপনারা ধারণশীল সাধকের চিত্তকে জ্ঞানালোকিত করেন; তদনন্তর, জ্ঞানলাভ করিয়া, সেই সাধক আপনাদিগের প্রদত্ত পরাজ্ঞান জগতে প্রচার করেন; ( ভাব এই যে,—সাধক দেবকৃপায় পরাজ্ঞান লাভ করিয়া লোকহিতার্থ সেই জ্ঞান জগতে প্রচার করেন; সেই জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। ) ॥ ( ১ম—১১৯সূ—৯ঋ ) ॥

• • •

### সায়ণ-ভাষ্যং।

উত অপিচ হে অশ্বিনৌ মধুমন্মধুমন্তৌ বাং যুবাং স্যা সা মক্ষিকা সরঘা মধুকামা সত্যরপৎ অস্তৌৎ। তথৌশিজ উশিজঃ পুত্রঃ কক্ষীবান্ সোমস্য পানেন যুবয়োর্মদে হর্ষে নিমিত্তভূতে সতি হুবন্যতি যুবামাহ্বায়তি। যুবং যুবাং চ তস্যৈ মক্ষিকায়ৈ মধু দাতুং মধুবিদ্যার্থিনৌ সন্তৌ দধীচ আথর্ব্বণস্য ঋষের্মনশ্চিত্তং শুশ্রূষয়া আবিবাসথঃ পর্য্যচরতং। অথানন্তরং তস্মিন্ প্রীতে সত্যশ্ব্যং বাং যুবাভ্যাং প্রতিহিতমশ্বস্য সম্বন্ধি যচ্ছিরস্তদ্বাং যুবাং প্রতি মধুবিদ্যামবদৎ। স ঋষিরাশ্বেন শিরসোপদিষ্টবানিত্যর্থঃ ॥

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'উত' অপিচ, হে অশ্বিদ্বয়! 'মধুমৎ' মধুযুক্ত 'বাং' আপনারা 'স্যা' সেই 'মক্ষিকা' সরঘা মধুকামী হইয়া 'অরপৎ' স্তুতি করিয়াছিল। আর 'ঔশিজঃ' উশিকের পুত্র কক্ষীবান্ 'সোমস্য' সোমের পানের দ্বারা 'মদে' হর্ষের নিমিত্তভূত হইলে 'হুবন্যতি' আপনাদিগকে আহ্বান করে। 'যুবং' আপনারাও সেই মধুমক্ষিকাকে মধু দান করিবার জন্য মধুবিদ্যার্থী হইয়া 'দধীচঃ' আথর্ব্বণ ঋষির 'মনঃ' চিত্তকে শুশ্রূষার দ্বারা তুষ্ট করিয়াছিলেন। 'অথ' অনন্তর তাহা হইতে প্রীত হইলে 'অশ্ব্যং বাং' আপনাদিগের 'প্রতি' প্রতিহিত অশ্বের সম্বন্ধীয় যেই 'শিরঃ' শির তাহা আপনাদিগের প্রতি মধুবিদ্যা বলিয়াছিল। সেই ঋষি অশ্বের শিরের দ্বারা উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ।

মধুমৎ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেলুর্ক্। অরপৎ। রপলপ ব্যক্তায়াং বাচি। মদে। মদী হর্ষে। মদোঽনুপসর্গ ইতি ভাবেঽপ্। হুবনাতি। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। লুট্ চেতি ভাবে লুট্। বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং। হুবন্তি হুবনমাত্মন ইচ্ছতি। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। অন্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ। বর্ণব্যাপত্ত্যোত্বং। অশ্ব্যং। অশ্বে ভব অশ্ব্যং। ভবে ছন্দসীতি যৎ॥ (১ম—১১৯সূ—৯ঋ)॥

⁂

## নবম (১৩২৭) ঋকের বিশদার্থ।

'নাল্পেসুখমস্তি।' যদি সুখ পাইতে হয়, আনন্দ পাইতে হয়, তবে পরমানন্দের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তাহাই মানুষকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারে। তাই, সত্যদর্শিগণ অসার প্রাকৃত সুখে আবদ্ধ থাকিতে চাহেন না; তাঁহারা চাহেন—ভূমানন্দ। সেই জন্য তাঁহারা সেই অমৃত-প্রস্রবণের—সুখ-শান্তির উৎসের সন্ধানে জীবনপাত করেন। মঙ্গলময় ভগবানই সেই সুখ-শান্তির উৎস। তাই জীবনে প্রকৃত সুখের আস্বাদ লাভ করিতে হইলে, তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হইবে।

ভগবানের শক্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। অজস্রধারায় তাঁহার করুণা মানুষের উপর বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু ক্ষেত্র-ভেদে সেই শক্তি-প্রকাশের ইতর-বিশেষ হয়। একটী ঘটিতে যে পরিমাণ জল রাখা যায়, একটি কলসীতে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে জল রাখা সম্ভবপর। নদী হইতে জল আনিবার সময়, জলাধার অনুসারে, যে যতটুকু পারে, সে ততটুকু জল আনে। সেইরূপ ভগবৎ-প্রদত্ত শক্তি যে যে পরিমাণে ধারণ করিতে পারে, তাহাতে সেই পরিমাণ শক্তিরই বিকাশ লক্ষিত হয়। তাই, এই মন্ত্রে 'ধারণশীল' সাধকের কথা বলা হইয়াছে। সত্য বা শক্তি লাভ করিলেই হয় না; তাহা ধারণ করিবার সামর্থ্যও থাকা চাই।

---

মধুমৎ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির লোপ। অরপৎ। রপ এবং লপ-ধাতু ব্যক্তাতে বাক্য অর্থে প্রযুক্ত হয়। মদে। মদী-ধাতু হর্ষার্থক। 'মদোঽনুপসর্গে' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে অপ্-প্রত্যয়। হুবন্তি। হ্বেঞ্-ধাতু স্পর্দ্ধা এবং শব্দার্থক। 'লুট্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে লুট্-প্রত্যয়। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। হুবন্তি অর্থাৎ আপনার 'হবন' ইচ্ছা করে। 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' ইত্যাদি সূত্রে ক্যচ্-প্রত্যয়; ছান্দসে অন্ত্য লোপ। বর্ণব্যাপত্তিতে উত্ব। অশ্ব্যং। 'অশ্বে ভব' ইত্যাদি বাক্যে অশ্ব্যং পদ হয়। 'ভবে ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে যৎ-প্রত্যয়॥ (১ম—১১৯সূ—৯ঋ)॥

আমরা যে শক্তি বা জ্ঞান অথবা আনন্দ-লাভ করি, তাহা আমাদের নিজস্ব বস্তু নয়,—তাহাতে বিশ্ববাসীর অধিকার আছে। কারণ, তাহা আসে—সেই এক পরম-পিতা অমৃত-স্বরূপ ভগবান্ হইতে। সুতরাং জগতের সকলেই তাহা উপভোগ করিবার অধিকারী। জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সত্যদর্শিগণ তাহা অবগত আছেন। তাই তাঁহারা যে ধন লাভ করেন, তাহা জগতে বিতরণ করেন।

এক সূত্রে গ্রথিত বিশ্বে কাহাকেও পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবার উপায় নাই। অগ্রসর হইলেও, পশ্চাদ্বর্তীর জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। তাই বিশ্বপ্রেমিক মোক্ষ-প্রার্থিগণ 'যারে তারে বিলায় ধন না করে বিচার'। যে যতটুকু পারিবে, সে ততটুকু উপভোগ করিবে। 'বিভু-প্রেম পূর্ণ নহে বিশ্ব-প্রেম বিনা।' কারণ, এই বিশ্বও যে তাঁহারই অংশ, তাঁহারই জিনিষ। তাই, ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তি বিশ্ব জুড়ে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করেন, পরাজ্ঞান জগৎবাসীকে বিতরণ করেন।

দধীচির সম্বন্ধে এবং এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সোমস্য মদে' এবং 'ত্বা মক্ষিকা' প্রভৃতি বাক্যাংশে কি অর্থ প্রচলিত আছে ও প্রকৃত কি অর্থ আসিতে পারে, ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা আলোচনা করিলেই সে পার্থক্য বোধগম্য হইবে॥ (১ম—১১৯সূ—৯ঋ)॥

—•—

### দশমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। উনবিংশাধিকশততমং সূক্তং। দশমী ঋক্। )

যুবং পেদবে পুরুবারমশ্বিনা স্পৃধাং শ্বেতং
তরুতারং দুবস্যথঃ।
শর্য্যৈরভিদ্যুং পৃতনাসু দুষ্টরং
চর্কৃত্যমিন্দ্রমিব চর্ষণীসহং ॥ ১০ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

যুবং। পেদবে। পুরুঽবারং। অশ্বিনা। স্পৃধাং। শ্বেতং।

তরুতারং। দুবস্যথঃ।

শর্যৈঃ। অভিঽদ্যুং। পৃতনাসু। দুষ্টরং।

চর্কৃত্যং। ইন্দ্রংঽইব। চর্ষণিঽসহং ॥ ১০ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'পেদবে' (পতনশীলায় শরণাপন্নায় জনায়) 'পুরুবারং' (সর্ব্বলোকবরণীয়ং) 'স্পৃধাং' (সংগ্রামে স্পর্দ্ধমানানাং, রিপূণাং ইত্যর্থঃ) 'তরুতারং' (অভিভবিতারং, বিমর্দ্দকং ইত্যর্থঃ) 'শ্বেতং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'যুবং' (যুবাং) 'দুবস্যথঃ' (প্রযচ্ছথঃ); 'পৃতনাসু' (রিপু-সংগ্রামে) 'শর্যৈঃ' (যোদ্ধৃভিঃ, শত্রুভিঃ) 'দুষ্টরং' (অশক্যং, অপরাজেয়ং) 'চর্কৃত্যং' (সর্ব্বকর্ম্মকুশলং, মুক্তিবিধায়কং ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রমিব অভিদ্যুং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিমিব দীপ্তিমন্তং, ইন্দ্রবৎ অমিতজ্যোতিঃসম্পন্নং) 'চর্ষণীসহং' (আত্মোৎকর্ষসাধকং) তং শুদ্ধসত্ত্বং অস্মভ্যং প্রযচ্ছতং ইতি শেষঃ। দেবৌ! কৃপয়া শরণাপন্নজনায় মোক্ষসাধনভূতং যং শুদ্ধসত্ত্বভাবং প্রযচ্ছথঃ, অস্মভ্যং তং প্রযচ্ছতং—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১১৯সূ—১০ঋ)॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! পতনশীল শরণাপন্ন জনের জন্য সর্ব্বলোক-বরণীয় রিপুগণের বিমর্দ্দক শুদ্ধসত্ত্বকে আপনারা প্রদান করেন; রিপু-সংগ্রামে শত্রুকর্তৃক অপরাজেয়, সর্ব্বকর্ম্মকুশল (মুক্তিবিধায়ক), ইন্দ্রের ন্যায় অমিত-জ্যোতিঃসম্পন্ন, আত্মোৎকর্ষ-সাধক সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—দেবদ্বয় কৃপা করিয়া শরণাপন্ন ব্যক্তিকে মোক্ষসাধনভূত যে শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করেন, তাহা আমাদিগকে প্রদান করুন।)॥ (১ম—১১৯সূ—১০ঋ)॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ পেদবে পেদুনাম্নে রাজ্ঞে পুরুবারং বহুভির্ব্বরণীয়ং স্পৃধাং সংগ্রামে স্পর্দ্ধমানানাং শত্রূণাং তরুতারং তারকং শ্বেতং শুভ্রবর্ণমিন্দ্রাল্লব্ধমশ্বং যুবং যুবাং ভুবস্তথুঃ দত্তবন্তৌ। পুনরপি কীদৃশং। শর্য্যৈঃ শীর্য্যন্ত ইতি শর্য্যা যোদ্ধারঃ। তৈঃ পৃতনাসু সংগ্রামেষু দুস্তরং তরীতুমশক্যং অভিদ্যুং অভিগতদীপ্তিং। চর্কৃত্যং সর্ব্বেষু কার্য্যেষু পুনঃ পুনঃ প্রযোজ্যং। ইন্দ্রমিব চর্ষণীসহং ইন্দ্রো যথা শত্রূনভিভবতি এবং শত্রুজনানামভিভবিতারমিত্যর্থঃ॥

স্পৃধাং। স্পর্দ্ধ সঙ্ঘর্ষে। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। চশব্দেন দৃশিগ্রহণানুকর্ষণাত্তস্য চ বিধ্যন্তরোপসংগ্রহার্থত্বাদকারস্য লোপো রেফস্য চ সংপ্রসারণং। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। তরুতারং। তৄ প্লবনতরণয়োঃ। অস্মাত্তৃচি গ্রসিতস্কমিতস্তভিতেত্যাদৌ নিপাতনাদ্রূপসিদ্ধিঃ। চর্কৃত্যং। করোতের্যঙলুগন্তাদ্বিভাষা কৃবৃষোরিতি ক্যপ্ তত্তুক্॥ ( ১ম—১১৯সূ—১০ঋ )॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে একোবিংশো বর্গঃ॥ ১৮.২১॥

• • •

## দশম ( ১৩২৮ ) ঋকের বিশদার্থ।

———:০:———

হৃদয়ে কিরূপ ভাবের উদয় হইলে সাধক মুক্তিলাভ করিতে পারেন—এই প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ যেন এই মন্ত্রে আত্মজ্ঞান-লাভের উপায়ভূত শুদ্ধ-সত্ত্বভাবের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে ( ১ম—১১৮সূ—৯ঋ ) আমরা

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অশ্বিনা' হে অশ্বিদ্বয়! 'পেদবে' পেদুনামক রাজাকে 'পুরুবারং' বহুজনের বরণীয় 'স্পৃধাং' সংগ্রামে স্পর্দ্ধমান্ শত্রুগণের 'তরুতারং' পরাজয়কারী 'শ্বেতং' শুভ্রবর্ণ ইন্দ্র হইতে লব্ধ অশ্ব 'যুবং' আপনারা 'ভুবস্তথুঃ' দান করিয়াছিলেন। পুনরায় কীদৃশ? 'শর্য্যৈঃ' যুদ্ধ করে এই অর্থে শর্য্য যোদ্ধা তাহাদের দ্বারা 'পৃতনাসু' সংগ্রামসমূহে 'দুস্তরং' অপরাজিত 'অভিদ্যুং' দীপ্তিমান 'চর্কৃত্যং' সকল কার্য্যে পুনঃ পুনঃ প্রযোজ্য। 'ইন্দ্র যেরূপ শত্রুগণকে পরাজয় করেন, সেইরূপ শত্রুগণের পরাজয়কারী—ইহাই অর্থ।

স্পৃধাং। স্পর্দ্ধ-ধাতু সঙ্ঘর্ষার্থক। 'ক্বিপ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। চ শব্দের দ্বারা দৃশিগ্রহণানুকর্ষণ-হেতু ও বিধ্যন্তরোপসংগ্রহার্থত্ব-হেতু অকারের লোপ এবং রেফের সম্প্রসারণ। 'সাবেকাচ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। তরুতারং। তৄ-ধাতু প্লবন ও তরণার্থক। উহাতে তৃচে 'গ্রসিতস্কমিতস্তভিত' ইত্যাদিতে নিপাতন হেতু রূপসিদ্ধি। চর্কৃত্যং। করোতির ( কৃ-ধাতু ) যঙ্লুগন্ত-হেতু 'বিভাষা কৃবৃষোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ক্যপ্। তারপর তুক্ প্রত্যয়। ( ১ম—১১৯সূ—১০ঋ )।

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের একবিংশ বর্গ সমাপ্ত। ১৮.২১।

• • •

পরাজ্ঞানের একটী সংজ্ঞা পাইয়াছি। সাধকের হৃদয়ে যে ভাবের আবির্ভাব হইলে তাঁহার পরাজ্ঞান লাভ হয়, এই মন্ত্রে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্বভাবের উপজনে, হৃদয় হইতে অসত্য ও অসৎ দূরে পলায়ন করে, সাধকের পক্ষে অসদনুষ্ঠান অসচ্চিন্তা অসম্ভব হইয়া পড়ে; কামাদি ভীষণ রিপুগণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়; সুতরাং পাপানুষ্ঠানের মূলীভূত কারণ দূরে যায়। সেই সত্ত্বভাব—সর্ব্বলোকবরণীয়। জগতের সকলেই সেই অমৃতের সন্ধান পাইবার জন্য লালায়িত। শুদ্ধসত্ত্বভাবের আবির্ভাব হইলেই আপনা-আপনি আত্মা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়,—চরমে মুক্তি লাভ করে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে আমরা 'পেদু' নামক জনৈক রাজার উপাখ্যান প্রাপ্ত হই। মূলে যদিও কোনও অশ্বের উল্লেখ নাই, তথাপি ভাষ্যকার কেবল মাত্র 'শ্বেতং' পদটী দেখিয়া তাহার পশ্চাতে একটী ইন্দ্রদত্ত অশ্ব আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা 'শ্বেতং' পদে নির্ম্মলতার চরম আদর্শ—শুভ্রবর্ণের আদর্শ—শুদ্ধসত্ত্বভাবকেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই অবগত হওয়া যাইবে॥ (১ম—১১৯সূ—১০ঋ)॥

---

## বিংশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

কা রাধদিতি দ্বাদশর্চ্চং পঞ্চমং সূক্তং। অত্রানুক্রম্যতে। কা রাধদ্দ্বাদশন্ত্যা দুঃস্বপ্ননাশিন্যাদ্যা। গায়ত্রী দ্বিতীয়া ককুপ্ তৃতীয়াচতুর্থ্যৌ কাবিরাণ্নষ্টরূপ্যৌ পঞ্চমী তনুশিরাঃ ষষ্ঠ্যা ক্ষরৈরুষ্ণিক্ বিষ্টারবৃহতী কৃতির্ব্বিরাট্ ত্রিস্রো গায়ত্র্য ইতি। অশ্বায়মর্থঃ। অনুবৃত্তেরৌশিজো

---

## বিংশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'কা রাধৎ' ইত্যাদি দ্বাদশটী ঋক্‌যুক্ত পঞ্চম সূক্ত (সপ্তদশ অনুবাকের)। এ বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে;—'কা রাধৎ দ্বাদশন্ত্যাদুঃস্বপ্ননাশিনী আদ্যা গায়ত্রী দ্বিতীয়া ককুপ্ তৃতীয়াচতুর্থ্যৌ কাবিরাণ্নষ্টরূপ্যৌ পঞ্চমী তনুশিরা ষষ্ঠ্যাক্ষরৈরুষ্ণিক্ বিষ্টারবৃহতী কৃতির্ব্বিরাট্ ত্রিস্রো গায়ত্র্যঃ' ইত্যাদি। উহার অর্থ এইরূপ:—পূর্ব্বের অনুবৃত্তিতে উশিকের গর্ভে দীর্ঘতমার

দৈর্ঘতমসঃ কক্ষীবানৃষিঃ। আদ্যা গায়ত্রী। বিদ্বাংসাবিত্যেষা ককুপ্ মধ্যমপাদস্য দ্বাদশাক্ষরত্বাৎ। মধ্যমশ্চেৎককুবিতি হি তল্লক্ষণং। তৃতীয়া তা বিদ্বাংসত্যেষা কাবিরাট্। নবকয়োর্ম্মধ্যে জাগতঃ কাবিরাডিত্যুক্তলক্ষণোপেতত্বাৎ। চতুর্থী বিপৃচ্ছামীত্যেষা নষ্টরূপী। নববৈরাজত্রয়োদশৈন ষ্টরূপীত্যুক্তলক্ষণোপেতত্বাৎ। প্র যা ঘোষ ইত্যেষা পঞ্চমী তনুশিরা। একাদশিনোঃ পরঃ ষট্কস্তনুশিরেত্যুক্তলক্ষণোপেতত্বাৎ। শ্রুতং গায়ত্রমিত্যেষা ষষ্ঠী। যদ্যপি পাদসংখ্যয়োষ্ণিক্ ন ভবতি তথাপ্যক্ষরসংখ্যয়োষ্ণিক্। যুবং হীতি সপ্তমী বিষ্টারবৃহতী। অষ্টিনোর্ম্মধ্যে দশকৌ বিষ্টারবৃহতীতি তল্লক্ষণোপেতত্বাৎ। মা কস্মা ইত্যষ্টমী কৃতিঃ। জাগতাবষ্টকশ্চ কৃতিরিত্যুক্তলক্ষণসদ্ভাবাৎ। দুহীয়ন্নিতি নবমী বিরাট্। দশম্যাদ্যাস্তিস্রো গায়ত্র্যঃ। আশ্বিনং বৈ ইতি বৈশব্দপ্রয়োগাত্তুহ্যাদিপরিভাষয়েদমপি সূক্তমাশ্বিনং। অধঃ স্বপ্নস্যেত্যন্ত্যায়া দুঃস্বপ্ননাশনং প্রতিপাদ্যতে। অতো যা তেনোচ্যতে সা দেবতেতি ন্যায়েন তদেব দেবতা। সূক্তবিনিয়োগ লৈঙ্গিকঃ। ঘর্ম্মাভিষ্টব আদিতো নবর্চো বিনিযুক্তাঃ। সূত্র্যতে হি। কা রাধদ্ধোত্রাশ্বিনা বামিতি নবাভাত্যগ্নিঃ। আ০ ৪।৬। ইতি॥ কা রাধদ্ধোত্রাশ্বিনা বামিতি নববিচ্ছন্দস ইত্যাদিকং ব্রাহ্মণমনুসন্ধেয়ং (ঐ০ ব্রা০ ১২১)॥

⁂

ঔরশজাত কক্ষীবান্ (এই সূক্তের) ঋষি। প্রথম ঋক্‌টীর ছন্দ—গায়ত্রী। 'বিদ্বাংসৌ' ইত্যাদি ঋক্‌টী ককুপ্ ছন্দে গ্রথিত; মধ্যমপাদের দ্বাদশ অক্ষর-হেতু; 'মধ্যমশ্চেৎ ককুপ্' ইত্যাদিই তাহার লক্ষণ। 'তা বিদ্বাংসা' ইত্যাদি তৃতীয়া ঋক্—কাবিরাট্; 'নবকয়োর্ম্মধ্যে জাগতঃ কাবিরাট্' ইত্যাদি লক্ষণোপেতত্ব-হেতু। 'নববৈরাজত্রয়োদশৈন ষ্টরূপী' ইত্যাদি লক্ষণোপেত বলিয়া 'বিপৃচ্ছামি' ইত্যাদি চতুর্থী ঋক্ নষ্টরূপী ছন্দঃ-বিশিষ্ট। 'একাদশিনোঃ পরঃ ষট্কস্তনুশিরা' ইত্যাদি লক্ষণোপেত বলিয়া 'প্র যা ঘোষে' ইত্যাদি পঞ্চমী ঋক্—তনুশিরা। 'শ্রুতং গায়ত্রং' ইত্যাদি ষষ্ঠী ঋক্ যদিও পাদসংখ্যায় উষ্ণিক্ নয়, তথাপি অক্ষরসংখ্যায় উষ্ণিক্। 'অষ্টিনোর্ম্মধ্যে দশকৌ বিষ্টারবৃহতী' ইত্যাদি লক্ষণোপেত বলিয়া 'যুবং হি' ইত্যাদি সপ্তমী ঋক্ বিষ্টারবৃহতী ছন্দে গ্রথিত। 'জাগতাবষ্টকশ্চ কৃতিঃ' ইত্যাদি লক্ষণোপেত বলিয়া 'মা কর্ম্মা' ইত্যাদি অষ্টমী ঋক্ কৃতি ছন্দঃ-বিশিষ্ট। 'দুহীয়ন্' ইত্যাদি নবমী ঋক্—বিরাট ছন্দে। দশমী হইতে তিনটী ঋক্ গায়ত্রী ছন্দে। 'আশ্বিনং বৈ' ইত্যাদি বৈ-শব্দ প্রয়োগহেতু, 'তু হি' ইত্যাদি পরিভাষার দ্বারা এইটীও আশ্বিনসূক্ত। 'অধঃ স্বপ্নস্য' ইত্যাদি ঋক্ অন্তে থাকা-হেতু দুঃস্বপ্ননাশ প্রতিপাদন করিতেছে। অতঃপর 'যা তেন উচ্যতে সা দেবতা ইত্যাদি ন্যায়ের দ্বারা তিনিই দেবতা। সূক্তের বিনিয়োগ লৈঙ্গিক। 'ঘর্ম্মাভিষ্টবে' প্রথম হইতে নয়টী ঋক্ বিনিযুক্ত হয়। এ বিষয়ে সূত্রিত আছে,—'কারাধদ্ধোত্রাশ্বিনা বামিতি নবাভাত্যগ্নিঃ' (আ০ ৪।৬) ইত্যাদি। 'কা রাধদ্ধোত্রাশ্বিনা বামিতি নববিচ্ছন্দসঃ' ইত্যাদি ব্রাহ্মণে (ঐ০ ব্রা০ ১।২১) অনুসন্ধেয়।

⁂

ওঁ

# ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশোঽনুবাকঃ। বিংশাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ। দ্বাবিংশঃ ত্রয়োবিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

## বিংশাধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তে দ্বাদশটী ঋক্ আছে। পূর্ব্ব চারিটী সূক্তের ন্যায় এই সূক্তও অশ্বিদ্বয়সম্বন্ধীয়। কক্ষীবান ঋষি। ছন্দ বিভিন্ন প্রকারের।

এই সূক্তের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে অন্যান্য সূক্তের ন্যায় আখ্যায়িকার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না বটে; তবে পঞ্চম ঋকের ব্যাখ্যায় সুহস্তীর, ভৃগুর ও কক্ষীবান্ ঋষির প্রসঙ্গ দেখিতে পাই, এবং ষষ্ঠ ঋকে ঋজ্রাশ্বের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেও এই সূক্তে উচ্চাঙ্গের প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। অন্ন, ধন, দুগ্ধবতী গাভী ও ঐশ্বর্য্যের জন্য যেমন প্রার্থনা আছে, পারমার্থিক মঙ্গলের জন্যও তেমনই প্রার্থনা দেখিতে পাই। প্রথম তিনটী ঋকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রার্থনা আছে। চতুর্থ ও দশম ঋকে 'সোমরসের' প্রসঙ্গ টানিয়া আনা হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে সপ্তম ঋক্ হইতে অনুমান করা হয় যে, ঐ সময়ে আর্য্যেরা অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধে বা কোন দৈব-দুর্ব্বিপাকে গৃহ-হারা হইয়া অথবা স্থানচ্যুত হইয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন। চতুর্থ ও দশম ঋকের ব্যাখ্যা হইতে ধারণা জন্মে যে, আর্য্যেরা সোমরস পান করিতেন এবং দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিবার সময় সোমরস ব্যবহার করিতেন।

আমরা এই মত গ্রহণ করিতে অসমর্থ। আমরা যে অর্থে মন্ত্রগুলি গ্রহণ করিয়াছি, মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে যথাস্থানে তাহা বিবৃত করা যাইবে।

প্রথমে মণ্ডলে বিংশাধিকশততমং সূক্তং। ঋষিঃ
দেবতা চ পূর্ব্ববৎ। আশ্বিনশস্ত্রে বিনিযুক্তং।

⁂

## প্রথমা ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। বিংশাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্। )

কা রাধদ্ধোত্রাশ্বিনা বাং কো বাং জোষ উভয়োঃ।
কথা বিধাত্যপ্রচেতাঃ॥ ১॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

কা। রাধৎ। হোত্রা। অশ্বিনা। বাং। কঃ। বাং। জোষে। উভয়োঃ।
কথা। বিধাতি। অপ্রঽচেতাঃ॥ ১॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) 'কা' ( কীদৃশী ) 'হোত্রা' ( স্তুতিঃ, প্রার্থনা ) 'বাং' ( যুবাং ) 'রাধৎ' ( আরাধয়তি, প্রীতৌ করতি ); যয়া প্রার্থনয়া যুবাং প্রসন্নৌ ভবথঃ তাং মহ্যং উপদিশতং—ইতি ভাবঃ; 'কঃ' ( কঃ স্তোতা ) 'বাং' ( যুবয়োঃ ) 'জোষে' ( জোষণে, প্রীণনে সমর্থঃ ইত্যর্থঃ ); যুষ্মাকং কৃপাং বিনা কোঽপি যুবয়োঃ মাহাত্ম্যানুরূপাং স্তুতিং জ্ঞাতুং ন শক্নোতি—ইতি ভাবঃ; 'অপ্রচেতাঃ' ( অজ্ঞানঃ জনঃ ) 'কথা' ( কেন প্রকারেণ ) 'উভয়োঃ' ( যুবাং ) 'বিধাতি' ( পরিচরতি, পূজাং করোতি ); হে দেবৌ! যুবয়োঃ পূজানভিজ্ঞং অজ্ঞানং মাং কৃপয়া যুষ্মাকং আরাধনাসম্বন্ধিনং জ্ঞানং প্রযচ্ছতং—ইতি ভাবঃ॥ ( ১ম-১২০সূ—১ঋ )॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! কীদৃশী স্তুতি আপনাদিগকে প্রীত করে? ( ভাব এই যে,—যে প্রার্থনা দ্বারা আপনারা প্রসন্ন হয়েন, তাহা আমাকে উপদেশ করুন ); কোন্ স্তোতা আপনাদিগের প্রীতিসম্পাদনে

সমর্থ ? ( ভাব এই যে,—আপনাদিগের কৃপা ব্যতীত কেহই আপনাদিগের মাহাত্ম্যানুরূপ স্তুতি জানিতে সমর্থ হয় না ) ; অজ্ঞান ব্যক্তি কি প্রকারে আপনাদিগকে পূজা করিবে ? ( ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয় ! আপনাদিগের পূজানভিজ্ঞ অজ্ঞান আমাকে কৃপা করিয়া আপনাদিগের আরাধনা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রদান করুন। )॥ ( ১ম—১২০সূ—১ঋ )॥

* * *

## সায়ণভাষ্যং।

অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ বাং যুবাং কা হোত্রা। বাঙ্নামৈতৎ। কীদৃশী স্তুতিলক্ষণা বাক্ রাধৎ আরাধয়তি। প্রীতৌ করোতি। যুবয়োর্মাহাত্ম্যানুরূপাস্তুতির্নাস্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ বাং যুবয়োরুভয়োর্জোষে জোষণে সেবনে প্রীণনে বা সমর্থঃ কঃ স্তোতা বিদ্যতে। যুষ্মদ্গুণাভিজ্ঞঃ কশ্চিদপি নাস্তীত্যর্থঃ। অপ্রচেতা যুবয়োর্মাহাত্ম্যমজানংশ্চ কথা কেন প্রকারেণ বিধাতি। যুবাং পরিচরতি। যুষ্মদ্বিষয়ং পরিচরণমপি কর্ত্তুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ॥

রাধৎ। রাধসাধসংসিদ্ধৌ। লেটাডাগমঃ। জোষে। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। ভাবে ঘঞ্। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। কথা। থা হেতৌ চ ছন্দসীতি কিংশব্দাৎ প্রকারবচনে থা-প্রত্যয়ঃ। কিমঃ ক ইতি কাদেশঃ। বিধাতি। বিধ বিধানে। তৌদাদিকঃ। লেট্যাডাগমঃ। অপ্রচেতাঃ। প্রকৃষ্টং চেতো যস্যাসৌ প্রচেতাঃ। নঞ্সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ( ১ম—১২০সূ—১ঋ )॥

* * *

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অশ্বিনা' হে অশ্বিদ্বয় ! 'বাং' আপনাদিগকে 'কা হোত্রা' ( ইহা বাক্-নাম বাচক ) কীদৃশ স্তুতিলক্ষণ বাক্য 'রাধৎ' আরাধনা করে,—প্রীত করে। আপনাদিগের মাহাত্ম্যানুরূপ স্তুতি নাই—ইহাই অর্থ। আরও 'বাং' আপনাদিগের উভয়ের 'জোষে' জোষণে সেবনে অথবা প্রীণনে সমর্থ 'কঃ' কোন্ স্তোতা আছে ? আপনাদিগের গুণাভিজ্ঞ কেহই নাই—ইহাই অর্থ। 'অপ্রচেতাঃ' আপনাদিগের মাহাত্ম্য-বিষয়ে অজ্ঞ ( জন ) 'কথা' কি প্রকারে 'বিধাতি' আপনাদিগকে পরিচরণ করে ? আপনাদিগের বিষয় পরিচরণও করিতে সমর্থ নয়—ইহাই অর্থ।

রাধৎ। রাধ ও সাধ ধাতু সংসিদ্ধি-অর্থক। লেটে অট্ আগম। জোষে। জুষী ধাতু প্রীতি ও সেবনার্থক। ভাবে ঘঞ্। ঞিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। কথা। থা হেতু-অর্থক এবং ছান্দসে কিং-শব্দ-হেতু প্রকারবচনে থা-প্রত্যয়। 'কিমঃ কঃ' ইত্যাদি সূত্রে ক-আদেশ। বিধাতি বিধ-ধাতু বিধানার্থক তুদাদিগণীয়। লেটে অট্ আগম। অপ্রচেতাঃ। প্রকৃষ্ট চিত্ত যাহাদের সেই দুইজন। নঞ্ সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব॥ ( ১ম—১২০সূ—১ঋ )॥

* * *

# প্রথম (১৩২৯) ঋকের বিশদার্থ।

মানুষ সসীম, ভগবান্ অসীম; মানুষ সান্ত, ভগবান্ অনন্ত; ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানুষ কিরূপে ভগবানের পূর্ণ-স্বরূপ উপলব্ধি করিবে? সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ জ্ঞান লইয়া, মানুষ অসীমের অনন্তের অনুসন্ধানে যাত্রা করে বটে; কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পায়—চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপযোগী পথের সম্বল তাহার নাই।

মানুষের ভিতরে অনন্তত্বের বীজ আছে বলিয়া মানুষের প্রাণে অনন্তের আভাস জাগে; কিন্তু সেই পূর্ণস্বরূপ অনন্ত অসীমকে উপলব্ধি করিতে হইলে, মানুষকেও অনন্ত অসীম হইতে হইবে—তাঁহার স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের অসীমত্বের পূর্ণবিকাশ সাধন করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত না সেই অবস্থায় মানুষ উপস্থিত হয়, সে পর্য্যন্ত প্রাণে অনন্তের সাড়া পাইলেও পূর্ণভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না।

সে তাহা পারুক আর নাই পারুক, অনন্তের স্পন্দন সে প্রাণে অনুভব করিবেই করিবে। কারণ, মানুষ নিজে সেই অনন্তের সন্তান। তাই সেই অন্তর্নিহিত অনন্তের প্রেরণায় তাঁহার সন্ধানে বাহির হইয়া মানুষ যখন অর্দ্ধ পথে নিজের দৈন্য-দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারে, তখন কাতরভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করে—'ওগো দয়াল প্রভু, তুমি কোথায়? আমি যে তোমারই সন্ধানে বাহির হইয়াছি! পথ জানি না যে—তোমার নিকট যাইব; মন্ত্র জানি না যে—তোমার পূজা করিব; আমি অজ্ঞান, আমায় হাতে ধরিয়া তোমার নিকট লইয়া যাও প্রভু! ওগো, আমায় বলিয়া দাও—কোন্ পথে যাইব, কি মন্ত্রে তোমায় আবাহন করিব, কোথায় গেলে তোমার সন্ধান পাইব?'

মানুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া সেই সত্য-শিব-সুন্দরকে অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছে—অনুসন্ধান না করিয়া তাহার উপায় নাই যে! ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়-মধ্যে তাঁহার জন্য অনুসন্ধিৎসার বীজ রাখিয়া দিয়াছেন; সেই বীজই উপযুক্ত সময়ে প্রচণ্ড শক্তিতে মানুষকে তাঁহার দিকে লইয়া যাইবেই।

সেই সত্য-শিব-সুন্দরই মানুষের চরম-গতি। তাই যুগযুগান্তর ধরিয়া

মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে কত দিকে কত ভাবে কত প্রশ্নই না করিয়াছে! আর, সব চেয়ে বড় প্রশ্ন একদিন সত্য-দ্রষ্টা ঋষির কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়াছিল,—"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?"

এই মন্ত্রের মধ্যে আমরা মানব-জাতির সেই চিরন্তন প্রশ্ন ও প্রার্থনাই দেখিতে পাই। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোন মতানৈক্য ঘটে নাই ॥ (১ম—১২০সূ—১ঋ)।

* * *

## দ্বিতীয়া ঋক্ ।

( প্রথমং মণ্ডলং । বিংশাধিকশততমং সূক্তং । দ্বিতীয়া ঋক্ । )

বিদ্বাংসাবিদ্দুরঃ পৃচ্ছেদবিদ্বানিত্থাপরো অচেতাঃ ।
নূ চিন্নু মর্ত্তে অক্রৌ ॥ ২ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং ।

বিদ্বাংসৌ । ইৎ । দুরঃ । পৃচ্ছেৎ । অবিদ্বান্ । ইত্থা । অপরঃ । অচেতাঃ ।
নু । চিৎ । নু । মর্ত্তে । অক্রৌ ॥ ২ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'বিদ্বাংসৌ ইৎ' ( দেবৌ এব সর্ব্বজ্ঞৌ ) 'ইত্থা' ( তদ্ধেতুনা ) 'অবিদ্বান' ( অজ্ঞঃ, অজ্ঞানঃ জনঃ ) 'দুরঃ' ( সাধনোপায়ান্ ; 'পৃচ্ছেৎ' ( প্রষ্টুমর্হতি—দেবৌ ইতি শেষঃ ); সাধনোপায়ং জ্ঞাতুং অজ্ঞানঃ জনঃ সর্ব্বজ্ঞস্য ভগবতঃ শরণং গচ্ছেয়ুঃ—ইতি ভাবঃ ; 'অপরঃ' ( মনুষ্যঃ ) 'নু' ( নিশ্চয়মেব ) 'অচেতাঃ' ( অজ্ঞানঃ ); 'অক্রৌ' ( শত্রুভিঃ অনাক্রান্তৌ, অপাপবিদ্ধৌ দেবৌ ) 'মর্ত্তে' ( মনুষ্যে, স্তোতরি, প্রার্থনাপরায়ণে জনে ) 'চিৎ' ( আত্মজ্ঞানং ) 'নু' ( ক্ষিপ্রং নিশ্চিতং—প্রযচ্ছতঃ ইতি শেষঃ ); ভগবান্ কৃপয়া প্রার্থনাপরায়ণং অজ্ঞানং জনং আত্মজ্ঞানং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ ॥ ( ১ম—১২০সূ—২ঋ )॥

### বঙ্গানুবাদ।

দেবদ্বয়ই সর্ব্বজ্ঞ ; সেই হেতু অজ্ঞান ব্যক্তি দেবদ্বয়কে সাধনোপায় জিজ্ঞাসা করিবে ; ( ভাব এই যে,—সাধনোপায় জানিবার জন্য অজ্ঞান আমি যেন সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের শরণ গ্রহণ করি ) ; মনুষ্য নিশ্চয়ই অজ্ঞান ; অপাপবিদ্ধ দেবদ্বয় প্রার্থনা-পরায়ণ ব্যক্তিকে আত্মজ্ঞান শীঘ্রই প্রদান করেন ; ( ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা করিয়া প্রার্থনা-পরায়ণ অজ্ঞান ব্যক্তিকে আত্মজ্ঞান প্রদান করেন। )। ( ১ম—১২০সূ—২ঋ ) ॥

° ° °

### সায়ণ-ভাষ্যং।

ইত্থেত্থমনেন পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণাবিদ্বান্ অজ্ঞঃ স্তোতা বিদ্বাংসাবিৎ সর্ব্বজ্ঞাবশ্বিনাবেব তুরো দ্বারাণি স্তুতিপরিচরণয়োরুপায়ভূতান্মার্গান্ পৃচ্ছেৎ। প্রষ্টুমর্হতি। অপরোঽশ্বিভ্যামন্যঃ সর্ব্বোঽপ্যচেতাঃ। যস্মাচ্চেতসা জ্ঞানেন রহিতস্তস্মাদশ্বিনাবেব পৃচ্ছেদিত্যর্থঃ। তৌ চাক্রৌ শত্রুভিরনাক্রান্তাবশ্বিনৌ নূ চিৎ ক্ষিপ্রমেব মর্ত্তে মনুষ্যে স্তোতরি ভক্তানুগ্রহকতয়া সনিষ্ঠত ইতি বাক্যশেষঃ॥

ইত্থা। থা হেতৌ চ ছন্দসীতি থা-প্রত্যয়ঃ। ইদম ইশ্। এতেতৌ রথোঃ। পা০ ৫।৩।৪। ইতীত্ত্বাবঃ। যদ্বি থা হেতৌ চেত্যত্রেদংশব্দস্য নানুবৃত্তিস্তদানীমিদমস্থমুঃ এতদন্তাৎপরস্যা বিভক্তের্ব্যত্যয়েন সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্ডাদেশঃ। অক্রৌ। ক্রমু পাদবিক্ষেপে। অস্মাৎ

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইত্থা' ( ইত্থং ) এই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে 'অবিদ্বান্' অজ্ঞ স্তোতা 'বিদ্বাংসাবিৎ' সর্ব্বজ্ঞ অশ্বিদ্বয়কেই 'তুরঃ' ( অশ্বিদ্বয়ের নিকট ) দ্বারসমূহ—স্তুতিপরিচরণরূপভূত পথ জিজ্ঞাসা করিবে ( অর্থাৎ ) জিজ্ঞাসা করা উচিত। অশ্বিদ্বয় ভিন্ন ( মার্গ সমূহের বিষয় ) 'অপরঃ' অন্য সকলেই 'অচেতাঃ' অজ্ঞান। যে হেতু চেতনা-রহিত, জ্ঞান-রহিত, সেই হেতু অশ্বিদ্বয়কেই যেন জিজ্ঞাসা করে—ইহাই অর্থ। এবং 'অক্রৌ' শত্রুগণ কর্ত্তৃক অনাক্রান্ত সেই অশ্বিদ্বয় 'নূ চিৎ' শীঘ্রই 'মর্ত্তে' মনুষ্যলোকে, স্তোতাতে ভক্তানুগ্রহকতা হেতু ধন দান করেন—ইত্যাদি বাক্য-শেষ।

ইত্থা। থা-হেতু-অর্থক ছান্দসে থা-প্রত্যয়। 'ইদমইশ্' ইত্যাদি সূত্রে ইশ্। 'এতেতৌ রথোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ( পা০ ৫৩'৪ ) ইত্ত্বাব। যদি 'থা হেতৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে এখানে ইদং শব্দের অনুবৃত্তি না হয়, তখন 'ইদমস্থমুঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইহার অন্ত-হেতু পরের আবিভক্তির ব্যত্যয়ের দ্বারা, 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে ডা-আদেশ। অক্রৌ। ক্রমু-ধাতু পাদবিক্ষেপ অর্থ বুঝায়। উহাতে নঞ্ উপপদে 'কৃত্যল্যুটোবহুলং' ইত্যাদি সূত্রে বহুল বচন

অঞ্জ্যুপপদে কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি বহুলবচনাৎকর্ম্মণ্যপি জনসনখনক্রমগমো বিডিতি বিট্। বিড্বনোরনুনাসিকস্যাদিত্যাত্বং। নঞসমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—১২০সূ—২ঋ)॥

∴

# দ্বিতীয় (১৩৩০) ঋকের বিশদার্থ।

ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, মানুষ অজ্ঞান। কি উপায়ে, কোন্ উপচারে ভগবানের পূজা করিতে হয়, মানুষ তাহাও জানে না। সমস্ত জ্ঞানের আধার তিনি, তাই মানুষ তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করে—'প্রভু! আমাকে পথ দেখাইয়া দাও, আমি তোমার নিকটে যাইব; আমাকে জ্ঞান দাও, আমি তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিব; আমাকে ভক্তি দাও, আমি তোমার পূজা করিব।' আমরা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট চাহিয়া আসিতেছি; তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা ছাড়া "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়"—আর অন্য পথ নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞানাধার, তাঁহার নিকট হইতেই জগতে জ্ঞান বিতরিত হয়; তিনি সর্ব্বশক্তির উৎস; তাঁহার নিকট হইতেই জগৎ শক্তি লাভ করে। তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও জ্ঞান না আসিলে, মানুষ জড়পিণ্ড মাত্রে পরিণত হইত। সুতরাং কিছু প্রার্থনা করিতে হইলে, তাঁহার নিকটেই করিতে হয়—অন্যত্র প্রার্থনা নিষ্ফল।

তাই সত্যদ্রষ্টা ঋষি এই ঋক্-মন্ত্রের মধ্য দিয়া এই নিত্যসত্যটী জগৎকে জানাইতেছেন—'মানুষ! যদি কিছু চাহিতে হয়, তাঁহার নিকটে চাও; একমাত্র তিনিই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে সমর্থ। তিনি ব্যতীত আর কেহই তোমাকে কিছু দিতে পারিবে না। তাঁহার পূজার বিধান তাঁহার নিকটেই জানিয়া লও; তাঁহাকে কিরূপে ডাকিতে হয়, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর। ব্রহ্ম-যজ্ঞের বিধান তিনি ব্যতীত আর কেহ দিতে সমর্থ হইবে না। তাঁহার-দেওয়া মন-প্রাণ-হৃদয় লইয়া, তাঁহার দেওয়া কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিতে তাঁহারই আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। তোমার বলিতে কিছুই নাই, তাঁহার অভয়পদে সমস্ত সমর্পণ করিয়া অনন্ত-জীবন লাভ করিয়া ধন্য হও।' (১ম—১২০সূ—২ঋ)॥

---

হেতু কর্ম্মেও 'জনসনখনক্রমগমো বিট্' ইত্যাদি সূত্রে বিট্-প্রত্যয়। 'বিড্বনোরনুনাসিকস্যাৎ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। নঞ্ সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব॥ (১ম—১২০সূ—২ঋ)॥

### তৃতীয়া ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। বিংশাধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্। )

তা বিদ্বাংসা হবামহে বাং তা নো বিদ্বাংসা

মন্ম বোচেতমদ্য।

প্রাচর্দ্দয়মানো যুবাকুঃ ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

তা। বিদ্বাংসা। হবামহে। বাং। তা। নঃ। বিদ্বাংসা।

মন্ম। বোচেতং। অদ্য।

প্র। আর্চ্চৎ। দয়মানঃ। যুবাকুঃ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিদ্বাংসা' ( সর্ব্বজ্ঞৌ ) 'তা বাং' ( তৌ যুবাং, যুবামেব ) 'হবামহে' ( আহ্বয়ামি, অনুসরামি ); অহং আত্মজ্ঞানলাভায় উদ্বুদ্ধঃ ভবানি—ইতি ভাবঃ; 'বিদ্বাংসা' ( সর্ব্বজ্ঞৌ ) 'তা' ( তৌ, যুবাং ইত্যর্থঃ ) 'অদ্য' ( সাম্প্রতং, নিত্যং ) 'নঃ' ( অস্মান্ ) 'মন্ম' ( মননীয়ং জ্ঞাতব্যং, মোক্ষপ্রদং জ্ঞানং ) 'বোচেতং' ( কথয়তং, প্রযচ্ছতং ); হে দেবৌ, কৃপয়া অস্মভ্যং আত্মজ্ঞানং প্রযচ্ছতং—ইতি ভাবঃ; 'দয়মানঃ' ( উপাসনাপরায়ণঃ সন্ ) অহং 'যুবাকুঃ' ( যুবাং ) 'প্রার্চ্চৎ' ( অর্চ্চয়ানি, অনুসরণপরায়ণঃ ভবানি ইত্যর্থঃ ); মোক্ষলাভায় অহং উদ্বুদ্ধঃ ভবানি—ইতি ভাবঃ॥ ( ১ম–১২০সূ—৩ঋ )॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজ্ঞ সেই আপনাদিগকে আমি অনুসরণ করি; ( ভাব এই যে,—আমি যেন আত্মজ্ঞান লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হই ); সর্ব্বজ্ঞ সেই আপনারা নিত্যকাল আমাদিগকে মোক্ষপ্রদ জ্ঞান প্রদান করুন; ( ভাব এই যে,—

হে দেবতাদ্বয়! কৃপা করিয়া আমাকে আত্মজ্ঞান প্রদান করুন ); উপাসনা-পরায়ণ হইয়া, আমি যেন আপনাদিগের অর্চ্চনা করি; ( ভাব এই যে,—আমি যেন মোক্ষলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হই। )॥ ( ১ম—১২০সূ—৩ঋ )॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ বিদ্বাংসা সর্ব্বজ্ঞৌ তা বাং তৌ যুবাং হবামহে অহ্বয়ামহে। তা তাবাহূতৌ বিদ্বাংসাভিজ্ঞৌ যুবাং নোঽস্মভ্যং মন্ম মননীয়ং জ্ঞাতব্যং স্তোত্রমদ্যাস্মিনকালে বোচেতং। ব্রুবাণৌ ভূয়াস্তং। স চাহং যুবাকুর্যুবাং কাময়মানঃ স্তুত্যা সংযোজয়ন্বা দয়মানো যুবাভ্যাং হবিঃ প্রযচ্ছন্ প্রার্চ্চৎ। প্রকর্ষেণ স্তৌমি॥

তা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। বোচেতং। ব্রূঞ্ ব্যক্তায়াং বাচি। ব্রুবো বচিঃ। লিঙ্যাশিষ্যঙ্। বচ উমিত্যুমাগমঃ। আর্চ্চৎ। অর্চ্চ পূজায়াং। ভৌবাদিকঃ। তিঙাং তিঙো ভবন্তীতি মিপস্তিবাদেশঃ। দয়মানঃ। দয় দানগতিরক্ষণহিংসাদানেষু শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। শানচো লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। যুবাকুঃ। যুবাং কাময়তে ইতি যুবাকুঃ। মিতদ্রাদিভ্য উপসংখ্যানমিতি ডুপ্রত্যয়ঃ। অবিভক্তাবপি ব্যত্যয়েন যুবাবৌ দ্বিবচনে ইতি যুবাদেশ আত্বং চ। যদ্বা যু মিশ্রণে। ঔণাদিকঃ কাকুপ্রত্যয়ঃ॥ ৩॥

* * *

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'বিদ্বাংসা' সর্ব্বজ্ঞ 'তা বাং' সেই আপনাদিগের দুই জনকে 'হবামহে' আহ্বান করিতেছি। 'তা' সেই আহূত 'বিদ্বাংসা' অভিজ্ঞ আপনারা দুইজন 'নঃ' আমাদিগের জন্য 'মন্ম' মননীয় জ্ঞাতব্য স্তোত্রকে 'অদ্য' এইসময়ে 'বোচেতং' যেন বক্তা হয়েন ( বলেন )। এবং সেই আমি 'যুবাকুঃ' আপনাদিগের দুইজনকে কাময়মান ( হইয়া ) অথবা স্তুতির দ্বারা সংযোজন করিয়া, 'দয়মানঃ' আপনাদিগের জন্য হবিঃপ্রদান-পূর্ব্বক, 'প্রার্চ্চৎ' প্রকৃষ্টরূপে স্তুতি করি।

তা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। বোচেতং। ব্রূঞ্ ধাতু বক্তাতে বাক্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'ব্রুবঃ বচিঃ' ইত্যাদি সূত্রে ব্রূঞ স্থানে বচ আদেশ হয়। 'লিঙ্যাশিষ্যঙ্' ও 'বচউম্' ইত্যাদি সূত্রে বচ স্থানে উমের আগম। আর্চ্চৎ। অর্চ্চ-ধাতু পূজার্থক। ভ্বাদি-গণীয়। 'তিঙাং তিঙো ভবন্তি' ইত্যাদি নিয়মে মিপের স্থানে তিপ্ আদেশ। দয়মানঃ। দয় ধাতু দান গতি রক্ষণ হিংসা ও অদনার্থক। শপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব। শানচে লসার্ব্বধাতুকস্বরের দ্বারা ধাতুস্বরই অবশিষ্ট আছে। যুবাকুঃ আপনাদিগকে কামনা করে এই অর্থে 'যুবাকুঃ' পদ হয়। 'মিতদ্রাদিভ্য উপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে ডু-প্রত্যয়। অবিভক্তদ্বয়েও ব্যত্যয়ের দ্বারা 'যুবাবৌ দ্বিবচনে' ইত্যাদি সূত্রে যুবাদেশ ও আত্ব। অথবা, যু-ধাতু মিশ্রণ-অর্থক। ঔণাদিক কাকুপ্রত্যয়॥ ( ১ম—১২০সূ—৩ঋ )॥

* * *

## তৃতীয় ( ১৩৩১ ) ঋকের বিশদার্থ।

———:০:———

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'। হৃদয়! জাগ্রৎ হও, জীবনের চরম লক্ষ্য যাহা, তাহার অনুসন্ধানে বাহির হও। ভব-পারের কাণ্ডারী ঐ তোমাকে 'আয় আয়' বলিয়া ডাকিতেছেন! তাঁহার অনুসরণ কর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তোমাকে আত্ম-জ্ঞান দান করিবেন; তোমার মোহান্ধকার চির-দিনের জন্য ঘুচিয়া যাইবে। তিনি মোক্ষ-বিধায়ক, তোমাকে মুক্তি দিবেন; তুমি ত্রিতাপ-জ্বালা হইতে উদ্ধার পাইবে। দয়াল প্রভু তোমায় ডাকিতেছেন; তাঁহার আহ্বান আত্মাতে উপলব্ধি কর। ঐ তিনি বংশী-ধ্বনি করিতেছেন, তোমার অপেক্ষা করিতেছেন! ছুটে যাও হৃদয়, যেমন করে নিত্য-বৃন্দাবনে বংশী-ধ্বনি শুনে গোপীগণ ছুটিয়া যান—তেমনি করে তাঁহার দিকে ছুটে যাও। আত্মোদ্বোধনের এই বাণীই আমরা এই মন্ত্র-মধ্যে দেখিতে পাই।

প্রার্থনাটীও আত্মোদ্বোধনের অনুরূপ। সর্ব্বজ্ঞানাধার ভগবানের নিকট মোক্ষ-প্রদ জ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা এই মন্ত্রে আছে। জ্ঞানই মুক্তিলাভের সোপান। ভগবান্ জ্ঞানময়, একমাত্র তিনিই মানুষকে সত্য জ্ঞান দিতে পারেন। তাই তাঁহার নিকটেই পরমধন জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে। ( ১ম—১২০সূ—৩ঋ )॥

—— ০ ——

### চতুর্থী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। বিংশাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্। )

বি পৃচ্ছামি পাক্যা ৩ ন দেবান্বষট্‌কৃতস্যাদ্ভুতস্য দস্রা।
পাতং চ সহ্যসো যুবং চ রভ্যসো নঃ ॥ ৪ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

বি। পৃচ্ছামি। পাক্যা। ন। দেবান্। বষট্‌কৃতস্য। অদ্ভুতস্য। দস্রা॥

পাতং। চ। সহ্যসঃ। যুবং। চ। রভ্যসঃ। নঃ॥ ৪॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্রা' (সমস্তপ্রদর্শনীয়ৌ হে দেবৌ) 'অদ্ভুতস্য' (আশ্চর্যকর্ম্মিণঃ, অলৌকিকশক্তিসম্পন্নস্য) 'বষট্‌কারস্য' (সৎকর্ম্মপরায়ণস্য—সাধকস্য ইতি যাবৎ) 'পাক্যা ন দেবান্' (পরিপক্কান্ ইব দেবভাবান্, তস্য হৃদিস্থিতান্ পরিপক্কান্ দেবভাবান্, সুখপ্রদান্ সত্ত্বভাবান্ ইত্যর্থঃ) 'বি পৃচ্ছামি' (বিশেষেণ যাচয়ামি); যুবয়োঃ প্রভাবেণ ময়ি অলৌকিকশক্তিসম্পন্নঃ পরমসুখদায়কঃ সত্ত্বভাবঃ আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ; 'চ' (তথা) 'যুবং' (যুবাং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সহ্যসঃ' (সহনশীলস্য—সহিষ্ণুতাং, বলং ইতি যাবৎ) 'চ' (এবং) 'রভ্যসঃ' (সৎকর্ম্মসাধকস্য—সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইতি যাবৎ) 'পাতং' (পালয়তং, রক্ষতং); হে দেবৌ! সহিষ্ণুতাং তথা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং অস্মভ্যং প্রযচ্ছতং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১ম—১২০সূ—৪ঋ)॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

সমস্তপ্রদর্শনকারী হে দেবদ্বয়! অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধকের হৃদয়স্থিত পরিপক্ক দেবভাব-সমূহকে (অর্থাৎ সুখপ্রদ সত্ত্বভাব-সমূহকে), বিশেষ প্রকারে যাচ্ঞা করিতেছি; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আপনাদিগের প্রভাবে আমাতে অলৌকিকশক্তি-সম্পন্ন পরমসুখদায়ক সত্ত্বভাব আবির্ভূত হউক); এবং আপনারা আমাদিগের সহিষ্ণুতাকে এবং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যকে রক্ষা করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! সহিষ্ণুতা এবং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য আমাদিগকে প্রদান করুন।)॥ (১ম—১২০সূ—৪ঋ)॥

* * *

## সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ যুবাং বিপৃচ্ছামি। বিশেষেণ প্রষ্টুমিচ্ছামি। পাক্যা ন। পক্তব্যপ্রজ্ঞানান্ পরিপক্বমতীনন্যান্দেবান্ন পৃচ্ছামি। কিন্তু যুবামেব সর্ব্বজ্ঞৌ পৃচ্ছামীত্যর্থঃ। হে দস্রা দর্শনীয়ৌ তৌ যুবাং বষট্কৃতস্য বষট্কারেণাগ্নৌ হুতস্যাদ্ভুতস্যাশ্চর্য্যভূতস্য মহতঃ সহ্যসোঽতিশয়েন বলবতো বলোৎপাদকস্য সোমস্য স্বাংশলক্ষণমেকদেশং পাতং চ। নোঽস্মাংশ্চ রভ্যসোঽতিশয়েন রভস্বিনঃ প্রৌঢ়োৎসাহান্ কুরুতং॥

পাক্যা। পচেশ্ঋহলোর্ণ্যৎ। চজোঃ কু ঘিণ্ণ্যতোরিতি কুত্বং। তিৎস্বরঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্ডাদেশঃ। বষট্কৃতস্য। বষট্শব্দস্যোর্য্যাদিত্বেন গতিত্বাদ্গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। পাতং। পা পানে। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। সহ্যসঃ। সহতেঽভিভবত্যনেনেতি সহো বলং। অসুন্। তদস্যাস্তীতি সহস্বী। মত্বর্থীয়ো বিনিঃ। তত আতিশায়নিক ঈয়সুন্। বিন্মতোর্লুক্। ছান্দস ঈকারলোপঃ। রভ্যসঃ। রভ রাভস্যে। রাভস্যং কার্য্যোপক্রমঃ। পূর্ব্ববৎপ্রক্রিয়োহ্যা॥ (১ম—১২০সূ—৪ঋ)॥

⁂

---

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়। আপনাদিগের দুইজনাকে 'বিপৃচ্ছামি' বিশেষ প্রকারে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। 'পাক্যা ন' পক্তব্যপ্রজ্ঞা পরিপক্বমতি অন্য 'দেবান্' দেবগণকে জিজ্ঞাসা করি না; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ আপনাদিগের দুইজনকেই জিজ্ঞাসা করি—ইহাই অর্থ। হে 'দস্রা' দর্শনীয় আপনারা দুইজন 'বষট্কৃতস্য' বষট্কারের দ্বারা অগ্নিতে হুত 'অদ্ভুতস্য' আশ্চর্য্যভূত মহৎ 'সহ্যসঃ' অতিশয় বলবান বলোৎপাদক সোমের স্বাংশলক্ষণৈকদেশকে ( অংশকে ) 'পাতং' পান করুন; 'চ' এবং 'নঃ' আমাদিগকেও 'রভ্যসঃ' অতিশয়রূপে রভস্বী প্রৌঢ়োৎসাহযুক্ত করুন

পাক্যা। পচ-ধাতুতে 'ঋহলোর্ণ্যৎ' ইত্যাদি ণ্যৎ-প্রত্যয়। 'চজোঃ কুঘিণ্ণ্যতোঃ' ইত্যাদি সূত্রে কুত্ব তিৎস্বর 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির স্থলে ডা-আদেশ। বষট্কৃতস্য। বষট শব্দের ঊর্য্যাদিত্বের দ্বারা গতিত্ব-হেতু 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতির ( গম-ধাতুর ) প্রকৃতিস্বরত্ব। পাতং। পা-ধাতু পানার্থক। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লুক্॥ সহ্যসঃ উহার দ্বারা 'সহতে' অর্থাৎ অভিভূত হয়—এই বাক্যে সহ শব্দে বল বুঝায়। অসুন্-প্রত্যয়। তাহা উহার আছে এই বাক্যে সহস্বী পদ হয়। মত্বর্থীয় বিন-প্রত্যয়। তাহাতে আতিশায়নিক ঈয়সুন। 'বিন্মতোর্লুক্' ইত্যাদি সূত্রে ছান্দসে ঈকারের লোপ। রভ্যসঃ। রভ-ধাতু রাভস্য অর্থক। রাভস্য বলিতে কার্য্যোপক্রম বুঝায়। এখানেও পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়া বুঝিতে হইবে॥ (১ম—১২০সূ—৪ঋ)॥

⁂

# চতুর্থ (১৩৩২) ঋকের বিশদার্থ।

ভগবানই ত্রাণ-কর্ত্তা ও রক্ষা-কর্ত্তা। তিনি মানুষকে যেমন উদ্ধার করেন, তেমনি উদ্ধার-লাভের উপায়ভূত সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যও প্রদান করেন। সমস্ত জ্ঞানের উৎস তিনি। তাঁহার পদ-প্রান্ত হইতেই ভাগীরথী—জ্ঞানধারা প্রবাহিত হইয়া পাপ-তাপ-দগ্ধ জীবকে অমৃত প্লাবনে অভিষিক্ত করিয়া দেয়; মানুষ পুণ্যের পথে অগ্রসর হয়, অবশেষে মুক্তি-লাভ করে। তাই সাধক সেই জ্ঞানাধারকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কঃ পন্থাঃ?'

দেবভাবের রক্ষাকারী ভগবান্ নিজে। মানুষের হৃদয়ে দেবভাবের উপজন হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে—ভগবানের দয়ার উপর। ভগবানই কৃপা করিয়া মানুষকে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করেন, তাহার হৃদয়স্থিত দেবভাবকে রক্ষা করেন। তিনি কেবল দাতা নহেন, রক্ষাকর্ত্তাও বটেন। তাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা করা হইতেছে—'হে প্রভু! দয়াময়! কৃপা করিয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধন সামর্থ্য প্রদান করুন; আমাদিগের হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধন-প্রচেষ্টা জাগরিত রাখুন; আমরা যেন আপনার-দেওয়া দেবভাবের সাহায্যে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মূলে সোম-রসের উল্লেখ নাই। কিন্তু ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে দেখা যায়, দেবতাকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইতেছে,—'হে দস্রদ্বয়! তোমার পুষ্টিকর (মদকর) সোমরস পান কর।' 'সহসঃ' পদকে বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়া সোম-রসকে বিশেষ্যরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। 'সহসঃ' পদে আমরা পরমশক্তিশালী সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য সাধকের শক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছি। 'পাতং' পদের পা-ধাতুর পানার্থ গ্রহণ না করিয়া রক্ষার্থ গ্রহণেই সঙ্গতি বোধ করিয়াছি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই সে সমস্ত বিষয় উপলব্ধ হইবে॥ (১ম—১২০সূ—৪ঋ)॥

### পঞ্চমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। বিংশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্। )

প্র যা ঘোষে ভৃগবাণে ন শোভে যয়া

বাচা যজতি পজ্রিয়ো বাং।

প্রৈষযুর্ন বিদ্বান্॥ ৫॥

• • •

### পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। য়া। ঘোষে। ভৃগবাণে। ন। শোভে। যয়া।

বাচা। যজতি। পজ্রিয়ঃ। বাং।

প্র। ইষযুঃ। ন। বিদ্বান্॥ ৫॥

• • •

### সর্ব্বানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঘোষে' ( বিবেকশীলজনে ) 'ন' ( তথা ) 'ভৃগবাণে' ( সাধকে ) 'যা' (যা সদ্বৃত্তিঃ) 'শোভে' ( শোভতে ), 'যয়া বাচা' ( যয়া প্রার্থনয়া ) 'পজ্রিয়ঃ' ( হীনজন্মা জনঃ অপি ) 'বাং' ( যুবাং ) 'যজতি' ( পূজয়তে, আরাধয়তি ) তা 'প্র' ( সমর্থা ভবতি, প্রকৃষ্টরূপেণ ইষ্টসাধনায় সমর্থা ভবতি ) ; 'ন' ( তথা ) তয়া সদ্বৃত্ত্যা প্রার্থনয়া বা 'ইষযুঃ' ( সিদ্ধিকাময়মানঃ জনঃ ) 'বিদ্বান্' ( প্রজ্ঞাবান্ সন্ ) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ সিদ্ধিলাভায় সমর্থঃ ভবতি) ; সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ ভগবান্ সর্ব্বেভ্যঃ প্রার্থনানুরূপং অভীষ্টফলং প্রযচ্ছতি - ইতি ভাবঃ। ( ১ম—১২০সূ—৫ঋ )॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

বিবেকশীল জনে এবং সাধকে যে সদ্বৃত্তি শোভা পায়, যে প্রার্থনা দ্বারা হীন-জন্ম ব্যক্তিও আপনাদিগকে আরাধনা করে, তাহা প্রকৃষ্টরূপে ইষ্ট-সাধনে সমর্থ হয়; এবং সেই সদ্বৃত্তির বা প্রার্থনার দ্বারা সিদ্ধি-

কামনাকারী জন প্রজ্ঞাবান্ হইয়া প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন। (ভাব এই যে,—সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়ক ভগবান্ সকলকে প্রার্থনানুরূপ অভীষ্ট-ফল প্রদান করেন।)॥ (১ম—১২০সূ—৫ঋ)॥

⁂

## সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ প্র প্রভবতি সমর্থা ভবতি সা বাক্ যা বাক্ যুষ্মৎস্তুতিরূপা ঘোষে ঘোষাখ্যায়াঃ পুত্রে স্বহস্ত্যাখ্যো ঋষৌ ভগবাণে ন ভৃগৌ চ শোভে শোভতে। যয়া চ স্তুতিলক্ষণয়া বাচা পজ্রিয়ঃ। পজ্রা অঙ্গিরসঃ। তেষাং কুলোৎপন্নঃ কক্ষীবান্ বাং যুবাং যজতি পূজয়তি স্তৌতি সাপি শোভত ইত্যর্থঃ। ইষয়ুন্। ইষমন্নমাত্মনঃ কাময়মানশ্চ বিদ্বান্ স্তুত্যভিজ্ঞঃ কক্ষীবানৃষিঃ প্র ভবতু। যুষ্মদনুগ্রহাৎ সম্পূর্ণকামো ভবত্বিত্যর্থঃ।

ঘোষে। ঘোষা নাম কাচিদ্ব্রহ্মবাদিনী কক্ষীবতঃ পুত্রী। অত্রোপচারাত্তদ্বাচকং প্রাতিপদিকং পুত্রে বর্ত্ততে। ভগবাণে। চিরন্তনো ভৃগুরিবাচরতি। সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্য ইতি ক্বিপ্। ধাতুসংজ্ঞায়াং ব্যত্যয়েন লটঃ শানচ্। শবাদি। আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বান্মুগভাবঃ বৃষাদিঃ। শোভে। শুভ দীপ্তৌ। লোপস্ত আত্মনেপদেষ্বিতি তলোপঃ। ইষয়ুঃ। ইষ গতৌ। ইষ্যতি গচ্ছতীতি ইষমন্নং। ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। যদ্বা ইষু ইচ্ছায়াং। ইষ্যতে সর্ব্বৈঃ প্রাণি-

## সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! ‘প্র’ (প্রভবতি) সমর্থ হয় সেই বাক্য, ‘যা’ যে বাক্য আপনাদিগের স্তুতিরূপ ‘ঘোষে’ ঘোষাখ্যার পুত্রে স্বহস্ত্যাখ্য ঋষিতে ‘ভগবাণে ন’ এবং ভৃগুতে ‘শোভে’ শোভা পায়। আর, ‘যয়া’ যে স্তুতিলক্ষণ ‘বাচা’ বাক্যের দ্বারা ‘পজ্রিয়ঃ’ পজ্রা অঙ্গিরসগণ তাঁহাদিগের কুলোৎপন্ন কক্ষীবান ‘বাং’ আপনাদিগকে ‘যজতি’ স্তুতি করে; সে (বাক্যও) শোভা পায়—ইহাই অর্থ। ‘ইষয়ুন্’ এবং ইষকে অন্নকে আপনি কাময়মান ‘বিদ্বান’ স্তুত্যভিজ্ঞ কক্ষীবান্ ঋষি ‘প্র’ (প্রভবতু) আপনাদিগের অনুগ্রহ-হেতু সম্পূর্ণকাম হউক—ইহাই অর্থ।

ঘোষে। ঘোষা নামক কোন ব্রহ্মবাদিনী কক্ষীবানের পুত্রী। এখানে উপচার-হেতু তদ্বাচক প্রাতিপদিক পুত্রে বর্ত্তমান আছে। ভগবাণে। সর্ব্বদা ভৃগুর ন্যায় আচরণ করে। ‘সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ’ ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। ধাতুসংজ্ঞায় ব্যত্যয়ের দ্বারা লটে শানচ। শপ্ প্রভৃতি। আগমানুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু মুকের অভাব বৃষাদির ন্যায়। শোভে। শুভ-ধাতু দীপ্ত্যর্থক। ‘লোপস্ত আত্মনেপদেষু’ ইত্যাদি সূত্রে ত-লোপ। ইষয়ুঃ। ইষ-ধাতু গত্যর্থক। ইষ্যতি অর্থাৎ গমন করে—এই বাক্যে ইষং পদে অন্ন বুঝায়। ইগুপধ-লক্ষণে ক-প্রত্যয়। অথবা, ইষ-ধাতু ইচ্ছার্থক। সকল প্রাণিগণ কর্ত্তৃক ইচ্ছিত—এই অর্থে ইষং

স্তিরিতীয়মন্নং। ব্যত্যয়েন কর্ম্মণি কর্ত্তৃপ্রত্যয়ঃ। প্রশব্দেন সংহিতায়াং প্রাদূহোঢ়োঢ্যেষৈষ্যেষু বৃদ্ধির্ব্বক্তব্যা। পা০ ৬।১ ৮।৯।৩। ইতি বৃদ্ধিঃ॥ (১ম—১২০সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে দ্বাবিংশো বর্গঃ॥ ১।৮।২২॥

• • •

## পঞ্চম (১৩৩৩) ঋকের বিশদার্থ।

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান্। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" ভগবানের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, ভগবান্ তাহা পূর্ণ করেন। পাপী পুণ্যবান্, জ্ঞানী অজ্ঞান, সকলেই তাঁহার করুণা পাইয়া ধন্য হয়। পাপী বলিয়া তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না—কাহাকেও দূরে ঠেলিয়া দেন না। মায়ের নিকটে সকল সন্তানই সমান আদর লাভ করে। ভগবান জগতের পিতা-মাতা, তাঁহাতে একাধারে পিতার পালকত্ব ও শাসনকর্ত্তৃত্ব এবং মাতার স্নেহ-বাৎসল্য বিদ্যমান। রুদ্র-মূর্ত্তিতে তিনি শাসন করিলেও তাঁহার মধ্যে মায়ের স্নেহ-কোমলতা বিদ্যমান থাকে; তাই ভক্ত প্রার্থনা করেন—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" প্রার্থনা পূর্ণ করিলেও তাহার মধ্যে অন্যায়-প্রার্থনার দমনে ভগবানের রুদ্রমূর্ত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের দুর্ব্বলতা-জনিত অন্যায় প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাহাকে তিনি শিক্ষার অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া লইয়া যান।

কিন্তু ভগবানের নিকট প্রার্থনা বিফল হয় না। এই মন্ত্রে যে সত্যটী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা—ভগবানের সর্ব্বজীবে সমান প্রীতি। পাপী যদি মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে, সেও মুক্তি পাইবে; প্রজ্ঞা-সম্পন্ন ব্যক্তি যদি অভীষ্ট-পূরণের জন্য তাঁহার চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, তবে তিনিও তাঁহার বাঞ্ছিত ধন প্রাপ্ত হইবেন। ভগবানের অভীষ্ট-দাতৃত্ব ও সর্ব্বজীবে সমান প্রীতিই আমরা এই মন্ত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি।

---

পদে অন্ন বুঝায়। ব্যত্যয়ের দ্বারা কর্ম্মে কর্ত্তৃপ্রত্যয়। প্র-শব্দের দ্বারা সংহিতাতে 'প্রাদূহোঢ়োঢ্যেষৈষ্যেষু বৃদ্ধির্ব্বক্তব্যা' ইত্যাদি (পা০ ৬।১।৫৯৩) সূত্রে বৃদ্ধি। ৫।

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের দ্বাবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৮।২২॥

• • •

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে ঘোষার পুত্র সুহস্তী ঋষির, ভৃগু-ঋষির ও কক্ষীবানের উল্লেখ দেখা যায়। 'ঘোষে' 'ভৃগবাণে' ও 'পজ্রিয়ঃ' পদত্রয়ের ব্যাখ্যা উপলক্ষেই উপরোক্ত ঋষি-ত্রয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে। 'ভৃগবাণঃ' ও 'পজ্রিয়ঃ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই (যথাক্রমে ১ম—৭১সূ—৪ঋ, ১ম—১১৭সূ—৬ঋ) বিবৃত করা হইয়াছে। 'ঘোষে' পদের ব্যাখ্যায় 'বিবেকশীল জনে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এবং ঐ অর্থে পূর্ব্বেও (১ম—১১৭সূ—৭ঋ) সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই সমস্ত বিষয় উপলব্ধ হইবে॥ (১ম—১২০সূ—৫ঋ)॥

## ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। বিংশাধিকশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

শ্রুতং গায়ত্রং তকবানস্যাহং চিদ্ধি
রিরেভাশ্বিনা বাং।
আক্ষী শুভস্পতী দন্॥ ৬ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

শ্রুতং। গায়ত্রং। তকবানস্য। অহং। চিৎ। হি।
রিরেভ। অশ্বিনা। বাং।
আ। অক্ষী ইতি। শুভঃ। পতী ইতি। দন্॥ ৬ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) 'তকবানস্য' ( স্খলদ্গতেঃ অন্ধস্য, মোহবিভ্রান্তস্য অজ্ঞানস্য—মম ইতি যাবৎ ) 'গায়ত্রং' ( গায়ত্রীযুক্তং স্তোত্রং, প্রার্থনাং ইত্যর্থঃ ) 'শ্রুতং' ( শৃণুতং ) ; 'অহং চিৎ' ( অজ্ঞানঃ অহমেব ) 'বাং হি' ( যুবামেব ) 'রিরেভ' ( স্তুতবান্, স্তৌমি, যুবয়োঃ সমীপে প্রার্থয়াম ইত্যর্থঃ ) ; 'শুভস্পতী' ( শোভনস্য কর্ম্মণঃ পালয়িতারৌ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যদাতারৌ হে দেবৌ) মহ্যং 'অক্ষী' (অন্তর্ব্বহির্দৃষ্টিং, আত্মজ্ঞানং ) 'আদন্' ( প্রযচ্ছতং—যুবাং ইতি শেষঃ ) ; প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অজ্ঞানং মোহবিভ্রান্তং মাং কৃপয়া সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং তথা আত্মজ্ঞানং যুবাং প্রযচ্ছতং ॥ ( ১ম - ১২০সূ - ৬ঋ ) ॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! মোহ-বিভ্রান্ত অজ্ঞান আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন; অজ্ঞান আমি, আপনাদিগেরই নিকটে প্রার্থনা করিতেছি; সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যদাতা হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাকে অন্তর্ব্বহির্দ্দৃষ্টি ( আত্ম-জ্ঞান ) প্রদান করুন। ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—অজ্ঞান মোহ-বিভ্রান্ত আমাকে কৃপা করিয়া আপনারা সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য এবং আত্মজ্ঞান প্রদান করুন। )॥ ( ১ম—১২০সূ—৬ঋ )॥

• • •

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা অশ্বিনৌ গায়ত্রং গাতব্যং গায়ত্রীযুক্তং গায়ত্রসাম্না নিষ্পন্নং নিষ্পাদ্যং বা স্তোত্রং তকবানস্য স্খলদ্গতেরন্ধস্য ঋজ্রাশ্বস্য সম্বন্ধি শ্রুতং শৃণুতং। অহং চিৎ অহমিব বাং যুবাং স হি রিরেভ স্তুতবান্। কিং কুর্ব্বন্। হে শুভস্পতী শোভনস্য কর্ম্মণঃ পালয়িতারৌ জলস্য বা স্বামিনৌ অক্ষী যুবাভ্যাং দত্তে চক্ষুষী আদন্ আদদানঃ। তস্মা ইব মহ্যমপ্যভিমতফলং প্রযচ্ছতমিতি ভাবঃ॥

শ্রুতং। শ্রু শ্রবণে। লঙি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। তকবানস্য। তক গতৌ।

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অশ্বিনা' হে অশ্বিদ্বয় 'গায়ত্রং' গাতব্য গায়ত্রীযুক্ত গায়ত্রসামের দ্বারা নিষ্পন্ন ও নিষ্পাদ্য স্তোত্রকে 'তকবানস্য' স্খলদ্গতি অন্ধ ঋজ্রাশ্বের সম্বন্ধযুক্ত 'শ্রুতং' শ্রবণ করুন। 'অহং চিৎ' আমিই 'বাং' আপনাদিগকে 'হি রিরেভ' স্তুতি করিয়াছিলাম। কি করিয়া? 'শুভস্পতী' হে শোভনকর্ম্মের পালয়িতা ও জলের স্বামিদ্বয়! 'অক্ষী' আপনাদিগের দত্তচক্ষুদ্বয় 'আদন্' দান করিয়া। সেইরূপভাবে আমাকেও অভিমতফল দান করুন—ইহাই ভাব।

শ্রুতং। শ্রু ধাতু শ্রবণার্থক। লুঙে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। তকবানস্য। তক-ধাতু গত্যর্থক। এখানে গতিসামান্যবাক্যের দ্বারা তাহার বিশেষ মন্দগতি

অচ গতিসামান্যবাচিনা তদ্বিশেষো মন্দগতির্লক্ষ্যতে। ঔণাদিক উ-প্রত্যয়ঃ। ভৃগবাণস্যেতিবৎ প্রক্রিয়োন্নেয়া। রিরেভ। রেভৃ শব্দে। অক্ষী। ঈ চ দ্বিবচন ইত্যক্ষিশব্দস্য ঈকারান্তাদেশঃ। স চোদাত্তঃ। শুভস্পতী। সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বর ইতি ষষ্ঠ্যান্তস্য পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ পদদ্বয়সমুদায়স্যাষ্টমিকামন্ত্রিতানুদাত্তত্বং। দন্। আঙ পূর্ব্বাদ্দদাতেরাঙো দোনাস্যবিহরণে। পা০ ২ ৩।২০। ইত্যাত্মনেপদং। ব্যত্যয়েন শতৃ। জুহোত্যাদিত্বাৎ শ্লুঃ। দ্বির্ব্বচনপ্রকরণে ছন্দসি বেতি বক্তব্যমিতি বচনাদ্দ্বির্ব্বচনাভাবঃ। ছন্দস্যুভয়থেত্যুভয়থাশ্রবণাৎ শতুঃ সার্ব্বধাতুকত্বেন ঙিত্বং। আর্দ্ধধাতুকত্বাদাতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ॥ (১ম ১২০সূ ৬ষ্ঠ)॥

## ষষ্ঠ (১৩৩৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। মোহান্ধভ্রান্ত বিপথগামী অজ্ঞান সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য ও আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। 'দেহ জ্ঞান, ভক্তি দেহ, শুষ্কচিতে বরিষ স্নেহ'—প্রার্থনাই মন্ত্রের কেন্দ্র-শক্তি। মানুষ যতই কেন পাপ করুক না, যতই কেন বিপথগামী হউক না, সে তাহার অন্তরের অন্তরে জানে, যে এমন একজন আছেন, যাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, তিনি পাপী বলিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইবেন না, পতিত বলিয়া পায়ে দলিয়া যাইবেন না। তাই মানুষ নিশ্চিন্ত-বিশ্বাসে ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডারের দিকে তাকাইয়া থাকে। যত দূরে—যত বিপথেই যাউক না কেন, মানুষ জানে—জীবনের ধ্রুব-তারা আছেন, যাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে আপনার চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবে।

---

দৃষ্ট হয়। উণাদিগণীয় উ-প্রত্যয়। 'ভৃগবাণস্য' ইত্যাদির ন্যায় প্রক্রিয়া। রিরেভ। রেভৃ-ধাতু শব্দার্থক। অক্ষী। 'ঈ চ দ্বিবচনে' ইত্যাদি সূত্রে অক্ষিশব্দের ঈকারান্তাদেশ। ইহাও উদাত্ত। শুভস্পতী। 'সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বরে' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠ্যন্তের পরাঙ্গবদ্ভাব-হেতু পদদ্বয়-সমুদায়ের আষ্টমিকামন্ত্রিত অনুদাত্তত্ব। দন। আঙ্-পূর্ব্ব-হেতু দদাতির (দ-ধাতুর) 'আঙো দোনাস্য বিহরণে' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ২।৩।২০) আত্মনেপদ। ব্যত্যয়ের দ্বারা শতৃ। জুহোত্যাদিত্ব-হেতু শ্লুঃ। দ্বির্ব্বচন-প্রকরণে 'ছন্দসি বেতি বক্তব্যং' ইত্যাদি সূত্রে বচন-হেতু দ্বির্ব্বচনের অভাব। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে উভয়থাশ্রবণ-হেতু শতুর সার্ব্বধাতুকত্বের দ্বারা ঙিত্ব। 'আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'আতো লোপ ইটি চ' ইত্যাদি সূত্রে আকার-লোপ॥ (১ম—১২০সূ—৬ষ্ঠ)॥

⁂

মানুষের এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই 'তকবান্'—স্খলিতগতি, 'অক্ষী' জ্ঞান-দৃষ্টির জন্য, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। মানুষ জানে যে, তিনি তাহার মুক্তি-বিধান করিবেন। মানুষ বুঝে যে, পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইলে, তিনি কখনই পায়ে ঠেলিবেন না।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে অন্ধ ঋজ্রাশ্বের আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে। 'তকবানস্য' পদের ব্যাখ্যাতে 'অন্ধ ঋজ্রাশ্ব' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'তকবানস্য স্খলদ্গতেরন্ধস্য ঋজ্রাশ্বস্য সম্বন্ধি'—সায়ণ। কিন্তু 'স্খলদ্গতি' পদে আমরা মোহ-বিভ্রান্ত ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছি। মোক্ষ-লাভের উপায়ভূত সাধনমার্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে অজ্ঞানতায় ডুবিয়া আছে, সেই স্খলদ্গতি অন্ধ। আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-মুখেই বিবৃত করা হইয়াছে॥ (১ম—১২০সূ—৬ঋ)॥

* * *

## সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। বিংশাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

যুবং হ্যাস্তং মহোরন্যুবং বা
যন্নিরততন্সতং।
তা নো বসূ সুগোপা স্যাতং পাতং
নো বৃকাদঘায়োঃ॥ ৭॥

* * *

### পদ-বিশ্লেষণং।

যুবং। হি। আস্তং। মহঃ। রন্। যুবং। বা।
যৎ। নিঃঽঅততংসতং।
তা। নঃ। বসূ ইতি। সুঽগোপা। স্যাতং। পাতং।
নঃ। বৃকাৎ। অঘয়োঃ ॥ ৭ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যুবং' ( যুবাং ) 'হি' ( এব ) 'মহঃ' ( মহতঃ ধনস্য, মোক্ষস্য ইত্যর্থঃ ) 'রন্' ( রাতারৌ, দাতারৌ ) 'আস্তং' ( ভবথঃ ); 'বা' ( অথবা ) 'যৎ' ( অজ্ঞানং—মোক্ষবাধকং তৎ ইতি যাবৎ ) 'যুবং' ( যুবাং ) 'নিরততংসতং' ( নিঃশেষেণ দূরীকুরুথঃ ); যুবামেব মোক্ষদাতারৌ অজ্ঞানতানাশকৌ ভবথঃ—ইতি ভাবঃ; 'বসূ' ( বাসয়িতারৌ, আশ্রয়দাতারৌ, মোক্ষপ্রাপয়িতারৌ হে দেবৌ ) 'তা' ( তাদৃশৌ, যুবাং—ইত্যর্থঃ ) 'নঃ' ( অস্মাকং ) 'সুগোপা' ( সুষ্ঠু গোপয়িতারৌ, রক্ষিতারৌ ) 'স্যাতং' ( ভবতং ); তথা, 'অঘায়োঃ' ( পাপফলং অস্মাকং ইচ্ছতঃ, মোক্ষনাশকাৎ ) 'বৃকাৎ' ( অজ্ঞানরূপ-ব্যাঘ্রকবলাৎ, পাপমোহাৎ ইত্যর্থঃ ) 'নঃ' ( অস্মান্ ) 'পাতং' ( রক্ষতং ); মোক্ষাবিধায়কৌ হে দেবৌ! কৃপয়া অস্মান্ পাপাৎ অজ্ঞানাৎ বা রক্ষয়তং তথা মোক্ষং প্রযচ্ছতং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ ( ১ম—১২০সূ—৭ঋ ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! আপনারাই মহৎ ধনের অর্থাৎ মোক্ষের দাতা হয়েন; অথবা, যে অজ্ঞানতা মোক্ষের বাধক, তাহাকে আপনারা নিঃশেষে দূরীভূত করেন; ( ভাব এই যে,—আপনারাই মোক্ষ-দাতা এবং অজ্ঞানতা-নাশক হয়েন ); আশ্রয়দাতা মোক্ষ-প্রাপয়িতা হে দেবদ্বয়! সেই আপনারা আমাদিগের রক্ষক হউন; এবং মোক্ষ-নাশক অজ্ঞান-রূপ ব্যাঘ্রকবল হইতে ( পাপ-মোহ হইতে ) আমাদিগকে রক্ষা করুন; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—মোক্ষ-বিধায়ক হে দেবদ্বয়! কৃপা করিয়া

আমাদিগকে পাপ বা অজ্ঞানতা হইতে রক্ষা করুন এবং মোক্ষ প্রদান করুন।)॥ (১ম—১২০সূ—৭ঋ)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ মহো মহতো ধনস্য রন্ রাতারৌ দাতারৌ যুবং যুবাং কঞ্চনাস্তং। বা যৎ নিরততংসতং। ধনানি নিরগময়তং। রক্ষকৌ বিনাশকাবপি যুবামেবেত্যর্থঃ। হে বসূ বাসয়িতারাবশ্বিনৌ তা তাদৃশৌ যুবাং নোঽস্মাকং সুগোপা সুষ্ঠু গোপায়িতারৌ রক্ষিতারৌ স্যাতং ভবতং। অপিচ নোঽস্মানঘায়োরঘং পাপফলং নোঽস্মাকমিচ্ছতো বৃকাৎ স্তেনাৎ পাতং রক্ষতং॥

মহঃ। মহতশ্ছান্দসোঽচ্ছব্দলোপঃ। রন্। দন্নিতিবৎপ্রক্রিয়োন্নেয়া। ব্যত্যয়েনৈকবচনং। নিরততংসতং। তসি অলঙ্কারে। অস্মান্নাস্তাল্লুঙি ণিশ্রিদ্রুস্রুভ্যঃ ইতি চ্লেশ্চঙ্ দ্বির্ব্বচনাদি চ। গুরুসংজ্ঞয়া লঘুসংজ্ঞায়া বাধিতত্বাৎ সন্বদ্ভাবাভাবঃ। সুগোপা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক্। অঘায়োঃ। অঘং পরেষামিচ্ছতি ছন্দসি পরেচ্ছায়ামিতি ক্যচ্। অশ্বাঘস্যাদিত্যাত্বং। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ॥ (১ম—১২০সূ—৭ঋ)॥

* * *

## সপ্তম (১৩৩৫) ঋকের বিশদার্থ।

ভগবানই একমাত্র মোক্ষদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। চারিদিক হইতে পাপ-মোহ ও অজ্ঞানতা মানুষকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। রিপুগণের উপদ্রবে, পাপের আক্রমণে, মানুষ সর্ব্বদাই বিব্রত। ভগবানের কৃপা না পাইলে

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'মহো' মহৎ ধনের 'রন্' দাতা 'যুবং' আপনারা 'আস্তং' কোথায় ছিলেন। 'বা যৎ নিরততংসতং' এবং ধনসমূহ নির্গত করিয়াছিলেন। রক্ষক ও বিনাশক আপনারাই—ইহাই অর্থ। 'বসূ' হে বাসয়িতা অশ্বিদ্বয়! তাদৃশ আপনারা 'নঃ' আমাদিগের 'সুগোপা' সুষ্ঠু গোপায়িতা রক্ষিতা 'স্যাতং' যেন হয়েন। অপিচ 'নঃ' আমাদিগকে 'অঘায়োঃ' আমাদিগের পাপফল ইচ্ছুক 'বৃকাৎ' দস্যু হইতে 'পাতং' রক্ষা করুন।

মহঃ মহৎ-পদের ছান্দসে অৎ-লোপ। রন্। দন্ এই পদের ক্রিয়ার ন্যায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্যত্যয়ের দ্বারা একবচন। নিরততংসতং। তস-ধাতু অলঙ্কারার্থক। উহাতে ণ্যন্ত-হেতু লুঙে 'ণিশ্রিদ্রুস্রুভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে চ্লেশ্চঙ্ ও দ্বির্ব্বচন প্রভৃতি। গুরুসংজ্ঞায় দ্বারা লঘুসংজ্ঞার বাধিতত্ত্ব-হেতু সন্বদ্ভাবের অভাব। সুগোপা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির লোপ। অঘায়োঃ। 'পরেষামিচ্ছতি ছন্দসি পরেচ্ছায়াং' ইত্যাদি সূত্রে ক্যচ্। 'অশ্বাঘস্যাৎ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। 'ক্যাচ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উ-প্রত্যয়॥ ৭॥

মানুষ পাপ-প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। মোক্ষ-মার্গে পাপ-তস্করের এতই প্রাদুর্ভাব যে,—সাধকগণ মানুষকে সাবধান করিবার জন্য নিয়তই ফুকারিয়া কহিতেছেন,—

'যদি দেখ পথে ভয়েরি সঞ্চার,
প্রাণ-পণে দিও দোহাই রাজার,
যে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ
শমন ডরে যাঁর শাসনে।'

তাই, মোক্ষ-পথে অগ্রসর হইতে হইলে, সেই মহারাজাধিরাজের শরণ-গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই।

এই মন্ত্রে আমরা সেই বিশ্ব-রাজের চরণে আত্ম-রক্ষা ও মোক্ষ-লাভের জন্য প্রার্থনা দেখিতে পাই। মোক্ষ-প্রার্থী প্রার্থনা করিতেছেন,—'মোক্ষ-দাতা, শমন-দমন ভবভয়-নিবারণ হে প্রভু! অজ্ঞানতা, পাপ ও মোহ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। আমরা দুর্ব্বল, আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ; প্রবল শক্তিশালী রিপুগণ আমাদিগের মোক্ষ-মার্গের সম্বল হরণ করিতে উদ্যত রহিয়াছে। তোমার দয়া না পাইলে প্রভু!—আমরা যে এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। তাই তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি; কৃপা করিয়া আমাদিগকে পাপের আক্রমণ হইতে রক্ষা কর, মোহ-অজ্ঞানতা দূর কর, আত্মজ্ঞান-দানে উদ্ধার কর।' দুর্ব্বল মানুষের এই প্রার্থনাই সম্বল, মুক্তি-পথের ইহাই পাথেয়।

এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—'তোমরা মহৎ ধন দান করিয়াছ, এবং পুনরায় তাহা লোপ করিয়াছ। হে গৃহদাতৃদ্বয়! তোমরা আমাদিগের রক্ষক হও, পাপ বৃক (তস্কর) হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।' এই ব্যাখ্যা হইতে অনুমান করা হয় যে, সেই সময় আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের আক্রমণে অথবা অন্য কোনও দৈব-দুর্ব্বিপাক-বশতঃ বিপদাপন্ন অথবা স্থানচ্যুত হইয়াছিলেন, এবং তখনও অনার্য্যদিগের সহিত তাঁহাদিগের ভীষণ শত্রুতা চলিতেছিল।

যাহা হউক, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার ভাবের মতানৈক্য না থাকিলেও দুই একটী পদের অর্থ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'অঘায়োঃ বৃকাৎ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা

উপলক্ষে ভাষ্যকার লিখিতেছেন,—'অঘায়োঃ অঘং পাপফলং অস্মাকং ইচ্ছতঃ বৃকাৎ স্তেনাৎ।' এখানে 'পাপফলং ইচ্ছতঃ' বলিতে দস্যু-তস্করের পরিবর্ত্তে 'পাপ, মোহ, অজ্ঞানতা' অর্থই সুসঙ্গত বলিয়া মনে করি, এবং এই অর্থেই মন্ত্রের পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতি রক্ষিত হয়। আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-মুখেই বিবৃত করা হইয়াছে ॥ (১ম—১২০সূ—৭ঋ)॥

* * *

### অষ্টমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। বিংশাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্। )

মা কস্মৈ ধাতমভ্যমিত্রিণে নো মাকুত্রা
নো গৃহেভ্যো ধেনবো গুঃ।
স্তনাভুজো অশিশ্বীঃ ॥ ৮ ॥

* * *

### পদ-বিশ্লেষণং।

মা। কস্মৈ। ধাতং। অভি। অমিত্রিণে। নঃ। মা। অকুত্র।
নঃ। গৃহেভ্যঃ। ধেনবঃ। গুঃ।
স্তনঽভুজঃ। অশিশ্বীঃ ॥ ৮ ॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'কস্মৈ অমিত্রিণে' ( কচিৎ রিপুকবলে ) 'নঃ' ( অস্মান ) 'মা' ( ন ) 'অভিধাতং' ( আভিমুখ্যেন অবস্থাপয়তং, সমর্পয়তং ); দেবৌ কৃপয়া রিপুকবলাৎ অস্মান্ রক্ষয়তং - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ; 'নঃ' ( অস্মাকং ) 'গৃহেভ্যঃ' ( আশ্রয়স্থানেভ্যঃ, জ্ঞানাশ্রয়েভ্যঃ; হৃদয়েভ্যঃ ইত্যর্থঃ ) 'স্তনাভুজঃ' ( স্তনৈঃ ভুঞ্জয়ন্তি পালয়ন্তি যাঃ সাঃ, পালন-

শক্তিবিশিষ্টাঃ ) 'ধেনবঃ' ( জ্ঞানশিখাঃ ) 'অশিশ্বীঃ' ( পালকত্ববিহীনাঃ সত্য, অস্মাকং রক্ষাকর্তৃত্বং পরিত্যজ্য ইত্যর্থঃ ) 'অকুত্র' ( অন্যত্র ) 'মা' ( ন ) 'গুঃ' ( গচ্ছন্তু ) ; অস্মাকং হৃদয়ং জ্ঞানপরিশূন্যং মা ভবতু—ইতি ভাবঃ ॥ ( ১ম—১২০সূ—৮ঋ ) ॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! কোনও রিপুর কবলে আমাদিগকে সমর্পণ করিবেন না; ( ভাব এই যে,—দেবদ্বয় কৃপা করিয়া রিপুকবল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন ) ; আমাদিগের হৃদয় হইতে পালন-শক্তি-বিশিষ্টা জ্ঞান-শিখা আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যেন না যায়; ( ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয় যেন জ্ঞানপরিশূন্য না হয়। ) ॥ ( ১ম—১২০সূ—৮ঋ ) ॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ অমিত্রিণে। অমিত্রং মিত্ররাহিত্যং তদ্বৎ কস্মৈ চিদপি শত্রবে। নোঽস্মান্মাভিধাতং। আভিমুখ্যেনমাবস্থাপয়তং। অপিচ নোঽস্মাকং গৃহেভ্যঃ সকাশাৎ স্তনাভুজঃ স্তনৈর্বৎসান্মনুষ্যাংশ্চ পালয়ন্ত্যো ধেনবো গাবোঽশিশ্বীঃ শিশুনা বৎসেন বিরহিতা অস্মদীয়ে গৃহেঽশয়ানা বা সত্যোঽকুত্র চিদস্মাভিরগম্যপ্রদেশে মা গুঃ। মা গচ্ছন্তু।

ধাতং। ধাঞো মাঙি লুঙি গাতিস্থেতি সিচো লুক্। ন মাঙ্যোগে ইত্যডভাবঃ। অকুত্র। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। গুঃ। ইণ্ গতৌ। ইণো গা লুঙীতি গাদেশঃ। গাতিস্থেতি সিচো লুক্। আত ইতি ঝের্জুস্। স্তনাভুজঃ। ভুজ পালনাভ্যব-

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'অমিত্রিণে' অমিত্র মিত্ররাহিত্য সেইরূপ 'কস্মৈ' কোনও শত্রুর নিমিত্ত 'নঃ' ( শত্রুর কবলে ) আমাদিগকে 'মাভিধাতং' অভিমুখে অবস্থাপন করিবেন না। অপিচ 'নঃ' আমাদিগের 'গৃহেভ্যঃ' গৃহসমূহের নিকট হইতে 'স্তনাভুজঃ' স্তনের দ্বারা বৎস ও মনুষ্যদিগকে পালনকারী 'ধেনবঃ' গাভীগণ 'অশিশ্বীঃ' শিশুর দ্বারা বিরহিত বা আমাদিগের গৃহে অশয়ান হইলে 'অকুত্র' আমাদিগের কর্ত্তৃক অগম্য প্রদেশে 'মা গুঃ' যেন না যায়।

ধাতং। 'ধাঞো মাঙি লুঙি গাতিস্থা' ইত্যাদি সূত্রে সিচের লোপ। 'ন মাঙ্যোগে' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। অকুত্র। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদ-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। গুঃ। ইণ্-ধাতু গত্যর্থক। 'ইণো গা লুঙ' ইত্যাদি সূত্রে গাদেশ। 'গাতিস্থা' ইত্যাদি সূত্রে সিচের লোপ। 'আৎ' ইত্যাদির দ্বারা ঝি-র স্থানে জুস্-প্রত্যয়। স্তনাভুজঃ। ভুজ-ধাতু পালনাভ্যবহারার্থক। স্তনের দ্বারা ভোগ করায় পালন করে ইত্যাদি বাক্যে

হারয়োঃ। স্তনৈর্ভুঞ্জন্তি-পালয়ন্তীতি স্তনাভুজঃ। ক্বিপ্। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ। অশিশ্বীঃ। সখ্যশিশ্বীতি ভাষায়াং। পা ৪।১।৬২। ইতি ছন্দস্যপি ব্যত্যয়েন নিপাতনং দ্রষ্টব্যং। যদ্বা শিশুরস্ত্যাস্তীতি শিশ্বী। ছন্দসীব নিপাবিতি মত্বর্থীয় ঈকারঃ। নঞ্সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। অথবা শীঙ্ স্বপ্নে। উৎসর্গশ্ছন্দসীতি কিপ্রত্যয়ঃ। দ্বির্ব্বচনহ্রস্বত্বে। এরনেকাচ ইতি যণ্। ছান্দসো বকারঃ। পূর্ব্ববৎসমাসস্বরৌ॥ (১ম—১২০সূ—৮ঋ)॥

∴

## অষ্টম (১৩৩৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। চারিদিকে মোহ-প্রলোভন মানুষকে উন্মার্গগামী করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া আছে। সেই ফাঁদে একবার পা দিলে আর সহজে উদ্ধার পাইবার আশা নাই। অধঃপতনের এক ধাপ হইতে অন্য ধাপে মানুষ অতি সহজেই নামিয়া যায়। রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা অপেক্ষা রোগাক্রান্ত না হওয়াই ভাল। তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'ভগবন্! আমাকে যেন রিপুর কবলে পতিত হইতে না হয়। আমি দুর্ব্বল, সেই আক্রমণ সহ্য করিতে পারিব কি-না জানি না। তোমার-দেওয়া জ্ঞান-রশ্মি যেন উজ্জ্বল থাকে, তাহার সাহায্যে যেন গন্তব্য পথ বাছিয়া লইতে পারি। তোমার অসীম দয়ার দান জ্ঞান-জ্যোতিঃ যেন আমি না হারাইয়া ফেলি।'

প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে অনুমান করা হয় যে, প্রাচীন কালের আর্য্যদিগের গো-ধন প্রধান সম্পত্তি ছিল। সেই জন্য গাভীদের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, তখন জনপদ-সমূহ নিবিড় অরণ্য-পূর্ণ ছিল, তখনও সুসংবদ্ধ পল্লীগ্রাম বা সহরের সৃষ্টি হয় নাই; এবং হইয়া থাকিলেও অরণ্যপূর্ণ অংশে অধিক লোকের বসতি ছিল।

---

স্তনাভুজ। ক্বিপ্-প্রত্যয়। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতাতে দীর্ঘ। অশিশ্বীঃ। 'সখ্যাশিশ্বীতি ভাষায়াং' ইত্যাদি সূত্রে (পাঃ ৪.১.৬২)। ছান্দসেরও ব্যত্যয়ের দ্বারা নিপাতন দ্রষ্টব্য। অথবা ইহার শিশু আছে—এই অর্থে শিশ্বী। 'ছন্দসীব নিপৌ' ইত্যাদি সূত্রে মত্বর্থীয় ঈকার। নঞ্সমাসে অব্যয়-পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। অথবা 'ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘ। অথবা শীঙ্-ধাতু স্বপ্নার্থক। 'উৎসর্গশ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে কি-প্রত্যয়। দ্বির্ব্বচন-হ্রস্বত্ব। 'এরনেকাচ' ইত্যাদি সূত্রে যণ্। ছান্দসে বকার। পূর্ব্বের ন্যায় সমাসস্বরদ্বয়॥ ৮॥

∴

তারপর, তখনও পর্য্যন্ত আর্য্যগণ চারিদিকে শত্রু-পরিবেষ্টিত ছিলেন। নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শত্রু-ভয়ের অতীত অবস্থায় যান নাই। অনার্য্যেরা অথবা আর্য্যদের শত্রুগণ তখনও অতি প্রবল ছিল, তখনও তাহারা আর্য্যদের অধীনতা স্বীকার করে নাই, তাঁহাদের বাসস্থান তখনও নিরুপদ্রব হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী (১ম—১২০সূ—৭ঋ) মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতেও এই ভাব পাওয়া যায়। এই সমস্ত ঋক্ হইতে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ গবেষণার অনেক সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে পারিবেন। আমরা যে অর্থে মন্ত্রটী গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই তাহা বোধগম্য হইবে॥ (১ম—১২০সূ—৮ঋ)॥

—○—

### নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। বিংশাধিকশততমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

জুহীয়ন্মিত্রধিতয়ে যুবাকু রায়ে চ নো
মিমীতং বাজবত্যৈ।
ইষে চ নো মিমীতং ধেনুমত্যৈ॥ ৯॥

° . °

### পদ-বিশ্লেষণং।

জুহীয়ন্। মিত্রঽধিতয়ে। যুবাকু। রায়ে। চ। নঃ।
মিমীতং। বাজঽবত্যৈ।
ইষে। চ। নঃ। মিমীতং। ধেনুঽমত্যৈ॥ ৯॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যুবাকু' ( যুবাং কাময়মানাঃ, স্তুতিভিঃ সংযোজয়িতারঃ, প্রার্থনাকারিণঃ ইত্যর্থঃ ) 'মিত্রধিতয়ে' ( মিত্রাণাং ধারণার্থং, সদ্বৃত্তীনাং পরিপোষণার্থং ) 'দুহীয়ন্' ( যুষ্মৎসকাশাৎ দুহন্তি, প্রাপ্নুবন্তি—শক্তিং ইতি শেষঃ ); ভগবান সদ্বৃত্তি-বর্দ্ধনার্থং প্রার্থনাকারিণং শক্তিং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ; 'নঃ' ( অস্মান ) 'বাজবত্যৈ' ( সৎকর্ম্মসাধনশক্তিলাভায় ) 'চ' ( তথা ) 'রায়ে' ( পরমধনলাভায় ) 'মিমীতং' ( কুরুতং, সমর্থান কুরুতং—যুবাং ইতি শেষঃ ); 'চ' ( এবং ) 'নঃ' ( অস্মান ) 'ধেনুমত্যৈ' ( জ্ঞানপ্রদায়ৈ ) 'ইষে' ( সিদ্ধয়ে, সিদ্ধিলাভায় ) 'মিমীতং' ( কুরুতং, সমর্থান্ কুরুতং—যুবাং ইতি শেষঃ ); হে দেবৌ! যুবাং অস্মান্ সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্যং আত্মজ্ঞানং চ প্রযচ্ছতং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ ( ১ম—১২০সূ—৯ঋ )॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

প্রার্থনাকারিগণ সদ্বৃত্তির পরিপোষণার্থ আপনাদিগের নিকট হইতে শক্তি লাভ করেন; ( ভাব এই যে,—ভগবান্ সদ্বৃত্তির বর্দ্ধনের জন্য প্রার্থনাকারীদিগকে শক্তি প্রদান করেন ); আপনারা আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সাধন-শক্তি এবং পরমধন লাভের জন্য সমর্থ করুন; এবং আমাদিগকে জ্ঞান-প্রদ সিদ্ধিলাভের জন্য সমর্থ করুন; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য এবং আত্মজ্ঞান প্রদান করুন। ) ॥ ( ১ম—১২০সূ—৯ঋ ) ॥

° ° °

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ যুবাকু যুবাং কাময়মানাঃ স্তুতিভির্য্যাবয়িতারঃ সংযোজয়িতারো বা স্তোতারো মিত্রধিতয়ে মিত্রাণাং বন্ধুজনানাং ধারণার্থং দুহীয়ন্ যুষ্মৎসকাশাদ্ধনানি দুহন্তি প্রাপ্নুবন্তি। অতো নোঽস্মানপি বাজবত্যৈ বাজযুক্তায় চ রায়ে ধনায় মিমীতং কুরুতং। তথা ধেনুমত্যৈ ধেনুভির্যুক্তায়ৈ ইষেঽন্নায় চ নোঽস্মান্মিমীতং কুরুতং। অস্মভ্যং স্তোতৃভ্যো বলযুক্তং ধনং গোযুক্তমন্নং চ প্রযচ্ছতমিত্যর্থঃ।

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'যুবাকু' আপনাদিগের কামনাপরিপূর্ণ স্তুতিসমূহের দ্বারা সংযোজয়িতা স্তোতৃগণ 'মিত্রধিতয়ে' মিত্রগণের বন্ধুগণের ধারণের নিমিত্ত 'দুহীয়ন্' আপনাদিগের নিকটে ধনসমূহ দোহন করে—প্রাপ্ত হয়। অতএব 'নঃ' আমাদিগকেও 'বাজবত্যৈ' বাজযুক্ত 'রায়ে' ধন 'মিমীতং' করুন। আরও 'ধেনুমত্যৈ' গাভীগণের দ্বারা যুক্ত 'ইষে' অন্ন 'নঃ' আমাদিগকে 'মিমীতং' করুন। স্তোতা আমাদিগকে বলযুক্ত ধন ও গোযুক্ত অন্ন প্রদান করুন—ইহাই অর্থ।

দুহীয়ন্। দুহ প্রপূরণে। দুহির্দোহঃ। ইগুপধাৎকিদিতি ভাব ই প্রত্যয়ঃ। দুহিমাত্মন ইচ্ছতি দুহীয়তি। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। দুহীয়তেলে'টাডাগামঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকার-লোপঃ। যদ্বা দুহের্লিঙি ঝস্যরন্। পা০ ৩।৪।১০৫। ইতি ব্যত্যয়েন রন্নাদেশাভাবে রূপমেতৎ। ছান্দসোঽন্ত্যলোপঃ। যদ্বা রনাদেশে কৃতে ছান্দসো রেফস্য যকারঃ। অতএব ব্যুৎপত্ত্যনবধারণান্নাবগৃহ্ণন্তি। যুবাকু সুপাং সুলুগিতি জসো লুক্। মিমতীং। মাঙ মানে শব্দে চ। জৌহোত্যাদিকঃ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। চবায়োগে প্রথমেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। (১ম— ২০সূ – ৯ঋ)।

## নবম (১৩৩৭) ঋকের বিশদার্থ।

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং”—শ্রীভগবানের মুখ-নিঃসৃত এই বাণীই বর্ত্তমান মন্ত্রে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ‘যুবাকু দুহীয়ন্’ তোমার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়। কল্পতরুর নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তরু তাহাই প্রদান করে। অনন্ত-শক্তির আকর হইতে যে যতটুকু পারে, ততটুকু সংগ্রহ করিয়া লয়। একজন ভক্ত সাধক একটী গল্প বলিয়াছিলেন—একদিন এক পিপীলিকা চিনির পাহাড়ের নিকট গিয়াছিল। সে ক্রমাগত সেখান হইতে তাহার মুখে করিয়া চিনি আনিয়া তাহার গর্ত্তে রাখিতে লাগিল। তাহার গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া গেলেও সে দেখিল যে, চিনির পাহাড়ের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহা একটুও কমে নাই, যেমন ছিল তেমনি আছে। মানুষের অবস্থাও সেইরূপ। মানুষ ভগবানের নিকট এমন কিছু চাহিতে পারে না, যাহা সে পাইবে না। তাঁহার ভাণ্ডার অনন্ত—অফুরন্ত। মানুষ। সেই

---

দুহীয়ন্। দুহ-ধাতু প্রপূরণার্থক। ‘দুহির্দোহঃ’ এই অর্থে দুহি-ধাতু নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘ইগুপধাৎ কিৎ’ ইত্যাদি সূত্রে ভাবে ই-প্রত্যয়। দোহন আপনারা ইচ্ছা করে এই অর্থে দুহীয়তি পদ হয়। ‘সুপ আত্মনঃ ক্যচ্’ এই সূত্রে ক্যচ্-প্রত্যয়। দুহীয়তীর (দুহ-ধাতুর) লেটে অট্ আগম। ‘ইতশ্চ লোপঃ’ ইত্যাদি সূত্রে ঈকার-লোপ। অথবা দুহ-ধাতু লিঙে ‘ঝস্যরন্’ ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৩।৪ ১০৫) ব্যত্যয়ের দ্বারা রনাদেশাভাবে এতৎ রূপ। ছান্দসে অন্ত্য-লোপ। অথবা রন্-আদেশ হইলে, ছান্দসে রেফের স্থানে য-কার। অতএব ব্যুৎপত্ত্যনবধারণ-হেতু গ্রহণ করে না। যুবাকু। সুপাং সুলুক্ ইত্যাদি সূত্রে জসের লোপ। মিমীতং। মাঙ্-ধাতু মানার্থক ও শব্দার্থক। জুহোত্যাদিগণীয়। ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ। ‘ভৃঞামিৎ’ ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের ইত্ব। ‘চবাযোগে প্রথমা’ ইত্যাদি সূত্রে নিঘাতপ্রতিষেধ। (১ম - ১২০সূ ৯ঋ)।

ভাণ্ডার হইতে অমৃত সঞ্চয় করিয়া লও। তাঁহার দয়া অফুরন্ত—বিশ্বের প্রতি তাঁহার স্নেহ অফুরন্ত। তাই 'যুবাকু দুহীয়ন্'। মানুষ কামধেনু দোহন করিয়া যেরূপ অভীষ্টানুরূপ দুগ্ধ সংগ্রহ করে, সে সেইরূপ ভগবানের নিকট হইতে তাহার বাঞ্ছিত ধন পাইতে পারে। কেবলমাত্র তাঁহার নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

মন্ত্রটীর প্রথমাংশে এই নিত্য-সত্যটী খ্যাপিত হইয়াছে এবং অপরাংশে তদনুরূপ প্রার্থনা আছে। প্রজ্ঞাবান্ কাচ ও কাঞ্চনের পার্থক্য জানেন; তাই মানুষের যাহা শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু, পরমধন—সেই সৎকর্ম্মসাধনশক্তি ও জ্ঞানের জন্যই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। যদি চাইতে হয়, যদি পাইতে হয়, তবে এমন বস্তু পাইবার জন্যই চাওয়া প্রয়োজন,—যাহা পাইলে সব চাওয়া-পাওয়ার শেষ হইয়া যায়। সেই বস্তু আত্ম-জ্ঞান। আত্মজ্ঞান লাভ করিলে, মানুষ আত্মারাম হইয়া যান, বলিতে পারেন,—

'অহং দেব ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥'

সেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়—সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা। তাই 'বাজপত্যৈ ধেনুসত্যৈ ইষে'—সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য ও আত্ম-জ্ঞানপ্রদ সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে ইহলৌকিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-দায়ক ধনাদির জন্য প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ব্যাখ্যাদি হইতে ইতিহাসবেত্তাগণ অনুমান করেন যে, তখনও প্রাচীন ভারতে কৃষিকার্য্য ও কৃষিজাত দ্রব্যেরই প্রাধান্য ছিল। 'অন্নযুক্ত ধন' ও 'ধেনুযুক্ত অন্ন' এই দুইটী বাক্যাংশ প্রচলিত ব্যাখ্যাতে পাওয়া যায়। 'ধেনুযুক্ত অন্ন' বাক্যাংশটীর অর্থ অস্পষ্ট। সম্ভবতঃ ব্যাখ্যাকার 'ধেনুরূপ ধন' অর্থে উহা ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা হউক, এই সমস্ত ব্যাখ্যাদি হইতে অনুমান করা হয় যে, তখন কৃষিকার্য্য ও দুগ্ধ প্রভৃতির জন্য গো-ধন আর্য্যদের প্রধান সম্পত্তি ছিল এবং কৃষিজাত ধান্যাদি হইতেই তাঁহাদিগের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। সে যাহা হউক, আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে॥ (১ম—১২০সূ—৯ম)॥

## দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। বিংশাধিকশততমং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

অশ্বিনোরসনং রথমনশ্বং বাজিনীবতোঃ।
তেনাহং ভূরি চাকন॥ ১০॥

* * *

### পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্বিনোঃ। অসনং। রথং। অনশ্বং। বাজিনীঽবতোঃ।
তেন। অহং। ভূরি। চাকন॥ ১০॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজিনীবতোঃ' (সাধনমার্গানুকূলশক্তিসম্পন্নয়োঃ, সাধনশক্তিপ্রদায়কয়োঃ ইত্যর্থঃ) 'অশ্বিনোঃ' (আধিব্যাধিনাশকয়োঃ দেবয়োঃ সম্বন্ধিনং) 'অনশ্বং' (ব্যাপকজ্ঞানবিরহিতং) 'রথং' (সৎকর্ম্মরূপং যানং) যদি 'অসনং' (সম্ভজামি), 'তেন' (তেন যানেন কর্ম্মণা ইত্যর্থঃ) 'অহং' (প্রার্থনাকারী অহং) 'ভূরি' (প্রভূতং—শ্রেয়াংশং, মোক্ষং) 'চাকন' (কাময়ে, প্রাপ্তসমর্থঃ ভবামি ইত্যর্থঃ); অজ্ঞানঃ যদি সৎকর্ম্মপরায়ণঃ ভবতি সঃ হি উদ্ধারং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ॥ (১ম-১২০—সূ১০ঋ)॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

সাধনশক্তিদাতা আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়ের সম্বন্ধীয় ব্যাপকজ্ঞানবিরহিত সৎকর্ম্মরূপ যানকে যদি আমি ভজনা করি, সেই কর্ম্মের দ্বারা আমি প্রভূত শ্রেয়ঃ লাভ করিতে সমর্থ হই। (ভাব এই যে,—অজ্ঞান যদি সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়, সেও উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—১২০সূ—১০ঋ)॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

বাজিনীবতোঃ। বাজোঽন্নং বলং বা। তদ্বৎক্রিয়াবতোরশ্বিনোরনশ্বমশ্বরহিতমশ্বরাহিত্যেঽপি সামর্থ্যাতিশয়েন গচ্ছন্তং রথমসনং। অহং স্তোতা সমভজং। তেন চ রথেন ভূরিং প্রভূতং শ্রেয়শ্চাকন। কাময়ে।

অসনং। বন ষণ সম্ভক্তৌ। লঙ। চাকন। কন দীপ্তিকান্তিগতিষু। ছান্দসো লিট্। ণলুত্তমো বেতি ণিত্ত্বস্য বিকল্পনাদ্বৃদ্ধ্যভাবঃ। তুজাদিত্বাদভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। (১ম—১২০সূ—১০ঋ)॥

⁂

## দশম ( ১৩৩৮ ) ঋকের বিশদার্থ।

এক দৃষ্টিতে মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পক্ষান্তরে, নিত্যসত্য-তত্ত্ব-প্রকাশক। এক দৃষ্টিতে বুঝা যায়,—সৎকর্ম্মসাধনের শক্তি ও মোক্ষ-লাভের জন্য প্রার্থনা এই মন্ত্রে আছে। অন্য দৃষ্টিতে বুঝা যায়, এখানে বলা হইয়াছে—সৎকর্ম্মের শুভফল অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানের অভাব হইলেও, সৎকর্ম্মই শুভফল প্রদান করে, জ্ঞানাধারে পৌঁছাইয়া দেয়।

অজ্ঞানতা-নাশ ও সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য এই দুইটী একসূত্রে বাঁধা। একটীর সম্ভাবনাতে অন্যটীর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবিয়া থাকে বলিয়া মানুষ সৎচিন্তায় সৎকর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করে না। কারণ, মোহ-অজ্ঞানতার বশে মানুষ সত্যের সন্ধান পায় না। অন্ধকার দূর হইলে, মানুষ যেমন জাগতিক বস্তুর পরিচয় জানিতে পারে,—এইটী কাচ, এইটী কাঞ্চন, এই পার্থক্য যেমন বুঝিতে পারে,—সেইরূপ হৃদয় হইতে অজ্ঞানতার কালপর্দ্দা সরিয়া গেলে, মানুষ

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বাজিনীবতোঃ' বাজ অন্ন অথবা বল তদ্বৎ ক্রিয়াবান্ 'অশ্বিনোঃ' অশ্বিদ্বয়ের 'অনশ্বং' অশ্বরহিত অশ্বরাহিত্যেও অতিশয় সামর্থ্যের দ্বারা গমনকারী 'রথং' রথকে 'অসনং অহং' আমি স্তুতিকারী ভজনা করি; এবং 'তেন' সেই রথের দ্বারা 'ভূরি' প্রভূত মঙ্গল 'চাকন' কামনা করি।

অসনং। বন ও ষণ-ধাতু সম্ভক্ত্যার্থক। লঙে ইহা নিষ্পন্ন হয়। চাকন। কন-ধাতু দীপ্তি কান্তি ও গত্যর্থক। ছান্দসে লিট্। 'ণলুত্তমো বা' ইত্যাদি সূত্রে ণিত্বের বিকল্পন-হেতু বৃদ্ধির অভাব। তুজাদিত্ব-হেতু অভ্যাসের দীর্ঘত্ব॥ ( ১ম - ১২০সূ - ১০ঋ )॥

⁂

আপন স্বরূপ বুঝিতে পারে;—আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া তদনুযায়ী কর্ম্মপ্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। যে পর্য্যন্ত না অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, সেই পর্য্যন্ত মানুষ প্রকৃতভাবে সৎকর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারে না। সন্দেহ, অবিশ্বাস প্রভৃতি সাধনমার্গের ভীষণ শত্রুগণ তাহাকে আক্রমণ করে, এবং অনেক সময় দুর্ব্বল-চিত্ত ব্যক্তি সেই আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পাপের হাতে আত্মসমর্পণ করে। এ যেমন একদিক; অন্যদিকে আবার, সৎকর্ম্মসাধন দ্বারাও জ্ঞানলাভের সহায়তা হয়, মুক্তির পথ সুগম হইয়া আসে।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল;—"আমি অন্নদাতা অশ্বিদ্বয়ের অশ্বরহিত রথ পাইয়াছি; তাহা দ্বারা আমি অনেক (লাভ) কামনা করি।" বলিয়াছি তো—বেদ দর্পণ স্বরূপ, প্রত্যেকেই বেদের মধ্যে নিজ-হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান। সুতরাং কোনও ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদিগের বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু এস্থলে একটী কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি যে, অশ্বিদ্বয় সাধারণ চিকিৎসক নহেন। এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও প্রকারান্তরে তাহা স্বীকার করা হইয়াছে। 'অনশ্বং' পদের ব্যাখ্যা-কালে ব্যাখ্যাকার লিখিতেছেন—"অশ্ব-রহিত হইলেও অশ্বিদ্বয়ের সামর্থ্যে গমনশীল রথ।" ইহা কি সাধারণ চিকিৎসকের 'রথ' সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে? আচ্ছা, না হয় ধরা গেল যে,—অশ্বিদ্বয় সাধারণ চিকিৎসক হইলেও তাঁহাদের যোগলব্ধ অলৌকিক শক্তি ছিল। কিন্তু এর পরের অংশেই আছে—"তাহা দ্বারা আমি অনেক (লাভ) কামনা করি।" কিরূপ লাভ? চিকিৎদ্বয়ের অশ্ববিহীন রথ যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করিয়া কি?

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে অশ্বিদ্বয়কে 'অন্নদাতা' বলা হইয়াছে। প্রকারান্তরে এই মন্ত্রেও অন্ন-সম্বন্ধীয় প্রার্থনা আছে। সুতরাং ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, তখন দৈব-দুর্ব্বিপাক-বশতঃ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় পুনঃপুনঃ অন্নের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা যে এই মত গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাহা মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। আমাদিগের মতে এই মন্ত্রে সৎকর্ম্মের

শক্তি বিবৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইহার অভ্যন্তরে অজ্ঞানতা-নাশ ও মোক্ষ-লাভের জন্য প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ॥ (১ম—১২০সূ—১০ঋ) ॥

---

### একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। বিংশাধিকশততমং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

অয়ং সমহ মা তনূহ্যাতে জনাঁ অনু।
সোমপেয়ং সুখো রথঃ ॥ ১১ ॥

• • •

#### পদ-বিশ্লেষণং।

অয়ং। সমহ। মা। তনু। উহ্যাতে। জনান্। অনু।
সোমঽপেয়ং। সুঽখঃ। রথঃ ॥ ১১ ॥

• • •

#### মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সুখঃ' (সুখপ্রদঃ) 'রথঃ' (সৎকর্ম্মরূপঃ বাহকঃ) 'জনান্' (মনুষ্যান্, অনুসারিণঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমপেয়ং' (শুদ্ধসত্ত্বোপভোগ্যং—স্থানং ইতি যাবৎ) 'অনু উহ্যাতে' (যথাক্রমেণ নীয়তে, প্রাপয়তি); সৎকর্ম্মসাধনেন লোকঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবপূর্ণঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'সমহ' (ধনযুক্তঃ পরমার্থপ্রদঃ) 'অয়ং' (অয়ং সৎকর্ম্মরূপঃ বাহকঃ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) (মাং) 'তনু' (বিস্তারয়তু, প্রবর্দ্ধয়তু, মোক্ষলাভায় সমর্থং করোতু ইত্যর্থঃ); সৎকর্ম্মসাধন-'মা' সামর্থ্যং লব্ধা অহং মোক্ষলাভং করবানি—ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—১২০সূ—১১ঋ) ॥

• • *

#### বঙ্গানুবাদ।

সুখ-প্রদ সৎকর্ম্ম-রূপ-বাহক, অনুসারীদিগকে শুদ্ধসত্ত্বোপভোগ্য স্থান যথাক্রমে প্রদান করে; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষ শুদ্ধসত্ত্বভাব-পূর্ণ হয়); পরমার্থপ্রদ এই সৎকর্ম্মরূপ বাহক

অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য আমাকে মোক্ষ লাভের জন্য সমর্থ করুক; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভ করিয়া আমি যেন মোক্ষলাভ করি।)॥ (১ম—১২০সূ—১১ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সমহ ধনেন সহিত হে রথ অয়ং পুরোবর্ত্তী ত্বং মা মাং তনু বিস্তারয়। পুত্রপৌত্রধনাদিভিঃ সমৃদ্ধং কুরু। যদ্বা অয়ং অয়মানং ত্বাং প্রাপ্নুবন্তং মামিতি যোজ্যং। স চ সুখঃ শোভনাবকাশঃ সুখহেতুর্ব্বা রথো জনায়ন্তুস্তোতৃজনেষু সোমপেয়ং সোমপানং প্রত্যুহ্যতে। উহ্যতে অশ্বিভ্যাং নীয়তে। অতোঽশ্বিভ্যাং যদ্দীয়তে তৎসর্ব্বং রথ এব দদাতীতি রথং সম্বোধ্য প্রার্থনা।

অয়ং। ইদোঽয় পুংসি। পাঃ ৭।২।১১২। যদ্বা অয়পয় গতৌ। পচাদ্যচ্। সমহ। মঘমিতি ধননাম। মঘেন সহ বর্ত্তত ইতি সমঘঃ। ছান্দসো বর্ণবিকারঃ। যদ্বা মহ পূজায়াং। মহয়তি পূজয়তীতি মহো ধনং। পচাদ্যচ্। উহ্যাতে। বহ প্রাপণে। কর্ম্মণি লেটোঽডাগমঃ। যজাদিত্বাৎ সম্প্রসারণং। তস্য ছান্দসো দীর্ঘঃ। অনুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে যক এব স্বরঃ শিষ্যতে। সোমপেয়ং। পা পানে। অচো যদিতি ভাবে যৎ। ঈদ্যতীতি ঈকারাদেশঃ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। (১ম—১২০সূ -১১ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সমহ' হে ধনযুক্ত রথ! 'অয়ং' পুরোবর্ত্তী আপনি 'মা' আমাকে 'তনু' বিস্তার করুন। পুত্রপৌত্রধনাদির দ্বারা সমৃদ্ধ করুন। অথবা, সৌভাগ্যবান্ আপনাকে প্রাপ্ত আমাকে এইরূপ সংযোজিত হইবে। সেই 'সুখঃ' শোভনাবকাশ এবং সুখ-হেতু 'রথঃ' রথ 'জনায়ন্তু' স্তোতৃগণের মধ্যে 'সোমপেয়ং' সোমপান-প্রতি 'উহ্যাতে' অশ্বিদ্বয়কে বহন করেন। অতএব, অশ্বিদ্বয়কে যাহা দেন সেইসকল রথই প্রদান করেন—এইজন্য রথকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা।

অয়ং। 'ইদোঽয় পুংসি' (পা० ৭।২।১১১) এই সূত্রে ঐ পদ হয়। অথবা অয় ও পয় ধাতু গত্যর্থক। পচাদি অচ্-প্রত্যয়। সমহ। মঘশব্দ ধননামবাচক। মঘের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে—ইত্যাদি বাক্যে সমঘঃ। ছান্দসে বর্ণবিকার। অথবা, মহ-ধাতু পূজার্থক। অথবা, 'মহয়তি পূজয়তি' ইত্যাদি বাক্যে মহশব্দ ধনবাচক। পচাদি অচ্-প্রত্যয়। উহ্যাতে। বহ-ধাতু প্রাপণার্থক। কর্ম্মে লেটে আট আগম। যজাদিত্ব-হেতু সম্প্রসারণ। তাহার ছান্দসে দীর্ঘ। অনুপদেশ-হেতু লসার্ব্বধাতুর অনুদাত্তত্বে যক-প্রত্যয়। সোমপেয়ং। পা-ধাতু পানার্থক। 'অচো যৎ' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে যৎ। 'ঈদ্যতি' ইত্যাদি সূত্রে ঈকারাদেশ। 'যতোঽনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। কৃৎ উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব॥ (১ম—১২০সূ -১১ঋ)॥

• . •

# একাদশ (১৩৩৯) ঋকের বিশদার্থ।

প্রকৃত সুখ-শান্তি সন্মার্গের অনুসরণে সৎকর্ম্মসাধনে পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, বিশ্ব সৎ এবং সতের শক্তিতে ও অনুপ্রেরণায় পরিচালিত। তাই এই বিশ্বে সৎ ব্যতীত অসতের প্রাধান্য অসম্ভব।

প্রকৃত সুখ কি? আমাদিগের বাসনা-কামনা-পূরণ-জনিত যে মানসিক আনন্দজনক ভাব, তাহাকেই আমরা সুখ বলি। আবার সেই কামনার অপূর্ণতা হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। কিন্তু কোনও কামনা পূর্ণ হয়, আর কোনও কামনা অপূর্ণ থাকিয়া দুঃখের সৃষ্টি করে। কেন? এই 'কেন'-র উত্তর খুঁজিতে হইলে বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে গিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়। বিশ্ব এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইতেছে; আর, সেই নিয়ম-বিধায়ক—মঙ্গলময় ভগবান্ নিজে। মানুষের যে সমস্ত কামনা-বাসনা সেই মঙ্গলময়ের নিয়মের পরিপোষক, অথবা যে মানবীয় ইচ্ছাশক্তি বিশ্ব-ইচ্ছাশক্তির বিরোধী নয়, মানুষের সেই সমস্ত কামনা বা ইচ্ছা পূর্ণ হয়, মানুষকে তাহারাই আনন্দ প্রদান করে। আবার যে সমস্ত বাসনা সেই বিশ্বমঙ্গল-নিয়মের বিরোধী, সে সমস্ত পূর্ণ হয় না, প্রতিকূল শক্তির সহিত সঙ্ঘর্ষে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তাহাতেই মানুষ আশা-ভঙ্গ-জনিত দুঃখ পায়। সেই জন্যই এই মন্ত্রে 'সুখঃ রথঃ' পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। সৎকর্ম্ম-রূপ-যান বিশ্ব-মঙ্গল-নিয়মের পথে পরিচালিত হয়, অনুকূল শক্তির সাহায্যে আপনার অভীষ্ট গন্তব্য লক্ষ্যে পৌঁছিতে সমর্থ হয়। সেই যানারোহী সাধক আনন্দ লাভ করেন।

এই স্থলে জ্ঞানের প্রয়োজন। মানুষ যদি সুখ-দুঃখ-তত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে জানিতে পারে, তাহা হইলে অসৎ পরিত্যাগ করিয়া সতের দিকে চলিবে, সৎকর্ম্মে সচ্চিন্তায় আত্ম-নিয়োগ করিবে। সৎকর্ম্মের সাধন করিতে করিতেও কর্ম্মজনিত ফলে হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হইয়া যায় বটে, কিন্তু সাধন-মার্গের ভীষণ শত্রু অজ্ঞানতার আক্রমণে সাধককে বিব্রত হইতে হয়। জ্ঞান সঙ্গে থাকিলে সে ভয় দূর হইয়া যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সন্মার্গের অনুসরণে সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করাই

প্রাথমিক বিধি ; তাহার ফলেই হৃদয় নির্ম্মল হইয়া যায়,—ক্রমশঃ শুদ্ধসত্ত্ব ভাব হৃদয়কে পূর্ণ করে।

এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল ;—"হে ধন-পূর্ণ রথ! আমি এই (সম্মুখে আছি) আমাকে সমৃদ্ধ কর। অশ্বিদ্বয় সেই সুখকর রথ স্তোতৃদিগের সোমপানস্থানে লইয়া যান।" এই ব্যাখ্যাতে প্রথমতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই,—অশ্বিদ্বয়ের পরিবর্ত্তে রথকে সম্বোধন করা হইয়াছে ; এবং তাহার কৈফিয়ৎ-স্বরূপ ভাষ্যকার লিখিতেছেন—'অশ্বিভ্যাং যদ্দায়তে তৎসর্ব্বং রথ এব দদাতীতি রথং সম্বোধ্য প্রার্থনা।' তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, এ রথ—সাধারণ রথ নহে। আমরাও পূর্ব্বাপর তাহাই বলিয়া আসিতেছি। রথ অর্থে আমরা সৎকর্ম্ম-রূপ যান, অথবা সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যকেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি ; তাহাই মানুষকে তাহার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। তার পর, 'সোম' অর্থে 'সোমরস' নামক মাদক-দ্রব্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে প্রচলিত ব্যাখ্যার সাহায্যেই প্রমাণ করিয়াছি যে 'সোম' সাধারণ মদ্য নয়। পূর্ব্বের একটী মন্ত্র (১০৮ সূ—২ ঋ) "অয়ং সোমঃ যুবাভ্যাং মনসে পাতবে" হইতেও ইহা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয়। এখানেও আমরা 'সোমপেয়ং' পদে 'শুদ্ধসত্ত্বভাবপূর্ণং' অর্থ পরিগ্রহণে সঙ্গতি বোধ করিয়াছি। (১ম—১২০সূ—১১ঋ)॥

* * *

## দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। বিংশাধিকশততমং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

অধ স্বপ্নস্য নির্ব্বিদেঽভুঞ্জতশ্চ রেবতঃ।
উভা তা বস্রি নশ্যতঃ॥ ১২॥

### পদ-বিশ্লেষণং

অধ। স্বপ্নস্য। নিঃ। বিদে। অভুঞ্জতঃ। চ। রেবতঃ।

উভা। তা। বম্রি। নশ্যতঃ॥ ১২॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রেবন্তঃ অভুঞ্জতঃ' (পরমধনস্য জ্ঞানস্য অভুক্তস্য, অজ্ঞানস্য জনস্য ইত্যর্থঃ) 'অধ' (অধোগতি ভবতি); 'চ' (তথা) 'স্বপ্নদা' (মায়ায়াঃ—মায়োৎপন্নং মোহং) নিঃ (মিথ্যা, অসত্যং) 'বিদে' (বিজ্ঞাপয়তে); 'তা উভা' (মায়া অজ্ঞানং চ) 'বম্রি' (শীঘ্রং, ক্ষিপ্রমেব) 'নশ্যতঃ' (বিনাশং প্রাপ্নুতঃ); ভগবান লোকানাং হিতার্থায় কৃপয়া অজ্ঞানতাং মোহং চ বিনাশয়তি—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১২০স্—১২ঋ)॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞান ব্যক্তির অধোগতি হয়; এবং মায়োৎপন্ন মোহ অসত্য বিজ্ঞাপিত করে; মায়া এবং অজ্ঞান উভয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; (ভাব এই যে,—ভগবান্ মানুষের হিতের জন্য কৃপা করিয়া অজ্ঞানতা এবং মোহ নাশ করেন।)॥ (১ম—১২০সূ—১২ঋ)॥

• • •

### সায়ণ ভাষ্যং।

অথেদানীং প্রভাতসময়ে স্বপ্নস্য স্বপ্নং প্রতি নির্বিন্দে নির্বিণ্ণোঽস্মি। তথাভুঞ্জতঃ পরানরক্ষতো রেবতো ধনবতশ্চ পুরুষস্য এবম্ভূতং পুরুষং প্রত্যপি নির্বিণ্ণোঽস্মি। যতস্তা উভাতাবুভৌ বম্রি ক্ষিপ্রং নশ্যতঃ। নাশং প্রাপ্নুতঃ। স্বপ্নদৃষ্টঃ পদার্থঃ প্রাতর্নোপলক্ষ্যতে কদর্য্যস্যৈব ধনমভুক্তমদত্তং সৎ ক্ষিপ্রমেব নশ্যতি। তদুভয়বিষয়ো নির্ব্বেদো মাং বাধত

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অধ' ইদানীং প্রভাতসময়ে 'স্বপ্নস্য' স্বপ্নের প্রতি 'নির্ব্বিদে' আমি নির্ব্বিণ্ণ হই (ঘৃণা করি)। আরও 'অভুঞ্জতঃ' অপরকে অপ্রতিপালক 'রেবতঃ' ধনবান্ পুরুষের প্রতিও ঘৃণা করি। যেহেতু 'তাবুভৌ' সেই উভয়ই 'বম্রি' শীঘ্র 'নশ্যতঃ' নাশ প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ প্রাতঃকালে উপলব্ধ হয় না। কদর্য্যের ধনও অভুক্ত ও অপ্রদত্ত হইয়া শীঘ্র নষ্ট হয়। সেই উভয় নির্ব্বেদ ঘৃণিত বিষয় আমাকে বাধা দেয়—ইহাই অর্থ। এখানে স্বপ্নমাত্রের অসত্য

ইত্যর্থঃ। অত্র স্বপ্নমাত্রস্যাসত্ত্বপ্রতিপাদনেন দুঃস্বপ্নস্যাপ্যসম্ভাবঃ প্রতিপাদিতঃ। অত এষা দুঃস্বপ্ননাশিনীতি যুজ্যতে।

স্বপ্নস্য। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। বিদে। বিদ্লৃ লাভে। আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বান্নুমভাবঃ। রেবতঃ। রয়িশব্দান্মতুপ্। রয়ের্মতৌ বহুলমিতি সম্প্রসারণং। ছন্দসীর ইতি মতুপো বত্বং। রেশব্দাচ্চ মতুপ উদাত্তত্বমিতি তস্যোদাত্তত্বং। উভা তা। উভয়ত্র সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। (১ম—১২০সূ—১২ঋ)॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে ত্রয়োবিংশো বর্গঃ॥ ১৮২৩॥

ইতি দাশতয্যাঃ প্রথমে মণ্ডলে সপ্তদশোঽনুবাকঃ॥ ১ম—১৭অ॥

• • •

## দ্বাদশ (১৩৪০) ঋকের বিশদার্থ।

স্বপ্ন যেমন মিথ্যা; যাঁহারা পরহিতসাধনে পরসেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করিল না, তাহাদিগের জীবনও সেইরূপ বৃথা। যাহারা জগৎকে আপনার বলিয়া না জানিল, বিশ্বজীবকে আপনার জানিয়া প্রেম দিতে না পারিল, তাহারা সত্যের সাক্ষাৎ পাইল না; সুতরাং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। এই তত্ত্বই এই মন্ত্রে প্রখ্যাত দেখি।

যাহা অসত্য, যাহা বিশ্বমঙ্গল-নিয়মের বিরোধী, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পরম-মঙ্গলময় ভগবানের রাজত্বে পাপ অসত্য কিছুতেই স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। ভগবৎশক্তির বিরুদ্ধে

---

প্রতিপাদনের দ্বারা দুঃস্বপ্নেরও অসম্ভাব প্রতিপাদিত হয়। অতএব এই ঋক্ দুঃস্বপ্ননাশিনী এইরূপ যোজিত হইবে।

স্বপ্নস্য। 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং' ইত্যাদি সূত্রে কর্ম্মের সম্প্রদান-হেতু চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী। বিদে। বিদ্লৃ-ধাতু লাভার্থক। আগমানুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু নুম্-এর অভাব। রেবতঃ। রয়িশব্দ-হেতু মতুপ্-প্রত্যয়। 'রয়ের্মতৌ বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। 'ছন্দসীরঃ' ইত্যাদি সূত্রে মতুপের বত্ব। 'রেশব্দাচ্চ মতুপ উদাত্তত্বং' ইত্যাদি নিয়মে তাহার উদাত্তত্ব। উভা তা। উভয়ত্র। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে আকার॥ (১ম—১২০ :২ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৮.২৩॥

প্রথম মণ্ডলে সপ্তদশ অনুবাক সমাপ্ত॥ ১.১৭॥

দণ্ডায়মান হইলে, বিধ্বস্ত হইতে হইবেই। তাই "অন্ধাঃ তমঃ প্রবিশন্তি যে নেদিদমুপাসতে"—সেই সত্যজ্যোতির অনুসরণ না করিলে, অন্ধকার হইতে অন্ধকারতম লোকে প্রবেশ করিতে হইবে; আর, তাহার অপরিহার্য্য ফল—বিনাশ।

মায়া, মোহ, মিথ্যা—মানুষকে ক্ষণেকের জন্য বিভ্রান্ত করিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগের প্রভাব স্থায়ী হইতে পারে না। অন্ধকার জগৎকে আক্রমণ করে বটে, কিন্তু আলোকের আবির্ভাবে তাহা পলায়ন করে। যে অন্ধ মোহ-বশে পরম ধনের স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য আত্মনিয়োগ না করে, সে সেই বিশ্বমঙ্গল-শক্তির প্রাতিকূলতা করিয়া নিজের ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। ভগবানের নিয়মে সে চিরদিনের জন্য পাপের দাসত্ব করে না বটে; কিন্তু সে তাহার চরম লক্ষ্য হইতে দূরে চলিয়া যায়; মুক্তি-যাত্রার পথে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে।

অজ্ঞানতার সেবা করিয়া মানুষ অধঃপতিত হয়, আবার ভগবানই জগতের মোহ-অজ্ঞানতা দূর করেন। মানুষের দুর্ব্বলতা ও ভগবানের অসীম করুণাই এই মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়॥ (১ম—১২০সূ—১২ঋ)॥

# একবিংশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

অষ্টাদশেঽনুবাকে ষট্ সূক্তানি। তত্র কদিত্থেতি পঞ্চদশর্চং প্রথমং সূক্তং। অত্রানুক্রম্যতে। কদিত্থা পঞ্চোনা বৈশ্বদেবং বেতি। অনুবর্ত্তমানঃ কক্ষীবানৃষিঃ। অনাদেশপরিভাষয়া ত্রিষ্টুপ্। বিশ্বেদেবা ইন্দ্র বা দেবতা। বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ।

⁂

## একবিংশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অষ্টাদশ অনুবাকে ছয়টী সূক্ত আছে। তন্মধ্যে 'কদিত্থা' ইত্যাদি প্রথম সূক্তটী পঞ্চদশটী ঋক্‌যুক্ত। এ বিষয়ে অনুক্রান্ত আছে,—'কদিত্থা পঞ্চোনা বৈশ্বদেবং বা' ইত্যাদি। অনুবর্ত্তমান কক্ষীবান ঋষি। অনাদেশ পরিভাষার দ্বারা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। বিশ্বেদেবগণ অথবা ইন্দ্র দেবতা। বিনিয়োগ লৈঙ্গিক॥ তাহারই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

⁂

ওঁ

# ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমোঽষ্টকঃ। একবিংশাধিকশততমং সূক্তং।
অষ্টাদশোঽনুবাকঃ। অষ্টমোঽধ্যায়ঃ। চতুর্ব্বিংশাদারভ্য
ষড়্‌বিংশপর্য্যন্তং ত্রয়ঃ বর্গাঃ।

## একবিংশাধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের শেষ সূক্ত। এই সূক্তে পঞ্চদশটী ঋক্ আছে। বিশ্বেদেবগণ অথবা ইন্দ্র দেবতা, কক্ষীবান্ ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ।

এই সূক্তের প্রচলিত যে ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রাচীন আর্য্যহিন্দুদিগের অবস্থা-সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন সাধারণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা হয়, - এই সূক্তের অধিকাংশ ঋকেই গো, অশ্ব, অন্ন ও ধনের জন্য প্রার্থনা আছে। ইন্দ্রকে গাভীরূপ ধনদাতা ও ধনপতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং দুর্দ্দমনীয় দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ইন্দ্র সোমরস পানে তুষ্ট হন, বজ্রদ্বারা অসুর বিনাশ করেন, তিনি শত্রুদিগের দমনকারী এই দিক হইতে দেখিলে, তাঁহাকে মানুষ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অন্যদিকে আবার, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেই প্রকাশ, তিনি আকাশকে স্থিরভাবে ধারণ করেন, দ্যুলোক ও পৃথিবী তাঁহার পিতামাতা, তিনি সকল প্রাণির সেবনীয়, তিনি মানুষ পশু প্রভৃতি সর্ব্ব জীবের হিতকারী। অপিচ, দ্বিতীয়া ও ত্রয়োদশী ঋকে ইন্দ্রকে সূর্য্যের সহিত অভেদাত্মা বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে মানুষ বলিয়া মনে করা যায় না।

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে এই সূক্তে প্রাচীন আর্য্য-সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান করা হয় যে, গো ও অশ্ব প্রভৃতি পশু আর্য্যদিগের প্রধান সম্পত্তি ছিল এবং তখনও শকট ব্যবহৃত হইত। আর্য্যেরা শত্রুপরিবেষ্টিত ছিলেন; অশ্বদিগকেও মদ্য পান করান হইত, এবং তাঁহারা নিজেরাও পানার্থে ও যজ্ঞার্থে সোমরস ব্যবহার করিতেন।

আমরা পূর্ব্বাপরই ইন্দ্রকে বলৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেবতা বলিতে যে ভাব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহাও আমরা বিভিন্ন স্থানে নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। অন্যান্য যাহা আমাদিগের বক্তব্য আছে, এই সূক্তের ব্যাখ্যা-কালেই তাহা বিবৃত করা হইবে।

প্রথমে মণ্ডলে অষ্টাদশোঽনুবাকঃ একবিংশাধিকশততমং সূক্তং চ। বিশ্বেদেবা ইন্দ্রো বা দেবতা। কক্ষীবান্ ঋষিঃ। বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ।

⁂

### প্রথমা ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্। )

কদিত্থা নূঁঃ পাত্রং দেবয়তাং শ্রবদ্গিরো
অঙ্গিরসাং তুরণ্যন্।
প্র যদানড্বিশ আহর্ম্যস্যোরু ক্রংসতে
অধ্বরে যজত্রঃ ॥ ১ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

কৎ। ইত্থা। নূন্। পাত্রং। দেবঽয়তাং। শ্রবৎ। গিরঃ।
অঙ্গিরসাং তুরণ্যন্।
প্র। যৎ। আনট্। বিশঃ। আ। হর্ম্যস্য। উরু। ক্রংসতে।
অধ্বরে। যজত্রঃ। ১।

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবয়তাং' ( দেবত্বাভিলাষিণাং ) 'অঙ্গিরসাং' ( জ্ঞানিনাং ) 'তুরণ্যন্' ( ত্বরয়া ইষ্টসাধকঃ ) 'নৄঁঃ পাত্রং' ( সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারিণাং নেতৃস্থানীয়ান্ রক্ষকঃ— স ভগবান্ ইতি যাবৎ ) 'কৎ' ( কদা, কস্মিন্ কালে ) 'ইত্থা' ( অস্মাভিঃ প্রযুক্তমানাঃ ) 'গিরঃ' ( স্তুতিঃ, প্রার্থনাঃ ) 'শ্রবৎ' ( শৃণুয়াৎ ); জ্ঞানিনাং পরিত্রায়কঃ সৎকর্ম্মশীলানাং রক্ষকঃ স ভগবান্ অজ্ঞানানাং অপকর্ম্মকারিণাং অস্মাকং পরিত্রাণোপায়ং বিদধাতু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ ; 'যৎ' ( যদা ) 'বিশঃ' ( মনুষ্যঃ ) 'হর্ম্যস্য' ( স্বস্য দেহরূপস্য গৃহস্য—অধিপতিং তং ভগবন্তং ইতি যাবৎ ) 'প্র আনট্' ( প্রাপ্নোতি, হৃদি প্রত্যক্ষং করোতি ) তদানীং 'অধ্বরে' ( যজ্ঞে, তস্য নিত্যানুষ্ঠিতে কর্ম্মণি ইত্যর্থঃ ) ভগবান 'যজত্রঃ' ( যষ্টব্যঃ সন্, মিলিতঃ সন্ ) 'উরু' ( বহুলং, অশেষং ইত্যর্থঃ ) 'ক্রংসতে' ( সৎকর্ম্মসাধনায় উৎসহতে ) ; হৃদি যদা ভগবদনুভূতিঃ উপজায়তে তর্হি ভগবান্ স্বতঃ প্রকটিতঃ সন্ শ্রেয়াংসং বিদধাতি—ইতি ভাবঃ। ( ১ম—১২১সূ—১ঋ )॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

দেবত্বাভিলাষী জ্ঞানিগণের ত্বরায় ইষ্টসাধক, সৎকর্ম্মকারিগণের নেতৃগণকে রক্ষাকারী—সেই ভগবান্, কোন্ কালে আমাদিগের প্রযুক্ত এই প্রার্থনাসকল শ্রবণ করিবেন ? ( ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণের পরিত্রাণকারী, সৎকর্ম্মশীলগণের রক্ষক, সেই ভগবান্ অজ্ঞান অপকর্ম্মকারী আমাদিগের পরিত্রাণের উপায় বিধান করুন—এই প্রার্থনা ); যখন মনুষ্য আপনার দেহ-রূপ গৃহের অধিপতি সেই ভগবানকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করে, তখন তাহার নিত্যানুষ্ঠিত কর্ম্মে ভগবান্ মিলিত হইয়া অশেষ সৎকর্ম্ম-সাধনের নিমিত্ত উৎসাহ দান করেন ; ( ভাব এই যে,—হৃদয়ে যখন ভগবদনুভূতি উপজ্জিত হয়, তখন ভগবান্ স্বতঃপ্রকটিত হইয়া শ্রেয়ঃ বিধান করেন। )॥ ( ১ম—১২১সূ—১ঋ )॥

⁂

### সায়ণভাষ্যং।

নৄঁঃ পাত্রং নৄন্ পাতা নৄণাং স্তবেনেতৄণাং পুরুষাণাং রক্ষণশীল ইন্দ্রস্তুরণ্যন্ গোরূপং ধনং প্রেরয়ন্ দেবয়ন্তাং দেবং দ্যোতমানং দানাদিগুণযুক্তং বেন্দ্রমাত্মন ইচ্ছতামঙ্গিরসামৃষীনামস্মাকাম-

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'নৄঁঃ পাত্রং' ( নৄন্ পাতা ) নৃগণের স্তুতিকারী নেতৃ-পুরুষগণের রক্ষণশীল ইন্দ্র, 'তুরণ্যন্' গো-রূপ ধনকে প্রেরণকারী 'দেবয়তাং' দেবতাকে বা দ্যোতমান দানাদিগুণযুক্ত ইন্দ্রকে আপনারা ইচ্ছাকারী ( পাইবার অভিলাষী ) 'অঙ্গিরসাং' ঋষিগণের আমাদিগের 'ইত্থা' ( ইত্থং )

ইত্থং প্রযুজ্যমানা গিরঃ স্তুতীঃ কৎ কদা কস্মিন্‌কালে শ্রবৎ শৃণুয়াৎ। যদ্যদা স ইন্দ্রো হর্ম্ম্যস্য হর্ম্ম্যোপলক্ষিতগৃহেণ যুক্তস্য যজমানস্য সম্বন্ধিনো বিশ ঋত্বিগ্‌লক্ষণান্মনুষ্যানাভিমুখ্যেন প্রানট্‌ প্রাপ্নোতি। তদানীমধ্বরেঽস্মদীয়ে যজ্ঞে যজত্রো যষ্টব্যঃ সন্‌ উরু বহুলং ক্রংসতে ক্রমতে। স্বয়মেবোৎসহত ইত্যর্থঃ।

কৎ। কদা। অন্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ। নৄঃ পাত্রং। নৄন পে পা০ ৮।৩।১০। ইতি সংহিতায়াং নকারস্য রুত্বং। অত্রানুনাসিকঃ পূর্ব্বস্য তু বেত্যাকারঃ সানুনাসিকঃ। পাত্রং। পা রক্ষণে। তাচ্ছীলিকস্তৃন। ব্যত্যয়েন সোরমাদেশঃ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বা-দ্গুণাভাবে যণ্‌। দেবয়তাং। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্‌। ততো লটঃ শতৃ। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। শ্রবৎ। শ্রু শ্রবণে। লেটোঽডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্‌। তুরণ্যন্‌। তরুণ ত্বরায়াং। কণ্ড্বাদিঃ। আনট্‌। অশ্নোতের্লঙি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। শ্নৌ প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শ্নম। বিকরণঃ। ব্রশ্চাদি ষত্বে জশ্‌ত্বং। আডাগমঃ। হর্ম্ম্যস্য। হর্ম্ম্যশব্দাদর্শআদিত্বাদচ্‌। ক্রংসতে। ক্রমু পাদবিক্ষেপে। বৃত্তিসর্গতায়নেষু ক্রমঃ। পা০ ১।৩।৩৮। ইত্যাত্মনেপদং। লেটোঽডাগমঃ। সিব্বহুলং লেটীতি সিপ্‌। যজত্রঃ। অমিনক্ষীত্যাদিনা যজেরত্রন্‌প্রত্যয়ঃ॥ (১ম—১২১সূ—১ঋ)॥

প্রযুজ্যমান ‘গিরঃ’ স্তুতি ‘কৎ’ কখন কোন্‌ কালে ‘শ্রবৎ’ শ্রবণ করিবেন? ‘যৎ’ যখন সেই ইন্দ্র ‘হর্ম্ম্যস্য’ হর্ম্ম্যোপলক্ষিত গৃহের দ্বারা যুক্ত যজমানের সম্বন্ধীয় ‘বিশঃ’ ঋত্বিগ্‌যজমানলক্ষণ মনুষ্যগণকে ‘আ’ আভিমুখ্যের দ্বারা ‘প্রানট্‌’ প্রাপ্ত হয়েন; তখন ‘অধ্বরে’ আমাদিগের যজ্ঞে ‘যজত্রঃ’ যষ্টব্য হইয়া ‘উরু’ বহুল ‘ক্রংসতে’ ক্রমণ করেন অর্থাৎ নিজেই উৎসাহিত হয়েন।

কৎ। কদা। ছান্দসে অন্ত্য-লোপ। নৄঃ পাত্রং। ‘নৄন্‌ পে’ ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৮।৩।১০) সংহিতাতে ন-কারের রুত্ব। এখানে ‘অত্রানুনাসিকঃ পূর্ব্বস্য তু বা’ ইত্যাদি সূত্রে ঋকার সানুনাসিক। পাত্রং। পা-ধাতু রক্ষণার্থক। তাচ্ছীলিক তৃন্‌-প্রত্যয়। ব্যত্যয়ের দ্বারা সোরমাদেশ। সংজ্ঞা-পূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু গুণাভাবে যণ্‌-প্রত্যয়। দেবয়তাং। ‘সুপ আত্মনঃ ক্যচ্‌’ ইত্যাদি সূত্রে ক্যচ্‌-প্রত্যয়। তাহাতে লটে শতৃ। ‘শতুরনুমঃ’ ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। শ্রবৎ। শ্রু-ধাতু শ্রবণার্থক। লেটে অট্‌-আগম। ‘বহুলং ছন্দসি’ ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। তুরণ্যন্‌। তুরণ-ধাতু ত্বরা অর্থে ব্যবহৃত। কণ্ড্বাদি। আনট্‌। ‘অশ্নোতি’র (অশ্‌-ধাতুর) লঙে ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ। শ্নৌ প্রাপ্ত হওয়ায়, ব্যত্যয়ের দ্বারা শ্নম। বিকরণ। ব্রশ্চাদিতে ষত্ব-স্থানে জশ্‌ত্ব। আট্‌-আগম। হর্ম্ম্যস্য। হর্ম্ম্য-শব্দের উত্তর অর্শ-আদিত্ব-হেতু অচ্‌-প্রত্যয়। ক্রংসতে। ক্রমু-ধাতু পাদবিক্ষেপ-অর্থক। ‘বৃত্তিসর্গতায়নেষু ক্রমঃ’ ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ১৩৩৮) আত্মনেপদ। লেটে অট্‌-আগম। ‘সিব্বহুলং লেটি’ ইত্যাদি সূত্রে সিপ্‌। যজত্রঃ। ‘অমিনক্ষি’ ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা এখানে ‘যজ’র (যজ-ধাতুতে) অত্রন্‌-প্রত্যয়॥ (১ম—১২১সূ—১ঋ)॥

## প্রথম ( ১৩৪১ ) ঋকের বিশদার্থ।

ভগবানের সম্বন্ধে মানুষের প্রাণে যখন একটা ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, ভগবান্ তখন আপনিই আসিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়েন। মানুষ যখন ঐকান্তিকতার সহিত আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা জানায়,—'কোথা ভগবন্! জ্ঞানীর সখা! সৎকর্ম্মকারীর সহায়! এ অজ্ঞান অপকর্ম্মকারী আমার উপায় কি হইবে?' তখনই হৃদয়ের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ-বিকাশ প্রকাশ পায়; মানুষ প্রত্যক্ষ করে,—ভগবান্ যেন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে সৎপথ প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথমে চাই—অনুশোচনা। তার পর চাই—আকুল আহ্বান। ভগবান্ কখনই স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি আপনিই আসিয়া ভক্তকে কোলে তুলিয়া লয়েন।

এই মন্ত্রে এই দুই তত্ত্বই প্রকাশমান্ দেখি। প্রাণে অনুতাপ আসিয়াছে। যাঁহারা সৎকর্ম্মশীল, যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা তো উদ্ধার পাইবেন; কিন্তু এ পাপী আমার উপায় কি হইবে? এই অনুশোচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমার প্রার্থনা তুমি কবে শুনিবে! আমি অপকর্ম্মকারী, আমি অজ্ঞান; তাই বলিয়া কি আমায় পরিত্যাগ করিবে? তুমি যে করুণানিদান! তুমি যে পরম দয়াময়! তুমি কৃপা না করিলে, এ পাপীর উদ্ধার কি প্রকারে হইবে?' মন্ত্রের প্রথম চরণে এই অনুশোচনা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় চরণে তাহারই ফল প্রত্যক্ষীভূত। এই আকুল আহ্বানের ফলে, ভগবান্ হৃদয়ে প্রকাশমান্ হইয়া মানুষকে তাহার গতিমুক্তির উপায়-স্বরূপ সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করেন;—স্বয়ং হৃদয়ে উপস্থিত থাকিয়া পরিচালক-রূপে গতিপথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। মন্ত্রে এই ভাবই আমরা প্রকাশমান্ দেখি।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্য ভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায়। মূলে একটী 'তুরণ্যন্' পদ আছে। ঐ পদের প্রকৃত অর্থ—ত্বরিতগতি বা ত্বরায় প্রেরক। ইহা হইতে 'গো-রূপ ধনের প্রেরণকারী' অর্থাৎ গাভী-দানকারী অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। মূলে 'অঙ্গিরসাং' পদ আছে। তাহা উপলক্ষে অঙ্গিরস্-বংশীয় ঋষিগণের সম্বন্ধ সূচনা করা

হয়। তাঁহারাই যেন ঐ প্রার্থনা করিতেছেন—এই ভাব প্রকাশ পায়। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও পার্থক্য ভাষ্যে ও আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় উপলব্ধ হইবে। (১ম—১২১সূ—১ঋ)॥

---

### দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশাধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

স্তম্ভীদ্ধ দ্যাং স ধরুণং প্রুষায়দৃভুর্ব্বাজায়
দ্রবিণং নরো গোঃ।
অনু স্বজাং মহিষশ্চক্ষত ব্রাং মেনামশ্বস্য
পরি মাতরং গোঃ ॥ ২ ॥

∴

পদ-বিশ্লেষণং।

স্তম্ভীৎ। হ। দ্যাং। সঃ। ধরুণং। প্রুষায়ৎ। ঋভুঃ। বাজায়।
দ্রবিণং। নরঃ। গোঃ।
অনু। স্বঽজাং। মহিষঃ। চক্ষত। ব্রাং। মেনাং। অশ্বস্য।
পরি। মাতরং। গোঃ ॥ ২ ॥

∴

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'সঃ' ( ভগবান ) 'হ' ( এব ) 'দ্যাং' ( দ্যুলোকং ) তথা 'ধরুণং' ( সর্ব্বস্য ধারকং পৃথ্বীলোকং ) 'স্তম্ভীৎ' ( স্তভ্নাতি, রক্ষতি ) ; তস্যৈব নির্দেশেন 'গোঃ' ( জ্ঞানস্য ) 'নরঃ' ( নেতা, প্রবর্ত্তকঃ ইত্যর্থঃ ) 'ঋভুঃ' ( নরদেবঃ, দেবত্বপ্রাপ্তঃ জনঃ, সাধকঃ ইত্যর্থঃ ) 'বাজায়' ( সৎকর্ম্মসাধনায় ) 'দ্রবিণং' ( ধনং, শক্তি-সামর্থ্যং ) 'প্রুষায়ৎ' ( পুষ্ণাতি, উদ্বোধয়তি ইত্যর্থঃ ) ; অয়ং ভাবঃ—ত্রিলোকপালকস্য ভগবতঃ ইঙ্গিতেনৈব সাধবঃ লোকান্ সন্মার্গং প্রদর্শয়ন্তি ; 'মহিষঃ' ( মহিমান্বিতঃ নরদেবঃ, সাধকঃ ইত্যর্থঃ ) 'স্বজাং' ( স্বসকাশাৎ উৎপন্নাং ) 'ব্রাং' ( জ্ঞানোন্মেষিকাং উষাং বৃত্তিং কর্ম্মশক্তিং বা ) 'অনু' ( লোকান্ প্রতি ) 'চক্ষত' ( প্রকাশয়তে ) তথা 'অশ্বস্য মেনাং' ( ব্যাপক জ্ঞানস্য সম্বন্ধিনীং সদ্বৃত্তিং, জ্ঞানোন্মেষিকাং কর্ম্মশক্তিং ইত্যর্থঃ ) 'গোঃ মাতরং' ( জ্ঞানস্য উৎপত্তিস্থানং, আদিজ্ঞানং পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ ) 'পরি' ( পরিতঃ প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ ) ; অয়ং ভাবঃ - নরদেবতায়াঃ অনুকম্পয়া লোকেষু সদ্বৃত্তিঃ উন্মেষিতা ভবতি, তেন চ সৎকর্ম্মসাধনসম্পন্নাঃ সন্তঃ লোকাঃ পরাজ্ঞানং লভন্তে। (১ম—১২১সূ—২ঋ) ॥

∴

### বঙ্গানুবাদ ।

সেই ভগবানই দ্যুলোককে ও পৃথ্বীলোককে ধারণ করিয়া আছেন—রক্ষা করিতেছেন ; তাঁহারই নির্দেশে জ্ঞানের প্রবর্ত্তক নরদেবতা ( সাধক ) সৎকর্ম্মসাধনের নিমিত্ত শক্তিসামর্থ্যকে পুষ্ট করেন—উদ্বুদ্ধ করেন ; ( ভাব এই যে,—ত্রিলোকপালক ভগবানের ইঙ্গিতেই সাধুগণ মনুষ্যদিগকে সন্মার্গ প্রদর্শন করিতেছেন ) ; মহিমান্বিত নরদেবতা ( সাধক ) আত্মসকাশ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তিকে বা কর্ম্মশক্তিকে মনুষ্যগণের প্রতি প্রকাশ করেন, এবং ব্যাপক জ্ঞানের সম্বন্ধিনী সদ্বৃত্তিকে সর্ব্বোতোভাবে আদিজ্ঞান পরাজ্ঞান প্রাপ্ত করান ; ( ভাব এই যে,—নরদেবতার অনুকম্পায় মনুষ্যগণের মধ্যে সদ্বৃত্তি উন্মেষিত হয় এবং তদ্দ্বারা সৎকর্ম্মসাধনসম্পন্ন হইয়া মনুষ্যগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন । ) ॥ (১ম—১২১সূ—২ঋ) ॥

∴

### সায়ণ-ভাষ্যং ।

স ইন্দ্রো দ্যাং দ্যুলোকং স্তম্ভীদ্ধ। স্তভ্নাতি খলু। তথা গোঃ পণিভিরপহৃতস্য গোসমূহস্য বজ্রস্যোদকস্য কিরণসমূহস্য বা নরো নেতা স ইন্দ্র ঋভুঃ সূর্য্যাত্মনোরু বিস্তীর্ণং ভাসমানঃ

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

'সঃ' সেই ইন্দ্র 'দ্যাং' দ্যুলোককে 'স্তম্ভীদ্ধ' স্তব্ধ করেন। আর, 'গোঃ' পণি-সকলের দ্বারা অপহৃত গো-সমূহের, বজ্রের, উদকের অথবা কিরণ-সমূহের 'নরঃ' নেতা সেই ইন্দ্র 'ঋভুঃ' সূর্য্যাত্মার দ্বারা উরু বিস্তীর্ণ ভাসমান হইয়া 'দ্রাবণং' সকল প্রাণিগণের দ্বারা অভিদ্রবণীয়

মন দ্রবিণং সর্ব্বৈঃ প্রাণিভির্ব্বরণীয়ং ধরুণং। উদকনামৈতৎ। সর্ব্বস্য ধারকং বৃষ্ট্যুদকং বাজায়ান্নার্থং বলার্থং বা প্রুষায়ৎ। পুষ্ণাতি সিঞ্চতি প্রবর্ষতীত্যর্থঃ। অপিচ মহিষঃ। মহন্নামৈতৎ। মহান্ সূর্য্যরূপীন্দ্রঃ স্বজাং স্বসকাশাদুৎপন্নাং ব্রাং। বৃণোতি তমসা সর্ব্বমাচ্ছাদয়তীতি ব্রা রাত্রিঃ। যদ্বা প্রকাশেন বৃণোতীতি ব্রা উষাঃ। তামনু চক্ষত। চষ্টিঃ পশ্যতিকর্ম্মা। অনু পশ্চাৎ পশ্যতি প্রকাশতে। স্বয়ং প্রৌঢ়প্রকাশোঽপি স্বগত্যা নিষ্পাদিতায়া রাত্রেরুষসশ্চ পশ্চাদুদেতীত্যর্থঃ। অপি চেদমপরমাশ্চর্য্যং যদয়মশ্বস্য মেনাং। স্ত্রীনামৈতৎ। স্ত্রিয়ং বড়বাং গোর্ম্মাতরং জননীং। পরিবৈপরীত্যে। বিপরীতামকরোৎ। কদাচিদিন্দ্রো লীলয়াশ্বায়াং গামুৎপাদয়ামাস। তদত্র প্রতিপাদ্যতে মন্ত্রান্তরে চেন্দ্রবাক্যরূপেণৈতদ্বিস্পষ্টমবগম্যতে॥

ধরুণং। ধারের্ণলুক্ চেত্যুনপ্রত্যয়ঃ। প্রুষায়ৎ। পুষ প্লুষ স্নেহনসেচনপূরণেষু। ক্র্যাদিকঃ। লেটাডাগমঃ। ছন্দসি শায়জপীত্যহাবপি শ্নাপ্রত্যয়স্য শায়জাদেশঃ। নরঃ। নৃ নয়ে। বহুলবচনাদৃদোরবিতি কর্ত্তযপ্। চক্ষত। চক্ষিঙ্ ব্যক্তায়াং বাচি। ছান্দসো লঙ্। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুগভাবঃ। (১ম—১২১সূ—২ঋ)॥

* * *

## দ্বিতীয় ( ১৩৪২ ) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটীর যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে কোনই ভাব পরিগ্রহ হয় না। অপিচ, উহার ব্যাখ্যায় দুইটী উপাখ্যানের সমাবেশে মন্ত্রার্থ জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা যে দৃষ্টিতে

---

'ধরুণঃ' ( ইহা উদক-নাম-বাচক ) সকলের ধারক বৃষ্ট্যুদককে 'বাজায়' অন্নের জন্য বা বলের জন্য 'প্রুষায়ৎ' সিঞ্চন করেন, প্রকৃষ্টরূপে বর্ষণ করেন—ইহাই অর্থ। অপিচ, 'মহিষঃ' ( ইহা মহৎ-নাম-বাচক) মহান্ সূর্য্যরূপী ইন্দ্র 'স্বজাং' স্ব-সকাশ হইতে উৎপন্ন 'ব্রাং'। আবৃত করে—অন্ধকার দ্বারা সকল আচ্ছাদিত করে—এই অর্থে ব্রা-শব্দে রাত্রি বুঝায়। অথবা প্রকাশের দ্বারা আবৃত করে—এই অর্থে ব্রা-শব্দে উষা বুঝায়। তাহাকে 'অনু চক্ষত'। চষ্টি-ধাতু দর্শন-কর্ম্ম বুঝায়। অনু পশ্চাৎ পশ্যতি প্রকাশ করে। স্বয়ং প্রৌঢ়প্রকাশেও স্বগতিতে নিষ্পাদিতা রাত্রির ও উষার পশ্চাৎ উদিত হয়—ইহাই অর্থ। অপিচ, এইটী পরম আশ্চর্য্য যে এই অশ্বের 'মেনাং' (ইহা স্ত্রী নাম-বাচক) স্ত্রীকে বড়বাকে 'গোঃ মাতরং' জননীকে 'পরি' বৈপরীত্যের দ্বারা বিপরীত করিয়াছিলেন! কোনও সময় ইন্দ্র লীলা দ্বারা অশ্ব হইতে গাভীকে উৎপাদন করিয়াছিলেন—এখানে তাহাই প্রতিপাদিত হয়। মন্ত্রান্তরেও ইন্দ্র-বাক্যরূপে ইহা বিস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়।

ধরুণং। 'ধারের্নলুক্ চ' ইত্যাদি সূত্রে উন-প্রত্যয়। প্রুষায়ৎ। পুষ প্লুষ-ধাতু স্নেহন, সেচন এবং পূরণ-অর্থে ব্যবহৃত। ক্র্যাদিগণীয়। লেটে অট-আগম। নরঃ। বহুলবচন-হেতু 'ঋদোরপ্' ইত্যাদি সূত্রে কর্ত্তৃবাচ্যে যপ্-প্রত্যয়। চক্ষত। চক্ষিঙ্-ধাতু ব্যক্তাতে বাক্য অর্থ বুঝায়। ছান্দসে লঙ্। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপের অভাব॥ ২॥

* * *

যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কোন পদে কি অর্থ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রার্থে দুই অদ্ভুত উপাখ্যানের সমাবেশ করা হইয়াছে, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি। মন্ত্রের দুই চরণে দুইটী 'গোঃ' পদ আছে। তাহার প্রথম 'গোঃ' পদ উপলক্ষে ভাষ্যে দুই প্রকার অর্থের পরিকল্পনা দেখা যায়। প্রথমতঃ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—দস্যু পণিগণ কর্ত্তৃক অপহৃত গোসমূহের বিষয়ই এখানে উক্ত আছে; দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে,—বজ্রের উদকের বা কিরণসমূহের বিষয়ই এখানকার লক্ষ্যস্থল। একটী 'গোঃ' পদ হইতে এইরূপ দ্বিবিধ কল্পনার ও উপাখ্যানের সমাবেশ দেখা যায়। দ্বিতীয় 'গোঃ' পদ উপলক্ষে ভাষ্যাদিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—ইন্দ্র ঘোটকীর গর্ভ হইতে গাভী উৎপাদন করিয়াছিলেন; এবং "মেনাং অশ্বস্য পরি মাতরং গোঃ" বাক্যাংশে ইন্দ্রের এই অলৌকিক কর্ম্ম-কাহিনীই বিবৃত রহিয়াছে। মন্ত্রের প্রচলিত একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) "ইন্দ্র স্বতেজে আকাশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি পণি-কর্ত্তৃক অপহৃত গাভীগণের পুনরুদ্ধারকর্ত্তা, এবং আলোক বিস্তার করিয়া সকলের জীবনদায়ক জলের প্রেরণকর্ত্তা; সূর্য্যরূপী মহান ইন্দ্র, সন্ধ্যা উষোদয়ের পরই প্রকাশিত হন। ইন্দ্র অশ্বীর উদর হইতে গাভী উৎপন্ন করিয়াছিলেন"

(2) He established heaven; he poured forth, skilful worker, the wealth of kine, for strength, that nurtures heroes.

The Mighty One his self-born host regarded, the horse's mate, the mother of the heifer."

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক গবেষণা দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ প্রকার প্রহেলিকাপূর্ণ অর্থই প্রায়শঃ পরিগৃহীত।

এখন, আমাদিগের ব্যাখ্যার বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি। এ পক্ষে, আমরা পূর্ব্বাপর যে পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই সকল অর্থেই সঙ্গতি দেখিতে পাই।

মন্ত্রটী চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম চরণের প্রথম অংশে, "সঃ হ দ্যাং ধরুণং স্তম্ভীৎ" বাক্যাংশে, ভগবানের মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। ভগবান্ যে দ্যুলোককে ও ভূলোককে রক্ষা করিতেছেন, এই তত্ত্বই ঐ

অংশে প্রকাশমান্। দ্বিতীয় অংশে, "গোঃ নরঃ ঋভু বাজায় দ্রবিণং প্রুষায়ৎ" বাক্যাংশে, সেই ভগবানের শক্তি কি প্রকারে জগতের হিত-সাধনে ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ভগবান্ স্বয়ং মনুষ্যের পরিদৃষ্ট হইয়া কোনও কার্য্যসাধন করেন না; নরদেবগণের—সাধুগণের মধ্য দিয়াই তাঁহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কিরূপে সেই কার্য্য সমাহিত হইতেছে, এই অংশে এবং দ্বিতীয় চরণের দুই অংশে তাহাই প্রখ্যাত দেখি। সাধুগণ কর্ত্তৃকই সৎকর্ম্মসাধনের শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। তাঁহারাই আপনাদিগের জ্ঞানকে লোকের মধ্যে বিস্তৃত করেন। "মহিষঃ স্বজাং ব্রাং অনু চক্ষত" বাক্যাংশে, সাধুগণ কর্ত্তৃক জ্ঞান-বিস্তারের বিষয় অবগত হওয়া যায়। তারপর "অশ্বস্য মেনাং গোঃ মাতরং পরি" এই বাক্যাংশে বলা হইয়াছে,—সেই জ্ঞানই ক্রমশঃ পরাজ্ঞানে পরিণত হয়। ফলতঃ, সাধুগণের অনুসরণে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে ক্রমে ক্রমে সজ্জ্ঞানের অধিকারী হইয়া মানুষ যে পরাগতি প্রাপ্ত হয়, এই তত্ত্বই এখানে বিবৃত দেখা যায়। ভগবান্ এইরূপেই জীবের উদ্ধার-সাধন করেন॥ (১ম—১২:সূ—২ঋ)॥

—— ——

### তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশাধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

নক্ষদ্ধবমরুণীঃ পূর্ব্ব্যং রাট্ তুরো
বিশামঙ্গিরসামনু দ্যূন্।
তক্ষদ্বজ্রং নিযুতং তস্তম্ভদ্দ্যাং চতুষ্পাদে
নর্য্যায় দ্বিপাদে ॥ ৩ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

নক্ষৎ। হবং। অরুণীঃ। পূর্ব্ব্যং। রাট্। তুরঃ।
বিশাং। অঙ্গিরসাং। অনু। দ্যূন্।
তক্ষৎ। বজ্রং। নিঽযুতং। তস্তম্ভৎ। দ্যাং। চতুঃঽপদে।
নর্য্যায়। দ্বিঽপাদে॥ ৩॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অঙ্গিরসাং' (জ্ঞানিনাং) 'পূর্ব্ব্যং' (চিরন্তনং) 'হবং' (আহবনীয়ং, সত্ত্বভাবং অনুসৃত্য ইতি যাবৎ) 'বিশাং তুরঃ' (লোকানাং ত্রায়কঃ) 'রাট্' (রাজমানঃ স্বপ্রকাশঃ স ভগবান্) 'অনুদ্যূন্' (নিরন্তরং) 'অরুণীঃ' (নবীনজ্ঞানরশ্মীন্) 'নক্ষৎ' (জগতি প্রকাশয়তি, বিস্তারয়তি ইত্যর্থঃ); জ্ঞানিনাং কর্ম্মণা লোকাঃ সজ্জ্ঞানং লভন্তে ইতি ভাবঃ; স ভগবান 'চতুষ্পদে নর্য্যায় দ্বিপাদে' (সর্ব্বেভ্যঃ জীবেভ্যঃ—পরিত্রাণায় ইতি যাবৎ) 'নিযুতং' (রক্ষণশক্তিযুতং) 'বজ্রং' (রিপুবিমর্দ্দকং অস্ত্রং) 'তক্ষৎ' (ধারয়তি); তথা 'দ্যাং' (দ্যুলোকং, স্বর্গহেতুভূতং সত্ত্বভাবং ইত্যর্থঃ) 'তস্তম্ভৎ' (রক্ষতি); জীবানাং পরিত্রাণায় সত্ত্বভাবস্য রক্ষণার্থং ভগবান্ সদৈব ক্রিয়াশীলঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম-১২১স ৩ঋ)॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানিগণের চিরন্তন আহবনীয় সত্ত্বভাবকে অনুসরণ করিয়া, লোকগণের ত্রাণকারী রাজমান্ স্বপ্রকাশ সেই ভগবান্, নিরন্তর নবীন জ্ঞানরশ্মিসমূহকে জগতে প্রকাশ করিতেছেন—বিস্তার করিতেছেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণের কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যগণ সৎজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন); সেই ভগবান্ সকল জীবের পরিত্রাণের জন্য রক্ষণশক্তি-যুত রিপু-বিমর্দ্দক অস্ত্রকে ধারণ করিয়া আছেন; এবং দ্যুলোককে—স্বর্গহেতুভূত সত্ত্বভাবকে রক্ষা করিতেছেন; (ভাব এই যে,—জীবগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত সত্ত্বভাবের রক্ষণের জন্য ভগবান্ সদাই ক্রিয়াশীল আছেন।)॥ (১ম—১২১সূ—৩ঋ)॥

* * *

## সায়ণ-ভাষ্যং।

অরুণীররুণবর্ণা আরোচমানা বোষসো রাট্ রাজয়ন্ প্রকাশয়ন্ সূর্য্যাত্মেন্দ্রঃ পূর্ব্যং পূর্ব্বৈঋষিভিঃ প্রযুক্তং হবমিদানীমস্মাভিঃ ক্রিয়মাণমাহ্বানং নক্ষৎ। নক্ষতু শৃণোতু। কীদৃশঃ। অনুদ্যূন্ অনুদিবসং বিশাং মনুষ্যাণামাঙ্গিরসামৃষীণাং স্তোতৃণাং তুরঃ ধনস্য প্রেরয়িতা। অপিচ স ইন্দ্রো বজ্রং স্বকীয়মায়ুধং নিযুতঃ হস্তব্যেন সহ নিতরাং যুক্তং তক্ষদকরোৎ। তথা স্তাং দ্যুলোকং ততস্তভৎ অস্তম্ভচ্চ। যথাধো ন পততি তথাকরোদিত্যর্থঃ। কিমর্থং। নর্য্যায় নৃভ্যো হিতায় চতুষ্পদে গবাশ্বাদয়ে দ্বিপাদে মনুষ্যায় চ। এতদুভয়ার্থমিত্যর্থঃ॥

নক্ষৎ। নক্ষ গতৌ। লেট্যডাগমঃ। পূর্ব্যং। পূর্ব্বৈঃ কৃতমিনিয়ৌ চেতি য-প্রত্যয়ঃ। রাট্। রাজৃ দীপ্তৌ। অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্। তুরঃ। তুর ত্বরণে। ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। তক্ষৎ। তক্ষূ ত্বক্ষূ তনূকরণে। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। ততস্তভৎ। ষ্টভি স্কভি গতিপ্রতিবন্ধে। অস্মাল্লুঙি চঙি রূপং। চঙ্যন্যতরস্যামিত্যুপোত্তমস্যোদাত্তত্বং। পূর্ব্বপদস্যাসমানবাক্যস্থত্বান্নিঘাতাভাবঃ। চতুষ্পদে। চত্বারঃ পাদা অস্য। সংখ্যাসু পূর্ব্বস্যেতি পাদশব্দস্যান্ত্যলোপঃ সমাসান্তঃ। চতুর্থ্যেকবচনে ভসংজ্ঞায়াং পাদঃ পদিতি পদ্ভাবঃ। দ্বিপাদে।

---

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অরুণীঃ' অরুণবর্ণ আরোচমান উষাকে 'রাট্' প্রকাশ করিয়া সূর্য্যাত্মা ইন্দ্র 'পূর্ব্যং' পূর্ব্ব ঋষিসমূহের দ্বারা প্রযুক্ত 'হবং' এখন আমাদিগকর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ আহ্বানকে 'নক্ষৎ' ( নক্ষতু ) শ্রবণ করুন। কিরূপ? 'অনুদ্যূন্' অনুদিবস 'বিশাং' মনুষ্যসমূহের 'আঙ্গিরসাং' স্তোতা ঋষিসমূহের 'তুরঃ' ধনের প্রেরয়িতা। অপিচ, সেই ইন্দ্র 'বজ্রং' স্বকীয় আয়ুধকে 'নিযুতং' হস্তব্যের সহিত অবশ্যযুক্ত 'তক্ষৎ' করিয়াছিলেন। আর 'স্তাং' দ্যুলোককে 'ততস্তভৎ' অস্তম্ভিত করিয়াছিলেন। যেন নিম্নে না পড়ে সেইরূপ করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। কি জন্য? 'নর্য্যায়' নৃগণের হিতের জন্য 'চতুষ্পদে' গবাশ্বাদির জন্য 'দ্বিপাদে' এবং মনুষ্যের জন্য। এই উভয় নিমিত্ত—ইহাই অর্থ।

নক্ষৎ। নক্ষ-ধাতু গত্যর্থক। লেটে অট-আগম। পূর্ব্যং। 'পূর্ব্বৈঃ কৃতমিনিয়ৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে য-প্রত্যয়। রাট্। রাজৃ-ধাতু দীপ্ত্যর্থক। ইহাতে অন্তর্ভাবিত ণি-অর্থ-হেতু ক্বিপ্-প্রত্যয়। তুরঃ। তুর-ধাতু ত্বরণার্থক। ইগুপধলক্ষণে ক। তক্ষৎ। তক্ষূ এবং ত্বক্ষূ-ধাতু তনূকরণার্থক। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে ইটের অভাব। ততস্তভৎ। ষ্টভি এবং স্কভি-ধাতু গতি-প্রতিবন্ধনার্থক। ইহাতে ণ্যন্ত-হেতু 'লুঙি চ' ইত্যাদি সূত্রে ঙি-রূপ। 'চঙ্যন্যতরস্যাং' ইত্যাদি সূত্রে উপ উত্তমের উদাত্তত্ব। পূর্ব্বপদের অসমান-বাক্য থাকা-হেতু নিঘাতের অভাব। চতুষ্পদে। চারটী পদ ইহার। 'সংখ্যাপূর্ব্বস্য' ইত্যাদি সূত্রে পাদ-শব্দের সমাসান্ত অন্ত্য-লোপ। চতুর্থীর একচনে ভ-সংজ্ঞাতে পাদ। 'পৎ' ইত্যাদি সূত্রে পদ্ভাব। দ্বিপাদে। পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়া। ইহারও বিশেষ। অসমস্মাদিদ্বয়ের দ্বারা পদত্ব-হেতু

পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়া। অয়ং তু বিশেষঃ। অয়স্ময়াদিত্বেন পদত্বাভসংজ্ঞায়া অভাবে পত্তাবাভাবঃ। দ্বিত্রিভ্যাং পাদ্দন্মূর্দ্ধসু বহুব্রীহাবিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং॥ (১ম—১২১সূ ৩ঋ)॥

• • •

## তৃতীয় (১৩৪৩) ঋকের বিশদার্থ।

ভগবানই জ্ঞানদাতা—ভগবানই রক্ষা-কর্ত্তা। জ্ঞানিগণের মধ্য দিয়াই সে জ্ঞান তিনি জগতে বিতরণ করেন। আবার, হৃদয়ে সদ্বৃত্তির উন্মেষণে, তিনিই সে জ্ঞানকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ভগবান্ দান না করিলে, ভগবান্ রক্ষা না করিলে, মানুষের সাধ্য নাই যে, রক্ষা পায়। এই মন্ত্র মধ্যে আমরা এই সত্যটীই দেখিতে পাই।

এক দৃষ্টিতে মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপক। পক্ষান্তরে প্রচ্ছন্নভাবে এই মন্ত্রের মধ্যে একটী প্রার্থনাও লক্ষ্য করা যায়। সে প্রার্থনাটী বিশ্বজনীন ভাবে পরিপূর্ণ। উহাতে মানুষ ও পশু প্রভৃতি সর্ব্বপ্রাণির রক্ষার জন্য প্রার্থনা আছে। শুধু তাই নয়; যাহাতে সমস্ত প্রাণী মুক্তি লাভ করিতে পারে, সেইজন্যও প্রার্থনা করা হইয়াছে। উচ্চ-আধ্যাত্মিক অবস্থায় বিশ্ববাসী সকলের প্রতি সমদর্শন আসে। আর, সাধারণতঃ এই সমদর্শন—হিন্দুধর্ম্মের একটী বৈশিষ্ট্য। দৈনিক সাংসারিক কর্ম্মের মধ্যেও এই বিশ্বজনীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া হিন্দু আহার গ্রহণ করেন না। ইহা এই বিশ্বজনীনতার ফল। প্রার্থনা-পক্ষে 'তক্ষৎ' ক্রিয়া-পদের প্রতিবাক্যে 'রক্ষতু' বা 'ধারয়তু' পদ গ্রহণ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায়,—'যে ভগবান্ সাধুগণের জন্য জ্ঞানরশ্মি বিস্তার করিয়া আছেন, সকল জীবের জন্য তিনি রক্ষণশক্তিযুক্ত অস্ত্র ধারণ করুন।'

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে উমাকে টানিয়া আনা হইয়াছে; এবং ইন্দ্র ও সূর্য্য অভেদাত্মা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। আমাদিগের ব্যাখ্যানুসারে তাহা করিবার কোন আবশ্যকতা দেখি নাই। আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে॥ (১ম—১২১সূ—৩ঋ)॥

---

ভ-সংজ্ঞাতে অ-ভাবে পত্তাবের অভাব। 'দ্বিত্রিভ্যাং পাদ্দন্ মূর্দ্ধসু বহুব্রীহৌ' ইত্যাদি সূত্রে উত্তর পদের অন্তোদাত্তত্ব॥ (১ম-১২১সূ—৩ঋ)॥

## চতুর্থী ঋক্ ।

( প্রথমং মণ্ডলং । একবিংশাধিকশততমং সূক্তং । চতুর্থী ঋক্ । )

অস্য মদে স্বর্য্যং দা
ঋতায়াপীবৃতমুস্রিয়াণামনীকং ।
যদ্ধ প্রসর্গে ত্রিককুম্নিবর্ত্তদপ দ্রুহো
মানুষস্য দুরো বঃ ॥ ৪ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং ।

অস্য । মদে । স্বর্য্যং । দাঃ ।
ঋতায় । অপিঽবৃতং । উস্রিয়াণাং । অনীকং ।
যৎ । হ । প্রঽসর্গে । ত্রিঽককুপ্ । নিঽবর্ত্তৎ । অপ । দ্রুহঃ ।
মানুষস্য । দুরঃ । বরিতি বঃ ॥ ৪ ॥

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে দেব! 'অস্য' ( প্রার্থনাকারিণঃ ) 'ঋতায়' ( সত্যায়, সত্যলাভায় ) তথা 'মদে' ( হর্ষায়, পরমানন্দলাভায় ) 'অপিবৃতং' ( লুক্কায়িতং, অন্তর্নিহিতং সুপ্তং ) কিন্তু 'স্বর্য্যং' ( গতিশীলং, স্বতঃপ্রকাশমানং ) 'উস্রিয়াণাং' ( জ্ঞানরশ্মিনাং ) অনীকং' ( তেজঃ ) 'দাঃ' ( প্রযচ্ছসি, জাগরয়সি ইত্যর্থঃ ); দেবকৃপয়া জনানাং হৃদি স্থিতং সুপ্তং জ্ঞানং প্রকাশিতং ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'যদ্ধ' ( যদা ) 'ত্রিককুপ্' ( ত্রিভুবনপতিঃ ) 'প্রসর্গে' ( রিপুসংগ্রামে ) 'নিবর্ত্তৎ' ( নিতরাং বর্ত্ততে, অস্মাকং সহায়ঃ ভবতি ইত্যর্থঃ ) তদা 'মানুষস্য' (প্রার্থনাকারিণঃ)

'দ্রুহঃ দুরঃ' (ক্লেশদায়কানি পাপদ্বারাণি, রিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'অপবঃ' (দূরীকরোতি); দেবঃ সাধকানাং হিতার্থায় রিপুনাশং করোতি—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১২১সূ—৪ঋ)॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! প্রার্থনাকারীর সত্যলাভের ও পরমানন্দলাভের জন্য অন্তর্নিহিত সুপ্ত কিন্তু স্বতঃপ্রকাশমান জ্ঞানরশ্মির তেজকে প্রদান করেন—জাগরিত করেন; (ভাব এই যে,—দেবকৃপায় মানুষের হৃদয়স্থিত সুপ্ত-জ্ঞান প্রকাশিত হয়); যখন ত্রিভুবনপাত রিপু-সংগ্রামে আমাদিগের সহায় হন, তখন প্রার্থনাকারীর রিপুগণকে দূরীভূত করেন; (ভাব এই যে,—দেবতা সাধকের হিতের জন্য রিপুনাশ করেন।)। (১ম—১২১সূ—৪ঋ)॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র অস্য সোমস্য পানেন মদে হর্ষে সত্যভায় যজ্ঞার্থং স্বর্য্যং স্তুত্যমপীবৃতং পণিভিঃ গুহাসু নিগূঢ়মুস্রিয়াণাং গবামনীকং সঙ্ঘং দাঃ অঙ্গিরোভ্যো দত্তবানসি। উত্তরার্দ্ধঃ পরোক্ষকৃতঃ। যদ্ধ যদা খলু প্রসর্গে যুদ্ধে ত্রিককুপ্ ত্রিষু লোকেষূচ্ছ্রিত ইন্দ্রো নিবর্ত্তৎ নিতরাং বর্ত্ততে। তদানীং স ইন্দ্রো দ্রুহো দ্রোগ্ধূর্মানুষস্য মনোঃ সম্বন্ধিনোঽসুরস্য পণেঃ সম্বন্ধীনি দুরো দ্বারাণি গবামনির্গমনায় পিহিতান্যপবঃ অপবৃণোতি। উদ্ঘাটয়তি॥

স্বর্য্যং। স্বৃ শব্দোপতাপয়োঃ। ঋহলোর্ণ্যৎ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাদ্বৃদ্ধ্যভাবঃ। অপীবৃতং। অপিপূর্ব্বাদ্বৃণোতেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। নিপাতস্য চেতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। প্রসর্গে। প্রকর্ষেণ সৃজ্যন্তে বিমুচ্যন্তেঽস্মিন্নিষব ইতি

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! 'অস্য' সোমের পানের দ্বারা 'মদে' হৃষ্ট হইলে 'ঋতায়' যজ্ঞের জন্য 'স্বর্য্যং' স্তুত্য 'অপীবৃতং' পণিসমূহের দ্বারা গুহা-সমূহে নিগূঢ় 'উস্রিয়াণাং' গাভীসকলের 'অনীকং' সঙ্ঘকে 'দাঃ' অঙ্গিরোগণকে দান করেন। উত্তরার্দ্ধ ঋক্ পরোক্ষকৃত। 'যৎ হ' যখন 'প্রসর্গে' যুদ্ধে 'ত্রিককুপ্' তিন লোকের মধ্যে উচ্ছ্রিত ইন্দ্র 'নিবর্ত্তৎ' নিরন্তর বর্ত্তমান থাকেন, তখন সেই ইন্দ্র 'দ্রুহঃ' দ্রোগ্ধা 'মানুষস্য' মনু-সম্বন্ধীয় অসুর পণি-সম্বন্ধীয় 'দুরঃ' দ্বার-সমূহ গো-সমূহের অনির্গমনের জন্য পিহিত 'অপ বঃ' অপবৃত করেন, উদ্ঘাটিত করেন।

স্বর্য্যং। স্বৃ-শব্দ উপতাপ-অর্থক। 'ঋহলোর্ণ্যৎ' ইত্যাদি সূত্রে যৎ-প্রত্যয়। সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু বৃদ্ধির অভাব। অপীবৃতং। অপি-পূর্ব্বক 'বৃণোতি'র (বৃঞ্-ধাতুর) কর্ম্মে নিষ্ঠা। 'নিপাতস্য চ' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের দীর্ঘত্ব। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে 'গতি'র (গম্-ধাতুর) প্রকৃতিস্বরত্ব। প্রসর্গে। প্রকর্ষের দ্বারা সৃজন করে, বিমুক্ত করে ইহার

প্রসর্গঃ। অধিকরণে ঘঞ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ছান্দসত্থাথাদিস্বরাভাবঃ। নিবর্ত্তৎ। বৃতু বর্ত্তনে। লেটোঽডাগমঃ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। বঃ। বৃঞ্ বরণে। ছান্দসো লুঙি মন্ত্রে ঘসেতি চ্লের্লুক্। গুণে হলঙ্যাদিলোপঃ॥ (১ম—১২১সূ—৪ঋ)॥

## চতুর্থ (১৫৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

মানুষ মূলতঃ ভগবানের ক্ষুদ্র সসীম প্রতিরূপ। তাহার অন্তরের মধ্যে পূর্ণ-জ্ঞানের পূর্ণ শক্তির বীজ নিহিত আছে। বীজ না থাকিলে যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি সম্ভবপর নয়, সেইরূপ মানুষের অন্তরে জ্ঞান ও শক্তির বীজ না থাকিলে মানুষের মধ্যে জ্ঞান-শক্তির বিকাশ সম্ভবপর হইত না। সেই শক্তি-বীজ মানুষের হৃদয়ে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ভগবানের দয়ায় এবং মানুষের নিজের সাধন-বলে সেই বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া কালে ফলফুলে সুশোভিত হয়, মানুষকে মোক্ষ প্রদান করে। ভগবান্ দয়া করিয়া মানুষের মধ্যে এই শক্তি-বীজ দিয়াছেন বলিয়াই তাহার পক্ষে উন্নতি-লাভ সম্ভবপর হয়। মানুষ ও ভগবানের মধ্যে সংযোগ-সাধন করে—এই জ্ঞানবীজ। মানুষ, স্বরূপতঃ যে তাঁহারই অংশ, মানুষ স্বরূপতঃ যে তাঁহারই সন্তান, এই সত্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি—তৎ-প্রদত্ত জ্ঞানের সাহায্যে। তাই মানুষ বলিতে পারে—'তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব।'

মানুষের হৃদয়-মধ্যে যেমন জ্ঞান-বীজ আছে, তেমনি আছে—অসদ্বৃত্তি, তেমনি আছে—মোক্ষবিরোধী রিপুগণ। ভগবান্ একদিকে যেমন মানুষের জ্ঞান-বীজ অঙ্কুরিত করেন, তেমনি অপরদিকে সেই জ্ঞানবৃক্ষের বিরোধী পাপ মোহ কামাদি রিপুগণকেও বিনাশ করিবার জন্য সুদর্শন-চক্র হস্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন। পশুদিগের উপদ্রব হইতে কচি ছোট চারাগাছকে রক্ষা করা যেমন প্রয়োজন, মানুষের অন্তর্নিহিত জ্ঞানভক্তি-প্রবর্দ্ধক কোমল সদ্বৃত্তিরাজীকেও সযত্নে রক্ষা করা

---

ধারা—ইত্যাদি বাক্যে প্রসর্গ পদ হয়। অধিকরণে ঘঞ্। কৃদুত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। ছান্দসে থাথাদিস্বরের অভাব। নিবর্ত্তৎ। বৃতু-ধাতু বর্ত্তনার্থক। লেটে অট-আগম। ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ। বঃ। বৃঞ্-ধাতু বরণার্থক। ছান্দসে লুঙে 'মন্ত্রে ঘসা' ইত্যাদি সূত্রে চ্লের লোপ। গুণে হল্ঙ্যাদি লোপ। (১ম—১২১সূ—৪ঋ)॥

সেইরূপ প্রয়োজন। মানুষের দুর্ব্বলতা জানিয়া ভগবান্ সেই রক্ষা-কার্য্যে ব্রতী হন। ভগবান্ মানুষের মধ্যে সদ্বৃত্তির বিকাশ-সাধন করেন এবং তাহাদিগকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করেন। এই সত্যটীই আমরা মন্ত্রমধ্যে দেখিতে পাই।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাতে সোমরসের ও পণি-নামক অসুরের উল্লেখ দেখা যায়। মূলে কিন্তু এই দুইয়ের কোনটীরই উল্লেখ নাই। একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদে আছে,—"যখন ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র যুদ্ধে রত হয়েন, তখন তিনি মনুষ্যদিগের ক্লেশদাতা (পণি অসুরের) দ্বার খুলিয়া দেন।" আবার ঐ অংশের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিতেছেন —"তদানীং স ইন্দ্রঃ দ্রুহো দ্রোগ্ধুঃ মানুষস্য মনোঃ সম্বন্ধিনোঽসুরস্য পণেঃ সম্বন্ধীনি দুরো দ্বারাণি গবামনির্গমনায় পিহিতান্যপবঃ অবৃণোতি উদ্ঘাটয়তি।" ঐ উভয় ব্যাখ্যারই মর্ম্ম কি, অথবা সঙ্গতি কোথায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-মুখেই প্রকাশিত হইয়াছে॥ (১ম—১২১সূ—৪ঋ)॥

—— • ——

## পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

তুভ্যং পয়ো যৎ পিতারাবনীতাং রাধঃ
সুরেতস্তুরণে ভুরণ্যূ।
শুচি যত্তে রেক্ণ আযজন্ত সবর্দ্দুঘায়াঃ
পয় উস্রিয়ায়াঃ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তুভ্যং। পয়ঃ। যৎ। পিতরৌ। অনীতাং রাধঃ।

সুহরেতঃ। তুরণে। ভুরণ্যূ ইতি।

শুচি। যৎ। তে। রেক্ণঃ। আ। অযজন্ত। সবঃহদুঘায়াঃ।

পয়ঃ। উস্রিয়ায়াঃ॥ ৫॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তে! 'ভুরণ্যূ' ( সর্ব্বেষাং প্রকৃষ্টরক্ষকৌ ) 'পিতরৌ' ( জ্ঞানভক্তিরূপৌ জননী-জনকৌ ) 'যৎ' ( প্রসিদ্ধং, তয়োঃ উৎপন্নং ) 'রায়ঃ' (আরাধনামূলকং, সাধনাসাপেক্ষং) 'সুরেতঃ' ( কর্ম্মশক্তিপ্রদং ) 'পয়ঃ' ( বিশুদ্ধঃ সত্ত্বভাবঃ ) তৎ 'তুরণে' ( ত্বরয়া ) 'তুভ্যং' ( তদর্থং ) 'অনীতাং' ( প্রদীয়তাং ); তথা 'সবর্দ্দুঘায়াঃ' ( সর্ব্বফলপ্রদায়াঃ ) 'উস্রিয়ায়াঃ' ( জ্ঞান-প্রভায়াঃ—নিত্যসম্বন্ধযুতং ইতি যাবৎ ) 'শুচি' ( বিশুদ্ধং ) 'রেক্ণঃ' ( পরমার্থপ্রাপকং ) 'যৎ পয়ঃ' ( যৎ শুদ্ধসত্ত্বং ) তৎ 'তে' ( তুভ্যং ) 'আ' ( সর্ব্বতোভাবেন ) 'অযজন্ত' ( প্রাপয়তাং ইত্যর্থঃ )। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। ভাবঃ—হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং একান্তেন জ্ঞান-ভক্তিপরায়ণাঃ ভবত; তেন চতুর্ব্বর্গপ্রদঃ সত্ত্বভাবঃ সঞ্জায়তু। ( ১ম—১২১সূ—৫ঋ )॥

⁂

অথবা,

হে দেব! 'ভুরণ্যূ' ( জগৎপোষকৌ ) 'পিতরৌ' ( জগৎ উৎপাদকৌ, প্রকৃতিপুরুষৌ, ভক্তিজ্ঞানে ) 'তুরণে' ( ক্ষিপ্রকারিণে, শীঘ্রং অভীষ্টপূরকায় ) 'তুভ্যং' ( তদর্থং, ত্বাং প্রাপ্তয়ে ) 'রাধঃ' ( সমৃদ্ধিকরং, আত্মোন্নয়নকরং ) 'সুরেতঃ' ( শক্তিপ্রদং ) 'যৎ পয়ঃ' ( যৎ সত্ত্বভাবং ) 'অনীতাং' ( সঞ্জায়তঃ—হৃদি ইতি যাবৎ ), তথা 'সবর্দ্দুঘায়াঃ' ( সর্ব্বফলপ্রদায়াঃ ) 'উস্রিয়ায়াঃ' ( জ্ঞানপ্রভায়াঃ—সমুৎপন্নং ) 'শুচি' ( বিশুদ্ধং ) 'রেক্ণঃ' ( ধনবৎ, পরমার্থপ্রদং ) 'যৎ পয়ঃ' ( যৎ সত্ত্বভাবং ) 'তে' ( তুভ্যং, ত্বদর্থং, ত্বাং প্রাপ্তয়ে ) 'অযজন্ত' ( উৎপাদয়তঃ ) 'আ' ( তৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবং অস্মভ্যং দেহি—ইতি শেষঃ ); হে দেব! ভক্তিজ্ঞানাভ্যাং উৎপন্নং শুদ্ধসত্ত্বভাবং অস্মভ্যং দেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥॥ ( ১ম—১২১সূ—৫ঋ )॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তি! সকলের প্রকৃষ্ট রক্ষক, জ্ঞানভক্তি-রূপ জনক-জননী-দ্বয়, তাঁহাদিগ হইতে উৎপন্ন সাধনাসাপেক্ষ কর্ম্মশক্তিপ্রদ যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব, তাহা ত্বরায় তোমার জন্য প্রদান করুন; সকলফলপ্রদ জ্ঞানপ্রভার সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত বিশুদ্ধ পরমার্থপ্রাপক যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হউক। (এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক; ভাব এই যে,—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা একান্তে জ্ঞানভক্তিপরায়ণ হও; তদ্দ্বারা চতুর্ব্বর্গপ্রদ সত্ত্বভাব সঞ্জাত হউক।)॥ (১ম—১২১সূ—৫ঋ)॥

* * *

অথবা,—

হে দেব! জগৎপোষক ভক্তি ও জ্ঞান, শীঘ্র অভীষ্টপূরক আপনাকে প্রাপ্তির জন্য, আত্মোন্নয়নকর শক্তিপ্রদ যে শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সঞ্জাত করেন, এবং সর্ব্বফলপ্রদ জ্ঞানপ্রভায় সমুৎপন্ন বিশুদ্ধ পরমার্থপ্রদ যে সত্ত্বভাব আপনাকে প্রাপ্তির জন্য উৎপন্ন করেন, সেই শুদ্ধসত্ত্বভাব আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! ভক্তিজ্ঞানোৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বভাব আমাদিগকে প্রদান করুন।)॥ (১ম—১২১সূ—৫ঋ)॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র তুরণে ক্ষিপ্রকারিণে তুভ্যং ভুরণ্যূ কৃৎস্নং জগৎপোষয়ন্ত্যৌ পিতরাবুৎপাদয়ন্তৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ যৎ যদা পয়ঃ সান্নায্যলক্ষণং হবিরনীতাং গোষ্বনয়তাং। স্বধিয়াতামিত্যর্থঃ। কীদৃশং পয়ঃ। রাধঃ রাধকং সমৃদ্ধিকরং। সুরেতঃ শোভনরেতস্কং। কৃৎস্নজগদুৎপাদনশক্তমিত্যর্থঃ। হবিষঃ সকাশাদ্ধি জগদুৎপদ্যতে। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি। যৎ যদা চ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং গোষ্বানীতং শুচি শুদ্ধং

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! 'তুরণে' ক্ষিপ্রকারী 'তুভ্যং' তোমার জন্য 'ভুরণ্যূ' কৃৎস্ন জগৎ-পোষণকারী 'পিতরৌ' উৎপাদনকারী দ্যাবাপৃথিবী 'যৎ' যখন 'পয়ঃ' সান্নায্যলক্ষণ হবিঃ 'অনীতাং' গো-সমূহের মধ্যে আনয়ন করেন, সঞ্জাত করেন—ইহাই অর্থ। কিরূপ পয়ঃ? 'রাধঃ' রাধক-সমৃদ্ধিকর 'সুরেতঃ' শোভনরেতস্ক কৃৎস্ন জগৎ উৎপাদন-সমর্থ—ইহাই অর্থ। হবিঃসমূহের সকাশেই জগৎ উৎপন্ন হয়। এ বিষয়ে উক্ত আছে,—"অগ্নৌ…ইতি।" 'যৎ' যখন দ্যাবাপৃথিবীর

সবর্দুঘায়াঃ ক্ষীরস্য দোগ্ধ্র্যা উস্রিয়ায়া গোঃ পয়ো রেক্ণঃ । ধননামৈতৎ । ধনবদতিপ্রিয়ং । যদ্বা অতিরিক্তং প্রবৃদ্ধং । এবংবিধং হবিঃ তে তুভ্যমাযজন্ত । আভিমুখ্যেন যজমানাঃ প্রাযচ্ছন্ । তদানীং দুরো মানুষস্য দ্বারাণ্যপবৃণোতীতি পূর্ব্বয়া সম্বন্ধঃ ।

অনীতাং । নীঞ্ প্রাপণে । লঙি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্ । সুরেতঃ । সোর্ম্মনসী অলোমোষসী ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং । তুরণে । তুরণ ত্বরায়াং । কণ্ড্বাদিঃ । ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্ । অতোলোপযলোপৌ । ভুরণ্যু । ভুরণ ধারণপোষণয়োঃ । অয়মপি কণ্ড্বাদিঃ । যক্ । ঔণাদিক উপ্রত্যয়ঃ ॥ ( ১ম—১২১সূ—৫ঋ ) ॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে চতুর্ব্বিংশো বর্গঃ ॥ ১।৮ ২৪ ॥

# পঞ্চম ( ১৩৪৫ ) ঋকের বিশদার্থ ।

আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক দুই দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞান ও ভক্তি হইতে ঐশ্বর্য্য ও বল উৎপন্ন হয়। 'জ্ঞানাৎ পরতরং ন হি।' জ্ঞানের মত ঐশ্বর্য্যপ্রদ আর কি থাকিতে পারে? জ্ঞানই জগতে রাজত্ব করিতেছে; সকলেই জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। এমন যে শ্রেষ্ঠ-সম্পৎ ষড়ৈশ্বর্য্য, তাহাও জ্ঞানের সাহায্যেই পাওয়া যায়। মুক্তিও জ্ঞানলভ্য। ভক্তি জ্ঞানের সহচারিণী। যেখানে সত্যিকার জ্ঞান—পরাজ্ঞান আছে, সেখানে ভক্তির অবস্থান অপরিহার্য্য। ভক্তিবলে ভগবান্ ভক্তের দুয়ারে বাঁধা। সুতরাং বল ও ঐশ্বর্য্যের আধিপত্যির জনক-জননী—জ্ঞান ও ভক্তি।

এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। 'পয়ঃ' পদটীর ব্যাখ্যা উপলক্ষেই এই মতানৈক্যের সৃষ্টি

---

দ্বারা গো-সমূহের মধ্যে আনীত 'শুচি' শুদ্ধ 'সবর্দুঘায়াঃ' ক্ষীরের দোগ্ধ্রী 'উস্রিয়ায়াঃ' গাভীর দুগ্ধ 'রেক্ণঃ' ( এই পদটী ধন-নাম-বাচক ) ধনবৎ অতি প্রিয়, অথবা অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধ এইরূপ হবিঃ, 'তে' তোমার জন্য 'আযজন্ত' আভিমুখ্যে যজমানগণ প্রদান করেন; তদানীং 'দুরঃ' মনুষ্যের দ্বারসমূহ উদ্‌ঘাটিত হয়—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ।

অনীতাং। নীঞ্-ধাতু প্রাপণার্থক। লঙে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ। সুরেতঃ। 'সোর্ম্মনসী অলোমোষসী' ইত্যাদি সূত্রে উত্তর পদের আদ্যুদাত্তত্ব। তুরণে। তুরণ-ধাতু ত্বরা অর্থক। কণ্ড্বাদি। যক্-প্রত্যয়। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্-প্রত্যয়। 'অতো লোপ য-লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে য-লোপ। ভুরণ্যু। ভুরণ-ধাতু ধারণ ও পোষণার্থক। ইহাও কণ্ড্বাদি। যক্-প্রত্যয়। ঔণাদিক উ-প্রত্যয়। ( ১ম—১২১সূ—৫ঋ ) ॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১.৮.২৪ ॥

হইয়াছে। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য 'পয়ঃ' পদে 'হবিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন—"হবিষঃ সকাশাৎ হি জগৎ উৎপদ্যতে......অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে; আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।" প্রচলিত একখানা বাঙ্গালা অনুবাদে 'পয়ঃ' অর্থে 'দুগ্ধ' শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে।

কিন্তু এই উভয়স্থলেই মূল সমস্যার সমাধান হয় না। 'পয়ঃ' পদের 'হবিঃ' অথবা 'দুগ্ধ' অর্থ যাহাই গ্রহণ করা যাউক না কেন, তাহাতে 'পয়ঃ' পদের এতগুলি বিশেষণের সার্থকতা থাকে না। বাঙ্গালা অনুবাদে আছে—"সমৃদ্ধিকর ও উৎপাদনশক্তিযুক্ত দুগ্ধ।" দুগ্ধের উৎপাদন-শক্তি কিরূপ, তাহা বুঝা যায় না।

আমরা এখানে 'পয়ঃ' পদে সত্ত্বভাবকেই নির্দ্দেশ করে বলিয়া বুঝিয়াছি; এবং ঐ অর্থেই পূর্ব্বাপর সঙ্গতিও রক্ষা হয়। জ্ঞানভক্তি হইতে যে সত্ত্বভাব উৎপন্ন হয়, তাহার বলে জগৎ পরিচালিত হয়। সেই সত্ত্বভাব ভগবানেরই শক্তি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টে অন্যান্য বিষয় উপলব্ধ হইবে॥ (১ম—১২১সূ—৫ঋ)॥

## ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশাধিকশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

অধ প্র জজ্ঞে তরণির্ম্মমত্তু প্র রোচ্যস্যা
উষসো ন সূরঃ।
ইন্দুর্য্যেভিরাষ্ট স্বেদুহব্যৈঃ স্রুবেণ
সিঞ্চঞ্জরণাভি ধাম॥ ৬॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

অধ। প্র। জজ্ঞে। তরণিঃ। মমত্তু। প্র। রোচি। অস্যাঃ।
উষসঃ। ন। সূরঃ।
ইন্দুঃ। যেভিঃ। আষ্ট। স্বঽইদুহব্যৈঃ। স্রুবেণ।
সিঞ্চন্। জরণা। অভি। ধাম ॥ ৬ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্যাঃ' ( নিত্যকালবিরাজিতায়াঃ ) 'উষসঃ' ( জ্ঞানোন্মেষিকয়াঃবৃত্ত্যাঃ ) 'ন' ( ইব ) 'সূরঃ' ( প্রজ্ঞাবান্ জনঃ ) 'প্রজজ্ঞে' ( প্রাদুর্ভবতি, প্রাদুর্ভূতঃ সন্ ইত্যর্থঃ ) 'অধ' ( ইদানীং, নিত্যং ) 'প্ররোচি' ( প্রকৃষ্টং রোচতে, শোভতে ); 'তরণিঃ' ( শত্রূণাং তারকঃ, রিপুবিমর্দ্দকঃ স প্রজ্ঞাবান্ ) 'মমত্তু' ( অস্মান্ মাদয়তু, পরমানন্দং প্রযচ্ছতু ); জ্ঞানং নিত্যং, জ্ঞানী তু নিত্যং, জ্ঞানিনঃ প্রভাবেন বয়ং নিত্যজ্ঞানং লভেম - ইতি ভাবঃ; 'স্রুবেণ' ( সৎকর্ম্মণা ) 'অভিধাম' ( আশ্রয়স্থানং, অভিলক্ষ্য, হৃদয়ং ইত্যর্থঃ ) 'সিঞ্চন্' ( আর্দ্রয়ন্ ) 'স্বেদুহব্যৈঃ যাভিঃ' ( পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নাঃ যে তাভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ প্রেরিতঃ সন্ ইত্যর্থঃ ) 'জরণা' ( জরণীয়ঃ, স্তোতব্যঃ, অস্মাকং প্রার্থনীয়ঃ ) 'ইন্দুঃ' ( সত্ত্বভাবঃ ) 'আষ্ট' ( আগচ্ছতি, অস্মান্ প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ); সৎকর্ম্মসাধনেন সত্ত্বভাবঃ সঞ্জায়তু - ইতি ভাবঃ ॥ ( ১ম—১২১সূ—৬ঋ ) ॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

নিত্যকালবিরাজিতা জ্ঞানোন্মেষিকা-বৃত্তির ন্যায় প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া নিত্যকাল শোভা পান; রিপুবিমর্দ্দক সেই প্রজ্ঞাবান্ আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করুন; ( ভাব এই যে,—জ্ঞান নিত্য, জ্ঞানীও নিত্য, আমরা যেন জ্ঞানীর প্রভাবে নিত্যজ্ঞান লাভ করি ); সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয়কে আর্দ্র করিয়া, সৎকর্ম্মসাধকগণ-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, আমাদিগের প্রার্থনীয় সত্ত্বভাব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক; ( ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সত্ত্বভাব সঞ্জাত হউক। ) ॥ ( ১ম—১২১সূ—৬ঋ ) ॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং ।

অথেদানীমহমিন্দ্রঃ স্তুতিভিঃ প্রীয়মাণঃ সন্ প্রজজ্ঞে প্রকর্ষেণ প্রাদুর্ব্বভূব। স তরণিঃ শত্রূণাং তারকোঽস্মানমমত্তু মাদয়তু। স চ প্ররোচি প্রকৃষ্টং রোচতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ :— অস্তা অস্মাভিঃ প্রদৃশ্যমানায়া উষসঃ সমীপে বর্ত্তমানঃ স্বরো ন সূর্য্য ইব জরণা জরণীয়ঃ স্তোতব্য ইন্দুঃ সোমো ধামাহবনীয়লক্ষণং স্থানমভিলক্ষ্য স্রুবেণ সিঞ্চন্ সিচ্যমানঃ সন্ স্বেদুহব্যৈঃ স্বভূতসমৃদ্ধহবির্ভির্যেভির্যৈরস্মাভিরাষ্ট। আশিত আসীৎ। তানস্মন্মাদয়ত্বিত্যর্থঃ।

জজ্ঞে। জনী প্রাদুর্ভাবে। লিটি গমহনেত্যুপধালোপঃ। মমত্তু। মদী হর্ষে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। রোচি। রুচ দীপ্তৌ। ছান্দসো বর্ত্তমানে লুঙ্। ব্যত্যয়েন চ্লেশ্চিণাদেশঃ। আষ্ট। অশ ভোজনে। কর্ম্মণি লঙি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। ব্রশ্চাদিষত্বে ষ্টুত্বং। আডাগমঃ। যদ্বৃত্তান্নিত্যমিতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। স্বেদুহব্যৈঃ। ইদি পরমৈশ্বর্য্যে। ঔণাদিক উপ্রত্যয়ঃ। অনিত্যমাগমশাসনমিতি নুমভাবঃ। ইদূনি প্রভূতানি চ তানি হব্যানি স্বভূতানি চ হব্যানি যেষাং। যদ্বা ঞিইন্ধী দীপ্তৌ। স্বায়ত্তানি ইদূনি ইন্ধানি হব্যানি যেষাং। অথবা স্বভূতমিন্দ্রং পুরোবর্ত্তি হব্যং হবির্যেষাং তে তথোক্তাঃ। পৃষোদরাদিত্বাদভিমতরূপসিদ্ধিঃ। সিঞ্চন্। ষিচির্ ক্ষরণে। ব্যত্যয়েন কর্ম্মণি কর্ত্তৃপ্রত্যয়ঃ।

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অথ' এখন এই ইন্দ্র স্তুতি-সমূহের দ্বারা প্রীয়মাণ হইয়া 'প্রজজ্ঞে' প্রকর্ষের সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সেই 'তরণিঃ' শত্রুগণের তারক আমাদিগকে 'মমত্তু' মত্ত করুন। তিনিও 'প্ররোচি' প্রকৃষ্টরূপে দীপ্ত হয়েন। তাহার দৃষ্টান্ত,—'অস্তাঃ' আমাদিগের দ্বারা প্রদৃশ্যমান 'উষসঃ' উষার সমীপে বর্ত্তমান 'স্বরো ন' সূর্য্যের ন্যায় 'জরণা' জরণীয় স্তোতব্য 'ইন্দুঃ' সোম 'ধাম' আহবনীয়স্থানকে অভিলক্ষ্য করিয়া 'স্রুবেণ সিঞ্চন্' স্রুবের দ্বারা সিচ্যমান্ হইয়া 'স্বেদুহব্যৈঃ' স্বভূত সমৃদ্ধ হবির সহিত 'যেভিঃ' যে আমাদিগকর্ত্তৃক 'আষ্ট' আশিত ভুক্ত হইয়াছিলেন, সেই আমাদিগকে মত্ত করুন—ইহাই অর্থ।

জজ্ঞে। জনী-ধাতু প্রাদুর্ভাবার্থক। লিটে 'গমহন' ইত্যাদি সূত্রে উপধার লোপ। মমত্তু। মদী-ধাতু হর্ষার্থক। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের শ্লুঃ। রোচি। রুচ-ধাতু দীপ্তি-অর্থক। ছান্দসে বর্ত্তমানে লুঙ্। ব্যত্যয়ের দ্বারা চ্লেশ্চিণাদেশ। আষ্ট। অশ-ধাতু ভোজনার্থক। কর্ম্মে লঙে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। ব্রশ্চাদি। ষত্ব-স্থানে ষ্টুত্ব। আট্-আগম। 'যদ্বৃত্তান্নিত্যং' ইত্যাদি সূত্রে নিঘাতের প্রতিষেধ। 'স্বেদুহব্যৈঃ'। ইদি-ধাতু পরমৈশ্বর্য্য বুঝায়। ঔণাদিক উ-প্রত্যয়। 'অনিত্যমাগমানুশাসনং' ইত্যাদি সূত্রে নুমের অভাব। ইদূনি প্রভূত সেই হবিঃ-সমূহ স্বভূত যাঁহাদের। অথবা ঞিইন্ধী-ধাতু দীপ্ত্যর্থক। স্বায়ত্ত ইদুসমূহ ইদ্ধসমূহ হবিঃসমূহ যাঁহাদের। আরও, স্বভূত এই পুরোবর্ত্তি হব্য অর্থাৎ হবিঃ যাঁহাদের তাঁহারা সেইরূপ। পৃষোদরাদিত্ব-হেতু অভিমত রূপ-সিদ্ধি। সিঞ্চন্। ষিচির্ ধাতু রক্ষণার্থক। ব্যত্যয়ের দ্বারা কর্ম্মে কর্ত্তৃ-প্রত্যয়। 'শে

শে মুচাদীনামিতি মুং। জরণা। জরতি স্তুতিকর্ম্মা। অস্মাৎ কর্ম্মণি ল্যুট্। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। ব্যত্যয়েন লিৎস্বরাভাবঃ॥ (১ম—১২১সূ ৬ঋ)॥

## ষষ্ঠ (১৩৪৬) ঋকের বিশদার্থ।

ভগবান্ নিত্য; তাই তাঁহার শক্তিস্বরূপ জ্ঞানও নিত্য। "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম"—তিনি সত্য-স্বরূপ, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, তিনি অনন্ত। তিনি নিত্য, তাই জ্ঞানও নিত্য। আধেয় থাকিলে আধার থাকিবেই, তাই জাগতিক জ্ঞানাধার জ্ঞানীও নিত্যকাল প্রাদুর্ভূত হন।

ভগবান্ তাঁহার দানসমূহ সৌভাগ্যবান্ সাধকের মধ্য দিয়া জগতে প্রচারিত ও বিতরিত করেন। উহা দার্শনিক ও তান্ত্রিকগণের 'মধ্যস্থতা-বাদ' নহে। ভগবান্ প্রত্যেক মানুষের হৃদয়েই জ্ঞানলাভের—মুক্তিলাভের জন্য প্রেরণা দিতেছেন। কিন্তু আধারের শক্তির বিভিন্নতা-হেতু সেই প্রেরণা সর্ব্বত্র সমানভাবে কার্য্যকরী হয় না। সাধনার দ্বারা—সৎকর্ম্মের দ্বারা, হৃদয় নির্ম্মল ও প্রশান্ত হইলে, তাহাতে ভগবানের প্রেরণা সমধিক কার্য্যকরী হয়। বিশেষতঃ, সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় ধারণা করিতে পারে না। তাহারা তাহাদের শক্তির উপযোগী ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সাহায্যে জ্ঞানলাভ করিতে চায়। সেইজন্যই সাধকের ও জ্ঞানীর প্রভাব মানব-সমাজের প্রভূত কল্যাণ-সাধন করিতে সমর্থ হয়।

জ্ঞানী নিজে মুক্তিলাভ করেন, অন্যেরও মুক্তিলাভের সহায়ক হন। এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'অজ্ঞান দুর্ব্বল আমরা যেন ভগবানের দান জ্ঞান-রত্নে বঞ্চিত না হই। ভগবন্! আমরা দুর্ব্বল, হীনশক্তি, তোমার প্রেরণা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারি, এমন সামর্থ্য আমাদিগের নাই প্রভু! জ্ঞানীদিগের দৃষ্টান্তে, তাঁহাদিগের অনুসরণে, যেন আমরা সৎকর্ম্মে নিযুক্ত হই, আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হই।'

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে সোমরসের উল্লেখ দেখা যায়; এবং ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, প্রাচীন ঋষিগণ যজ্ঞকার্য্যে সোমরস নামক মস্ত

---

মুচাদীনাং' ইত্যাদি সূত্রে মুম্। জরণা। জরতি-শব্দে স্তুতিকর্ম্ম বুঝায়। ইহা হইতে কর্ম্মে ল্যুট্। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। ব্যত্যয়ের দ্বারা লিৎ-স্বরের অভাব॥ ৬॥

ব্যবহার করিতেন, এবং মদ্যপানে আনন্দিত হইতেন। কোনও পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী ভারতীয় পণ্ডিত, এই যজ্ঞে এবং অসভ্যগণের বৃক্ষপূজায় কোন পার্থক্য অনুভব করিতে পারেন নাই। তাহার মতে, প্রাচীন ঋষিগণ বর্ব্বর মাত্র ছিলেন। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা না করাই ভাল। আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে॥ ( ১ম—১২১সূ—৬ঋ )॥

—·—

সপ্তমী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

স্বিধ্মা যদ্বনধিতিরপস্যাৎ সূরো অধ্বরে

পরি রোধনা গোঃ।

যদ্ধ প্রভাসি কৃত্ব্যাঁ অনু দ্যূননর্ব্বিশে

পশ্বিষে তুরায়॥ ৭॥

∴

পদ-বিশ্লেষণং।

সুঽইধ্মা। যৎ। বনঽধিতিঃ। অপস্যাৎ। সূরঃ। অধ্বরে।

পরি। রোধনা। গোঃ।

যৎ। হ। প্রঽভাসি। কৃত্ব্যান্। অনু। দ্যূন্। অনর্ব্বিশে।

পশুঽইষে। তুরায়॥ ৭॥

∴

## মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূরঃ' (জ্ঞানী সাধকঃ) 'যৎ' (যদা) 'বনধিতিঃ' (অপকর্ম্মবারকে, অজ্ঞাননাশকে) 'অধ্বরে' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে) 'স্বিধ্মা' (সুদীপ্তস্য) 'গোঃ' (জ্ঞানকিরণস্য) 'রোধনা (আবরণানি) 'পরি' (সর্ব্বতো ভাবেন) 'অপস্তাৎ' (অপসারয়তি); 'হ' (তথা) হে ভগবন্ 'যৎ' (যদা ত্বং) 'কৃত্ব্যান্' (সৎকর্ম্মকারিণঃ) 'প্রভাসি' (জ্ঞানালোকিতান্ করোষি) তদা 'তুরায়' (মুক্তিকামিনে) 'অনর্ব্বিশে' (হীনশক্তয়ে) 'পশ্বিষে' অজ্ঞানায়) 'অনু দ্যূন্' (পরিত্রাণোপায়ঃ বিহিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ); অয়ং ভাবঃ—সাধুনাং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন তথা তজ্জনিতেন সুফলপ্রাপ্তি-হেতুনা অসাধু অজ্ঞানোঽপি সাধুপথাবলম্বী ভবতি। (১ম—১২১সূ—৭ঋ)॥

* * *

## অথবা।

'যৎ' (যদা) 'বনধিতিঃ' (পরমৈশ্বর্য্যপ্রদে) 'অধ্বরে' (সৎকর্ম্মণি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে) 'সূরঃ' (জ্ঞানী, সাধকঃ—প্রবৃত্তঃ ভবতি ইতি যাবৎ) তদা দেবঃ 'স্বিধ্মা' (প্রদীপ্তায়াঃ) 'গোঃ' (জ্ঞানশিখায়াঃ) 'রোধনা' (আবরকানি) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অপস্তাৎ' (দূরীকরোতি); যদা নরঃ সৎকর্ম্মশীলঃ ভবেৎ তদা মোহপাপং দূরং পলায়তি—ইতি ভাবঃ; হে ভগবন্! 'যৎ হ' (যয়া করুণয়া, যৎকরুণাবশেন) 'কৃত্ব্যান্' (সৎকর্ম্মসাধকান্) 'প্রভাসি' (দীপাসে, জ্ঞানালোকিতান্ করোষি ত্বং ইত্যর্থঃ) তয়া করুণয়া 'অনর্ব্বিশে' (গন্তব্যং স্থলং প্রতি গন্তুমশক্যায়, হীনশক্তয়ে) 'পশ্বিষে' (পশুস্বভাবায়, অজ্ঞানায়) অথচ 'তুরায়' (ত্বরমানায় মুক্তিপ্রার্থিনে) 'অনু দ্যূন্' (নিতরাং—ত্রায়সি ইতি শেষঃ); হে দেব! সাধকং ত্বং যৎ জ্ঞানং প্রযচ্ছসি, অজ্ঞানোঽপি মুক্তিকামী সন্ তজ্জ্ঞানং লভতে—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১২১সূ-৭ঋ)॥

* * *

## বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানী সাধক যখন অপকর্ম্মবারক অজ্ঞাননাশক সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সুদীপ্ত জ্ঞানকিরণের আবরণসমূহকে সর্ব্বতোভাবে দূর করেন; এবং, হে ভগবন্, আপনি যখন সৎকর্ম্মকারীদিগকে জ্ঞানালোকিত করেন, তখন, মুক্তিকামী হীনশক্তি অজ্ঞানের জন্য পরিত্রাণোপায় বিহিত হয়। (ভাব এই যে,—সাধুগণের সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে এবং তজ্জনিত শুভফল-প্রাপ্তিহেতু অসাধু অজ্ঞানও সাধুপথাবলম্বী হয়।)॥ (১ম—১২১সূ—৭ঋ)॥

* * *

## অথবা,—

যখন পরমৈশ্বর্য্যপ্রদ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সাধক প্রবৃত্ত হয়েন, তখন দেবতা প্রদীপ্ত জ্ঞানশিখার আবরণসমূহকে সর্ব্বতোভাবে দূর করেন; (ভাব এই যে,—যখন মানুষ সৎকর্ম্মশীল হন, তখন মোহ-পাপ দূরে পলায়ন

করে); হে ভগবন্! যে করুণাবশে সৎকর্ম্ম-সাধকদিগকে আপনি জ্ঞানালোকিত করেন, সেই করুণা দ্বারা মুক্তিপ্রার্থী অথচ হীনশক্তি অজ্ঞানকেও ত্রাণ করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—হে দেব! সাধককে আপনি যে জ্ঞান প্রদান করেন, অজ্ঞানও মুক্তিকামী হইলে সেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।) ॥ (১ম—১২১সূ—৭ঋ) ॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

যদ্যদি স্বিধ্মা সুদীপ্তাঃ বনধিতির্ব্বনে ছেত্তব্যে বৃক্ষসমূহে নিধাতব্যা শস্ত্রাপস্যাৎ। অপো বিশসনাত্মকং স্বকীয়ং কর্ম্ম কর্ত্তুমিচ্ছেৎ তদানীং সূর প্রেরকোঽধ্বর্য্যুরধ্বরে যজ্ঞে গোঃ পশো রোধনা রোধনায় যূপে নিয়োজনায় পরি ভবতি সমর্থো ভবতি। যদ্বা স্বিধ্মা সূর্য্যকিরণৈঃ সুদীপ্তা বনধিতিঃ। বনমুদকমস্যাং ধীয়ত ইতি বনধিতির্ম্মেঘমালা। সা যদ্যদাপস্যাৎ অপঃ প্রবর্ষণলক্ষণং কর্ম্ম করোতি তদানীং সূরঃ প্রেরক ইন্দ্রোঽধ্বরে যজ্ঞস্য নিমিত্তভূতেঽধ্বর্ত্তব্যেঽহিংসিতব্যেঽন্তরিক্ষে বর্ত্তমানঃ সন্ গোর্বৃষ্টূদকস্য রোধনা রোধনান্যাবরণানি পরি পরিতো নিবারয়তীতি শেষঃ। উত্তরার্দ্ধঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ। হে ইন্দ্র সূর্য্যাত্মনা বর্ত্তমানস্ত্বং ক্রত্বান্। ক্রত্বিতি কর্ম্মনাম। কর্ম্মসু সাধূন্ দ্যূন্ দিবসাননুলক্ষ্য যদ্ধ যদা খলু প্রভাসি প্রকর্ষেণ দীপ্যসে। তদানীমনর্ব্বিশেঽনসা শকটেনেন্ধনাদ্যাহরণায়ারণ্যং প্রবিশতে। যদ্বা গন্তব্যং স্থলং প্রতি গন্তুমশক্তায় পুরুষায় পশ্বিষে পশূন্ প্রেরয়তে তুরায় ত্বরমাণায় গোধনপালায় চ সিধ্যোদভিমতামিতি বাক্যশেষঃ॥

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যৎ' যদি 'স্বিধ্মা' সুদীপ্ত 'বনধিতিঃ' বনে ছেত্তব্য বৃক্ষসমূহে নিধাতব্য শস্ত্রী 'অপস্যাৎ' অপঃ বিশসনাত্মক স্বকীয় কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তখন 'সূরঃ' প্রেরক অধ্বর্য্যুগণ 'অধ্বরে' যজ্ঞে 'গোঃ' পশুর 'রোধনা' রোধনের জন্য যূপে নিয়োজিত করিবার জন্য 'পরি' (পরিভবতি) সমর্থ হয়। অথবা 'স্বিধ্মা' সূর্য্যের কিরণের দ্বারা সুদীপ্ত 'বনধিতিঃ'। বনঃ উদকং অস্যাং ধীয়তে—এই বাক্যে বনধিতিঃ পদে মেঘমালা বুঝায়। সে 'যৎ' যখন 'অপস্যাৎ' অপঃ অর্থাৎ প্রবর্ষণলক্ষণ কর্ম্ম করে, তখন 'সূরঃ' প্রেরক ইন্দ্র 'অধ্বরে' যজ্ঞের নিমিত্তভূত অধ্বর্ত্তব্য অহিংসিতব্য অন্তরিক্ষে বর্ত্তমান হইয়া 'গোঃ' বৃষ্টির জলের 'রোধনা' রোধনসমূহকে আবরণসমূহকে 'পরি' পরিতঃ নিবারণ করেন। উত্তরার্দ্ধ প্রত্যক্ষকৃত। হে ইন্দ্র! সূর্য্যাত্মার দ্বারা বর্ত্তমান্ আপনি 'ক্রত্বান্' (ক্রতু কর্ম্মনামবাচক) কর্ম্মে সাধুগণকে 'দ্যূন্' দিবসসমূহ 'অনু' লক্ষ্য করিয়া 'যৎ হ' যখন নিশ্চয় 'প্রভাসি' প্রকর্ষের দ্বারা দীপ্ত হয়েন, তখন 'অনর্ব্বিশে' অনসা অর্থাৎ শকটের দ্বারা ইন্ধনাদি আহরণের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে, অথবা গন্তব্য স্থলে যাইতে অসমর্থ পুরুষের জন্য 'পশ্বিষে' পশুসকল প্রেরণ করে, 'তুরায়' ত্বরমাণ গোধনপালের জন্যও অভিমত সিদ্ধ করে—এইরূপ বাক্য শেষ।

সিধ্মা। শোভনমিধ্মং দীপ্তমাস্যং দীপ্তির্ব্বা যস্যাঃ সা তথোক্তা। নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। অপস্যাৎ। অপশব্দাৎ সুপ আত্মনঃ ক্যচ্‌। লেটোঽড়াগমঃ। রোধনা। রুধির্‌ আবরণে। ল্যুট্‌ চেতি ভাবে ল্যুট্‌। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। অনর্ব্বিশে। অনসাবিশতি প্রাপ্নোতীত্যনর্ব্বিট্‌। বিশতেঃ ক্বিপ্‌। অহরাদীনাং পত্যাদিষূপসংখ্যানমিতি সকারস্য রেফাদেশঃ। যদ্বা অর্ত্তেঃ কর্ম্মণি বিচ্‌। অরং গন্তব্যং প্রতি বিশতি প্রাপ্নোতীত্যর্ব্বিট্‌। ন অর্ব্বিট্‌ অনর্ব্বিট্‌। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অতএব ব্যুৎপত্ত্যনবধারণাদনবগ্রহঃ। পথিষে। ইষ গতৌ। অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্‌ চেতি ক্বিপ্‌॥ ( ১ম—১২১সূ—৭ঋ )॥

## সপ্তম ( ১৩৪৭ ) ঋকের বিশদার্থ।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এক পরিবারে বাসা বাঁধিয়া আছে। সুতরাং একের উপস্থিতিতে অন্যের উপস্থিতি অনুমান করা যায়। তাহারা—"এক বোঁটাতে ফোটা তিনটী ফুল।" তাই মানুষ যখন সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে, তখন কর্ম্মফলে তাহার মধ্যে জ্ঞান আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্ম্মের ছুরিকাঘাতে জ্ঞানাবরক মোহ-তমসার কালপর্দ্দা ছিন্নবিছিন্ন হইয়া যায়। সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল হয়, প্রশস্ত হয়, জ্ঞানধারণের উপযোগিতা লাভ করে। হৃদয়-রূপ ক্ষেত্রকে কর্ম্ম-রূপ লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ করতঃ জ্ঞান-বীজ তাহাতে বপন করিয়া ভক্তিবারি সেচন করিতে হয়। এই ক্রমানুসারে কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি সাধকের মোক্ষলাভের কারণভূত হয়। কর্ম্মের পথ পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ-যাত্রা করা অসম্ভব।

---

সিধ্মা। শোভন ইদ্ধ অর্থাৎ দীপ্ত আস্য অথবা দীপ্তি যাহার সে। 'নঞ্‌সুভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। অপস্যাৎ। অপঃ-শব্দ হেতু 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্‌' ইত্যাদি সূত্রে ক্যচ্‌-প্রত্যয়। লেটে অট্‌ আগম। রোধনা। রুধির্‌ ধাতু অবরণার্থক। 'ল্যুট্‌ চ' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে ল্যুট্‌। 'শেশ্ছন্দসি' বহুলং ইত্যাদি সূত্রে 'শি'র লোপ। অনর্ব্বিশে। অনসা বিশতি প্রাপ্নোতি ইত্যাদি বাক্যে অনর্ব্বিট্‌। 'বিশতেঃ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্‌। 'অহরাদীনাং পত্যাদিষূপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে সকারের রেফ-আদেশ। অথবা 'অর্ত্তি'র ( ঋ-ধাতুর ) কর্ম্মণিবাচ্যে বিচ্‌। অরং গন্তব্যং প্রতি বিশতি প্রাপ্নোতি ইত্যাদি বাক্যে অর্ব্বিট্‌। ন অর্ব্বিট্‌ অনর্ব্বিট্‌। অব্যয়পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। অতএব ব্যুৎপত্তির অনবধারণ-হেতু অনবগ্রহ। পথিষে। ইষ-ধাতু গত্যর্থক। ইহাতে অন্তর্ভাবিত ণি-অর্থ-হেতু 'ক্বিপ্‌ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্‌। ( ১ম ১২১সূ—৭ঋ )॥

ভগবানের নিয়মানুসারে সে যেন হয়। যাঁহারা সৎকর্ম্মান্বিত, তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিবেন, মুক্তিলাভ করিবেন। কিন্তু যাহারা অজ্ঞান, যাহারা সৎকর্ম্ম-সাধনে অসমর্থ, তাহাদের গতি কি হইবে? ভগবান্ কি, মানবীয় গণিতশাস্ত্রের তুলাদণ্ডে মাপিয়া, মানবীয় ব্যবহারশাস্ত্রের বিধানানুসারে মুক্তি দিবেন? মানুষ, বিশেষতঃ কৃপাবাদীরা, তাহা মানিতে চাহেন না। মানুষের ন্যায়শাস্ত্র মানুষের গণিতশাস্ত্র মানুষের ব্যবহারশাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের করুণাও বিচার ওজন করিতে মানুষ মোটেই রাজী নয়। মানুষ জানে, তিনি দয়াময়, পরম করুণা-নিলয়। তাই তো পাপী তাপী তাঁহার দিকে একটু করুণার জন্য তাকাইয়া থাকে, কাতর-কণ্ঠে ডাকে—"এ অদিনে, এ অধীনে, ত্যজিবে কি দয়াময়?" মানুষ জানে, সে যতই না কেন দূরে সরিয়া যাক্, সে যতই না কেন অধঃপতিত হউক, সত্যিকার অনুশোচনা লইয়া সে যদি আসিয়া ডাকে—"সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়ে তোমারি দুয়ারে এসেছি;" তাহা হইলে, সেই স্বরগ-দুয়ারের মালিক তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। তাই তো পাপী ডাকে—'কোথায় দয়াময়ী মা আমার, আঁধার রাত যে ঘনিয়ে এল মা! জানি, আমি স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি, কিন্তু তাই বলে কি তুমি দূরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে? ওমা—কোলের ছেলে, ধুলো ঝেড়ে তুলে নাও কোলে।'

মানুষের এ বিশ্বাস না থাকিলে, জগৎ কি ভয়ানক স্থানই হইত! একবার পা পিছলাইয়া গেলে একেবারে অনন্ত-নরকে পচিবার বিশ্বাস যদি মানুষের মনে জাগে, তাহা হইলে সে আর পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চেষ্টা করিবে কেন? কিন্তু যতই কেন পাপী হউক না, মানুষ জানে—তাহার এমন এক আশ্রয়-স্থান আছে, যেখান হইতে সে প্রত্যাখ্যাত হইবে না—যদি সে আন্তরিকতার সহিত সেই আশ্রয়-প্রার্থনা করে। এই মন্ত্রে অনুশোচনার ও প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মোদ্ধারের মূলীভূত সৎকর্ম্ম-সাধনে উদ্বোধনা আছে।

কিন্তু এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যায় একটী অংশ এই,—"(হে ইন্দ্র!) তুমি (সূর্য্যরূপে) যখন কর্ম্মের দিনে কিরণ দান কর, তখন শকটবান্ ও পশুপালক ও ক্ষিপ্রগামী (নিজ নিজ কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করে)।" উদ্ধৃত অংশের বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশ মূল মন্ত্রে নাই।

যাহা হউক, এই ব্যাখ্যা হইতে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, তখন শকটের প্রচলন ছিল এবং আর্য্যেরা যথেষ্ট পরিমাণে পশুপালন করিতেন। কৃষিকার্য্যের জন্য বৃষ্টির নিতান্ত প্রয়োজন ছিল বলিয়া বৃষ্টিদাতা ইন্দ্রকে খুব বড়-দেবতা বলিয়া তখন কল্পনা করা হইত। এই মন্ত্রের প্রথমাংশের দুইটী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাহার একটী এই—"দীপ্তিমান কুঠার নিজ কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন অধ্বর্য্যু যজ্ঞের (যূপকাষ্ঠে) গো বন্ধ করিতে পারেন।" সায়ণাচার্য্য 'গোঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন—'পশোঃ'। এই হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, প্রাচীন ভারতে গো-বধ হইত, সায়ণাচার্য্যের সময় উহা নিষিদ্ধ হওয়ায়, তিনি 'গো' অর্থে 'পশু' শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই সব বিচার-বিতণ্ডায় আমাদিগের কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা দুই প্রকার অন্বয়ে মন্ত্রটীর দুই প্রকার ব্যাখ্যা প্রকাশ করিলাম। মূলতঃ দুই প্রকার ব্যাখ্যারই লক্ষ্য অভিন্ন। সাধুগণের আদর্শ যে জগৎকে সুফল প্রদান করে, এই তত্ত্বই এখানে পরিস্ফুট দেখা যায়॥ (১ম—১২১সূ—৭ঋ)॥

---

## অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অষ্টা মহো দিব আদো হরী ইহ
দ্যুম্নাসাহমভি যোধান উৎসং।
হরিং যত্তে মন্দিনং ধুক্ষন্বৃধে
গোরভসমদ্রিভির্ব্বাতাপ্যং ॥ ৮ ॥

⁂

### পদ-বিশ্লেষণং।

অষ্টা। মহঃ। দিবঃ। আদঃ। হরী ইতি। ইহ।
দ্যুম্নঽসহং। অভি। যোধানঃ। উৎসং।
হরিং। যৎ। তে। মন্দিনং। ধুক্ষন্। বৃধে।
গোঽরভসং। অদ্রিঽভিঃ। বাতাপ্যং ॥ ৮ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'মহঃ' (মহতঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'অষ্টা' (ভুঞ্জয়িতারৌ. প্রদাতারৌ ইত্যর্থঃ) 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ তব বাহনৌ) 'ইহ' (অস্মান্) 'আদঃ' (ভুঞ্জয়তাং; প্রযচ্ছতাং—দেবভাবং ইতি শেষঃ); জ্ঞানভক্তিসাহায্যেন দেবভাবং লব্ধুং বয়ং সমর্থাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ; 'যোধানঃ' (শত্রুনাশকঃ ত্বং) 'দ্যুম্নাসাহং' (দ্যুম্নস্য অস্মদীয়স্য সত্ত্বরূপস্য ধনস্য অপহারকং) 'উৎসং' (মূলস্থানং, রিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিভব, নাশয়); অস্মাকং সাধনমার্গপ্রতিকূলান্ রিপূন্ নাশয়—ইতি ভাবঃ; হে দেব! 'তে' (তব) 'যৎ' (যৎ প্রসিদ্ধং) 'মন্দিনং' (মদকরং, পরমানন্দদায়কং) 'হরিং' (মনোহরং) 'বাতাপ্যং' (শীঘ্রকারিতয়া পাতব্যং, আশুমুক্তিদায়কং) 'গোরভসং' (শক্তিপ্রদজ্ঞানং) 'বৃধে' (পরিবর্দ্ধনায়) সাধবঃ 'অদ্রিভিঃ' (কৃচ্ছ্রসাধ্যাভিঃ রিপুবিজয়িভিঃ শক্তিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'ধুক্ষন্' (দুহন্তি, প্রাপ্নুবন্তি—তৎ জ্ঞানং অস্মভ্যং দেহি ইতি শেষঃ); হে দেব! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১ম · ১২১সূ—৮ঋ)॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! মহান্ দ্যুলোকের প্রদাতা জ্ঞানভক্তি-রূপ আপনার বাহনদ্বয় আমাদিগকে দেবভাব প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তির সাহায্যে দেবভাব লাভ করিতে আমরা যেন সমর্থ হই); শত্রুনাশক আপনি আমাদিগের পরমধনাপহারক রিপুদিগকে বিনাশ করুন; (ভাব এই যে,—আমাদিগের সাধনমার্গের প্রতিকূল রিপুদিগকে নাশ করুন); হে দেব! আপনার যে প্রসিদ্ধ পরমানন্দদায়ক মনোহর আশুমুক্তিদায়ক শক্তিপ্রদ জ্ঞানকে পরিবর্দ্ধনের জন্য, সাধুগণ কৃচ্ছ্রসাধ্য

রিপুঞ্জয় শক্তির দ্বারা দোহন করেন—প্রাপ্ত হন; সেই জ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১ম—১২১সূ—৮ঋ)॥

* *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র মহো মহতো দিবো মদকরস্য সোমস্যাষ্টা ভোক্তারৌ হরী স্বকীয়াবশ্বাবিহাস্মিন্ কর্ম্মণ্যাদঃ পীতশেষং সোমং পায়য়। তথা দ্যুম্নাসাহং দ্যুম্নস্যাস্মদীয়স্য ধনস্যাভিভবিতারমুৎসমুৎস্রাবয়িতারং শত্রুং যোধানো যোধনশীলস্ত্বমভিভব। যত্তদা তে তব বৃধে বর্দ্ধনায় হরিং মনোহরং মন্দিনং মদকরং গোরভসং। অত্র গোশব্দঃ পয়সি বর্ত্ততে। পয়ো বলং। তদ্বদ্বেগবন্তং বীর্য্যবন্তমিত্যর্থঃ। বাতাপ্যং। বাতেন প্রাপ্তব্যং বাততুল্যেন শীঘ্রকারিণা ত্বয়া পাতব্যমিত্যর্থঃ। এবম্বিধং সোমমদ্রিভির্গ্রাবভির্ধুক্ষন্ দুহন্তি ঋত্বিজোঽভিষুণ্বন্তি তদানীমষ্টেতি পূর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ॥

অষ্টা। অশ ভোজনে। তৃচ। আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বাদিডভাবঃ। ধুক্ষন্। পদকালীনো ভষ্‌ভাবচ্ছান্দসঃ॥ (১ম—১২১সূ—৮ঋ)॥

* * *

## অষ্টম (১৩৪৮) ঋকের বিশদার্থ।

জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে ভগবানের দর্শন লাভ করা যায়। ভক্তি জ্ঞানের সহচারিণী। যেখানে জ্ঞান—পরাজ্ঞান আছে, সেখানে ভক্তি থাকিবেই থাকিবে। জ্ঞান ভগবানের স্বরূপ বুঝাইয়া দেয়,—তাঁহার

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! 'মহঃ' মহৎ 'দিবঃ' মদকর সোমের 'অষ্টা' ভোক্তাদ্বয়কে, 'হরী' আপনার অশ্বদ্বয়কে, 'ইহ' এই কর্ম্মে 'আদঃ' পানাবশিষ্ট সোম পান করান। আরও, 'দ্যুম্নাসাহং' দ্যুম্নের আপনাদিগের ধনের অভিভবিতা 'উৎসং' উৎস্রাবয়িতা শত্রুকে 'যোধানঃ' হননকারী আপনি 'অভি' অভিভব করুন। 'যৎ' যখন 'তে' আপনার বৃধে বর্দ্ধনার্থ 'হরিং' মনোহর 'মন্দিনং' মদকর 'গোরভসং'। এখানে গোশব্দ পয়ঃশব্দে বর্ত্তমান আছে। পয়ঃ অর্থে বল বুঝায়। সেই বেগবান্ বীর্য্যবান্—ইহাই অর্থ। 'বাতাপ্যং' বাতের দ্বারা প্রাপ্তব্য। বাততুল্য শীঘ্রকারী আপনা কর্ত্তৃক পানযোগ্য—ইহাই অর্থ। এবম্বিধ সোমকে 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবসমূহের দ্বারা 'ধুক্ষন্' দোহন করে—ঋত্বিগ্‌গণ অভিষুত করে। তাহার পর অষ্টা-পদ পূর্ব্বত্র সম্বন্ধযুক্ত।

অষ্টা। অশ-ধাতু ভোজনার্থক। তৃচ-প্রত্যয়। আগমানুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু ইট্-অভাব। ধুক্ষন্ পদকালীন ভষ্-ভাব ছান্দসে॥ (১ম-১২১সূ-৮ঋ)॥

অপার মহিমার কথা মানুষকে জানায়। যেখানে যাহা কিছু মহৎ, সুন্দর, উদার, সেখানেই মানুষের মন আপনা হইতে ভক্তিতে নত হইয়া যাইবে। সাধারণ জাগতিক বিষয়ের সম্বন্ধেই যখন একথা প্রযোজ্য, তখন সেই মহান্ বিরাট্ অনন্তসত্ত্বার সম্বন্ধে এই সত্য আরও কতগুণে বেশী প্রযোজ্য। তিনি 'সত্যং শিবং সুন্দরং'। যাহা কিছু সত্য—তাহার উৎপত্তিস্থল তিনি; যাহা কিছু মঙ্গলজনক—তাহার প্রেরয়িতা তিনি; যাহা কিছু সুন্দর—তাহার আদর্শ সেই পরম সুন্দর ভগবান্।

মানুষ সুন্দরের কত ভক্ত! এই জগৎ যুড়ে যে সৌন্দর্য্যস্রোত বহিতেছে, তাহা সেই অনন্তসুন্দরের ক্ষীণ ছায়া মাত্র। সৌন্দর্য্য-পিপাসু মানব মন, তাঁহার অনন্ত-সৌন্দর্য্যের কথা জানিলে, তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিবেই,—তাঁহার প্রতি ভক্তিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবেই। ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? সামান্য মঙ্গলের জন্য মানুষ আকুলি-ব্যাকুলি করিতে থাকে; সেই অনন্ত-মঙ্গলময়ের সন্ধান পাইলে, মানুষ তাঁহাকে না ভালবাসিয়া কি থাকিতে পারে? অনন্ত প্রেম-পারাবার তিনি—প্রেমপিপাসু মানব তাঁহার সন্ধান পাইলে তাঁহার প্রতি প্রেম অর্পণ না করিয়া কি থাকিতে পারিবে? তাই তো প্রেমিক গাহিয়াছেন,—

"ভালবাসিতে যদি হয়, তাঁরেই শুধু ভালবাস—যে জন প্রেমময়।"

তাঁহার স্বরূপ জানাইয়া দেয়—জ্ঞান; আর, তাহার পরেই ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। অথবা, কোনও কোনও সাধকের অহৈতুকী প্রেমেরও উপজন হয়। এই জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে মানুষ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। তাই জ্ঞান ও ভক্তিকে ভগবানের বাহন বলা হইয়াছে।

এই মন্ত্রে জ্ঞান ও ভক্তিলাভের জন্য, রিপুনাশের জন্য ও মোক্ষপ্রদ জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা আছে। মানুষের যাহা কাম্য, তাহা সমস্তই সেই অনন্তপুরুষের অনন্তভাণ্ডারে আছে। তাই মানুষ প্রার্থনা পূরণের জন্য তাঁহারই চরণে শরণ লয়।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাতে সোমরস নামক মাদকদ্রব্যের প্রস্তুত-প্রণালী দেখা যায়। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ; যথা,—

"যখন (ঋত্বিকগণ) তোমার বর্দ্ধনার্থ মনোহর হর্ষকর বলদায়ী এবং তোমার উপভোগ্য সোম হইতে প্রস্তর দ্বারা রস বাহির করে, তখন

হর্ষকর সোমরসের উপভোক্তা তোমার হরি নামক অশ্বদ্বয়কে এই যজ্ঞে সোমপান করাও। তুমি যুদ্ধনিপুণ, আমাদিগের ধনাপহারী শত্রুকে দমন কর।” এই ব্যাখ্যা হইতে পুরাতত্ত্ববিদগণ কয়েকটী সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ, ‘সোমরস’ নামক মাদক দ্রব্য আর্য্যেরা ব্যবহার করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, তখন মানব-সভ্যতার ‘প্রস্তর-যুগ’ চলিতেছিল অথবা ‘প্রস্তর-যুগ’ (Stone Age) শেষ হইয়া গেলেও তাহার পূর্ণবিলোপ হয় নাই। তৃতীয়তঃ, তাঁহারা তখনও রিপু-বেষ্টিত ছিলেন। চতুর্থতঃ, তখনও উৎসেচন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে মদ্য প্রস্তুত হইত কিনা সন্দেহ। পঞ্চমতঃ, তখন অশ্বকে মদ্য পান করান হইত।

আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। এখানে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অর্থাৎ প্রস্তর-যুগ সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রস্তর ব্যবহার করিলেই যদি ‘প্রস্তর-যুগ’ বলিতে হয়, তবে এখনও ‘প্রস্তর-যুগ’ চলিতেছে। এসম্বন্ধে এখানে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই॥ (১ম—১২১সূ—৮ঋ)॥

—— • ——

### নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশাধিকশততমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

ত্বমায়সং প্রতি বর্ত্তয়ো গোর্দ্দিবো

অশ্মানমুপনীতমৃভ্বা।

কুৎসায় যত্র পুরুহূত বন্বঞ্ছুষ্ণমনন্তৈঃ

পরিয়াসি বধৈঃ॥ ৯॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। আয়সং। প্রতি। বর্ত্তয়ঃ। গোঃ। দিবঃ।

অশ্মানং। উপঽনীতং। ঋভ্বা।

কুৎসায়। যত্র। পুরুঽহূত। বন্বন্। শুষ্ণং। অনন্তৈঃ।

পরিঽয়াসি। বধৈঃ॥ ৯॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন! 'ঋভ্বা' (নরদেবেন, সাধকেন) 'উপনীতং' (আনীতং, প্রাপ্তং) 'দিবঃ গোঃ' (স্বর্গীয়জ্ঞানস্য, পরাজ্ঞানস্য) 'আয়সং' (বজ্রকঠোরং) 'অশ্মানং' (বলং) 'প্রতি' (অস্মান প্রতি, অস্মভ্যং) 'ত্বং বর্ত্তয়ঃ' (বাসৃজঃ, প্রযচ্ছ); সাধকঃ যৎ পরাজ্ঞানং লভতে তৎ জ্ঞানং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ; 'শুষ্ণং' (সত্ত্বভাবশোষকং) 'বন্বন' (হিংসন, বিনাশকারিন ইত্যর্থঃ) 'পুরুহূত' (সর্ব্বলোকবরণীয় হে দেব) 'যত্র' (যতঃ) ত্বং 'অনন্তৈঃ বধৈঃ' (অশেষৈঃ হননসাধনৈঃ আয়ুধৈঃ সহ) 'কুৎসায়' (নিন্দনীয়ায় পাপিনে) 'পরিয়াসি' (পরিতঃ গচ্ছসি, তস্য পাপনিবৃত্তিং করোমি ইত্যর্থঃ) ততঃ অস্যাঃ প্রার্থনায়াঃ সাহসিনঃ বয়ং অস্মাকং পাপং বিনাশয় ইতি শেষঃ। হে ভগবন্! পাপিনাং অস্মাকং মোহ-পাপং বিনাশ্য অস্মভ্যং শুদ্ধসত্ত্বভাবং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১ম—১২১সূ—৯ঋ)॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! নরদেবতা সাধক কর্ত্তৃক প্রাপ্ত স্বর্গীয়জ্ঞানের বজ্রকঠোর বল আমাদিগকে প্রদান করুন; (ভাব এই যে,—সাধক যে পরাজ্ঞান লাভ করেন, সেই জ্ঞান আমরা যেন লাভ করি); সত্ত্বভাবশোষককে বিনাশকারী সর্ব্বলোকবরণীয় হে দেব! যেহেতু আপনি অশেষ হনন-সাধন আয়ুধের সহিত নিন্দনীয় পাপীর নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে গমন করেন—তাহার পাপনিবৃত্তি করেন; সেইহেতু এই প্রার্থনায় সাহসী আমরা, আমাদিগের পাপ বিনাশ করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্!

পাপী আমাদিগের মোহ-পাপ বিনাশ করিয়া আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করুন।) ॥ (১ম—১২১সূ—৯ঋ)॥

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং গোর্গন্তুঃ শুষ্ণস্যাসুরস্য বধার্থমায়সময়োময়ং বজ্রং প্রতিবর্ত্তয়ঃ। আভিমুখ্যেন ব্যসৃজঃ। কীদৃশং বজ্রং। দিবো দ্যুলোকাদৃভ্বা দীপ্তেন ত্বষ্ট্রোপনীতং আনীতমশ্মানং শীঘ্রং শত্রোর্ব্ব্যাপকং। যত্র যদা হে পুরুহূত পুরুভির্ব্বহুভিঃ স্তোতৃভিরাহূতেন্দ্র কুৎসায়ৈতৎসংজ্ঞায় ঋষয়ে শুষ্ণং শোষকমসুরমনন্তৈরনবধিকৈর্ব্বধৈর্হননসাধনৈরায়ুধৈর্ব্বন্বন্ হিংসন্ পরিয়াসি। পরিতো গচ্ছসি। তদানীং তদ্বধার্থং বজ্রং প্রত্যাবর্ত্তয় ইত্যর্থঃ।

অশ্মানং। অশূ ব্যাপ্তৌ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে ইতি মনিন্। ঋভ্বা। জসাদিষু ছন্দসি বাবচনমিতি নাভাবস্য বিকল্পিতত্বাদভাবে যণাদেশঃ। বন্বন্। বনু যাচনে। অত্র হিংসার্থঃ। তথা চ যাস্কঃ। বনুষ্যতির্হন্তিকর্ম্মানবগতসংস্কারো ভবতীতি (নি০ ৫।২)। বধৈঃ। হনশ্চ বধ ইতি হন্তেঃ করণেঽপ্। তৎসন্নিয়োগেন বধাদেশশ্চ। সচাদন্তোঽন্তোদাত্তঃ। তস্যাতো লোপে সত্যুদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ প্রত্যয়স্যোদাত্তত্বং॥ (১ম—১২১সূ—৯ঋ)॥

* * *

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! 'ত্বং' আপনি 'গোঃ' গতিশীল শুষ্ণ অসুরের বধের নিমিত্ত 'আয়সং' অয়োময় বজ্র 'প্রতি বর্ত্তয়ঃ' অভিমুখে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কীদৃশ বজ্র? 'দিবঃ' স্বর্গ হইতে 'ঋভ্বা' দীপ্তির দ্বারা 'উপনীতঃ' আনীত 'অশ্মানং' শীঘ্র শত্রুর ব্যাপক। 'যত্র' যখন হে 'পুরুহূত' পুরুগণের বহুস্তোতৃবর্গের দ্বারা আহূত হে ইন্দ্র! 'কুৎসায়' এতৎসংজ্ঞক ঋষির নিমিত্ত 'শুষ্ণং' শোষক অসুরকে 'অনন্তৈঃ' নিরবধি 'বধৈঃ' হননসাধন আয়ুধের দ্বারা 'বন্বন্' হিংসা করিতে করিতে 'পরিয়াসি' সর্ব্বতোভাবে গমন করেন; তখন তাহার বধের নিমিত্ত বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ।

অশ্মানং। অশূ-ধাতু ব্যাপ্ত্যর্থক। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে মনিন-প্রত্যয়। ঋভ্বা। 'জসাদিষু ছন্দসি বাবচনং' ইত্যাদি সূত্রে ন-অভাবের বিকল্পিতত্ব-হেতু অভাবে যণাদেশ। বন্বন্। বনু-ধাতু যাচনার্থক। এখানে হিংসার্থক। যাস্কে উক্ত আছে,—'বনুষ্যতি হন্তিকর্ম্মানবগতসংস্কারো ভবতি' (নি০ ৫।২) ইত্যাদি। বধৈঃ। 'হনশ্চ বধঃ' ইত্যাদি সূত্রে হন্তির (হন-ধাতুর) করণে অপ্। তাহার সংন্নিয়োগের দ্বারা বধাদেশ। তাহা অদন্ত এবং অন্তোদাত্ত। তাহার অত লোপ হইলে, উদাত্তনিবৃত্তিস্বরের দ্বারা প্রত্যয়ের উদাত্তত্ব॥ (১ম—১২১সূ—৯ঋ)॥

* * *

# নবম ( ১৩৪৭ ) ঋকের বিশদার্থ।

'জ্ঞানাৎ পরতরং নহি'—জ্ঞানের মত জগতে আর কিছুই নাই. যিনি পরাজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনই মর্ত্ত্যের দেবতা—ভূদেব। জ্ঞানের দ্বারা মানুষ যে শক্তি লাভ করে, তাহার প্রভাব অসীম। সাযুজ্য সামীপ্য প্রভৃতি বিভূতি জ্ঞানের দ্বারাই লাভ করা যায়—মুক্তিও জ্ঞানলভ্য। তাই যাঁহারা সেই পরাজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নরদেবতা।

জ্ঞানের ফলে হৃদয়ে যে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, তাহার বিনাশকারীর অভাব নাই। কামক্রোধাদি রিপুগণ মানুষকে ঘিরিয়া আছে; একটু সুবিধা পাইলেই তাহারা আক্রমণ করিয়া মানুষকে অধঃপতনের পথে প্রেরণ করে। শুধু তাই নয়, হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন হইলেও মানুষ পতনের হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার পায় না। যে পর্য্যন্ত না মানুষ সম্পূর্ণরূপে ভগবদগতপ্রাণ হয়, সে পর্য্যন্ত অসুরের উপদ্রব থাকে। মোক্ষপ্রাপ্ত নরদেবগণ সেই অসুরগণের আক্রমণের অতীত লোকে বিহার করেন। ভগবান্ সর্ব্বদাই মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য রক্ষাস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। ভগবানের কৃপায় পাপের বিনাশ হয়—মানুষ 'তমসের' পরপারে যাইতে সমর্থ হয়।

তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—'জ্ঞানাধার, অসীম করুণানিলয় প্রভু, কোথায় তুমি! চারিদিকে রিপুগণের উপদ্রবে আমরা বিব্রত। তুমি তো শত্রুনিসূদন! আমাদিগের শত্রুকে চিরতরে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে তোমার অভয় চরণে স্থান দাও প্রভু! আমাদিগকে তোমার সেই জ্যোতির্ম্ময় লোকে লইয়া যাও,—যেখানে পাপতাপ নাই, যেখানে মোহ-অন্ধকার পথিককে বিভ্রান্ত করিয়া দেয় না। তোমার সেই চিরপবিত্র আশ্রয়-স্থানে আমাদিগকে লইয়া যাও,—যেখানে শত্রুর আক্রমণে মানুষকে বিব্রত হইতে হয় না। আমাদিগকে কৃপা করিয়া এমন শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী কর,—যে ভাব হইতে কেহ আমাদিগকে অধঃপতনের পথে লইয়া যাইতে পারিবে না। আমরা দুর্ব্বল, শত্রুভয়ে ভীত; আমাদিগকে শত্রুজয়ী কর; আমরা পাপকবলে নিপতিত,

আমাদিগকে পাপের দাসত্ব হইতে চিরতরে উদ্ধার কর। তমসো মা জ্যোতির্গময়।'

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে কুৎস ঋষির ও শুষ্ণ অসুরের উল্লেখ দেখা যায়। পূর্ব্বেই (১ম—১০৩সূ—৮ঋ) ঐ দুই পদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে॥ (১ম—১২১সূ—৯ঋ)॥

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশাধিকশততমং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

পুরা যৎ সূরস্তমসো অপীতেস্তমদ্রিবঃ
ফলিগং হেতিমস্য।
শুষ্ণস্য চিৎ পরিহিতং যদোজো দিবস্পরি
সুগ্রথিতং তদাদঃ॥ ১০॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

পুরা। যৎ। সূরঃ। তমসঃ। অপিঽইতেঃ। তং। অদ্রিঽবঃ।
ফলিঽগং। হেতিং। অস্য।
শুষ্ণস্য। চিৎ। পরিঽহিতং। যৎ। ওজঃ। দিবঃ। পরি।
সুঽগ্রথিতং। তৎ। আ। অদরিত্যদঃ॥ ১০॥

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' ( পাপবিনাশায় পাষাণবৎ কঠোরঃ দেবঃ ) 'যৎ' (যদা) 'তৎ' ( প্রসিদ্ধং, রক্ষাশক্তিযুক্তং ) 'ফলিগং' ( ফলপ্রদং, সুফলদায়কং ) 'হেতিং' ( আয়ুধং, অস্ত্রং ) 'অস্য' ( তমসঃ পাপস্য – বিনাশায় ইতি যাবৎ ) নিক্ষিপতি ইতি শেষঃ ; তদা 'পুরা' ( চিরং, নিশ্চয়মেব ) 'সূরঃ' ( জ্ঞানী সাধকঃ ) 'তমসঃ' ( পাপস্য ) 'অপীতে' ( সংগ্রামাৎ ) মুক্তঃ ভবতি ইতি শেষঃ ; দেবঃ সাধকং পাপকবলাৎ উদ্ধারয়তি—ইতি ভাবঃ ; 'দিবস্পরি' ( দ্যোতমানস্য, সাধকস্য উপরি ) 'শুষ্ণস্য' ( সত্ত্বভাবশোষকস্য ) 'পরিহিতং' ( আচ্ছাদিতং সত্ত্বভাবাবরণরূপং ইত্যর্থঃ ) 'সুগ্রথিতং' ( দৃঢ়বদ্ধং ) 'যৎ ওজঃ' ( যৎ বলং ) 'তৎ চিৎ' ( তৎ নিশ্চয়মেব ) 'আদঃ' ( বিশ্লিষ্টং করোষি, দূরীকৃতং করোষি ) ; দেবঃ কৃপয়া সাধকস্য রিপূন্ দূরীকৃত্য তস্য সত্ত্বভাবং পরিবর্দ্ধয়তি—ইতি ভাবঃ ॥ ( ১ম—১২১সূ—১০ঋ ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

পাপবিনাশে পাষাণবৎ কঠোর দেবতা যখন প্রসিদ্ধ রক্ষাশক্তিযুক্ত সুফলদায়ক অস্ত্রকে পাপের বিনাশের জন্য নিক্ষেপ করেন, তখন নিশ্চয়ই সাধক পাপের সংগ্রাম হইতে মুক্ত হন ; ( ভাব এই যে,—দেবতা সাধককে পাপকবল হইতে উদ্ধার করেন ) ; সাধকের উপরে সত্ত্বভাবশোষকের সত্ত্বভাবাবরণ-রূপ দৃঢ়বদ্ধ যে বল, তাহা নিশ্চয়ই আপনি দূরীকৃত করেন ; ( ভাব এই যে,—দেবতা কৃপা করিয়া সাধকের রিপুগণকে দূরীকৃত করিয়া তাঁহার সত্ত্বভাবকে পরিবর্দ্ধন করেন। ) ॥ (১ম—১২১সূ—১০ঋ) ॥

• • •

### সায়ণভাষ্যং।

পুরা যদ্যদা শূরঃ সূর্য্যস্তমসস্তমোরূপস্য শুষ্ণস্যাসুরস্যাপীতেঃ সংগ্রামান্মুক্তোঽভবদীতি শেষঃ। তদানীং হে অদ্রিবঃ। আদ্রিণাত্যনেনেত্যদ্রির্ব্বজ্রঃ। তদ্বন্নিন্দ্র তং ফলিগং। মেঘনামৈতৎ। মেঘরূপেণাবৃণ্বন্তং হেতিং হন্তারং শুষ্ণমসুরমস্য নিরসিতবানসি। যদ্বা অস্য শুষ্ণস্যাসুরস্য হেতিং হননসাধনমায়ুধং ফলিগং মেঘলক্ষণং প্রাভাঙ্ক্ষীরিতি শেষঃ। তথা শুষ্ণস্য চিৎ

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'পুরা' পূর্ব্বকালে 'যৎ' যখন 'সূর' সূর্য্য 'তমসঃ' তমোরূপ 'শুষ্ণস্য' অসুরের 'অপীতেঃ' সংগ্রাম হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, তখন 'অদ্রিবঃ' ( আদ্রিণাতি অনেন—এই বাক্যে অদ্রি-শব্দের অর্থ বজ্র ) বজ্রবন্ হে ইন্দ্র! তং 'ফলিগং' ( ইহা মেঘনাম-বাচক ) মেঘরূপে আবরণকারী 'হেতিং' হন্তা শুষ্ণ অসুরকে 'অস্য' উহা হইতে নিরসিত করিয়াছিলেন। অথবা 'অস্য' এই 'শুষ্ণ' অসুরের 'হেতি' হননসাধন আয়ুধকে 'ফলিগং' মেঘলক্ষণকে প্রকৃষ্টরূপে ভগ্ন করিয়াছিলেন ; আর 'শুষ্ণস্য চিৎ' শোষক অসুরেরও 'যৎ ওজঃ' সেই

ঘোরবরিতুরসুরস্য চ যদোজঃ আচ্ছাদকং বলং দিবস্পরি দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্যোপরি পরিহিতমাচ্ছাদিতং সুগ্রথিতং সুষ্ঠু সূর্য্যে সক্তং তদোজস্তস্মাৎ সূর্য্যাদাদঃ আদৃণাঃ বিশ্লিষ্টং কৃতবানসীত্যর্থঃ।

অদ্রিবঃ। ছন্দসীর ইতি মতুপো বত্বং। মতুবসো রুরিতি নকারস্য রুত্বং। হেতিং। কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি বহুলবচনাদ্ধন্তেঃ কর্ত্তরি ক্তিন্। ঊতিযূতীত্যাদৌ নিপাতনাদ্রূপসিদ্ধিরন্তোদাত্তত্বং চ। অস্য। অসু ক্ষেপণে লটঃ সিপ্। তস্য ব্যত্যয়েন হ্যাদেশঃ। অতো হেরিতি হের্লুকঃ। দিবস্পরি। পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থে ইতি বিসর্জনীয়স্য সত্বং। অদঃ। দৃ বিদারণে লঙি সিপি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। গুণে হল্ঙ্যাব্ভ্য ইতি সিলোপঃ॥ (১ম-১২১সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে পঞ্চবিংশো বর্গঃ ॥ ১৮।২৫ ॥

## দশম ( ১৩৫০ ) ঋকের বিশদার্থ।

পাপ ও পুণ্য, দেবত্ব ও পশুত্ব, উভয়ই এই জগতে আছে; এবং এই দুই শক্তির বিরোধও চিরদিন বর্ত্তমান দেখি। দেবাসুরের এই সংগ্রাম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পাপের উপর, পশুত্বের উপর, জয়লাভ করাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। মানুষকে যদি পাপ-প্রলোভনের সহিত—অসুরের সহিত—সংগ্রাম করিতে না হইত, মানুষকে যদি হৃদয়স্থিত এই কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়া না আসিতে হইত, তাহা হইলে মানুষের নৈতিক-জীবন বলিয়া কিছু থাকিত না। যেখানে—যে মানুষের মধ্যে, এই নৈতিক-সংগ্রাম নাই, সেখানে হয় পূর্ণ-দেবত্ব নয় কেবল পশুত্ব আছে,—মনুষ্যত্বের বিকাশ সেখানে হয় নাই।

---

আচ্ছাদক বলকে 'দিবঃ পরি' দ্যোতমান্ সূর্য্যের উপর 'পরিহিতং' আচ্ছাদিত সুষ্ঠু সূর্য্যে সক্ত সেই ওজকে সেই সূর্য্য হইতে 'আদঃ' বিশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ।

অদ্রিবঃ। 'ছন্দসীরঃ' ইত্যাদি সূত্রে মতুপ বত্ব। 'মতুবসো রুঃ' ইত্যাদি সূত্রে ন-কারের রুত্ব। হেতিং। 'কৃত্যল্যুটো বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে বহুল-বচন-হেতু 'হন্তি'র (হন্-ধাতুর) কর্ত্তৃ-বাচ্যে ক্তিন। 'ঊতিযূতি' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতন-হেতু রূপ-সিদ্ধি ও অন্তোদাত্তত্ব। অস্য। অসু-ধাতু ক্ষেপণার্থক। লটে সিপ্। তাহার ব্যত্যয়ের দ্বারা হি-আদেশ। 'অতো হেঃ' ইত্যাদি সূত্রে 'হি'র লোপ। দিবস্পরি। 'পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থে' ইত্যাদি সূত্রে বিসর্জ্জনীয়ের সত্ব। অদঃ। দৃ-ধাতু বিদারণার্থক। লঙে সিপ্। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। 'গুণে হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে সি-লোপ ॥ ১০ ॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮২৫ ॥

অবশ্য, মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ—যে পর্য্যন্ত না সে তাহার ভিতরে সেই অসীমের বিকাশ সাধন করিতে পারিয়াছে। কিন্তু সেই অসীমত্বের পথে, মোক্ষবিরোধী ভীষণ শত্রুগণ, মনুষ্যত্বকে দেবত্বকে ধ্বংস করিবার জন্য, সদলবলে মোক্ষযাত্রায় বিঘ্ন উৎপাদন করে। দুর্ব্বল মানুষ অনেক সময় সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারে না। তখন দেবতা অগ্রসর হইয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া লন,—অজ্ঞান-তমসার মধ্যে জ্ঞানবর্ত্তিকা-হস্তে তাহার পথপ্রদর্শক হন। এখানেই দেবতার দেবত্ব;—এইখানেই ভগবানের অপার মহিমা প্রকাশিত। তিনি মানুষকে সহায়হীন করিয়া পাপের রাজ্যে ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি বিপদ-বারণ শ্রীমধুসূদন।

মানুষ তাহা জানে। মানুষ জানে যে, তাহার রক্ষার জন্য এমন একজন আছেন, এমন এক শক্তি ক্রিয়াশীল, যাঁহার—

‘চরণ-পরশ-ফলে, পতিত চরণতলে
স্তম্ভিত রিপুদলে, বলে—হোক তব জয়।’

তাই মানুষ তাঁহারই শরণ লয়। মানুষ জানে যে, সে যাঁহাকে ডাকিতেছে, তাঁহার শক্তি অসীম, তাঁহার নামের শক্তিতে রিপুগণ পলায়ন করে,—স্তম্ভিত দলিত বিধ্বস্ত হয়। মানুষ তাহা জানে বলিয়াই নির্ভয়ে অকূল সমুদ্রে অনন্ত-যাত্রার পথে তরী ভাসাইতে সাহসী হয়।

ভগবানের এই রক্ষাশক্তি-মাহাত্ম্যই এই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদের একাংশ উদ্ধৃত হইল—‘সেই শুষ্ণের যে বল সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং সূর্য্যের উপর গ্রথিত হইয়াছিল, তাহা তুমি ভগ্ন করিয়াছিলে।” পূর্ব্বের (১ম—১২১সূ—৯ঋ) মন্ত্রের এবং বর্ত্তমান মন্ত্রের ভাষ্যে শুষ্ণকে অসুর বলা হইয়াছে। অসুর সূর্য্যকে কিরূপ ‘আচ্ছাদন করিয়াছিল’ এবং ‘সূর্য্যের উপর গ্রথিত হইয়াছিল, তাহা দুর্ব্বোধ্য। বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণায় স্থিরীকৃত হইয়াছে—সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময় জড়পিণ্ড মাত্র। কোন জিনিসই তাহার উপর গ্রথিত থাকিতে পারে না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই এখানে ভিন্নার্থ অথবা রূপক-কল্পনা স্বীকার করিতে হয়। বর্ত্তমান যুগের একজন ব্যাখ্যাকার এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“অতএব শুষ্ণ অর্থে যে মেঘ, যে মেঘ জল দেয় না, জগৎকে,

শোষণ করে, সেই মেঘ, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। ইন্দ্র সেই সূর্য্য-আবরণকারী মেঘকে ভগ্ন করিয়া বৃষ্টি দান করেন, এবং আকাশে সূর্য্যকে পুনরায় প্রকাশ করিয়া দেন।” এখানেও এক রূপক-স্বীকার দেখা যায়।

যাহা হউক, আমাদিগের মত অন্যপ্রকার। ভাষ্য ও আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা একত্রে পাঠ করিলেই উভয়ের পার্থক্য আপনা-আপনিই বোধগম্য হইবে॥ (১ম—১২১সূ—১০ঋ)॥

—— • ——

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশাধিকশততমং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

অ॑নু ত্বা ম॒হী পাজ॑সী অচ॒ক্রে

দ্যাবা॒ক্ষা॑মা মদতামি॑ন্দ্র॒ কর্ম্ম॑ন্।

ত্বং বৃ॒ত্রমা॒শয়া॑নং সি॒রাসু॑ ম॒হো বজ্রে॑ণ

সিষ্বপো ব॒রাহু॑ং ॥ ১১ ॥

॰ ॰ ॰

পদ-বিশ্লেষণং।

অ॑নু। ত্বা॒। ম॒হী ই॑তি। পাজ॑সী॒ ই॑তি। অ॒চ॒ক্রে ই॑তি।

দ্যাবা॒ক্ষা॑মা। ম॒দ॒তা॒ং। ই॒ন্দ্র॒। কর্ম্ম॑ন্।

ত্বং। বৃ॒ত্রং। আ॒ঽশয়া॑নং। সি॒রাসু॑। ম॒হঃ॒। বজ্রে॑ণ।

সি॒ষ্ব॒পঃ॒। ব॒রাহু॑ং ॥ ১১ ॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপ হে দেব ) 'মহী' ( মহত্যৌ ) 'পাজসী' ( বলবত্যৌ ) 'অচক্রে' ( সর্ব্বত্রব্যাপ্য বর্ত্তমানে ) 'দ্যাবাক্ষামা' ( দ্যাবাপৃথিব্যৌ, স্বর্গমর্ত্ত্যৌ ) 'ত্বা অনু' ( ত্বাং প্রাপ্তয়ে ) 'কর্ম্মন্' ( সৎকর্ম্মন্, সৎকর্ম্মণি—প্রবৃত্তং জনং ইতি যাবৎ ) 'মদতাং' ( প্রহৃষ্টং কুরুতঃ ); সৎকর্ম্মণি সর্ব্বাঃ লোকাঃ প্রীতাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ; 'ত্বং মহ' ( ত্বং মহতা ) 'বজ্রেণ' ( আয়ুধেন সত্ত্বভাবরূপেণ, অস্মান্ সত্ত্বভাবদানেন ইত্যর্থঃ ) 'সিরাসু' ( গহনেষু—হৃদয়েষু লুক্কায়িতং ইতি যাবৎ ) 'আশয়ানং' ( বর্ত্তমানং, সর্ব্বত্র বিদ্যমানং ) 'বরাহুং' ( কঠোরং ) 'বৃত্রং' ( অজ্ঞানতারূপং অসুরং ) 'সিস্বপঃ' ( পাতিতবান্, বিনাশয় ইত্যর্থঃ ); হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান সর্ব্বান্ লোকান চ সত্ত্বভাবং প্রযচ্ছ, অস্মাকং অজ্ঞানতাং নাশয় চ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ ( ১ম-১২১সূ--১১ঋ )॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! মহৎ বলবান্ সর্ব্বব্যাপী দ্যুলোক-ভূলোক, আপনাকে প্রাপ্তির জন্য সৎকর্ম্ম-প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে প্রহৃষ্ট করেন; ( ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মে সমস্ত লোক প্রীত হন ); আপনি মহৎ সত্ত্বভাব-রূপ অস্ত্রের দ্বারা ( অর্থাৎ আমাদিগকে সত্ত্বভাব প্রদান করিয়া ) নিগূঢ় হৃদয়-প্রদেশে লুক্কায়িত সর্ব্বত্র বিদ্যমান—কঠোর অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে বিনাশ করুন; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগকে ও সর্ব্বলোককে সত্ত্বভাব প্রদান করুন, এবং আমাদিগের অজ্ঞানতা নাশ করুন। )॥ ( ১ম—১২১সূ—১১ঋ )॥

⁂

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র মহী মহ্যৌ মহত্যৌ পাজসী বলবত্যাবচক্রে অচঙ্ক্রমণে সর্ব্বত্র ব্যাপ্য বর্ত্তমানে দ্যাবাক্ষামা দ্যাবাপৃথিব্যৌ কর্ম্মন্ বৃত্রবধাদিলক্ষণে কর্ম্মণি প্রবৃত্তং ত্বা ত্বামনু মদতাং। হৃষ্টমকুরুতাং অন্বমন্যেতাং বা। তথা চ তৈত্তিরীয়কং। স আভ্যামেব প্রসূত ইন্দ্রো বৃত্রমহন্নিতি ( তৈ০ স০ ২।৫।২ )। তদনন্তরং ত্বমাশয়ানমাসমন্তাদ্ব্যাপ্য বর্ত্তমানং বরাহুং

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! 'মহী' মহতী 'পাজসী' বলবতী 'অচক্রে' সর্ব্বত্র ব্যাপ্য বর্ত্তমান 'দ্যাবাক্ষামা' দ্যাবাপৃথিবী 'কর্ম্মন' বৃত্রবধাদিলক্ষণ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত আপনাকে 'অনুমদতাং' সন্তুষ্ট করিয়াছিল—উৎসাহিত করিয়াছিল। এইরূপ তৈত্তিরীয়কে আছে। 'স আভ্যামেব প্রসূত ইন্দ্রো বৃত্রমহন্' ( তৈ০ স০ ২।৫। ) ইত্যাদি; ইহাদিগের দ্বারা প্রসূত সেই ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন। তার পর 'ত্বম্' আপনি 'অশয়ানং' সর্ব্বত্র ব্যাপ্য বর্ত্তমান 'বরাহুং' বরাহার 'বৃত্রং' অসুরকে

ঘরাচারং বৃত্রমসুরং সিরাসু সরণশীলাস্বপ্সু মহো মহতা বজ্রেণ হত্বা সিষ্বপঃ অস্বাপয়ঃ। বজ্রেণ হত্বা পাতিতবানিত্যর্থঃ ॥

মহী। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘ। পাজসী। পাজঃশব্দো বলবাচকো লক্ষণয়াত্র তদ্বতি বর্ত্ততে। ইয়াডিয়াজীকারাণামুপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরীকারাদেশঃ। দ্যাবাক্ষামা। দ্যৌশ্চ ক্ষামা চ। দিবো দ্যাবেতি দ্যাবাদেশঃ। দেবতাদ্বন্দ্বে চেত্যুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক। মদতাং। মদী হর্ষে। ব্যত্যয়েন শপ্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। মহঃ। মহতঃ। করণে শেষত্বেন বিচক্ষিতে ষষ্ঠী। অচ্ছব্দলোপশ্ছান্দসঃ। সিষ্বপঃ। ঞিষ্বপ্ শয়ে। অস্মাণ্ণ্যন্তাল্লুঙি চঙি সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ স্বাপেশ্চঙি। পা০ ৬।১।১৯। ইতি সম্প্রসারণং ন ক্রিয়তে ॥ (১ম—১২১সূ—১১ঋ) ॥

# একাদশ (১৩৫১) ঋকের বিশদার্থ।

স্বরূপতঃ সৎ-স্বরূপের অংশ বলিয়া, মানুষ পতিত হইলেও মহত্ত্বদর্শনে মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়, মহত্ত্বের পুরস্কার দিতে উৎসুক হয়। নিঃস্ব পথের ভিখারীকে একটী পয়সা দান করিতে, পরস্বাপহারী নরঘাতক দস্যুও আনন্দ লাভ করে। এই আনন্দ তাহার মজ্জাগত। তাহার সহজাত সংস্কার-বশে সে মহত্ত্বের পূজা করে—আর এই পূজা না করিয়া উপায় নাই। পাপানুষ্ঠানে যতই না কেন বিকৃতচিত্ত হউক, মানুষের অন্তরের দেবতা তাহাকে সর্ব্বদাই সজাগ রাখিতে চেষ্টা করেন।

---

'সিরাসু' সরণশীল উদকের মধ্যে 'মহঃ' মহৎ 'বজ্রেণ' বজ্রের দ্বারা হত্যা করিয়া 'সিষ্বপঃ' পাতিত করিয়াছিলেন ইহাই অর্থ।

মহী। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির পূর্ব্বসবর্ণে দীর্ঘ। পাজসী। পাজঃ-শব্দ বলবাচক। এখানে লক্ষণের দ্বারা তদ্বৎ হইয়াছে। 'ইয়াডিয়াজীকারাণামুপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির ঈকারাদেশ। দ্যাবাক্ষামা। দ্যৌ ও ক্ষামা—এই বাক্যে দ্যাবাক্ষামা। 'দিবোদ্যাবা' ইত্যাদি সূত্রে দ্যাবাদেশ। 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' ইত্যাদি সূত্রে উভয়পদের প্রকৃতিস্বরত্ব। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির লোপ। মদতাং। মদী-ধাতু হর্ষার্থক। ব্যত্যয়ের দ্বারা শপ্। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অট্ অভাব। মহঃ। মহতঃ। করণে শেষত্বের দ্বারা বিবক্ষিত ষষ্ঠী। অৎশব্দের লোপ ছান্দস। সিষ্বপঃ। ঞিষ্বপ্-ধাতু শয়নার্থক। তাহাতে ণ্যন্ত-হেতু লুঙে চঙ্; তাহাতে সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু 'স্বাপেশ্চঙি' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৬।১।১৯) সম্প্রসারণ করা হয় নাই।॥ ১১ ॥

তাই, যখন কেহ কোন মহৎকার্য্যে ব্রতী হন, তখন তিনি সকলের নিকট হইতেই উৎসাহ পাইয়া থাকেন। ইহা তাঁহার প্রাপ্য, আর মানুষের অবশ্য দেয়। তাই, সাধু ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ দেখিলে, মানুষ আনন্দিত হয়, সব পাপ-তাপ অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া যায়। যতদূর সম্ভব, সাধকের সেবা করিতে মানুষ ব্যগ্র হয়, তাঁহার প্রীতি-সম্পাদনে যত্ন করে।

এই সৎকর্ম্মের ফলে সত্ত্বভাবের উদ্রেক হয়; সত্ত্বভাবের উপজনে মানুষের অজ্ঞানতা-পাপ দূরে যায়। সৎ যেমন বিশ্বব্যাপী, অসৎও তেমনি সতের ছায়ার ন্যায় বিশ্বব্যাপী। সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব না হইলে,—সত্ত্বের ও তমের দ্বন্দ্ব না থাকিলে, বিশ্ব কারণাবস্থাতেই থাকিত,—প্রকাশিত হইত না। সুতরাং তমঃও সত্ত্বের ন্যায় সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। সত্ত্ব প্রকাশ-গুণ-বিশিষ্ট; আর, তমঃ লুক্কায়িত ভাবে—প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে। সত্ত্বের পূর্ণবিকাশ হইলে, তমের পরাজয় ঘটে, আলোকের আবির্ভাবে অন্ধকার পলায়ন করে।

এই সর্ব্বত্র বিদ্যমান তমের বিনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া পাপ ( অজ্ঞানতা ) কখন কিরূপে আমদিগকে আক্রমণ করে, তাহা জানা যায় না। তাই, সাধক ভগবানের নিকট সেই লুক্কায়িত শত্রুর বিনাশের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

এই মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে যে বিশ্বজনীনতা আছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিশ্ব জুড়িয়া পাপ বর্ত্তমান আছে—সমস্ত বিশ্বকে পাপের কবল হইতে মুক্ত না করিলে, পাপের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নাই। তাই, বিশ্বের সর্ব্বত্র বিদ্যমান পাপের বিনাশের জন্য প্রার্থনা আছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে বৃত্র-বধের আখ্যায়িকা আছে। মন্ত্রটীর শেষাংশের প্রচলিত অনুবাদ এই—"তুমি সেই সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ও সর্ব্বভুক্ বৃত্রকে মহৎ বজ্রদ্বারা বহনশীল জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে।" বৃত্রকে অসুর বলা হইয়াছে। কিন্তু কেমন সে অসুর—যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান ও সর্ব্বভুক্? বাস্তবিকই কি এরূপ কোন প্রাণী থাকিতে পারে,—যাহার পক্ষে সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকা সম্ভবপর? আমরা অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকেই "বৃত্রং"

পদের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছি। সেই অজ্ঞানতা প্রচ্ছন্ন ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান; আমাদিগের হৃদয়ে নিগূঢ় প্রদেশে লুক্কায়িত থাকে। আমাদিগের অন্যান্য বক্তব্য মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে॥ (১ম—১২১সূ—১১ঋ)॥

* * *

### দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশাধিকশততমং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

ত্বমিন্দ্র নর্য্যো যাঁ অবো নৃস্তিষ্ঠা বাতস্য
সুযুজো বহিষ্ঠান্।
যং তে কাব্য উশনা মন্দিনং দাদ্বৃত্রহণং
পার্য্যং ততক্ষ বজ্রং॥ ১২॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। ইন্দ্র। নর্য্যঃ। যান্। অবঃ। নৄন্। তিষ্ঠ। বাতস্য।
সুহযুজঃ। বহিষ্ঠান্।
যং। তে। কাব্যঃ। উশনা। মন্দিনং। দাৎ। বৃত্রহহনং।
পার্য্যং। ততক্ষ। বজ্রং॥ ১২॥

* * *

## মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

"ইন্দ্র' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব ) 'ত্বং নর্য্যঃ' ( নৃভ্যঃ হিতঃ, নরাণাং ত্বং মঙ্গলকারী ) 'তিষ্ঠ' ( ভব ); 'যান নৄন' ( যান্ নেতৃস্থানীয়ান্ লোকান্, সাধকান্ ইত্যর্থঃ ) ত্বং 'অবঃ' ( রক্ষসি—পাপাৎ ইতি যাবৎ ) তান্ 'বাতস্য' ( বাতস্য বেগেন, শীঘ্রং ) 'স্বযুজঃ' ( জ্ঞানযুক্তান্ ) তথা 'বহিষ্ঠান' ( অতিশয়েন বোঢ়ান্, সৎকর্ম্মসাধনসমর্থান্ করোষি—ইতি শেষঃ ); লোকানাং মঙ্গলায় ত্বং তান্ প্রজ্ঞাবতঃ সৎকর্ম্মসাধনসমর্থান্ চ করোষি—ইতি ভাবঃ; 'কাব্যঃ' ( মন্ত্রপ্রাপ্তঃ, জ্ঞানী ) 'উশনা' ( ভগবন্তং কাময়মানঃ মোক্ষাভিলাষী জনঃ ) 'তে' ( তব, তব সকাশাৎ—প্রাপ্তং ইতি যাবৎ ) 'যং মন্দিনং' ( যং পরমানন্দদায়কং ) 'বৃত্রতুরং' ( অজ্ঞানতানাশকং ) 'পার্য্যং' ( রিপূণাং অতিক্রমণে সমর্থং, রিপুবিমর্দ্দকং ) 'বজ্রং' ( আয়ুধং—সত্ত্বভাবরূপং ) 'দাৎ' ( প্রযচ্ছতি—লোকান্ ইতি যাবৎ ) তং সত্ত্বভাবং এব ত্বং 'ততক্ষ' ( তীক্ষ্ণধারং করোষি, মোক্ষপ্রদাং করোষি ইত্যর্থঃ ); বিশ্বপ্রেমিকঃ সাধকঃ জগদ্ধিতায় লোকান্ সত্ত্বভাবং প্রযচ্ছতি; ততঃ ভগবান্ প্রীতঃ সন্ সাধকং মোক্ষং দদাতি—ইতি ভাবঃ॥ ( ১ম—১২১সূ—১২ঋ )॥

⁂

## বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! আপনি মনুষ্যগণের মঙ্গলকারী হউন; যে নেতৃস্থানীয় লোকদিগকে—সাধকদিগকে আপনি পাপ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে শীঘ্র জ্ঞানযুক্ত এবং সৎকর্ম্ম-সাধন-সমর্থ করিয়া থাকেন; ( ভাব এই যে,—লোকের মঙ্গলের জন্য আপনি তাঁহাদিগকে প্রজ্ঞাবান্ এবং সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ করেন ); জ্ঞানী মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত যে পরমানন্দদায়ক, অজ্ঞানতা-নাশক, রিপু-বিমর্দ্দক, সত্ত্বভাব-রূপ আয়ুধ লোকদিগকে প্রদান করেন, সেই সত্ত্বভাবকে আপনি মোক্ষপ্রদ করিয়া থাকেন; ( ভাব এই যে,—বিশ্বপ্রেমিক সাধক জগতের হিতের জন্য মানুষকে সত্ত্বভাব প্রদান করেন; তাহাতে ভগবান্ প্রীত হইয়া সাধককে মোক্ষ প্রদান করেন )॥ (১ম—১২১সূ—১২ঋ)॥

⁂

## সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র নর্য্যো নৃভ্যো হিতস্ত্বং যান্নৄন্নেতৃনশ্বানবঃ। অবসি রক্ষসি। তান্বাতস্য তুল্যান্ তদ্বচ্ছীঘ্রং গচ্ছতঃ স্বযুজঃ শোভনং রথেন যুজ্যমানান্বহিষ্ঠান অতিশয়েন বোঢ়ৄনশ্বাংস্তিষ্ঠ।

---

## সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! 'নর্য্যো' নরদিগের হিতকারী 'ত্বং' আপনি 'যান্নৄন' নেতা অশ্বদিগকে 'অবঃ' রক্ষা করেন; সেই 'বাতস্য' বাততুল্য তদ্বৎ শীঘ্রগমনকারী 'স্বযুজঃ' শোভন রথের দ্বারা যুজ্যমান্ 'বহিষ্ঠান্' অতিশয় বোঢ়া অশ্বগণকে 'তিষ্ঠ' আরোহণ করুন—ইহাই অর্থ। 'কাব্যঃ'

আতিষ্ঠ আরোহেত্যর্থঃ। কাব্যঃ কবেঃ পুত্র উশনা মন্দিনং মদকরং যং বজ্রং তে তুভ্যং দাং দত্তবান। তং বজ্রং বৃত্রহণং বৃত্রস্যাসুরস্য ঘাতকং পার্য্যং শত্রূণাং পারণেঽতিক্রমণে সমর্থং চ ততক্ষ তনূকৃতবানসি ॥

অবঃ। অবতেলেটাডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। বহিষ্ঠান্। বোঢ়্ শব্দাত্তু-শ্ছন্দসীতীষ্ঠন্। তুরিষ্টেমেয়ঃস্বিতি তৃলোপঃ। পার্য্যং। পারতীর কর্ম্মসমাপ্তৌ। অম্বাণ্ন্যন্তাদচো যদিতি যৎ। ততক্ষ। তক্ষ্ ত্বক্ষ্ তনূকরণে। পুরুষব্যত্যয়ঃ ॥ ( ১ম—১২১সূ—১২ঋ ) ॥

• • •

## দ্বাদশ ( ১৩৫২ ) ঋকের বিশদার্থ ।

ভগবানই মানুষের মঙ্গলবিধায়ক। তিনি যে শুধু জগতের মঙ্গলবিধান করেন, তাহা নয়; যে ভক্তসাধক তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মঙ্গলসাধন করেন, তাঁহার প্রতিও ভগবান্ প্রীত হন। তিনি সৎ, শিব; তাই সত্যের মঙ্গলের সাধনে তাঁহারই কার্য্য করা হয়। একটী প্রচলিত কথা আছে—'যদি গাভীকে চাও, তবে বৎসকে বহন কর ' ভগবানই জগতের পিতা-মাতা, ত্রাণকর্ত্তা, মঙ্গলবিধাতা। তাঁহার সন্তানগণের মঙ্গলসাধন—তাঁহার পূজারই অংশ মাত্র। 'বিভুপ্রেম পূর্ণ নয় বিশ্ব প্রেম বিনা।' তাঁহাকে ভালবাসিতে হইলে, তাঁহার সন্তানগণকে ভালবাসিতে হয়। সমগ্র বিশ্ব তাঁহারই বাহ্য প্রকাশ মাত্র। একজনকেও পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বমঙ্গল সাধন হয় না। ভক্তপ্রবর জ্ঞানী শ্রীরামানুজাচার্য্য সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। একসময় তাঁহার গুরুদেব রামানুজকে একটী মন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন,—"এই মন্ত্রের সাধনে তুমি মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু সাবধান, যদি অন্য কাহাকেও এই মন্ত্র দান কর, তবে

---

কবির পুত্র 'উশনা' উশনা ঋষি 'মন্দিনং' মদকর 'যং' যে বজ্র 'তে' আপনাকে 'দাং' দিয়াছিলেন 'বৃত্রহণং' বৃত্রাসুরের ঘাতক 'পার্য্যং' শত্রুদিগের পারণে অতিক্রমণে সমর্থ 'বজ্রং' সেই বজ্রকে আপনি 'ততক্ষ' তনূকৃত ( শাণিত ) করিয়াছিলেন।

অবঃ। অবতির (অব-ধাতুর) লেটে অট্ আগম। 'ইতশ্চ লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে ঈকার-লোপ। বহিষ্ঠান্। 'বোঢ়্ শব্দাত্তু শ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ইষ্ঠন্-প্রত্যয়। 'তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু' ইত্যাদি সূত্রে তৃ লোপ। পার্য্যং। পার ও তীর-শব্দে কর্ম্ম-সমাপ্তি বুঝায়। উহাতে ণ্যন্ত-হেতু 'অচো যৎ' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। ততক্ষ। তক্ষ্ ও ত্বক্ষ্-ধাতু তনূকরণার্থক। পুরুষ-ব্যত্যয় ॥ ১২ ॥

• • •

সে-ই মুক্তিলাভ করিবে, আর তুমি অনন্ত নরকে পচিবে।” রামানুজ মন্ত্রগ্রহণ করিয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে খুব বড় রকমের একটী মহোৎসব উপস্থিত হইল। সকল দেশ হইতে অসংখ্য লোক উহাতে সমবেত হইলেন। রামানুজ সেখানে একটী উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিয়া সকলের নিকট সেই গুরু-দত্ত মন্ত্র প্রকাশিত করিলেন। সকলে যদি মুক্তিলাভ করে, তবে তিনি না হয় নরকে পচিলেনই বা। সত্যিকার ভক্তের মনোভাব এই প্রকারই হইয়া থাকে; এবং ভগবান্ সেই বিশ্বপ্রেমিককে ত্বরায় আপনার মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থান দান করেন। এই মন্ত্রের মধ্যে আমরা এই ভাবই প্রকটিত দেখি।

প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে একটী অংশ উদ্ধৃত হইল—“কবির পুত্র (উশনা) যে হর্ষকর বজ্র তোমাকে দিয়াছেন, তুমি সেই বৃত্রধ্বংসকারী শত্রুবিনাশী বজ্র তীক্ষ্ণ করিয়াছ।” কাব্যঃ ও উশনা পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে পূর্ব্বের (১ম—৮৩সূ—৫ঋকের) বিশদার্থ দ্রষ্টব্য। ভাষ্যকার ‘নৃন্’ পদের অর্থ করিয়াছেন—‘অশ্বান্’। আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই ব্যক্ত করা হইয়াছে ॥ (১ম—১২১সূ—১২ঋ) ॥

—•—

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশাধিকশততমং সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

ত্বং সূরো হরিতো রাময়ো
নৃন্ ভরচ্চক্রমেতশো নায়মিন্দ্র।
প্রাস্য পারং নবতিং নাব্যানামপি
কর্ত্তমবর্ত্তয়োঽযজ্যূন্ ॥ ১৩ ॥

### পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। সূরঃ। হরিতঃ। রময়ঃ।
নৄন্। ভরৎ। চক্রং এতশঃ। ন। অয়ং। ইন্দ্র।
প্রঽঅস্য। পারং। নবতিং। নাব্যানাং। অপি।
কর্ত্তং। অবর্ত্তয়ঃ। অযজ্যূন্ ১৩॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব ) 'ত্বং সূরঃ' ( ত্বমেব জ্ঞানী, জ্ঞানিষু ত্বং ক্রিয়াশীলঃ ইত্যর্থঃ ); 'হরিতঃ' ( অপহারিণঃ—অজ্ঞানতমসঃ ইতি যাবৎ ) 'রময়ঃ' ( জ্ঞানরশ্মীন্ ) 'নৄন্' ( নেতৃস্থানীয়ান্ সৎকর্ম্মসাধকান্ ) 'ভরৎ' ( প্রাপয়—ত্বমেব শেষঃ ); সাধকানাং প্রভাবেণ লোকাঃ সৎকর্ম্মান্বিতাঃ ভবন্তি, জ্ঞানং চ লভন্তে—ইতি ভাবঃ; 'ন' ( তথা ) 'এতশঃ' ( ভগবৎসামীপ্যপ্রাপকঃ, মোক্ষপ্রদঃ ) 'অয়ং' ( সৎকর্ম্মনিবহঃ ) 'চক্রং' ( করোতি, ভগবৎসামীপ্যং প্রাপয়তি লোকান্ ইতি শেষঃ ); 'নবতিং' ( সৎকর্ম্মণঃ অশেষং প্রতিবন্ধকং ) 'পারং' ( দূরং, নিঃশেষং ) 'প্রাস্য' ( প্রক্ষিপ্য, দূরীকৃত্য ) 'অযজ্যূন্' ( অযজমানান্, পূজারহিতান্ অপকর্ম্মকারিণঃ অস্মান্ ) 'অপি' ( এব ) ত্বং 'নাব্যানাং' ( পাপনাশকানাং, পুণ্যশীলানাং ) 'কৃতং' ( কর্ত্তব্যং, করণীয়সৎকর্ম্ম ) 'অবর্ত্তয়ঃ' ( প্রাপয়, কারয় ); দেবঃ পাপিনঃ অস্মান্ অপি সৎকর্ম্মসম্পন্নং কৃত্বা উদ্ধারয়তু—ইতি ভাবঃ। ( ১ম—১২১সূ—১৩ঋ ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! আপনিই জ্ঞানী, অর্থাৎ জ্ঞানিগণের মধ্যে আপনি ক্রিয়াশীল; অজ্ঞান-তমসার নাশকারী জ্ঞানরশ্মিসমূহ সৎকর্ম্মসাধকদিগকে আপনিই প্রাপ্ত করান; ( ভাব এই যে,—সাধকদিগের প্রভাবে মনুষ্যগণ সৎকর্ম্মান্বিত হয় এবং জ্ঞানলাভ করে ); মোক্ষপ্রদ সৎকর্ম্মনিবহ মনুষ্যগণকে ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত করায়; সৎকর্ম্মের অশেষ প্রতিবন্ধক নিঃশেষে দূর করিয়া, অপকর্ম্মকারী আমাদিগকেও আপনি পুণ্যশীলদিগের করণীয়-সৎকর্ম্ম করান; ( ভাব

এই যে,—দেবতা পাপীকে আমাদিগকেও সৎকর্ম্মসম্পন্ন করিয়া উদ্ধার করুন।) ॥ (১ম—১২১সূ—১৩ঋ) ॥

• • •

### সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে ইন্দ্র সূরঃ সূর্য্যাত্মনা বর্ত্তমানস্ত্বং হরিতো হরিদ্বর্ণান্ নৄন্ নেতৄনশ্বান্। যদ্বা রসহরণশীলান্ রশ্মীন্ রাময়ঃ উপরময়ঃ। অয়মেতশো ন এতশ ইতি সূর্য্যাশ্বস্যাখ্যা। তথা চ শ্রূয়তে। এতশেন সূর্য্যো দেবতাং গময়ত্বিতি (তৈ০ স০ ১।৬।৪) ন শব্দশ্চার্থে। এতশশ্চ রথস্য চক্রং ভরৎ প্রাবহৎ। অপিচ ত্বং নাব্যানাং নাবা তার্য্যাণাং নদীনাং নবতিং নবতিসংখ্যামতীত্য বর্ত্তমানং পারং তীরদেশং। সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া। তীরদেশেঽযজ্যূন অযজমানান্ যজ্ঞবিহীনানসুরাদীন্ প্রাস্য প্রক্ষিপ্য তত্র কর্ত্তমবর্ত্তয়ঃ। কর্ত্তব্যমপি কৃত্বা তানযজমানানবর্ত্তয়ঃ প্রাপয়ঃ ॥

রাময়ঃ। লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ। প্রাস্য। অসু ক্ষেপণে। অস্মাৎ ল্যপি রূপং। নাব্যানাং। নৌবয়োধর্ম্মেত্যাদিনা যৎ। তিৎস্বরিতমিতি স্বরিতত্বং। (১ম—১২১সূ—১৩ঋ) ॥

• • •

## ত্রয়োদশ (১৩৫৩) ঋকের বিশদার্থ।

মানুষ মায়ামোহের প্রভাবে সৎকর্ম্মহীন হয়, অসৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে। ভগবানের কৃপা না হইলে, পাপী চিরতরে পাপপঙ্কেই নিমগ্ন থাকিত। কিন্তু ভগবানের কৃপায় মানুষ আপনার ভুল বুঝিতে পারে,

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্র' হে ইন্দ্র! 'সূরঃ' সূর্য্যাত্মার দ্বারা বর্ত্তমান 'ত্বং' আপনি 'হরিতঃ' হরিতবর্ণ 'নৄন্' নেতা অশ্বদিগকে, অথবা রসহরণশীল রশ্মিসমূহকে 'রাময়ঃ' সংযত করেন। 'অয়মেতশো ন' এতশশব্দ সূর্য্যাশ্ববাচক। ইহা শ্রুতিতে আছে;—'এতশেন সূর্য্যো দেবতা গময়তু' (তৈ০ স০ ১।৬।৪) ইত্যাদি। নশব্দ চ-অর্থক। এবং এতশ রথের 'চক্রং' চক্রকে 'ভরৎ' বহন করিয়াছিল। অপিচ আপনি 'নাব্যানাং' নৌকার দ্বারা তরণকারী নদীসমূহের 'নবতিং' নবতিসংখ্যা অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান 'পারং' তীরদেশকে (সপ্তমীতে দ্বিতীয়া) তীরদেশে 'অযজ্যূন্' যজ্ঞবিহীন অসুরদিগকে 'প্রাস্য' নিক্ষেপ করতঃ তথায় 'কর্ত্তং অবর্ত্তয়ঃ' কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া সেই যজ্ঞবিহীনগণকে প্রাপ্ত করিয়াছিলেন।

রাময়ঃ। লুঙি 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অট্ অভাব। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে সাংহিতিক দীর্ঘ। প্রাস্য। অসু ধাতু ক্ষেপণার্থক। তাহার ল্যপি-রূপ। নাব্যানাং। 'নৌবয়োধর্ম্মেত্যাদিনা যৎ' ইত্যাদির দ্বারা যৎ। 'তিৎস্বরিতঃ' ইত্যাদি সূত্রে স্বরিতত্ব ॥ (১ম ১২১সূ—১৩ঋ) ॥

তিনি তাহাকে আপন শক্তিপ্রভাবে সৎকর্ম্মে রত করান। মানুষ স্বরূপতঃ সৎ, মায়ামোহ ও পাপের প্রলোভনে সে আপনার লক্ষ্যপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অধঃপতনের দিকে চলিতে থাকে। তখন সেই পথকেই উৎকৃষ্ট পথ মনে করে, নিজকে পাপের সহচর বলিয়া গ্রহণ করে। সে ভুলিয়া যায় যে, সে মূলতঃ সিংহ—সে শৃগাল নয়। ভগবান্ আসিয়া সময়ে সময়ে তাহাকে তাহার প্রকৃত স্বরূপ জানাইয়া দেন; তাহাকে বলেন,—"মাস্ম ক্লৈব্যং গম পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।" এ তোমার প্রকৃত কাজ নয়—এ তোমার পথ নয়। তুমি ত ছোট নও, তুমি ত হীন নও; তবে তোমার এ অধোগতি কেন? তুমি যে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী; তবে অজ্ঞানতায় ডুবিয়া আছ কেন? তুমি বিশ্বশক্তির অধিকারী; তবে তোমার এ দুর্ব্বলতা কেন? তুমি পূর্ণশিব; তবে তুমি অপূর্ণের—অশিবের দাসত্ব কর কেন? তুমি শুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তাত্মা; তবে কিসের ঘোরে—কোন্ ভ্রান্তিবশে তুমি মুহ্যমান হইতেছ? জাগো মানব! স্মরণ কর,—তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, আর যাবেই বা কোথায়! মনে করে দেখ,—তোমার প্রকৃত স্বরূপ-অবস্থা কি! "মাস্ম ক্লৈব্যং গম পার্থ"—এ তো তোমার উপযুক্ত নয়! তোমার এ কি ভ্রান্তি! 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।'

ভগবান্ সাধকের মধ্য দিয়া তাঁহার বাণী জগতে প্রকাশিত করেন। সাধুগণের সংসর্গে মানুষ সাধু সৎকর্ম্মশীল হয়। তাঁহারা বিভ্রান্ত মানুষকে তাহার গৌরবময় অধিকারের কথা অবিরত স্মরণ করাইয়া দেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" তোমরা যে অমৃতের পুত্র, অমৃতের অধিকারী, অমৃতে তোমাদের জন্ম—অমৃতে তোমাদের নির্ব্বাণ! "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ"—বিশ্ব জুড়ে অমৃতের ঢেউ খেলে যাচ্ছে; আর ভ্রান্ত মানব! কোন্ মোহবশে তুমি বিষপানে আত্মহত্যা করিতেছ? মহাশক্তির সন্তান হ'য়ে সামান্য পাপ-মোহের বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছ কেন?

Strike off thy fetters that binds thee down,
Rise, awake, Sanyasin bold, and say,—Om Tat Sat Om.

ভগবান্ তাঁহার যে মুক্তিবিধায়িনী শক্তি সাধকের মধ্য দিয়া জগতে প্রকাশিত করেন, তাহা দ্বারা মানুষ মুক্তিলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়, সৎকর্ম্মে

আত্মনিয়োগ করে। ভগবান্ অসৎকর্ম্মকারী পাপীকেও সৎকর্ম্মান্বিত করেন। তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—'আমাদিগের গতি বিধান কর প্রভু! আমরা অজ্ঞান—কিসে আমাদিগের শ্রেয়ঃ হয়, জানি না; আমরা পাপী—পাপ-পঙ্কে ডুবিয়া আছি; আমরা মায়ামোহের বশীভূত; তাই সদসদ্‌বিচার করিতে অক্ষম। তোমার চরণে শরণ নিতেছি প্রভু!—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং।"

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে এই মন্ত্রে অনেকগুলি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। আমরা সঙ্ক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব। প্রথমে এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা এই;—

> "হে সূর্য্য (রূপ ইন্দ্র)! হরিৎ নামক অশ্বগণকে থামাও! ইন্দ্রের এতশ (নামক অশ্ব) রথের চক্র টানিতেছে। তুমি নবতি নদীর পারে পঁহুছিয়া তথায় যজ্ঞবিহীনদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাও।"

এই মন্ত্রের শেষাংশের একটী ইংরেজী অনুবাদও উদ্ধৃত হইল;—

"Having driven the unsacrificing men to the other bank of the ninety rivers, thou didst hurl them into the pit."

'নবতিং' 'নাব্যানাং' 'অযজ্যূন্' পদত্রয়ের ব্যাখ্যা উপলক্ষেই সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার লিখিতেছেন,—"নাব্যানাং নাবা তার্য্যাণাং নদীনাং নবতিং নবতিসংখ্যামতীত্য বর্ত্তমানং পারং তীরদেশং......অযজ্যূন্ অযজমানান্ যজ্ঞবিহীনান্ অসুরাদীন্।" এই 'নবতিং' এবং 'নাব্যাঃ' পদদ্বয় পূর্ব্বেও (১ম—৮০সূ—৮ঋকেও) আছে। সেই মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রচলিত অনুবাদ এই,—"হে ইন্দ্র! তোমার বজ্রসমূহ নবতিসংখ্যক নদীর উপর বিস্তৃত হইয়াছিল।"

এই সমস্ত ব্যাখ্যা দ্বারা সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই ব্যাখ্যাসমূহ হইতে অনেক প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তের একটু আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ, 'নবতি নদী' দ্বারা তাঁহারা ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, তখন পর্য্যন্ত অনেক দেশ আর্য্যদের অধিকৃত হয় নাই। সেই সমস্ত দেশে বেদাচার-বিরোধী অথবা বেদাচারানভিজ্ঞ লোক বাস করিত। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া ক্রমশঃ তাঁহাদিগের অধিকার

বিস্তার করিতেছিলেন। এই সূক্তে উল্লিখিত সময়ে তাঁহারা দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হইতেছে—এই নবতি সংখ্যক নদী কোথায়? এই উপলক্ষে একটী আখ্যায়িকারও প্রচলন আছে। তাহা পূর্ব্বে (১ম—৮০সূ—৮ঋ) উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, 'অযজ্যূন্ কর্ত্তং অবর্ত্তয়ঃ' বাক্য হইতে তাঁহারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারশীল (Proselytising) ধর্ম্ম ছিল, আর্য্যেরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নিজ ধর্ম্মে গ্রহণ করিতেন। তৃতীয়তঃ, 'অযজ্যূন্' পদের 'অসুর' অর্থ করা হইয়াছে। তাহা দ্বারা প্রমাণিত করা হয় যে, ভারতের আদিম অসভ্য জাতিদিগকে অসুর রাক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইত। কিন্তু তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিলে আর্য্যধর্ম্মে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে দাস-রূপে ব্যবহার করা হইত। এ সম্বন্ধে এখানে আর বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই। আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে বিশেষতঃ পূর্ব্বেই (১ম—৮০সূ—৮ঋ) বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে॥ (১ম—১২১সূ—১৩ঋ)॥

## চতুর্দ্দশী ঋক্।

( প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্ )

ত্বং নো অস্যা ইন্দ্র দুর্হণায়াঃ পাহি

বজিবো দুরিতাদভীকে।

প্র নো বাজান্রথ্যো ৩ অশ্ববুধ্যানিষে যন্ধি

শ্রবসে সূনৃতায়ৈ॥ ১৪॥

### পদ-বিশ্লেষণং

ত্বং। নঃ। অস্যাঃ। ইন্দ্র। দুঃঽহনায়াঃ। পাহি।

বজ্রিঽবঃ। দুঃঽইতাৎ। অভীকে।

প্র। নঃ। বাজান্। রথাঃ। অশ্বঽবুধ্যান্। ইষে যন্ধি।

শ্রবসে। সূনৃতায়ৈ ॥ ১৪ ॥

⁂

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বজ্রিবঃ' ( শত্রুনাশায় রিপুবিমর্দ্দনায় বজ্রধারিন ) 'ইন্দ্র' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব ) 'দুর্হণায়াঃ' ( দুঃখেন হন্তব্যায়াঃ, অতিভীষণায়াঃ ইত্যর্থঃ ) 'অস্যাঃ' ( পাপপ্রবৃত্তেঃ; পাপকর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ ) তথা 'দুরিতাৎ অভীকে' ( পাপকবলাৎ ) 'নঃ' ( অস্মান ) 'ত্বং পাহি' ( ত্বং পরিত্রাণং কুরু ); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ - হে দেব! সর্ব্ববিধাৎ পাপসম্বন্ধাৎ অস্মান্ অসংলিপ্তান রক্ষ; অপিচ 'নঃ' ( অস্মাকং ) 'ইষে' ( অভীষ্টপূরণায় ) 'শ্রবসে' ( পরমমঙ্গল-বিধানায় ) তথা 'সূনৃতায়' ( প্রিয়সত্যস্বরূপায় — ত্বভাং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ ) 'অশ্ববুদ্ধ্যান' ( জ্ঞানকিরণবিশিষ্টান ) 'বাজান' ( সৎকর্ম্মরূপান ) 'রথাঃ' ( যাননিবহান - মোক্ষপ্রাপকান্ ইতি যাবৎ ) 'প্র যন্ধি' ( অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে দেব! অস্মান জ্ঞানযুতান্ সৎকর্ম্মান্বিতান্ কুরু; তেন অস্মাকং মোক্ষং বিদধাতু। ( ১ম ১২১সূ - ১৪ঋ ) ॥

⁂

### বঙ্গানুবাদ।

শত্রুনাশের জন্য—রিপুবিমর্দ্দনের জন্য বজ্রধারী বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অতিভীষণ এই পাপপ্রবৃত্তি হইতে এবং পাপ-কবল হইতে আমাদিগকে আপনি পরিত্রাণ করুন; ( প্রার্থনা ভাব এই যে,—সর্ব্ববিধ পাপ-সম্বন্ধ হইতে আমাদিগকে অসংলিপ্ত রাখুন ); অপিচ, আমাদিগের অভীষ্টপূরণের জন্য, পরম মঙ্গল-বিধানের জন্য এবং প্রিয়সত্যস্বরূপ আপনাকে প্রাপ্তির জন্য, জ্ঞানকিরণবিশিষ্ট সৎকর্ম্ম-রূপ মোক্ষপ্রাপক যান-সমূহকে আমাদিগের জন্য প্রদান করুন; ( প্রার্থনার

ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে জ্ঞানযুক্ত সৎকর্ম্মান্বিত করুন; তদ্দ্বারা আমাদিগের মোক্ষ বিহিত হউক।)॥ (১ম—১২১সূ—১৪ঋ)॥

• •

### সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বজ্রিবো বজ্রবন্নিন্দ্র ত্বং দুর্হণায়া দুঃখেন হন্তব্যায়া অস্যা অবৃত্তের্দারিদ্র্যাদস্মান্ পাহি রক্ষ। তথা দুরিতাৎ পাপাদভীকেঽভিপ্রাপ্তে সমীপবর্ত্তিনি সংগ্রামেঽস্মান্ রক্ষ। অপিচ নোঽস্মভ্যং রথ্যো রথযুক্তান্ অশ্ববুধ্যান্ অশ্বানাং বোধকান্। অশ্বা যাবদ্ভির্লভ্যন্তে তাবদিত্যর্থঃ। যদ্বা অশ্ববুধ্যান্ ছান্দসো বর্ণবিকারঃ। অশ্বমূলান্ অশ্বপ্রমুখানিত্যর্থঃ। সর্ব্বং হি ধনমশ্বমূলং দাসাপবর্গং। যথোক্তং দাসপ্রবর্গং রয়িমশ্ববুধ্যমিতি (ঋ০ ১৷৬৷২৫)। এবম্বিধান্বাজান্ ধনানি প্রযন্ধি প্রযচ্ছ। কিমর্থং। ইষে অন্নার্থং শ্রবসে কীর্ত্ত্যর্থং সূনৃতায়ৈ সূনৃতা প্রিয়সত্যাত্মিকা বাক্ তদর্থং চ।

দুর্হণায়াঃ। ঈষদ্দুঃসুষ্বিতি হন্তেঃ কর্ম্মণি খল্। পাহি। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। বজ্রিবঃ। বজ্রোঽস্যাস্তীতি বজ্রী হস্তঃ তদ্বান্ বজ্রিবান্। ছন্দসীর ইতি মতুপো বত্বং। সম্বুদ্ধৌ মতুবসো রুরিতি নকারস্য রুত্বং। রথ্যঃ। ছন্দসীবনিপাবিতি রথশব্দান্মত্বর্থীয় ঈকারঃ। যন্ধি। যম উপরমে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। বা ছন্দসীতি হেঃ পিত্ত্বেন ঙিত্ত্বাভাবাদঙিতশ্চেতি হের্দ্ধিঃ॥ (১ম—১২১সূ—১৪)॥

• •

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বজ্রিবঃ' হে বজ্রবন্ ইন্দ্র! 'ত্বং' আপনি 'দুর্হণায়াঃ' দুঃখের দ্বারা হন্তব্য 'অস্যাঃ' অবৃত্তি হইতে দারিদ্র্য হইতে 'নঃ' আমাদিগকে 'পাহি' রক্ষা করুন। আরও 'দুরিতাৎ' পাপ হইতে 'অভীকে' অভিপ্রাপ্ত সমীপবর্ত্তী সংগ্রামে আমাদিগকে রক্ষা করুন। অপিচ 'নঃ' আমাদিগকে 'রথ্য' রথযুক্ত 'অশ্ববুধ্যান' অশ্বদিগের বোধকদিগকে অর্থাৎ যে সকলের দ্বারা অশ্বসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাদিগকে, অথবা অশ্ববুধ্যান্। ছান্দসে বর্ণবিকার। অশ্বমূলসমূহকে অর্থাৎ অশ্ব-প্রমুখসমূহকে। সমস্তই অশ্বমূল ধন—দাসাপবর্গ। এ বিষয়ে উক্ত আছে,—'দাসপ্রবর্গং রয়িং অশ্ববুধ্যং' (ঋ০ ১:৬:২৫) ইত্যাদি। দাসাপবর্গ ধন অশ্ববুধ্য। এবম্বিধ 'বাজান্' ধনসমূহ 'প্রযন্ধি' প্রদান করুন। কি নিমিত্ত? 'ইষে' অন্নের নিমিত্ত, 'শ্রবসে' কীর্ত্তির নিমিত্ত, 'সূনৃতায়ৈ' এবং সূনৃত প্রিয়সত্যাত্মক বাক্য, তাহার নিমিত্ত।

দুর্হণায়াঃ। 'ঈষদ্দুঃসুষু' ইত্যাদি সূত্রে হন্তির (হন-ধাতুতে) কর্ম্মে খল্। পাহি। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব। বজ্রিবঃ। ইহার বজ্র আছে এই অর্থে—বজ্রী হস্ত। তদ্বিশিষ্ট বজ্রিবান্। 'ছন্দসীরঃ' ইত্যাদি সূত্রে মতুপের বত্ব। 'সম্বুদ্ধৌ মতুবসো রুঃ' ইত্যাদি সূত্রে নকারের রুত্ব। রথ্যঃ। 'ছন্দসীবনিপৌ' ইত্যাদি সূত্রে রথশব্দ-হেতু মত্বর্থীয়ের ঈকার। যন্ধি। যম-ধাতু উপরমার্থক। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে হি। তাহার পিত্ত্বে ঙিত্ত্বাভাব-হেতু 'অপিত্ত্বেন ঙিতশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে হি-এর স্থানে ধি॥ ১৪॥

## চতুর্দ্দশ ( ১৩৫৪ ) ঋকের বিশদার্থ।

মানুষ চায়—বল ; মানুষ চায়—ঐশ্বর্য্য ; মানুষ চায়—শত্রুনাশ। তাহার আরাধ্য দেবতাকে তাই মানুষ সেইরূপ রূপ-গুণ-শক্তি-সম্পন্ন দেখিতে চাহে। তাই এ ঋকের সম্বোধন—'বজ্রিবঃ ইন্দ্র'—শত্রুনাশে রিপু-বিমর্দ্দনে বজ্রধারী, বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!

আমরা যাহা চাহি, আমাদিগের যাহা আবশ্যক, সেইরূপ রূপ-গুণ-শক্তি-সমন্বিত হইয়া আসিয়া, তিনি আমাদিগের প্রার্থনা পূরণ করুন,—সম্বোধনেই এই ভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায়। তার পর—প্রার্থনা। মানুষের যত কিছু অশান্তির মূল—মানুষের পাপ-প্রবৃত্তি ও পাপ-কর্ম্ম। তদ্দ্বারাই মানুষ পাপ-কবলে পতিত হয়। মন্ত্রের প্রথম চরণে ঐ দুইটী হইতে রক্ষা পাইবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! পাপ-প্রবৃত্তি হইতে, পাপ-কর্ম্ম হইতে, আমায় রক্ষা করুন ; আমার মধ্যে যেন পাপ-প্রবৃত্তির উন্মেষ না হয়—ক্রিয়া না হয় আমি যেন পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই।' তার পর, প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'পাপের কবল হইতে আমায় রক্ষা করুন। পাপ-প্রবৃত্তি-বশে পাপ-কর্ম্ম করিয়া আমি পাপের কবলে পড়িয়াছি ; হে ভগবন্! তাহা হইতে আপনি আমায় উদ্ধার করুন।' ফলতঃ, কোনও প্রকারে আমাতে যেন পাপ-সম্বন্ধ স্থান না পায়,—ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনা।

দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনা—তাহারই পরবর্ত্তী স্তরের। পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি না আসিলে, পাপের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে, এই প্রার্থনায় অধিকার আসে। এই অংশের মর্ম্ম এই যে,—'পাপ-সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন এমন সকল সৎকর্ম্ম-সাধনে সমর্থ হই,—যদ্দ্বারা আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, পরম মঙ্গল বিহিত হয় এবং অবশেষে আমি যেন ভগবানে আত্মলীন করিতে পারি।' সৎকর্ম্ম-সাধন-রূপ মোক্ষবিধায়ক যানের দ্বারা ভগবৎ-সামীপ্য লাভই এখানকার কামনা। হৃদয়ে সদ্বুদ্ধির সমাবেশ-পক্ষে দেবতার নিকট মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা স্বাভাবিক, এই মন্ত্রে সেই আকাঙ্ক্ষারই দ্যোতনা দেখা যায়। মন্ত্রের শিক্ষা—মানুষ আমরা যেন পাপ-সংস্পর্শ

পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হই; কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি না আসে, সৎকর্ম্মে আসক্তি জন্মে,—এই ভাবেই আমাদিগের চিত্তকে প্রস্তুত করিতে হইবে। মন্ত্রে এই ভাবের উদ্বোধনাই পরিদৃষ্ট হয়। (১ম—১২১সূ—১৪ঋ)॥

—·—

### পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একবিংশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

মা সা তে অস্মৎ সুমতির্ব্বি দসদ্বাজ প্রমহঃ

সমিষো বরন্ত।

আ নো ভজ মঘবন্গোষ্বর্য্যো মংহিষ্ঠাস্তে

সধমাদঃ স্যাম॥॥ ১৫॥

∴

### পদ-বিশ্লেষণং।

মা। সা। তে। অস্মৎ। সুঽমতিঃ। বি। দসৎ। বাজঽপ্রমহঃ।

সং। ইষঃ। বরন্ত।

আ। নঃ। ভজ। মঘঽবন্। গোষু। অর্য্যঃ। মংহিষ্ঠাঃ। তে।

সধঽমাদঃ। স্যাম॥ ১৫॥

∴

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'বাজপ্রমহঃ' ( সৎকর্ম্মভিঃ পূজনীয় প্রাপ্তব্য ইত্যর্থঃ হে ভগবন্ ) 'তে' ( ত্বৎসম্বন্ধীয়া ) 'সা' ( প্রসিদ্ধা লোকহিতসাধিকা ) 'সুমতিঃ' ( সদ্বুদ্ধিঃ, যদ্বা—ত্বদীয়া করুণা ) 'অস্মৎ' ( অস্মাসু ) 'মা বিদসৎ' ( মা বিশুষ্যতু, অস্মাসু স্বতঃক্রিয়াশীলা ভবতু ইত্যর্থঃ ) তথা 'ইষঃ' ( অভীষ্টসাধনানি—কর্ম্মণী ইতি যাবৎ ) 'সং বরন্ত' ( অস্মান্ সংবৃতান্ কুর্ব্বন্তু, অস্মাসু ক্রিয়াশীলানি ভবন্তু ইত্যর্থঃ ) ; ভগবতঃ করুণয়া বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ সন্তঃ ইষ্টং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ; 'মঘবন' ( হে পরমধনশালিন ) 'অর্য্যঃ' ( শ্রেষ্ঠঃ ত্বং ) 'নঃ' ( অস্মান্ ) 'গোষু' ( জ্ঞাননিবহেষু ) 'আভজ' ( প্রাপয়, স্থাপয় ) ; অস্মান প্রজ্ঞানসম্পন্নান কুরু—ইত্যর্থঃ ; 'তে' ( তব ) 'মংহিষ্ঠাঃ' ( কর্ম্মভিঃ প্রবর্দ্ধিতাঃ সন্তঃ বয়ং ) 'সধমাদঃ' ( পরমানন্দপ্রাপকাঃ ভবেম ) ; হে ভগবন্ ! অস্মান্ সৎকর্ম্মপরায়ণান্ কৃত্বা জ্ঞানং প্রযচ্ছ পরমানন্দং চ দেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ ( ১ম ১২১সূ - ১৫ঋ )॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ ।

সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা পূজনীয় অর্থাৎ প্রাপ্তব্য হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধীয় সেই প্রসিদ্ধ লোকহিতসাধক সদ্বুদ্ধি ( অথবা আপনার করুণা ) আমাদিগের মধ্যে যেন বিশুষ্ক না হয়, অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে স্বতঃক্রিয়াশীল হউক ; এবং আমাদিগের অভীষ্টসাধক কর্ম্মসমূহ আমাদিগকে বরণ করুক, অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াশীল হউক ; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় আমরা সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া যেন ইষ্টলাভ করি ) ; হে পরমধনশালিন্! শ্রেষ্ঠ আপনি, আমাদিগকে জ্ঞাননিবহের মধ্যে স্থাপন করুন, অর্থাৎ আমাদিগকে প্রজ্ঞাসম্পন্ন করুন ; আপনার সম্বন্ধীয় কর্ম্মসমূহের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া আমরা যেন পরমানন্দ প্রাপ্ত হই ; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-পরায়ণ করিয়া জ্ঞানদান করুন এবং পরমানন্দ দেন। ) ॥ (১ম—১২১সূ—১৫ঋ) ॥

• • •

### সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে বাজপ্রমহঃ বাজৈর্ধনৈঃ প্রমহনীয়েন্দ্র তে ত্বদীয়া সা সুমতিঃ শোভনানুগ্রহরূপা বুদ্ধিরস্মৎ অস্মাসু মা বিদসৎ মা বিশুষ্যতু। তথেষোঽন্নান্যস্মান সম্বরন্ত সম্বৃতান্ কুর্ব্বন্তু। হে মঘবন

---

### সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

'বাজপ্রমহঃ' বাজসমূহের দ্বারা ধনসমূহের দ্বারা প্রমহনীয় হে ইন্দ্র ! 'তে' আপনার 'স' সেই 'সুমতিঃ' শোভনানুগ্রহরূপ বুদ্ধি 'অস্মৎ' আমাদিগের মধ্যে 'মা বিদসৎ' বিশুষ্ক করিবেন না। আরও 'ইষঃ' অন্নসমূহ আমাদিগকে 'সম্বরন্ত' সম্বৃত পুষ্ট করুক। 'মঘবন্' হে ধনবন্

ধনবন্নিন্দ্র অর্য্যো ধনপতিস্ত্বং নোঽস্মান্ গোম্বাভজ প্রাপয়। তে তব মংহিষ্ঠা অতিশয়েন স্তুতিভিঃ প্রবর্দ্ধয়িতারো বয়ং সধমাদঃ স্যাম পুত্রপৌত্রাদিভিঃ সহ মাদ্যন্তো ভবেম ॥

অস্মৎ। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। দসৎ। দসু উপক্ষয়ে। মাঙি লুঙি পুষাদিত্বাদঙ্। বাজপ্রমহঃ। বাজৈর্দ্ধনৈঃ প্রকৃষ্টং মহস্তেজো যস্য চ তথোক্তঃ। পাদাদিত্বাদাষ্টমিকনিঘাতাভাবঃ। ষাষ্ঠিকমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। বরন্ত। বৃঞ্ বরণে। ব্যত্যয়েন সপ্। গোষু। সাবেকাচ ইতি প্রাপ্তস্য বিভক্ত্যুদাত্তত্বস্য ন গোশ্বন্ সাববর্ণেতি প্রতিষেধঃ। অর্য্যঃ। অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োরিতি নিপাত্যতে। অর্য্যঃ স্বাম্যাখ্যা চেদিত্যান্তোদাত্তত্বং। মংহিষ্ঠাঃ। মহি বৃদ্ধৌ। ইদিত্বান্নুম্। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাত্তৃচ্। তুশ্ছন্দসীতীষ্ঠন্। তুরিষ্ঠেমেয়ঃস্বিতি তৃলোপঃ। সধমাদঃ। মদ তৃপ্তিযোগে। চৌরাদিকঃ। সহ মাদয়ন্তে তৃপ্তা ভবন্তীতি সধমাদঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। জস্। সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসীতি সহস্য সধাদেশ ॥ (১ম—১২১সূ—১৫ঋ) ॥

ইতি প্রথমস্যাষ্টমে ষড়্বিংশো বর্গঃ ॥ ১।৮।২৬ ॥

ইত্যষ্টাদশোঽনুবাকঃ ॥ ১।১৮ ॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্। পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক-শ্রীবীর-বুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-
ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে
ঋক্সংহিতাভাষ্যে প্রথমাষ্টকেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

---

ইন্দ্র! 'অর্য্যঃ' ধনপতি আপনি 'নঃ' আমাদিগকে 'গোষু' গাভীগণের মধ্যে 'আভজ' প্রাপ্ত করুন। 'তে' আপনার 'মংহিষ্ঠা' অতিশয় স্তুতিসমূহের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত আমরা 'সধমাদঃ স্যাম' পুত্রপৌত্রাদির সহিত যেন সুখী হই।

অস্মৎ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর লোপ। দসৎ। দসু-ধাতু উপক্ষয়ার্থক। 'মাঙি লুঙ্' তাহাতে পুষাদিত্ব-হেতু অঙ্। বাজপ্রমহঃ। বাজসমূহের দ্বারা ধনসমূহের দ্বারা প্রকৃষ্ট মহৎ তেজ যাঁহার তিনি। পাদাদিত্ব-হেতু আষ্টমিকের নিঘাতের অভাব। ষাষ্ঠিকের আমন্ত্রিত-হেতু উদাত্তত্ব। বরন্ত। বৃঞ্-ধাতু বরণার্থক। ব্যত্যয়ের দ্বারা শপ্। গোষু। 'সাবেকাচঃ' প্রাপ্ত বিভক্তির উদাত্তের 'ন গোশ্বন্ সাববর্ণ' ইত্যাদি সূত্রে প্রতিষেধ। অর্য্যঃ। 'স্বামিবৈশ্যয়োঃ' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতন। 'অর্য্যস্য স্বাম্যাখ্যা চেৎ' ইত্যাদিতে অন্তের উদাত্তত্ব। মংহিষ্ঠাঃ। মহি-ধাতু বৃদ্ধ্যর্থক। ইৎ ইৎ-হেতু নুম্। ইহার অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ-হেতু তৃচ্। 'তুশ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ইষ্ঠন্। 'তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু' ইত্যাদি সূত্রে তৃ-লোপ। সধমাদঃ। মদ-ধাতু তৃপ্তিযোগার্থক। চুরাদিগণীয়। 'সহ মাদয়ন্তে তৃপ্তা ভবন্তি' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সধমাদ পদ নিষ্পন্ন হয়। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। জস্-প্রত্যয়। 'সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সহের স্থানে সধ-আদেশ ॥ (১ম—১২১সূ—১৫ঋ) ॥

প্রথম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের ষড়্বিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।৮।২৬ ॥

অষ্টাদশ অনুবাক সম্পূর্ণ ॥ ১।১৮ ॥

# পঞ্চদশ ( ১৩৫৫ ) ঋকের বিশদার্থ।

সূক্তের শেষে, অষ্টকের উপসংহারে, সারভূত প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। মন্ত্রের দুইটী চরণে চারিটী বিভাগে চতুর্ব্বিধ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। যথা-পর্য্যায় যে যে সামগ্রী লাভ করিয়া মানুষ স্তরে স্তরে ক্রমশঃ উচ্চতম সোপানে আরূঢ় হইতে পারে, এই মন্ত্রের মধ্যে যেন সেই স্তর-পর্য্যায় দেখিতে পাই।

মন্ত্রের প্রথম প্রার্থনা—"তে সুমতিঃ মা বিদসৎ।" দেবতার সম্বন্ধীয় সদ্বুদ্ধি—সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে ইচ্ছা—যেন বিশুষ্ক না হয়, লোপ না পায়; হৃদয়ে যেন সদাই সৎকর্ম্ম-সম্পাদনের স্পৃহা জাগরূক থাকে। অথবা, সে পক্ষে ভগবানের করুণা যেন আমাদিগের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় প্রার্থনা—"ইষ সংবরন্তু।" ঐ অংশের সাধারণ প্রচলিত অর্থ—আমরা যেন প্রচুর অন্ন প্রাপ্ত হই। কিন্তু 'ইষঃ' পদের পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতি-ক্রমে আমরা সিদ্ধান্ত করি, ঐ অংশে ইষ্টসাধক সৎকর্ম্মের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা যেন সতত সৎকর্ম্ম-পরায়ণ থাকি,—ইহাই এই অংশের প্রার্থনার মর্ম্ম।

মন্ত্রের তৃতীয় প্রার্থনা—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে জ্ঞানদান করুন।' সৎকর্ম্মের দ্বারাই সৎ জ্ঞান উপজিত হয়। সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য-লাভের পরেই তাই এই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের চতুর্থ প্রার্থনা,—"তে মংহিষ্ঠাঃ সধমাদঃ"—'হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া যেন পরমানন্দ লাভ করি।' ভাব এই যে,—'ভগবন্! আপনি আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করুন।' পরমানন্দ-লাভই—নিঃশ্রেয়স্ বা মোক্ষ। ইহাই চরম আকাঙ্ক্ষা।

চাই—সুমতি; চাই—ইষ্টসাধক সৎকর্ম্ম, চাই—সেই সৎকর্ম্ম সাধনে সামর্থ্য, চাই—সেই কর্ম্মের সুফল পরমানন্দ। মন্ত্রে যথাপর্য্যায় এই চতুর্ব্বিধ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে॥ ( ১ম—১২১সূ—১৫ঋ )॥

# অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

— ॥ —:০:— ॥ —

এই অষ্টম অধ্যায়ে ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টক সম্পূর্ণ হইল। বিভিন্ন দৃষ্টিতে এই অধ্যায়ের—কেবল অধ্যায়েরই বা বলি কেন—এই অষ্টকের মন্ত্রসমূহ বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক হইয়া আছে।

আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি—বেদ দর্পণ-স্বরূপ। দর্পণে যেমন বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন-রূপ প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয়, বেদে সেই রূপ বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিরূপ প্রকটিত হইয়া থাকে। সুতরাং বেদের ব্যাখ্যায় নানা প্রকার মত-বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়।

পক্ষান্তরে বেদ সকল জ্ঞানের কেন্দ্রস্থানীয়। বীজরূপে বেদের মধ্যে সকল কালের সকল অবস্থার সকল প্রকার জ্ঞানই নিহিত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক! জড়-বিজ্ঞান তোমার মস্তিষ্কে স্ফূর্ত্তি-লাভ করিয়াছে; তত্ত্বপিপাসু হইয়া তুমি যদি একবার বেদের মধ্যে প্রবেশ কর, বেদ তোমায় বিজ্ঞান-রাজ্যের উপাদানভূত বহু তত্ত্ব জ্ঞাপন করিবে। প্রত্নতাত্ত্বিক! তুমি প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছ; তুমি যদি একবার বেদ রূপ রত্নসমুদ্রে অবগাহন কর, তোমার অনুসন্ধান নিশ্চয়ই গৌরবমণ্ডিত হইবে;—নবযুগ তোমায় নূতন এমন কিছুই দেখাইতে পারিবে না—যাহার বীজ বেদের মধ্যে নাই। ব্যবহার-বিধি বিষয়ে, অর্থনীতি-সম্বন্ধে, শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি প্রভৃতি লইয়া, অধুনা প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে যে সকল গবেষণা চলিয়াছে, তাহার সকল বিষয়েরই আদর্শ উদাহরণ বেদের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালের আলেখ্য; সুতরাং এমন কোনও নূতন তত্ত্বই সংসারে নাই,—যাহা বেদের অন্তর্ভুক্ত নহে।

এই অষ্টম অধ্যায়ে উষা-প্রকরণের মধ্যে জ্ঞান-রাজ্যের অভিনব সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—দিব্য আলোকে দিব্য পথ পরিদৃষ্ট হয়। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত আশ্বিন-সূক্তসমূহের মধ্যে জড়বিজ্ঞান কত দূর উন্নতি-লাভ করিয়াছিল, চিকিৎসা-বিজ্ঞান কি পর্যান্ত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন দেখিতে পাই। অশ্ব-শক্তিতে পরিচালিত বাষ্পীয়-পোতের দৃষ্টান্ত এবং মৃতপ্রাণে সঞ্জীবনী শক্তি-সঞ্চারণ প্রভৃতি—ঐ অংশে আলোচনার বিষয়ীভূত। আর আর যাহা জ্ঞাতব্য, যথাস্থানেই তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে।

বেদে একের মধ্য দিয়া সকলের সন্ধান প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগের ব্যাখ্যা প্রধানতঃ আমরা সেই একেরই সন্ধানে নিয়োজিত করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে যেখানে অন্য কোনও দিক প্রদর্শন করাইবার অবকাশ পাইয়াছি, তৎপক্ষেও ত্রুটি করি নাই।

⁂

ইতি ঋগ্বেদ-সংহিতায়াং প্রথমাষ্টকে অষ্টমেঽধ্যায়ে শ্রীমৎ-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা কৃতা
বঙ্গানুবাদ-বিশদার্থ-সমন্বিতা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

ইতি প্রথমাষ্টকঃ।

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

ওঁ

# ঋগ্বেদ-সংহিতা।

## অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

### মন্ত্রসূচী।

[ দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ অঙ্কের দ্বারা প্রথমে সূক্ত-সংখ্যা, তারপর ঋক্-সংখ্যা এবং পরিশেষে পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ যে প্রথম মন্ত্রটীর ('অগচ্ছতং কৃপমাণং' ইত্যাদি মন্ত্রের) শেষে ১১৯-৮-৪২৯ অঙ্কপাত আছে, তদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ঐ মন্ত্রটি ১১৯ সূক্তের অষ্টম ঋক্ এবং উহার ব্যাখ্যাদি এই গ্রন্থের ৪২৯ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়াছে। ]

অ।

মন্ত্রঃ। সূ-ঋ—পৃঃ।

অগচ্ছতং কৃপমাণং পরাবতি পিতুঃ স্বস্য ত্যজসা নিবাধিতং।
স্বর্ব্বতীরিত উতির্যুবোরহ চিত্রা অভীকে অভবন্নভিষ্টয়ঃ॥ ১১৯-৮—৪২৯

অজোহবীদশ্বিনা তৌগ্র্যো বাং প্রোহ্লঃ সমুদ্রমব্যথির্জ্জগন্বান্।
নিষ্টমূহথুঃ সুযুজা রথেন মনোজবসা বৃষণা স্বস্তি॥ ১১৭-১৫—৩২৭

অজোহবীদশ্বিনা বর্ত্তিকা বামাস্নো যৎ সীমমুঞ্চতং বৃকস্য।
বি জয়ুষা যযথুঃ সান্বদ্রের্জাতং বিষ্বাচো অহতং বিষেণ॥ ১১৭-১৬—৩৩০

অজোহবীন্নাসত্যা করা বাং মহে যামন্ পুরুভুজা পুরন্ধিঃ।
শ্রুতং তচ্ছাসুরিব বধ্রিমত্যা হিরণ্যহস্তমশ্বিনাবদত্তং॥ ১১৬-১৩—২২৮

অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ১১৫-৬—১৬৯

অধ প্র জজ্ঞে তরণির্ম্মমত্তু প্র রোচ্যস্যা উষসো ন সূরঃ।
ইন্দুর্যেভিরাষ্ট স্বেদুহব্যৈঃ স্রুবেণ সিঞ্চঞ্জরণাভি ধাম॥ ১২১-৬—৫০১

অধ স্বপ্নস্য নির্ব্বিদেহভুঞ্জতশ্চ রেবতঃ। উভা তা বস্ত্রি নশ্যতঃ॥ ১২০-১২—৪৭৭

মন্ত্রঃ। সূ-ঋ—পৃঃ।

অধেনুং দস্রা স্তর্য্যং ১ বিষক্তামপিন্বতং শয়বে অশ্বিনা গাং।
যুবং শচীভির্ব্বিমদায় জায়াং ন্যূহথুঃ পুরুমিত্রস্য যোসাং ॥ ১১৭-২০—৩৪৬
অনারম্ভণে তদবীরয়েথামনাস্থানে অগ্রভণে সমুদ্রে।
যদশ্বিনা উহথুর্ভুজ্যুমস্তং শতারিত্রাং নাবমাতস্থিবাংসং ॥ ১১৬-৫ ১৯৪
অনু ত্বা মহী পাজসী অচক্রে দ্যাবাক্ষামা মদতামিন্দ্র কর্ম্মন।
ত্বং বৃত্রমাশয়ানং সিরাসু মহো বজ্রেণ সিষ্বপো বরাহুং ॥ ১২১-১১—৫২২
অবস্যতে স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় ঋজূয়তে নাসত্যা শচীভিঃ।
পশুং ন নষ্টমিব দর্শনায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্ব্বিশ্বকায় ॥ ১১৬-২৩—২৬৪
অবোচাম নমো অস্মা অবস্যবঃ শৃণোতু নো হবং রুদ্রো মরুত্বান্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১১৪-১১—১৪২
অয়ং সমহ মা তনূহ্যাতে জনাঁ অনু। সোমপেয়ং সুখো রথঃ ॥ ১২০-১১—৪৭৪
অশ্বং ন গূঢ়মশ্বিনা দুরেবৈর্ঋষিং নরা বৃষণা রেভমপ্সু।
সন্তং রিণীথো বিপ্রুতং দংসোভির্ন বাং জূর্য্যন্তি পূর্ব্ব্যা কৃতানি ॥ ১১৭-৪—২৮৬
অশ্বিনোরসনং রথমনশ্বং বাজিনীবতোঃ। তেনাহং ভূরি চাকন ॥ ১২০-১০—৪৭১
অশ্যাম তে সুমতিং দেবযজ্যয়া ক্ষয়দ্বীরস্য তব রুদ্র মীঢ্বঃ।
সুম্নায়ন্নিদ্বিশো অস্মাকমাচরারিষ্টবীরা জুহবাম তে হবিঃ ॥ ১১৪-৩—১০৮
অষ্টা মহো দিব আদো হরী ইহ দ্যুম্নাসাহমভি যোধান উৎসং।
হরিং যত্তে মন্দিনং দুক্ষন্বৃধে গোরভসমদ্রিভির্ব্বাতাপ্যং ॥ ১২১-৮—৫১০
অস্য মদে স্বর্য্যং দা ঋতায়াপীবৃতমুস্রিয়াণামনীকং।
যদ্ধ প্রসর্গে ত্রিককুম্নিবর্ত্তদপ দ্রুহো মানুষস্য দুরো বঃ ॥ ১২১-৪—৪৯৪

—০—

আ।

আথর্ব্বণায়াশ্বিনা দধীচেহশ্ব্যং শিরঃ প্রত্যৈরয়তং।
স বাং মধু প্র বোচদৃতায়ন্ত্বাষ্ট্রং যদ্দস্রাবপিকক্ষ্যং বাং ॥ ১১৭-২২—৩৫৪
আবহন্তী পোষ্যা বার্য্যাণি চিত্রং কেতুং কৃণুতে চেকিতানা।
ঈয়ুষীণামুপমা শশ্বতীনাং বিভাতীনাং প্রথমোষা ব্যশ্বৈৎ ॥ ১১৩-১৫—৭৫
আ বাং রথং দুহিতা সূর্য্যস্য কার্ষ্মে বাতিষ্ঠদর্ব্বতা জয়ন্তী।
বিশ্বে দেবা অন্বমন্যন্ত হৃদ্ভিঃ সমু শ্রিয়া নাসত্যা সচেথে ॥ ১১৬-১৭—২৪৩
আ বাং রথং পুরুমায়ং মনোজুবং জীরাশ্বং যজ্ঞিয়ং জীবসে হুবে।
সহস্রকেতুং বনিনং শতদ্বসুং শ্রুষ্টীবানং বরিবোধামভি প্রয়ঃ ॥ ১১৯-১—৪০৪
আ বাং রথং যুবতিস্তিষ্ঠদত্র জুষ্ট্বী নরা দুহিতা সূর্য্যস্য।
পরি বামশ্বা বপুষঃ পতঙ্গা বয়ো বহন্ত্বরুষা অভীকে ॥ ১১৮-৫—৩৮১

মন্ত্রঃ। স্থঃ-ঋঃ—পৃঃ।

আ বাং রথো অশ্বিনা শ্যেনপত্বা সুমৃলীকঃ স্ববাং যাত্বর্বাঙ্।
যো মর্ত্ত্যস্য মনসো জবীয়াস্ত্রিবন্ধুরো বৃষণা বাতরংহাঃ॥ ১১৮-১—৩৬৮

আ বাং শ্যেনাসো অশ্বিনা বহন্তু রথে যুক্তাস আশবঃ পতঙ্গাঃ।
যে অপ্তুরো দিব্যাসো ন গৃধ্রা অভি প্রয়ো নাসত্যা বহন্তি॥ ১১৮-৪—৩৭৮

আরে তে গোঘ্নমুত পুরুষঘ্নং ক্ষয়দ্বীর সুম্নমস্মে তে অস্তু।
মৃলা চ নো অধি চ ব্রূহি দেবাধা চ নঃ শর্ম্ম যচ্ছ দ্বিবর্হাঃ ১১৪-১০—১৩৯

আ শ্যেনস্য জবসা নূতনেনাস্মে যাতং নাসত্যা সজোষাঃ।
হবে হি বামশ্বিনা রাতহব্যঃ শশ্বত্তমায়া উষসো ব্যুষ্টৌ॥ ১১৮-১১—৪০৩

আস্নো বৃকস্য বর্ত্তিকামভীকে যুবং নরা নাসত্যামুমুক্তং।
উতো কবিং পুরুভুজা যুবং হ কৃপমাণমকৃণুতং বিচক্ষে। ১১৬-১৪—২৩১

---

## ই।

ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্দ্ধনং।
রাস্বা চ নো অমৃত মর্ত্তভোজনং ত্মনে তোকায় তনয়ায় মৃল॥ ১১৪-৬—১২১

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাচ্চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা।
যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায়ঁ এবা রাত্র্যুষসে যোনিমারৈক্॥ ১১৩-১—৬

ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দ্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্র ভরামহে মতীঃ।
যথা শমসদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরং॥ ১১৪-১—১০৩

---

## ঈ।

ঈয়ুষ্টে যে পূর্ব্বতরামপশ্যন্ ব্যুচ্ছন্তীমুষসং মর্ত্ত্যাসঃ।
অস্মাভিরূ নু প্রতিচক্ষ্যাভূদো তে যন্তি যে অপরীষু পশ্যান্॥ ১১৩-১১—৫৯

---

## উ।

উত স্যা বাং মধুমন্মক্ষিকারপন্মদে সোমস্যৌশিজো হুবন্যতি।
যুবং দধীচো মন আ বিবাসথোঽথা শিরঃ প্রতিবামশ্ব্যং বদৎ॥ ১১৯-৯—৪৩৩

উদীর্ধ্বং জীবো অসুর্ন আগাদপ প্রাগাত্তম আ জ্যোতিরেতি।
আরৈক্ পন্থাং যাতবে সূর্য্যায়াগন্ম যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ ১১৩-১৬—৮০

উদ্বন্দনমৈরতং দংসনাভিরুদ্রেভং দস্রা বৃষণা শচীভিঃ।
নিষ্টৌগ্র্যং পারয়থঃ সমুদ্রাৎ পুনশ্চ্যবানং চক্রথুর্যুবানং॥ ১১৮-৬—৩৮৪

উপ তে স্তোমান্ পশুপা ইবাকরং রাস্বা পিতর্ম্মরুতাং সুম্নমস্মে।
ভদ্রা হি তে সুমতির্মৃলয়ত্তমাথা বয়মব ইত্তে বৃণীমহে॥ ১১৪-৯—১৩৪

উষো যদগ্নিং সমিধে চকর্থ বি যদাবশ্চক্ষসা সূর্য্যস্য।
যন্মানুষান্যক্ষ্যমাণাঁ অজীগস্তদ্দেবেষু চকৃষে ভদ্রমপ্নঃ॥ ১১৩-৯—৪৮

মন্ত্রঃ। সূঃ-ঋঃ—পৃঃ।

ঊ।

ঊর্দ্ধা ধীতিঃ প্রত্যস্য প্রযামন্যধায়ি শস্মনৎ সময়ন্ত আ দিশঃ।
স্বদামি ঘর্ম্মং প্রতি সন্ত্যূতয় আ বামূর্জ্জানী রথমাশ্বিনারুহৎ॥ ১১৯-২—৪০৭

---

ঋ।

ঋষিং নরাবংহসঃ পাঞ্চজন্যমৃবীসাদত্রিং মুঞ্চথো গণেন।
মিনন্তা দস্যোরশিবস্য মায়া অনুপূর্ব্বং বৃষণা চোদয়ন্তা॥ ১১৭-৩—২৮২

---

এ।

একস্যা বস্তোরাবতং রণায় বশমশ্বিনা সনয়ে সহস্রা।
নিরহতং দুচ্ছুনা ইন্দ্রবন্তা পৃথুশ্রবসো বৃষণাবরাতীঃ॥ ১১৬-২১—২৫৬
এতানি বামশ্বিনা বীর্য্যাণি প্র পূর্ব্ব্যাণ্যায়বোঽবোচন্।
ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো বৃষণা যুবভ্যাং সুবীরাসো বিদথমা বদেম॥ ১১৭-২৫—৩৬৩
এতানি বাং শ্রবস্যা সুদানু ব্রহ্মাংগূষং সদনং রোদস্যোঃ।
যদ্বাং পজ্রাসো অশ্বিনা হবন্তে যাতমিষা চ বিদুষে চ বাজং॥ ১১৭-১০—৩০৯
এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি বুচ্ছন্তী যুবতিঃ শুক্রবাসাঃ।
বিশ্বস্যেশানা পার্থিবস্য বস্ব উষো অদ্যেহ সুভগে ব্যুচ্ছ॥ ১১৩-৭—৪০

---

ক।

কদিত্থা নৄঁঃ পাত্রং দেবয়তাং শ্রবদ্গিরো অঙ্গিরসাং তুরণ্যন্।
প্র যদানড়্বিশ আ হর্ম্যস্যোরু ক্রংসতে অধ্বরে যজত্রঃ॥ ১২১-১—৪৮২
কা রাধদ্ধোত্রাশ্বিনা বাং কো বাং জোষ উভয়োঃ।
কথা বিধাত্যপ্রচেতাঃ॥ ১২০-১—৪৪২
কিয়াত্যা যৎ সময়া ভবাতি যা ব্যূষুর্যাশ্চ নূনং ব্যুচ্ছান্।
অনু পূর্ব্বাঃ কৃপতে বাবশানা প্রদীধ্যানা জোষমন্যাভিরেতি॥ ১১৩-১০—৫২
কুহ যান্তা সুষ্টুতিং কাব্যস্য দিবো নপাতা বৃষণা শয়ুত্রা।
হিরণ্যস্যেব কলশং নিখাতমুদূপথুর্দ্দশমে অশ্বিনাহন্॥ ১১৭-১২—৩১৬
ক্ষত্রায় ত্বং শ্রবসে ত্বং মহীয়া ইষ্টয়ে ত্বমর্থমিব ত্বমিত্যৈ।
বিসদৃশা জীবিতাভিপ্রচক্ষ উষা অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা॥ ১১৩-৮—৩৬

---

চ।

চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণমাজা খেলস্য পরিতক্ম্যায়াং।
সদ্যো জঙ্ঘামায়সীং বিশ্পলায়ৈ ধনে হিতে সর্ত্তবে প্রত্যধত্তং॥ ১১৬-১৫—২৩৫

মন্ত্রঃ। সূঃ-ঋঃ — পৃঃ।

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ১১৫-১—১৪৮

— —

জ।

জুজুরুষো নাসত্যোত বব্রিং প্রামুঞ্চতং দ্রাপিমিব চ্যবানাৎ।
প্রাতিরতং জহিতস্যায়ুর্দ্দস্রাদিৎ পতিমকৃণুতং কনীনাং ॥ ১১৬-১০—২১৬
জিহ্মশ্যে ৩ চরিতবে মঘোন্যাভোগয় ইষ্টয়ে রায় উ ত্বং।
দভ্রং পশ্যদ্ভ্য উর্ব্বিয়া বিচক্ষ উষা অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১১৩-৫—৩০

---

ত।

তদ্বাং নরা শংস্যং পজ্রিয়েণ কক্ষীবতা নাসত্যা পরিজ্মন্।
শফাদশ্বস্য বাজিনো জনায় শতং কুম্ভাঁ অসিঞ্চতং মধুনাং ॥ ১১৭-৬—১৯৩
তদ্বাং নরা শংস্যং রাধ্যং চাভিষ্টিমন্নাসত্যা বরূথং।
যদ্বিদ্বাংসা নিধিমিবাপগূহ্লমুদ্দর্শতাদূপথুর্ব্বন্দনায় ॥ ১১৬-১১—২২০
তদ্বাং নরা সনয়ে দংস উগ্রমাবিষ্কৃণোমি তন্যতুর্ন বৃষ্টিং।
দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্ব্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ ॥ ১১৬-১২ ২২৪
তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্য্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে।
অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সং ভরন্তি ॥ ১১৫-৫—১৬৬
তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্ত্তোর্বিততং সংজভার।
যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ ॥ ১১৫-৪—১৬২
তা বাং নরা স্ববসে সুজাতা হবামহে অশ্বিনা নাধমানাঃ।
আ ন উপ বসুমতা রথেন গিরো জুষাণা সুবিতায় যাতং ॥ ১১৮-১০—৩১৭
তা বিদ্বাংসা হবামহে বাং তা নো বিদ্বাংসা মন্ম বোচেতমদ্য।
প্রার্চ্চদ্দয়মানো যুবাকুঃ ॥ ১২০-৩—৪৪৮
তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রিরহাতিব্রজদ্ভির্নাসত্যা ভুজ্যুমূহথুঃ পতঙ্গৈঃ।
সমুদ্রস্য ধন্বন্নার্দ্রস্য পারে ত্রিভী রথৈঃ শতপদ্ভিঃ ষড়শ্বৈঃ ॥ ১১৬-৪—১৯০
তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ।
তমূহথুর্নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ ॥ ১১৬-৩—১৮৪
তুভ্যং পয়ো যৎ পিতরাবনীতাং রাধঃ সুরেতস্তুরণে ভুরণ্যূ।
শুচি যত্তে রেক্ণ আযজন্ত সবর্দুঘায়াঃ পয় উস্রিয়ায়াঃ ॥ ১২১-৫ ৪৯৭
ত্বমায়সং প্রতি বর্ত্তয়ো গোর্দ্দিবো অশ্মানমুপনীতমৃভ্বা।
কুৎসায় যত্র পুরুহূত বন্বঞ্ছুষ্ণমনন্তৈঃ পরিয়াসি বধৈঃ ১২১-৯—৫১৪
ত্বমিন্দ্র নর্য্যো যাঁ অবো নৄঁস্তিষ্ঠা বাতস্য সুযুজো বহিষ্ঠান্।
যং তে কাব্য উশনা মন্দিনং দাদ্বৃত্রহণং পার্য্যং ততক্ষ বজ্রং ॥ ১২১-১২—৫২৬

মন্ত্রঃ । সূঃ-ঋঃ পৃঃ ।

ত্বং নো অস্যা ইন্দ্র দুর্হণায়াঃ পাহি বজ্রিবো দুরিতাদভীকে ।
প্র নো বাজান্রথ্যো ৩ অশ্ববুধ্যানিষে যন্ধি শ্রবসে সূনৃতায়ৈ ॥ ১২১-১৪—৫৩৪
ত্বং সূরো হরিতো রাময়ো নূন্ ভরচ্চক্রমেতশো নায়মিন্দ্র ।
প্রাস্য পারং নবতিং নাব্যানামপি কর্ত্তমবর্ত্তয়োহযজ্যূন্ ॥ ১২১-১৩—৫২৯
ত্বেষং বয়ং রুদ্রং যজ্ঞসাধং বঙ্কুং কবিমবসে নি হ্বয়ামহে ।
আরে অস্মদ্দৈব্যং হেলো অস্যতু সুমতিমিদ্বয়মস্যা বৃণীমহে ॥ ১১৪-৪—১১৩
ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা রথেন ত্রিচক্রেণ সুবৃতা যাতমর্ব্বাক্ ।
পিন্বতং গা জিন্বতমর্ব্বতো নো বর্দ্ধয়তমশ্বিনা বীরমস্মে ॥ ১১৮-২—৩১১

—০—

দ ।

দশ রাত্রীরশিবেনা নব দ্যূনবনদ্ধং শ্নথিতমপ্স্বন্তঃ ।
বিপ্রুতং রেভমুদনি প্রবৃক্তমুন্নিন্যথুঃ সোমমিব স্রুবেণ ॥ ১১৬-২৪—২৬৮
দিবো বরাহমরুষং কপর্দ্দিনং ত্বেষং রূপং নমসা নি হ্বয়ামহে ।
হস্তে বিভ্রদ্ভেষজা বার্য্যাণি শর্ম্ম বর্ম্ম চ্ছর্দ্দিরস্মভ্যং যংসৎ ॥ ১১৪-৫—১১৭
দুহীয়ন্মিত্রধিতয়ে যুবাকু রায়ে চ নো মিমীতং বাজবত্যৈ ।
ইষে চ নো মিমীতং ধেনুমত্যৈ ॥ ১২০-৯—৪৬৭

—০—

ন ।

নক্ষদ্ধবমরুণীঃ পূর্ব্ব্যং রাট্ তুরো বিশামঙ্গিরসামনু দ্যূন্ ।
তক্ষদ্বজ্রং নিযুতং তস্তম্ভদ্দ্যাং চতুষ্পদে নর্য্যায় দ্বিপাদে ॥ ১২১-৩—৪৯০
নাসত্যাভ্যাং বর্হিরিব প্র বৃঞ্জে স্তোমাঁ ইয়র্ম্ম্যভ্রিয়েব বাতঃ ।
যাবর্ভগায় বিমদায় জায়াং সেনাজুবা ন্যূহতু রথেন ॥ ১১৬-১—১৭৫

—০—

প ।

পরাবতং নাসত্যানুদেথামুচ্চাবুধ্নং চক্রথুর্জিহ্মবারং ।
ক্ষরন্নাপো ন পায়নায় রায়ে সহস্রায় তৃষ্যতে গোতমস্য ॥ ১১৬-৯—২১২
পরায়তীনামন্বেতি পাথ আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাং ।
ব্যুচ্ছন্তী জীবমুদীরয়ন্ত্যুষা মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তী ॥ ১১৩-৮—৪৩
পরিবিষ্টং জাহুষং বিশ্বতঃ সীং সুগেভির্নক্তমূহথূ রজোভিঃ ।
বিভিন্দুনা নাসত্যা রথেন বি পর্ব্বতাঁ অজরয়ূ অযাতং ॥ ১১৬-২০—২৫৩
পুরা যৎ শূরস্তমসো অপীতেস্তমদ্রিবঃ ফলিগং হেতিমস্য ।
শুষ্ণস্য চিৎ পরিহিতং যদোজো দিবস্পরি সুগ্রথিতং তদাদঃ ॥ ১২১-১০—৫১৮
পুরু বর্পাংস্যশ্বিনা দধানা নি পেদব ঊহথুরাশুমশ্বং ।
সহস্রসাং বাজিনমপ্রতীতমহিহনং শ্রবস্যং তরুত্রং ॥ ১১৭-৯—৩০৫

মন্ত্রঃ। সূঃ-মঃ—পৃঃ।

প্রবদ্যামনা সুবৃতা রথেন দস্রাবিমং শৃণুতং শ্লোকমদ্রেঃ।
কিমঙ্গ বাং প্রত্যবর্ত্তিং গমিষ্ঠাহুর্ব্বিপ্রাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ॥ ১১৮-৩—৩৭৪
প্র বাং দংসাংস্যশ্বিনাববোচমস্য পতিঃ স্যাং সুগবঃ সুবীরঃ।
উত পশ্যন্নশ্নুবন্দীর্ঘমায়ুরস্তমিবেজ্জরিমাণং জগম্যাং॥ ১১৬ ২৫ ২৭১
প্র যা ঘোষে ভৃগবাণে ন শোভে যয়া বাচা যজতি পজ্রিয়ো বাং।
প্রৈষয়ুর্ন বিদ্বান্॥ ১২০.৫ - ৪৫৪

ব।

বিদ্বাংসাবিদ্দুরঃ পৃচ্ছেদবিদ্বানিত্থাপরো অচেতাঃ।
নূ চিন্নু মর্ত্তে অক্রৌ। ১২০-২—৪৪৫
বি পৃচ্ছামি পাক্যা ৩ ন দেবান্বষট্কৃতস্যাদ্ভুতস্য দস্রা।
পাতং চ সহ্যসো যুবং চ রভ্যসো নঃ॥ ১২০-৪—৪৫০
বীলুপত্মভিরাশুহেমভির্ব্বা দেবানাং বা জূতিভিঃ শাশদানা।
তদ্রাসভো নাসত্যা সহস্রমাজা যমস্য প্রধনে জিগায়॥ ১১৬ ২—১০০
ব্যু১ ঞ্জিভির্দ্দিব আতাস্বদ্যৌদপ কৃষ্ণাং নির্ণিজং দেব্যাবঃ।
প্রবোধয়ন্ত্যরুণেভিরশ্বৈরোষা যাতি সুযুজা রথেন॥ ১১৩-১৪ ৭১

ভ।

ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ।
নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ॥ ১১৫.৩—১৫৮
ভাস্বতী নেত্রী সূনৃতানামচেতি চিত্রা বি দুরো ন আবঃ।
প্রার্প্যা জগদ্ব্যু নো রায়ো অখ্যদুষা অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা॥ ১১৩.৪ - ২৫

ম।

মধ্বঃ সোমস্যাশ্বিনা মদায় প্রত্নো হোতা বিবাসতে বাং।
বর্হিষ্মতী রাতির্ব্বিশ্রিতা গীরিষা যাতং নাসত্যোপ বাজৈঃ॥ ১১৭ ১—২৭৬
মহী বামূতিরশ্বিনা ময়োভূরুত স্রামং ধিষ্ণ্যা সং রিণীথঃ।
অথা যুবামিদহ্বয়ৎ পুরন্ধিরাগচ্ছতং সীং বৃষণাববোভিঃ॥ ১১৭.১৯—৩৪২
মা কস্মৈ ধাতমভ্যমিত্রিণে নো মাকুত্রা নো গৃহেভ্যো ধেনবো গুঃ।
স্তনাবুজো অশিশ্বীঃ॥ ১২০.৮ ৪৬৪
মাতা দেবানামদিতেরনীকং যজ্ঞস্য কেতুর্ব্বৃহতী বি ভাহি।
প্রশস্তিকৃদ্ব্রহ্মণে নো ব্যু১চ্ছা নো জনে জনয় বিশ্ববারে॥ ১১৩.১৯ - ৯১
মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে॥ ১১৪-৮—১০৬

মন্ত্রঃ । সূঃ ঋঃ—পৃঃ ।

মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতং ।
মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ ॥ ১১৪-৭—১২৫

মা সা তে অস্মৎসুমতির্ব্বি দসদ্বাজপ্রমহঃ সমিষো বরন্ত ।
আ নো ভজ মঘবন্গোষ্বর্য্যো মংহিষ্ঠাস্তে সধমাদঃ স্যাম ॥ ১২১-১৫-৫৩৮

মৃলা নো রুদ্রোত নো ময়স্কৃধি ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম তে ।
যচ্ছং চ যোশ্চ মনুরায়েজে পিতা তদশ্যাম তব রুদ্র প্রণীতিষু ॥ ১১৪-২—১০৫

য ।

যচ্চিত্রমপ্ন উষসো বহন্তীজানায় শশমানায় ভদ্রং ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১১৩-২০—৯৪

যদয়াতং দিবোদাসায় বর্ত্তির্ভরদ্বাজায়াশ্বিনা হয়ন্তা ।
রেবদুবাহ সচনো রথো বাং বৃষভশ্চ শিংশুমারশ্চ যুক্তা ॥ ১১৬-১৮—২৪৭

যবং বৃকেণাশ্বিনা বপন্তেষং দুহন্তা মনুষায় দস্রা ।
অভি দস্যুং বকুরেণা ধমন্তোরু জ্যোতিশ্চক্রথুরার্য্যায় ॥ ১১৭-২১—৩৫০

যমশ্বিনা দদথুঃ শ্বেতমশ্বমঘাশ্বায় শশ্বদিৎস্বস্তি ।
তদ্বাং দাত্রং মহি কীর্ত্তেন্যং ভূৎপৈদ্বো বাজী সদমিদ্ধব্যো অর্য্যঃ ॥ ১১৬ ৬—১৯৮

যা গোমতীরুষসঃ সর্ব্ববীরা ব্যুচ্ছন্তি দাশুষে মর্ত্ত্যায় ।
বায়োরিব সূনৃতানামুদর্কে তা অশ্বদা অশ্নবৎ সোমসুত্বা ॥ ১১৩-১৮—৮৭

যাবয়দ্দ্বেষা ঋতপা ঋতেজাঃ সুম্নাবরী সূনৃতা ঈরয়ন্তী ।
সুমঙ্গলীর্ব্বিভ্রতী দেববীতিমিহাদ্যোষঃ শ্রেষ্ঠতমা ব্যুচ্ছ ॥ ১১৩-১২—৬৩

যুবমত্রয়েঽবনীতায় তপ্তমূর্জ্জমোমানমশ্বিনাবধত্তং ।
যুবং কণ্বায়াপিরিপ্তায় চক্ষুঃ প্রত্যধত্তং সুষ্টুতিং জুজুষাণা ॥ ১১৮-৭—৩৮৭

যুবং চ্যবানমশ্বিনা জরন্তং পুনর্য্যুবানং চক্রথুঃ শচীভিঃ ।
যুবো রথং দুহিতা সূর্য্যস্য সহ শ্রিয়া নাসত্যাবৃণীত ॥ ১১৭-১৩ ৩২০

যুবং তুগ্রায় পূর্ব্বেভিরেবৈঃ পুনর্ম্মন্যাবভবতং যুবানা ।
যুবং ভুজ্যুমর্ণসো নিঃ সমুদ্রাদ্বিভিরূহথুর্ঋজ্রেভিরশ্বৈঃ ॥ ১১৭-১৪ ৩২৪

যুবং ধেনুং শয়বে নাধিতায়াপিন্বতমশ্বিনা পূর্ব্ব্যায় ।
অমুঞ্চতং বর্ত্তিকামংহসো নিঃ প্রতি জঙ্ঘাং বিশ্পলায়া অধত্তং ॥ ১১৮-৮—৩৯১

যুবং নরা স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্ব্বিশ্বকায় ।
ঘোষায়ৈ চিৎ পিতৃষদে দুরোণে পতিং জূর্য্যন্ত্যা অশ্বিনাবদত্তং ॥ ১১৭-৭—২৯৬

যুবং নরা স্তুবতে পজ্রিয়ায় কক্ষীবতে অরদতং পুরন্ধিং ।
কারোতরাচ্ছফাদশ্বস্য বৃষ্ণঃ শতং কুম্ভাঁ অসিঞ্চতং সুরায়াঃ ॥ ১১৬-৭—২০৩

যুবং পেদবে পুরুবারমশ্বিনা স্পৃধাং শ্বেতং তরুতারং দুবস্যথঃ ।
শর্য্যৈরভিদ্যুং পৃতনাসু দুষ্টরং চর্কৃত্যমিন্দ্রমিব চর্ষণীসহং ॥ ১১৯-১০—৪৩৬

মন্ত্রঃ। সূঃ-ঋঃ—পৃঃ।

যুবং বন্দনং নিঋর্তং জরণ্যয়া রথং ন দস্রা করণা সমিন্বথঃ।
ক্ষেত্রাদা বিপ্রং জনথো বিপন্যয়া প্র বামত্র বিধতে দংসনা ভুবৎ॥ ১১৯-৬—৪২৫
যুবং ভুজ্যুং ভুরমাণং বিভির্গতং স্বযুক্তিভির্নিবহন্তা পিতৃভ্য আ।
যাসিষ্টং বর্ত্তির্বৃষণা বিজেন্য ১ দিবোদাসায় মহি চেতি বামবঃ॥ ১১৯-৪ – ৪১৪
যুবং রেভং পরিষূতেরুরুষ্যথো হিমেন ঘর্ম্মং পরিতপ্তমত্রয়ে।
যুবং শয়োরবসং পিপ্যথুর্গবি প্র দীর্ঘেণ বন্দনস্তার্য্যায়ুষা॥ ১১৯-৬—৪২২
যুবং শ্যাবায় রুশতীমদত্তং মহঃ ক্ষোণস্যাশ্বিনা কণ্বায়।
প্রবাচ্যং তদ্বৃষণা কৃতং বাং যন্নার্ষদায় শ্রবো অধ্যধত্তং॥ ১১৭-৮—৩০১
যুবং শ্বেতং পেদব ইন্দ্রজূতমহিহনমশ্বিনাদত্তমশ্বং।
জোহূত্রমর্য্যো অভিভূতিমুগ্রং সহস্রসাং বৃষণং বীড়্বঙ্গং॥ ১১৮-৯ –৩৯৩
যুবং হ্যাস্তং মহোরন্যুবং বা যন্নিরততংসতং।
তা নো বসূ সুগোপা স্যাতং পাতং নো বৃকাদঘায়োঃ॥ ১২০-৭—৪৬০
যুবোরশ্বিনা বপুষে যুবাযুজং রথং বাণী যেমতুরস্য শর্দ্ধ্যং।
আ বাং পতিত্বং সখ্যায় জগ্মুষী যোষাবৃণীত জেন্যা যুবাং পতী॥ ১১৯-৫ — ৪১৮
যো বামশ্বিনা মনসো জবীয়ান্রথঃ স্বশ্বো বিশ আজিগাতি।
যেন গচ্ছথঃ সুকৃতো দুরোণং তেন নরা বর্ত্তিরস্মভ্যং যাতং॥ ১১৭-২ – ২৭৯

র।

রয়িং সুক্ষত্রং স্বপত্যমায়ুঃ সুবীর্য্যং নাসত্যা বহন্তা।
আ জহ্নাবীং সমনসোপ বাজৈস্ত্রিরহ্নো ভাগং দধতীময়াতং॥ ১১৬-১৯—২৫৫
রুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাদারৈগু কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ।
সমানবন্ধূ অমৃতে অনূচী দ্যাবা বর্ণং চরত আমিনানে॥ ১১৩-২—১৪

শ।

শতং মেষান্ বৃক্যে চক্ষদানমৃজ্রাশ্বং তং পিতান্ধং চকার।
তস্মা অক্ষী নসত্যা বিচক্ষ আধত্তং দস্রা ভিষজাবনর্বন্॥ ১১৬-১৬—২০৯
শতং মেষান্বৃক্যে মামহানং তমঃ প্রণীতমশিবেন পিত্রা।
আক্ষী ঋজ্রাশ্বে অশ্বিনাবধত্তং জ্যোতিরন্ধায় চক্রথুর্বিচক্ষে॥ ১১৭-১৭—৩৩৪
শরস্য চিদার্চ্চৎকস্যাবতাদা নীচাদুচ্চা চক্রথুঃ পাতবে বাঃ।
শয়বে চিন্নাসত্যা শচীভির্জ্জসুরয়ে স্তর্য্যং পিপ্যথুর্গাং॥ ১১৬-২২—২৬১
শশ্বৎ পুরোষা ব্যুবাস দেব্যথো অদ্যেদং ব্যাবো মঘোনী।
অথো ব্যুচ্ছাদুত্তরাঁ অনু দ্যূনজরামৃতা চরতি স্বধাভিঃ॥ ১১৩-১৩ – ৬৭

মন্ত্রঃ। সূঃ ঋঃ—পৃঃ।

শুনমন্ধায় ভরমহ্বয়ৎ সা বৃকীরশ্বিনা বৃষণা নরেতি।
জারঃ কনীন ইব চক্ষদান ঋজ্রাশ্বঃ শতমেকং চ মেষান্॥ ১১৭-১৮—৩৩৯
শ্রুতং গায়ত্রং তরুবানস্যাহং চিদ্ধি রিরেভাশ্বিনা বাং।
আক্ষী শুভস্পতী দন্॥ ১২০·৬—৪৫৭

—•—

## স।

সদা কবী সুমতিমা চকে বাং বিশ্বা ধিয়ো অশ্বিনা প্রাবতং মে।
অস্মে রয়িং নাসত্যা বৃহন্তমপত্যসাচং শ্রুত্যং ররাথাং॥ ১১৭-২৩—৩৫৭
সমানো অধ্বা স্বস্রোরনন্তস্তমন্যান্যা চরতো দেবশিষ্টে।
ন মেথেতে ন তস্থতুঃ সুমেকে নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে॥ ১১৩·৩—২০
সং যন্মিথঃ পস্পৃধানাসো অগ্মত শুভে মখা অমিতা জায়বো রণে।
যুবোরহ প্রবণে চেকিতে রথো যদশ্বিনা বহথঃ সূরিমা বরং॥ ১১৯·৩—৪১৯
সুষুপ্বাংসং ন নির্ঋতেরুপস্থে সূর্য্যং ন দস্রা তমসি ক্ষিয়ন্তং।
শুভে রুক্মং ন দর্শতং নিখাতমুদূপথুরশ্বিনা বন্দনায়॥ ১১৭-৫—২৯০
সূনোর্ম্মানেনাশ্বিনা গৃণানা বাজং বিপ্রায় ভুরণা রদন্তা।
অগস্ত্যে ব্রহ্মণা বাবৃধানা সং বিশ্পলাং নাসত্যারিণীতং॥ ১১৭-১১—৩১২
সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্য্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রং॥ ১১৫-২—১৫২
স্যূমনা বাচ উদিয়র্ত্তি বহ্নি স্তবানো রেভ উষসো বিভাতীঃ।
অদ্যা তদুচ্ছ গৃণতে মঘোন্যস্মে আয়ুর্নি দিদীহি প্রজাবৎ॥ ১১৩-১৭—৮৩
স্তম্ভীদ্ধ দ্যাং স ধরুণং প্রুষায়দৃভুর্ব্বাজায় দ্রবিণং নরো গোঃ।
অনু স্বাজাং মহিষশ্চক্ষত ব্রাং মেনামশ্বস্য পরি মাতরং গোঃ॥ ১২১-২—৪৮৬
স্বিধ্মা যদ্বনধিতিরপস্যাৎ সূরো অধ্বরে পরি রোধনা গোঃ।
যদ্বা প্রভাসি কৃত্ব্যাঁ অনু দ্যূননর্ব্বিশে পশ্বিষে তুরায়॥ ১২১·৭—৫০৫

——

## হ।

হিমেনাগ্নিং ঘ্রংসমবারয়েথাং পিতুমতীমূর্জ্জমস্মা অধত্তং।
ঋবীসে অত্রিমশ্বিনাবনীতমুন্নিন্যথুঃ সর্ব্বগণং স্বস্তি॥ ১১৬-৮—২০৮
হিরণ্যহস্তমশ্বিনা ররাণা পুত্রং নরা বধ্রিমত্যা অদত্তং।
ত্রিধা হ শ্যাবমশ্বিনা বিকস্তমুজ্জীবস ঐরয়তং সুদানূ॥ ১১৭-২৪—৩৬০

প্রথম অষ্টকের মন্ত্রসূচী সমাপ্ত।